(জ্যোতিরিন্দ্র-গ্রন্থাবলী (তৃতীয় ভাগ)
সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ

১। মৃচ্ছকটিক (পৃঃ ১-৮৬)
২। মালতীমাধবং (পৃঃ ৮৭-১২৬)
৩। প্রবোধ-চন্দ্রোদয় (পৃঃ ১২৭-১৭০)
৪। কর্পূরমঞ্জরী- (পৃঃ ১৭১—১৭৪)
৫। চণ্ডকৌশিক (পৃঃ ১৭৫-২২৬)
৬। বিদ্ধশালভঞ্জিকা (পৃঃ ২২৭-২৫৬)
৭। মহাবীর-চরিত (পৃঃ ২৫৭-৩২২)

গ্রন্থাবলী সিরিজ

যতীন্দ্র চৌধুরী
৫.৮.১৯৫০

জ্যোতিরিন্দ্র নাথ
* গ্রন্থাবলী *

[তৃতীয় ভাগ]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী মেসিনে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

[[illegible]

৫

সূচী-পত্র

১।	মৃচ্ছকটিক	...	১
২।	মালবিকাগ্নিমিত্র	...	৯১
৩।	প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক	...	১২৭
৪।	কর্পূর-মঞ্জরী	...	১৭১
৫।	চণ্ডকৌশিক	...	১৯৫
৬।	বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা	...	২২৭
৭।	মহাবীর-চরিত	...	২৫৭

মৃচ্ছকটিক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

মৃচ্ছকটিক "প্রকরণ"-জাতীয় নাটক। ইহা দশ অঙ্কে বিভক্ত। রাজা শূদ্রক ইহার রচয়িতা। শূদ্রক রাজার রাজত্ব কাল শকারি বিক্রমাদিত্যেরও পূর্ব্ববর্ত্তী—এইরূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত। তাহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে, খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে তাঁহার রাজত্বকাল নির্দ্ধারিত করিতে হয়। কিন্তু এদিকে আবার, করনেল্ উইলফোর্ড সাহেব সারগর্ভ যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, মগধের অন্ধ্র রাজবংশের তিনিই প্রথম রাজা। তিনি আনুমানিক ১৯২ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করেন। সে যাহাই হউক, সমস্ত প্রচলিত সংস্কৃত নাটকগুলির মধ্যে "মৃচ্ছকটিক" যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার প্রাচীনত্বের আর একটি প্রমাণ এই, মৃচ্ছকটিক নাটকে "নাণক নামক" একটি মুদ্রার উল্লেখ আছে। এই "নাণক"-মুদ্রা কাশ্মীরাধিপতি শক-বংশীয় রাজা কনিষ্কের সময়ে প্রচলিত ছিল। কনিষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনেই বৌদ্ধদিগের চতুর্থ সভার অধিবেশন হয়। তিনি খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন এবং তাঁহার একটি পদবী ছিল—"বাসুদেব"। মৃচ্ছকটিকের একটি পাত্র "শকার," আস্ফালন করিয়া মধ্যে মধ্যে বলেন, "আমি কি কম লোক?—আমি দ্বিতীয় বাসুদেব।" আমার মনে হয়, এই স্থলে কনিষ্ককে মনে করিয়াই এই বাসুদেব-শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কনিষ্ক খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীর ও সমস্ত উত্তর-ভারতের রাজা ছিলেন। ইহা হইতেই অনুমান হয়, মৃচ্ছকটিক খৃষ্টের প্রথম দুই এক শতাব্দীর মধ্যেই বিরচিত হইয়াছিল।

সেই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রভাব ছিল, অথচ বৌদ্ধ ও হিন্দুদিগের মধ্যে কোন প্রকার বিদ্বেষ-ভাব ছিল না। সাধারণ লোকে যদিও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম-অনুসারেই পূজা-অর্চ্চনা ক্রিয়া-কর্ম্ম সমস্তই করিত, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিও তাহাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা-ভক্তি ছিল এবং তাহাদের আচরণেও বৌদ্ধ-নীতির প্রভাব বিলক্ষণ সংক্রামিত হইয়াছিল। "যে যেমন ধর্ম্ম করে, পরলোকে সেইরূপ তার গতি হয়"—"সৎকুলে জন্মগ্রহণ করিলেই সৎ হয় না, অসৎ-কুলে জন্মগ্রহণ করিলেই অসৎ হয় না"—"ধর্ম্মার্জ্জন উচ্চ নীচ সকল জাতীয় লোকেরই সাধ্যায়ত্ত ও সাধনা-সাপেক্ষ"—"আত্ম-সংযমী হইবে"—"প্রাণ দিয়াও

পরের উপকার করিবে, শরণাগত জনকে আশ্রয় দান করিবে"—"সত্য পালন করিবে"—"অপকারীকে উপকারের দ্বারা জয় করিবে" ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্মের নীতিতত্ত্বগুলি এই নাটকে অতি জীবন্তভাবে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

তাই, বেশ্যাকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বসন্তসেনা সদ্‌গুণে বিভূষিত, রাজকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও "শকার" যার-পর-নাই নীচ-ভাবাপন্ন, "স্থাবরক" দাস হইয়াও ধর্ম্মপরায়ণ এবং "শর্ব্বিলক" ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও চৌর্য্য-বৃত্তি-রত।

এই নাটকে পরস্পর বিসদৃশ দুই শ্রেণীর চরিত্রের চিত্র পাশাপাশি চিত্রিত হইয়াছে। যেমন এক দিকে চারুদত্ত সাধুজনের আদর্শ-চিত্র, তেমনি অন্য দিকে শকার অসাধুজনের আদর্শ-চিত্র। সাধুজনের সমস্ত লক্ষণ চারুদত্তের চরিত্রে এবং অসাধুজনের সমস্ত লক্ষণ শকারের চরিত্রে পূর্ণরূপে বিদ্যমান।

এই নাটক পাঠে জানা যায়, সে সময় দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল এবং গ্রীকদিগের "হিটিরির" ন্যায় এক দল উচ্চ শ্রেণীর বেশ্যাও ছিল। তৎকালে নাগরিক* সমৃদ্ধি ও বিলাসিতা যে চূড়ান্ত সীমায় উঠিয়াছিল, তাহা বসন্তসেনার ভবন-বিভবের বর্ণনা পাঠ করিলেই বিলক্ষণ উপলব্ধি হয়।

সে সময়কার সরল বিচার-পদ্ধতিতে যদিও এখনকার ন্যায় ততটা বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতা ছিল না, তবু দেখা যায়, সুবিচারের দিকে বিচারপতির বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং বিশুদ্ধ রীতি-অনুসারেও বিচারকার্য্য সম্পাদিত হইত। তবে দণ্ডবিধানের ক্ষমতা রাজার হস্তে থাকায়, বাস্তবিক সুবিচার হওয়া না হওয়া অনেকটা রাজার উপর নির্ভর করিত।

এই নাটকটি আলঙ্কারিক কৃত্রিমতা হইতে অনেক পরিমাণে মুক্ত। যে যে স্থলে হাস্য-রসের প্রসঙ্গ আছে, তাহা 'বিদূষক"-শ্রেণীয় হাস্যরস অপেক্ষা উচ্চদরের—তাহাতে বেশ একটু নূতনত্ব আছে এবং ইহার করুণা-রসের উক্তিগুলিও স্থান-বিশেষে মর্ম্মস্পর্শী—অতীব স্বাভাবিক।

আমাদের নিকট এই নাটকটির আর একটি বিশেষ মূল্য এই—সেই সময়কার আইন-আদালত, পুলিস-চৌকিদার, রীতি-নীতি, আচার -ব্যবহার—এক কথায় সমস্ত নাগরিক জীবনের চিত্র ইহাতে জীবন্তরূপে চিত্রিত দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, এই শ্রেণীর নাটক সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

---

* ইংরাজি civilization শব্দের মূল ধরিয়া অনুবাদ করিতে হইলে, উহাকে "নাগরিকতা" অথবা "নাগরিক সভ্যতা" বলা যাইতে পারে।

পাত্রগণ

পুরুষ-বর্গ

চারুদত্ত।—ব্রাহ্মণ বণিক।

রোহসেন।—চারুদত্তের বালক-পুত্র।

মৈত্রেয়।—চারুদত্তের সখা (বিদূষক)।

বর্দ্ধমানক।—চারুদত্তের দাস।

সংস্থানক।—রাজার শ্যালক (শকার)।

বিট।—শকারের পণ্ডিত-পারিষদ্।

স্থাবরক।—শকারের দাস।

আর্য্যক।—একজন গোয়ালা—রাজ-বিদ্রোহী—পরে সিংহাসনাধিকারী।

শর্ব্বিলক।—ব্রাহ্মণ চোর—মদনিকার প্রণয়ী।

সম্বাহক।—গাত্র-মর্দ্দন-ব্যবসায়ী—পরে বৌদ্ধ-ভিক্ষু।

মাথুর।—জুয়ার আড্ডার আড্ডাধারী।

দর্দ্দুরক।—একজন জুয়ারী।

আর একজন জুয়ারি।

কর্ণপূরক।—বসন্তসেনার হস্তিপালক (মাহুত)।

বিচার-পতি।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ }—বিচারপতির সহকারী কর্ম্মচারিদ্বয়।

চন্দনক, বীরক }—নগর-রক্ষকদিগের সর্দ্দার।

কুম্ভীলক।—বসন্তসেনার দাস।

চণ্ডালদ্বয়।—জল্লাদ।

শোধনক।—বিচারালয়ের ভৃত্য।

স্ত্রী-বর্গ

ধূতা।—চারুদত্তের স্ত্রী।

বসন্তসেনা।—বেশ্যা—চারুদত্তের প্রণয়িনী।

বসন্তসেনার মাতা।

মদনিকা।—বসন্তসেনার দাসী—শর্ব্বিলকের প্রণয়িনী।

আর একজন দাসী।

রদনিকা।—চারুদত্তের দাসী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পালক।—উজ্জয়িনীর রাজা।

রেভিল।—গায়ক।

বসন্তসেনার ভ্রাতা। ইত্যাদি।

মৃচ্ছকটিক

প্রথম অঙ্ক

নান্দী

পর্য্যঙ্ক-আসন যাঁর,
জানু বদ্ধ দুই ফের ভুজঙ্গ-বন্ধনে
বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত
অন্তঃপ্রাণ অবরোধ—ইন্দ্রিয়-সংযমে,
তত্ত্ব-দৃষ্টি দিয়া যিনি
দেখেন আত্মার মাঝে নিরিন্দ্রিয় পরম-আত্মায়
শূন্য-দৃষ্টি সেই শম্ভু
ব্রহ্মের ধ্যানেতে মগ্ন—তোমাদের রক্ষুন সবায়।

অপিচ :—
কণ্ঠের বরণ যাঁর
শ্যাম-জলধরোপম,
গৌরী-ভুজলতা যাহে
রাজে বিদ্যুল্লতা সম,
নীলকণ্ঠ প্রভু সেই
করুন সবে রক্ষণ।

নান্দীর পর সূত্রধার

সূত্রধার।—এখন অভিনয় দেখবার জন্য উপস্থিত সভাসদ্‌গণের অত্যন্ত কৌতূহল হয়েছে—তাই অধিক বাক্যাড়ম্বরে তার ব্যাঘাত করুতে আমি ইচ্ছা করিনে। অতএব উপস্থিত মহামান্য বহুশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-মণ্ডলীকে প্রণাম করে' এই নিবেদন কর্‌চি, আজ এই মৃচ্ছকটিক প্রকরণ আমরা আপনাদের সমক্ষে অভিনয় করব বলে' স্থির করেছি। যে কবি এই প্রকরণের রচয়িতা :—

গজপতি-গতি তাঁর, চকোর-নয়ন,
পূর্ণেন্দু বদন চারু, শরীর শোভন,
ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ তিনি, গম্ভীর হৃদয়,
খ্যাত কবি শূদ্রক নামেতে পরিচয়।

অপিচ :—ঋগ্‌বেদ, সামবেদ,
অঙ্ক-শাস্ত্র, হস্তি-বিদ্যা, কলা আদি চৌষট্টি প্রকার
এ সব করিয়া শিক্ষা,
শিবের প্রসাদে লভি' জ্ঞান-নেত্র বিগত-আঁধার,
পুত্রেরে রাজত্ব দিয়া
মহাসমারোহে করি, অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপন,
পশিলেন হুতাশনে
শতবর্ষ দশদিন পরমায়ু করিয়া যাপন।

অপিচ :—
যুদ্ধাসক্ত, অবহিত,
বেদজ্ঞগণের শ্রেষ্ঠ, আর তপোধন,
ছিলেন শূদ্রক নৃপ
গজসনে বাহুযুদ্ধে সতত প্রবণ।

তাঁরই বিরচিত এই প্রকরণে :—
উজ্জয়িনী পুরী-মাঝে
বাণিজ্যের ব্যবসায়ী চারুদত্ত যুবক নির্ধন
যাঁর গুণে অনুরক্তা
গণিকা বসন্ত-সেনা—বসন্ত-শ্রী যে করে ধারণ।
উত্তম সুরতোৎসব, নীতির প্রচার,
খলের স্বভাব-চিত্র দুষ্ট-ব্যবহার,
দুর্ব্বার অপ্রতিহত ভবিতব্য-গতি,
সমস্ত বর্ণিলা ইথে শূদ্রক-নৃপতি।

(পরিক্রমণপূর্ব্বক অবলোকন করিয়া)

এ কি! আমাদের এই সঙ্গীতশালা যে শূন্য! আমাদের নটেরা না জানি কোথায় গেছেন—(চিন্তা করিয়া) ওঃ! বুঝেচি।

নাহি যার গৃহে পুত্র শূন্য গৃহ সেই,
চির-শূন্য গৃহ, যার সৎ-মিত্র নেই,
মূর্খের নিকটে শূন্য দিক্ সমুদয়
দরিদ্র যে, তার কাছে সব্‌ই শূন্যময়।

আমার সঙ্গীত তো হয়ে গেছে। অনেক ক্ষণ সঙ্গীত সেবা করে' গ্রীষ্মকালে প্রচণ্ড সূর্য্য-কিরণে

পদ্মবীজ যেমন শুকিয়ে যায়, ক্ষুধার জ্বালায় আমার চোখের তারা তেমনি শুকিয়ে খট্ খট্ করচে। এখন তবে গৃহিণীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে' দেখা যাক্, ঘরে প্রাতরাশ কিছু আছে কি না। প্রয়োজনের অনুরোধে আর অভিনয়ের অনুরোধে এখন তবে প্রাকৃত ভাষায় বাক্যালাপ করা যাক্! ওঃ, কি কষ্ট! অনেক ক্ষণ সঙ্গীত-চর্চ্চা করে' শুক্‌নো পদ্মের ডাঁটার মত আমার সমস্ত অঙ্গ যেন শুকিয়ে গেছে। এখন তবে গৃহে গিয়ে জানি, গৃহিণী আগে থাক্‌তে কিছু যোগাড় করে' রেখেছেন কি না। এই তো আমাদের গৃহ। এখন ভিতরে যাওয়া যাক্। (প্রবেশ) এখন দেখচি, এখানে অন্য প্রকারের আয়োজন হচ্চে। পথে চাল ধোয়া জলের দীর্ঘ স্রোত বয়ে যাচ্চে—যুবতীরা কপালে তিলক কাটলে যেমন তাদের শোভা-বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ লোহার কড়ার ঘসাঘসিতে মাটিতে কাল দাগ পড়ে' তেমনি শোভা হয়েছে। পাকের স্নিগ্ধ গন্ধে ক্ষুধার আরো উদ্রেক হয়ে ক্ষুধার জ্বালা দ্বিগুণ বেড়ে গেছে। তবে কি পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত কোন গুপ্ত ধন পেয়ে এই উৎসব-আনন্দের আয়োজন হচ্চে? অথবা আমি ক্ষুধিত বলেই সমস্ত সংসারই আজ অন্নময় দেখচি? কৈ, ঘরে তো প্রাতরাশ কিছুই দেখ্‌ছিনে। ক্ষুধার জ্বালায় আমার প্রাণ যে বেরিয়ে গেল। এখানে তো সকলই অন্য রকমের উদ্যোগ দেখচি। কেউ বা রং পিষচে, কেউ বা মালা গাঁথচে। ব্যাপারটা কি? আচ্ছা, গৃহিণীকে ডেকে আসল কথাটাই জানা যাক্। গিন্নি! একবার এই দিকে এসো তো।

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—ওগো, কি বল্‌ছ?—এই আমি এসেছি।

সূত্র।—এসেছ?—বেশ বেশ, এসো এসো।

নটী।—কি করতে হবে, বল।

সূত্র।—অনেকক্ষণ সঙ্গীতচর্চ্চা করে' আমার শরীর একেবারে শুকিয়ে গেছে, তা ঘরে খাবার-দাবার কিছু আছে কি?

নটী।—সবই আছে।

সূত্র।—কি কি আছে?

নটী।—এই গুড়ের পায়েস আছে, দধি আছে, ঘৃত আছে, তণ্ডুল আছে—তোমার খাবার মত সরস উপাদেয় সব জিনিসই আছে। তবে এখন দেবতাদের ইচ্ছে।

সূত্র।—কি? আমাদের ঘরে যা বল্‌চ, সবই আছে?—না তুমি পরিহাস কর্‌চ?

নটী।—(স্বগত) পরিহাস বটে। (প্রকাশ্যে) সবই আছে—কিন্তু দোকানে।

সূত্র।—(সক্রোধে) দূর অনার্য্যে! এইরূপ যেন তোরও আশা-ভঙ্গ হয়—অন্নাভাব উপস্থিত হয়।—ইঁট-পাটখেলের মত উপরে ছুড়ে শেষে আমাকে দশ হাত নীচে ফেলে দিলি?—অ্যাঁ?

নটী।—আমাকে মাপ কর—মাপ কর—আমি পরিহাস করছিলেম।

সূত্র।—এ সব নূতন আয়োজন তবে কিসের? একজন রং পিষচে, আর একজন ফুলের মালা গাঁথচে—এই সব পাঁচ-রঙা ফুলে ঘরের মেজে সাজানো।

নটী।—আজ উপবাস নিয়েছি।

সূত্র।—কিসের উপবাস?

নটী।—"সুন্দর পতিলাভ"-ব্রতের উপবাস।

সূত্র।—কি রকম পতি গিন্নি?—ইহলৌকিক না পারলৌকিক?

নটী।—ওগো, পারলৌকিক।

সূত্র।—(সরোষে) দেখুন মহাশয়রা সব! ঘরের ভাত ব্যয় করে' পারলৌকিক ভর্ত্তার অন্বেষণ হচ্ছে! (নটীর উদ্দেশে) এ উপবাস করতে কে উপদেশ দিলে?

নটী।—তোমার প্রিয় সখা চূর্ণবৃদ্ধ।

সূত্র।—আরে বেটা চূর্ণবৃদ্ধ! রাজা কুপিত হয়ে নব বধূর সুগন্ধ চুলের মত তোকে কবে কুচি কুচি করে' কেটে ফেলবে, তাই আমি একবার দেখতে চাই।

নটী।—ওগো—চোটো না—ঠাণ্ডা হও। তুমিই যাতে জন্মান্তরে আমার স্বামী হও, তার জন্যই এই উপবাস করচি।

সূত্র।—ও, তাই? ওঠো ঠাকরুণ ওঠো; এই ব্রত-উপবাসে কি করতে হবে বল দিকি?

নটী।—আমরা যে অবস্থার লোক, তারই উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করতে হবে।

সূত্র।—আচ্ছা গিন্নি, তুমি তবে যাও—আমাদের অবস্থার উপযুক্ত ব্রাহ্মণাদি আমি নিমন্ত্রণ করচি।

নটী।—আচ্ছা, আমি তবে চল্লেম।

[প্রস্থান।

সূত্র।—(পরিক্রমণ করিয়া) আশ্চর্য্য! এই

সুসমৃদ্ধ উজ্জয়িনী নগরে আমাদের অবস্থার মত ব্রাহ্মণ এখন কোথায় খুঁজে পাই? এই যে চারুদত্তের বন্ধু মৈত্রেয় এই দিকে আস্‌চেন। আচ্ছা ভাল, ওঁকেই জিজ্ঞাসা করি। মৈত্রেয় মহাশয়, সর্ব্বপ্রথমে আপনি আমাদের গৃহে এসে আজ আহার করুন।

নেপথ্যে।—ওহে, অন্য ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ কর, আমি কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত।

সূত্র।—মহাশয়! ভোজন প্রস্তুত—আর স্থান-টিও নিঃশত্রু—আহারের কোন ব্যাঘাত হবে না। তা ছাড়া কি দক্ষিণা চান্, বলুন।

নেপথ্যে।—ওহে! প্রথমেই তো আমি তোমার নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করেছি—তবু বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করচ কেন?

সূত্র।—ইনি তো আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন না—আচ্ছা ভাল, অন্য কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা যাক।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহ

(উত্তরীয় হস্তে মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

মৈত্রেয়।—"অন্য কোন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা যাক।" আমি মৈত্রেয়, আমাকে কি না এখন পরের ঘরে নিমন্ত্রণ খেয়ে খেয়ে বেড়াতে হচ্চে। হা! আমার কি শোচনীয় অবস্থা! কিছু দিন পূর্ব্বে চারুদত্তের দৌলতে, অহোরাত্র সুগন্ধ মোদক আহার করে' উদ্গার করতেম; চতুঃশালা-ঘরের মধ্যে বোসে, নানাবিধ ব্যঞ্জনপাত্রে পরিবৃত হয়ে, চিত্রকরের মত আঙ্গুল দিয়ে চেঁচে-পুঁচে সমস্ত শেষ করতেম; নগর-চত্বরের বৃষভের মত বসে' বসে' রোমন্থন করতেম; সেই আমি এখন দরিদ্রতার দরুণ, যেখানে সেখানে চরে' বেড়িয়ে ঘোরো পায়রার মত এখন গৃহে ফিরে আস্‌চি। ভাল কথা, চারুদত্তের প্রিয়সখা চূর্ণবৃদ্ধ জাতী-কুসুমবাসিত এই উত্তরীয়টি পাঠিয়েছেন—চারুদত্তের দেবকার্য্য শেষ হলে এইটি তাঁকে দিতে বলে' দিয়েছেন। আচ্ছা, তবে চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করি—এই যে, চারুদত্ত দেবকার্য্য সম্পন্ন করে' গৃহদেবতাদের পূজা দিয়ে এই দিকেই আস্‌চেন।

(চারুদত্ত ও রদনিকার প্রবেশ)

চারু।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া উদাসভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

যে গৃহ-অঙ্গনে মোর
হংস-সারসকুল বলিদ্রব্য করিত ভক্ষণ
তৃণাচ্ছন্ন সেই স্থানে
কীট-মুখ-দংষ্ট বীজ এবে দেখ হয়েছে পতন।

(ধীরে ধীরে পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

বিদূ।—এই যে চারুদত্ত। ওঁর নিকটে তবে যওয়া যাক। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক, শ্রীবৃদ্ধি হোক!

চারু।—এই যে আমার সর্ব্বকালের মিত্র। এসো সখা, এসো—এইখানে বোসো।

বিদূ।—এই বস্‌চি। দেখ সখা, তোমার প্রিয়-বয়স্য চূর্ণবৃদ্ধ জাতী-ফুলের গন্ধে ভরপূর এই চাদরটি পাঠিয়েছেন, আর বলে' দিয়েছেন, দেবকার্য্য শেষ হয়ে গেলে চারুদত্তকে এইটি দেবে"। (সমর্পণ)

চারু।—(গ্রহণ করিয়া সচিন্তভাবে অবস্থান)

বিদূ।—ওহে! ভাবচ কি?

চারু।—সখা!

ঘন অন্ধকারে যথা দীপের দর্শন
দুঃখ-ভোগ-পরে সুখ তেমনি শোভন।
যে জন সুখের পর ধন-বিরহিত
শরীর ধারণ করি' বাঁচিয়া সে মৃত।

বিদূ।—আচ্ছা সখা, মরণ ও দারিদ্র্য এ দুয়ের মধ্যে তোমার কিসে অভিরুচি?

চারু।—সখা! দারিদ্র্য মৃত্যুর মধ্যে
মৃত্যুতেই রুচি মোর জেনো তুমি বেশ।
অল্পই মরণে কষ্ট,
দারিদ্র্যের অবস্থায় যাতনা অশেষ॥

বিদূ।—সখা, দুঃখ করে' আর কি হবে? যে ধন-ঐশ্বর্য্য সুহৃজ্জনের মধ্যে সংক্রামিত হয়, তা সুরলোকের পীতশেষ প্রতিপদ-চন্দ্রের মত অধিকতর রমণীয়।

চারু।—সখা, অর্থ-দৈন্যে আমার কষ্ট হয় না—কিন্তু:—

এই শুধু দুঃখ মোর
—অর্থহীন বোলে গৃহে না আসে অতিথি,

মদ-কাল হলে গত
করি-গণ্ডে মদ যবে শুষ্ক হয় অতি,
ভ্রমন্ত ভ্রমরগণ
আর নাহি ইচ্ছা-সুখে কভু যায় তথি।

বিদূ।—দেখ সখা, এই অর্থলোলুপ অতিথি ব্যাটারা গোপাল-বালকের মত যে মাঠে যতক্ষণ সুবিধা পায়, সেই মাঠেই ততক্ষণ গরু চড়িয়ে বেড়ায়।

চারু।—দেখ সখা!
ধননাশ হেতু নহি আকুল চিন্তায়,
ভাগ্যবশে ধন আসে, ভাগ্যে ধন যায়।
শুধু দুঃখ এই মোর—নষ্ট হলে ধন
লোকের শিথিল হয় সৌহার্দ্দ-বন্ধন।

অপিচ :—

দারিদ্র্য হইতে লাজ,
লজ্জিত জনের দেখ তেজ হয় ক্ষয়,
নিস্তেজের অপমান,
অপমানে চিত্ত-মাঝে বৈরাগ্য উদয়।
বৈরাগ্যেতে শোকোৎপত্তি
শোক আক্রমণে বুদ্ধি করয়ে প্রস্থান,
নির্বুদ্ধি বিনাশ পায়,
সর্ব্ব আপদের তাই দারিদ্র্য নিদান।

বিদূ।—দেখ সখা, যাদের কেবল অর্থের সঙ্গে সম্পর্ক, সেই দু দিনের বন্ধুদের কথা ভেবে কেন কষ্ট পাচ্ছ?

চারু।—সখা, দারিদ্র্যই পুরুষের :—
চিন্তার আশ্রয়-স্থান
পর-তিরস্কার-ভূমি, শত্রুতা-কারণ,
মিত্রের ঘৃণায় পাত্র
স্বজন-আত্মীয়দের বিদ্বেষ-ভাজন।
বনে যেতে মন যায় দরিদ্র জনের
লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহে নিজ কলত্রের।
না দহে গো একেবারে হৃদি-শোকানল
মর্ম্মে মর্ম্মে দেয় তীব্র সন্তাপ কেবল।

গৃহ-দেবতাদের পূজা আমার শেষ হয়েছে—এখন তুমি রাজপথের চৌমাথায় গিয়ে মাতৃগণের পূজা দিয়ে এসো।

বিদূ।—না, আমি যাব না।

চারু।—কেন বল দিকি?

বিদূ।—এত পূজা-আর্চ্চা করেও যখন দেবতারা তোমার প্রতি প্রসন্ন হলেন না—তখন দেবতাদের পূজা দিয়ে কি ফল?

চারু। সখা! না না, তা নয়। এটি গৃহস্থের নিত্য-কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

মনোবাক্য তপস্যায়
বলি-উপহারে পূজা দিলে দেবতারে
পরিতুষ্ট হন তাঁরা,
শান্ত-চিত্তজনদের কি ফল বিচারে?

অতএব যাও, মাতৃদের পূজা দিয়ে এসো।

বিদূ।—না হে না, আমি যাচ্ছিনে। আর কেউ গিয়ে পূজা দিয়ে আসুক। আমার মত ব্রাহ্মণের সকলি বিপরীত ফল ফলে।—আর্শির ভিতরকার ছায়ার মত বাম দিকে দক্ষিণ হয়ে যায়, দক্ষিণ দিক বাম হয়ে যায়। তা ছাড়া, এই সন্ধ্যার সময় রাজপথে বেশ্যা, ধূর্ত্ত, লম্পট, নীচজাতীয় দাস, রাজার প্রিয়-পাত্র এরা সব বেড়িয়ে বেড়ায়। তাই বল্‌ছি, মণ্ডূক-লুব্ধ কালসর্পের মুখে মূষিক পড়লে যেরূপ হয়, এদের হাতে পড়ে' আমার সেইরূপ প্রাণটা যাবে। আচ্ছা, তুমি এখানে বসে' কি করবে বল দিকি?—তুমিই যাও না।

চারু।—আচ্ছা, একটু দাঁড়াও, আমার জপটা শেষ করি।

নেপথ্যে।—দাঁড়াও গো বসন্তসেনা, দাঁড়াও।

দৃশ্য—রাজপথ

(অগ্রে বসন্তসেনা, তৎপশ্চাৎ পণ্ডিত-পারিষদ্
"বিট," রাজশ্যালক "শকার" ও নীচ-
জাতীয় দাসগণের প্রবেশ)

বিট।—বসন্তসেনা, একটু দাঁড়াও গো দাঁড়াও।
বল দেখি কেন ভয়ে, ত্যজিয়ে মৃদুল গতি
নৃত্যের বিধানে যেন দ্রুতভাবে ফেলিছ চরণ,
উদ্বিগ্ন-চঞ্চল-দৃষ্টে করিয়া কটাক্ষপাত
ব্যাধ-ধৃতা সচকিতা মৃগী সম করিছ গমন।

শকার।—দাঁড়াও গো বসন্তসেনা, একটু দাঁড়াও।
কোথা যাও কোথা যাও
পালাও কোথায় বালা স্খলিত চরণে?

ভয় নাই ভয় নাই
মাথা খাও, মাথা খাও, দাঁড়াও ললনে !
কামের দহনে দহে হৃদি অসহায়
অঙ্গার-রাশির মাঝে মাংস-খণ্ড-প্রায় ॥

একজন দাস।—ঠাকরুণ, একটু দাঁড়াও গো দাঁড়াও।
ওগো দিদি ভয়ে কোথা করিছ গমন
গ্রীষ্ম-ময়ূরীর মত ধরিয়া প্যাখম ?
যাচ্ছেন মোদের প্রভু দেখ তোমা কাছে
কুক্কুট-শাবক যেন অরণ্যের মাঝে।

বিট।—ওগো বসন্তসেনা, বলি একটু দাঁড়াও।
কোথা যাও সুন্দরি লো !
বাল-কদলীর সম বিকম্পিত কায়,
রক্তাম্বর পরিধান,
বিলোল অঞ্চল কিবা পবনে দুলায়।
যাইতেছ কমল-মুকুল যেন করি' বিকিরণ
অস্ত্র দিয়া মনঃশিলা-গুহা যেন করি' বিদারণ ॥

শকার।—দাঁড়াও বসন্তসেনা, একটু দাঁড়াও।
মদন-আগুন কেন জ্বালাও দ্বিগুণ ?
নিশি-শয্যা কেন কর কণ্টক-দারুণ ?
ভয়-ভীতা হয়ে কোথা
যাইতেছ পলাইয়া স্খলিত চরণে,
কুন্তী যথা রাবণের
—আমার হইবে বশ তুমি গো ললনে।

বিট।— আমা চেয়ে দ্রুতপদে চলেছ কোথায় ?
খগেন্দ্রের ভয়ে ভীতা ভুজঙ্গিনী-প্রায় ?
বায়ুরে করিতে পারি বেগে অতিক্রম
কিন্তু নিগ্রহিতে তোমা নাহি মোর মন।

শকার।—ও পণ্ডিত ! ও পণ্ডিত !
তস্কর-প্রেয়সী, নৃত্য-বিলাসিনী, মৎস্যের লোলুপ,
সর্ব্বনাশী, কুলনাশী, অবশিকা কামের সিন্দুক,
বেশ-বধূ, বেশাঙ্গনা, বেশবতী, দশ নামে ডাকি,
তবুও তো চাহে না মোরে বেশ্যা-বেটি
কেন বল দেখি ?

বিট।—চলেছ কোথায় ওগো ভয়েতে বিহ্বল,
গণ্ড-পার্শ্বে ঘরষিয়া দুলিছে কুণ্ডল !
নখাহত বীণা সম বিকম্পিত-কায়,
জলদ-গর্জ্জন-ভীতা সারসীর প্রায়।

শকার।—
বিবিধ ভূষণ অঙ্গে
বাজিতেছে ঝন্ ঝন্ ঝন্
রাম-ভয়ে কৃষ্ণা যেন
করিতেছ কেন পলায়ন ?
এখনি হরিব তোমা
হরিলা গো সবলে যেমনি
হনুমান সুভদ্রায়
—সেই বিশ্বাবসুর ভগিনী।

দাস।— রাজার বল্লভে ভজো,
মৎস্য মাংস খাইবে প্রচুর,
তাজা মৎস্য মাংস পেলে
মৃত দেহ না খায় কুক্কুর।

বিট।—ওগো বসন্তসেনা !
কটিতটে নিবেশিয়া
তারা-সম সমুজ্জ্বল চারু চন্দ্র-হার
মনঃশিলা-চূর্ণ-লেপ
মাখিয়া মুখের পরে করিয়া বাহার,
সভয়ে বিস্ময়-ভরে অতি দ্রুত-পায়
নগর-দেবতা সম চলেছ কোথায় ?

শকার —
বনে যথা কুক্কুরেরা
মহাবেগে তাড়া করে শৃগাল-পশ্চাতে
মোদের আক্রমণে তুমি
পালাইছ, মন-প্রাণ কাড়ি লয়ে সাথে।

বস।—ও পল্লবক, পল্লবক ! – ওলো পরভৃতিকে, পরভৃতিকে !

শকার।—(সভয়ে) ও পণ্ডিত ! এখানে লোক-জন আছে দেখচি।

বিট।—ভয় নাই, ভয় নাই।

বস।– মাধবিকে ! মাধবিকে !

বিট।—(হাসিয়া) দূর মূর্খ !—ও যে পরিচারিকাদের ডাক্‌চে।

শকার।—কি বল্‌চ পণ্ডিত ?—স্ত্রীলোকদের ডাক্‌চে ?

বিট।—হাঁ।

শকার।—স্ত্রীলোক একশজন আসুক্ না—এখনি আমি তাদের মেরে তাড়িয়ে দেব। –তারা জানে না, আমি কত বড় বীর।

বস।—(শূন্যপানে তাকাইয়া) কি সর্ব্বনাশ—আমার লোকজনেরাও যে পিছিয়ে পড়েছে—আচ্ছা, আমি তবে আপনাকেই আপনি রক্ষা করব।

বিট।—ডাকো ডাকো, তোমার লোকজনদের ডাকো।

শকার।—বসন্তসেনা, ডাকো ডাকো—তোমার পল্লবকে ডাকো, তোমার পরভৃতিকাকে ডাকো—সমস্ত বসন্ত ঋতুকে ডাকো না কেন—আমি তোমাকে তাড়া করে' ধর্‌বই ধর্‌ব, দেখি কে তোমাকে রক্ষা করে।

কোথায় ভীমসেন—জমদগ্নি-পুত্র ?
কুন্তীর নন্দন কোথা—দশানন কুত্র ?
ডাকো না গো যত আছে তব বীর-কুল,
দুঃশাসন সম দেখ ধরি তব চুল।

এই দেখ—

সুতীক্ষ্ণ অসির ঘায়ে দেখিবি এখনি
কাটিব রে মুণ্ড তোর করিয়া দুখানি।
কি আর হইবে বল করে' পলায়ন
মুমূর্ষু যে জন তার নিশ্চয় মরণ।

বস।—মহাশয় —আমি অবলা রমণী।

বিট।—তাই তোমার রক্ষে।

শকার।—তাই আজ বেঁচে গেলে।

বস।—(স্বগত) ওর আশ্বাস-বাক্যেতেও ভয় হয়। যা হবার, তা হবে। (প্রকাশ্যে) মহাশয়, আপনি কি আমার অলঙ্কারগুলি চান্ ?

বিট।—ছি ছি—সে কি কথা ? উদ্যান-লতা হতে কি ফুল কেউ ছিঁড়তে পারে ? তা, তোমার ও অলঙ্কারে আমাদের কি প্রয়োজন ?

বস।—তবে এখন কি চান্ ?

শকার।—আমি দেবপুরুষ, আমি মনুষ্য বাসুদেব, আমি তোমার ভালবাসা চাই।

বস।—(সক্রোধে) থামুন, আর না।

শকার।—(হাতে তালি দিয়া হাসিয়া) "থামুন, আর না"—হা হা হা—ও পণ্ডিত, ও পণ্ডিত, দেখ—আমার উপর মমতা করে' কি বল্‌চে শোনো—বল্‌চে "থামো, আর না, এখানে এসো, কত শ্রান্ত হয়েছ, কত ক্লান্ত হয়েচ"—বলি ও ঠাকরুণ, তোমার দিব্যি, আমি গ্রামান্তরেও যাই নি, নগরান্তরেও যাইনি, তোমার পিছনে পিছনে ছুটেই আমি শ্রান্ত-ক্লান্ত হয়েছি।

বিট।—(স্বগত) আশ্চর্য্য ! ও শুধু বলেছে "থামো—আর না"—আর ও-থেকে মূর্খ মনে করেছে—ওকে বলেছে "তুমি শ্রান্ত হয়েছ—ক্লান্ত হয়েছ"—কত কি। (প্রকাশ্যে) দেখ বসন্তসেনা, তুমি যা বল্লে, ও যে বেশ্যালয়ের বিরুদ্ধ কথা হল।

ভেবে দেখ, যুবার আশ্রয়-স্থান বেশ্যার আলয়,
গণিকা সে মার্গ-জাতা লতা ইহা জানিবে নিশ্চয়।
ধন-ক্রেয় পণ্যসম দেহ তব করিছ ধারণ,
প্রিয় কি অপ্রিয় দুই সমভাবে করিবে সেবন।

অপিচ :— দীর্ঘিকায় করে স্নান
বিজ্ঞ, দ্বিজ, মূর্খ নরাধম।
বিকসিত লতাপরে
শিখী কাক দুয়েরি আসন॥
ব্রহ্ম, ক্ষত্র, বৈশ্য, শূদ্র
তরীতে না পার হয় কে বা ?
বাপী লতা তরী-সম
বেশ্যা তুমি, সবে কর সেবা॥

বস।—গুণই অনুরাগের কারণ, বলপ্রয়োগে অনুরাগ জন্মে না।

শকার।—ও পণ্ডিত, দেখ ! এই গর্ভদাসীটা যে অবধি কামদেবের মন্দির-উদ্যানে সেই দরিদ্র চারুদত্তকে দেখেছে, সেই অবধি তার প্রতি অনুরক্ত। চারুদত্তের গৃহও খুব নিকটে। দেখো পণ্ডিত, যেন আমাদের হাত-ছাড়া না হয়।

বিট।—(স্বগত) যে কথা চেপে যাওয়া দরকার, সেই কথাই মূর্খ চেঁচিয়ে বল্‌চে।—চারুদত্তের গৃহ নিকটে, বসন্তসেনাকে জানিয়ে দিলে। বসন্তসেনা চারুদত্ত মহাশয়ের প্রতি অনুরক্তা, কথাটা ঠিকই বলেছে—রত্ন রত্নের সঙ্গেই মেশে। তা বসন্তসেনা, এই বেলা যাও—তা হলে মূর্খটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে। (প্রকাশ্যে)—দেখ শকার, নিকটেই সেই বণিকের গৃহ।

শকার।—হাঁ, নিকটেই তার গৃহ।

বস।—(স্বগত) আশ্চর্য্য ! সত্যই তো নিকটে তাঁর গৃহ ! এই দুষ্ট লোকটা মন্দ করতে গিয়েও আমার উপকার করলে—আমার প্রিয়জনের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দিলে।

শকার।—দেখ পণ্ডিত, মাষকলাইয়ের রাশির মধ্যে যেমন একটা মসীর গুট্‌লি মিশে যায়, সেই রকম এই অন্ধকারের মধ্যে বসন্তসেনা কোথায় মিশিয়ে গেল।

বিট।—কি ঘোর অন্ধকার!

বিশাল নয়ন মোর
সহসা তিমিরে পশি, দৃষ্টি-বিরহিত।
এই অন্ধকার-মাঝে
উন্মীলিত নেত্রদ্বয় যেন নিমীলিত॥

অপিচ—অন্ধকারে অঙ্গ লিপ্ত,
অঞ্জন বরিষে নভস্তল।
অসাধুর সেবা সম
দৃষ্টি মোর এবে গো নিষ্ফল॥

শকার।—দেখ পণ্ডিত, আমি বসন্তসেনাকে একবার খুঁজে দেখি।

বিট।—ওগো শকার!—কোন কিছু চিহ্ন কি লক্ষ্য হচ্চে?

শকার।—কি চিহ্ন পণ্ডিত?

বিট।—এই যেমন ভূষণের শব্দ, অঙ্গের সৌরভ, কি মালার গন্ধ?

শকার।—হাঁ হাঁ।—আমি মালার গন্ধ স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্চি—অন্ধকারে আমার নাক একেবারে ভরে গেছে—কিন্তু কৈ, ভূষণের শব্দ তো দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

বিট।—(জনান্তিকে) দেখ বসন্তসেনা!
প্রদোষ-তিমির-মাঝে তোমারে না দেখা যায়,
জলদ-উদরে লীনা তুমি সৌদামিনী-প্রায়।
তোমারে জানায়ে দেয় মাল্যের সৌরভ তব,
আর তব চরণের মুখর নূপুর-রব।
শুন্‌লে বসন্তসেনা?

বস।—(স্বগত) শুনেছি—বুঝেওছি। (নূপুর ও মাল্য অপসারিত করিয়া, কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ পূর্ব্বক—হস্তের দ্বারা স্পর্শ করিয়া) ও মা! এই যে, দেয়ালে হাত বুলিয়ে জান্‌তে পার্‌চি, এইটি খিড়কির দরজা—কিন্তু এ যে বন্ধ।

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহের অভ্যন্তর

চারুদত্ত।—সখা, আমার জপ শেষ হয়েছে। এখন তবে যাও, মাতৃগণের বলি উপহার দিয়ে এসো।

বিদূ।—না হে না, আমি যাব না।

চারু।—হায়, কি কষ্ট!

দারিদ্র্যে বান্ধব-জন
দরিদ্রের বাক্য নাহি করে গো গ্রহণ,
সুহৃদ বিমুখ হয়,
বিপদ বিপুল ভাব করয়ে ধারণ,
প্রাণ-বল হয় হ্রাস
চরিত্র-শশাঙ্ক-কান্তি হয় পরিম্লান,
অপরে করে যে পাপ
দরিদ্রের কৃত বলি' হয় অনুমান।

অপিচ:—সংসর্গ করে না কেহ দরিদ্রের সনে,
নাহি করে সম্ভাষণ সাদর বচনে।
ধনীর উৎসব-গৃহে
লোকে সবে দেখে তারে অবজ্ঞার সাথে,
স্বল্প পরিচ্ছদ বলি'
বড় লোক হতে রহে লজ্জায় তফাতে।
তাই বলি নির্ধনতা অতীব জঘন্য,
মহাপাতকের মধ্যে ষষ্ঠ বলি' গণ্য।

অপিচ:—হে দারিদ্র্য! তব তরে
সকাতরে শোক আমি করি গো প্রকাশ;
পরম সুহৃদ্ ভাবি'
এতদিন মোর দেহে করিলে নিবাস,
এই হতভাগ্য দেহ যখন করিব বিসর্জ্জন
—এই চিন্তা হয় মোর—তুমি যাবে
কোথায় তখন?

বিদূ।—(অপ্রতিভ হইয়া) আচ্ছা সখা, যদি আমার যেতেই হয়, তবে রদনিকাও আমার সহায় হয়ে আমার সঙ্গে চলুক।

চারু।—রদনিকে! তুমি মৈত্রেয়ের সঙ্গে যাও।

দাসী।—যে আজ্ঞা।

বিদূ।—দেখ রদনিকে, এই বলি-দ্রব্য ও প্রদীপ তুমি ধর, আমি খিড়কির দরজাটা খুলি।—(তথা করণ)

(গৃহের বাহিরে)

বস।—না জানি কে অনুগ্রহ করে' খিড়কির দরজাটা খুলে দিলে—এইবার তবে প্রবেশ করি। এ কি! একটা প্রদীপ যে! (বস্ত্রাঞ্চলে নির্ব্বাণ করিয়া প্রবেশ)

(গৃহের অভ্যন্তরে)

চারু।—মৈত্রেয়! এ কি হল?

বিদূ।—খিড়কির দরজাটা খুলে যাওয়ায় একটা দম্‌কা হাওয়া এসে প্রদীপটা নিবে গেল। তুমি খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাও। আমি ভিতর-বাড়ী থেকে প্রদীপটা জেলে নিয়ে আস্‌চি।

[প্রস্থান।

(গৃহের বাহিরে)

শকার।—দেখ পণ্ডিত, আমি বসন্তসেনাকে একবার খুঁজে দেখি।

বিট।—খোঁজো—খোঁজো।

শকার।—(তথা করণ) পণ্ডিত! আমি ধরেচি—ধরেচি।

বিট।—আরে মূর্খ—এ যে আমি।

শকার।—পণ্ডিত, তুমি তবে একটু এখান থেকে সরে' দাঁড়াও। (অন্বেষণ করিতে করিতে দাসকে ধরিয়া) ও পণ্ডিত! ধরেচি, ধরেচি!

দাস।—মশাই, আমি দাস।

শকার।—এই দিকে যাও পণ্ডিত—দাস এই দিকে যাও—ও পণ্ডিত—ও দাস—ও দাস—ও পণ্ডিত—তোমরা পাশে সরে' যাও। (পুনর্ব্বার অন্বেষণ করিতে করিতে রদনিকার কেশ ধরিয়া) দেখ পণ্ডিত, এইবার বসন্তসেনাকে ধরেছি, ধরেচি।

অন্ধকারে পালাচ্ছিলে
মালার গন্ধে জানান্ দিলে
ধরনু কেশ—যাবে কোথা?
চাণক্য দ্রৌপদী যথা।

বিট।—যৌবনের দর্পভরে কুলপুত্র-জন-পিছে
সদা তুমি করহ গমন,
সুসেব্য সুচারু কেশ কুসুম-ভূষিত তব
কে দেখ গো করে আকর্ষণ।

শকার।—ধরিয়াছি এই দেখ ও-চুলের মুঠি
দেখিব কেমনে এবে পালাও গো ছুটি।
গলা ছাড়ি যত পার চ্যাঁচাও চ্যাঁচাও,
বল শিব, শঙ্কর, ঈশ্বর—যা চাও।

রদ।—(সভয়ে) মশায়রা করেন কি?

বিট।—ওগো শকার! এ যে আর একজনের কণ্ঠস্বর।

শকার।—দেখ পণ্ডিত, দই-সরের লোভে বেড়াল যেমন গলার স্বর বদলায়, এ বেটিও তেমনি আপনার গলার স্বর বদ্‌লেছে।

বিট।—কি! স্বর পরিবর্ত্তন করেছে? কি আশ্চর্য্য! কিম্বা এতে বিচিত্রই বা কি!

পশি' রঙ্গভূমে ও যে
নানাবিধ নাট্য-কলা করেছে অভ্যাস।
বঞ্চনা-পণ্ডিত তাই
স্বরের নৈপুণ্য এবে করিছে প্রকাশ॥

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—হি! হি! হি! ওহে! পশুবধের স্থানে ছাগলকে নিয়ে এলে যেমন তার প্রাণটা ধড়্‌ফড়্ কর্‌তে থাকে, এই প্রদীপটাও সেই রকম সন্ধ্যার বাতাসে ফুর্‌ফুর্ কচ্চে। (অগ্রসর হইয়া রদনিকাকে দেখিয়া) ওগো রদনিকে!

শকার।—ও পণ্ডিত! মানুষ, মানুষ।

বিদূ।—(শকারকে দেখিয়া) ওটা ঠিক নয়—এটা উচিত নয় যে, এখন চারুদত্ত গরিব হয়ে গেছে বলে' একজন পরপুরুষ তার গৃহে এসে ঢুকবে।

রদ।—মৈত্রেয়-মশায়! দেখুন, আমাকে এরা কি অপমানটাই করচে।

বিদূ।—তোমার অপমান—না, আমাদের অপমান?

রদ।—হাঁ, এতে আপনাদেরই অপমান।

বিদূ।—কি?—বলপ্রয়োগ নাকি?

রদ।—হাঁ, মশায়।

বিদূ।—সত্যি?

রদ।—সত্যি বল্‌চি।

বিদূ।—(সক্রোধে লাঠি উঠাইয়া) তা কিছুতেই হবে না। ওহে দেখ, নিজ গৃহে কুকুরটাও রুখে ওঠে, তা আমি তো ব্রাহ্মণ; তা, এই আমার শুক্‌ন বাঁশের বাঁকা লাঠি দিয়ে তোর মাথাটা ভেঙ্গে গুঁড়ো করে' দি আয়।

বিট।—ওগো মহাব্রাহ্মণ, মেরো না, মেরো না, ক্ষান্ত হও।

বিদূ।—(বিটকে দেখিয়া) না, এ কোন অপরাধ করেনি—ঐ লোকটাই অপরাধী। ওরে ব্যাটা রাজার শালা!—সংস্থানক!—দুর্জ্জন!—দুর্ম্মনুষ্য! এই কি তোর উচিত কাজ? যদিও চারুদত্ত মহাশয়

এখন দরিদ্র হয়েছেন, তবু কি তাঁর গুণে সমস্ত উজ্জয়িনী অলঙ্কৃত নয়? তবে কি সাহসে তুই তাঁর গৃহে প্রবেশ করে' তাঁর পরিজনের এই রকম অপমান করিস?

দুরবস্থা হলে' কারো নাহি অপমান,
দৈবও না করে তার দণ্ডের বিধান।
চারিত্র্য-বিহীন হয়ে যদি হয় ধনী,
তাহারি প্রকৃতপক্ষে দুরবস্থা গণি।

বিট।—(অপ্রতিভ হইয়া) মহাব্রাহ্মণ, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। আর একজনকে মনে করে' ভুলক্রমে আমরা এই কাজটা করেছি—

খুঁজিতেছিলাম মোরা
কামাতুরা নারী একজনা—

বিদূ।—কি! এই স্ত্রীলোকটিকে খুঁজছিলে?

বিট।—না না, ছি ছি—উহারে না
—কোন এক স্বাধীন-যৌবনা।
পলাল কোথায় সে গো
তারি ভ্রমে এই বিড়ম্বনা॥

মশায় আমাদের ক্ষমা করুন—আমাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করুন। (খড়্গ ফেলিয়া দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া পদতলে পতন)

বিদূ।—তুমি দেখচি ভাল লোক—ওঠো ওঠো। তোমাকে না জেনে তিরস্কার করেছিলেম। এখন জান্‌তে পেরেছি, আমাকে ক্ষমা করবে।

বিট।—আমিই আপনার নিকট অপরাধী—আমিই আপনার ক্ষমার যোগ্য।—একটা যদি কথা দেন, তা হলে আমি উঠি।

বিদূ। কি কথা, বল।

বিট।—এই বৃত্তান্তটা যদি চারুদত্ত মহাশয়কে না বলেন।

বিদূ।—আচ্ছা, আমি বলব না।

বিট।—প্রণয়-বচন তব
শির-পরে ওহে বিপ্র করিলাম ধৃত,
সশস্ত্র যদিও মোরা
তব গুণ-অস্ত্রে মোরা হইনু বিজিত।

শকার।—(অসূয়া-সহকারে) কেন বল দিকি পণ্ডিত, কৃতাঞ্জলি হয়ে এই দুষ্ট বাওনটার পায়ে পড়ে' আছ?

বিট।—আমি বড় ভীত হয়েছি।

শকার।—কার কাছে ভীত?

বিট।—সেই চারুদত্তের গুণের কাছে।

শকার।—যার ঘরে গিয়ে কেউ এক মুঠো অন্ন পায় না, তার আবার গুণ কিসের?

বিট।—না না—ও কথা বলো না।
আমাবিধ জনে তার
ধনক্ষয় করিল গো প্রণয়ের দানে;
ধন যাচি' তার কাছে
কেহ নাহি ফিরিল গো বিষণ্ণ-পরাণে।
নিদাঘকালেতে ছিল পূর্ণ জলাশয়
—লোকতৃষ্ণা নিবারিয়া এবে শুষ্কপ্রায়।

শকার।—(অসহিষ্ণু হইয়া) সে ব্যাটার-ছেলে কে হে?

পাণ্ডব না শ্বেতকেতু কোন্ মহাবীর?
রাধাপুত্র রাবণ সে—না সে যুধিষ্ঠির?
কুন্তীর গরভে আর রামের ঔরসে
জনমিল কি সে বীর?—অশ্বথামা কি সে?
জটায়ু—না, ইন্দ্র-দত্ত—বল দেখি কেটা?
কার গুণ গাইতেছ?—কে হে সেই বেটা?

বিট।—আরে মূর্খ! যাঁর কথা বলচি, তিনি মহাত্মা চারুদত্ত।

দীনজন-কল্পতরু,
নিজ-গুণ-ফল-ভারে অবনত বিনীত-অন্তর;
সাধুর আত্মীয় তিনি,
শিক্ষিত-জন-আদর্শ, সুচরিত-নিকষ-প্রস্তর।
শীল-সিন্ধু-বেলা তিনি,
সদাচারী, না করেন কারো অপমান,
পুরুষ গুণের নিধি,
দাক্ষিণ্যেতে বিভূষিত উদার-পরাণ।
গুণাধিক্যে হয়ে শ্লাঘ্য
আছেন এ ধরাধামে তিনি গো জীবিত,
অপরে জীবিত শুধু
নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস মাত্র করি' উচ্ছ্বসিত।
এসো এখন, এখান থেকে যাওয়া যাক্।

শকার।—বসন্তসেনাকে না নিয়ে আমি—

বিট।—বসন্তসেনা পালিয়েছে।

শকার।—পালাল কি করে'?

বিট।— অন্ধজন-দৃষ্টি,
আতুরের পুষ্টি,
মূর্খজন-বুদ্ধি,
অলসের সিদ্ধি,
স্বল্প-স্মৃতি ব্যসনীর বিদ্যার অর্জ্জন,
নিজ-শত্রুজন-পরে প্রণয় যেমন,
তোমাতে তাহাতে দেখি তেমতি মিলন ;
তোমা হেরি' তাই সে গো করে পলায়ন।

শকার।—বসন্তসেনাকে না নিয়ে আমি যাব না।

বিট।—এ কথাটি কি তুমি কখন শোনোনি ?—
স্তম্ভে বাঁধা যায় হাতী, বল্গা-রজ্জু দিয়া হয়
অশ্বের বন্ধন,
হৃদে বাঁধা যায় নারী, তা যদি না পার তবে
করহ গমন।

শকার।—যদি যেতে হয় তুমিই যাও—আমি যাচ্ছিনে।

বিট।—আচ্ছা, আমি তবে চল্লেম।

[প্রস্থান।

শকার।—পণ্ডিতটা যে চলে' গেল।

(বিদূষকের প্রতি)

কাক-পদ-টিকি-ওয়ালা ওরে বিট্‌লে বাওন! একটু বোস্—একটু বোস্।

বিদূষক।—আমাদের তো বসিয়েই দিয়েছে—আর বস্‌ব কি ?

শকার।—কে বসিয়ে দিলে ?

বিদূষক।—দৈব, আবার কে ?

শকার।—তবে ওঠ্।

বিদূ।—উঠ্‌ব এক সময়ে।

শকার।—কখন্ ?

বিদূ।—যখন দৈব আবার অনুকূল হবেন।

শকার।—তবে এখন বসে' বসে' কাঁদ্।

বিদূ।—কাঁদিয়েই তো রেখেছে—আর কাঁদ্‌ব কি ?

শকার।—কাঁদালে কে ?

বিদূষক।—দারিদ্র্য—আবার কে ?

শকার।—তবে হাস্।

বিদূষক।—হাস্‌ব এক সময়ে।

শকার।—কখন্ ?

বিদূ।—আবার যখন চারুদত্ত-মহাশয়ের ধন-ঐশ্বর্য্য হবে।

শকার।—ওরে দুষ্ট বটু, আমার নাম করে,' দরিদ্র চারুদত্তকে তবে এই কথা বলিস্ :—"নব নাটকের সূত্রধারের মত, স্বর্ণ-কাঞ্চনে ভূষিতা বসন্তসেনা নামে একজন বেশ্যা কামদেবের মন্দির-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি তোমার প্রতি অনুরক্তা—আমরা তার প্রতি বল-প্রয়োগ করায়, তোমার ঘরে সে প্রবেশ করেছে ; তা এখন যদি তুমি আপনা হতে—বিচারালয়ের বিনা-নালিশে—তাকে আমার হাতে সমর্পণ কর, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি-সদ্ভাব থাক্‌বে—নচেৎ আমরণ তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা হবে। ভেবে দেখ :—

যে কুষ্মাণ্ডের বৃন্ত গোময়ে লেপিত,
শুষ্ক শাক, ভাজা মাংস ঘৃতাদি-শোধিত,
যে ভাত হয়েছে সিদ্ধ হেমন্তের রাতে,
বেলা গতে তবু নাহি পূতি-গন্ধ তাতে"।

এই কথাগুলি আমার হয়ে তুই শীঘ্র তাকে বল্ গে যা।—আমি ততক্ষণ আমাদের নূতন প্রাসাদের ছাদে পায়রার টঙের উপর বসে' থাকি গে সেইখান থেকে তোর কথা আমি শুনতে চাই। আর যদি না বলিস্, তা হলে কপাটের তলে ভাঙ্গা কদ্‌বেলের মত মাথাটা তোর মড় মড় করে' ভাঙ্‌ব।

বিদূ।—আচ্ছা, বলব।

শকার।—(চুপি চুপি) হ্যাঁ রে দাস! পণ্ডিত কি সত্যি চলে' গেছে ?

দাস।—হাঁ, গেছে।

শকার।—তবে আয়, আমরাও যাই।

দাস।—প্রভু, এই অসিটা নিন্।

শকার।—ওটা তোর হাতেই থাক্।

দাস।—প্রভু, এই নিন্—আপনার অসি।

শকার।—(উল্টো দিকে ধরিয়া)

নিস্ত্বক্ মূলার বর্ণ
অসিটিরে কাঁধে রাখি',
সাবধানে কোষমধ্যে পূরি'
চলিয়াছি গৃহ পানে
শৃগালের মত,
পিছে গরজিছে কুক্কুর-কুক্কুরী।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

বিদূ।—দেখ রদনিকে! তোমার এই অপমানের কথা চারুদত্তের কাছে বোলো না—একে তো তিনি দারিদ্র্য-কষ্ট ভোগ করচেন, এ কথা শুন্‌লে তাঁর দ্বিগুণ কষ্ট হবে।

রদ।—মৈত্রেয় মশায়, আপনি এ বেশ জান্‌বেন, রদনিকার মুখ আলগা নয়।

বিদূ।—তা জানি।

(গৃহের অভ্যন্তর)

চারু।—(বসন্তসেনার প্রতি) রদনিকে! এই সন্ধ্যার বাতাসে রোহসেনের ঠাণ্ডা লাগ্‌বে, ওকে ঘরের ভিতরে নিয়ে এসো—আর এই চাদরটা দিয়ে ঢেকে আনো (চাদর প্রদান)

বস।—(স্বগত) আমাকে ওঁর দাসী বলে' মনে করচেন দেখ্‌চি (চাদর লইয়া আঘ্রাণ ও সস্পৃহভাবে স্বগত) ও মা! চাদরটাতে জাতী-ফুলের গন্ধ যে! তবে দেখচি, এখনও যৌবনের সুখে ওঁর ঔদাস্য হয় নি।

(অন্তরালে গমন)

চারু।—শোনো রদনিকে, রোহসেনকে নিয়ে ভিতরে এসো।

বস।—(স্বগত) উনি জানেন না, এই হতভাগিনীই এখন ভিতরে আছে।

চরু।—কি রদনিকে!—উত্তর নেই?—ওঃ, কি কষ্ট!

দৈব-বশে মানবের
ভাগ্য-ক্ষয় হয় গো যখন,
মিত্র সে অমিত্র হয়,
বিরক্ত সে অনুরক্ত জন।

(বিদূষক ও রদনিকার প্রবেশ)

বিদূ।—ওহে! এই যে রদনিকা।

চারু।—

ও যদি গো রদনিকা—ও কে তবে পাশে?
—দূষিতা হয়েছে পর-পুরুষের বাসে?

বস।—(স্বগত)

দূষিতা নহে গো তারে ভূষিতাই জেনো।

চারু।—শারদ জলদে ঢাকা চন্দ্র-লেখা যেন। কিন্তু না, পরস্ত্রী দর্শন করা উচিত নয়।

বিদূ।—ওহে, পরস্ত্রী দর্শনের ভয় নাই। ইনি বসন্তসেনা, কামদেবের মন্দির-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি ইনি তোমার প্রতি অনুরক্তা।

চারু। তাই তো, এ যে বসন্তসেনা! (স্বগত)

প্রচুর ঐশ্বর্য্য মোর যখন নিঃশেষ
তখনি উদয় হৃদে প্রেমের আবেশ।
কাপুরুষ-ক্রোধ যথা গাত্রে হয় লয়,
তেমতি এ তৃষ্ণা মোর ক্রমে হবে ক্ষয়।

বিদূ।—দেখ সখা, রাজার শালা তোমাকে এই কথা বল্‌তে বলেছে—

চারু।—কি?

বিদূ।—"নব নাটকের সূত্রধারের মত, স্বর্ণ-কাঞ্চনে ভূষিতা, বসন্তসেনা নামে একজন বেশ্যা কামদেবের মন্দির-উদ্যানে তোমাকে দেখে অবধি তোমার প্রতি অনুরক্তা। আমরা তাকে পাবার জন্য বলপ্রয়োগ করায় সে তোমার গৃহে প্রবেশ করেছে"।

বস।—(স্বগত) "তাকে পাবার জন্য বলপ্রয়োগ"?—এই কথাগুলিতে আমি আপনাকে সম্মানিত বলে' মনে করচি।

বিদূ।—আরও এই কথা বল্‌তে বলেছে—"এখন যদি বিচারালয়ের বিনা নালিশে, আপনা হইতেই আমার হাতে তাকে সমর্পণ কর, তা হলে তোমার সঙ্গে আমার প্রীতি-সদ্ভাব থাক্‌বে—নচেৎ আমরণ তোমার সঙ্গে আমার শত্রুতা হবে।"

চারু।—(অবজ্ঞার সহিত) সে নিতান্ত মূর্খ। (স্বগত) আহা! এই যুবতীটি দেবতার মত উপাস্য। যখন রোহসেনকে গৃহাভ্যন্তরে আন্‌তে বল্লেম, সেই সময়ে—

অনুরুধ্য হইয়াও
গৃহে মোর না করে প্রবেশ,
পাছে এ দুরবস্থায়
পাই আমি আতিথ্যের ক্লেশ।
যদিও এমনি সে গো বলে বহু কথা,
পুরুষ-সমক্ষে নাহি করে প্রগল্‌ভতা।

(প্রকাশ্যে) দেখ বসন্তসেনা, আমি তোমায় না চিনতে পেরে, আমার দাসী ভেবে তোমার প্রতি যে আচরণ করেছি, তার জন্য আমি অপরাধী, এখন নতমস্তকে তোমায় অনুনয় করছি, আমাকে মার্জ্জনা কর।

বস।—আমার মত অযোগ্য লোক যে আপনার গৃহে প্রবেশ করেছে, এতে আমি অপরাধী। আমিই নত-শিরে প্রণাম করে' আপনার ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বিদূ।—ওগো তোমরা দুজনে ক্ষেতের ধানের মত পরস্পরে মাথা নোয়ানুয়ি কর—আমিও উষ্ট্র-শিশুর হাঁটুর মত নুয়ে তোমাদের দুজনেরই কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করচি।

চারু।—হয়েছে, আর অনুনয়-বিনয়ে কাজ নেই।

বস।—(স্বগত) এঁর বাক্যালাপ কি পরিপাটী ও মধুর। কিন্তু আজ এখানে এরূপ ভাবে এসে বেশি-ক্ষণ থাকা উচিত নয়। আচ্ছা, এই রকম তবে বলি। (প্রকাশ্যে) দেখুন, মহাশয়, যদি আমার প্রতি এতই অনুগ্রহ হয়ে থাকে, তা হলে আমি এই অলঙ্কার-গুলি আপনার গৃহে রেখে যেতে ইচ্ছা করি, এই অলঙ্কারগুলির জন্যই ঐ দুষ্ট লোকগুল আমার পিছনে পিছনে আস্‌চে।

চারু।—এ গৃহ এখন অলঙ্কার রাখবার উপযুক্ত স্থান নয়।

বস।—ও কথা বলবেন না। লোকে যে জিনিস রাখে, সে মানুষের কাছেই রাখে—ঘরের কাছে নয়।

চারু।—মৈত্রেয়! এই অলঙ্কারগুলি রাখো।

বস।—অনুগৃহীত হলেম। (অলঙ্কার অর্পণ)

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) তোমার কল্যাণ হোক।

চারু—আরে মূর্খ! এ দান নয়—এ গচ্ছিত বস্তু।

বিদূ।—(চুপি চুপি) আচ্ছা, তা যদি হয়, তবে চোরে নিয়ে যাক্ না।

চারু।—কিছু দিনের জন্য এখানে থাকবে।

বিদূ।—এখন তো উনি আমাদের হাতেই এগুলি দিলেন।

চারু।—আবার ফিরিয়ে দিতে হবে।

বস।—মশায়! আমার ইচ্ছে, ইনি আমার সঙ্গে গিয়ে আমার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছে দেন।

চারু।—মৈত্রেয়! ওঁর সঙ্গে যাও।

বিদূ।—তুমিই এই কল-হংস-গামিনীর সঙ্গে রাজহংসের মত যাও না কেন—এ তোমাকেই শোভা পায়। আমি গরীব ব্রাহ্মণ, রাস্তার চৌমাথায় গেলে লোকগুল কুকুরের মত আমাকে খেতে আস্‌বে—আমি তা হ'লে মারা যাব।

চারু।—আচ্ছা, আমি তবে নিজেই ওঁর সঙ্গে যাচ্চি। দেখ, রাজপথে যাবার উপযুক্ত মশালগুল জ্বালাও দিকি।

বিদূ।—ও বর্দ্ধমানক! মশালগুল জ্বালাও তো হে।

দাস।—(জনান্তিকে) আরে, বিনা-তেলে কখন মশাল জ্বালানো যায়?

বিদূ।—(জনান্তিকে) ওহে দেখ, আমাদের এই মশালগুল, অপমানিত দরিদ্র নায়কের বেশ্যার মত এখন তৈল-শূন্য ও স্নেহ-শূন্য!

চারু।—মৈত্রেয়!—মশালে আর কাজ নেই।

উদিছে শশাঙ্ক এবে
—রাজমার্গ-দীপ—সাথে লয়ে গ্রহগণ,
বিরহে বিধুরা অতি
কামিনীর গণ্ড সম পাণ্ডুর বরণ।
তমো-মাঝে এই রশ্মি কিবা শুভ্র-পারা,
শুষ্ক পঙ্কোপরি যেন পড়ে ক্ষীরধারা।

(অনুরাগ-সহকারে) ওগো বসন্তসেনা—এই তোমার গৃহ—এখন প্রবেশ কর।

[বসন্তসেনা অনুরাগ দৃষ্টিভরে অবলোকন করিয়া প্রস্থান।

চারু।—সখা! বসন্তসেনা গেলেন—এখন এসো, আমরাও গৃহে ফিরে যাই।

রাজপথ শূন্য হেরি'
রক্ষিগণ চারি দিকে
ইতস্তত করে বিচরণ,
এড়াইতে হবে এবে
চৌর্য্য প্রতারণা, রাত্রি
বহু দোষ করে গো পোষণ।

(পরিক্রমণ করিয়া) এই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি আজ রাত্রে তোমার কাছে রেখে দাও, কাল দিনের বেলা বর্দ্ধমানকের হাতে দিও।

বিদূ।—যে আজ্ঞা।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি অলঙ্কারন্যাস নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহ

(প্রধানা দাসীর প্রবেশ)

প্র-দাসী।—মা একটা কথা বল্‌তে ঠাকুরণের কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে ঠাকরণ,—মনে মনে কি ভাবচেন। এইবার তবে এগিয়ে যাই।

মদনিকার সহিত বসন্তসেনা আসীনা।

বস।—ওলো, তার পর, তার পর ?

মদ।—ঠাকুরণ, কিছু বলচ কি ?—"তার পর তার পর" কেন বল্‌চ ?

বস।—কি আমি বলেছি ?

মদ। বলছিলে "তার পর—তার পর"।

বস।—(সভ্রূক্ষেপে) হাঁ, তাই বটে।

(প্রধানা দাসী অগ্রসর হইয়া)

প্র-দাসী।—ঠাকরণ, মা আজ্ঞা করলেন—স্নান করে' দেবতাদের যেন পূজো করা হয়।

বস।—ওলো! মাকে বল্‌, আমি আজ স্নান করব না। আর, আমার হয়ে বাওন-ঠাকুরই যেন আজ পূজা করেন।

প্র-দাসী।—যে আজ্ঞে।

মদ।—ঠাকুরণ, ভালবাসি বলেই একটা কথা জিজ্ঞাসা করচি—তোমার আজ এরূপ ভাব কেন বল দিকি ?

বস।—মদনিকা, আমাকে তুই কি রকম দেখচিস্‌ ?

মদ।—ঠাকরণকে আজ ভারি আন-মনা দেখচি—যেন ঠাকরণের প্রাণের ভিতর কেউ আছে—আর তাকেই পাবার জন্য প্রাণটা অস্থির হয়েছে।

বস।—তুই ঠিক্‌ বুঝিচিস্‌। মদনিকা, তুই পরের হৃদয় বুঝতে খুব পণ্ডিত।

মদ।—এ তো খুব সুখের কথা। তা বল দিকি ঠাকরুণ, কোন্‌ যুবাপুরুষকে অনুগ্রহ করে' তোমার যৌবন-উৎসবে নিমন্ত্রণ করেছ ?—কোন রাজা না রাজবল্লভ, কার সেবা করবে বল দিকি ?

বস।—ওলো! আমি ভালবাসতে চাই, সেবা করতে চাই নে।

মদ।—কোনও বিদ্যালঙ্কার ব্রাহ্মণ-যুবাকে কি তোমার মনে ধরেছে ?

বস।—ব্রাহ্মণ আমার পূজনীয়।

মদ।—অনেক অনেক নগরে গিয়ে যার ধন-ঐশ্বর্য্য খুব বেড়ে গেছে, এমন কোন বণিক-যুবাকে কি মনে ধরেছে ?

বস।—ওলো! খুব ভালবাসা হলেও বণিক-যুবা প্রণয়িনীকে পরিত্যাগ করে' দেশান্তরে চলে' যায় বলে', সময়ে সময়ে ভয়ানক বিচ্ছেদ-কষ্ট ভোগ করতে হয়।

মদ।—ঠাকরণ! রাজা নয়—রাজবল্লভ নয়—ব্রাহ্মণ নয়—বণিকও নয়—তবে না জানি ঠাকরণের কাকে মনে ধরেছে।

বস।—ওলো! তুই আমার সঙ্গে কামদেবের মন্দির-উদ্যানে গিয়েছিলি কি ?

মদ।—ঠাকরণ, গিয়েছিলেম বৈ কি।

বস।—তবে যেন কিছুই জানিসনে এইরূপ ভাবে জিজ্ঞেস করচিস্‌ কেন বল্‌ দিকি ?

মদ।—ও, বুঝেছি। ঠাকরণ যাঁর ঘরে আশ্রয় নিয়েছিলে, তিনি বুঝি ?

বস।—তাঁর নাম কি ?

মদ।—সেই যিনি বণিক-পটিতে থাকেন।

বস।—ওলো, আমি তাঁর নাম জিজ্ঞাসা করচি।

মদ।—ঠাকরণ, তিনি চারুদত্ত মহাশয়।

বস।—(সহর্ষে) বাঃ! মদনিকা, তুই তো ঠিক্‌ বুঝিচিস্‌।

মদ।—কিন্তু ঠাকরণ, শুন্‌তে পাই নাকি তিনি দরিদ্র।

বস।—সেই জন্যই তো আমি তাঁকে চাই। বেশ্যারা দরিদ্র পুরুষে আসক্ত হলে লোকে তাদের ভারি নিন্দা করে, আমি তা জানি।

মদ।—ঠাকরণ, সহকার-বৃক্ষ পুষ্পহীন হলে মধুকরেরা কি আর তার সেবা করে ?

বস। সেই জন্য পুরুষদেরই তো মধুকর বলে।

মদ।—ঠাকরণ, তাঁকেই যদি আপনার মনে ধরে' থাকে, তবে এখনি কেন তাঁর সঙ্গে দেখা করুন না।

বস।—ওলো, সহসা দেখা করতে গেলে, প্রত্যুপকার করবার ক্ষমতা নেই বলে' পাছে তিনি না দেখা দেন, তাই আমি দেখা করিনে।

মদ।—সেই জন্য বুঝি আপনার অলঙ্কারগুলি তাঁর কাছে গচ্ছিৎ রেখেছেন ?

বস।—ওলো, তুই তো ঠিক্ বুঝেছিস।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—রাজপথের ধারে শূন্য মন্দির

(নেপথ্যে কোলাহল)

নেপথ্যে।—দেখুন কর্ত্তারা, ঐ লোকটা জুয়ো-খেলায় দশ-স্বুবর্ণ হেরেচে—এখন কিছু না দিয়েই পালিয়ে যাচ্ছে—ওকে ধর্—ধর্—দাঁড়া দাঁড়া—ওরে! দূর থেকে তোকে দেখ্‌তে পাচ্ছি।

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া সংবাহকের প্রবেশ)

সং।—ওঃ, কি যন্ত্রণা! জুয়ারীদের শেষে এই অবস্থাই ঘটে!—দড়া-ছেঁড়া গাধার মত আমাকে ধরে' প্রহার করচে—আর অঙ্গরাজ কর্ণের বল্লমে যেমন ঘটোৎকচ মারা গিয়েছিল, আমাকেও দেখচি তেমনি খুঁচিয়ে মারবে।

আড্ডাধারী লেখা-কার্য্যে ছিলেন মগন
এমন সময়ে আমি করি পলায়ন।
এখন তো পথ-মাঝে পড়েছি আসিয়া,
কোথায় আশ্রয় পাই দেখি গো ভাবিয়া।

একজন জুয়ারী ও আড্ডাধারী দুজনেই আমাকে খুঁজতে বেরিয়েছে—এই সময়ে আমি পিছু হেঁটে এই শূন্য দেব-মন্দিরের মধ্যে ঢুকে মন্দিরের দেবতা হয়ে বসি। (নানাপ্রকার নাট্যভঙ্গী করিয়া সেইরূপে অবস্থান)

(মাথুর নামক জুয়া-আড্ডাধারী ও একজন জুয়ারীর প্রবেশ)

মাথুর।—দেখুন মশায়রা, দশ স্বুবর্ণ হেরে গিয়ে ঐ জুয়ারীটা পালাচ্চে—পালালো—ধর্ ধর্—দাঁড়া দাঁড়া—আমি তোকে এখান থেকে দেখতে পাচ্চি। পালাবি কোথা ?

জুয়ারী।—পাতালে যদি বা যাস,
ইন্দ্রের আশ্রয় যদি করিস গ্রহণ,
এড়াইয়া আড্ডাধারী
রুদ্রও নারিবে তোরে করিতে রক্ষণ।

মাথুর।— সর্ব্ব-অঙ্গ কম্পমান
হতেছিস পদে পদে স্খলিত-চরণ,
কুলমানে কালি দিয়ে
আড্ডাধারী স্বজনেরে করি প্রতারণ
কোথায় বল্ রে তুই পালাবি এখন ?

জুয়ারী।—(পদচিহ্ন দেখিয়া) এই পথ দিয়ে চলে, গেছে—এই পর্য্যন্ত পদচিহ্ন আছে, তার পর মিলিয়ে গেছে।

মাথুর।—(দেখিয়া বিচারপূর্ব্বক) এইখান থেকে উল্টো পায়ের চিহ্ন দেখা যাচ্চে—এই দেব-মন্দির প্রতিমা-শূন্য—ধূর্ত্ত জুয়ারীটা উল্টো দিকে মুখ করে' পিছিয়ে পিছিয়ে দেব-মন্দিরে দেখছি প্রবেশ করেছে।

জুয়ারী।—তা, আসুন, আমরা ওর সন্ধানে যাই।

মাথু।—হাঁ, চল।

(উভয়ে দেবগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পরের প্রতি সঙ্কেত)

জুয়ারী।—এ কি কাঠের প্রতিমা ?

মাথুর।—না হে না, এটা পাথরের প্রতিমা। (বহু প্রকার নাড়া দিয়া সঙ্কেত করণ)—আচ্ছা ভাল—এসো আমরা এইখানে বোসে জুয়া খেলি। (বহু প্রকারে জুয়া-খেলা আরম্ভ করণ)।

সংবা।—(জুয়া-খেলার ইচ্ছা বহুপ্রকারে সম্বরণ করিয়া স্বগত) ওরে !

"কর্‌তা-কর্‌তা"-রব জুয়ার খেলায়
নির্ধনের হৃদি-মন হরি' লয়ে যায়,
রাজ্যভ্রষ্ট-নৃপ যথা শুনি ঢক্কা-ধ্বনি
উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে উঠেন অমনি।

জানি আমি, খেলিব না,
জুয়া-খেলা—স্বুমেরুর চূড়া হতে পতন-সমান,
কোকিল-মধুর তবু
জুয়ার "কর্‌তা"-রব—জুয়ারীর হরে মনঃপ্রাণ।

জুয়ারী।—আমার "পাঠে"—আমার "পাঠে।"

মাথু।—না হে না, আমার "পাঠে," আমার "পাঠে।"

সংবা।—(অন্য দিক হইতে সহসা অগ্রসর হইয়া) না না—আমার "পাঠে।"

জুয়ারী।—এই সেই লোকটা হে।—ধর ধর।

মাথুর।—(ধরিয়া) পাজি জুয়া-চোর কোথা-কারে, এইবার ধরা পড়েচিস্।—দে এখন সেই দশ সুবর্ণ।

সং।—আজই আমি দেব।

মাথু।—এখনি দে।

সং।—আমি দেবো বলচি—আমাকে অনুগ্রহ করে' ছেড়ে দিন।

মাথু।—ওরে, এখনি দিতে হবে।

সং।—আমার মাথা ঘুরুচে।

(ভূতলে পতন—উভয়ে বহুবিধ তাড়না)

মাথু।—জুয়ারী-দলের কাছে তুই এখন আবদ্ধ রইলি।

সংবা।—(উঠিয়া সবিষাদে) কি?—এইখানে আমাকে আবদ্ধ থাক্‌তে হবে? ওঃ, কি কষ্ট! এই জুয়া-খেলার নিয়ম অলঙ্ঘনীয়—এখন কোথা থেকে দি।

মাথু।—ওরে, একটা বন্দোবস্ত কর্—একটা বন্দোবস্ত কর্।

সংবা।—আচ্ছা, তাই কর্‌চি—অর্দ্ধেক তোমাদের দিচ্চি—আর অর্দ্ধেক আমাকে ছেড়ে দেও।

জুয়ারী।—আচ্ছা, তাই হোক্।

সংবা।—(আড্ডাধারীর নিকটে গিয়া) অর্দ্ধেক দিচ্চি—আর অর্দ্ধেক আমাকে ছেড়ে দেওয়া হোক্।

মাথু।—আপত্তি কি—আচ্ছা, তাই হোক্।

সংবা।—(প্রকাশ্যে) মশায়, অর্দ্ধেক কি ছেড়ে দিলেন?

মাথু।—হাঁ, ছেড়ে দিলেম।

সংবা।—(জুয়ারীর প্রতি) অর্দ্ধেক তুমিও ছেড়ে দিলে?

জুয়ারী।—হাঁ, ছেড়ে দিলাম।

সংবা।—এখন তবে আমি বিদায় হই।

মাথু।—দশ সুবর্ণ দিয়ে যাও—এখনি যাচ্চ কোথায়?

সংবা।—দেখুন কর্ত্তারা, এ কি বিপদ! এইমাত্র অর্দ্ধেকের বন্দোবস্ত করনুম—আর বাকি অর্দ্ধেক ছাড়ান পেলুম—তবু এখনও দেখুন, এই নাচার ব্যক্তির কাছ থেকে আবার দাওয়া কচ্চে।

মাথু।—(ধরিয়া) ধূর্ত্ত কোথাকারে! আমি সব বুঝি—আমার নাম মাথুর—আমার কাছে চালাকি না। জুয়াচোর কোথাকারে—সুবর্ণগুল এখনি দে।

সংবা।—কোথ্ থেকে দেব?

মাথু।—বাপকে বিক্রী করে' দে।

সংবা।—কোথায় আমার বাপ?

মাথু।—মাকে বিক্রী করে' দে।

সংবা।—কোথায় আমার মা?

মাথু।—আপনাকে বিক্রী করে' দে।

সংবা।—অনুগ্রহ করে' আমাকে রাজমার্গে নিয়ে চলুন।

মাথু।—চল্।

সংবা।—আচ্ছা, তাই যাচ্ছি। (পরিক্রমণ) ও মশায়রা! দশ সুবর্ণ দিয়ে এই আড্ডাধারীর হাত থেকে আমাকে কিনে নিন্। (আকাশে দেখিয়া) কি কাজ করব, তাই জিজ্ঞাসা করচ?—তোমার গৃহের কার্য্যকারক হব। কি? উত্তর না দিয়েই চলে, গেল?—আচ্ছা ভাল, এই কথা তবে আর কাউকে বলি।—কি!—এও আমাকে তুচ্ছ-তাচ্ছীল্য করে' চলে' গেল?—হায় হায়! চারুদত্ত মহাশয় নির্ধন হওয়াতেই আমার মত হতভাগ্যের এই দশা হয়েছে।

মাথু।—দে বল্‌চি।

সংবা।—কোথ্ থেকে দেবো? (পতন ও মাথুর ধরিয়া টানাটানি)।

সংবা।—মশায়রা আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

(দর্দুরকের প্রবেশ)

দর্দু।—দেখ, জুয়া-খেলাতেই পুরুষের বিনা-সিংহাসনে রাজভোগ হয়।

কাহা-হতে পরাভব দ্যূত নাহি করয়ে গণন,
নিত্য অর্থ-রাশি করে নৃপসম দান ও হরণ.
আয়বান নৃপ-সম ধনশালী জন
মন-সাধে জুয়া-খেলা করে গো সেবন।

অপিচ :— দ্রব্য লব্ধ দ্যূতেতেই,
দারা মিত্র দ্যূতেতেই,
দত্ত, ভুক্ত দ্যূতেতেই,
সর্ব্ব নষ্ট দ্যূতেতেই।

অপিচ :—

পড়িলে "তিয়া"র দান সরবস্ব যায়
"দোয়া" দান পড়িলে গো শরীর শুকায়,
"এক্কায়" খেলার মার্গ করে প্রদর্শন
"চারি" দানে বিনিপাত—করে পলায়ন।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে আমাদের পূর্ব্ব-আড্ডাধারী এই দিকে আসচে। কি করি, এখন তো আর পালাবার যো নাই। তবে এইখানে মুড়ি-সুড়ি দিয়ে থাকি। (বহুবিধ নাট্যভঙ্গী-সহকারে অবস্থান এবং নিজ উত্তরীয় নিরীক্ষণ করিয়া)

এই চাদরের, হয়ে গেছে, সূত্র-গুলা পাতলা
এই চাদরের স্থানে স্থানে, ছিদ্র আছে ম্যালা,
এই চাদরে গাত্র মোর ঢাকা নাহি যায়,
এই চাদরটা হয়ে গেছে যেন পিণ্ড-প্রায়।

আমি তো নিরুপায়—এখন করি কি? শেষে দেখ্‌চি—

এক-পা গগনে তুলে এক-পা ভূতলে
যাবৎ ভাস্কর রবে, থাক্‌তে হবে ঝুলে।

মাথুর।—দাও দাও, তোমার সেই টাকাটা দাও।

সংবা।—কোথ্‌ থেকে দেব? (মাথুরের টানাটানি)

দর্দু।—এ কি! সম্মুখে এ কি হচ্চে? (আকাশে) কি বল্লেন? আড্ডাধারী এই জুয়ারীর প্রতি অত্যাচার করচে?—কেউ ছাড়িয়ে দিচ্চে না?—আচ্ছা, আমি দর্দুর, আমিই ছাড়িয়ে দিচ্চি (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া)—সরে' যাও—সরে' যাও,—যাবার পথ দেও। (দেখিয়া) এ কি! সেই ধূর্ত্ত মাথুর যে! আর এই যে সেই বেচারা সংবাহক।

সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যে গো, নাহি থাকে নত-শিরে
সুলম্বিতভাবে,
লোষ্ট্রের ঘর্ষণে যার পৃষ্ঠদেশ নাহি ছায়
কালশিরা-দাগে,
অহরহ জঙ্ঘা যার
জুয়ারী-কুক্কুর সবে না করে চর্ব্বণ,
কোমলাঙ্গ সে জনের
জুয়ার খেলায় বল কিবা প্রয়োজন?

আচ্ছা, মাথুরকে আমি ঠাণ্ডা কর্‌চি। (নিকটে আসিয়া) মাথুর, নমস্কার!

মাথুর।—নমস্কার!

দর্দু।—ব্যাপারটা কি?

মাথু।—এ লোকটা দশ সুবর্ণ আমার ধারে।

দর্দু।—এ তো সামান্য কথা।

মাথু।—(দর্দুরের বগলে পুঁটুলি-পাকানো চাদর টানিয়া) দেখুন মশায়রা, ছেঁড়া-কুটিকুটি চাদর পরে' এ লোকটা বলে কি না, দশ সুবর্ণ সামান্য কথা!

দর্দু।—ওরে মূর্খ! আমি দশ সুবর্ণ "কট্" খেলে দেব। যার ধন আছে, সে কি ধন কোলে করে' নিয়ে বসে' লোকদের দেখায়?

অতি হীন জাতি তুই
অধঃপাতে গিয়াছিস ওরে!
দশ সুবর্ণের লাগি
বধিস্ রে পঞ্চেন্দ্রিয় নরে?

মাথু।—মহাশয়, আপনার পক্ষে দশ সুবর্ণ সামান্য কথা, কিন্তু ঐ আমার ঐশ্বর্য্য।

দর্দু।—আচ্ছা, তবে একটা কথা বলি শোনো, আর দশ সুবর্ণ ওকে দেও; ঐ রেস্ত নিয়ে আর একবার ও খেলুক।

মাথু।—তা হলে কি হবে?

দর্দু।—যদি জেতে, তা হলে দেবে।

মাথু।—যদি না জেতে?

দর্দু।—তা হলে দেবে না।

মাথু।—রেখে দে ওসব বাজে কথা ধূর্ত্ত কোথাকারে! তুমি ওকে দেও না। আমি ধূর্ত্ত মাথুর—জুয়াখেলায় অন্যকে ঠকিয়ে বেড়াই—কাউকে আমি ভয় করিনে! আমার কাছে চালাকি?—ধূর্ত্ত পাজি কোথাকারে!

দর্দু।—ওরে, পাজি কে বল্ দিকি?

মাথু।—তুই পাজি।

দর্দু।—তোর বাপ পাজি। (সংবাহককে পলাইতে ইঙ্গিত করণ)

মাথু।—বেশ্যাপুত্র কোথাকারে! তুইও কি জুয়া খেলিস্ নে?

দর্দু।—হাঁ, আমিও জুয়ো খেলি। খেলব না কেন?

মাথু।—ওরে সংবাহক, দশ সুবর্ণ এখনি দে।

সংবা।—আজ দেব গো, দেবো।

(মাথুর সংবাহককে ধরিয়া টানাটানি)

দর্দু।—মূর্খ, অসাক্ষাতে যাই করিস না কেন, আমার সামনে ওকে ও রকম ক'রে কষ্ট দিতে পারবি নে।

(মাথুর সংবাহককে টানিয়া নাসিকাগ্রে মুষ্টি প্রহার,
সংবাহক রক্তাক্ত ও মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন—
দর্দ্দুরক অগ্রসর হইয়া উভয়ের মধ্যে আগমন—
মাথুর ও দর্দুরকের মধ্যে মারামারি)

মাথু।—পাজি বেশ্যা-পুত্র কোথাকারে, এর ফল তুই পাবি।

দর্দু।—ওরে মূর্খ, তুই আমাকে আজ রাজপথে মারলি, আচ্ছা, কাল তুই আমাকে রাজবাড়ীতে গিয়ে মারিস, তখন মজাটা দেখ্‌তে পাবি।

মাথু।—আচ্ছা, তা দেখা যাবে।

দর্দু।—কি রকম করে' দেখ্‌বি বল্ দেখি।

মাথু।—(চক্ষু প্রসারিত করিয়া) এই রকম করে' দেখব।

(দর্দুর মাথুরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া
সংবাহককে পলাইতে সঙ্কেত করণ।
মাথুর চক্ষের যাতনায় ভূতলে পতন—
সংবাহকের পলায়ন)

দর্দু।—(স্বগত) প্রধান আড্ডাধারী মাথুরের সঙ্গে আমার বিরোধ হ'ল—এখানে আর থাকা উচিত হয় না। আমার প্রিয় সখা শর্বিলক আমাকে বলেছিলেন, আর্য্যক নামে কোন গোয়ালার ছেলে রাজা হবে বলে' একজন সিদ্ধ পুরুষের আদেশ হয়েছে—তাই আমার মত লোক সবাই এখন তার পিছনে ছুটেচে—তা, আমিও কেন তার ওখানে যাই না।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহ

সংবা।—(সত্রাসে পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) না জানি এ কার গৃহ—খিড়কির দ্বার খোলা। তা, এই গৃহেই প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া বসন্তসেনাকে অবলোকন) ঠাকরূণ! আমি আপনার শরণাগত হলেম।

বস।—শরণাগত জনকে অভয় দিচ্চি। ওলো! খিড়কির দরজাটা বন্ধ করে' দে। (দাসীর তথা করণ)

বস।—কার ভয়ে পালিয়ে এসেছ?

সংবা।—পাওনাদারের ভয়ে।

বস।—ওলো! এখন খিড়কির দরজাটা বন্ধ করে' রাখ্।

সংবা।—(স্বগত) আমার মত এঁরও দেখচি পাওনাদারের ভয়। এ কথা যে বলেছে, সে ঠিকই বলেচে:—

আত্মবল জানি', পরে তারি উপযুক্ত ভার
নিজ স্কন্ধে যে করে বহন,
না হয় স্খলন কভু, কান্তার-মাঝেও তার
নাহি হয় অনর্থ-ঘটন।

দৃশ্য—গৃহের বাহিরে রাজপথ

মাথু।—(চোখ্ মুছিয়া জুয়ারীর প্রতি) ওরে দে দে।

জুয়ারী।—কর্ত্তা! আমরা যখন দর্দুরের সঙ্গে ঝগড়া করছিলেম, সেই সময়ে সে পালিয়েছে।

মাথু।—আমার মুষ্টি-প্রহারে সেই জুয়ারীটার নাক ভেঙ্গে রক্ত পড়েছিল—এখন এস, সেই রক্ত-পথ ধরে' ধরে' তার সন্ধান করি। (অনুসরণ)

জুয়ারী।—কর্ত্তা! সে বসন্তসেনার বাড়ীতে ঢুকেচে।

মাথু।—তবে আমার দশ সুবর্ণ গেল দেখ্‌চি।

জুয়া।—আসুন, রাজবাড়ীতে গিয়ে নালিশ করি।

মাথু। তা হলে ধূর্ত্তটা এই দিক থেকে বেরিয়ে অন্য দিক দিয়ে পালিয়ে যাবে; এখন তার পালাবার পথ বন্ধ করে' তাকে ধরতে হবে।

বসন্ত-সেনার গৃহ

(বসন্তসেনা মদনিকাকে সঙ্কেত করণ)

মদ। কোথ্ থেকে আস্‌ছেন মশায়? নিবাস কোথায় মশায়? কি কাজ করেন মশায়?—কার ভয়ে পালিয়ে এসেছেন মশায়?

সংবা।—শোনো ঠাকরূণ, বলি। ঠাকরূণ,

পাটলিপুত্র আমার জন্মভূমি, আমি গৃহস্থ-সন্তান, গা টিপে দেওয়া আমার ব্যবসা।

বস।—আপনি তো বেশ একটি সুকুমার কলা শিক্ষা করেছেন দেখ্‌চি।

সংবা। ঠাকরুণ, প্রথমে সখ্‌ করে’ এই বিদ্যেটি শিক্ষা করি, কিন্তু এখন এটি আমার উপজীবিকা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দাসী।—উত্তরটাতে মনের কষ্ট প্রকাশ পাচ্চে। তার পর—তার পর?

সংবা।—তার পর ঠাকরুণ, ভিক্ষুকদের মুখে শুনে নূতন দেশ দেখবার কৌতূহল হওয়ায় এখানে আমি এলেম। এখানে এসে উজ্জয়িনী নগরে প্রবেশ করে’ এক জন বড় লোকের সেবা-শুশ্রূষায় নিযুক্ত হলেম—তিনি এমন প্রিয়দর্শন ও প্রিয়বাদী যে, কি বল্‌ব—তিনি দান করে’ প্রকাশ করেন না, ও অপকারের কথা ভুলে যান। অত কথায় কাজ কি, এমনি তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য যে, পরকে তিনি আপনার মত দেখেন; তা ছাড়া, তিনি শরণাগত-বৎসল।

দাসী।—ঠাকরুণের যিনি মনের মানুষ, তাঁরই গুণ চুরি করে’ না জানি কে এখন উজ্জয়িনী-নগর অলঙ্কৃত করচেন?

বস।—ওলো, তুই ঠিক বলেচিস—আমিও তাই মনে মনে ভাবছিলেম।

দাসী।—তার পর মশায়, তার পর?

সংবা।—ঠাকরুণ, তিনি করুণার বশবর্ত্তী হয়ে দান করে’ করে’…

বস।—তাঁর ধন নিঃশেষ হয়ে গেল?

সংবা।—না বল্‌তেই আপনি কি করে’ জান্‌তে পারলেন?

বস।—এ আর জান্‌তে কি—ধন-ঐশ্বর্য্য দুর্ল্লভ বস্তু—যে পুষ্করিণীর জল কেউ পান করে না, তাতেই অনেক জল থাকে।

দাসী।—মশায়, তাঁর নামটি কি?

সংবা।—ঠাকরুণ, সেই ধরণীচন্দ্রের নাম কে না জানে? তাঁর বণিকপটিতে বাস। তাঁর লোকপূজ্য নাম শ্রীযুক্ত চারুদত্ত।

বস।—(সহর্ষে আসন হইতে নামিয়া) তাঁরই কোন আত্মীয়ের এই গৃহ। ওলো, এঁকে বস্‌তে আসন দে। তাল-পাখা নিয়ে আয়। ওঁর অত্যন্ত পরিশ্রম হয়েছে। (দাসীর তথাকরণ)

সংবা।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! চারুদত্তের নামকীর্ত্তনেই আমার এত আদর? সাধু আর্য্য চারুদত্ত সাধু! পৃথিবীতে তুমিই জীবিত—আর সকলে শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করে মাত্র (পদতলে পড়িয়া) থাক্‌ ঠাকরুণ, থাক্‌—ঠাকরুণ, আপনি আসনে বসুন।

বস।—(আসনে বসিয়া) মহাশয়, সে পাওনাদার কোথায়?

সংবা।—সদাচারই সাধুর এক ঐশ্বর্য্য-সম্বল,
ধন-অর্থ কার নাহি হয় চলাচল!
যে লোক পূজিতে নাহি জানে একেবারে
সে কি পারে পূজিতে গো বিশেষ প্রকারে?

বস।—তার পর—তার পর?

সংবা।—তার পর তিনি আমাকে তাঁর বেতনভুক্‌ পরিচারক করলেন, তাঁর যখন সমস্ত ধন নিঃশেষ হয়ে শুধু চারিত্র্য মাত্র অবশিষ্ট রইল, তখন আমি জুয়াখেলার ব্যবসায় ধর্‌লেম। তার পর দুর্ভাগ্যক্রমে সেই জুয়া-খেলায় আজ দশ সুবর্ণ হেরেচি।

(গৃহের বাহিরে)

মাথু। আমাকে উচ্ছন্ন দিলে রে—সমস্ত টাকা আমার ঠকিয়ে নিলে রে!

(গৃহের অভ্যন্তরে)

সংবা।—সম্প্রতি ঠাকরুণ আমায় আশ্রয় দিয়েছেন শুনে, আড্ডাধারী ও জুয়ারী দুজনেই আমার সন্ধানে এসেছে দেখচি।

বস।—দেখ্‌ মদনিকা! বাসা-গাছ ভেঙ্গে গেলে পাখীরাও ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়ায়। ওলো, তুই যা, "উনি দিলেন" এই কথা বলে’ সেই আড্ডাধারী ও জুয়ারীকে এই হাতের গহনাটা দিয়ে আয়।

দাসী।—(গ্রহণ করিয়া) যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(গৃহের বাহিরে)

মাথু।—উচ্ছন্ন দিলে রে—সব ঠকিয়ে নিলে রে!

দাসী। এরা দুজনেই উর্দ্ধদিকে চেয়ে আছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে দুঃখ করুচে, দরজার দিকে চোখ রেখে আপনাদের মধ্যে কথা কচ্চে—তাই মনে হচ্চে, এরাই সেই আড্ডাধারী ও জুয়ারী। মহাশয় নমস্কার।

মাথু।—সুখী হও।

দাসী।—তোমাদের মধ্যে আড্ডাধারী কে?

মাথু।— কৃশোদরি! যার সনে কহিতেছ কথা এবে
মনোহর-বাক্যে
আমি সেই আড্ডাধারী যার পানে চাহিতেছ
মধুর কটাক্ষে।
আমার এখন অর্থ নেই—অন্যত্রে যাও।

দাসী।—এই রকম যখন তোমার কথার ধরণ—তখন তুমি জুয়ারী নও। এমন কেউ আছে কি—যে তোমার ধারে।

মাথু।—একজন দশ সুবর্ণ ধারে বটে—কি তার?

দাসী।—সেই জন্য, ঠাকরুণ—না না, সেই লোকটি—এই হাতের গহনাটা তোমাকে দিলেন।

মাথু।—(সহর্ষে গ্রহণ করিয়া) ওগো! কুলের সেই সুপুত্রটিকে বল গে "এ বেশ ব্যবস্থা হয়েছে! এসো, আবার জুয়ো খেলসে"।

[প্রস্থান।

(গৃহের অভ্যন্তরে)

দাসী।—(বসন্তসেনার নিকট আসিয়া) ঠাকরুণ, আড্ডাধারী ও জুয়ারী দুজনেই পরিতুষ্ট হয়ে চলে' গেল।

বস।—তবে এখন আপনি যান—গিয়ে আত্মীয়-স্বজনকে সান্ত্বনা করুন গে।

সংবা।—ঠাকরুণ, যাবার আগে একবার এ দাসকে অনুমতি দিন, আমার বিদ্যার দ্বারা একটু সেবা করি।

বস।—মহাশয়, যাঁর দরুণ এই বিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন ও পূর্ব্বে যাঁর সেবা করেছিলেন, এই বিদ্যার দ্বারা তাঁরই সেবা-শুশ্রূষা করা উচিত।

সংবা।—(স্বগত) ঠাকরুণ বেশ সুকৌশলে আমাকে ত্যাগ করলেন যা হোক্। কিন্তু আমি এখন কি করে' ওঁর প্রত্যুপকার করি? (প্রকাশ্যে) ঠাকরুণ! আমি এই জুয়াখেলার অপমানের দরুণ বৌদ্ধ পরিব্রাজক হব বোলে স্থির করেছি। তা, এই কথাগুলি ঠাকরুণ মনে রাখ্‌বেন যে, "জুয়ারী সংবাহক বৌদ্ধ-পরিব্রাজক হয়েছে।"

বস।—মহাশয়—কেন এরূপ হতাশ হচ্ছেন?

সংবা।—ঠাকরুণ, আমি এ বিষয়ে মন ঠিক্ করে' ফেলেচি।

সবার সমক্ষে আমি
হত-মান হইলাম জুয়া-খেলা হতে
মুণ্ডিত-মস্তকে এবে
ভ্রমণ করিব আমি রাজ-পথে পথে।

(নেপথ্যে কলরব)

সংবা।—(শুনিয়া) ওরে! ব্যাপারটা কি? (আকাশে) কি বল্‌চ?—বসন্তসেনার খুটমোড়ক নামে দুষ্ট হাতীটা ছুটে বেড়াচ্ছে?—কি সর্ব্বনাশ! ঠাকুরণের মত্ত হাতীটাকে দেখি গিয়ে—কিন্তু না, ও দেখে আমার কি হবে, আমি যা মনে করেছি, তাই করি।

[প্রস্থান।

(তাড়াতাড়ি সহর্ষে বিকট-উজ্জ্বল বেশে কর্ণপূরকের প্রবেশ)

কর্ণ।—কোথায়, ঠাকরুণ কোথায়?

দাসী।—আরে মিনষে, তোর এত ভাবনা কিসের?—সম্মুখে ঠাকরুণ বসে' আছেন, তবু দেখ্‌তে পাচ্চিস্ নে?

কর্ণ।—(দেখিয়া) ঠাকরুণ, প্রণাম।

বস।—কর্ণপূরক! তোকে যে আজ বেশ প্রফুল্ল দেখ্‌ছি—ব্যাপারটা কি?

কর্ণ।—(সবিস্ময়ে) ঠাকরুণ! একটা বড় সুযোগ হারালেন, কর্ণপূরকের আজ বিক্রমটা দেখ্‌তে পেলেন না।

বস।—কর্ণ-পূরক! কি—কি?—ব্যাপারটা কি?

কর্ণ।—ঠাকরুণ, শুনুন তবে। ঠাকরুণের সেই খুটমোড়ক নামে দুষ্ট হাতীটা বাঁধনের থাম ভেঙ্গে, সর্দ্দার-মাহুতকে বধ করে' সমস্ত স্থান তোলপাড় করে' রাজপথে বেরিয়ে পড়েছে—আর লোকেরা চীৎকার করে' বল্‌চে:—

সরাও বালকজনে,
বৃক্ষ ও প্রাসাদে শীঘ্র কর আরোহণ,
দেখিছ না দুষ্ট হাতী
এই দিকে মত্তভাবে করে আগমন?

অপিচ :—

বাজিছে নূপুর পায়ে,
ছিঁড়িয়া পড়িছে মণি-খচিত মেখলা,
খসি পড়ে নারীদের
রত্নাঙ্কুর-জালবদ্ধ মনোহর বালা।

তার পর সেই দুষ্ট হাতীটা, পা, শুঁড় ও দাঁত দিয়ে, পদ্মফুলটির মত এমন যে উজ্জয়িনী নগর, তাকে তোলপাড় করে', শুঁড় দিয়ে জল ছিটিয়ে, একজন পরিব্রাজককে ভিজিয়ে, তাকে দুই দাঁতের মাঝে ফেলে দিলে—ভয়ে তার হাত থেকে দণ্ড-কমণ্ডলু পড়ে' গেল—আর রাস্তার লোকেরা তাই দেখে চীৎকার করে' বল্‌তে লাগ্‌ল—"পরিব্রাজককে মেরে ফেল্লে রে মেরে ফেল্লে" !

বস—(ভয়-ব্যাকুল হইয়া) ওঃ! কি বিপদ—কি বিপদ !

কর্ণ।—ভয় নেই ঠাকরণ, শুনুন। তার পর, পরিব্রাজকের শিকলিগুল জড়িয়ে-মড়িয়ে গেছে, হাতীটা তাকে দাঁতের মধ্যে নিয়ে তুলে ধরেছে—কর্ণপূরক—না না,—আমি আপনার অন্ন-দাস—এই ব্যাপারটা দেখেই, বক্র-গতিতে গিয়ে, "ওরে! এ সেই জুয়ারী" এই কথা চীৎকার করে' বল্‌তে বল্‌তে দোকান থেকে একটা লৌহদণ্ড নিয়ে দুষ্ট হাতীটাকে ডাক্ দিলুম।

বস—তার পর—তার পর ?

কর্ণ।—

বিন্ধ্য-শৈল-শিখরাভ
হাতীটারে দণ্ডাঘাতে করিয়া দমন
দন্ত-মধ্য-অবস্থিত
পরিব্রাজকেরে আমি করিনু মোচন।

বস।—ঠিক কাজ করেছ—তার পর—তার পর ?

কর্ণ।—তার পর ঠাকরণ! "সাবাস্ রে কর্ণপূরক! সাবাস্" এই কথা বল্‌তে বল্‌তে, বিষম-বোঝাই নৌকার মত সমস্ত উজ্জয়িনী নগর যেন এক দিকে ঝুঁকে পড়ল। তার পর ঠাকরণ, একজন শূন্য আভরণের স্থানগুলিতে নিজ অঙ্গে হাত বুলিয়ে, উপর-পানে চোখ্ করে' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে, এই চাদরটা আমার উপর ছুড়ে ফেলে দিলে।

বস।—কর্ণপূরক! চাদরটাতে জাতী-ফুলের গন্ধ আছে কি না বল্‌তে পার ?

কর্ণ।—ঠাকরণ, মদগন্ধে সে গন্ধ ঠিক বুঝ্‌তে পারচি নে।

বস।—কারও নাম কি দেখ্‌তে পাচ্চ ?

কর্ণ।—এ নাম ঠাকরণই পড়তে পারেন।

(চাদর প্রদান)

বস।—আর্য্য চারুদত্ত। (পাঠ করিয়া আগ্রহ-সহকারে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা গাত্র আচ্ছাদন)।

দাসী।—কর্ণপূরক! এই চাদরটিতে ঠাকরণকে বেশ মানিয়েছে।

কর্ণ।—হাঁ, বেশ মানিয়েছে।

বস।—কর্ণপূরক! এই নেও তোমার পারি-তোষিক। (আভরণ প্রদান)

কর্ণ।—(মস্তকে গ্রহণ ও প্রণাম) ঠাকরণকে এখন চাদরটাতে বেশ মানিয়েছে।

বস।—কর্ণপূরক! এই সময়ে চারুদত্ত মহাশয় কোথায় ?

কর্ণ।—এই পথ দিয়ে বাড়ী যাচ্চেন।

বস।—ওলো! আয়, আমরা উপরের অলিন্দে উঠে দত্ত-মশায়কে দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

দ্যূতকর-সংবাহক নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহের অভ্যন্তর

(দাসের প্রবেশ)

দাস।— সুজন প্রভুটি মোর
ধনহীন হইয়াও ধরে কত গুণ।
ধনগর্ব্বী দুর্জ্জন যে
দুঃসেব্য প্রভু সেই,—শেষে নিদারুণ॥

অপিচ :— শস্য লুব্ধ বলীবর্দ্দ না মানে বারণ,
পর-স্ত্রী-আসক্ত জন না মানে বারণ,
দ্যূতাসক্ত নর কভু না মানে বারণ,
স্বাভাবিক দোষ কভু না মানে বারণ।

কতক্ষণ হল চারুদত্ত মহাশয় গীত-বাদ্য শুন্‌তে গেছেন—অর্দ্ধরাত্রি হয়ে গেল, তবু এখনও এলেন না। ততক্ষণ আমি তবে বা'র-দরজার দালানে ঘুমুই গে। (তথা করণ)

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহের বাহির

(চারুদত্ত ও বিদূষকের প্রবেশ)

চারু।—ওহো ওঃহা! "রেভিল" কি চমৎকার গেয়েছিল! আর, তার বীণাযন্ত্রটি অসমুদ্রোৎপন্ন রত্নবিশেষ।

উৎকণ্ঠিত-জন-সখী,
—বীণা হৃদি-বেদনা জুড়ায়,
বিলম্বিলে প্রণয়িনী
—উৎকৃষ্ট বিনোদ উপায়।
প্রেয়সী-বিরহাতুর
প্রণয়ীর সান্ত্বনা-কারণ,
প্রেমিকের প্রেমানল
বীণা করে আরো উদ্দীপন।

বিদূ।—ওহে! এসো, গৃহে যাওয়া যাক্।

চারু।—আহা!—সঙ্গীত-পণ্ডিত রেভিল কি সুন্দর গেয়েছিল!

বিদূ।—আমার এই দুয়েতেই হাসি পায়,—স্ত্রীলোককে সংস্কৃত পাঠ কর্‌তে দেখ্‌লে, আর পুরুষকে মিহি সুরে গাইতে দেখলে। স্ত্রীলোক যখন সংস্কৃত পাঠ করে, নূতন-নাকে-দড়ি-দেওয়া গরুর মত ক্রমাগত "সু সু" শব্দ কর্‌তে থাকে; আর পুরুষও যখন মিহি সুরে গান করে, তখন শুক্‌নো-মালা-পরা বৃদ্ধ পুরোহিতের মন্ত্র-জপের মত মনে হয়—আদপে ভাল লাগে না।

চারু।—সখা! সঙ্গীত-পণ্ডিত রেভিল কিন্তু আজ অতি সুন্দর গেয়েছিল—তোমার কি ভাল লাগে নি? তাঁর সঙ্গীত?

মধুর সুরাগ-যুক্ত
পরিস্ফুট, পূর্ব্ব-পর সম,
সুললিত, ভাবান্বিত,
তাঁর গান অতি মনোরম।
বহু প্রশংসায় মোর কিবা প্রয়োজন,
—মনে হয়, নর-বেশে নারী কোন জন।

তা ছাড়া,
থামিয়াছে গীত তাঁর,
তবু যেন যাইতেছি শুনিতে শুনিতে
সেই তাঁর স্বরক্রম,
মৃদু বাক্য, যুক্তস্বর বীণাতন্ত্রীটিতে;
মূর্চ্ছনায় উঠে উচ্চে,
গীতধ্বনি—সমাপনে হয় মৃদুতর,
হেলায় সংযম করি'
পুনর্ব্বার ধরে গান—বিরুক্তি সুন্দর।

বিদূ।—দেখ সখা! বাজারের রাস্তার উপর কুকুরগুলও সুখে ঘুমচ্চে। আর ভগবান্ শশাঙ্ক-দেবও অন্ধকারের আবরণ ফাঁক করে' আকাশের প্রাসাদ থেকে নাম্‌চেন।

চারু।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

সমুন্নত-অগ্রভাগ
ইন্দু ওই, তিমিরকে এবে তিনি দিয়া অবকাশ
হতেছেন অস্তগামী
জলমগ্ন করী যথা দন্ত-অগ্র করে গো প্রকাশ।

বিদূ।—ওহে! এই আমাদের গৃহ! বর্দ্ধমানক! বর্দ্ধমানক! দরজা খোলো।

(গৃহের অভ্যন্তর)

দাস।—মৈত্রেয়-মহাশয়ের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্চে—বোধ হয় দত্ত-মশায়ও এসেছেন—এইবার তবে দরজাটা খুলে দি। প্রণাম মৈত্রেয় মশায়। আপনাকেও প্রণাম—এই বড় আসনে আপনারা দুজনেই বসুন।

(উভয়ের প্রবেশ করিয়া উপবেশন)

বিদূ।—বর্দ্ধমানক! রদনিকাকে ডাকো—পা ধুইয়ে দেবে।

চারু।—(অনুকম্পা সহকারে) ঘুমন্ত লোককে জাগিয়ে আর কি হবে?

দাস।—মৈত্রেয় মশায়! আমি জল দিচ্ছি—আপনি পা ধুইয়ে নিন।

বিদূ।—(সক্রোধে) দেখ সখা! এই দাসের ব্যাটা দাস জল ধরবে, আর আমি ব্রাহ্মণ, আমাকে কি না পা ধোয়াতে বলে।

চারু।—সখা মৈত্রেয়! তুমি জল ধর, বর্দ্ধমানক পা ধুইয়ে দিক্।

দাস।—মৈত্রেয়-মশায়—জল দিন।

[বিদূষক তথাকরণ—দাস চারুদত্তের পদপ্রক্ষালন করিয়া প্রস্থান।

চারু।—ওরে! ব্রাহ্মণকে পাদোদক দে।

বিদূ।—আমার পাদোদকে কি হবে?—আমি মার্-খাওয়া গাধার মত আবার এখনি মাটিতে লোটাব।

দাস।—মৈত্রেয়-মশায়—আপনি ব্রাহ্মণ—

বিদূ।—সকল সাপের মধ্যে যেমন ঢোঁড়া-সাপ—সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে আমি তেমনি ব্রাহ্মণ!

দাস।—মৈত্রেয় মহাশয়, তা হোক্, তবু ধুইয়ে দি আসুন। (তথা করিয়া) দেখুন, সোনার গহনাগুলি দিনের বেলায় আমার—আর রাত্রে আপনার জিম্মে। এই নিন্।

[দিয়া প্রস্থান।

বিদূ।—(লইয়া) এখনও পর্য্যন্ত এগুলি রয়েছে দেখ চি। উজ্জয়িনীতে কি কোন চোর নেই যে, আমার এই নিদ্রা-চোরগুলিকে চুরি করে' নিয়ে যায়। দেখ সখা, অন্তঃপুরে এগুলিকে নিয়ে যাই।

চারু।— কি হবে সেথায় লয়ে—নাহি প্রয়োজন,
বেশ্যা-অঙ্গ-পরিধৃত এগুলি যখন।
যাবৎ না তারে পুন করি সমর্পণ
তাবৎ তুমিই বিপ্র করহ ধারণ।

(নিদ্রিত হইয়া "থামিয়াছে গীত তাঁর" ইত্যাদি নিদ্রা-ঘোরে আবৃত্তি)

বিদূ।—ওহে ঘুমচ্ছ?

চারু।—হাঁ।

এবে এই নিদ্রা মোর
ললাট হইতে নামি আশ্রিল নয়ন,
অদৃশ্য জরার মত
নর-বল পরাভবি' হয় গো বর্দ্ধন।

বিদূ।—ঘুমোনো যাক্ তবে। (নিদ্রা)

(শর্বিলকের প্রবেশ)

শর্বি।—যাহাতে সহজে দেহ হয় গো প্রবেশ
হেন সিঁধ-পথ গৃহে করিয়া বিশেষ
শিক্ষা-বলে দেহ-বলে, আমি তার পর
ভূ-বিবরে ঘষি' পার্শ্ব, যথা বিষধর
পশিব খোলোস ছাড়ি' ঘরের ভিতর।

(আকাশ অবলোকন করিয়া সহর্ষে) কি?—ভগবান্ শশাঙ্কদেব কি অস্ত যাচ্চেন?—হাঁ, তাই তো,

রাজপুরুষের ভয়ে, সশঙ্কিত প্রসিদ্ধ যে বীর
পরগৃহ লুটিবারে, সাবধানে চলে অতি ধীর;
তম-আবরিণী নিশি জননীর প্রায়
যতনে আবৃত করি রাখেন তাহায়।

বাগানের জমিতে সিঁধ কেটে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেছি—এইবার ঘরের দেওয়ালে সিঁধ কাটি।

সুবিশ্বস্ত নিদ্রাকালে যার বৃদ্ধি হয়
সেই চৌর্য্য "নীচ অতি"—সাধুজনে কয়,
"বঞ্চনায় বল তার—চৌর্য্য শৌর্য্য নয়।"
স্বাধীন এ চৌর্য্য ভাল আমি কিন্তু বলি,
করিতে না হয় সেবা হয়ে কৃতাঞ্জলি।
অশ্বত্থামা এই পথ করে প্রদর্শন
নরপতি সৌপ্তিকেরে করিয়া নিধন।

এখন সিঁধটা কোথায় কাটি।

কোথা সেই স্থান যাহা শিথিল সলিল-সেকে
—শব্দ যেথা না পশে শ্রবণে,
প্রশস্ত ভিত্তির সন্ধি যেথাকার, সহজে না
পড়ে কভু লোকের নয়নে।
লোণা-ধরা ইট-ধসা হর্ম্ম্যের সে কোন্ অংশ?
কোথা দেখা না যায় রমণী?
হেন স্থান পাই যদি, কাটিলে গো সিঁধ সেথা
কার্য্যসিদ্ধি হইবে তখনি॥

(দেওয়ালের গায়ে হাত বুলাইয়া) এই যে। ক্রমাগত রৌদ্রে পুড়ে ও জলে ভিজে এই জমিটা খারাপ হয়ে গেছে, লোণা ধরেছে, আর এখানে ইঁদুরেও মাটি তুলেছে। ভ্যালা মোর বাপ, এইবারই কার্য্যসিদ্ধি! কার্ত্তিকের শিষ্য চোরদের কার্য্যসিদ্ধির এই প্রথম লক্ষণ। এখন আরম্ভে কিরূপ সিঁধ কাটা যায়?—কার্ত্তিক ঠাকুর তো সিঁধটা কাটবার চার রকম উপায় দেখিয়ে দিয়েছেন। যেমন, ঝামা ইট টেনে তোলা, আমা-ইঁট ছেদন করা, মাটির দেওয়ালে জল ঢালা, কাঠের দেওয়াল কেটে ফেলা ইত্যাদি। এ স্থলে ঝামা ইঁট—কাজেই টেনে তুল্‌তে হবে। এখন কি রকম আকারের ছিদ্র করা যায়?

ফুল্ল পদ্ম, দিবাকর, কিম্বা বাল-শশি,
বড় পুষ্করিণী কিম্বা, স্বস্তিক-কলসি ?
কোন্ স্থানে শিল্প নিজ করি প্রকটিত
—কল্য যাহে পৌরজন হবে গো বিস্মিত ?

এই ঝামা ইঁটে কলসির আকারের সিঁধই ঠিক খাটবে। তবে এইরূপ সিঁধই কাটা যাক্।

লোণা-ধরা অসমান
অপর ভিত্তির গায়ে সিঁধ আমি কাটিলে গো রাতে,
দূষিয়াছে মোরে, তবু
বাখানেছে গুণপণা প্রতিবেশী আসিয়া প্রভাতে।
নমো নমো বরপ্রদে, কুমার কার্ত্তিক-পদে
হস্তে যার সোনার বল্লম।
দেবব্রত ব্রহ্মণ্যেরে নম।
প্রণমি ভাস্করানন্দে, যোগাচার্য্যে দাস বন্দে
যার শিষ্য আমি গো প্রথম।

তিনিই পরিতুষ্ট হয়ে এই যোগ-রচনার দ্রব্যগুলি আমাকে দান করেন।

এ দ্রব্য করিলে লাভ রক্ষিগণ দেখিতে না পায়
শস্ত্র আঘাতেও ব্যথা কিছুমাত্র নাহি লাগে গায়।

(তথা করণ) হায় হায়! মাপ্‌বার সূতোটা ভুলে এসেছি—(চিন্তা করিয়া) হাঁ, এই যজ্ঞোপবীত-টাই এখন আমার মাপবার সূতো হবে। যজ্ঞোপবীত ব্রাহ্মণের অনেক কাজে লাগে—বিশেষতঃ আমার মত ব্রাহ্মণের।

এই যজ্ঞ-সূত্র দিয়ে
সিঁধ-পথ-মুখ মাপা যায়
পরিহিত অলঙ্কার
টানি' লই ইহারি কৃপায়,
যন্ত্র-বদ্ধ কপাটের
এরি যোগে করি উদ্ঘাটন,
কাল-সর্পে দংশে যদি
অঙ্গ এতে করি গো বেষ্টন।

এইবার মাপ-জোক্ করে' কর্ম্ম আরম্ভ করি। (তথা করিয়া অবলোকন) এই সিঁধে কেবল একটা ইঁট এখন বাকি আছে।

উঃ! আমাকে সাপে কামড়েছে। (যজ্ঞো-পবীতে অঙ্গুলী বন্ধন করিয়া বিষ-রোগের অভিনয়। পরে চিকিৎসা করিয়া) যাক্—ভাল হয়ে গেছে। (পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ ও অবলোকন)

এ কি! একটা প্রদীপ জ্বলছে নাকি?—হাঁ, তাই তো।

প্রদীপ-শিখাটি ওই সুবর্ণ-বরণ,
সিঁধ-মুখ দিয়া আলো হয় নির্গমন।
চারিধার অন্ধকারে রয়েছে বেষ্টিত,
সুবর্ণের রেখা যেন নিকষে স্থাপিত।

(পুনর্ব্বার কার্য্যারম্ভ) যাক্, সিঁধটা শেষ হয়েছে। এইবার তবে প্রবেশ করি। না, এখনও প্রবেশ ক'রে কাজ নেই—একটা মানুষের প্রতিমূর্ত্তি রেখে দি। (চিন্তা করিয়া) কেউ কি নেই? কার্ত্তিক ঠাকুরকে প্রণাম। (প্রবেশ করিয়া দর্শন) এই যে দুজন লোক ঘুমচ্চে আচ্ছা, পালাবার জন্য বাহিরের দরজাটা খুলে রাখি। আঃ! পুরোনো বাড়ি ব'লে কপাটটায় ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দ হচ্চে, তা দেখি যদি কোথাও একটু জল পাই। জল না জানি কোথায় আছে। (ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া জল লইয়া ভয়ে ভয়ে কপাটে জল নিক্ষেপ) না, কাজ নেই—জল ভূমিতে পড়ে' শব্দ হচ্চে। এ পর্য্যন্ত তো এক রকম হল। (পৃষ্ঠে ভর দিয়া কপাট উদ্ঘাটন)—এখন তবে পরোখ করে' দেখি,এরা মিছিমিছি ঘুমচ্চে, না সত্যিই ঘুমচ্চে। (নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া ও পরীক্ষা করিয়া) বোধ হয়, সত্যিই ঘুমচ্চে। তাই বটে

নিশ্বাস নিদ্রার মাঝে পড়িছে সমান;
তাই বলি, নাহি কোন আশঙ্কার স্থান।
গাঢ়তর নিমীলিত নয়ন-যুগল,
নহেক কৃত্রিম, নহে তারকা চঞ্চল।
শিথিল দেহের সন্ধি,
শয্যা-সীমা অঙ্গগুলি করে অতিক্রম।
সম্মুখে রয়েছে দীপ
মিথ্যা নিদ্রা হলে হ'ত নেত্রের পীড়ন॥

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! মৃদঙ্গ যে, এই দর্দ্দুর, এই ভেরী, এই বীণা, এই সব বাঁশী, এই সব পুস্তক, তবে কি এটা নাট্যাচার্য্যের বাড়ী? আমি কি একটা বড় বাড়ী দেখেই প্রবেশ করেছি? তবে লোকটা কি নিতান্ত দরিদ্র? অথবা রাজার ভয়ে, চোরের ভয়ে টাকা-কড়ি মাটির ভিতর পুঁতে

রেখেছে ? আমি শর্ব্বিলক শর্ম্মা, মাটিতে-পোঁতা ধন—সে তো আমারি। বীজ ফেলে দেখি (তথা করণ) কৈ—বীজ পড়ে' তো ফুলে উঠল না। লোকটা নিতান্তই দরিদ্র বটে। তবে আর এখানে কি হবে, যাওয়া যাক্।

বিদূ।—(স্বপ্নে কথা কহন) দেখ সখা! সিঁধ দেখা যাচ্চে, চোর এসেছে, এই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি তুমি রাখো।

শর্ব্বি।—দরিদ্রের বাড়ীতে প্রবেশ করেছি বলে' আমাকে কি উপহাস করচে ?—তবে কি একে যম'-লয়ে পাঠাব ? অথবা লঘু প্রকৃতি বলেই এইরূপ স্বপ্ন দেখ্‌চে ? (দেখিয়া) এই যে। ছেঁড়া-খোঁড়া স্নানের গাম্‌ছায় বাঁধা সত্যই কতকগুলি অলঙ্কার, প্রদীপের আলোয় ঝকমক্ করচে—আচ্ছা, নেওয়া যাক্। কিন্তু না, আমার মত তুল্যাবস্থার ভদ্র সন্তানকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়—আমি তবে যাই।

বিদূ।—(স্বপ্নে) দেখ সখা! তোমার গো-ব্রাহ্মণের দিব্যি, যদি এই অলঙ্কারগুলি তুমি না নেও।

শর্ব্বি।—গোব্রাহ্মণের দিব্যি লঙ্ঘন করা যায় না—তবে নেওয়া যাক। কিন্তু প্রদীপটা যে জ্বলচে। আমার কাছে প্রদীপ নেবাবার জন্য এক রকম আগুনের পোকা আছে। এইবার পোকাটাকে ছেড়ে দি। (তথা করণ) পোকাটা প্রদীপের উপর নানাভাবে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে—এইবার ওর পাখার বাতাসে দীপটা নিবে গেল। কি ঘোর অন্ধকার! কিন্তু আমি এই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করে' অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্চি ? আমি চতুর্ব্বেদবেত্তা অপ্রতিগ্রাহক ব্রাহ্মণের সন্তান শর্ব্বিলক শর্ম্মা—আমি কি না বেশ্যা মদনিকার জন্য এই অকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি ? যা হোক্, এখন এই ব্রাহ্মণের অনুরোধটা রক্ষা করি! (হাত বুলাইতে বুলাইতে অগ্রসর)

বিদূ।—(স্বপ্ন) দেখ সখা, তোমার হাতটা বড় ঠাণ্ডা।

শর্ব্বি।—কি বিপদ! জল ঘেঁটে আমার হাতটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বটে। আচ্ছা, বগলের মধ্যে হাতটা রাখি। (ডান হাত গরম করিয়া অলঙ্কার গ্রহণ)।

বিদূ।—নিয়েছ ?

শর্বি।—ব্রাহ্মণের অনুরোধ অলঙ্ঘনীয়—তাই নিলেম।

বিদূ।—জিনিস বিক্রী হয়ে গেলে বণিক যেমন সুখে ঘুমোয়, আমিও এখন সেই রকম সুখে ঘুমোতে পারব। (নিদ্রা)

শর্বি।—ওহে মহাব্রাহ্মণ—এখন তুমি শত বর্ষ ধরে' ঘুমোও। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। আমার এখন এইমাত্র কষ্ট, সেই বেশ্যা মদনিকার জন্য সমস্ত ব্রাহ্মণ-কুলকে নরকে ডোবালেম—কিম্বা আপনিই নরকে ডুবলেম।

ধিক্ ধিক্ দারিদ্র্যেরে!
পৌরুষের নামমাত্র নাই,
মন্দ বলি নিন্দি যারে
অনায়াসে করি গো তাহাই।

এখন তবে মদনিকার দাসত্বমোচন করতে বসন্ত-সেনার বাড়িতে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও অব-লোকন) এই যে, কার পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে।—প্রহরীদের না তো ? আচ্ছা, আমি থামের মত চুপটি করে' এখানে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু তাও বলি, প্রহরীরা শর্বিলক-শর্ম্মার কি করতে পারে ? যে শর্বিলক শর্ম্মা

নিঃশব্দ পদ-চারে মার্জ্জার যেমতি,
মৃগ-সম পলায়নে অতি দ্রুতগতি।
গ্রহণ-ছেদন-কার্য্যে বাজের মতন,
সুপ্তাসুপ্ত চিনিবারে কুক্কুর যেমন,
আঁকিয়া বাঁকিয়া যেতে ভুজঙ্গের প্রায়,
মায়ার সমান ছদ্মবেশ-রচনায়,
বাণী-সম সুপণ্ডিত নানা ভাষা-জ্ঞানে,
রাত্রে দীপ—অশ্বতর সংকটের স্থানে।
স্থল-পথে অশ্ব যে গো—নৌকা জল-পথে
কি ভয় তাহার বল রক্ষিগণ হতে ?

অপিচ :—

গতিতে ভুজঙ্গ সম, স্থিরত্বে পর্ব্বত,
লক্ষ্যের চৌদিকে ফেরে গরুড়ের মত,
শশ-সম চতুর্দ্দিক নেহারে নয়নে,
ধরিতে বৃকের সম, কেশরী বিক্রমে।

(মদনিকার প্রবেশ)

মদ।—কি সর্ব্বনাশ! বা'র দরজার দালানে বর্দ্ধমানক শুয়ে ছিল—তাকেও তো দেখ্‌তে পারচিনে। আচ্ছা, মৈত্র-মশায়কে ডাক দি।

(পরিক্রমণ)

শর্ব্বি।—(রদনিকাকে মারিতে ইচ্ছুক হইয়া ও নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! একজন স্ত্রীলোক যে, তবে যাই।

[প্রস্থান।

রদ।—(ভয়ে ভয়ে গিয়া) সর্ব্বনাশ হয়েছে! সর্ব্বনাশ হয়েছে! আমাদের ঘরে সিঁধ কেটে চোর বেরিয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি গিয়ে মৈত্রেয়কে জাগিয়ে দি। ও মৈত্রেয়-মশায়! উঠুন উঠুন—আমাদের ঘরে সিঁধ কেটে চোর পালিয়ে গেল।

বিদূ।—(উঠিয়া) আরে বেটি, বলিস্ কি?—সিঁধ কেটে চোর পালিয়ে গেল?

রদ।—হতভাগা! এখন আর ঠাট্টায় কাজ নেই, দেখ্‌চ না কি হয়েছে?

বিদূ।—আরে বেট, বলিস্ কি?—দ্বিতীয় দরজাটা খোলা? চারুদত্ত! সখা! ওঠো ওঠো, আমাদের ঘরে চোর সিঁধ কেটে পালিয়েছে।

চারু।—তা হোক—তোমার আর পরিহাস করতে হবে না।

বিদূ।—ওহে, পরিহাস না—তুমি বরং নিজে এসে দেখ।

চারু।—কোন্‌খানে?

বিদূ।—এইখানে।

চারু।—(দেখিয়া)

হইয়াছে উর্দ্ধ হতে
সিঁধ-মাঝে ইষ্টক-পতন,
সংকীর্ণ উপরিভাগ,
মধ্যদেশ বিপুলায়তন।
অযোগ্য জনেরা যেথা
প্রবেশিতে মনে পায় ভয়
কাটিয়া গিয়াছে সেই
সুবৃহৎ হর্ম্ম্যের হৃদয়।

এই কাজে কি চমৎকার দক্ষতা প্রকাশ পাচ্চে।

বিদূ।—দেখ বয়স্য! দুজনের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই এই সিঁধটা দিয়েছে—হয় কোন আগন্তুক, নয় কোন শিক্ষার্থী—নৈলে এই উজ্জয়িনীনগরে আমাদের আর্থিক অবস্থা কে না জানে?

চারু।—হয় কোন বৈদেশিক
অজ্ঞানে করেছে এই কাজ,
অথবা অভ্যস্ত চোর
সিঁধ কাটিয়াছে গৃহমাঝ।
বিশ্বস্ত-নিদ্রায় মগ্ন
নির্ধন এ জনে সে তো জানিত না আগে,
শুধু বড় গৃহ দেখি'
প্রথমে ইঁহার মনে মহা আশা জাগে;
সিঁধ কাটি' শ্রান্ত হয়ে
নিরাশ হইয়া শেষে হেথা হতে ভাগে।

এর পর, চোর বেচারা নিজের বন্ধু-বান্ধবদের কাছে গিয়ে না জানি কি বল্‌বে। বল্‌বে—"বণিকের বাড়ি প্রবেশ করে' কিছুই পেলেম না।"

বিদূ।—ওহে! তোমার চোর-ব্যাটার উপর দয়া হয়েছে নাকি? সে নিশ্চয় ভেবেছিল, এটা মস্ত বাড়া—এখান থেকে স্বর্ণ-অলঙ্কার—রত্ন-অলঙ্কার সমস্ত 'বার করে' নিয়ে যাবে। ভাল কথা, সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি কোথায়? দেখ সখা, তুমি সব সময়েই বলে' থাকো, "মৈত্রেয়টা মূর্খ—মৈত্রেয়টা নির্ব্বোধ"—কিন্তু আমি সেই অলঙ্কারের পুঁটুলিটা তোমার হাতে দিয়ে ঠিক কাজ করেছি কিনা বল—নৈলে চোর-ব্যাটা নিশ্চয়ই চুরি করে' নিয়ে যেতো।

চারু।—আর পরিহাস কর্‌তে হবে না।

বিদূ।—ওহে, আমি মূর্খ বলে' কি পরিহাসেরও দেশ-কাল বুঝি নে?

চারু।—বাঃ! আমার হাতে তুমি কথন্ দিলে?

বিদূ।—দেখ, আমি যখন তোমায় বল্লুম, "তোমার হাত ঠাণ্ডা" সেই সময়ে।

চারু।—না, এ কথা কখনও হয় নি। (চারিদিকে দেখিয়া সহর্ষে) সখা, একটা সুসংবাদ দি।

বিদূ।—কি! চুরি হয় নি?

চারু।—হাঁ, চুরি হয়েছে।

বিদূ।—তবুও সুসংবাদ?

চারু।—চোরের কার্য্যসিদ্ধি হয়েছে, তাই বল্‌চি।

বিদূ।—সে যে গচ্ছিত বস্তু।

চারু।—কি?—সেই গচ্ছিত বস্তু? (মূর্চ্ছিত)

বিদূ।—সখা, শান্ত হও। যদি গচ্ছিত দ্রব্য চোরেই নিয়ে থাকে, তবে তুমি মূর্চ্ছা যাও কেন?

চারু।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) সখা!
বিশ্বাস কে করিবে গো প্রকৃত কথায়?
সংশয় সকল জনে করিবে আমায়।

এ সংসারে দরিদ্রতা প্রতাপ-রহিত
তাই তো থাকিতে হয় সদা সশঙ্কিত।

হায় হায়! কি কষ্ট!

প্রবৃত্তি দিলেন বিধি
চোরেরে হরিতে মোর ধন,
নৃশংস আরো কি চান্
দূষিতে এ চারিত্র্য-রতন?

বিদূ।—আমি একেবারে অস্বীকার করব। কে দিয়েছে?—কে নিয়েছে?—কেই বা সাক্ষী?

চারু।—আমি কি মিথ্যা কথা বলুব?

ভিক্ষায় অর্জ্জিয়া অর্থ,
ন্যস্ত বস্তু উদ্ধারের করিব যতন,
তবু না কহিব মিথ্যা,
—চারিত্র্য-নাশের উহা প্রধান কারণ।

রদ।—এখন তবে ধূতা-ঠাকরণকে এই খবরটা দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

(দাসীর সহিত চারুদত্তের স্ত্রী ধূতা-দেবীর প্রবেশ)

স্ত্রী।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া) ওলো! সত্যি কথা বল্, ওঁদের শরীরে তো কোন আঘাত লাগে নি?

দাসী।—ঠাকরণ! ওঁদের কিছু হয় নি বটে, কিন্তু সেই বেশ্যার যে অলঙ্কার ছিল, সেইগুলি চুরি গেছে।

স্ত্রী।—(মূর্চ্ছিতা)

দাসী।—ঠাকরণ, শান্ত হোন্।

স্ত্রী।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ওলো! তুই বল্‌চিস্, ওঁর শরীরে আঘাত লাগে নি, কিন্তু চরিত্রে আঘাত লাগা অপেক্ষা শরীরে আঘাত লাগাও যে ভাল ছিল। এখন উজ্জয়িনীর লোকেরা এই কথা বল্‌বে, দরিদ্রতার দরুণ উনিই এই কাজ করেছেন। হা পোড়া বিধি! পুরুষ-ভাগ্যকে পদ্মপত্রের জলের মত চঞ্চল করে' কি তুমি কৌতুক দেখ্‌চ? মাতৃগৃহ হতে এই মালাটি পেয়েছিলেম—এইটিই যা আমার এখন আছে। কিন্তু আমার স্বামী যেরূপ প্রকৃতির লোক—তিনি আমার কাছ থেকে এটি কখনই গ্রহণ করবেন না। দেখ, মৈত্রেয়-মশায়কে ডেকে নিয়ে আয়।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাক্‌রণ। (বিদূষকের নিকট গিয়া) মৈত্রেয় মশায়! ধূতা দেবী তোমাকে ডাক্‌চেন।

বিদূ।—কোথায় তিনি?

দাসী।—এইখানে আছেন—এগিয়ে আসুন।

বিদূ।—(অগ্রসর হইয়া) কল্যাণ হোক্।

স্ত্রী।—প্রণাম। পূর্ব্বমুখ হয়ে বসুন।

বিদূ।—এই পূর্ব্বমুখ হয়ে বসেছি।

স্ত্রী।—এইটে আপনি নিন্।

বিদূ।—এটি কি?

স্ত্রী।—আমি রত্ন-ষষ্ঠীব্রত নিয়েছিলেম—তাতে যার যেমন শক্তি ব্রাহ্মণকে রত্নদান কর্‌তে হয়—আমি একজন ব্রাহ্মণকে দিতে গিয়েছিলেম—তিনি দান গ্রহণ কর্‌লেন না—তাঁর হয়ে এই রত্নমালাটি আপনি গ্রহণ করুন।

বিদূ।—(গ্রহণ করিয়া) কল্যাণ হোক্! যাই, প্রিয়সখাকে এই সংবাদটা দিই গে।

স্ত্রী।—মৈত্রেয় মশায়! আমাকে লজ্জা দেবেন না।

[প্রস্থান।

বিদূ।—(সবিস্ময়ে) ওঃ! কি মহানুভাবতা!

চারু।—মৈত্রেয়ের আস্‌তে এত বিলম্ব হচ্চে কেন?—মনঃকষ্টে একটা অকার্য্য না করে' বসে। মৈত্রেয়! মৈত্রেয়!

বিদূ।—(নিকটে আসিয়া) এই এসেছি। এইটি গ্রহণ কর। (রত্ন-মালা প্রদর্শন)

চারু।—এটি কি?

বিদূ।—তুমি যে তোমার নিজের মত একটি স্ত্রী সংগ্রহ করেছ, তারই এই ফল।

চারু।—কি?—আমার উপর ব্রাহ্মণীর দয়া হয়েছে? হায়! আমি এখন দরিদ্র।

নিজ ভাগ্যদোষে আমি
হারায়েছি দেখ সখা সরবস্ব ধন,
স্ত্রীধন আমি কি এবে
অনুগ্রহ মনে করি' করিব গ্রহণ?
নর অর্থাভাবে নারী,
নারী সে পুরুষ হয় অর্থেরি কারণ॥

কিন্তু না—আমি দরিদ্র নই। কেন না—

অনুগতা ভার্য্যা মোর বিভবে অভাবে
সুখে দুখে সখা তুমি গাঢ় অনুরাগে।

সত্য যা দুর্ল্লভ অতি ধনহীন জনে
হইনি তা হতে ভ্রষ্ট জানি আমি মনে।

মৈত্রেয়! এই রত্নমালা নিয়ে বসন্তসেনার কাছে যাও, আমার নাম করে' তাঁকে বল গে, "তোমার সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি আমার নিজের মনে করে' আমি দ্যূত-ক্রীড়ায় হারিয়েছি—তার পরিবর্ত্তে এই রত্নমালাটি দিচ্চি, গ্রহণ কর।"

বিদূ।—সেই অল্প-মূল্য তুচ্ছ অলঙ্কারের পরিবর্ত্তে চতুঃসাগরের সার-ভূত এই রত্নমালাটি দেওয়া কোন-মতেই উচিত নয়।

চারু।—সখা—না না, ও কথা বোলো না।

যে মহা বিশ্বাস-ভরে
রেখেছিল মোর কাছে স্বর্ণ অলঙ্কার,
এই মহামূল্য দিয়ে
শুধিতেছি আমি সেই বিশ্বাসের ধার।

অতএব সখা! আমার গা ছুঁয়ে শপথ কর, তাঁকে গ্রহণ না করিয়ে তুমি এখানে আস্‌বে না। বর্দ্ধমানক!

এই সব ইঁট দিয়া
বন্ধ কর এই সন্ধিস্থান।
রক্ষিব সন্ধিটি আমি
নিন্দা হতে পাইবারে ত্রাণ॥

সখা মৈত্রেয়! তুমি কার্পণ্যের কথা ছেড়ে দিয়ে উদারতার কথাই আমার কাছে বল।

বিদূ।—দেখ, দরিদ্র কি উদারতার কথা বল্‌তে পারে?

চারু।—সখা, আমি দরিদ্র নই। ("অনুগতা ভার্য্যা" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ) তুমি তবে যাও—আমিও কৃতশৌচ হয়ে সন্ধ্যা উপাসনা করি গে।

সন্ধিচ্ছেদ নামক তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহ

বসন্তসেনা ও মদনিকা আসীনা।

(প্রধানা দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—মা আমাকে ঠাকরুণের কাছে যেতে বলেছেন। এই যে ঠাকরুণ চিত্র-ফলকের উপর চোখ রেখে মদনিকার সঙ্গে কি কার্য্যবার্ত্তা কচ্ছেন—এইবার তবে এগিয়ে যাই।

বস।—ওলো মদনিকে! দত্ত-মশায়ের চিত্রটা কি তাঁর মত ঠিক্ হয়েছে?

মদ।—ঠিক্ হয়েছে।

বস।—কি করে' জান্‌লি ঠিক্ হয়েছে?

মদ।—ঠাকরুণ যখন ভালবাসার চোখে একদৃষ্টে দেখ্‌চেন, তখন অবিশ্যি ঠিক্ হয়েছে।

বস।—বেশ্যালয়ের ভালবাসার কথা কি বল্‌চিস্?

মদ।—যারা বেশ্যালয়ে বাস করে, তাদের সব সময়েই কি কপট ভালবাসা?

বস।—দ্যাখ্, বেশ্যারা নানা পুরুষের সংসর্গ করে, কাজেই তাদের কপট ভালবাসা দেখাতে হয়।

মদ।—কি বল ঠাকরুণ, যখন আপনার চোখ্ ও প্রাণ দুই-ই চিত্রটির উপর পড়ে' আছে, তখন কি আর তার কারণ জিজ্ঞাসা করতে হয়?

বস।—দ্যাখ্, সখীরা এই জন্য আমাকে বোধ হয় উপহাস করে।

মদ।—না ঠাকরুণ, তা নয়—রমণীরা সখীদের ভালবাসা, ভালবাসার চোখেই দেখে থাকে।

প্রধানা দাসী।—মাঠাকরুণ আজ্ঞা কর্‌চেন, "খিড়কির দরজায় গাড়ি তৈরি আছে, আপনি ঘোমটা দিয়ে সেইখানে যান্।"

বস।—চারুদত্ত-মশায় কি আমাকে নিয়ে যাবেন?

প্র-দাসী।—ঠাকরুণ! সেই গাড়ীতে দশ সহস্র সুবর্ণ-মূল্যের অলঙ্কারও পাঠিয়েছেন।

বস।—কে পাঠিয়েছে?

প্র-দাসী।—রাজার শালা সংস্থানক।

বস।—(সক্রোধে) দূর হ! আমাকে আর ও কথা বলিস্‌নে।

প্র-দাসী।—ঠাকরুণ, রাগ কর্‌বেন না, মা আমাকে দিয়ে এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন।

বস।—এই কথা তিনি বলে' পাঠিয়েছেন বলেই আমি রাগ কর্‌চি।

প্র-দাসী।—মাঠাকরুণকে তবে কি বলব বলুন।

বস।—এই কথা বলিস্ "আমি বেঁচে থাকি, এই যদি তাঁর মনোগত ইচ্ছে হয়, তা হলে মা যেন আর এরূপ কথা আমাকে বলে' না পাঠান।"

প্র-দাসী।—তা, আপনার যা ইচ্ছে।

[প্রস্থান।

(শর্ব্বিলকের প্রবেশ)

শর্ব্বি।—নিশিরে করিয়া আমি
সকলের নিন্দার ভাজন,
নিদ্রারে করিয়া জয়
এড়াইয়া নৃপ-রক্ষিজন
হইয়াছি সূর্য্যোদয়ে
ম্লান-রশ্মি শশাঙ্ক যেমন।
অপিচ :—সচকিত শশব্যস্ত
আমি যবে করি গো গমন,
যদি কেহ দ্রুতগতি
আসি' মোরে করে নিরীক্ষণ,
দাঁড়ায়ে থাকিলে কিম্বা
দ্রুত যদি কাছে আসে কেহ,
দোষী অন্তরাত্মা মোর
সবারেই করে গো সন্দেহ ;
—নিজ দোষে সদা নর
সশঙ্কিত বিকম্পিত-দেহ।

আমি শুধু মদনিকার জন্যই এই দুঃসাহসিক কাজ করেছি।

কোথাও বা পত্নীসনে
করে পতি কথোপকথন,
তাহারে করিয়া ত্যাগ
অন্য স্থানে করেছি গমন।
কোথাও বা দেখি গৃহে
নর নাই নারীই কেবল,
শাস্ত্র-মতে তখনি গো
করিয়াছি ত্যাগ সেই স্থল।

নিকটে আসিলে রাজ-প্রহরীর দল
গৃহ-দারু সম আমি হয়েছি অচল।
এইরূপ উপায় করিয়া শত শত
রজনীরে দিবসে করিনু পরিণত।

(পরিক্রমণ)

বস।—ছাখ, এই চিত্র-ফলকটি আমার শোবার ঘরে রেখে শীঘ্র একটা তালপাতার পাখা নিয়ে আয়।

মদ।—যে আজ্ঞা ঠাকরুণ।

(গৃহের বাহিরে)

শর্ব্বি।—এইটি তো বসন্তসেনার বাড়ী, এইবার প্রবেশ করা যাক্।

(গৃহের অভ্যন্তর)

(প্রবেশ করিয়া) মদনিকাকে না জানি কোথায় দেখ্তে পাওয়া যাবে।

(তালবৃন্ত হস্তে মদনিকার প্রবেশ)

(দেখিয়া) এই যে মদনিকা। আহা ! আহা !

রূপে মদনের চিত্ত করিয়া বিজয়
বিমোহিনী মূর্ত্তিমতী রতি শোভে যেন !
অনঙ্গে তাপিত ছিল এ মোর হৃদয়,
হইল এখন যেন শীতল চন্দন।

মদনিকে !—

মদ।—(দেখিয়া) ও মা ! এ কি ! শর্ব্বিলক যে ! এসো এসো—কোথায় তুমি ?

শর্ব্বি।—একটা কথা বল্‌ব। (পরস্পরকে অনুরাগের সহিত দর্শন)

বস।—(স্বগত) মদনিকার দেরি হচ্চে—কোথায় না জানি সে—এই যে, একজন কোন্ পুরুষের সঙ্গে কথা কচ্চে। অত্যন্ত অনুরাগের সহিত একদৃষ্টে দেখ্ছে—যেন কি অমৃত একেবারে শুষে পান কর্‌ছে। তাই মনে হচ্চে, ঐ লোকটা এর দাসত্ব মোচন করতে ইচ্ছুক। আচ্ছা, ওগো ! ভালবাসো—ভালবাসো—প্রাণ ঢেলে ভালবাসো। কারও প্রেমে আমি ব্যাঘাত করতে চাই নে—না—ওকে আর আমি ডাক্‌ব না।

মদ।—শর্ব্বিলক—বল, কি কথা আছে ?

শর্ব্বি।—(সভয়ে চারিদিক অবলোকন)

মদ।—শর্ব্বিলক ! ব্যাপারটা কি ?—তোমাকে সশঙ্কিত দেখ্ছি যে ?

শর্ব্বি।—তোমাকে একটা গোপনীয় কথা বল্‌ব —এ স্থানটা নির্জ্জন তো ?

মদ।—না, এখানে কেউ নেই।

বস।—(আড়াল হইতে) কি ! গোপনীয় কথা ?—তবে শুনব না।

শর্ব্বি।—মদনিকে ! উপযুক্ত মূল্য দিলে বসন্তসেনা কি তোমাকে দাসত্ব হতে মুক্তি দেবেন মনে হয় ?

বস।—আমার সম্বন্ধে কি একটা কথা বল্‌চে না ?—তবে আমি এই গবাক্ষের আড়াল থেকে শুনি।

মদ।—শর্ব্বিলক !—আমি ঠাকরুণকে এই বিষয়

জানিয়েছিলেম। তিনি বল্লেন, "আমার যদি ইচ্ছে হয়, তা হলে বিনা মূল্যেই সকল দাসীর দাসত্ব মোচন কর্‌ব," ভাল, শর্ব্বিলক! তোমার এমন বিষয়-বিভব কি আছে যে, মূল্য দিয়ে আমাকে কিনে নিয়ে যাবে?

শর্বি।—অভিভূত হয়ে আমি দারিদ্র্য-দশায়
কেবল তোমারি ভালবাসার লাগিয়া
—শোনো গো প্রেয়সি আমি আজিকে নিশায়—
বলপূর্ব্ব কোন কাজ এসেছি করিয়া।

বস।—এর মুখে তো বেশ প্রসন্ন ভাব—ওরূপ দুঃসাহসের কাজ যে করে, তার মুখে তো উদ্বেগের ভাব দেখা যায়।

মদ।—শর্ব্বিলক! একজন তুচ্ছ স্ত্রীলোকের জন্য উভয়কেই মজালে?

শর্ব্বি।—কাকে কাকে?

মদ।—কেন, শরীরকে আর চরিত্রকে।

শর্ব্বি।—আরে নির্ব্বোধ! সাহসেই লক্ষ্মীর বাস।

মদ।—শর্ব্বিলক। তোমার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ —তবে আমার জন্য এই অকার্য্য করে' তুমি কি অত্যন্ত বিরুদ্ধ আচরণ করনি?

শর্ব্বি।—

ভূষণে ভূষিতা যে গো
বিকসিতা লতার মতন,
তাহার ভূষণ আমি
কভু নাহি করি গো হরণ।
না করি হরণ আমি
ব্রাহ্মণের ধন কি কাঞ্চন॥
ধাত্রী-কোলে যে বালক,
তারো নাহি হরি এক রতি,
চৌর্য্যেতেও নিত্য মোর
কার্য্যাকার্য্য-বিচারিণী মতি।

এখন তবে বসন্তসেনাকে দাসত্ব-মোচনের বিষয় আর একবার জানাও। আর দেখ—

গোপনীয় অলঙ্কার.
ঠিক তব দেহের প্রমাণ
ধারণ কর গো অঙ্গে,
জেনো ইহা প্রণয়ের দান।

মদ।—শর্বিলক!—গোপনীয় অলঙ্কার?—এই কথা দুটির মধ্যে তো কোন মিল নেই। আচ্ছা, অলঙ্কারগুলি আনো দিকি দেখি।

শর্বি।—এই অলঙ্কারগুলি! (ভয়ে ভয়ে সমর্পণ)

মদ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) মনে হচ্ছে যেন অলঙ্কারগুলি পূর্ব্বে কোথাও দেখেচি—বল দিকি কোথ্‌ থেকে পেলে?

শর্বি।—মদনিকে! তা জেনে কি হবে?—এই নেও।

মদ।—(সরোষে) যদি আমাকে বিশ্বাসই না হয়, তবে কেন আমাকে মূল্য দিয়ে কিন্‌তে যাচ্চ?

শর্বি।—স্থাখ, বণিক-পটিতে আজ প্রভাতে শুন্‌লেম, এগুলি বণিক চারুদত্তের। (বসন্তসেনা ও মদনিকা উভয়ে মূর্চ্ছিতা)

শর্বি।—

মদনিকে! শান্ত হও, কেন গো এখন
বিষাদে অবশ-অঙ্গ বিভ্রান্ত-নয়ন?
দাসত্ব ঘুচাতে ব্যগ্র আমি মূল্য-দানে,
কোথা হবে অনুকম্পা, না—কম্প সে স্থানে?

মদ।—(সচেতন হইয়া) দুঃসাহসিক! আমার জন্য অকার্য্য করে' কাউকে হত কিম্বা নিহত করে' এসনি তো?

শর্বি।—মদনিকে! যে ভীত কিম্বা নিদ্রিত, তাকে শর্বিলক কখন প্রহার করে না। না, কেউ হতও হয়নি—নিহতও হয়নি।

মদ।—সত্য বল্‌চ?

শর্বি।—সত্য বল্‌চি।

বস।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) ও মা! আবার বেঁচে উঠলেম যে।

মদ।—আ! বাঁচলেম।

শর্বি।—(ঈর্ষ্যা-সহকারে) মদনিকে! ওরূপ কথা কেন বল্‌চ বল দিকি?

যদিও সু-কুল হতে
লভিয়াছি আমি গো জনম,
তব প্রেমে বদ্ধ হয়ে
এ অকার্য্য করেছি সাধন।

হারায়ে মদন-দায়ে সব সদাচার
তবুও করি গো রক্ষা মর্য্যাদা সবার।
কিন্তু দেখি, তব প্রেম নাহি মোর পরে,
মুখে মোরে মিত্র বলি' ভজিছ অপরে।

(অভিপ্রায়-সহকারে)

সরবস্ব-ফলবান কুল-পুত্র-মহাতরুগণ
—তাদের নিষ্ফল করে বেশ্যা-পক্ষী করিয়া ভক্ষণ।
বেশ্যা সে সুরত-জ্বালা, কামানল, প্রণয়-ইন্ধন,
পুরুষ, আহুতি দেয় সে অনলে ধন ও যৌবন।

বস।—(সস্মিত) কি আশ্চর্য্য! অস্থানে অকারণে এর চিত্ত-উদ্বেগ।

শর্বি।—

স্ত্রীতে শ্রীতে যে পুরুষ করে গো প্রত্যয়
আমি তো তাহারে বলি মূর্খ অতিশয়।
অবলা কমলা উভে ভুজঙ্গিনী-প্রায়,
আঁকিয়া-বাঁকিয়া তারা বক্র পথে ধায়।
ভাল নহে ভালবাসা কামিনীর সনে।
অবজ্ঞা করে গো তারা অনুরাগী জনে।
ভালবাসো তারে যেই দেয় ভালবাসা,
বিরক্ত যে তোমাপরে ত্যজ তার আশা।

অপিচ :—তারা—

সাগর-তরঙ্গসম চপল-স্বভাব,
সন্ধ্যাভ্র-রেখা সম ক্ষণ-অনুরাগ,
পুরুষ হইতে অর্থ
বেশ্যাগণ শুষিয়া সর্ব্বথা
ত্যজে তারে অনায়াসে
নিষ্পীড়িত অলক্তক যথা।

—স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত চপল।
কারে বা হৃদয়ে ধরি' ডাকে অন্যে আঁখি ঠেলে,
কারে দেয় মুখ-সুরা, কারে দেয় দেহ ঢেলে।

কোন কবি বেশ একটি কথা বলেছেন :—

না জনমে সরোজিনী পর্ব্বত-শিখরে
গর্দ্দভ না অশ্ব-ভার বহে পৃষ্ঠোপরে,
যব ছিটাইলে কভু শাল নাহি হয়,
সেইরূপ বেশ্যা নারী শুচি কভু নয়।

আঃ! হতভাগা পাজি চারুদত্ত—তোকে এরূপ কখনই হতে দেব না। (কিয়ৎ পদ চলিয়া গিয়া)

মদ।—(অঞ্চল ধরিয়া) ওগো! তুমি এলোমেলো কি বক্‌চ?—কেন তুমি অকারণে রাগ কর্‌চ?

শর্বি।—অকারণে?

মদ।—এ অলঙ্কারগুলি আমাদের ঠাকরুণের।

শর্বি।—তার পর কি করে' অন্য হাতে গেল?

মদ।—তার পর এগুলি চারুদত্তের কাছে গচ্ছিত রাখা হয়।

শর্বি।—কি জন্য?

মদ।—(কানে কানে) এই জন্য।

শর্বি।—(অপ্রতিভ হইয়া) হায় হায়!

গ্রীষ্মতপ্ত হয়ে আমি আশ্রিনু যাহায়
পত্রহীন করিলাম সে তরু-শাখায়!

বস।—কি!—এও যে অনুতাপ কর্‌চে—তবে দেখ্‌চি, না জেনেই এই কাজটা করেচে।

শর্বি।—এখন কি কর্ত্তব্য বল দিকি?

মদ।—এ বিষয়ে তুমিই ভাল বুঝ্‌বে।

শর্বি।—তা কখনই না। দেখ :—

স্ত্রীলোক পণ্ডিত হয় স্বভাবের বলে,
পুরুষ পাণ্ডিত্য লভে শাস্ত্র-শিক্ষা-ফলে।

মদ।—শর্বিলক! যদি আমার কথা শোনো, তা হলে বল্‌চি, এই অলঙ্কারগুলি সেই মহাত্মাকে ফিরিয়ে দেও।

শর্বি।—মদনিকে! ফিরিয়ে দিলে যদি তিনি রাজ-দরবারে আমার নামে আবার নালিশ করেন?

মদ।—আচ্ছা, বল দেখি, চাঁদ থেকে কখন কি তাপ বেরোয়?

বস।—ঠিক বলেছিস মদনিকে, ঠিক বলেছিস।

শর্বি।—মদনিকে!

চুরি করি' খিন্ন কিম্বা ভীত নহি আমি
সে সাধুর গুণ কেন কহিছ গো তুমি?
কাজটা জঘন্য তাই লজ্জা পাই অতি,
আমা হেন শঠের কি করিবে নৃপতি?

দেখ মদনিকে! এ উপায়টা যুক্তিসিদ্ধ নয়—আর কোন উপায় ভেবে দ্যাখো।

মদ।—আর একটা উপায় হচ্চে—

বস।—না জানি আর কি উপায় হতে পারে।

মদ।—চারুদত্তই তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন, এই বোলে তুমি অলঙ্কারগুলি ঠাকরুণকে দাও।

শর্বি।—তাতে কি হবে?

মদ।—তা হলে তুমি আর চোর হবে না—তিনও ঋণমুক্ত হবেন—ঠাকরণও নিজ অলঙ্কারগুলি ফিরে পাবেন।

শর্বি —না না, এও আবার অতি সাহসের কথা।

মদ।—ওগো, আমার কথা শোনো।—ঠাকরণকে অলঙ্কারগুলি দাও—না দিলেই বরং দুঃসাহসের কাজ হবে—শেষে বিপদে পড়বে।

বস।—ঠিক্ বলেচিস মদনিকে, ঠিক বলেচিস—এ দাসীর মত কথা নয়—স্বাধীন ভদ্রলোকের মত কথা।

শর্বি।—তব অনুগত হয়ে

সদ্‌বুদ্ধি লভিনু বিশেষ

চন্দ্রহারা রজনীতে

কে করে গো পথের নির্দ্দেশ ?

মদ।—তুমি তবে এই কামদেবের ঘরে বোসো, আমি ঠাক্‌রণকে তোমার আস্‌বার কথা জানিয়ে আসি।

শর্বি —আচ্ছা, তাই ভাল।

মদ।—(অগ্রসর হইয়া) ঠাকরণ, চারুদত্তের কাছ থেকে সেই ব্রাহ্মণটি এসেছেন।

বস।—ওলো! তাঁর কাছ থেকে এসেছে, তুই কি করে' জান্‌লি ?

মদ।—ঠাকরণ! আমার আপনার লোককে কি আর আমি জানিনে ?

বস।—(শিরশ্চালন পূর্ব্বক হাসিয়া স্বগত) তা বটে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, এইখানে তাকে নিয়ে আয়।

মদ।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ। (নিকটে গিয়া) শর্বিলক! ভিতরে এসো।

শর্বি। (অগ্রসর হইয়া অপ্রতিভভাবে) আপনার কল্যাণ হোক্!

বস।—মহাশয় প্রণাম, বোসতে আজ্ঞে হোক্।

শর্বি।—বণিক চারুদত্ত এই কথা আপনাকে বল্‌তে বলেছেন, তাঁর গৃহ অতি জীর্ণ পুরাতন, সেখানে এই অলঙ্কারগুলি বেশি দিন রাখা যায় না, তাই আপনি এগুলি গ্রহণ করুন।

(মদনিকার হাতে সমর্পণ ক'রয়া প্রস্থানোদ্যত)

বস।—মহাশয়! প্রত্যুত্তরে আমারও কিছু নিবেদন আছে।

শর্বি।—(স্বগত) সেখানে কে যাবে ?—আমি তো না। (প্রকাশ্যে) আপনার কি নিবেদন ?

বস।—আপান মদনিকাকে গ্রহণ করুন।

শর্বি।—দেখুন, আাম এ কথার অর্থ বুঝ্‌তে পারলেম না।

বস।—অর্থ আমি বুঝেচি।

শর্বি।—সে কেমন ?

বস।—চারুদত্ত মহাশয় আমাকে বলে' গেছেন, এই অলঙ্কারগুলি যে দিতে আস্‌বে, তার হস্তে যেন মদনিকাকে সমর্পণ করা হয়। এখন তো অর্থ বুঝলেন ?

শর্বি।—(স্বগত) ওরে! ইনি আমার সমস্তই জান্‌'তে পেরেছেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) সাধু চারুদত্ত মহাশয় সাধু!

গুণের অর্জ্জনে নর হইবেক সদা যত্নবান্‌,
গুণহীন ধনী হতে শ্রেষ্ঠতর নিঃস্ব গুণবান্‌।

অপিচ :—পুরুষ গুণেতে যত্ন করিবে সদাই,
গুণের অপ্রাপ্য বস্তু হেথা কিছু নাই।
গুণের উৎকর্ষ-বলে শশাঙ্ক যেমন
অলঙ্ঘ্য শম্ভুর শির করিলা লঙ্ঘন।

বস।—গাড়ীর বাহক কে আছে ওখানে ?

(গাড়ী লইয়া একজন দাসের প্রবেশ)

দাস।—ঠাকরণ, গাড়ী প্রস্তুত।

বস।—ওলো মদনিকে, আমার প্রতি শুভদৃষ্টি কর্, তোকে সম্প্রদান করেছি, এখন গাড়ীতে ওঠ গিয়ে—আমাকে মনে রাখিস্‌।

শর্বি।—আপনার কল্যাণ হোক্। মদনিকে!

করি শুভ দৃষ্টিপাত
প্রণাম করহ তব ঠাকুরাণী-পদে,
ছিলে বধূ-সাধারণী
—পড়ে অবগুণ্ঠন এবে সে শবদে।

(মদনিকার সহিত গাড়ীতে আরোহণ
করিয়া যাইতে উদ্যত)

নেপথ্যে।—কে আছ তোমরা ? রাষ্ট্রপাল এই আদেশ করেন, "আর্য্যক নামে গোপাল-বালক রাজা হবে"—সিদ্ধপুরুষের এই কথায় বিশ্বাস করে' ও ভীত হয়ে আমাদের রাজা পালক তাকে

ঘোষ-পল্লী থেকে ধরে' এনে ঘোর কারাগারে বদ্ধ করেছেন। অতএব তোমরা স্ব স্ব স্থানে সতর্ক হয়ে থাকো।

শর্বি।—(শুনিয়া) কি?—আমাদের রাজা প্রিয়সুহৃদ আর্য্যককে কারাগারে বদ্ধ করেছেন? কিন্তু হায়! আমি যে এখন কৃতদাস হয়ে পড়েছি। হায় হায়! কি কষ্ট! কিন্তু তাতেই বা কি?

এ লোকে নরের প্রিয়
বনিতা, সুহৃৎ—দুই জন,
শতেক সুন্দরী হতে
এবে এ সুহৃদ্ই প্রিয়তম।

আচ্ছা, আমি তবে গাড়ী থেকে নেমে পড়ি।

(অবতরণ)

মদ।—(সাশ্রুনয়নে অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) না, তা হবে না, আমাকে এখন গুরুজনদের কাছে নিয়ে চল।

শর্বি।—প্রিয়ে! ভাল কথা বলেছ। আমার মনের মতন কথাই বলেছ। (দাসের প্রতি) দেখ বাপু, বণিক রেভিল্লের বাসা কি চেনো?

দাস।—চিনি বৈ কি।

শর্বি।—সেইখানে প্রিয়াকে নিয়ে যাও।

দাস।—যে আজ্ঞে।

মদ।—আচ্ছা, তাই ভাল! কিন্তু দেখো, তুমি খুব সতর্ক হয়ে থেকো।

[প্রস্থান।

শর্বি।—এখন আমি :—

উত্তেজিব জ্ঞাতি সবে,
নগরের যত ধূর্ত্তগণে,
আর যারা হইয়াছে
খ্যাতনামা আপন বিক্রমে,
রাজ-অপমানে রুষ্ট
আছে যত নৃপ ভৃত্যগণ,
সুহৃৎ-মোচন তরে
সবারে করিব উত্তেজন;
—উদয়নে উদ্ধারিল
যথা মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ।

অপিচ :—অসাধু রিপুর দল ভয় পেয়ে মনে
ধরেছে সুহৃদ্বরে অতি অকারণে।
রাহুগ্রস্ত শশি-সম সখারে আমার
এখনি করিব গিয়ে সবলে উদ্ধার॥

[প্রস্থান।

দৃশ্য—বসন্তসেনার গৃহের কক্ষ

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—ঠাকরুণ! আপনার আজ বড় সৌভাগ্য, শেঠ্জি চারুদত্তের ওখান থেকে একজন ব্রাহ্মণ এসেছেন।

বস।—আগ! আজ আমার সৌভাগ্যই বটে! ওলো ছাখ্, খুব আদর-যত্ন করে' বন্ধুলকে সঙ্গে করে' নিয়ে আয়।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকরুণ।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—বসন্তসেনার ভবনের সম্মুখে রাজপথ

(বন্ধুলের সহিত বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—হি! হি! হি! বলি ওগো, যেমন রাক্ষস-রাজ রাবণ কঠোর তপস্যার ক্লেশ ভোগ করে' পুষ্পক-রথে গমন করেছিলেন, শর্ম্মা তেমনি তপশ্চর্য্যার ক্লেশ স্বীকার না করে'ও এই নগর-নারীটির সঙ্গে কেমন আয়েষে চলেছে!

দাসী।—মশায়, দেখুন এই আমাদের বাড়ীর দরজা।

বিদূ।—(অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) বাঃ, কি চমৎকার! ভূমিটি কেমন জল দিয়ে ধোয়া—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মাজা-ঘসা—গোময়-লিপ্ত, আর নানাপ্রকার ফুল দিয়ে সাজানো। হাতীর দাঁতের উন্নত তোরণটি যেন গগনতল দেখবার কৌতূহলে বহু-উর্দ্ধে মাথা তুলে আছে। তা থেকে আবার মল্লিকার মালা সব ঝুলে ঝুলে পড়েছে—দেখে যেন ঐরাবতের শুঁড় বলে' ভ্রম হয়। তোরণের উপর সৌভাগ্য-পতাকা উড়চে;—মনে হয়, বাতাসে দুলতে দুলতে আঙুল নেড়ে যেন আমাদের ডাক্চে। আর, হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থলের মত বজ্র-কঠিন ঘন নিবিষ্ট লৌহ-কীলক-বদ্ধ দুর্ভেদ্য কনক-কপাটেরি বা কি

শোভা!—দেখে দরিদ্রের মনে বৃথা আশার সঞ্চার হয়ে কষ্ট উপস্থিত হয়—আবার যে নিতান্ত উদাসীন, তারও দৃষ্টি যেন সবলে ঐ দিকে আকৃষ্ট হয়।

দাসী।—আসুন মশায়, এই একের মহলে আসুন।

দৃশ্য—বসন্তসেনার ভবন

(প্রথম মহল)

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি! হি! হি! ওগো, এই প্রথম মহলে চাঁদের মত, শাঁখের মত, মৃণালের মত চক্‌চকে, আর চূণকাম-করা ধব্‌ধবে সারি-সারি প্রাসাদ দেখ্‌ছি যে!—আবার, নানা প্রকার রত্নে খচিত সোনার সিঁড়ি; উপরে স্ফটিকের গবাক্ষ—মনে হচ্চে, যেন চাঁদ-মুখ বের করে' সমস্ত উজ্জয়িনী নগরটিকে দেখ্‌চে। আবার শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের মত দিব্যি আরামে বসে' দৌবারিক নিদ্রা যাচ্চে। এই কাক-গুল দেখ্‌চি দই-ভাতের লোভে বলি-দ্রব্য চূণ-ছিটোনো মনে করে' আর খাচ্চে না। তার পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দৃশ্য—দ্বিতীয় মহল

দাসী।—আসুন মশায়, এই দুয়ের মহলে আসুন।

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি, হি,হি, হি!—ওগো, এই দ্বিতীয় মহলে তো দেখ্‌চি—ঘাস-ভুষি খেয়ে সুপুষ্ট শিঙ্গে-তেল-মাখানো গাড়ী টান্‌বার বলদ! আর এই দুইটির মধ্যে একটি মহিষ অপমানিত সৎকুলোৎপন্ন ব্যক্তির মত ফোঁস-ফোঁস করে' দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেল্‌চে। এ দিকে আবার, যুদ্ধ-বিরত মল্লের মত মেষের ঘাড় মোলে দিচ্চে। ওদিকে অশ্বদের কেশ-রচনা হচ্চে। অশ্বশালায় একটা বানর চোরের মত আষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা। এ দিকে আবার মাহুতরা তেলে-মাখা ভাতের পিণ্ডি হাতীকে দিচ্চে। তার পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়—এই তিনের মহলে আসুন।

দৃশ্য—তৃতীয় মহল

বিদূ।—এই তৃতীয় মহলে দেখ্‌চি, ভদ্র-সন্তানদের বস্‌বার জন্য আসনাদি সাজানো রয়েছে। তক্তার উপর অর্দ্ধ-পঠিত পুস্তক ও মণিময় পাশার গুটি সব পড়ে' আছে। এ দিকে আবার কাম-শাস্ত্রে পণ্ডিত বেশ্যা ও বৃদ্ধ রসিকেরা নানা রঙের চিত্র-ফলক হাতে করে' ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চে। তার পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই চারের মহলে আসুন।

দৃশ্য—চতুর্থ মহল

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি হি!—ওগো—এই চতুর্থ মহলে দেখ্‌চি, যুবতীরা মৃদঙ্গ বাজাচ্চে—আহা! মেঘ-গর্জ্জনের মত কি গম্ভীর ধ্বনি! ক্ষীণ-পুণ্য আকাশের তারার মত কর্ত্তালগুলি নেমে এসে কেমন তালে তালে পড়চে।—ভ্রমর-ঝঙ্কারের মত বাঁশীগুলি কি মধুরই বাজ্‌চে! এরা আবার ঈর্ষ্যা-প্রণয়-কুপিতা কামিনীর মত বীণাটিকে কোলে নিয়ে হাতের নখ দিয়ে বাজাচ্চে। আবার ও দিকে পুষ্পমধু-মত্ত মধুকরের মত গীত-নিপুণা আদি-রস-রসিকা বেশ্যা-কুমারীরা অসঙ্কোচে নৃত্য করচে। বাতাস ধর্‌বার জন্য জলপূর্ণ কলসগুলি গবাক্ষে রয়েছে। তার পর, কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়—এই পাঁচের মহলে আসুন।

দৃশ্য—পঞ্চম মহল

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি হি!—ওগো—এই পঞ্চম মহলটা দেখ্‌চি, হিং-তেলের গন্ধে ভরপুর—এই গন্ধে দরিদ্র লোকের বড় লোভ হয়; চুলো হতে নানা প্রকার সুগন্ধ ধোঁয়া বেরুচ্চে—শোকার্ত্ত লোকের মত যেন ক্রমাগত মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেল্‌চে। আর, নানা প্রকার খাবার জিনিস তৈরি হচ্চে, তাতে আমার লোভটা যেন

আরও বাড়িয়ে তুল্‌চে। ওদিকে আবার কশাই-বালক কাটা-পশুর উদরের মাংস ছেঁড়া-কাপড়ের মত কচ্‌লে ধুচ্চে। পাচক নানা প্রকারের খাদ্য-সামগ্রী রাঁধচে—মোয়া তৈরি করচে—পিঠে ভাজ্‌চে। এখন যদি কেউ একবারটি আমাকে বলে, "আহার করুন, পা ধোবার জল দিচ্ছি"—তা হলে বড় মজাই হয়। সুরগন্ধর্ব্বগণের মত নানা প্রকার অলঙ্কার-ভূষিতা বেশ্যা ও বন্ধুলেতে এ গৃহটিকে যেন একেবারে স্বর্গ করে' তুলেছে। ওগো, তোমরা কি তুজন "বন্ধুল? আচ্ছা—তোমরা কে বল দিকি?

বন্ধুল।—

লালিত পরের গৃহে
পরিপুষ্ট পর-অন্ন-রসে,
জনমেছি মোরা সবে
পর-গর্ভে পরের ঔরসে।
পর-ধনে রত মোরা
আমাদের কোনো গুণ নাই,
করি-শিশু সম মোরা
হেথা-হোথা চরিয়া বেড়াই।

বিদূ।—ওগো, এর পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী। আসুন মশায়, এই ছয়ের মহলে আসুন।

—

দৃশ্য—ষষ্ঠ মহল

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি! ওগো!—এই ষষ্ঠ মহলে এই সকল শিল্প-কার্য্যের তোরণগুলি নীল-রত্নে খচিত হয়ে ইন্দ্রধনুর মত দেখাচ্ছে। শিল্পীরা প্রবাল, পুষ্পরাগ, ইন্দ্র-নীল, কর্কেতরক, পদ্মরাগ, মরকত প্রভৃতি রত্ন বাছাই করচে, সোনা দিয়ে মাণিক বাঁধ্‌চে, লাল সুতো দিয়ে সোনার অলঙ্কার গড়চে—মুক্তা গেঁথে আভরণ তৈরি করুচে—বৈদূর্য্যমণি ধীরে-ধীরে গুঁড়ো করুচে, শাঁখ কাটচে, প্রবাল শাণে ঘষ্‌চে, ভিজে কুঙ্কুম শুকোতে দিয়েছে, কস্তূরী পরিষ্কার করুচে—চন্দন ঘষ্‌চে—গন্ধ-দ্রব্যগুলি একত্র মেশাচ্চে, বেশ্যারা লম্পট পুরুষদের কর্পূর-মেশানো পান দিচ্চে, সকটাক্ষে চেয়ে দেখ্‌চে, হাস্‌চে, সীৎকার শব্দ করে' অনবরত মদ্যপান করুচে।—এই সকল দাস-দাসীরা আর এই সকল লক্ষ্মী-ছাড়া পুরুষেরা ধন-দারা-পুত্রের মায়া ছেড়ে এখানে এসে বেশ্যাদের পান করা বরফ-দেওয়া মদের উচ্ছিষ্ট পান করুচে। ওগো! তার পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই সাতের মহলে আসুন।

—

দৃশ্য—সপ্তম মহল

বিদূ।—(প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) হি হি হি! ওগো, সপ্তম মহলে তো দেখ্‌চি পক্ষি-শালা। পায়রার যোড়ারা পরস্পরকে চুম্বন করে' কেমন সুখানুভব করচে, খাঁচার মধ্যে শুকপাখী দই-ভাতে উদর-পোরা ব্রাহ্মণের মত যেন বেদমন্ত্র পাঠ করচে। এদিকে আবার কতকগুলি ময়না-শালিক প্রভুর আদুরে দাসীর মত ক্রমাগত কি বিড়্‌বিড়্‌ করে' বক্‌চে। কোকিলেরা বিবিধ ফলের আস্বাদে কণ্ঠকে শাণিয়ে কুট্টিনীর মত গলা ছেড়ে ডাক্‌চে। লাওয়া পাখীরা লড়াই কচ্চে—খাঁচার তিত্তির পাখীরা কত কি আলাপ করচে। বিবিধ মণি-মাণিক্যে যেন চিত্রিত-করা গৃহ-ময়ূরটি সহর্ষে নাচ্‌তে নাচ্‌তে প্যাখোম ধরে' রৌদ্র-তপ্ত প্রাসাদ-টিকে যেন চামর দিয়ে বাতাস করচে—পিণ্ডি-পাকানো জ্যোছনার মত রাজহংসেরা পদ্দ-গতি শেখবার জন্যই যেন কামিনীদের পিছনে পিছনে ভ্রমণ করচে। এদিকে গৃহ-সারসেরা অতি-বৃদ্ধের মত আস্তে আস্তে পা ফেলে চলে' বেড়াচ্ছে। ওগো! কি আশ্চর্য্য! এই বেশ্যা-রমণী নানা প্রকারের পাখী সংগ্রহ করেছে দেখ্‌চি। এই বেশ্যা-লয় বাস্তবিকই নন্দনবনের শোভা ধারণ করেছে। এর পর কোথায় যেতে হবে বল।

দাসী।—আসুন মশায়, এই আটের মহলে আসুন।

—

দৃশ্য—অষ্টম মহল

বিদূ। (প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া) ওগো! ও লোকটি কে?—রেশ্‌মি চাদর গায়ে, অতি অদ্ভুত

রকমের রাশি রাশি অলঙ্কার পরে' স্খলিত-গতিতে ইতস্তত বেড়িয়ে বেড়াচ্চে ?

দাসী। মশায়! উনি হচ্চেন ঠাকরণের ভাই।

বিদূ। কতকটা তপস্যা না করলে আর বসন্ত-সেনার ভাই হওয়া যায় না। কিন্তু না, যে চাঁপার গাছ শ্মশানে জন্মায়, উজ্জ্বল স্নিগ্ধ সুগন্ধ হলেও তার কাছে যায় কে? ওগো! উনি আবার কে?—গুল্-বাহার চাদর গায়ে, তেলে-চোবানো চুক্‌চুকে জুতো-পায়ে উচ্চাসনে বোসে আছেন ?

দসী।—উনি হচ্চেন আমাদের ঠাকরণের মা।

বিদূ।—এই অপবিত্র ডাকিনীর কি বিপুল উদর! এই মহাদেবমূর্ত্তিটকে কি দ্বারের শোভার জন্য এই গৃহে রাখা হয়েছে ?

দাসী।—কর কি গো!—আমাদের মাকে ও রকম করে' ঠাট্টা করো না—উনি "চাতুর্থিক" পালাজ্বরে ভুগ্‌চেন।

বিদূ।—(পরিহাস-সহকারে) হে ভগবান্ চাতুর্থিক! যদি চাতুর্থিকে এইরূপ দেহ-পুষ্টি হয়, তা হলে এই কৃশ ব্রাহ্মণের প্রতি একটু কৃপা-দৃষ্টি কোরো।

দাসী।—ওগো! তা হলে যে মরবে।

বিদূ।—(পরিহাসের সহিত) আরে বেটি! এইরূপ স্থূলোদর লোকের মরণই ভাল।

মাতার অবস্থা এই
পান করি' সীধু-সুরাসব।
যদি মরে মাতা তব
শৃগালের হবে মহোৎসব॥

ওগো! তোমাদের এত ধন ঐশ্বর্য্য—বাণিজ্যের জাহাজাদি চলে না কি ?

দাসী।—ওগো—না গো, না।

বিদূ।—হায় হায়! এও আবার আমি জিজ্ঞাসা করচি!—নির্ম্মল প্রেমের জলে মদন-সমুদ্রে তোমাদের স্তন-নিতম্ব-জঘনাদিই তো মনোহর জাহাজ। যা হোক, এই বসন্তসেনার অট্টালিকাবহুল বাড়ীর বৃত্তান্ত পূর্ব্বে অনেক শুনেছিলেম, কিন্তু এখন স্বচক্ষে দেখে বাস্তবিকই মনে হয়, ত্রিলোকের সমস্ত ঐশ্বর্য্য যেন এক স্থানে জড় হয়েছে। এর প্রশংসা করি, এমন বাক্য-বিভব আমার নেই।—এ বেশ্যালয়, না কুবের-ভবন? ভাল, তোমাদের ঠাকরণটি কোথায়?

দাসী।—মহাশয়! তিনি এই বাগানে আছেন—আসুন।

দৃশ্য—উদ্যান

বিদূ।—(প্রবেশ ও দৃষ্টি করিয়া) হি হি হি! ওগো! কি সুন্দর বাগানটি! কত রকমের গাছ; আর কি চমৎকার সব ফুল ফুটে আছে। মধ্যে মধ্যে গাছের তলায় যুবতীদের জঘনের মাপে রেশমি দোলা সব ঝুলচে—স্বর্ণযূথি, শিঁউলি, মালতী, মল্লিকা, নবমল্লিকা, কুরুবক, মাধবীলতা হতে অজস্র ফুল আপনা আপনি ঝরে পড়চে—এর কাছে নন্দনবনের শোভাই বা কোথা লাগে? এদিকে আবার নবভানুর মত সমুজ্জ্বল কমল-রক্তোৎপলে দীঘিটি আচ্ছন্ন।

অপিচ :—অশোক-তরুতে কিবা
কুসুম-পল্লব নব হয়েছে বাহির,
সংগ্রামের মাঝে যেন
রক্তপঙ্কে সুশোভিত মল্লের শরীর।

কৈ গো, তোমাদের ঠাকরণটি কোথায়?

দাসী।—মহাশয়! চোখ নামান্—ঠাকরণকে দেখুন।

বিদূ।—(দেখিয়া নিকটে অগ্রসর হইয়া) কল্যাণ হোক!

বস।—একি! মৈত্রেয় মশায় যে! (উঠিয়া) আস্‌তে আজ্ঞা হোক্। এই আসন—এইখানে বসুন।

বিদূ।—ওগো! তুমি বোসো। (উভয়ে উপবেশন)

বস।—বণিকপুত্রের কুশল তো?

বিদূ।—হাঁ, সমস্ত কুশল।

বস।—মৈত্রেয় মশায়! এখন কি—

গুণ যার কিশলয়, বিনয় প্রশাখাচয়,
সুযশ কুসুম, আর মূলটি বিশ্বাস,
নিজগুণ ফল ধরে, এ হেন বৃক্ষের পরে
সুহৃদ-বিহঙ্গ সবে সুখে করে বাস?

বিদূ।—(স্বগত) দুষ্ট বেশ্যা ঠিকই বুঝেছে। (প্রকাশ্যে) হাঁ, করে বৈ কি।

বস।—এখন কি জন্য আসা হয়েছে?

বিদূ।—তবে শোনো বলি। চারুদত্ত-মহাশয় কৃতাঞ্জলি হয়ে এই কথা নিবেদন করচেন :—

বস।—(কৃতাঞ্জলি হইয়া) কি আজ্ঞা করচেন?

বিদূ।—তিনি বল্‌চেন,—"আমি সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি নিজের ভেবে দ্যূত-ক্রীড়ায় হারিয়েছি; সেই আড্ডাধারীও রাজার কাজে কোথায় যে চলে' গেল—আমি তাকে আর খুঁজে পেলেম না"।

দাসী।—ঠাকরুণ, আপনার বড় সৌভাগ্য, দত্ত-মহাশয় জুয়ারী হয়েছেন।

বস।—(স্বগত) কি! চোরে চুরি করে' নিয়ে গেছে, তবু নিজ মহত্ত্ব-গুণে বল্‌চেন কি না "আমি দ্যূতক্রীড়ায় হারিয়েছি"। তাই তো আমি তাঁকে ভালবাসি।

বিদূ।—এই রত্নমালাটি গ্রহণ করুন।

বস।—(স্বগত) সেই অলঙ্কারগুলি দেখাব কি?—না, কাজ নেই।

বিদূ।—আপনি কি তবে এই রত্নমালা গ্রহণ করবেন না?

বস।—(হাসিয়া সখার মুখের পানে চাহিয়া) এই রত্নমালাটি নেব না কেন? সহকার-বৃক্ষ পুষ্প-হীন হলেও তা হতে মধু-বিন্দু ঝরে। মহাশয়! আমার নাম করে' জুয়ারী চারুদত্ত-মশায়কে বলবেন, আমিও আজ সন্ধ্যার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাব।

বিদূ।—(স্বগত) সেখানে গিয়ে না জানি আবার কি আদায় করবে। (প্রকাশ্যে) দেখুন, তাঁকে গিয়ে বল্‌চি (স্বগত) আমি বলব—"সখা এই বেশ্যার সঙ্গ ছাড়ো"।

[প্রস্থান।

বস।—ওলো! এই অলঙ্কারগুলি সঙ্গে নে—দত্ত-মশায়ের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

দাসী।—ঠাকরুণ! দেখুন, দেখুন, অকালে মেঘ উঠেছে।

বস।—

উদয় হউক মেঘ, আসুক রজনী,
অবিরত হউক বর্ষণ;
প্রিয়জন অভিমুখে হৃদয়ের গতি,
—এ সকল না করি গণন।

ওলো! হারটা নিয়ে শীঘ্র আয়।

[সকলের প্রস্থান।

মদনিকা-শর্বিলক-নামক চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য—চারুদত্তের উদ্যান

(উৎকণ্ঠ-চিত্ত চারুদত্ত আসীন)

চারু।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এ কি! অকালে দুর্দিন?

অকাল-জলদ নভে গৃহ-শিখী দেখে সবে
মহাসুখে প্যাখোম ধরিয়া;
সমুৎসুক হংসকুল মানস-গমন-কামী,
বিয়াকুল বাধাত দেখিয়া।
সহসা উঠিয়া মেঘ, অন্তর ও অন্তরীক্ষ
উভয়েরে ফেলিল ছাইয়া॥

অপিচ :—

জলার্দ্র জলদরাজি নীলকান্তি ভৃঙ্গসম,
কিম্বা যেন মহিষ উদর,
ক্ষণ-প্রভা বিরচিত পীতাম্বর কেশবের
উত্তরীয় সুপীত অম্বর।
সংলগ্ন বলাকাবলী—বিষ্ণু যেন শঙ্খরূপে
করতলে করেন ধারণ।
আক্রমিতে সমুন্নত মেঘদল আকাশেরে
ঠিক যেন দ্বিতীয় বামন॥

অপিচ :—

শ্যাম মেঘ শ্যাম-সম,
বক্রগতি বলাকার শঙ্খ বিরচিত,
বিদ্যুৎ-কৌষেয়-বাস,
চক্রধর সম মেঘ গগনে উদিত।
রজতের দ্রব যেন হইয়া ক্ষরিত, জলদ-উদর হতে
বেগে ধারা হয় বরিষণ।
তড়িৎ-প্রভায় দৃষ্টি ক্ষণেক ধাঁধিয়া,
নভো-বাসাঞ্চল যেন
ছিন্ন হয়ে হয় গো পতন।

পবন-চালিত হয়ে
কতই অসংখ্য রূপ ধরে মেঘ-দল,
কভু বা উড়ন্ত হাঁস,
কখন মিলিত চক্রবাকের যুগল,
উন্নত প্রাসাদ কভু,
সাগর-মন্থন-জাত মৎস্য ও মকর ;
—চিত্র-পদ্ম সম নভ
কিবা শোভা ধরে আহা বড়ই সুন্দর।

ধৃতরাষ্ট্র-চক্র-সম নভস্তলে ঘোর তম,
অতি দর্পে গরজিছে, যেন শিখী দুর্য্যোধন।
অক্ষদ্যূতে পরাজিত মৌন পিক ধর্ম্মরাজ,
পাণ্ডব এ হংস-কুল অজ্ঞাত-নিবাসে আজ।

(চিন্তা করিয়া) অনেকক্ষণ হ'ল মৈত্রেয় বসন্ত-সেনার ওখানে গেছে—এখনও তো এল না।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—ওঃ! বেশ্যা-বেটির কি লোভ! কি অভদ্রতা! একটা কথাও বল্লে না,—কিছু না বলে', কোন আদর-যত্ন না দেখিয়ে, অনায়াসে রত্নমালাটি হাত পেতে নিলে গো! এত ঐশ্বর্য্য, তবু একবার বল্লে না, "মৈত্রেয় মশায়! একটু বিশ্রাম করুন, একটু জলযোগ করে' যান"—বেশ্যা-বেটির আর মুখদর্শন করব না। এ কথাটা খুব ঠিক্ যে—"অমূল-সমুত্থিতা পদ্মিনী, অরক্ষক বণিক, অচোর স্বর্ণকার, অকলহ গ্রাম-সমাগম, আর অলুব্ধা বেশ্যা—এ কখন মনে কল্পনাও করা যায় না।" এখন তবে প্রিয়সখার কাছে গিয়ে যাতে তিনি এই বেশ্যার সঙ্গ ত্যাগ করেন, তাই করি গে। (পরিক্রমণ ও দৃষ্টি করিয়া) এই যে, সখা বাগানে বসে' আছেন। এইবার তবে নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক!—শ্রীবৃদ্ধি হোক!

চারু।—(দেখিয়া) এই যে সখা এসেছ যে। এস সখা এস, বোসো।

বিদূ।—এই বস্‌চি।

চারু।—সখা—সে কার্য্যটার কি হল, বল দিকি।

বিদূ।—কার্য্যটা সমস্তই নষ্ট হয়ে গেল।

চারু।—তবে কি তিনি রত্নমালাটি নিলেন না?

বিদূ।—আমাদের এমন কি সৌভাগ্য যে, নেবেন না, দেখবামাত্রই তাঁর নব-কমল-কোমল অঞ্জলি মাথায় তুলে' স্বচ্ছন্দে নিলেন।

চারু।—তবে যে বল্লে, সমস্ত কার্য্য নষ্ট হল?

বিদূ।—ওহে, নষ্ট হল না তো কি? যা কখন ব্যবহারে আসেনি, চোরে যা চুরি করে' নিয়ে যায়—সেই অল্প-মূল্যের স্বর্ণ-অলঙ্কারের নিমিত্ত, চতুঃসাগরের সার-বস্তু সেই রত্নমালাটি হারান গেল?

চারু।—সখা, তা কখনই নয়।

যে বিশ্বাস-ভরে তিনি
রাখিলা গো মোর কাছে স্বর্ণ-অলঙ্কার
এই মহামূল্য দিয়া
শুধিলাম আমি সেই বিশ্বাসের ধার।

বিদূ।—আমার আর একটি কষ্টের কারণ আছে;—সেই বেশ্যা বেটি সখীদের ইসারা করে' অঞ্চল দিয়ে মুখ ঢেকে, আমাকে উপহাস করেছিল। আমি ব্রাহ্মণ, তোমার পায়ে মাথা রেখে এই অনুনয় করচি, এই বেশ্যার সঙ্গ তুমি ছাড়ো—বেশ্যার সংসর্গ বহু অনিষ্টের কারণ। বেশ্যা জুতোয়-ঢোকা কাঁকরের মত, বের করা বড় কষ্টকর। তা ছাড়া দেখ সখা,—গণিকা, হস্তী, কায়স্থ, ভিক্ষু, ধূর্ত্ত, এরা যেখানে বাস করে, দুষ্ট লোকেরাও সেখানে থাকে না।

চারু।—সখা, এ সমস্ত নিন্দাবাদে আর কোন প্রয়োজন নাই—দুরবস্থাপন্ন লোককে বেশ্যা কখন আশ্রয় করে না। দেখ:—

ত্বরিত-গমনে অশ্ব করয়ে যতন,
শ্বাস-ক্ষয়-হেতু তার না সরে চরণ।
পুরুষ চপল-মতি যায় সর্ব্বদেশ,
খিন্ন হয়ে পুনঃ করে হৃদয়ে প্রবেশ।

তা ছাড়া:—

যাহার আছে গো অর্থ, কান্তা সে তাহার
ধনে বশীভূত (স্বগত) না না—গুণে বশীভূত।
(প্রকাশ্যে) ধনৈশ্বর্য্য করিয়াছে মোরে পরিহার,
সেই সঙ্গে তাহা হতে আমিও বিচ্যুত।

বিদূ।—(অধোদিকে অবলোকন করিয়া স্বগত) সখা, যখন উপর দিকে চেয়ে নিঃশ্বাস ফেলচেন, তাতেই মনে হচ্চে, আমি নিবারণ করায় ওঁর উৎকণ্ঠা আরও বৃদ্ধি হয়েছে। কথায় যে বলে, "কাম বড় বাম" এ কথা খুবই ঠিক। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা, তোমাকে সে এই কথা বল্‌তে বলেছে, আজ সন্ধ্যার

সময় সে এখানে আস্‌চে। আমার মনে হয়, রত্ন-মালায় সন্তুষ্ট হয়নি—আরও কিছু চায়।

চারু।—সখা, আসুক—এবার পরিতুষ্ট হয়ে যাবে।

দৃশ্য—উদ্যানের বাহিরে

(দাসের প্রবেশ)

দাস।—সরে যাও—সরে যাও সব লোকজন।
যেথায় যেথায় মেঘের ধারা।
পিঠের চামড়া ভিজিয়া সারা।
যেথায় যেথায় শীতের বায়
বুক্‌টা ওঠে গো কাঁপিয়া তায়।

(হাসিয়া)

বাজাব বাঁশী সপ্তচ্ছিদ্র মধুর-স্বর,
বাজাব বীণা সপ্ততন্ত্রী তাহার পর,
গাহিব গান গাধার রাগে
নারদ তম্বু কোথায় লাগে?

ঠাকরণ বসন্তসেনা আমাকে বল্লেন, "দেখ কুম্ভীলক, তুমি গিয়ে চারুদত্ত-মহাশয়কে বল, আমি এখনি তাঁর বাড়ীতে যাচ্চি।" ঐ যে, দত্ত মহাশয় বাগানে বসে' আছেন, সেই বিট্‌লে বাওনটাও সঙ্গে আছে দেখ্‌চি—এখন তবে ঐখানে যাই। এ কি! বাগানের যে দরজা বন্ধ। আচ্ছা তা' হ'ক, আমি বিটলে বাওনটাকে সঙ্কেত করে' জানিয়ে দি।

(ঢিল নিক্ষেপ)

বিদূ।—প্রাচীরে-ঘেরা কদ্‌বেল মনে করে' কে রে আমাকে ঢিল ছুড়ে মারুচে? আরাম-প্রাসাদের বেদিকার উপর বসে' পায়রারা খেলা করচে, ওরাই বোধ হয় ফেলে থাক্‌বে।

দাস।—পায়রা ব্যাটা বুঝি? রোস্‌—রোস্‌—এই লাঠি দিয়ে পাকা আমটির মত ঐ প্রাসাদ থেকে ভূঁয়ে পেড়ে ফেল্‌চি। (লাঠি উঠাইয়া ধাবমান)

চারু।—(পৈতা ধরিয়া টানিয়া) সখা! বোসো, ও কি কর—বেচারা পায়রা দুটি বেশ সুখে আছে—কেন ওদের মারো।

দাস।—আমাকে এখনও দেখতে পায়নি—মনে করচে, পায়রা। তবে আর একটা ঢিল ছুড়ে মারি। (তথাকরণ)

বিদূ।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) কি?—কুম্ভীলক? তবে ওর কাছে এগিয়ে যাই—ওরে কুম্ভীলক—আয় আয়, ভিতরে আয়।

দৃশ্য—উদ্যানের অভ্যন্তর

দাস।—(প্রবেশ করিয়া) ঠাকুর, প্রণাম।

বিদূ।—ওরে! এই অন্ধকার দুর্দ্দিনে তুই কোথ থেকে আস্‌চিস্‌?

দাস।—ঠাকুর! এই সেই—

বিদূ।—আরে, কে সে? কাকে মনে করে' বল্‌চিস্‌?

দাস।—সেই গো সেই।

বিদূ।—আরে ব্যাটা, তোর হয়েছে কি? দুর্ভিক্ষ-সময়ের অতিবৃদ্ধের উর্দ্ধশ্বাসের মত "এই সেই এই সেই" করচিস কেন? কাকে মনে করে' বল্‌চিস?

দাস।—আপনিও তো ঠাকুর, মদন-দেবের পূজার সময়কার মত "কাকে কাকে" করুচেন।

বিদূ।—এখন তবে আসল কথাটা বল্‌।

দাস।—(স্বগত) আচ্ছা, তবে এই রকম বলি, (প্রকাশ্যে) আপনাকে একটা প্রশ্ন দিচ্চি।

বিদূ।—আমি তোর মাথায় পা দিচ্চি।

দাস।—আপনি তো জানেনই, তবু বলুন দেখি, কোন্‌ সময়ে আমগাছে বোল্‌ ধরে?

বিদূ।—আরে ব্যাটা, সে তো গ্রীষ্মকালে।

দাস।—(হাসিয়া) ওগো, না গো না।

বিদূ।—(স্বগত) ওকে এখন কি উত্তর দি? আচ্ছা, চারুদত্তকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি। (চারুদত্তের নিকটে গিয়া) দেখ সখা, বল দিকি, কোন্‌ সময়ে আমের গাছে বোল্‌ ধরে?

চারু।—আরে মূর্খ—বসন্তে।

বিদূ।—(দাসের নিকটে গিয়া) আরে মূর্খ! বসন্তে।

দাস।—আপনাকে আর একটা প্রশ্ন দি। বড় গ্রামগুলি কে রক্ষা করে বলুন দিকি?

বিদূ।—আরে—রাস্তা।

দাস।—(হাসিয়া) ওগো, না গো না।

বিদূ।—আবার যে বিষম সংশয় উপস্থিত।

আচ্ছা ভাল—আবার চারুদত্তকে জিজ্ঞাসা করে আসি। (ফিরিয়া গিয়া চারুদত্তকে পুনঃ জিজ্ঞাসা)

চারু।—সখা, তাও জান না?—গ্রাম রক্ষা করে সেনা।

বিদূ।—(দাসের নিকটে গিয়া) ওরে!—সেনা।

দাস।—আচ্ছা, ঐ দুটো কথা একত্র করে' শীঘ্‌গীর বলুন দিকি।

বিদূ।—সেনাবসন্তে।

দাস।—একটু ঘুরিয়ে বলুন দিকি।

বিদূ।—(নিজ দেহকে ঘুরাইয়া) সেনাবসন্ত।

দাস।—পদটা উল্‌টিয়ে বলুন।

বিদূ।—(নিজের পা উল্টাইয়া)—সেনাবসন্ত।

দাস।—আরে মূর্খ বটু, অক্ষরের পদটা উল্টিয়ে বল।

বিদূ।—বসন্তসেনা।

দাস।—সেই তিনিই এসেছেন।

বিদূ।—আচ্ছা, তবে চারুদত্তকে জানিয়ে আসি। (নিকটে আসিয়া) দেখ চারুদত্ত! তোমার পাওনাদার এসেছে।

চারু।—আমার গৃহে পাওনাদার কোথ্‌ থেকে এলো?

বিদূ।—গৃহে যদিও না এসে থাকে, দ্বারে এসেছে।—বসন্তসেনা এসেছে।

চারু।—সখা! আমাকে কি প্রতারণা করচ?

বিদূ।—যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয় তো এই কুম্ভীলককে জিজ্ঞাসা কর। ওরে ব্যাটা কুম্ভীলক, এগিয়ে আয়।

দাস।—(নিকটে আসিয়া) প্রণাম মশায়!

চারু।—এস বাপু! সত্যি কি বসন্তসেনা এসেছেন?

দাস।—হাঁ, এই যে তিনি এসেছেন।

চারু।—(সহর্ষে) বাপু! আমার কাছে সুসংবাদ দিয়ে কেউ কখন নিষ্ফল হয় না।—এই পারিতোষিক দিলেম। (চাদর দান)

দাস।—(লইয়া প্রণাম করিয়া সপরিতোষে) আমি তবে ঠাকরুণকে জানিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

বিদূ।—ওহে! তুমি কি জানো, এই দুর্দিনে কনে সে এসেছে?

চারু।—সখা, আমি ঠিক জানিনে।

বিদূ।—আমি জানি। রত্নমালাটা অল্প-মূল্যের, স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি বহুমূল্যের—তাই সন্তুষ্ট হয়নি, আরও কিছু চাইতে এসেছে।

চারু।—(স্বগত) এইবার পরিতুষ্ট হয়ে যাবেন।

—

দৃশ্য—উদ্যানের বাহিরে

(ছত্রধারিণী ও বিট-সমভিব্যাহারে উজ্জ্বল অভিসারিকা-বেশে সোৎকণ্ঠা বসন্তসেনার প্রবেশ)

বিট।—(বসন্তসেনার উদ্দেশে)

পদ্মহীন লক্ষ্মী ইনি
ললিতাস্ত্র অনঙ্গ দেবের,
কুলস্ত্রীর শোক-স্থান
পুষ্পরক্ত মদন-বৃক্ষের।
লয়ে প্রিয় সঙ্গী সাথে
রতি-কালোচিত লাজে অতি লজ্জাবতী,
বিলাস-বিভ্রম-ভরে
রতি-রঙ্গ-ক্ষেত্র-মাঝে চলেন যুবতী।
দেখ দেখ বসন্তসেনা!
বিরহিণী-হৃদি সম ম্লান মেঘ গরজিছে
লম্বমান শৈল-শিরপরে।
সে রব শুনিয়া দেখ সহসা ময়ূরগণ
উড়ি' উড়ি' উল্লাসের ভরে
মণিময় পুচ্ছ দিয়া তালবৃন্ত সম কিবা
করিতেছে বীজন নভরে।
অপিচ:—ধারাহত ভেকগণ
করিছে সলিল পান সুপঙ্কিল মুখে,
আনন্দে ডাকিছে শিখী,
কদম্ব-কুসুম যত প্রস্ফুটিত সুখে।
সন্ন্যাস লয় গো যথা যেই জন কুল-কলঙ্কিত,
চন্দ্রমা তেমতি এবে অতি ঘোর জলদে আবৃত।
নীচকুলোদ্ভবা কোন যুবতী যেমতি
এক স্থানে নহে স্থির বিদ্যুৎ তেমতি।

বস।—পণ্ডিত, তুমি ঠিক বলেছ:—

সুনিবিড় পয়োধরে আচ্ছন্ন করিয়া দিশি
কুপিতা সপত্নী-সম পথ মোর রোধে নিশি।
গরজিয়া ঘন ঘন করে মোরে নিবারণ,
ওরে মূঢ় নিশি! তোর কেন হেন আচরণ?

এ নিবিড় পয়োধরে লগ্ন হয়ে অবিরল
রমে যদি কান্ত মোর তোর কি তাহাতে বল্‌?

বিট।—আচ্ছা, ওকে খুব তিরস্কার কর দিকি।

বস।—দেখ পণ্ডিত! স্ত্রী-স্বভাব ঈর্ষ্যা করা, তা ওকে তিরস্কার করে’ কি ফল? দেখ পণ্ডিত:—

করুক বর্ষণ মেঘ করুক গর্জ্জন,
ভীষণ অশনি-পাত হোক্ অনুক্ষণ,
যে রমণী যাত্রা করে কান্ত-সন্নিধানে
শীত-উষ্ণ বাধা সে গো কিছু নাহি মানে।

বিট।—আবার দেখ বসন্তসেনা!

পবন-সমান-বেগ ধারা-শর হানে মেঘ,
বিজুলী পতাকা-প্রায়, ভেরী-গরজন।
নৃপ যথা মহাবলী পশে পুরী শত্রু দলি’
সেইরূপ মেঘ আজি ছাইয়া গগন
শশাঙ্ক হইতে কর করিছে হরণ।

তুমি যা বল্লে, তা ঠিক—কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয়?

তড়িৎ-বলাকা-শোভী
লম্বোদর গজরূপী মেঘদল করে গরজন,
শেল-সম তাহে দেখ বিদ্ধ হয় বিরহীর মন।
হতাশ বকের দল
অতি-জল-বৃদ্ধি-হেতু হাহা করে আকুল পরাণে,
বধ্য-ভেরী-নাদ-সম পশে তাহা বিরহিণী-কানে।
"প্রাবৃট্‌ প্রাবৃট্‌" বলি’
যখন তাহারা সবে করে হাহাকার
ক্ষত-স্থানে সে সময়ে পড়ে যেন ক্ষার।

বিট।—তা বটে বসন্তসেনা।—কিন্তু আবার দেখ:—

বলাকা—নভের শ্বেত উষ্ণীষের মত,
বিদ্যুৎ-চামর শিরে রয়েছে উত্থত,
জলদে করিতে গজ ইচ্ছা মনোগত।

বস।—পণ্ডিত! দেখ দেখ!

তমালের আর্দ্র পত্র-সম
কালো মেঘ সূর্য্য ঢাকি ছাইল গগন।
শরাহত গজবৃন্দ যেন
—অবসন্ন ধারাহত বল্মীকগণ।
সৌদামিনী কাঞ্চন-দীপিকা
প্রাসাদ-উপরে যেন করে সঞ্চরণ।
হীন-বল পতি যার
সে নারীর যেই দশা হ’লে বহির্গত,
তেমতি বাহির হয়ে
জোছনারো সেই দশা—মেঘে হয় হত।

বিট।—বসন্তসেনা! দেখ দেখ:—

তড়িদ্‌গুণে বদ্ধ-বপু গজ-সম মেঘদল
পরস্পরে যেন গো আক্রমে,
ইন্দ্রাদেশে কিম্বা মেঘ রৌপ্য-গুণে টানে ঊর্দ্ধে
ধরণীরে ধারা-বরিষণে।

আরো দেখ:—

মহাবায়ু-পূর্ণোদর
মহিষের সম নীল যত জলধর
বিদ্যুতের পাখা ধরি’
চলে যেন জলধির শেষ সীমান্তর।
কিম্বা যেন ধারা-রূপ মণিময় শরাঘাতে
তীব্ররূপে ধরা করে ভেদ,
নববারি-ধারা-পাতে তীব্রগন্ধী ধরা হতে
তৃণাঙ্কুর হয় গো উদ্ভেদ।

বস।—পণ্ডিত! আবার দেখ:—

ময়ূরেরা ডাকে যারে
উচ্চৈঃস্বরে অতি সকাতরে,
বলাকা উড়িয়া বেগে
আলিঙ্গয়ে যারে স্নেহ-ভরে,
পদ্ম ত্যজি’ হংসগণ
যারে দ্যাখে হয়ে উৎকণ্ঠিত,
—কজ্জলে কালিয়া দিক্
সেই মেঘ দেখ সমুত্থিত।

বিট।—তাই বটে।

দিন-রাতি এই দুটি জগতের পঙ্কজ-নয়ন—
ক্ষণ-প্রভা-প্রভাবলে দৃষ্টিহীন—নাহিক স্পন্দন।
জগতের আশা-মুখ দশ-দিশি আচ্ছাদন করি’
মেঘ-রাশি সুবিশাল নভোমাঝে আছে ছত্র ধরি’
—জগৎ ঘুমায় সুখে মেঘ-গৃহে মেঘেতে আবরি’।

বস।—সে কথা সত্য—কিন্তু আবার দেখ:—

বিলুপ্ত তারকাগণ
—অসাধু জনের প্রতি যথা উপকার,
কান্ত-হারা নারী সম
হারায়েছে দিক্-বধূ সব শোভা তার।

বাসবের বজ্রানলে
অতিমাত্র হইয়া তাপিত
গগন গলিয়া যেন
জলরূপে হতেছে পতিত।

আরো দেখ :—

প্রথম-সম্পদ-লব্ধ পুরুষের মত
জলধর কত রূপ ধরে শত শত।
কভু বা উপরে ওঠে, কভু নীচে যায়,
গরজে, বরষে, কভু অন্ধকারে ছায়।

বিট।—সে কথা ঠিক্।

বিদ্যুৎ-অনলে জলে, হাসে বলাকার ছলে
মাহেন্দ্র ধনুকে যেন যোঝে ছাড়ি' শর-ধারা।
বজ্রনাদে হাঁকে ডাকে, মাথা ঘোরে বায়ু-পাকে,
নভ ধূমায়িত করি' চলে নীল সর্প-পারা॥

বস।—

নির্লজ্জ তুমি গো মেঘ, আমি এবে যাইতেছি
আমার সে নাথের সদন।
গর্জ্জনে দেখায়ে ভয় ধারা-হস্ত মোর অঙ্গে
বুলাইছ কেন গো এখন ?

শোন বলি ইন্দ্র :—

পূর্ব্বকালে তব প্রেমে অনুরাগী ছিল কি এ চিত্ত ?
তবে যে গো বৃষ্টিপাতে নাথ-দরশন-পথ রোধিতে
প্রবৃত্ত ?

অপিচ :—

তুমি পূর্ব্বে অহল্যারে মিথ্যা করি' বলেছিলে
"আমি গো গৌতম"।
তাই যদি এসে থাকো, মোরো দুঃখ দেখি' তুমি
—মেঘে কর নিবারণ॥

অপিচ :—

গরজ' বরষ' ইন্দ্র যা ইচ্ছা তোমার,
অশনি নিঃক্ষেপ কর শত শত বার।
যে নারী ভেটিতে যায় নিজ প্রিয়-জনে
কার সাধ্য রোধে তারে এ তিন ভুবনে ?

অপিচ :—

গর্জ্জে যদি জলধর করুক গর্জ্জন,
কে না জানে নিষ্ঠুর সে পুরুষের মন।
কিন্তু সৌদামিনি ওগো ! এ বড় কৌতুক,
তুমিও কি বোঝো নাকো রমনীর দুখ ?

বিট।—ঠাকরুণ! কেন ওকে মিথ্যে তিরস্কার করচ—বিদ্যুৎ তোমার উপকারিণী বন্ধু।

ঐরাবত-উরূপরি
চপল কনক-রজ্জু-প্রায়,
ধবল পতাকা যেন
নিবেশিত শৈলের মাথায়,
দেবরাজ-ভবনের
প্রজ্বলিত দীপের মতন
বলিয়া দিতেছে উহা
তব প্রিয়তমের ভবন।

বস।—পণ্ডিত! তাই তো, এই যে সেই গৃহ।

বিট।—সমস্ত কলা-বিদ্যাই তো তোমার জানা আছে—এমন কিছুই নেই—যে বিষয়ে তোমাকে আমি উপদেশ দিতে পারি। কেবল এইমাত্র বলি, ওঁর ওখানে গিয়ে, অত্যন্ত বেশি রাগ কিম্বা অভিমান করা তোমার কর্ত্তব্য নয়।

কর যদি মান তবে না থাকিবে রতি,
বিনা মানে কোথাই বা কামের বসতি ?
মান করে' থাকো, মান কর উত্তেজনা,
পরে ক্ষান্ত হয়ে কর কান্তরে সান্ত্বনা।

সে যাক্। কে আছ গো! চারুদত্ত মহাশয়কে বল :—

যে সময়ে বিকসিত কদম্ব-কুসুম নীপ
করে গন্ধদান
সেই মেঘাবৃত কালে জলার্দ্র অলকে, আর
প্রেমে হৃষ্ট-প্রাণ
তব দরশন আশে কোন্ বামা হেথা দ্যাখো
আসি উপস্থিত,
নূপুরে কর্দ্দম লগ্ন, দাঁড়ায়ে করেন দ্বারে
পদ প্রক্ষালিত।

চারু।—(শুনিয়া) সখা! জেনে এসো দিকি ব্যাপারটা কি ?

বিদূ।—এই যাই। (বসন্তসেনার নিকটে আসিয়া সাদরে) কল্যাণ হোক!

বস।—এসো ঠাকুর, এসো! প্রণাম! (বিটের প্রতি) এই ছত্র-ধারিণী তোমার সঙ্গে থাক্।

বিট।—(স্বগত) এই উপায়ে কেমন কৌশল

করে’ আমাকে সরিয়ে দিলে দ্যাখো, (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তাই হোক্। দেখ বসন্তসেনা!

দম্ভ, মায়া, ছল, মিথ্যা
ইহাদের যেথা জন্ম হয়
শাঠ্য-পরিপূর্ণ সেই
রতিকলা-কেলির আলয়।
মদন-বাজারে যেথা
সতত সংগ্রহ হয় সুরত-উৎসব,
দাক্ষিণ্য-সুখের মূল্যে
বিক্রয় হউক তব যৌবন-গৌরব।
[বিটের প্রস্থান।

বস।—মৈত্রেয় মহাশয়! আপনাদের জুয়ারী কোথায়?

বিদূ।—(স্বগত) হি হি হি! বেশ যা হোক্! প্রিয়সখা "জুয়ারী" খেতাব পেয়েছেন দেখ্‌চি। (প্রকাশ্যে) তিনি ঐ শুষ্ক বাগানে বসে’ আছেন।

বস।—মশায়! বাগানটিকে শুষ্ক বল্‌চেন কেন?

বিদূ।—যেখানে খাদ্য-পানীয় কিছুই নেই, সে স্থান শুষ্ক নয় তো আর কি?

বস।—(সস্মিত)

বিদূ।—ওগো, তবে ভিতরে এসো।

বস।—(জনান্তিকে) ওখানে গিয়ে কি বলি বল্ দিকি?

দাসী।—"ওগো জুয়ারী! তোমার সন্ধ্যাটা তো এখন বেশ সুখে কাটে" এই কথা বলুন।

বস।—ও কথা কি বল্‌তে পারব?

দাসী।—অবসর পেলেই বল্‌তে পারবেন।

বিদূ।—ওগো! ভিতরে এসো।

দৃশ্য—উদ্যানের অভ্যন্তর

বস।—(প্রবেশ ও নিকটে গিয়া পুষ্প-প্রহার) ওগো জুয়ারী! তোমার সন্ধ্যাটা এখন সুখে কাটে তো?

চারু।—(দেখিয়া) এ কি! বসন্তসেনা যে! (সহর্ষে উত্থান করিয়া) অয়ি প্রিয়ে!

প্রদোষটা যায় মম সদা জাগরণে,
নিঃশ্বাসেতে কাটে কাল নিশা আগমনে।
তোমারে পাইয়া আজি ওলো সুলোচনে!
প্রদোষের শোক-তাপ ঘুচিল এক্ষণে॥

এসো প্রিয়ে, এসো—এই আসন—এইখানে বোসো।

বিদূ।—ওগো! এই আসনে বোসো।

(বসন্তসেনা উপবিষ্ট হইলে সকলের উপবেশন)

চারু।—সখা! দেখ, দেখ!

বৃষ্টিবিন্দু ঝরি’ পড়ে
শ্রবণান্ত-বিলম্বিত কদম্বটি হ’তে,
হয়েছে একটি স্তন
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত যেন বিধিমতে।

তা, দেখ সখা, বসন্তসেনার কাপড় ভিজে গেছে, অন্য একখানা ভাল কাপড় এনে দেও।

বিদূ।—আচ্ছা, এনে দিচ্ছি।

দাসী।—মৈত্রেয় মশায়! আপনি থাকুন, আমি ওঁর সেবা-শুশ্রূষা করচি। (তথা করণ)

বিদূ।—(চুপি চুপি) দেখ সখা, ওঁকে কি কিছু জিজ্ঞাসা করব?

চারু।—কর না।

বিদূ।—(প্রকাশ্যে) আচ্ছা, কি নিমিত্ত তুমি চন্দ্রালোক-শূন্য এই অন্ধকার দুর্দ্দিনে এলে বল দিকি?

দাসী।—ঠাকরণ! ব্রাহ্মণটি ভারি সাদাসিধে লোক দেখ্‌চি।

বস।—বরং বল্, ভারি চতুর।

দাসী।—ঠাকরণ জান্‌তে এসেছেন, সেই রত্ন-মালাটির মূল্য কত?

বিদূ।—(জনান্তিকে) দেখ, পূর্ব্বেই তো আমি তোমাকে বলেছিলেম, রত্নমালার অল্প মূল্য আর স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলির বেশি মূল্য—তাই আরও কিছু পাবার প্রত্যাশায় এসেছে।

দাসী।—সেই রত্নমালাটি নিজের ভেবে জুয়ো-খেলায় ঠাকরণ হারিয়েছেন—আর সেই আড্ডাধারী, রাজার কাজে কোথায় চলে’ গেছে—তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্চে না।

বিদূ।—ওগো, আমি স্বর্ণ-অলঙ্কার সম্বন্ধে যা যা বলেছিলেম, এও যে তাই আওড়াচ্চে।

দাসী।—যত দিন না তার খোঁজ পাওয়া যায়, তত দিন এই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি আপনার কাছে রাখুন।—(স্বর্ণ-অলঙ্কার প্রদান)

বিদূ।—(নাড়িয়া চাড়িয়া দর্শন)

দাসী।—মহাশয় যে খুব ঠাউরে ঠাউরে দেখচেন —এগুলি পূর্ব্বে দেখেছিলেন না কি ?

বিদূ।—ওগো !—কি চমৎকার শিল্পকাজ !—তাই এ-থেকে চোখ ফেরাতে পারচি নে।

দাসী।—দেখে ঠাওরাতে পারলেন না ? আপনার তবে চোখ নেই—এই সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি।

বিদূ।—(সহর্ষে) দেখ সখা ! এই সেই স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি যা চোরে আমাদের ঘর থেকে চুরি করে' নিয়ে গিয়েছিল।

চারু।—সখা !

গচ্ছিত যে বস্তু ছিল আমার নিকটে
তারি' পরিশোধ-ছলে দিতেছি গো বটে।
কিন্তু নহে বাস্তবিক এ সে অলঙ্কার,
ইহা শুধু আমাদের বঞ্চনাই সার।

বিদূ।—দেখ সখা, ব্রহ্মণ্যদেবের দিব্যি, এগুলি সত্যই সেই অলঙ্কার।

চারু।—আ, বাঁচা গেল ! শুনে বড় খুসি হলেম।

বিদূ।—(জনান্তিকে) ও কোথ্থেকে পেলে, জিজ্ঞাসা করব কি ?

চারু।—দোষ কি ?

বিদূ।— (দাসীর কানে কানে) তাই কি ?

দাসী।—(বিদূষকের কানে কানে) হাঁ, তাই বটে।

চারু।—কি কথা হচ্চে ? আমরা কি শুন্তে পাই নে ?

বিদূ।—(চারুদত্তের কানে কানে) এই কথা।

চারু।—বাছা ! সত্যই কি সেই অলঙ্কারগুলি ?

দাসী।—আজ্ঞে হাঁ।

চারু।—বাছা ! সুসংবাদ দিয়ে আমার কাছে কেউ নিষ্ফল হয় না। পারিতোষিক-স্বরূপ এই আংটীটি দিলেম—ন্যাও। (হাতে অঙ্গুরী নাই দেখিয়া লজ্জা)

বস।—(স্বগত) তোমারি হাতে অঙ্গুরী থাকা শোভা পায়।

চারু।—(জনান্তিকে) ওঃ, কি কষ্ট !

যে জন গো ধনহীন, আদৌ জীবনে তার
নাহি প্রয়োজন।
প্রতিদান-শক্তি নাই—কোপ অনুগ্রহ তার
বৃথা প্রদর্শন।

অপিচ :—

পক্ষহীন পক্ষী, আর
শুষ্ক তরু, জলহীন সর,
দন্ত-উৎপাটিত সর্প,
সেইরূপ ধনহীন নর।

অপিচ :—

শূন্য গৃহ, শীর্ণ তরু, জলহীন কূপ,
দরিদ্র পুরুষ, এরা সব্ই সমরূপ।
পরিচিত জনেরাও
দরিদ্রকে হয় বিস্মরণ,
দরিদ্র হইলে তুষ্ট
ব্যর্থ তার তুষ্টি প্রদর্শন।

বিদূ।—দেখ, দুঃখ করে' আর কি হবে ? (প্রকাশ্যে পরিহাস-সহকারে) ওগো ! এখন আমার সেই স্নান-ধুতিটা ফিরে দেও দিকি।

বস।—দেখুন দত্ত মশায় ! আমাকে এই রত্নমালার যোগ্য মনে করা আপনার উচিত হয় নি।

চারু।—(অপ্রতিভ হইয়া সস্মিত) দেখ বসন্তসেনা !

বাস্তবিক কথা কে গো করিবে প্রত্যয়,
সর্ব্বজনে আমারেই করিবে সংশয়।
সবাই সন্দেহ করে দরিদ্রের কথা,
দুর্ব্বল যে তেজোহীন—ছার দরিদ্রতা।

বিদূ।—ওগো ! আজ কি তুমি এখানেই শোবে ?

দাসী।—(হাসিয়া) মৈত্রেয় মশাই ! আপনি আজ যে ভারি ন্যাকা হয়েচেন দেখচি, যেন কিছুই বোঝেন না।

বিদূ।—দেখ সখা ! আমরা বেশ সুখে বোসে আছি, আমাদের তাড়াবার জন্য আবার যে ঘোর ঘটা করে' বৃষ্টি আরম্ভ হল।

চারু।—ঠিক বলেছ।

মেঘের অন্তর ভেদি' পড়ে বৃষ্টিজল
মৃণালের সূচি যথা ভেদে' পঙ্ক-তল।
শশীর বিপদে কিম্বা যেমতি গগন
তাপিত হইয়া করে অশ্রু বিমোচন।

অপিচ :—বলদেব-বস্ত্র সম নীল জলধর
সাধু-চিত্ত-শুভ্র ধারা বর্ষে নিরন্তর।
কিম্বা যথা অর্জ্জুনের বাণ খরধার,
কিম্বা যথা বাসবের মুক্তার ভাণ্ডার।

প্রিয়ে! দেখ দেখ!
সুপিষ্ট তমাল-লেপে লিপ্ত হয়ে আছে যেন
সমস্ত গগন
সুরভিত সন্ধ্যানিল সুশীতল, করে যেন
তাহারে বীজন।
জলদের সমাগমে প্রণয়িনী সৌদামিনী
আসি' স্বেচ্ছাক্রমে
নিজ কান্ত গগনেরে করে বদ্ধ গাঢ়তর
প্রেম-আলিঙ্গনে।

বস।—(শৃঙ্গার-ভাব অভিনয় করিয়া চারুদত্তকে আলিঙ্গন)

চারু।—(স্পর্শ-সুখ অভিনয় করিয়া প্রত্যালিঙ্গন)
গরজ' গরজ' মেঘ সুগম্ভীর নাদে,
মদন হৃদয়ে জাগে তোমারি প্রসাদে।
উপজিল অনুরাগ, প্রিয়ার পরশে
তনুটি কদম্ব-সম রোমাঞ্চ হরষে।

বিদূ।—আরে ব্যাটা বর্ষা! তুই ভারি খারাপ—বিদ্যুৎ দিয়ে তুই ওঁকে এখন কেন ভয় দেখাচ্চিস্ বল দিকি?

চারু।—সখা! বিদ্যুৎকে কেন তিরস্কার করচ?
শত বর্ষ ধরি' বর্ষা, অবিরত বারিধারা
করুক বর্ষণ,
সৌদামিনী মুহুর্ম্মুহু, সমস্ত আকাশ ব্যাপি'
করুক স্ফুরণ,
সুদুর্লভ প্রিয়া-সনে আলিঙ্গনে বদ্ধ এবে
আমা-বিধ জন।

তা ছাড়া, দেখ সখা!
ধন্য বলি' মানি আমি তাহার জীবন
লভিয়া যে নিজ গৃহে কামিনী-সঙ্গম
মেঘ-জল-সুশীতল আর্দ্র গাত্র তার
নিজ গাত্রে সংলগ্ন করে বারম্বার।

প্রিয়ে বসন্তসেনা!
স্তম্ভগুলি বিচলিত স্তম্ভ-বেদীপরে,
কোনমতে চন্দ্রাতপে অতি কষ্টে ধরে।
ধারা-বেগে সুধা-লেপ হইয়া গলিত
বিচিত্র এ ভিত্তিটিরে করে কর্দ্দমিত।

(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এ কি, ইন্দ্রধনু যে! প্রিয়ে দেখ দেখ।

বিদ্যুজ্জিহ্বা প্রকাশিয়া, ইন্দ্র-ধনু-দীর্ঘবাহু
করি উত্তোলন
মেঘ-হনু বিস্তারিয়া, অন্তরীক্ষ করে যেন
আরামে জৃম্ভণ।

এস তবে আমরা ঘরের ভিতরে যাই। (গাত্রোত্থান করিয়া পরিক্রমণ)

তাল-বনে তার-স্বর—তরু-শাখে মন্দ্র,
শিলাপরে রুক্ষধ্বনি, সলিলে প্রচণ্ড
—বীণাবাদ্য হয় যথা সঙ্গীতের কালে
তেমতি গো বৃষ্টিধারা পড়ে তালে তালে।
[সকলের প্রস্থান।

"দুর্দ্দিন" নামক পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক

দৃশ্য—চারুদত্তের গৃহ

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—এ কি?—এখনও ঠাকরণের ঘুম ভাঙ্গেনি?—আচ্ছা, আমি তবে ঘরে গিয়ে ওঁকে জাগিয়ে দি। (পরিক্রমণ)

ঘরের ভিতর

আচ্ছাদিত-শরীর বসন্তসেনা নিদ্রিতা।

দাসী।—(নিরীক্ষণ করিয়া) উঠুন ঠাকরণ, উঠুন! প্রভাত হয়েছে।

বস।—(জাগিয়া) কি! রাত্রি-প্রভাত?

দাসী।—আমাদের প্রভাত—ঠাকরণের এখনও রাত্রি।

বস।—ওলো! তোদের জুয়ারীটি কোথায়?

দাসী।—ঠাকরণ! দত্ত মশায় বর্দ্ধমানককে

সমস্ত বোলে-কোয়ে "পুষ্প-করণ্ডক" নামে সেই পোড়ো বাগানটিতে গেছেন।

বস।—কি বোলে গেছেন?

দাসী।—রাত্রি থাক্‌তেই গাড়ি প্রস্তুত রেখো, বসন্তসেনা যাবেন—এই কথা বলে' গেছেন।

বস।—ওলো! আমায় কোথায় যেতে হবে?

দাসী। ঠাকরণ! যেখানে দত্ত-মহাশয় গেছেন।

বস।—(দাসীকে আলিঙ্গন করিয়া) রাত্রে ভাল করে' তাঁকে দেখ্‌তে পাইনি, আজ তা হ'লে তাঁকে ভাল করে' দেখ্‌ব। ওলো! আমি কি অন্তঃপুরে প্রবেশ করেছি?

দাসী।—শুধু অন্তঃপুরে নয়, সকলের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করেছেন।

বস।—আমি আসাতে চারুদত্তের পরিজনদের কি কষ্ট হয়েছে?

দাসী।—তাদের কষ্ট পরে হবে বটে।

বস।—কখন্?

দাসী।—যখন ঠাকরণ চলে' যাবেন।

বস।—তখন তো প্রথমে আমারই কষ্ট হবে। ছাখ্, এই রত্নমালাটি নিয়ে আমার ভগিনী ধূতা-দেবীর হাতে দিয়ে আয়—তাঁকে এই কথা বল্ যে, 'আমি চারুদত্ত-মহাশয়ের গুণে বশীভূত হয়ে তাঁর দাসী হয়েচি—সুতরাং আপনারও দাসী—অতএব এই রত্নমালাটি আপনারই কণ্ঠাবরণ হোক্।'

দাসী।—ঠাকরণ, চারুদত্ত তা হলে আপনার উপর রাগ করবেন।

বস।—না, রাগ করবেন না, তুই যা।

দাসী।—(রত্নমালা লইয়া) যে আজ্ঞে, যাচ্চি।

(প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

দাসী।—ঠাকরণ! ধূতদেবী বল্লেন, "আমার স্বামী তোমাকে এটি দান করেছেন, আমার নেওয়া উচিত নয়। তুমি এ বেশ জেনো, আমার স্বামীই আমার নিজস্ব অলঙ্কার।"

(একটি বালককে লইয়া রদনিকার প্রবেশ)

রদ।—আয় বাছা! আমরা এই মাটির গাড়ীটি নিয়ে খেলা করি।

বালক।—(সকরুণভাবে) রদনিকা, এই মাটির গাড়ীতে আমার কি হবে?—আমার সেই সোনার গাড়ীটা নিয়ে এসো।

রদ।—(নিরাশভাবে নিঃশ্বাস ফেলিয়া) জাদু! এখন আর আমাদের সোনার ব্যবহার কোথায়? বাবার যখন আবার টাকা হবে, তখন তুই সোনার গাড়ী নিয়ে খেল্‌বি। (স্বগত) এখন ওকে কোনও রকম করে' ভুলিয়ে রাখি—যাই, ওকে বসন্তসেনা-ঠাকরণের কাছে নিয়ে যাই। (নিকটে গিয়া) ঠাকরণ! প্রণাম।

বস।—এসো রদনিকে, এসো! এ ছেলেটি কার? গায়ে কোন অলঙ্কার নেই, তবু চাঁদমুখটি দেখে আমার এত ভাল লাগ্‌চে।

রদ।—এটি চারুদত্ত মহাশয়ের পুত্র—নাম রোহসেন।

বস।—(বাহু প্রসারণ করিয়া) আয় বাছা, আমার কোলে আয়। (কোলে বসাইয়া) দেখ্‌তে ঠিক বাপের মত।

রদ।—শুধু চেহারা নয়, আমার মনে হয়, স্বভাবটিও বাপের মত হয়েছে। এখন তিনি একে দেখেই যা কিছু সান্ত্বনা পান।

বস।—কাঁদ্‌ছে কেন?

রদ।—আমাদের প্রতিবাসীর একটি ছেলে সোনার খ্যাল্‌না-গাড়ী নিয়ে খ্যালা করছিল—এ দেখ্‌তে পেয়ে সেটি হাতে করে' নিলে—আর ক্রমাগত সেইটি চাইতে লাগ্‌ল—আমি ভোলাবার জন্যে তার বদলে একটি মাটির গাড়ী এনে দিলুম। কিন্তু ছেলেটি কি ভোল্‌বার পাত্র?—আমাকে বল্‌লে, "রদনিকা! আমি এই মাটির গাড়ি নিয়ে কি করব—আমাকে সেই সোনার গাড়ীটি দেও।"

বস।—আ ছি ছি! পরের দ্রব্য নেবার জন্য কাঁদ্‌চে? ভগবান্ দৈব! পদ্ম-পত্রের জলবিন্দুর মত পুরুষের ভাগ্য নিয়ে তোমার খেলা? জাদু! কেঁদো না—সোনার গাড়ী পাবে।

বালক।—রদনিকা! এ কে?

বস।—আমি তোর পিতার গুণ-মুগ্ধা দাসী।

রদ।—বাছা! ঠাকরণ তোর মা হন্।

বালক।—রদনিকা! তুমি মিথ্যা কথা বল্‌চ—ইনি যদি আমাদের মা হবেন, তা হ'লে গায়ে গহনা কেন?

বস।—জাদু! তোমার সরল শিশু-মুখের এই-রূপ কথা শুন্‌লে বড়ই কষ্ট হয়। বাছা! এখন আমি যে তোর মা হয়েছি। তা, এই অলঙ্কারটি নে—এতে সোনার গাড়ী তৈরি হবে।

বালক।—যাও—আমি নেব না—তুমি যে কাঁদ্‌চ।

বস।—(অশ্রু মার্জ্জনা করিয়া) না জাদু—আমি আর কাঁদ্‌ব না—তুই এটি নিয়ে খ্যালা কর্‌ গে। (মৃৎ শকটের মধ্যে অলঙ্কারগুলি পূরিয়া) জাদু! এই দিয়ে সোনার গাড়ী করিয়ে নিস্‌।

[বালককে লইয়া রদনিকার প্রস্থান।

(বয়েলের গাড়ীতে চড়িয়া দাসের প্রবেশ)

দাস।—রদনিকে! রদনিকে! বসন্তসেনা-ঠাকরণকে জানিয়ে এসো, খিড়কির দরজা খোলা আছে, গাড়ীও তৈরি হয়েছে।

(রদনিকার প্রবেশ)

রদ।—ঠাকরণ! বর্দ্ধমানক বল্‌চে, খিড়কির দরজায় গাড়ি দাঁড়ীয়ে আছে।

বস।—ওলো! একটু অপেক্ষা করুক, আমি ততক্ষণ সেজে-গুজে নিই।

রদ।—(প্রস্থান করিয়া) বর্দ্ধমানক! একটু অপেক্ষা কর—ঠাকরণ সাজ-গোজ করচেন।

দাস।—হি হি হি! ওগো, আমিও যে গাড়ীর বিছানা আন্‌তে ভুলে গেছি—আমি এখনি নিয়ে আসি। বলদেরা নাকের দড়ির টানে যাবার জন্য অস্থির হয়েছে—আচ্ছা,—এই গাড়িতে করেই যাই।

বস।—ওলো! আমার সাজ-সজ্জার' জিনিস-গুল নিয়ে আয় তো—এইবার সাজ-গোজ করে' নি।

(গৃহের বাহিরে)

(বলদের গাড়ী চড়িয়া দাস স্থাবরকের প্রবেশ)

স্থাবরক।—রাজার শালা সংস্থানক আমাকে এই কথা বলেছিলেন, "দেখ স্থাবরক! গাড়ী নিয়ে "পুষ্প-করণ্ডক" নামে পোড়ো বাগানটাতে শীঘ্র এস"। আচ্ছা, এখন তবে সেইখানেই যাই—চল্‌ রে বয়েল চল্‌। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) গ্রামের গরুর গাড়ীতে পথটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে—এখন কি করি? (সগর্ব্বে) ওরে! সরে' যা রে সরে' যা! কি বলচিস্‌?—কার গাড়ী?—এটি রাজার শালা সংস্থানকের গাড়ী! শীঘ্র সরে' যা বল্‌চি। (অবলোকন করিয়া) এ আবার কে? জুয়ার আড্ডা থেকে জুয়ারী যেমন আড্ডাধারীকে দেখে পালায়, সেই রকম ও ব্যক্তিও আমাকে হঠাৎ দেখে মুখ ঢেকে যে পালিয়ে গেল। না জানি এ লোকটা কে। কিন্তু আমার তা জেনে লাভ কি? আমি এখন শীঘ্র হাঁকিয়ে যাই। এই! এই! গাঁয়ের লোক! তোরা সব সরে' যা। কি-বল্‌চিস্‌? একটু দাঁড়িয়ে চাকাটা ঠেলে দেব? আরে! আমি রাজার শালা সংস্থানকের লোক—আমি তোর চাকা ঠেলে দেব?—না না, বেচারা একলা—কেউ সাহায্য করবার লোক নেই—আচ্ছা, আমিই করচি। তত-ক্ষণ এই গাড়ীটা চারুদত্ত মহাশয়ের বাগান-বাড়ীর খিড়কির দরজায় রেখে দি। (গাড়ী রাখিয়া) এই আমি আস্‌চি।

[প্রস্থান।

(গৃহের ভিতরে)

দাসী।—ঠাকরণ! চাকার শব্দ শোনা যাচ্চে, গাড়ী বোধ হয় এসেচে।

বস।—ওলো চল্‌। যাবার জন্য আমার মন ব্যস্ত হয়েছে—এখন খিড়কির দরজায় আমাকে নিয়ে চল্‌।

দাসী।—এই দিকে ঠাকরণ, এই দিকে।

বস।—(পরিক্রমণ করিয়া) তুইও এখন বিশ্রাম কর।

দাসী।—যে আজ্ঞে ঠাকরণ!

[প্রস্থান।

(গৃহের বাহিরে)

বস। (দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন ও গাড়ীতে আরো-হণ) বোধ হয়, চারুদত্তের দর্শনেই এই অশুভ দূর হবে।

(দাস স্থাবরকের প্রবেশ)

স্থা। শকট-গুল সরিয়ে দিয়েছি। এখন তবে যাওয়া যাক। গাড়ীটা বড় ভারি! অথবা চাকা ঠেলে শ্রান্ত হয়েছি, তাই ভারি বলে' মনে হচ্চে। যাই হোক্‌, এখন যাওয়া যাক। চল্‌ গরুরা চল্‌!

নেপথ্যে।—দ্যাখ, তোরা প্রহরীরা সব আপনা আপনার থানায় সতর্ক হয়ে থাক্‌—আজ সেই গোয়ালার ছেলে কারাগার ভেঙ্গে কারাগারের প্রধানকে বধ করে' শিকলি ছিঁড়ে পালিয়েছে। তাকে গিয়ে তোরা ধর্‌।

(এক পায়ে শৃঙ্খল-বদ্ধ অবগুণ্ঠিত আর্য্যক ভয়ব্যাকুল-ভাবে সত্বর প্রবেশ করিয়া পরিক্রমণ)

স্থা।—(স্বগত) সমস্ত নগরের লোক ভয়ে আকুল হয়েছে—এইবার শীঘ্র হাঁকিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

আর্য্য—।—এড়াইয়া ভূপতির ঘোর কারাগার
বিপদ-আপদ হতে হইনু উদ্ধার।
শৃঙ্খলে আবদ্ধ মোর একটি চরণ,
ছিন্ন-পাশ গজ সম করি গো ভ্রমণ।

রাজা পালক সিদ্ধ পুরুষের আদেশ শুনে ভীত হয়ে গোয়ালা-পাড়া থেকে আমাকে ধরে' এনে একটা ঘোর কারাগারে বেঁধে রেখেছিলেন—আমার প্রিয় সুহৃৎ শর্বিলক আমাকে সেই বন্ধন থেকে মুক্ত করেছেন। (অশ্রু মোচন)

ভাগ্যে যদি থাকে তবে মোর কিবা দোষ?
ভূপতি আমার প্রতি বৃথা করে রোষ।
মোরে কারাগারে বদ্ধ করি' অকারণ
বাঁধিল নিগড়ে যেন অরণ্য-বারণ!
দৈবের ঘটনা কেবা লঙ্ঘিবারে পারে
—তাহার উপরে শক্তি ধরে কে সংসারে?
নৃপেরো নিকটে যাওয়া আমার উচিত,
কে করে বিরোধ বলবানের সহিত?

হতভাগ্য আমি এখন কোথা যাই? (দেখিয়া) কোনও ভদ্রলোকের বাড়ীর খিড়কির দরজাটা খোলা রয়েছে দেখ্‌চি।

ভগ্ন দেখি এই গৃহ—নাহিক অর্গল,
বৃহৎ কপাট কিন্তু জীর্ণ সন্ধিস্থল।
গৃহপতি হতভাগ্য আমারি মতন,
আমারি সমান কষ্ট পায় অনুক্ষণ।

আচ্ছা, আমি তবে এই গৃহের ভিতরে গিয়ে একটু দাঁড়াই।

নেপথ্যে।—চল্ রে গরু চল্।

আর্য্যক।—(শুনিয়া) এই যে। একটা গাড়ী এই দিকে আস্‌চে।

হবে কি যাত্রীর যান?
অথবা উহাতে কোন দুষ্ট অধিষ্ঠিত?
বধূ-জনে লইবারে
বধূ-যান কোন কি গো হেথা উপস্থিত?
যাইতে গ্রামের বা'র
প্রধান জনের তরে ইহা কি আনীত?
দেখিতেছি শূন্য ইহা,
স্থানটিও দেখিতেছি নির্জন নিভৃত।
এ যান আমারি তবে
—নিশ্চয় আমারি তরে বিধির প্রেরিত॥

(গাড়ী লইয়া দাস বর্দ্ধমানকের প্রবেশ)

বর্দ্ধ।—হাঃ সাবাস!—গাড়ীর বিছানাটা তো এনে ফেলেচি। রদনিকে, বসন্তসেনা-ঠাকরুণকে বল—গাড়ী তৈরি; ঠাকরুণ এখন গাড়ীতে চড়ে' "পুষ্প-করণ্ডক" পোড়ো বাগানে চলুন।

আর্য্যক।—(শুনিয়া) এটা দেখ্‌চি বেশ্যার গাড়ী—গ্রামের বাহিরেও যাবে—আচ্ছা, আমি তবে চড়ে' বসি। (আস্তে আস্তে নিকটে গমন)

দাস।—(শৃঙ্খলধ্বনি শুনিয়া) এই যে, নূপুরের শব্দ শোনা যাচ্চে। ঠাকরুণ বুঝি তবে এলেন। নাকের দড়ির টানে গরুরা বড় অস্থির হয়েছে—ঠাকরুণ! পিছন দিক দিয়ে গাড়ীতে উঠুন। (আর্য্যক তথাকরণ)

দাস।—নূপুরের শব্দ থেমে গেছে, গাড়ীটাতে চাপ্ পড়েছে—তাই বোধ হচ্চে, ঠাকরুণ গাড়ীতে উঠেছেন—এখন তবে হাঁকাই।—চল্ রে গরু চল্।

(বীরকের প্রবেশ)

বীরক।—ওরে রে! জয়, জয়মান, মঙ্গল, পুষ্পভদ্র প্রভৃতি নগররক্ষিগণ!

সুবিশ্বস্ত-মনে তোরা আছিস্ হেথায়?
গোয়ালার ব্যাটা ছিল আবদ্ধ কারায়,
টুটিয়া বন্ধন তার দেখ সে পালায়
রাজাও ভাবিত বড় হয়েছেন তায়।

ওরে! তুই বহির্দ্বারে থাক্—তুই পশ্চিম দিকে—তুই দক্ষিণে, আর তুই উত্তরে। চন্দনকের সঙ্গে এই প্রাচীরের উপরে উঠে আমি চার দিকটা একবার দেখি। ওরে চন্দনক! এই দিকে আয় রে, এই দিকে আয়!

(ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দনক।—ওরে রে বীরক, বিশল্য, ভীমাঙ্গদ, দণ্ডকাল, দণ্ডশূর প্রভৃতি রক্ষিগণ!

খোঁজ রে যতন করি'—আয় রে ত্বরায়,
—রাজ-লক্ষ্মী গোত্রান্তরে যেন নাহি যায়।

অপিচ :—
উদ্যানে, সভায়, মার্গে,
ঘোষ-পল্লী, নগর-বাজারে
—যেথায় সন্দেহ হয়
শীঘ্র করি খোঁজ রে তাহারে।
ওরে রে বীরক তুই
কি দেখিলি বল্ রে খুলিয়া,
ভাঙ্গিয়া শৃঙ্খল কে গো
গোপ-পুত্রে লইল হরিয়া?
অষ্টমেতে রবি কার?
চতুর্থেতে রহে কার শশী?
ষষ্ঠে কার শুক্র গ্রহ?
পঞ্চমে মঙ্গল কার বসি'?
নবমেতে কার শনি?
—সেই জন উদ্ধারিল তায়।
থাকিতে জীবিত আমি
দেখিব সে পলায় কোথায়॥

বীরক।—দেখ সর্দ্দার মহাশয়!
উদ্ধার করিল কেহ তাহারে নিশ্চয়।
শপথ করিছি ছুঁয়ে তোমার হৃদয়,
পলাল সে যবেমাত্র অর্দ্ধ-সূর্য্যোদয়।

দাস —চল্ রে গরু চল্।

চন্দ।—(দেখিয়া) ওরে রে—দেখ্ দেখ
আচ্ছাদিত গাড়িখানি
যাইতেছে রাজপথ দিয়া
কার যান, কোথা যায়,
অন্বেষণ কর কাছে গিয়া।

বীরক।—(দেখিয়া) ওরে গাড়োয়ান! গাড়ী থামা। এ গাড়ী কার? আরোহী কে? যাচ্ছেই বা কোথায়?

দাস।—এটি চারুদত্তের গাড়ী, এতে বসন্তসেনা আছেন। "পুষ্পকরণ্ডক" পোড়োবাগানে আমোদ করবার জন্য চারুদত্ত এঁকে নিয়ে যাচ্ছেন।

বীরক।—(চন্দনকের নিকট গিয়া) গাড়োয়ান বল্‌চে ;—চারুদত্ত মহাশয়ের গাড়ী, বসন্তসেনা ওতে আছেন, "পুষ্পকরণ্ডক" নামে পোড়োবাগানে নিয়ে যাচ্ছে।

চন্দ।—আচ্ছা, যাক।

বীরক।—না দেখেই যেতে দেওয়া হবে?

চন্দ।—হাঁ।

বীরক। —কার বিশ্বাসে?

চন্দ।—চারুদত্ত মহাশয়ের।

বীরক :—কে চারুদত্ত?—বসন্তসেনাই বা কে? আর, না তদন্ত করেই বা যেতে দেওয়া হচ্চে কেন?

চন্দ।—আরে, চারুদত্ত মশায় কে, তা জানিস নে? বসন্তসেনা কে, তাও জানিস নে? যদি চারুদত্ত ও বসন্তসেনাকে না জানিস, তবে আকাশের চাঁদকেও জানিস্ নে—জোছনাকেও জানিস্ নে।

গুণে অরবিন্দ যে গো শীলে শশী সম
বল তারে নাহি জানে হেথা কোন্ জন?
বিপন্নের দুঃখ তিনি করেন মোচন,
চতুঃসাগরের তিনি অমূল্য রতন।
এ নগরে দুই ব্যক্তি
সকলের পূজনীয়—তিলক মাথার
—এক সে বসন্তসেনা,
ধর্ম্মের নিদান সেই চারুদত্ত আর।

বীরক।—ওরে চন্দনক!
জানি আমি চারুদত্তে,
জানি আমি বসন্তসেনায়,
রাজাজ্ঞা-পালন-কালে
না জানি গো আপন পিতায়।

আর্য্যক।—(স্বগত) এই বীরক আমার পূর্ব্ব-শত্রু, আর এই চন্দনক আমার পূর্ব্ব-মিত্র। কেন না :—

নিযুক্ত এক-ই কার্য্যে
তবু নহে ইহাদের এক রীতি-নীতি।
একই তো গো হুতাশন
শ্মশানে বিবাহে তবু বিভিন্ন-প্রকৃতি॥

চন্দ।—তুই খুব হুঁসিয়ার সেনাপতি, রাজার বিশ্বাসী। আমি বলদ দুটোকে ধরচি, তুই দ্যাখ, গাড়ীর ভিতরে কে আছে।

বীরক।—তুইও তো রাজার বিশ্বাসী সেনাপতি, তুই দ্যাখ্ না।

চন্দ।—আচ্ছা, আমি দেখলেই তোর্ দ্যাখা হবে।

বীরক।—তোর দেখা হলেই রাজা পালকেরও দেখা হবে।

চন্দ।—ওরে! গাড়ী থামা। (দাসের তথাকরণ)

আর্য্যক।—(স্বগত) রক্ষীরা কি আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে? হতভাগ্য আমি আবার এখন নিরস্ত্র।

ভীমের দৃষ্টান্তে হোক্ বাহু মোর অস্ত্র,
বন্ধনের চেয়ে যুদ্ধে মরণই প্রশস্ত।

কিন্তু এখন সাহস প্রকাশের অবসর কোথায়?

চন্দ।—(গাড়ীতে চড়িয়া অবলোকন)

আর্য্যক।—আমি শরণাপন্ন হলেম, আমাকে রক্ষা কর।

চন্দ।—শরণাগতকে অভয় দিলেম।

জয়-লক্ষ্মী, আর যত
মিত্র বন্ধু ত্যজে সে অধমে,
—লোক-উপহাস্য হয়,
যে ত্যজে শরণাগত জনে।

এ কি! গোপাল-পুত্র আর্য্যক যে! বাজের ভয়ে পালিয়ে এসে পাখী যেমন ব্যাধের হাতে পড়ে, এও তেমনি আমাদের হাতে পড়েছে দেখ্‌চি। অ্যাকে এ নিরপরাধী শরণাগত ব্যক্তি, তাতে চারুদত্ত-মহাশয়ের গাড়ীতে চড়ে এসেছে—আবার আমার প্রাণদাতা মিত্র শর্ব্বিলকের পরম বন্ধু। কিন্তু এ দিকে আবার রাজ-আজ্ঞা—এখন কি কর্ত্তব্য? কিন্তু না—যা হবার তা হবে—আমি প্রথমেই অভয় দিয়েছি।

পর-উপকারী জন, ভীত জনে করে যদি
অভয় প্রদান
যায় যাক্ প্রাণ তার, তবু লোকে করে সদা
তার গুণগান।

(গাড়ী হইতে সভয়ে নামিয়া) দেখলেম, আর্য্য—(অর্দ্ধোক্তি) না না, আর্য্য বসন্তসেনা গাড়ীতে বসে, আছেন। তিনি বল্লেন ;—আমি রমণী, মহাত্মা চারুদত্তের ওখানে যাচ্চি—রাজপথে অবলার অপমান করা কি উচিত?

বীরক।—চন্দনক! এ কথায় আমার সন্দেহ হচ্চে।

চন্দ।—সন্দেহ কিসের?

বীরক।—প্রথমে বলিলে, "আর্য্য"হইয়া গো থতমত
—ঘর্‌ঘর স্বরে,
আবার বলিলে "আর্য্যা," কথাটা বদল করি'
ঠিক তার পরে।

(সেই জন্যই আমার অবিশ্বাস হচ্চে।

চন্দ।—ওরে! এতে তোর অবিশ্বাস কিসে হচ্চে? আমরা দাক্ষিণাত্যের লোক, শুদ্ধ কথা আমাদের মুখ দিয়ে পষ্ট বেরোয় না। খস্, খত্তিখড়ি, করটি, বিলক, কর্ণাট, কর্ণ, প্রাবরণক, দবিড়, চোল, চীন, বর্ব্বর, খের, মধুঘাত, এই সব ম্লেচ্ছজাতীয় নানান্ ভাষা আমরা যথেষ্ট ব্যবহার করে' থাকি, —তাই কখন কখন "দৃষ্টা"কে "দৃষ্টও" বলি, "আর্য্যাকে "আর্য্যও" বলি।

বীরক।—না না, আমিও তবে একবার দেখে আসি; রাজার হুকুম, তাতে আবার আমি রাজার একজন বিশ্বাসী লোক।

চন্দ।—তবে কি আমি রাজার অবিশ্বাসী?

বীরক।—না না, সে কথা হচ্চে না—রাজার এই হুকুম, তাই বল্‌চি।

চন্দ।—(স্বগত) গোপাল-পুত্র আর্য্যক আর্য্য চারুদত্তের গাড়ীতে চড়ে' পালাচ্চে, এই কথা যদি বলি, তা হলে রাজা চারুদত্তের শাসন করবেন—এখন উপায় কি? আচ্ছা, এখন তবে কর্ণাটি ঝগড়া আরম্ভ করে' দেওয়া যাক্। (প্রকাশ্যে) বলি শোন্ বীরক! আমি চন্দনক, আমি দেখে এলেম, তাতে হল না, আবার তোর দেখ্‌তে যেতে হবে?—কে তুই বল্ দিকি?

বীরক।—তুই বা কে বল দিকি?

চন্দ।—আমি তোর পূজনীয়, মান্যমান ব্যক্তি। তোর কি জাত, তা কি তোর মনে আছে?

বীরক।—(সক্রোধে) ওরে! আমার কি জাত বল দিকি?

চন্দ।—তুই বল্ না শুনি।

বীরক।—তুই বল্ না।

চন্দ।—না বলাই ভাল।

জানিয়াও তব জাতি
বলিব না শিষ্টতা-খাতিরে
কি হইবে হাট-মাঝে
ভাঙ্গি' পচা কদ্‌বেলটিরে?

বীরক।—না না, বল্‌তেই হবে। বল্ না শুনি—বল্ না।

চন্দ।—(সঙ্কেতকরণ)

বীরক।—না রে না, তা নয়।

চন্দ।—

শীর্ণ শিলা হাতে লয়ে, বাঁকিলে গাঁঠের অস্থি
সিধা করা কাজ,
কাটারীতে হাত সদা, মহামান্য সেনাপতি
হয়েছিস্ আজ?

বীরক।—ওরে চন্দনক। তুই যত মাণ্যমান ব্যক্তি, তাও জানি—তোর জাতটা কি মনে করে' দ্যাখ্ দিকি।

চন্দ।—ওরে! চন্দনকের জাত চন্দ্রের মত বিশুদ্ধ।

বীরক।—কি জাত বল্।

চন্দ।—তুই বল্ না।

বীরক।—(সঙ্কেতকরণ)

চন্দ।—ওরে! না, তা নয়।

বীরক।—ওরে! তবে শোন্, শোন্।

বড় শুদ্ধ জাতি তোর ;—মাতা তোর ভেরী, আর
পিতা জয়ঢাক,
ভ্রাতা তোর কাড়া-যন্ত্র, তুই সেনাপতি আজ
শুনিয়া অবাক্।

চন্দ।—(সক্রোধে) আমি চন্দনক চামার?—আচ্ছা, তাই ভাল। তুই এখন গাড়ীর ভিতরটা দেখ্ গে যা।

বীরক।—ওরে গাড়োয়ান! গাড়ী ফেরা, আমি দেখব।

(দাসের তথাকরণ)

বীরক।—(গাড়ীতে উঠিতে উদ্যত, এমন সময়ে চন্দনক সহসা বীরকের কেশ ধরিয়া ভূতলে ফেলিয়া পদাঘাত, পরে বীরক সক্রোধে উঠিয়া) আমি রাজার হুকুম তামিল করতে যাচ্ছিলুম, আর তুই কি না আমার অপমান করলি? এর জন্য যদি আদালতে আমি তোকে বিধিমত নাকাল না করি তো আমি বীরক নই।

চন্দ।—ওরে! তুই রাজবাড়ীতেই যা, আর আদালতেই যা, তোর মতন কুকুরে আমার কি করতে পারে?

বীরক।—আচ্ছা, দ্যাখা যাবে।

[প্রস্থান।

চন্দ।—(চারিদিক অবলোকন করিয়া) যা রে গাড়োয়ান যা। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে তো বলিস—চন্দনক ও বীরক তোর গাড়ীর তদন্ত করে' ছেড়ে দিয়েছে। আর, আর্য্যা বসন্তসেনাকে বল্‌বি, যেন তিনি আমার এই নিদর্শনটি গ্রহণ করেন। (খড়্গ প্রদান)

আর্য্যক।—(খড়্গ লইয়া সহর্ষে স্বগত)

পাইলাম শস্ত্র আমি,
দক্ষিণ বাহুও মোর করিছে স্পন্দন।
সবই দেখি অনুকূল
ভাগ্যবলে সুরক্ষিত আমি গো এখন॥

চন্দ।—আর দ্যাখ্, আরও তাঁকে এই কথা বল্‌বি :—

স্মরণে রাখেন যেন
তিনি তাঁর দাস চন্দনেরে।
না কহি লোভের বশে
—কহিতেছি অনুরাগ-ভরে॥

আর্য্যক।—

চন্দন চন্দ্রের সম সুশীলতাময়
ভাগ্যে মম সখা হয়ে হলেন উদয়।
তোমায় চন্দন ওগো! করিব স্মরণ,
সিদ্ধের আদেশ যদি হয় সংঘটন।

চন্দ।—বধি' শুম্ভ-নিশুম্ভেরে
দেবী যথা ভয় হতে ত্রিলোকেরে করিলেন ত্রাণ
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহাদেব,
চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, করুন তোমা অভয় প্রদান।

দাস।—(গাড়ী হাঁকিয়া প্রস্থান)

চন্দ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ঐ যে, আমার প্রিয় সখা শর্বিলক গাড়ীর পিছনে পিছনে আস্‌ছেন। সে যাক্—আমি যে রাজার বিশ্বাসী প্রধান দণ্ডধারক বীরকের সঙ্গে বিরোধ করলেম, সে নিশ্চয়ই এখনি গিয়ে রাজার কাছে সমস্ত বলে' দেবে—তা, আমিও তবে ভাই-পুত্র সঙ্গে নিয়ে এই বেলা তার পিছনে পিছনে যাই।

[প্রস্থান।

প্রবহণ-বিপর্য্যয় নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তম অঙ্ক

দৃশ্য—পুষ্প-করণ্ডক-উদ্যান

(চারুদত্ত ও মৈত্রেয়ের প্রবেশ)

বিদূ :—ওহে, দেখ দেখ ! পুষ্প-করণ্ডক-উদ্যানের কি চমৎকার শোভা !

চারু :—হাঁ সখা, চমৎকার !

বণিকের সম শোভে হেথা তরুগণ,
পণ্য-সম সুসজ্জিত কুসুম-রতন,
মধুকর ভ্রমে করি' শুল্ক আহরণ।

বিদূ।—ওহে দেখ, এই শিলাতলটি বে-মেরামৎ হয়ে পড়ে আছে, তবু কেমন সুন্দর ! এসো, এই-খানে বসা যাক্।

চারু।—(উপবেশন করিয়া) বর্দ্ধমানক আসতে এত দেরি করচে কেন ?

বিদূ।—বর্দ্ধমানককে আমি বলে' দিয়েছি, বসন্তসেনাকে নিয়ে যেন শীঘ্র এখানে আসে।

চারু।—তবে কেন এত দেরি করচে ?

অন্য কোন প্রবহণ, যায় কি গো শ্লথগতি
আগে আগে তার ?
তাই কি প্রতীক্ষা করে—সম্মুখে কখন্ হবে
পথ পরিষ্কার ?
ভগ্ন অক্ষ বদলাতে করে কি প্রয়াস ?
কিম্বা ছিন্ন হইয়াছে বলদের রাশ ?
কাষ্ঠখণ্ড ফেলি কেহ রোধে কি গো পথ ?
—তাই অন্য পথ দিয়া আনে বুঝি রথ ?
চালায় কি গরুদের গতি করি' শ্লথ ?
কিম্বা আসে ধীরে ধীরে নিজ ইচ্ছামত ?

(গুপ্ত আরোহী আর্য্যককে লইয়া দাস বর্দ্ধমানকের প্রবেশ)

দাস।—চল্ রে গরু চল্ !

আর্য্যক।—(স্বগত)

পাছে দ্যাখে নৃপজন ভয়ে ভয়ে যাই,
শৃঙ্খলে আবদ্ধ পদ কেমনে পলাই ?
অজ্ঞাত হইয়া আমি সাধু-যানে স্থিত,
পরভৃৎ হয় যথা বায়সে রক্ষিত।

ওঃ ! নগর ছাড়িয়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি—এখন কি তবে গাড়ী থেকে নেমে এই বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থাকৃব—কিম্বা যাঁর গাড়ী, তাঁর সঙ্গে দেখা করব ?—না—বাগানের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কি হবে ? শোনা যায়, মহাত্মা চারুদত্ত নাকি বিপন্ন-বৎসল—আচ্ছা, তাঁকে তবে একবার দেখে যাই।

বিপদ-সাগর হতে হইয়াছি পার ;
সাধু দেখি' চিত্তে হবে সন্তোষ অপার।
এ হেন দশায় মোর শরীর পতিত
মহাত্মার গুণে হবে নিশ্চয় রক্ষিত।

দাস।—এই তো সেই বাগান—(নিকটে দেখিয়া) মৈত্রেয় মশায় !

বিদূ।—একটা সু-খবর দি—বর্দ্ধমানকের কথা শুন্‌তে পাচ্চি, বোধ হয়, বসন্তসেনা এসেছেন।

চারু।—আ ! কি সুখের সংবাদ !

বিদূ।—আরে ব্যাটা ! এত দেরি কর্‌লি কেন ?

দাস।—মৈত্রেয় মশায়—রাগ করবেন না—গাড়ীর বিছানা আন্‌তে ভুলে গিয়েছিলেম—তাই যাওয়া আসা করতে দেরি হয়ে গেল।

চারু।—বর্দ্ধমানক ! গাড়ী থামাও। দেখ সখা মৈত্রেয়, বসন্তসেনাকে নাবিয়ে আনো।

বিদূ।—শিকলি দিয়ে পা বাঁধা আছে নাকি যে, আমার গিয়ে নাবিয়ে আন্‌তে হবে ? (উঠিয়া গাড়ীর দ্বার খুলিয়া) ওগো, এ কি ! এ তো বসন্তসেনা নয়—এ যে বসন্তসেন !

চারু।—এখন ভাই পরিহাস রেখে দেও—ভাল-বাসার কাছে বিলম্ব সহ্য হয় না। আচ্ছা, আমি তবে নিজে গিয়েই নামাচ্চি। (গাত্রোত্থান)

আর্য্যক।—(দেখিয়া) এই যে ! এঁরই বুঝি এই গাড়ী। শুনেছিলেম, ইনি অতি সুপুরুষ—দেখেও তাই মনে হচ্চে। যাক্ ! এইবার আমি রক্ষা পেলেম।

চারু।—(গাড়ীতে উঠিয়া দর্শন) এ কি ! এ কে তবে ?

করি-কর সম বাহু, সমুন্নত স্থূল স্কন্ধ
সিংহের মতন,
সুবিশাল বক্ষোদেশ, রক্তিম চঞ্চল কিবা
আয়ত লোচন,

—মহাত্মা-লক্ষণ সব,
এক পদে কেন তবে শৃঙ্খল-বন্ধন ?

আপনি কে ?

আর্য্য।—গোপ-কুলে জন্ম, আমার নাম আর্য্যক—আমি আপনার শরণাপন্ন হলেম।

চারু।—রাজা পালক ঘোষ-পল্লী হতে ধরে' এনে যাকে কারাবদ্ধ করেছিলেন, আপনি কি সেই আর্য্যক ?

আর্য্যক।—আজ্ঞে হাঁ।

চারু।—বিধি আনিলেন তোমা
দেখিলাম আপন নয়নে,
পরাণ ত্যজিব সুখে
তবু না শরণাগত জনে।

আর্য্যক।—(হর্ষ প্রকাশ)

চারু।—বর্দ্ধমানক ! পায়ের শৃঙ্খল খুলে দেও।

দাস।—যে আজ্ঞে। (তথাকরণ) মহাশয় ! শৃঙ্খল খোলা হল।

আর্য্য।—স্নেহের অন্য দৃঢ়তর শৃঙ্খল আবার বাঁধা হল।

বিদূ।—এঁর শৃঙ্খল তো গেল, কিন্তু সেই সঙ্গে তুমিও যে গেলে ! ইনি তো মুক্ত হলেন, এখন চল, আমরাও আমাদের পথ দেখি। রাজা জান্‌তে পেলে আর রক্ষা থাক্‌বে না।

চারু।—আঃ ! কি বকচ, চুপ্ কর।

আর্য্যক।—সখা চারুদত্ত ! আপনাকে আমার বন্ধু মনে করেই এই গাড়ীতে চড়েছিলেম—আমাকে ক্ষমা করবেন।

চারু।—আপনি যে আমাকে বন্ধু বলে' মনে করেছিলেন, এতে আমি কৃতার্থ হলেম।

আর্য্যক।—অনুমতি হয় তো এখন যাই।

চারু।—যান্।

আর্য্যক।—আচ্ছা, আমি তবে নামি।

চারু।—না, নাম্‌বেন না। এইমাত্র আপনার পা থেকে শৃঙ্খল খোলা হল, এখনও বোধ হয় আপনার চল্‌তে বাধো-বাধো ঠেক্‌বে। বিশেষতঃ এই প্রদেশে নানা প্রকার লোক সর্ব্বদাই যাতায়াত করে, তারা আপনার চল্‌বার রকম দেখে সন্দেহ করতে পারে—গাড়ীতে গেলে আর সে সন্দেহ হবে না। অতএব আপনি গাড়ী করেই যান্।

আর্য্যক।—আপনি যা বল্লেন, তা ঠিক্।

চারু।—যাও গো কুশলে বন্ধু-বান্ধবের মাঝে।
আর্য্যক—তোমা হেন বন্ধু মোর
কেবা আর আছে ?
চারু।—অবসরমতে মোরে করিও স্মরণ।
আর্য্যক।—আপন আত্মারে কেউ
ভোলে কি কখন ?
চারু।—পথ-মাঝে দেবতারা রক্ষুন তোমায়।
আর্য্য।—পাইলাম রক্ষা আজি তোমারি কৃপায়।
চারু।—রক্ষা করিয়াছে তব সৌভাগ্যের সেতু।
আর্য্য।—না না না না—তথাপি
তুমিই তার হেতু।

চারু।—রাজা পালক আপনাকে যখন ধৃত করবার চেষ্টা করচেন, তখন রক্ষা পাওয়া দুষ্কর—আপনি শীঘ্র এখান থেকে পলায়ন করুন।

আর্য্যক।—আচ্ছা, তবে আমি এখন আসি।

[প্রস্থান।

চারু।—রাজার অপ্রিয় কাজ করি' অনুষ্ঠান
অনুচিত ক্ষণমাত্র হেথা অবস্থান।
শৃঙ্খলটা ছাও ফেলি' পুরাতন কূপে,
রাজচক্ষু চারি দিকে থাকে চর-রূপে।

(বাম-চক্ষু স্পন্দন) ভাই মৈত্রেয়, বসন্তসেনাকে দেখ্‌বার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হয়েছি। দেখ :—

না হেরে প্রিয়ারে আজি
বাম-চক্ষু করিছে স্ফুরণ,
অকারণ ত্রাসে যেন
ব্যথিত হতেছে প্রাণ-মন।

তবে এসো যাওয়া যাক। (পরিক্রমণ) এই দিকে আবার একজন অশুভদর্শন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী আস্‌চে—আসুক—চল, আমরা অন্য পথ দিয়ে যাই।

[প্রস্থান।

আর্য্যক-অপহরণ নামক সপ্তম অঙ্ক।

অষ্টম অঙ্ক

দৃশ্য—রাজপথ

(আর্দ্র বস্ত্র-খণ্ড হস্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ)

অজ্ঞ জন কর সবে ধরম সঞ্চিত,
নিজের উদর নিত্য কর সংকুচিত।
বাজা রে ধ্যানের ঢাক্,
সতর্ক হইয়া সদা কর জাগরণ,
বিষম ইন্দ্রিয় চোর
হরণ করয়ে চির-সঞ্চিত ধরম।
সংসার অনিত্য দেখি'
লইয়াছি ধর্ম্মের শরণ,
- ইন্দ্রিয়ের পঞ্চজনে
যে করে গো জ্ঞানাস্ত্রে নিধন।
অবিদ্যা-নারীরে বধি'
রক্ষণ যে করে আত্ম-গ্রামে,
পাপ-চণ্ডালেরে নাশে,
নিশ্চয় সে যায় স্বর্গ-ধামে।
মস্তক মুণ্ডিত কর
অথবা মুণ্ডিত কর বদন-মণ্ডল,
চিত্তের মুণ্ডন বিনা,
ও সব-মুণ্ডনে বল আছে কি বা ফল?
মুণ্ডিত যে করে চিত্ত
মস্তক মুণ্ডিত জানি তাহারি কেবল॥

এই কাপড়টা গেরুয়া রঙ্গে ছোপানো গেছে—এখন শ্যালকের বাগানে গিয়ে পুষ্করিণীর জলে এটা ধুয়ে শীঘ্র পালানো যাক। (পরিক্রমণ করিয়া তথা করণ)

—

দৃশ্য—পুষ্পকরণ্ডক উদ্যান

নেপথ্যে।—(দাঁড়া রে দুষ্ট শ্রমণক দাঁড়া।

ভিক্ষু।—(দেখিয়া সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! এই যে, রাজার শালা সংস্থানক এসেছে দেখ্‌চি। কে একজন ভিক্ষু অপরাধ করেছে—আর তার জন্য এখন যেখানে সেখানে ভিক্ষুক দেখ্‌তে পাচ্চে, অমনি তাকে ধরে' গরুর মত নাক বিঁধিয়ে চালান করুচে। আমি নিরাশ্রয়, এখন কোথায় আশ্রয় নি?—না, বুদ্ধই আমার একমাত্র আশ্রয়।

(বিটের সহিত খড়্গাহস্তে শকারের প্রবেশ)

শকার।—দাঁড়া দুষ্ট ব্যাটা ভিক্ষুক, দাঁড়া। শুঁড়ির দোকানের রাঙ্গা মূলোর মত তোর ঐ মাথাটা ভেঙ্গে দি রোস্। (প্রহার)

বিট।—কি সর্ব্বনাশ, কর কি? গেরুয়া-ধারী বৈরাগী ভিক্ষুককে মারা উচিত হয় না—ওকে ছেড়ে দেও। এই সুখোপভোগ্য উদ্যানটির দিকে একবার চেয়ে দেখ দিকি।

গৃহ-হীন জনে স্থান করিয়া প্রদান,
নিরানন্দে আনন্দ গো করিয়া বিধান,
এই সব তরু করে পুণ্য-অনুষ্ঠান।
- দুরাত্মা-হৃদয় কিম্বা নব-রাজ্য-সম
বিশৃঙ্খল এ উদ্যান তবু মনোরম!

ভিক্ষু।—এসো উপাসক, এসো, রুষ্ট হয়ো না।

শকার।—পণ্ডিত! দেখ, আমাকে গালাগালি দিচ্চে।

বিট।—কি বলচে?

শকার।—আমাকে উপাসক বল্‌চে—আমি কি নাপিত?

বিট।—আপনাকে বুদ্ধের উপাসক বল্‌চে—এ তো প্রশংসারই কথা।

শকার।—শোন্। শ্রমণক শোন্!

ভিক্ষু।—ধন্য তুমি, পুণ্যবান্ তুমি!

শকার।—পণ্ডিত! দেখ, ও আমাকে ধন্য পুণ্য বল্‌চে—আমি কি শ্রাবক—না কোষ্টক—না কুম্ভকার?

বিট।—না না, তা নয়—তোমাকে ধন্য পুণ্য বলে' প্রশংসাই করচে।

শকার।—পণ্ডিত! আচ্ছা, ও ব্যাটা কেন এখানে এল?

ভিক্ষু।—কাপড় ধুতে এসেছে।

শকার।—ওরে দুষ্ট ব্যাটা শ্রমণক! আমার ভগিনীপতি সকল বাগানের সেরা এই "পুষ্পকরণ্ডক" বাগান আমাকে দিয়েছেন, সমস্ত কুকুর-শেয়ালেরা এরই জল পান করে; আমি যে এত বড়লোক—আমিও যে পুষ্করিণীতে স্নান করি নে—তুই কি না সেই পুষ্করিণীতে, পুরানো-কলাইয়ের-ঝোলে-দাগী নানা-রং-ধরা পচা ন্যাক্‌ড়া কাচ্‌তে এসেছিস্?—রোস্! এরই এক ঘায়ে তোর কর্ম্ম নিকেশ করুচি!

বিট।—ওগো শকার, আমার মনে হয়, এ লোকটার সন্ন্যাস-গ্রহণ বেশি দিনের নয়।

শকার।—কিসে তুমি জানলে পণ্ডিত?

বিট।—এ আর জানতে কি—দেখ না কেন :—

অচির-মুণ্ডিত মাথা, তাই তো এখনো
আর্য্যের ললাট-চ্ছবি গউর-বরণ।
ভিক্ষা ঝুলি অল্প দিন আছে স্কন্ধপরে,
এখনো যায়নি তাই কাঁধে দাগ ধোরে।
ছোপানো বসন পরা হয়নি অভ্যাস,
অত্যন্ত ঢাকিয়া গাত্র পরে তাই বাস।
দীর্ঘ-বস্ত্র বলি' কাঁধে নাহি রহে ঠিক,
শিথিল হইয়া পড়ে এদিক ওদিক।

ভিক্ষু।—উপাসক! তাই বটে—আমি সম্প্রতি সংসার ত্যাগ করেছি।

শকার।—তা, তুই জন্মাবামাত্র সংসার ত্যাগ করতে পারলি নে? (প্রহার)

ভিক্ষু।—বুদ্ধায় নমঃ।

বিট।—ও বেচারাকে মেরে কি হবে? ছেড়ে দেও—চলে' যাক্।

শকার।—আচ্ছা, আমি পরামর্শ করে' দেখি—ততক্ষণ তুই ওখানে দাঁড়া।

বিট।—কার সঙ্গে পরামর্শ?

শকার।—নিজের হৃদয়ের সঙ্গে।

বিট।—কি আশ্চর্য্য! ও পদার্থটা কি এখনও আছে?

শকার।—বাপু হৃদয়! যাদু! বাছা! বল দিকি, এই ভিক্ষুকটা যাবে কি থাকবে?—"নাক দিয়ে নিঃশ্বাসও পড়বে না—থাকবেও না।" পণ্ডিত! হৃদয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেছি—আমার হৃদয় আমাকে এই কথা বলচে।

বিট।—কি বলচে?

শকার।—বলচে—"যাবেও না, থাকবেও না, নিঃশ্বাস টানবেও না, ছাড়বেও না, এইখানেই ঝট করে' পড়ে' মরবে"।

ভিক্ষু।—বুদ্ধায় নমঃ—আমি শরণাগত হচ্ছি, আমাকে রক্ষা কর।

বিট।—ওগো! ওকে যেতে দেও।

শকার।—একটা কাজ যদি করতে পারে তো ছেড়ে দি।

বিট।—কিরূপ কাজ?

শকার।—এমন করে' পুকুরের পাঁক তুলে ফেলুক, যাতে পাঁকও তোলা হবে অথচ জল ঘোলা হবে না। কিম্বা জল আগে কোথাও পৃথক্ করে' রেখে, তার পর পাঁক উঠিয়ে ফেলুক্।

বিট।—ওঃ! কি মূর্খতা!

শিলাখণ্ড, মাংস-পিণ্ড,
নরদেহরূপে যেন রাশীকৃত করা।
—বিপরীত মনো-গতি,
এই সব গণ্ডমূর্খে ভারাক্রান্ত ধরা।

ভিক্ষু।—(অভিশাপ)

শকার।—কি বলচে?

বিট।—তোমার প্রশংসা করচে।

শকার।—শোনো শোনো, আবার কি বলচে শোনো।

[বিড়বিড় কিরিয়া অভিশাপ দিতে দিতে ভিক্ষুর প্রস্থান।

বিট।—ওগো শকার, উদ্যানের শোভাটা একবার দেখ।

ফল-পুষ্পে সুশোভিত এই তরুগণ,
নিষ্পন্দ লতারা করে সবলে বেষ্টন,
নৃপতি-আদেশে রক্ষিগণের পালিত,
সস্ত্রীক নরের মত সুখে অবস্থিত।

শকার।—পণ্ডিত, ঠিক্ বলেছ।

নানা পুষ্পে শোভে ভূমি,
পুষ্পভারে নম্র তরুগণ।
তরুর শিখর হতে
লম্বমান লতা মনোরম।
বিরাজে বানর কিবা
পনসের ফলের মতন॥

বিট।—ওগো শকার, এই শিলাতলে বোসো।

শকার।—আচ্ছা, বস্‌চি। (বিটের সহিত উপবেশন) পণ্ডিত! সেই বসন্তসেনা এখনও আমার মনে জাগচে। দুর্জনের বচনের মত কিছুতেই হৃদয় থেকে যাচ্ছে না।

বিট।—(স্বগত) অমন করে' যে প্রত্যাখ্যান করলে, তবু তাকেই আবার চাচ্ছে? অথবা :—

মদন কাপুরুষের হয় গো বর্দ্ধিত
রমণী করে গো যদি অপমান তারে ;
—সৎপুরুষের প্রেম মৃদুভাবান্বিত,
অথবা হৃদয় হতে যায় একেবারে।

শকার।—স্থাবরককে গাড়ী নিয়ে শীঘ্র আস্‌তে কখন্ বলে' দিয়েছি, এখনও এল না। অনেক ক্ষণ থেকে আমার ক্ষিধে পেয়েছে। মধ্যাহ্নে হেঁটে যাওয়াও যায় না। দেখ দেখ :—

নভোমধ্যগত সূর্য্য
কুপিত বানর-সম দুষ্প্রেক্ষ্য অতি।
ভূতল উত্তপ্ত ঘোর
হত শত-পুত্র-শোকে গান্ধারী যেমতি॥

বিট।—তাই বটে :—

তৃণ-গ্রাস পরিহরি,' গরু সবে নিদ্রা যায়
লভি' ছায়াতল,
তৃষ্ণাতুর বন-মৃগ, ব্যগ্র হয়ে করে পান
সরসীর জল।
তাপ-ভয়ে ভীত হয়ে নগরের পথ লোকে
না করে সেবন।
তপ্ত ভূমি ত্যাগ করি' অন্যস্থানে রাখে বুঝি
তাই প্রবহণ॥

শকার।—পণ্ডিত!

মস্তকে নিলীন মম সূর্য্যের কিরণ,
বৃক্ষের শাখায় লীন যত বিহঙ্গম।
নরগণ নাহি ছাড়ে নিজের আবাস,
কাটাইছে কাল, ছাড়ি' তপত নিশ্বাস।

পণ্ডিত! সে দাসটা এখনো এল না। সময় কাটাবার জন্য একটা গান তবে গাওয়া যাক। (গান করণ) পণ্ডিত, শুন্‌লে, কি গাইলেম?

বিট।—কি বল্‌ব, তুমি সাক্ষাৎ একটি গন্ধর্ব্ব!

শকার।—গন্ধর্ব্ব হব না তো কি?

সেবিয়াছি গন্ধযুক্ত হিঙ্গু সহ জীরা মুথা
বচ-গ্রন্থি, শুঁঠ দিয়া গুড় ;
পণ্ডিত পণ্ডিত ওগো! কেন না হইবে মোর
কণ্ঠস্বর দিব্য সুমধুর?

পণ্ডিত! আবার গাই শোনো। পণ্ডিত, এবার শুন্‌লে যা গাইলেম?

বিট।—পূর্ব্বেই তো বলেচি, তুমি গন্ধর্ব্ববিশেষ।

শকার।—গন্ধর্ব্ব হব না কেন?

মরীচের গুঁড়া দিয়া হিঙ্গের সহিত
তৈল আর ঘৃত তাহে করিয়া মিশ্রিত
কোকিলের মাংস আমি করেছি আহার
—কেন না হইবে স্বর মধুর আমার?

পণ্ডিত।—দাসটা এখনও এলো না।

বিট।—তুমি স্থির হও, এখনি আস্‌বে।

(প্রবহণে আরূঢ় হইয়া বসন্তসেনা ও দাসের প্রবেশ

দাস।—ওঃ! মধ্যাহ্নবেলা! আমার বড় ভয় হচ্চে, পাছে রাজার শালা সংস্থানক রাগ করে। তা, যত শীঘ্র পারি হাঁকিয়ে যাই। চল্ রে গরু চল্।

বসন্তসেনা।—কি সর্ব্বনাশ! এ তো বর্দ্ধমানকের কণ্ঠস্বর নয়। এ কার স্বর? চারুদত্ত মহাশয় কি হাঁকাবার পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য অন্য গাড়োয়ান ও গাড়ী পাঠিয়েছেন? আমার ডান চোখটা নাচ্‌চে, বুকটা কাঁপ্‌চে, চার দিক যেন শূন্য দেখ্‌চি, সকলি যেন ওলট্‌পালট্ মনে হচ্চে।

শকার। (চাকার শব্দ শুনিয়া) পণ্ডিত! পণ্ডিত! গাড়ী এসেছে।

বিট।—কি করে' জান্‌লে?

শকার।—দেখ্‌চ না পণ্ডিত, বুড়ো শূয়োরের মত ঘর্ঘর শব্দ কচ্চে?

শকার।—দাস স্থাবরক! বাপু! বাছা! এসেছিস কি?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—গাড়ীও এসেছে?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার—গরুরা কি এসেছে?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—তুইও কি এসেছিস্?

দাস।—(হাসিয়া) আজ্ঞে প্রভু, আমিও এসেছি।

শকার।—আচ্ছা, তবে ভিতরে গাড়ী নিয়ে আয়।

দাস। কোন্ পথ দিয়ে আন্‌ব?

শকার।—ওই ভাঙ্গা প্রাচীরটার উপর দিয়ে।

দাস।—প্রভু, তা হলে বলদ দুটো মর্‌বে, গাড়ীটা ভাঙ্গবে, এ দাসও মারা যাবে।

শকার।—ওরে দ্যাখ্,—আমি রাজার শালা। বলদ মোলে অন্য বলদ কিন্‌ব, গাড়ী ভাঙ্গলে, অন্য

গাড়ী করিয়ে নেব, তুই মোলে আবার অন্য গাড়োয়ানও মিলবে।

দাস।—সকলই হতে পারবে—কিন্তু প্রাণটা হারালে আমি তো আর ফিরে পাব না প্রভু।

শকার।—সব নষ্ট হোক্, তুই গাড়ী প্রাচীরের উপর দিয়ে নিয়ে আয়।

দাস।—আচ্ছা, তবে ভাঙ্গুক গাড়ী—ভাঙ্গুক আরোহীর ঘাড়। আবার অন্য গাড়ী তৈরি হোক্—প্রভুকে গিয়ে বলি। (প্রবেশ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! ভাঙ্গলো না। প্রভু, গাড়ীটা এনেছি।

শকার।—গরুগুল ছেঁড়েনি তো? রাশ গাছা মরেনি তো?—তুইও তো মরিস্ নি?

দাস।—আজ্ঞে না।

শকার।—পণ্ডিত! এসো, গাড়ীটা দেখা যাক্। তুমি আমার গুরু, পরম গুরু, আদরণীয় মাননীয়—তুমিই আগে গাড়ীতে ওঠ।

বিট।—আচ্ছা, আমিই উঠচি।

(আরোহণে উদ্যত)

শকার।—না না, তুমি থাকো। তোমার কি বাপের গাড়ী যে, তুমি আগে উঠ্‌বে? আমার গাড়ী, আমিই আগে উঠ্‌ব।

বিট।—তুমিই তো আমাকে উঠ্‌তে বল্লে।

শকার।—যদিও আমি বলেছিলেম, তবু তোমার ভদ্রতা করে' বলা উচিত ছিল—"তোমার গাড়ী, তুমিই আগে ওঠো।"

বিট।—তুমিই তবে ওঠো।

শকার।—হাঁ, আমি উঠ্‌চি। বাপু স্থাবরক দাস! গাড়ী ফেরা।

দাস।—(গাড়ী ফেরাইয়া) উঠুন প্রভু!

শকার।—(উঠিয়া দেখিয়া ভীত হইয়া পুনর্ব্বার নামিয়া বিটের কণ্ঠ অবলম্বন করিয়া) পণ্ডিত! পণ্ডিত! এইবার আমরা মারা গেছি! যে লোকটা বসে আছে, সে হয় চোর, নয় রাক্ষসী। যদি রাক্ষসী হয়, তো আমাদের সর্ব্বস্ব চুরি করে' নিয়ে যাবে—আর যদি চোর হয়, তা হলে নিশ্চয়ই আমাদের খেয়ে ফেলবে।

বিট।—ভয় নেই, এই বলদের গাড়ীতে রাক্ষস কোথা থেকে আসবে? বোধ হয়, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তাপে তোমার দৃষ্টির ব্যতিক্রম হয়ে থাকবে, তাই কঞ্চুক-পরা স্থাবরকের ছায়া দেখে ভ্রান্তি জন্মেছে।

শকার।—বাছা স্থাবরক দাস! বেঁচে আছিস্ তো?

দাস।—আজ্ঞে হাঁ।

শকার।—পণ্ডিত! গাড়ীতে একজন স্ত্রীলোক বসে, আছে দেখ।

বিট।—

> পরের কামিনী আছে, শুনিয়া এ কথা।
> —বরষণ-হত-দৃষ্টি বলীবর্দ্দ যথা—
> পথ দিয়া যাই দ্রুত নত করি মাথা।
> সজ্জন-সমাজে আমি গৌরব-আকাঙ্ক্ষী,
> কুলবধূ দরশনে কাতর এ আঁখি।

বস।—(সবিস্ময়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! যে আমার দু-চক্ষের বালি, সেই রাজ-শ্যালকটা যে এখানে! এইবার দেখ্‌চি আমার প্রাণ-সংশয় হায়, আমি কি হতভাগিনী! লোণা জমিতে বীজ ছড়াবার মত আমার আশাটা নিতান্তই নিষ্ফল হল! তা, এখন কি করি?

শকার।—এই বুড়ো দাসটা ভয়ে কাতর হয়েছে, তাই গাড়ীর ভিতরটা দেখ্‌চে না। পণ্ডিত! তুমি গিয়ে দেখ তো।

বিট।—তায় দোষ কি? আচ্ছা, আমিই দেখ্‌চি।

শকার।—এ কি! শেয়ালরা যে উড়চে, কাকরা যে চলে' বেড়াচ্চে। ওরা চোখ দিয়ে পণ্ডিতকে খেতে না খেতে, ও দাঁত দিয়ে দেখ্‌তে না দেখ্‌তেই আমি পিট্টান দেব।

বিট।—(বসন্তসেনাকে দেখিয়া সবিষাদে স্বগত) এ কি! মৃগী বাঘের অনুসরণ কর্‌চে? হায়! হায়!

> শরচ্চন্দ্র-সম কান্তি—বালুচরে বসে
> —সেই হংসে ছাড়ি' হংসী ভেটে গো বায়সে!

(জনান্তিকে) বসন্তসেনা, এ কাজ তোমার উচিত নয়, তোমার উপযুক্তও নয়।

> সদর্পে অবজ্ঞা করি' পূর্ব্বে কোন জনে
> অর্থ-লোভে মাতৃবশে এসেছ এক্ষণে?

বসন্ত।—না। (শিরশ্চালন)

বিট।—নীচাশয় বেশ্যা অতি—তাই ভাবি মনে।
মনে আছে বলেছিলেম তোমারে গো আগে
—প্রিয় ও অপ্রিয় তুমি ভজো সমভাবে।

বস।—ভুলক্রমে গাড়ীর উল্টোপাল্টা হওয়ায় এখানে এসে পড়েছি—তোমার শরণাগত হলেম, আমাকে রক্ষা কর।

বিট।—ভয় নেই, ভয় নেই। আচ্ছা, রোসো, আমি ওকে ভোগা দিচ্চি। (শকারের নিকট গিয়া) ওগো শকার, গাড়ীতে সত্যই একটা রাক্ষসী বসে আছে।

শকার।—পণ্ডিত! পণ্ডিত! যদি সত্যই রাক্ষসী হয়, তবে তোমার সর্ব্বস্ব চুরি করলে না কেন?—আর যদি চোর হয়, তবে তোমাকে খেয়ে ফেল্লে না কেন?

বিট।—দূর হোক্, ও সব জেনে কি হবে?—এখন যদি আমার কথা শোনো—চল, আমরা এই সারি-সারি বাগানগুলির মধ্যে দিয়ে উজ্জয়িনী নগরে ফিরে যাই। তাতে তোমার আপত্তি কি?

শকার।—তা করলে কি হবে?

বিট।—তা হলে ব্যায়াম-সেবাও হবে, আর, বলদ্‌দেরও পরিশ্রম বাঁচানো যাবে।

শকার।—আচ্ছা, তাই হোক্। না না—ওরে দাস স্থাবরক! গাড়ী নিয়ে আয়। না না, থাক্ থাক্। দেবতা ও ব্রাহ্মণদের সম্মুখ দিয়ে পদব্রজেই যাব। না না—গাড়ীতে চড়েই যাব। তা হলে দূর থেকে আমাকে দেখে সবাই বল্‌বে—ঐ রাজার শ্যালক যাচ্চেন।

বিট।—(স্বগত) বিষকে ঔষধ করে' তোলা দুষ্কর—বসন্তসেনার কথাটা না বলে' আর চল্‌চে না। আচ্ছা, এই রকম তবে বলা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওগো শকার, আসল কথা কি জান, বসন্তসেনা তোমার উদ্দেশে এসেছেন।

বস।—কি সর্ব্বনাশ! ও কি পাপ-কথা!

শকার।—(সহর্ষে) পণ্ডিত! পণ্ডিত!—আমার উদ্দেশে—এই মহাত্মা ব্যক্তির উদ্দেশে—এই মনুষ্য-বাসুদেবের উদ্দেশে?

বিট।—হাঁ।

শকার।—আমার তবে আজ অপূর্ব্ব লক্ষ্মীলাভ হল! তখন আমি ওর পরে রুষ্ট হয়েছিলেম—রোস্, এখন আবার ওর পায়ে ধোরে সাধি।

বিট।—বেশ বলেছ।

শকার।—এই পায়ে পড়চি। হে মাতঃ! অম্বিকে! আমার নিবেদন শোনো।

পড়ি গো চরণে, বিশাল-নয়নে!
কৃতাঞ্জলি হয়ে আমি করি নমস্কার
ওগো দশনখে! দন্ত-ঝক্‌ঝকে!
করেছি কামার্ত্ত হয়ে দুষ্ট ব্যবহার।
সুন্দরী পরমা! কর মোরে ক্ষমা,
জেনো তুমি চিরদিন এ দাস তোমার।

বস।—(সক্রোধে) যাও যাও!—কি অভদ্রের মত কথা বল্‌চ। (পদাঘাত)

শকার। (সক্রোধে)

যে মুণ্ডটি জননীর আদর-চুম্বিত,
যে মুণ্ড দেবের পদে হয়নি নমিত,
সেই মুণ্ড শব-সম শৃগাল-আনীত
ও তব চরণ-তলে হইল দলিত?

ওরে দাস স্থাবরক! একে তুই কোথায় পেলি?

দাস।—প্রভু! গ্রাম্য-শকটে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চারুদত্তের বাগান-বাড়ীর সাম্‌নে এই গাড়ী রেখে, গাড়ী থেকে নেমে, একজনের গাড়ীর চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছিলেম, সেই সময়ে বোধ হয় উনি আপনার গাড়ী ভেবে এই গাড়ীতে উঠেছিলেন।

শকার।—কি? ভুল করে' এই গাড়ী চড়ে' এসেছে? আমার উদ্দেশে আসে নি? তবে নেমে যা, নেমে যা আমার গাড়ী থেকে। তবে তুই সেই দরিদ্র বণিক-পুত্রের উদ্দেশে যাচ্চিস্? আমার গরুদের বাহিয়ে নিচ্চিস্? তবে নেমে যা, নেমে যা, পাজি বেটি নচ্ছার কোথাকারে—নেমে যা বল্‌চি।

বস।—তুমি যে বল্লে "চারুদত্তের উদ্দেশে যাচ্চিস্"—এ কথায় আমি আপনাকে অলঙ্কৃত মনে করলেম। এখন যা হবার তা হোক্।

শকার।—দশনখ-শতদল
সুশোভিত হস্তেতে যাহার,
শত চাটুবাক্য সম
ভাল লাগে করিতে প্রহার,
সেই হস্তে ঝুঁটি ধরে'
বরতনু নামাব নিমিষে,
জটায়ু করিল যথা
বালীর পত্নীরে ধরি' কেশে।

বিট।—

গুণবতী-নারী-কেশ আকর্ষণ নহে গো উচিত,
উপবন-লতিকার পত্রচ্ছেদ নহে গো বিহিত।

তুমি থামো—আমি ওঁকে নাবাচ্চি। বসন্তসেনা! নাবো।

বস।—(নাবিয়া একান্তে অবস্থান)

শকার।—(স্বগত) পূর্ব্বে যার অপমানের কথায় আমার রোষাগ্নি একটু দেখা দিয়েছিল, আজ তার পদাঘাতে একেবারে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে—এখন তবে একে মারি। আচ্ছা, পণ্ডিতকে এইরূপ বলা যাক্।

চাও যদি দীর্ঘ-প্রান্ত
শত-সূত্র-যুক্ত উত্তরীয়,
চাও যদি খাইবারে
সুমধুর মাংস রমণীয়,
পিতে চাও চুহু চুহু
চুকু চুকু সরস পানীয়—

বিট।—তা হলে কি?

শকার।—তা হলে আমি যা চাই, তাই কর।

বিট।—আচ্ছা করব—কিন্তু অকার্য্য বর্জ্জন করে'।

শকার।—পণ্ডিত! তাতে অকার্য্যের গন্ধও নেই—রসও নেই।

বিট।—আচ্ছা, তবে বল।

শকার।—বসন্তসেনাকে মেরে ফ্যালো।

বিট।—(কর্ণ ঢাকিয়া)

ও যে গো অবলা বালা নগর-ভূষণ,
ও নহে তো বেশ্যালয়-বেশ্যার মতন।
প্রেমবতী নির্দ্দোষীরে বধি আমি যদি
কোন্ নায়ে পার হব পরলোক-নদী?

শকার।—আমি তোমাকে নৌকো দেব। তা ছাড়া, এই নির্জ্জন বাগানে মার্লে কে তোমাকে দেখ্তে পাবে?

বিট।—

দেখিবে গো দশদিশি,
দেখিবে গো বনের দেবতা,
শশী, দীপ্ত দিবাকর,
অন্তরাত্মা জানিবে বারতা।
ধর্ম্ম, বায়ু, ক্ষিতি, ব্যোম
পাপ-পুণ্য-সাক্ষী সবে হেথা॥

শকার।—আচ্ছা, তবে কাপড় দিয়ে ঢেকে মারো॥

বিট।—মূর্খ! তুমি অধঃপাতে গেছ।

শকার।—এই বুড়ো শূয়োরটা অধর্ম্ম-ভীরু। আচ্ছা, দাস স্থাবরককে বলি। বাছা বাপু দাস স্থাবরক! তোকে সোনার বালা দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, আমি হাতে পরব।

শকার।—তোকে সোনার পিঁড়ি গড়িয়ে দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, আমি তাতে বস্‌ব।

শকার।—আমার সব উচ্ছিষ্ট তোকে দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, আমি খাব।

শকার।—সকল দাসের সর্দ্দার করে' দেব।

দাস।—যে আজ্ঞে, তা হব।

শকার।—এখন তবে যা বলি শোন্।

দাস।—যে আজ্ঞে, আর সব করব, কেবল অকার্য্য করব না।

শকার।—তাতে অকার্য্যের গন্ধমাত্র নেই।

দাস।—যে আজ্ঞে, বলুন তবে।

শকার।—এই বসন্তসেনাকে মেরে ফ্যাল্।

দাস।—প্রভু, রাগ করবেন না। আমি দাস, ঠাকরুণকে ভুলক্রমে এই গাড়ী করে' এনেছি।

শকার।—আরে ব্যাটা দাস! আমার কথা শুন্‌চিস্‌নে? আমি কি তোর প্রভু নই?

দাস।—আপনি আমার শরীরের প্রভু, চরিত্রের প্রভু নন্।—আমার বড় ভয় হচ্চে।

শকার।—তুই আমার দাস হয়ে কার ভয় করিস্?

দাস।—আজ্ঞে, পরলোকের।

শকার।—কে সে পরলোক-ব্যাটা?

দাস।—আজ্ঞে, পাপ-পুণ্যের ফল।

শকার।—পুণ্যের ফল কিরূপ?

দাস।—পুণ্য-ফলে প্রভু যেমন সোনায় সোনায় ছয়লাপ।

শকার।—পাপের ফল কিরূপ?

দাস।—পাপের ফলে আমি যেমন পরের অন্নদাস। তাই, অকার্য্য আর করব না।

শকার।—ওরে! তবে তুই মারবি নে?

(নানাপ্রকারে প্রহার)

দাস।—আজ্ঞে, আমাকে মারুন আর মেরেই ফেলুন, অকার্য্য আমি করব না।

ভাগ্যদোষে ক্রীতদাস হয়েছি গো মোরে শত ধিক্!
অকার্য্য করিয়া পাপ কিনিব না তাহার অধিক॥

বস।—পণ্ডিত মশায়! আমাকে রক্ষা করুন!

বিট।—ওগো! মাপ কর, মাপ কর। ঠিক বলেছ স্থাবরক, ঠিক বলেছ।

দীন-হীন ভৃত্য এও, চাহে পরলোক-ফল,
কিন্তু নাহি চাহে তার প্রভু।
অযোগ্যে বাড়ায় যারা, যোগ্যে ত্যজে, তাহাদের
নাশ কেন নাহি হয় তবু?

অপিচ :—

দৈব শুধু রন্ধ্রান্বেষী, অতি অবিচারী;
এরি বা দাসত্ব কেন প্রভুত্ব তোমারি?
তব লক্ষ্মী কেন না ও করে উপভোগ?
তব প্রতি কেন আজ্ঞা না করে প্রয়োগ?

শকার।—(স্বগত) ওই বুড়ো শেয়ালটার অধর্ম্মের ভয়, আর এই ক্রীত দাসটার পরলোকের ভয়। আমি রাজার শালা—কত বড় লোক—আমার কাকে ভয়? ওরে ব্যাটা গর্ভদাস। তুই যা, ঐ পর্দ্দার মধ্যে তুই চুপ্ করে' বসে' থাক্ গে।

দাস।—যে আজ্ঞে প্রভু। (বসন্তসেনার নিকটে গিয়া) আমার যা সাধ্য, আমি করেছি।

[প্রস্থান।

শকার।—(কোমর বাঁধিয়া) দাঁড়া বসন্তসেনা, দাঁড়া—তোকে বধ করব।

বিট।—আমার সম্মুখে বধ করবে?

(গলা টিপিয়া ধরিয়া)

শকার।—(ভূতলে পতন) পণ্ডিত তার প্রভুকে মারলে রে! (মূর্চ্ছা—পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া)

ঘৃত দিয়ে মাংস দিয়ে, দেহ পুষ্ট কন্নু তোর,
কার্য্য উপস্থিত হ'লে, তুই হলি শত্রু মোর?

(চিন্তা করিয়া স্বগত) হয়েছে, একটা উপায় ঠাওরেছি। ওই বুড়ো শেয়ালটা মাথা নেড়ে একটা কি ইসারা করেছিল—আমি ওকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার পর বসন্তসেনাকে মারব! হাঁ, সেই ভাল। (প্রকাশ্যে) পণ্ডিত! আমি এমন মহাবংশে জন্মগ্রহণ করে' সে অকার্য্য কি কখন করতে পারি?—আমি কেবল ওকে অঙ্গীকার করবার জন্যই ভয় দেখাচ্ছিলেম।

বিট।—কি হইবে বল ওগো কুলের শিক্ষায়,
স্বভাব-চরিত্র মূল-কারণ হেথায়।
হোক্ না উর্ব্বর-ক্ষেত্র অতাব সুচারু
বাড়ে না কি তাহে হীন কণ্টকের তরু?

শকার।—ও তোমার কাছে লজ্জা করচে, তুমি এখন যাও—স্থাবরক দাসকে প্রহার করায় সে পালিয়ে গেছে, তাকে তুমি নিয়ে এসো পণ্ডিত!

বিট।—(স্বগত)

বুঝি বা বসন্তসেনা আমার সমক্ষে
দেখায় মহত্ত্ব, তাই ভজে না মূরখে।
বিজন করিয়া দেই তবে এই স্থান,
বিজনে বিশ্বাস-রস ভোগ করে কাম।

(প্রকাশ্যে) হাঁ, তাই ভাল—আমি যাই।

বস।—(কাপড়ের অঞ্চল ধরিয়া) না না, যেও না—আমাকে রক্ষা কর।

বিট।—বসন্তসেনা! ভয় নেই—ভয় নেই। ওগো! বসন্তসেনাকে তোমার হাতে গচ্ছিত রেখে গেলেম।

শকার।—আচ্ছা, আমার হাতে গচ্ছিত রইল।

বিট।—ঠিক্ বলচ?

শকার।—ঠিক্ বলচি।

বিট।—(একটু গিয়া) কিন্তু না, আমি গেলে নৃশংস ওকে বধ করলেও করতে পারে—আচ্ছা, আমি এই আড়াল থেকে দেখি, কি করে। (একান্তে অবস্থান)

শকার।—আচ্ছা, আমিই বধ করি। না, এখন থাক—ঐ বুড়ো শেয়াল ব্রাহ্মণটা কপটের শিরোমণি—হয় তো ও আড়ালে শেয়ালের মত লুকিয়ে আছে। ওকে ঠকাবার জন্য এইরূপ করা যাক। বালা বসন্তসেনা! এস তো যাদু!

বিট।—এই যে! কামার্ত্ত হয়েছে—যাক্, আমি এখন নিশ্চিন্ত হলেম। আমি তবে যাই।

[প্রস্থান।

শকার।—(বসন্তসেনার পদতলে পড়িয়া)

ঢালিব সুবর্ণরাশি, হইব মধুরভাষী
উষ্ণীষ সহিত মাথা রাখিব ও চরণে।
বলিতেছি এত করে,' তবু নাহি চাহ মোরে,
কত কষ্ট সেবকের কষ্টময় জীবনে॥

বস।—তার সন্দেহ কি? (অবনতমুখী হইয়া)

নিকৃষ্ট-চরিত, খল, অপরাধী ওরে!
কেন বৃথা ধন-লোভ দেখাইছ মোরে!
সুচরিত কর্ম্ম যার, দেহটি নির্ম্মল
—অলি কভু নাহি ছাড়ে সে চারু কমল।
দরিদ্র-ও যদি হয় কুলশীলবান
যতনে সেবিবে নারী সঁপি মন-প্রাণ।
যে গণিকা অনুরক্ত হয় যোগ্য জনে
তাই তার শোভা বলি' সর্ব্বলোকে গণে।

তা ছাড়া:—সহকার-তরুকে সেবা করে' পলাশ-বৃক্ষকে কে চায়?

শকার।—আরে দাসীর বেটি দাসী! দরিদ্র চারুদত্তকে সহকার-তরু বল্লি, আর আমাকে পলাশ-গাছ বল্লি, কিংশুকও বল্লিনে? এই রকম করে' তুই আমাকে গালাগালি দিয়ে সেই চারুদত্তের নাম করচিস্?

বস।—যিনি আমার হৃদয়ে আছেন, তাঁর নাম কেন না করব?

শকার।—সে তোর হৃদয়ের মধ্যে এখনও আছে?—তবে ভালই হল, তোর সঙ্গে তাকে একত্রেই বধ করব। তবে রে দরিদ্র বণিক-কামুকী বেশ্যা কোথাকারে! দাঁড়া—দাঁড়া।

বস।—বল বল, আবার বল—ও আমার গৌরবেরই কথা।

শকার।—সেই দাসের ব্যাটা চারুদত্ত এখন তোকে রক্ষা করুক।

বস।—আমাকে যদি দেখ্‌তে পেতেন, তা হলে রক্ষা করতেন।

শকার।—

বালি-পুত্র সে কি ইন্দ্র, মহেন্দ্র না সুবন্ধু?
রম্ভাপুত্র কালনেমি চাণক্য না ত্রিশঙ্কু?
রুদ্র রাজা ধুন্ধুমার দ্রোণপুত্র জটায়ু?

কিন্তু না, এরাও তোকে রক্ষা করতে পারবে না।
চাণক্য বধিল যথা, ভারতের যুগে সেই
দেবী জানকীরে
জটায়ু বধিল যথা, সেই পুরাতন কালে
দেবী দ্রৌপদীরে
আমিও তেমতি আজি, এখনি করিব বধ
উহারে অচিরে।
(মারিতে উদ্যত)

বস।—মা গো! তুমি কোথায়?—হা চারুদত্ত! প্রাণের আশা পূর্ণ না হতে হতেই প্রাণত্যাগ করতে হল—খুব চেঁচিয়ে কাঁদি—না।—বসন্তসেনা চেঁচিয়ে কাঁদবে?—কি লজ্জার কথা। চারুদত্ত! তোমাকে প্রণাম করে' জন্মের মত বিদায় হই।

শকার।—এখনও গর্ভদাসী সেই পাপিষ্ঠের নাম করচে? (গলা টিপিয়া) তার নাম কর্, গর্ভদাসী, তার নাম কর্।

বস।—মহাত্মা চারুদত্তকে প্রণাম।

শকার।—মর্ গর্ভদাসী, মর্। (গলা টিপিয়া)

বস।—(মূর্চ্ছিতা ও নিশ্চেষ্টা হইয়া পতন)

শকার।—(সহর্ষে)—

সর্ব্বদোষ-একাধার
অবিনয়-বাস ভূমি, খল, ক্রূর মন,
এসেছিল হেথা আজি
বিলাসীর প্রেম-বশে করিতে রমণ।
এ মোর বাহুর বীর্য্য
কি হইবে অতিমাত্র করি' প্রকটিত,
ভারতেতে সীতা যথা
শুধু ও নিঃশ্বাস-মাত্রে হইয়াছে মৃত।
আমি চাহি গণিকারে
—নাহি চাহে আমায় সে;
সেই সে কারণে তারে
বধিয়াছি ঘোর রোষে
—শূন্য এই পুষ্পোদ্যানে
গলা টিপি খুব কোষে।
মোর পিতা মোর ভ্রাতা, দ্রৌপদীর সম মাতা
বঞ্চিত এ দৃশ্য দরশনে।
এ হেন শূরত্ব মোর, পুত্রের বীরত্ব ঘোর
না পাইল দেখিতে নয়নে॥

সে যাক্—এখন সেই বুড়ো শেয়ালটা এসে পড়বে—এই বেলা সরে' যাই। (তথা করণ)

(দাসের সহিত বিটের প্রবেশ)

বিট।—স্থাবরক দাসকে তো বলে-কয়ে নিয়ে এলেম। এখন তবে শকারের সঙ্গে দেখা করি। (পরিক্রমণ ও অবলোকন) এ কি! পথে যে একটা* গাছ পড়ে' আছে। বৃক্ষের পতনে স্ত্রীহত্যা সূচিত হচ্চে। ওরে পাপিষ্ঠ! এই অকার্য্য তবে কি তুই সত্যই করেচিস্? যাই হোক্, ওরে পাপ-বৃক্ষ! তোর পতনেও স্ত্রী-হত্যা-দর্শন-পাপে আমরা পতিত হলেম। এই দুর্নিমিত্ত যদি সত্য হয়, তবে বসন্তসেনার কোন অনিষ্ট হয়েছে বলে' আমার বিলক্ষণ মনে শঙ্কা হচ্চে।—দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করুন। (শকারের নিকট গিয়া) ওগো শকার! এই দেখ, স্থাবরক দাসকে বলে-কয়ে এখানে এনেছি।

শকার।—পণ্ডিত! এসো এসো! বাপু বাছা স্থাবরক দাস—তুইও আয়।

দাস।—যে আজ্ঞে।

বিট।—ওগো! এখন আমার সেই গচ্ছিত বস্তুটি নিয়ে এসো।

শকার।—কিরূপ গচ্ছিত বস্তু?

বিট।—বসন্তসেনা।

শকার।—সে চলে' গেছে।

বিট।—কোথায়?

শকার।—তোমারি পিছনে পিছনে।

বিট।—(মনে মনে বিচার করিয়া) ও সে দিক্ দিয়ে যায়নি।

শকার।—তুমি কোন্ দিক্ দিয়ে গিয়েছিলে?

বিট।—পূর্ব্বদিক্ দিয়ে।

শকার।—সেও দক্ষিণদিক দিয়ে গেছে।

বিট।—আমি দক্ষিণদিক দিয়েই গিয়েছিলেম বটে।

শকার।—সেও উত্তরদিক দিয়ে গেছে।

বিট।—তুমি যে পাগলের মত কথা বলচ। আমার অন্তরাত্মা সুস্থ হচ্চে না—ঠিক কথা বল।

শকার।—পণ্ডিত! তোমার মাথায় পা দিয়ে শপথ করচি—এখন নিশ্চিন্ত হও—আমি বসন্তসেনাকে বধ করেছি।

বিট।—(সবিষাদে) সত্যি বধ করেছ?

শকার।—যদি আমার কথায় প্রত্যয় না হয়, তবে রাজ-শ্যালক-বাহাদুরের বীরত্বটা একবার স্বচক্ষে দেখ। (বসন্তসেনার শরীর প্রদর্শন)

বিট।—হা! কি সর্ব্বনাশ!—কি সর্ব্বনাশ! আমি কি হতভাগ্য! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

শকার।—হি হি হি—পণ্ডিত মরেছে।

দাস।—পণ্ডিত মশায়! উঠুন, উঠুন। না দেখে-শুনে গাড়ী হাঁকিয়ে নিয়ে আসায় গোড়ায় আমা হতেই এই স্ত্রী-হত্যাটি হয়েচে।

বিট।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া সকরুণভাবে) হা বসন্তসেনা!

দয়া-দাক্ষিণ্যের নদী
বিগলিয়া গেল চলি স্বদেশ দক্ষিণে
প্রীতি রতি অনুরাগ
সকলি চলিয়া গেল সে বালা বিহীনে।
অলঙ্কৃতা সুভূষণে!
সুবদনে! কোথা ওগো ক্রীড়া-বিলাসিনি!
সৌজন্যের প্রবাহিণি!
হাস্যের পুলিন! ওগো আশ্রয়দায়িনি!
হায় হায়! নষ্ট হল
সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার সেই মন্মথ-বিপণি॥
(সাশ্রুলোচনে)
হায় হায়! কি কষ্ট!
কি কাজ করিলি তুই
বিনাশিয়া এ হেন সুন্দরী
তো হতে পাপিষ্ঠ! হল
শ্রীভ্রষ্ট এ নির্দ্দোষ নগরী।

(স্বগত) এই পাপিষ্ঠের অসাধ্য কিছুই নেই—ও শেষে নিজকৃত দোষ আমার উপরে সংক্রামিত করতেও পারে। এ স্থান হতে প্রস্থান করাই শ্রেয়। (পরিক্রমণ)

শকার।—(নিকটে আসিয়া বিটকে ধারণ)

বিট।—পাপিষ্ঠ, আমাকে স্পর্শ করিস্ নে—তোর সংস্রবে আমি আর থাক্‌ব না—চল্লেম।

শকার।—ওরে! বসন্তসেনাকে নিজে বধ করে' শেষে আমার নামে দোষ দিয়ে কোথায় পালাচ্ছিস্?

বিট।—তুই অধঃপাতে গিয়েছিস্।

শকার।—শত শত অর্থ দিব
ভোজন সহিত স্বর্ণ কাহন কাহন

---

* বঙ্গীয় গ্রন্থে "পাদয়ো" এবং বোম্বাই-মুদ্রিত গ্রন্থে "পাদপ" আছে। শেষোক্ত পাঠান্তরটিই সঙ্গত বলিয়া মনে হয়।

হত্যা-কৃতাদণ্ড-ফল
আমা হতে অন্যজনে কর সংক্রমণ।

বিট।—এ কথা বল্‌তে লজ্জা হল না?—ধিক্ তোকে!

দাস।—রাম! রাম! এ কি কথা?

শকার।—(হাস্য)

বিট।—

হেসো না হেসো না তুমি, এখন অপ্রীতি হোক্
তোমায় আমায়,
অপমানকারী নীচ, অনার্য্য-সনে যে প্রীতি
ধিক্ বলি তায়।
তব সনে আর যেন না হয় মিলন
নির্গুণ ধনুক সম করিনু বর্জ্জন।

শকার।—পণ্ডিত! রাগ করো না, রাগ করো না—এসো, আমরা ঐ পদ্ম-সরোবরে গিয়ে একটু আমোদ-প্রমোদ করি গে।

বিট।—যদিও নির্দ্দোষ আমি, সেবিলে তোমায়
লোকেরা অনার্য্য বলি' ভাবিবে আমায়।
স্ত্রীবধ করেছ তুমি
তোমারে দেখিলে যত নগর-রমণী
"ওই হত্যাকারী" বলি'
সচকিত আড়-চক্ষে দেখিবে অমনি
—কেমনে গো তোমা সনে যাইব এখনি?

(সকরুণভাবে) বসন্তসেনা!

অন্য জন্মে বেশ্যা আর হয়ো না সুন্দরি!
সুচরিত্রে! শুদ্ধ-কুলে এসো দেহ ধরি'।

শকার।—আমার "পুষ্পকরণ্ডক" উদ্যানে বসন্তসেনাকে বধ করে' তুই কোথায় পালাচ্চিস্? আমার ভগিনীপতির কাছে এই মোকর্দ্দমায় তোর জবাব দিতে হবে। (ধারণ)

বিট।—রোস্ পাজী (খড়্গ আকর্ষণ)।

শকার।—(সভয়ে সরিয়া গিয়া) কি রে, ভয় পেয়েচিস্? আচ্ছা, তবে যা।

বিট।—(স্বগত) এখানে থাকা আর উচিত হয় না—আচ্ছা, যেখানে শর্বিলক, চন্দনক প্রভৃতি আছেন, সেইখানেই যাই।

[প্রস্থান।

শকার।—যেখানে ইচ্ছা, মর্ গে যা—দূর হ। ওরে বেটা স্থাবরক—কেমন কাজ করেছি?

দাস।—আজ্ঞে, বড়ই খারাপ কাজ করেছেন।

শকার।—ওরে দাস, কি বলচিস্? খারাপ কাজ করেছি? আচ্ছা, বেশ। (নানা আভরণ অঙ্গ হইতে খুলিয়া) এই অলঙ্কারগুলি নে, তোকে দিলেম—যে সময়ে আমি এইগুলি পরব, তখন আমার, নৈলে তোর—বুঝ্‌লি?

দাস।—এই অলঙ্কারগুলিতে আপনাকেই মানায় —এ নিয়ে আমার কি হবে?

শকার।—আচ্ছা, তবে এই বলদ্ দুটো নিয়ে যা। আর, আমার প্রাসাদের প্রবেশদ্বারের উপরে যে নূতন চূড়া-ঘর তৈরি হয়েচে, সেই ঘরে তুই গিয়ে থাক্, যতক্ষণ না আমি যাই।

দাস।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

শকার।—নিজেকে বাঁচাবার জন্য পণ্ডিতটা তো সট্‌কেচে। আর, দাসটা প্রাসাদে গেলেই তাকে পায়ে বেড়ি দিয়ে বদ্ধ করে' রাখ্‌ব। এখন আর কথাটা প্রকাশ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এখন তবে যাই—না না, আর একবার দেখি, সত্যি মরেছে কি না।—আবার কি মার্‌তে হবে?—না, নির্ঘাত মরেছে। আচ্ছা, তবে এখন চাদর দিয়ে একে ঢেকে রাখি—কিন্তু না, এতে যে আমার নামের চিহ্ন আছে, তা হলে কোন ভদ্রলোক দেখ্‌লেই চিনতে পারবে। আচ্ছা, বাতাসে উড়ে এসে এই শুষ্ক পাতাগুলো এখানে জড় হয়েছে, এইগুলো দিয়ে ঢেকে রাখা যাক্। আচ্ছা, এখন তবে আদালতে গিয়ে নালিশ লিখিয়ে আসি—এই কথা বলি যে, অর্থের লোভে বণিক চারুদত্ত আমার পুষ্প-করণ্ডক নামক জীর্ণ উদ্যানে প্রবেশ করে' বসন্তসেনাকে বধ করেছে।"

চারুদত্ত নাশ তরে
করিনু নূতন ফন্দী আজ।
বিশুদ্ধ এ পুরীমাঝে
পশু-হত্যা নিদারুণ কাজ।

আচ্ছা, তবে যাই। (প্রস্থান করিয়া দৃষ্টি পূর্ব্বক সভয়ে) কি আশ্চর্য্য! যে পথ দিয়েই যাই, সেই পথেই যে সেই ভিজে-কাপড়-হাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুকটাকে দেখতে পাই। সেও দেখচি, এই পথ দিয়ে আসচে।

আমি ওর নাক কেটে মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেম—ও আমার শত্রুতা করে' যদি প্রকাশ করে যে, এই হত্যাটা আমিই করেছি—এখন তবে কোন্ দিক দিয়ে যাই? হয়েছে—এই প্রাচীরের অর্দ্ধেকটা পড়ে' গেছে—এই প্রাচীরটা ডিঙ্গিয়ে যাই।

যাই আমি এই বেলা করি' খুব ত্বরা
মহেন্দ্র যেমতি লঙ্ঘি' পাতাল ও ধরা
ধাইয়া গগন-পথে হনু শৈল হতে
লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন কোনমতে।

[প্রস্থান।

(তাড়াতাড়ি সংবাহক ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু।—এই কাপড়খানা তো জলে ধুলেম—এখন কি গাছের ডালে শুকোতে দেব?—না, তা হলে বানরেরা ছিঁড়ে কুটিকুটি করে' ফেল্‌বে। তবে কি মাটিতে শুকোতে দেব?—না, তা হলে ধূলোয় ময়লা হবে। (দেখিয়া)—তবে কোথায় শুকোতে দি? আচ্ছা, বাতাসে উড়ে এসে কতকগুলো শুরু পাতা এইখানে জড় হয়ে আছে—এরই উপরে বিছিয়ে শুকোতে দি। (তথাকরণ) বুদ্ধায় নমঃ। (উপবেশন) আচ্ছা, এখন তবে ধর্ম্মশ্লোক পাঠ করি। ('অজ্ঞ জন' ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ) কিন্তু না, যে বসন্তসেনা দশ স্বুবর্ণ দিয়ে জুয়ারীর হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করেছেন, তাঁর যত দিন না আমি প্রত্যুপকার করতে পারি—তত দিন আমার স্বর্গ কামনা করে' কি ফল! তত দিন আমি তাঁরই ক্রীতদাস। পাতার ভিতর থেকে কি যেন একটা নড়ে' উঠ্‌চে। ব্যাপারটা কি? অথবা

বায়ু-তাপে তপ্ত পাতা
আর্দ্র বস্ত্রে উঠেছে কাঁপিয়া
—মনে হয় পাখী যেন
নড়িতেছে পাখা ঝাপটিয়া।

(বসন্তসেনা সংজ্ঞা লাভ করিয়া হস্ত প্রদর্শন)

হায় হায়! এ কি! শুদ্ধালঙ্কার-ভূষিত স্ত্রীলোকের হস্ত যে! এই যে, অপর হস্তটিও বের করেছে—এ হস্তটি যে আমি চিনি। সত্য কি সেই হস্ত—যে হস্তে তিনি আমাকে অভয় দান করেছিলেন! আচ্ছা, দেখি দিকি। হাঁ, সেই বুদ্ধোপাসিকাই বটে।

বস। (পানীয় আকাঙ্ক্ষা)

ভিক্ষু।—কি! জল চাচ্চে! কিন্তু পুষ্করিণীটা যে দূরে। এখন কি করি! আচ্ছা, এই কাপড়টা নিংড়ে নিংড়ে জল দি। (তথাকরণ)

বস।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া উত্থান)

ভিক্ষু।—(কাপড়ের অঞ্চল দিয়া বীজন)

বস।—মহাশয়, আপনি কে?

ভিক্ষু।—বুদ্ধোপাসিকা! তুমি আমাকে দশ স্বুবর্ণ দিয়ে জুয়ারীর হাত থেকে মুক্ত করেছিলে—আমাকে কি তোমার স্মরণ হচ্চে না?

বস।—আপনাকে স্মরণ হচ্চে—কিন্তু আপনি যা বল্‌চেন, তা তো স্মরণ হয় না—আমি মরে' গেলেও ও কথা মুখে আন্‌তে পারব না।

ভিক্ষু। বুদ্ধোপাসিকা! এ কি ব্যাপার! তোমার হয়েছে কি?

বস।—(নৈরাশ্য-সহকারে) বেশ্যার যা হবার, তাই হয়েছে।

ভিক্ষু।—ওঠো, বুদ্ধোপাসিকা, ওঠো—এই গাছটার নিকটে যে লতা আছে, তাই ধরে' ওঠো। (লতা নামাইয়া)

বস।—(লতা ধরিয়া উত্থান)

ভিক্ষু।—এই মঠে আমার ধর্ম্ম-ভগিনী আছেন—সেখানে মনকে সুস্থ করে' উপাসিকা, তোমার গৃহে যাও। এখন আস্তে আস্তে চল। মহাশয়েরা সব সরে' যান্—সরে' যান্—ইনি যুবতী স্ত্রী—আমি ভিক্ষু—আমি অবিকৃত-চিত্তে ওঁকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চি—এই আমার পরিশুদ্ধ ধর্ম্ম।

সুসংযত হস্ত মুখ
সুসংযত ইন্দ্রিয়াদি যার
তাকেই মনুষ্য বলি,
কি করিতে পারে রাজা তার?
হস্তে তার পরলোক,
কাড়ি লয় সাধ্য আছে কার?

বসন্তসেনা-বধ নামক অষ্টম অঙ্ক।

নবম অঙ্ক

দৃশ্য—বিচারালয়

(কখন বাহিরে, কখন ভিতরে)

(শোধনকের প্রবেশ)

শোধ।—বিচারকেরা আমাকে এই আজ্ঞা করেছেন :—"দেখ শোধনক! বিচার-মণ্ডপে গিয়ে আসন সব সাজিয়ে রাখো"—তাই সেখানে যাচ্চি। এই তো বিচার-মণ্ডপ—এখন তবে ভিতরে যাই। বিচার-মণ্ডপটি পরিষ্কার করে' রাখা গেল—আসন-গুলও তো সাজানো হল—এখন বিচারকদের জানিয়ে আসি। এ কি! সেই দুষ্ট পাজি রাজার শালা ব্যাটা যে এই দিকে আস্‌চে—ওর সাম্‌নে থেকে এই বেলা সরে' পড়া যাক্। (একান্তে অবস্থান)

(উজ্জ্বল-বেশ-ধারী শকারের প্রবেশ)

শকার।—কাননে উদ্যানে বসি',
জলবারি সলিলেতে করিয়াছি স্নান।
যুবতী স্ত্রী নারী সনে, ছিনু আমি সুশোভিত
গন্ধর্ব্ব সমান।
ক্ষণে গ্রন্থি বন্ধন, ক্ষণে জটা-ধারণ,
ক্ষণে এলো-মেলো ঢিলে-ঢালা।
ক্ষণে খোলা-চুল ঝোলা, ক্ষণে চূড়া ঊর্দ্ধে তোলা,
চিত্ররূপী আমি রাজ-শালা॥

তা ছাড়া—মৃণাল-গ্রন্থির মধ্যে যেমন কীট প্রবেশ করে' পথ অন্বেষণ করতে করতে একটা পরিসর স্থান পায়, আমিও তেমনি সূক্ষ্ম সূত্রে বৈরনির্য্যাতনের একটা বেশ অবসর পেয়েছি—এখন কার ঘাড়ে এই দুষ্কর্ম্মটা চাপাই? হাঁ, মনে পড়েছে, দরিদ্র চারুদত্তের ঘাড়ে চাপানো যাক্। সে দরিদ্র, লোকে তার পক্ষে সকলই সম্ভব বলে' মনে করবে। সেই কথাই ভাল। আগে বিচারমণ্ডপে গিয়ে অভিযোগটা এই বলে' লেখাই যে, চারুদত্ত ষাড় মট্‌কে বসন্তসেনাকে বধ করেছে। এখন তবে বিচারমণ্ডপে যাই। এই তো বিচার-মণ্ডপ—এইবার প্রবেশ করা যাক। এই যে, আসন সব প্রস্তুত। যতক্ষণ না বিচারকেরা আসেন, ততক্ষণ আমি এই দূর্ব্বা-ঘাসের চাতালে একটু বসে' অপেক্ষা করি। (তথা অবস্থিত)

শোধনক।—(অন্যদিকে পরিক্রমণ করিয়া সম্মুখে দেখিয়া) এই বিচারকেরা আস্‌চেন, আমি তবে এগিয়ে নিকটে যাই। (নিকটে গমন)

(শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া বিচারকের প্রবেশ)

বিচারক।—দেখ শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ!

উভয়ে।—আজ্ঞে করুন।

বিচা।—বিচার-কার্য্যে আমরা নিতান্ত পরাধীন—পরমুখাপেক্ষী, অর্থি-প্রত্যর্থীর মনোগত ভাব বোঝা বিচারকের পক্ষে বড়ই দুষ্কর।

সত্যরে প্রচ্ছন্ন করি'
কহে লোকে কত কথা ন্যায়-পরিচ্যুত,
নিজ দোষ নাহি বলে
মনের বিকারে নিজে হয়ে অভিভূত।
পক্ষ বিপক্ষের যদি
সহায়ের বলে হয় বলের বর্দ্ধন
নিশ্চয় গো তাহা হলে
নৃপের নামেতে হয় কলঙ্ক স্পর্শন।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
বিচারক-অপবাদ সুলভ জগতে,
গুণের প্রশংসা তাঁর
বহু দূরে অবস্থান করে তাঁহা হতে।

অপিচ :—

লুকাইয়া নিজ দোষ
রোষ-বশে কহে কথা ন্যায়-বিরহিত
বিচার-আলয়ে যে গো,
—উভয়-পক্ষের দোষে হইয়া দূষিত
করে সে বিষম পাপ;
—পরলোকে অধোগতি নিশ্চয় তাহার।
সংক্ষেপে বলিতে গেলে
বিচারক যশোহীন—অপযশই সার।

সেই জন্য বিচারকেরা :—

শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, বক্তা,
নিপুণ মিথ্যার আবিষ্কারে।
ক্রোধশূন্য, সমদৃষ্টি
শত্রুমিত্র উভয়-বিচারে॥

আচরণ বিচারিয়া উত্তর প্রদান
অক্ষমে রক্ষণ, শঠে দণ্ডের বিধান,

ধর্ম্ম-পরায়ণ সদা—লোভের অতীত,
পর-তত্ত্ব অন্বেষণে চিত্ত সমাহিত
—এইরূপে বিচারক করেন বিচার
কুপিত নৃপের কোপ করিয়া সংহার।

শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ।—এতেও যদি কেহ আপনার গুণ-রাশিতে দোষারোপ করে, সে অনায়াসেই বল্‌তে পারে, চন্দ্রালোকে অন্ধকার আছে।

বিচা।—বাপু শোধনক! বিচার-মণ্ডপের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

শোধ।—এই দিক দিয়ে বিচারক-মহাশয়, এই দিক দিয়ে।—(পরিক্রমণ) এই বিচারমণ্ডপ, প্রবেশ করুন।

(সকলের প্রবেশ)

বিচা।—বাপু শোধনক! বাহিরে গিয়ে জেনে এসো, কে কে কার্য্যার্থী উপস্থিত।

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া) বিচারক-মহাশয় জিজ্ঞাসা করচেন, এখানে কার্য্যার্থী কে কে উপস্থিত আছেন?

শকার।—(সহর্ষে) এই যে বিচারকেরা উপস্থিত। (সগর্ব্বে পরিক্রমণ করিয়া) আমি বড় লোক, বড় মানুষ, রাজার শালা, রাষ্ট্রীয় শ্যালক—আমি একজন কার্য্যার্থী।

শোধনক।—(সভয়ে) কি সর্ব্বনাশ! প্রথমেই রাজার শালা কার্য্যার্থী? আচ্ছা, মহাশয় একটু দাঁড়ান, আমি বিচারক-মহাশয়কে বলে' আসি। (নিকটে আসিয়া) মহাশয়, রাষ্ট্রীয় শ্যালক কার্য্যপ্রার্থী উপস্থিত আছেন।

বিচা।—কি? প্রথমেই রাষ্ট্রীয় শ্যালক কার্য্যার্থী? সূর্য্যোদয়ে রাহুগ্রাসের ন্যায় কোন মহাপুরুষের আজ নিপাত হবে দেখ্‌চি। শোধনক! আজ অন্য মোকর্দ্দমার কাজে আমরা ব্যস্ত, বাহিরে গিয়ে তুমি তাঁকে এই কথা বল যে "যান, আজ আপনার মোকর্দ্দমার বিচার হবে না।"

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া শকারের নিকট গিয়া) মহাশয়! বিচারক-মহাশয় বল্লেন, "আজ যান, আজ আপনার মোকর্দ্দমার বিচার হবে না।"

শকার।—(সক্রোধে) কি! আমার মোকদ্দমার বিচার হবে না? যদি বিচার না হয়, তা হলে ভগিনীপতিকে বলে,' রাজা পালককে বলে', ভগিনীকে বলে', মাকে বলে' এই বিচারককে দূর করে' দিয়ে এখানে অন্য বিচারককে এনে বসাব।

শোধ।—রাষ্ট্রীয়-শ্যালক-মহাশয়! দাঁড়ান, আমি বিচারপতি মহাশয়কে জানিয়ে আসি। (বিচারপতির নিকট গিয়া) রাষ্ট্রীয় শ্যালক-মশায় অত্যন্ত কুপিত হয়েছেন। (শ্যালকের কথাগুলি নিবেদন করিয়া)

বিচা।—এই মূর্খটার পক্ষে সকলই সম্ভব। বাপু! তাকে বল—"আসুন, আপনার মোকর্দ্দমার আজই বিচার হবে।"

শোধ।—(শকারের নিকট গিয়া) মহাশয়! বিচারপতি-মহাশয় আপনাকে আস্‌তে বল্লেন।

শকার।—প্রথমে বল্লে "বিচার হবে না"—এখন আবার বলে "বিচার হবে"—তবে বিচারপতির নিশ্চয়ই ভয় হয়েছে—এখন যা আমি বল্‌ব, তাই বিশ্বাস করবে। আচ্ছা, আমি যাচ্চি। (প্রবেশ করিয়া নিকটে গিয়া) আমি অত্যন্ত সুখী হলেম—আপনাদেরও সুখী করা না করা সেও আমারই হাতে।

বিচা।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! বিচারার্থী যে একেবারে স্থির-সংস্কার দেখচি। (প্রকাশ্যে) বসুন।

শকার।—হাঁ, এ সব তো আমারই জায়গা—যেখানে আমার ইচ্ছে হবে, সেইখানেই বস্‌ব। (শ্রেষ্ঠীর প্রতি) আমি এইখানে বসি—(শোধনকের প্রতি) না না, এইখানে বসি। (বিচারপতির মস্তকে হস্ত দিয়া) না, এইখানে বসি। (ভূমিতে উপবেশন)

বিচা।—আপনি বিচারপ্রার্থী?

শকার।—হাঁ।

বিচা।—কি হয়েছে, বলুন।

শকার।—কানে কানে বল্‌ব। আমি তো যে-সে লোক নই। কত বড় কুলে আমার জন্ম।

রাজার শ্বশুর মোর পিতা,
রাজা মোর পিতার জামাতা।
আমি রাজ-শ্যালক যেমতি
রাজাও আমার ভগ্নীপতি।

বিচা।—আমি সমস্তই অবগত আছি।

কি হইবে ওগো কুলের শিক্ষায়?
—স্বভাব-চরিত্র মূল কারণ হেথায়।

হোক্ না উর্ব্বর ক্ষেত্র অতীব সুচারু,
বাড়ে না কি তাহে হীন কণ্টকের তরু?

তা, নালিশটা কি বলুন।

শকার।—আচ্ছা, এই বলি শুনুন। আর তাও বলি;—অপরাধী হলেও আমার কেউ কিছু করতে পারে না। তা, সেই আমার ভগ্নীপতি আমার উপর তুষ্ট হয়ে সকলের সেরা উদ্যান যে পুষ্প-করণ্ডক জীর্ণোদ্যান, সেইটি আমাকে দেন। তাই কোথাও বা জল শুকানো, জমি ভরাট করান, ঝাঁট দেওয়ান, ডাল-পালা ছেঁটে ফ্যালানো—এইরূপ নানা কাজের তদারক করতে প্রতিদিন আমাকে সেখানে যেতে হয়—একদিন গিয়ে দেখি কি না, একজন স্ত্রীলোকের শরীর পড়ে' আছে।

বিচা।—কোন্ স্ত্রীলোকটি মারা গেছে, আপনি কি তা জানেন?

শকার।—তা কি আর আমি জানি নে? সেই নগর-ভূষণ—শত-কাঞ্চন-ভূষিতা রমণীকে কে না জানে? কোন কুপুত্র অর্থের লোভে শূন্য পুষ্প-করণ্ডক জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করে' বসন্তসেনাকে গলা টিপে মেরেছে—আমার দ্বারা এ কাজ—(অর্দ্ধোক্তি করিয়া মুখ আচ্ছাদন)

বিচা।—ওঃ! নগর-রক্ষীদের কি অনবধানতা! দেখ, শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ! তোমরা "আমার দ্বারা এ কাজ" এই কথাটি মোকর্দ্দমার প্রথম পাদস্বরূপ লিখে রাখো।

কায়স্থ।—যে আজ্ঞে। (তথাকরণ) মহাশয়, লেখা হয়েছে।

শকার।—(স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! কি বলে' ফেলেম! পায়সান্ন-লোভীর মত তাড়াতাড়ি করে' একটা কথা বলে' নিজের মরণ নিজেই ঘটালেম যে! আচ্ছা, তা হোক। (প্রকাশ্যে) ওগো বিচারপতি-মহাশয়! তোমরা কি গোলযোগ করচ? না না —আমি বল্‌ছিলেম কি—"আমার দ্বারা এ কাজ দৃষ্ট হয় নি"! (শব্দটি পদ দ্বারা পুঁছিয়া দেওন)।

বিচা।—তুমি কি করে' জান্‌লে, অর্থের লোভে তাকে গলাটিপে মেরেছে?

শকার।—গলায় যেখানে অলঙ্কার থাক্‌বার কথা, সেখানে তার অলঙ্কার নেই, আর গলাটাও ফুলে উঠেছে।—এর থেকে অনুমান করলেম।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—এ কথাটা সঙ্গত।

শকার।—(স্বগত) যাক্, এ যাত্রা কপাল-গুণে বেঁচে গেলেম।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—দেখুন বিচারপতি-মহাশয়! কাকে অবলম্বন করে' এই মোকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হবে?

বিচা।—নিষ্পত্তির দুইরূপ পদ্ধতি আছে।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—সে দুটি কি মশায়?

বিচা।—এক, বাক্য-অনুসারী—আর এক, অর্থ-অনুসারী। যা বাক্য-অনুসারী, তা অর্থি-প্রত্যর্থীদের বাক্যের দ্বারাই নিষ্পত্তি হয়—আর যা অর্থ অনুসারী, তা বিচারপতির বুদ্ধির দ্বারা নিষ্পত্তি হয়।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—তা হলে, বসন্তসেনার মাতাকে অবলম্বন করে' এর নিষ্পত্তি হবে।

বিচা।—তাই বটে। বাপু শোধনক! কিছু-মাত্র উদ্বিগ্ন না করে' বসন্তসেনার মাতাকে এখানে নিয়ে এসো।

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া গণিকার মাতার সহিত প্রবেশ) এই দিক দিয়ে আসুন ঠাকরুণ, এই দিক দিয়ে!

বৃদ্ধা।—আমার কন্যা তো তার মিত্র-গৃহে গেছে। এখন এই ভদ্রলোকের বাছাটি আমাকে বল্‌চে—"আসুন, বিচারপতি ডাক্‌চেন"—কিন্তু এ কথা শুনে আমার যেন মূর্চ্ছা যাবার উপক্রম হয়েছে —বুকটা থরথর করে' কাঁপচে। আচ্ছা মহাশয়! আমাকে বিচার-মণ্ডপের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলুন।

শোধ।—এই দিক্ দিয়ে ঠাকরুণ, এই দিক্ দিয়ে। (উভয়ের পরিক্রমণ) এই বিচার-মণ্ডপ—ঠাকরুণ, প্রবেশ করুন।

(উভয়ের প্রবেশ)

বৃদ্ধা।—(নিকটে গিয়া) পণ্ডিত-মহাশয়! আপনার সুখ-সমৃদ্ধি হোক্।

বিচা।—এসো বাছা—বোসো।

বৃদ্ধা।—এই বস্‌চি—(উপবেশন)

শকার।—(আক্ষেপ-সহকারে) এসেছিস বুড় কুট্টনী, তুই এসেছিস?

বিচা।—ওগো, তুমি কি বসন্তসেনার মা?

বৃদ্ধা।—আজ্ঞে হাঁ।

বিচা।—আচ্ছা, বসন্তসেনা এখন কোথায়?

বৃদ্ধা।—মিত্রের ঘরে।

বিচা।—তার মিত্রের নাম কি?

বৃদ্ধা।—(স্বগত) ছি ছি! এ যে বড় লজ্জার কথা। (প্রকাশ্যে) এ কথা ইতর লোকেই জিজ্ঞাসা কর্‌তে পারে, এ কথা জিজ্ঞাসা করা বিচারপতির যোগ্য নয়।

বিচা।—লজ্জা কোরো না—এ বিচারের প্রশ্ন।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—এ বিচারের প্রশ্ন, এতে কোন দোষ নেই—বল।

বৃদ্ধা।—কি? বিচারের প্রশ্ন? তা যদি হয়. তবে বল্‌চি শুনুন। বণিক বিনয়-দত্তের নাতি, সাগর-দত্তের পুত্র, খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত চারুদত্ত, বণিক-পটিতে তাঁর নিবাস—সেইখানে আমার কন্যা যাতায়াত করেন।

শকার।—মহাশয় শুন্‌লেন? এ কথাগুল লিখে নিন্—সেই চারু দত্তের সঙ্গে আমার বিবাদ!

শ্রেষ্টি কায়স্থ।—আচ্ছা, লিখে নিচ্চি।

বিচা।—দেখ ধনদত্ত! বসন্তসেনা চারুদত্ত মহাশয়ের গৃহে গেছে, এই কথা বিচারের প্রথম পাদ বলে' লেখো। কি?—চারুদত্ত-মহাশয়কেও কি আমাদের আহ্বান কর্‌তে হবে?—"আমাদের" এ কথা বলাটা এ স্থলে ঠিক্ নয়—বিচার-বিধিই তাঁকে আহ্বান কচ্চেন। বাপু শোধনক। যাও, চারুদত্ত-মহাশয়কে উদ্বিগ্ন না করে' সসম্ভ্রমে সাদরে ধীরে ধীরে তাঁকে এখানে নিয়ে এসো। এই কথা বল যে, "কোন কথার প্রসঙ্গে আবশ্যক হওয়ায় বিচারপতি আপনার দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়েছেন।"

শোধ।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া চারু-দত্তের সহিত প্রবেশ)—এই দিক দিয়ে মহাশয়, এই দিক্ দিয়ে।

চারু।—(চিন্তা করিয়া)

রাজা মোর কুলশীল জানেন সকলি,
এ আহ্বানে শঙ্কা মোর দারিদ্র্যে কেবলি।

(মনে মনে বিচার করিয়া স্বগত)

বন্ধন-বিমুক্ত সেই পলাতক জনে
দিয়াছি পাঠায়ে দূরে মোর প্রবহণে
—চর-মুখে এ কথা কি শুনিলা নৃপতি?
তাই অভিযুক্ত হয়ে যাই গো কি তথি?

অথবা, এ সব ভেবে আর কি হবে?—বিচার-মণ্ডপেই যাওয়া যাক্। শোধনক! বিচার-মণ্ডপের পথ দেখিয়ে আমাকে নিয়ে চল।

শোধ।—এই দিক্ দিয়ে মহাশয়, এই দিক্ দিয়ে।

(পরিক্রমণ)

চারু।—বায়স কর্কশ রব করে অনিবার,
অমাত্যের ভৃত্যগণ ডাকে বারম্বার,
বাম-নেত্র সহসা গো করিছে স্পন্দন,
—না জানি কি ঘটাইবে এই অলক্ষণ।

শোধনক।—আসুন মহাশয় আসুন, ব্যস্ত হবেন না—ধীরে ধীরে আসুন।

চারু।—(পরিক্রমণ ও সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

সূর্য্য-অভিমুখে কাক
বসি' শুষ্ক বৃক্ষ-ডালে
ঘোর বাম-নেত্র তার
আমার উপরে ফ্যালে।

(পুনর্ব্বার অন্যদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! একটা সর্প যে!

অঞ্জনাভ দৃষ্টি তার
নিক্ষিপ্ত যে আমার উপরে,
—স্ফুরিত বিস্তৃত জিহ্বা,
শুক্ল-বর্ণ চারি দন্ত ধরে।
নিঃশ্বাসে পূরিয়া কুক্ষি
আছড়ায় ভূমি রোষ-ভরে
ধরাসুপ্ত অহিপতি
এবে মোর পথ রোধ করে।

অপিচ:—

ভূমি আর্দ্র নহে, তবু
হইতেছে চরণ স্খলিত,
নাচিছে নয়ন মোর,
বাম বাহু হতেছে কম্পিত,
আবার শকুনি এই
মুহুর্মুহু করিয়া চীৎকার
মহাঘোর মৃত্যু-বার্ত্তা
মোর কাছে করিছে প্রচার।

তা আর ভেবে কি হবে, দেবতারা সর্ব্বপ্রকারে মঙ্গল করবেন।

শোধ।—এই দিক দিয়ে মহাশয়, এই দিক দিয়ে। এই বিচার-মণ্ডপ—প্রবেশ করুন।

চারু।—(প্রবেশ ও চারিদিকে অবলোকন করিয়া) ওঃ, বিচারমণ্ডপের কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!

বিচার-মণ্ডপ শোভে সমুদ্র যেমন,
তাহে মগ্ন চিন্তাসক্ত যত মন্ত্রিগণ।
দূত-রূপ উর্ম্মিদলে আকুল সাগর,
প্রান্তে রহে চরগণ—কুম্ভীর-মকর।
হিংস্র নাগ অশ্ব রহে বধ্য-জন তরে,
বহুভাষী চিত্ত-হারী খলেরা বিচরে।
লিপিকর কায়স্থ গো ভুজঙ্গ বিকট,
হিংস্র আচরণ-স্রোতে নীতি ভগ্ন-তট।

আচ্ছা। (প্রবেশ করিতে গিয়া দ্বার-কাষ্ঠে মাথা ঠুকিয়া যাওয়ায়) ওঃ! আবার একটা অশুভ লক্ষণ।

ডাকিছে বায়স হোথা,
নাচিতেছে মোর নেত্র বাম,
ভুজঙ্গমে পথ রুদ্ধ
—দেবতারা করুণ কল্যাণ।

আচ্ছা, তবে প্রবেশ করি।

(প্রবেশ)

বিচা।—ইনিই চারুদত্ত?

উন্নত নাসিকা এঁর
সুবিশাল-অপাঙ্গনয়ন।
হতে কি পারেন ইনি
অহেতুক দোষের ভাজন?
নাগ, অশ্ব, গো, মনুষ্যে—যার যে আকৃতি
তারি অনুরূপ সদা হয় গো প্রকৃতি।

চারু।—বিচারপতি মহাশয়ের কল্যাণ হোক্! আপনার কুশল তো?

বিচা।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া) আসুন মহাশয়! বাপু শোধনক! ওঁকে বস্‌তে আসন দাও।

শোধ।—(আসন প্রদান) এই আসন, এইখানে মহাশয় বসুন।

চারু।—(উপবেশন)

শকার।—(সক্রোধে) আরে স্ত্রী-ঘাতক! তুই এসেছিস? বাহবা! কি ন্যায্য ব্যবহার!—কি ধর্ম্ম-সঙ্গত ব্যবহার! এই স্ত্রী-ঘাতককে কি না বস্‌তে আসন দেওয়া হল! (সগর্ব্বে) আচ্ছা, দেও।

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়! এই ঠাকরুণটির কন্যার সঙ্গে আপনার কোন প্রসক্তি, প্রণয় কিম্বা প্রীতি আছে কি?

চারু।—কার কন্যা?

বিচা।—এঁর। (বসন্তসেনার মাতাকে প্রদর্শন)

চারু।—(উঠিয়া) ঠাকরুণ! প্রণাম।

বৃদ্ধা।—যাদু! চিরজীবী হও। (স্বগত) ইনিই কি সেই চারুদত্ত? উপযুক্ত পাত্রেই আমার কন্যা তার যৌবন দান করেছে।

বিচা।—মহাশয়! সেই গণিকা কি আপনার মিত্র?

চারু।—(লজ্জিত)

শকার।—লজ্জা কিম্বা ভয়বশে, মিথ্যাবাদি!
দোষ-কর্ম্ম করিছ গোপন?
বধিয়াছ অর্থলোভে, নৃপের সমীপে গুপ্ত
না রবে কখন॥

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—চারুদত্ত মহাশয়! বলুন, লজ্জা করবেন না—এ হচ্ছে বিচারঘটিত প্রশ্ন।

চারু।—(সলজ্জে) দেখুন বিচারপতি মহাশয়! কেমন করে' এ কথা বল্‌ব যে, গণিকা আমার মিত্র। কিন্তু না, এতে আমি যৌবনেরই দোষে দোষী, চারিত্র্য-দোষে নয়।

বিচা।—

হতেছে বিচারে বিঘ্ন
ত্যজ লজ্জা হৃদিস্থিতা।
কহ সত্য শীঘ্র করি'
ছল গ্রাহ্য নহে হেথা॥

লজ্জা করবেন না, এ হচ্ছে মোকর্দ্দমা-ঘটিত প্রশ্ন।

চারু।—বিচারপতি! কার সঙ্গে আমার মোকর্দ্দমা?

শকার।—(সদর্পে) আমার সঙ্গে।

চারু।—তোমার সঙ্গে মোকর্দ্দমা?—এ কথা যে অসহ্য!

শকার।—ওরে স্ত্রীঘাতক! অমন রত্নভূষিতা

বসন্তসেনাকে বধ করে’ এখন কপটতা করে’ নিজ দোষ ঢাকতে চেষ্টা কর্‌চিস্‌ ?

চারু ।—কি অসম্বন্ধ কথা বল্‌চ ?

বিচা ।—চারুদত্ত-মহাশয়! ও সব থাক্‌। সত্য কথা বলুন, সেই গণিকা আপনার মিত্র কি না ?

চারু ।—হাঁ, মিত্র ।

বিচা ।—আচ্ছা, মহাশয়, বসন্তসেনা এখন কোথায় ?

চারু ।—গৃহে গেছেন ।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ ।—কিরূপে গেলেন ?—কখন্‌ গেলেন ? কার সঙ্গেই বা গেলেন ?

চারু ।—(স্বগত) লুকিয়ে গেছেন, এই কথা কি বল্‌ব ?

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ ।—মহাশয়, উত্তর দিন ।

চারু ।—গৃহে গেছেন—এ ছাড়া আর কি বল্‌তে পারি ?

শকার ।—আমার “পুষ্প-করণ্ডক”-জীর্ণোদ্যানে প্রবেশ করে’ অর্থ লোভে, গলা টিপে তাকে তুই বধ করেছিস—এখন বলচিস কি না, “গৃহে গেছেন ?”

চারু ।—আঃ ! কি অসম্বন্ধ প্রলাপ বল্‌চ ?

“বৃষ্টি-বিনা অন্তরীক্ষে, সিক্ত চাতকের পক্ষ”
মিথ্যা এ যেমন
তেমনি এ মিথ্যাবাক্যে, হেমন্ত পদ্মের মত
ও তব আনন ।

বিচা ।—(জনান্তিকে)

গুরুভার অদ্রি-রাজে পরিমাণ করা,
কায়াহীন অনিলেরে করতলে ধরা,
সাঁতারিয়া সিন্ধুপার—যথা এই সব
চারুদত্তে দোষী করা তথা অসম্ভব ।

(প্রকাশ্যে) চারুদত্ত-মহাশয় এরূপ অকার্য্য কি করে’ কর্‌বেন ? (“উন্নত নাসিকা এঁর” ইত্যাদি পাঠ)

শকার—কি ? পক্ষপাত করে’ বিচার করা হচ্চে ?

বিচা ।—দূর হ মূর্খ !

নীচ হয়ে বেদ-ব্যাখ্যা
জিহ্বা তব না হয় স্খলিত ?
মধ্যাহ্নে দেখিছ সূর্য্য
দৃষ্টি নাহি হয় বিচলিত ?
অনলে দিতেছ হাত
তবু তাহা কেন নাহি হতেছে দহন ?
চারিত্র্য নাশিছ ওঁর
তব দেহ কেন পৃথ্বি না করে হরণ ?

চারুদত্ত-মহাশয় কেমন করে’ এ অকার্য্য করবেন ?

জলের আধার মাত্র করি’ রত্নাকরে
ধন-রত্ন বিতরিল যে গো অকাতরে
কল্যাণ-নিধান সেই মহাত্মা সুজন
কেমনে করিবে এই পাপ আচরণ ?
—না পারে করিতে যাহা কোন শত্রু জন ॥

শকার ।—কি ? পক্ষপাত করে’ বিচার করা হচ্চে ?

বৃদ্ধা ।—ছ্যাখ্‌ হতভাগা ! ওঁর কাছে যে স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা যখন চোরে চুরি করে’ নিয়ে যায়, তখন তিনি তার পরিবর্ত্তে চতুঃ-সমুদ্রের সার বহুমূল্য একটি রত্নমালা দেন—সেই উনি এখন কি না অর্থের লোভে এই অকার্য্য করবেন ?—যাদু বসন্তসেনা। বাছা আমার কোথায় গেলি ? (রোদন)

বিচা ।—চারুদত্ত মহাশয় ! তিনি কি পদব্রজে গিয়েছিলেন—না গাড়ী চড়ে’ ?

চারু ।—না না—আমি স্বচক্ষে দেখি নি, তাই আমি বল্‌তে পারি নে, তিনি পদব্রজে গিয়েছিলেন, কি গাড়ী চড়ে’ গিয়েছিলেন ।

(তাড়াতাড়ি বীরকের প্রবেশ)

পদাঘাত-অপমানে, হইয়াছি চন্দনের
এবে শত্রু ঘোর ।
সেই অপমান-কথা, ভাবি’ মনে কোনমতে
হল নিশি ভোর ॥

আচ্ছা, এখন তবে বিচার-মণ্ডপে যাই । (প্রবেশ করিয়া) বিচারপতি মশায়ের কল্যাণ হোক্‌ ।

বিচা ।—এই যে নগর-রক্ষীদের প্রধান বীরক । বীরক ! তোমার এখানে কি প্রয়োজন ?

বীরক ।—দেখুন, যে আর্য্যক কারাগার থেকে পালিয়েছে, তাকেই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে দেখতে পাওয়া

গেল, একটা গাড়ী যাচ্ছে—গাড়ীটার দরজা বন্ধ। তার পর, সেই গাড়ীর তদন্ত করবার সময়, আমি আমার উপরওয়ালা সর্দ্দার চন্দনকে বল্লেম—"তুই দেখেছিস্ —আমারও দেখতে হবে"। এই কথায় সে আমাকে লাথি মারলে। আমি সমস্ত আপনার কাছে নিবেদন করলেম—এখন আপনি বিচার করুন।

বিচা।—বাপু, তুমি কি জানো,সে গাড়ীটি কার?

বীরক।—গাড়ী চারুদত্ত-মহাশয়ের, বসন্তসেনা আরোহী, পুষ্পকরণ্ডক পোড়ো বাগানে আমোদ-প্রমোদের জন্য তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, গাড়োয়ান এই কথা আমাকে বল্লে।

শকার।—আপনি তো আবার শুনলেন বিচার-পতি-মহাশয়?

বিচা।—

ওগো! এ যে শুভ্র-জ্যোৎস্না
শশাঙ্করে রাহু ফ্যালে গ্রাসি',
ভাঙ্গি পড়ে তটভূমি
ঘোলাইয়া স্বচ্ছ জলরাশি।

দেখ বীরক, পরে তোমার অভিযোগের বিচার করব। আপাততঃ এই বিচারমণ্ডপের দ্বারে যে অশ্ব আছে, তাতে আরোহণ করে' পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে গিয়ে দেখে এসো দিকি, সেখানে কোন মৃত স্ত্রীলোকের শরীর পড়ে' আছে কি না।

বীরক।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান ও পুনঃ প্রবেশ) সেখানে গিয়েছেলাম, দেখলেম বটে, একজন স্ত্রীলোকের মৃত শরীর হিংস্র পশুরা ভক্ষণ করেছে।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—কিরূপে জানলে স্ত্রীলোকের শরীর?

বীরক।—চুল, হাত, পা প্রভৃতি অঙ্গের অবশিষ্ট অংশ যা পড়ে' আছে, তাই দেখে।

বিচা।—ওঃ। বিচারের অনুমানে ও বাস্তবিক ঘটনায় কতটা বৈষম্য!

যতই নিপুণভাবে করি গো বিচার
সংশয়ের জাল হয় ততই বিস্তার।
দণ্ডনীতি এইস্থলে পরিষ্কার—সুসংলগ্ন অতি
পঙ্কগত বৃষ-সম অবসন্ন কিন্তু মোর মতি।

চারু।—(স্বগত)

যেমনি কুসুম কোন উঠে গো ফুটিয়া,
অমনি মধুপকুল আসে গো জুটিয়া।
এমনি গো মানুষের বিপদের কালে
অনর্থ পাইয়া ছিদ্র আসে পালে পালে।

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়!—এখন সত্য কথা বলুন।

চারু।— পর-গুণে দ্বেষ তার দুরাত্মা যে অতি,
রাগান্ধ যে, পরের বিনাশে তার মতি।
জাতি-দোষ-বশে সে গো মিথ্যা যাহা কহে
গ্রাহ্য কি না তাহা—তা কি বিচারের নহে?

অপিচ:—

পুষ্প লাগি কুসুমিত লতাটি হইতে
যে-আমি পারি নে কভু কুসুম তুলিতে
করিব কি সেই আমি তাহারে হনন
অলি-কৃষ্ণ দীর্ঘ কেশে করি আকর্ষণ
—শুনিয়াও তার সেই আকুল ক্রন্দন?

শকার।—ওগো বিচারক মহাশয়! তোমরা কি পক্ষপাত করেই বিচার করবে? এখনো দুরাত্মা চারুদত্তকে আসনে বস্তে দিয়েছ?

বিচা।—বাপু শোধনক! আচ্ছা, উনি যা বলচেন, তাই কর। (শোধনক তথা করণ)

চারু।—বিচারক মহাশয়! সুবিচার করুন, সুবিচার করুন। (আসন হইতে নামিয়া ভূমে উপবেশন)

শকার।—(সহর্ষে নৃত্য করিয়া) হি হি! আমার কৃত পাপ এখন অন্যের ঘাড়ে পড়েছে। এখন যেখানে চারুদত্ত বসেছে, আমি সেইখানে গিয়ে বসি। চারুদত্ত! আমার দিকে তাকাও দিকি। এখন তবে বল না "আমিই বধ করেছি"।

চারু।—দেখুন, বিচারপতি-মহাশয়! ("পরের গুণেতে" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া—নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত)

মৈত্রেয় সুহৃদ্ ওগো! এ কি হল দায়?
দ্বিজ-বংশ প্রিয়ে ওগো! কি কলঙ্ক হায়!
রোহসেন! না দেখিস এ বিপদ মোর?
—বৃথায় রে ক্রীড়ামোদে রয়েছিস্ ভোর॥

যাই হোক, বসন্তসেনার সমাচার জানবার জন্য, আর সোনার খেলনা-গাড়ী গড়তে বসন্তসেনা যে অলঙ্কার দিয়াছিলেন, তা ফেরত দেবার জন্য অনেকক্ষণ হল মৈত্রেয়কে পাঠিয়েছি—এখনো কেন আসচে না?—কেন এত বিলম্ব কচ্চে?

(আভরণ লইয়া মৈত্রেয় বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—চারুদত্ত বসন্তসেনার কাছে আমাকে যেতে বলে' এই কথা বল্লেন "দেখ, মৈত্রেয়! বসন্তসেনা বৎস রোহসেনকে আপনার অলঙ্কারে অলঙ্কৃত করে' তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, এখন তুমি গিয়ে এই অলঙ্কারগুলি তাঁকে ফেরত দিয়ে এসো।" এখন তবে বসন্তসেনার ওখানে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া আকাশে) কি! সঙ্গীতাচার্য্য রেভিল?—ওগো রেভিল! তোমাকে ভাবিত-ভাবিত দেখ্‌চি কেন বল দিকি? (চিন্তা করিয়া) কি বল্‌চ?—প্রিয় সখা চারুদত্ত বিচার-মণ্ডপে আহূত হয়েছেন? তবে দেখ্‌চি, অল্পে কাজ শেষ হবে না। আচ্ছা, পরে বসন্তসেনার ওখানে যাব—এখন বিচার-মণ্ডপেই যাওয়া যাক। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো বিচার-মণ্ডপ, এখন তবে প্রবেশ করি। (প্রবেশ) বিচারপতি মহাশয়ের কল্যাণ হোক! আমার সখা কোথায়?

বিচা।—এই যে এইখানে আছেন।

বিদূ।—সখা! কুশল তো?

চারু।—আপাতত নয়।

বিদূ।—মঙ্গল তো?

চারু।—তাও আপাতত নয়।

বিদূ।—দেখ সখা! তোমাকে ভাবিত-ভাবিত দেখচি কেন? কেনই বা তুমি বিচার-মণ্ডপে আহূত হয়েছ?

চারু।—সখা!

আমি গো নৃশংস অতি,
পরলোক-জ্ঞান নাহি কোনো।
রতি-তুল্য ললনারে
—কি করেছি ওর মুখে শোনো॥

বিদূ।—কি?—কি?—কি করেছ?

চারু।—(কর্ণে) এইরূপ।

বিদূ।—এ কথা কে বল্লে?

চারু।—(ইঙ্গিতে শকারকে দেখাইয়া) না না, ও বেচারা এর মূল কারণ নয়—দৈবই বিরোধী হয়ে আমার প্রতি এই দোষারোপ করেচেন।

বিদূ।—(জনান্তিকে) এ কথা কেন বল্লে না, "তিনি গৃহে গেছেন?"

চারু।—বলেছিলেম, কিন্তু অবস্থা-দোষে তা গ্রাহ্য হল না।

বিদূ।—দেখুন মহাশয়রা! যিনি পুর-গৃহ, মঠ, উদ্যান, দেবালয়, পুষ্করিণী, কূপ, যজ্ঞস্তম্ভ দ্বারা উজ্জয়িনী-নগরীকে অলঙ্কৃত করেছেন, তিনি দরিদ্র হয়ে অর্থের লোভে কি না এখন এই অকার্য্য করবেন? ওরে কুলটা-পুত্র রাজ-শ্যালক, সংস্থানক! উচ্ছৃঙ্খল দোষ-ভাণ্ড—সুবর্ণ-মণ্ডিত মর্কট! বল্ বল্ —আমার সাম্‌নে একবার বল্। যে সখা আমার ফুল তোল্‌বার জন্য মাধবী লতাটিকেও ধরে' টানেন না, পাছে তার পাতা ছিঁড়ে যায়, তিনি কেমন করে' উভয়-লোক-বিরুদ্ধ এই অকার্য্য করবেন? রোস্ কুটনী-পুত্র, রোস্—তোর হৃদয়ের মত বাঁকা এই লাঠিটা দিয়ে তোর মাথাটা গুঁড়ো করে' ফেলি।

শকার।—(সক্রোধে) মহাশয়রা শুনুন, চারুদত্তের সঙ্গেই আমার বিবাদ, কিম্বা তার নামেই আমার নালিশ—এই কাকপদ-মস্তক দুষ্ট বাম্‌না ব্যাটা আমার মাথা গুঁড়ো করবার কে বলুন দিকি? —ওরে দাসী-পুত্র দুষ্ট বিট্‌লে বামন—তা তুই পারবি বলে' মনেও করিস্ নে।

বিদূ।—(লাঠি উঠাইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে কথন)

শকার।—(সক্রোধে উঠিয়া বিদূষককে প্রহার)

বিদূ।—(প্রতি-প্রহার—পরস্পরে মারামারি—বিদূষকের বগল হইতে আভরণগুলি পতন)

শকার।—(সেইগুলি লইয়া দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া) দেখুন মহাশয়রা, দেখুন, সেই স্ত্রীলোক বেচারীর এই অলঙ্কার। এই অর্থের লোভেই স্ত্রীলোকটিকে এ বধ করেছে।

(বিচারকেরা অধোমুখে অবস্থান)

চারু।—(জনান্তিকে)

এ হেন বিষমকালে, দেখিলা এ অলঙ্কার
বিচারকগণ।
হইয়া পতিত ভূমে পাতিত করে বা মোরে
এই আভরণ॥

বিদূ।—ওগো! প্রকৃত কথাটা কেন বল্‌চ না?

চারু।—সখা! দুর্ব্বল নৃপতি-নেত্র
সত্যরে না করে নিরীক্ষণ।
যদি বলি মারি নাই
কাতরতা হবে প্রদর্শন।

অথচ অশ্লাঘ্য মৃত্যু
কভু নাহি হবে নিবারণ ॥

বিচা।—হায় হায়! কি কষ্ট!

একে তো মঙ্গল বাম
তাহে পুন ক্ষীণ বৃহস্পতি,
আবার উঠিল পার্শ্বে
ধূম-কেতু ভয়ঙ্কর অতি।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—(দেখিয়া বসন্তসেনার মাতার প্রতি) ঠাকরুণ! ভাল করে' ঠাউরে দেখে বল দিকি, এই অলঙ্কারগুলি বসন্তসেনার কি না?

বৃদ্ধা।—(দেখিয়া) তার মতন বটে, কিন্তু তা নয়।

শকার।—আরে বৃদ্ধ কুটিনি! মুখে না বল্‌চিস্ বটে, কিন্তু তোর চোখে যে হাঁ বল্‌চে।

বৃদ্ধা।—দূর হ অপ্‌পেয়ে!

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—খুব সাবধানে বল, এই সেই অলঙ্কার কি না।

বৃদ্ধা।—মহাশয়! এর শিল্প-কারিগুরিতে চোখে কেমন ধাঁধা লাগ্‌চে। না—এ সে অলঙ্কার নয়।

সভা।—এই আভরণগুলি কি চেন?

বৃদ্ধা।—বল্লেম তো চিন্‌তে পারচিনে। আবার, একেবারে চিনিনে, এ কথাও বল্‌তে পারিনে।—বোধ হয়, কোন কারিগর ঠিক তার মত করে' তৈরি করেছে।

বিচা।—দেখ শ্রেষ্ঠী!

বস্তু ভিন্ন হইলেও, সুসদৃশ হওয়া কিছু
নহে অসম্ভব,
একটির অনুরূপ, ভূষণ গঠন করে
শিল্পী যত সব।
—হস্তের নৈপুণ্য-গুণে, সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ মোরা
করি অনুভব॥

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—এগুলি কি চারুদত্ত-মহাশয়ের?

চারু।—না না—আমার নয়।

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—তবে কার?

চারু।—এই ঠাকরুণটির কন্যার!

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—কি করে' এগুলি তাঁর অঙ্গচ্যুত হল?

চারু।—এইরূপে হয়েছিল—আসল কথাটা এই—

শ্রেষ্ঠী, কায়স্থ।—চারুদত্ত মহাশয়! সত্য কথা বলুন।—দেখুন:—

সত্যে হয় সুখলাভ, পাতকী হয় না কভু
সত্যবাদী জন।
দু-অক্ষর হইলেও, সত্যেরে অসত্য দিয়া
করো না গোপন॥

চারু।—এ আভরণগুলি কোন্ আভরণ, তা আমি জানিনে—কিন্তু আমার গৃহ হতে আনা হয়েছে, এই মাত্র জানি।

শকার।—আমার উদ্যানে প্রবেশ করে' বসন্তসেনাকে হত্যা করে' অলঙ্কারগুলি তুই হস্তগত কর্‌লি—এখন আবার ভাঁড়াচ্চিস্?

বিচা।—চারুদত্ত মহাশয়! সত্য বলুন, নতুবা:—

দেখুন ভাবিয়া মনে, হইবে গো আপনার
কি দারুণ দশা।
আমাদের ইচ্ছামতে, পড়িবে কোমল গাত্রে
সুকর্কশ কশা।

চারু।—নিষ্পাপ কুলেতে আমি, করিয়াছি জনম গ্রহণ
—কোন পাপ নাহি মোর মনে।
তথাপি করেন যদি অনুমান—আমি পাপী জন,
—কি হবে নিষ্পাপ জীবনে?

(স্বগত) বসন্তসেনার বিরহে আমার জীবনেই বা প্রয়োজন কি?

(প্রকাশ্যে) দেখুন, কি আর অধিক বল্‌ব:—

আমি গো নৃশংস অতি,
পর-লোক-জ্ঞান নাহি কোনো।
রতি-তুল্য ললনারে
কি করেছি ওরি মুখে শোনো॥

শকার।—আবার কি কর্‌বি—হত্যা করিছিস! তুই নিজ মুখেই বল্ না "হাঁ, আমি হত্যা করিছি"।

চারু।—তুমিই তো তা বলেছ—আর কি প্রয়োজন?

শকার।—শুনুন ধর্ম্মাবতার! ওই হত্যা করেছে। এখন তো সমস্ত সংশয় দূর হল? এখন তবে দরিদ্র চারুদত্তের প্রতি শারীরিক দণ্ডের বিধান হোক্।

বিচা।—শোধনক! রাষ্ট্রীয় যা বল্‌চেন, তাই কর। দেখ রাজপুরুষগণ! এই চারুদত্তকে ধৃত কর।

রাজ-পুরুষগণ ।—(তথা করণ)

বৃদ্ধা ।—ক্ষান্ত হোন্ ধর্ম্মাবতার—ক্ষান্ত হোন্! ওঁর কাছে যে স্বর্ণ-অলঙ্কারগুলি গচ্ছিত রাখা হয়েছিল, তা যখন চোরে চুরি করে' নিয়ে যায়, উনি তার পরিবর্ত্তে চতুঃসাগরের সার একটি বহুমূল্য রত্নমালা দেন ;- সেই উনি এখন কি না অর্থের লোভে এই অকার্য্য করবেন ? আচ্ছা, সত্যই যদি উনি আমার কন্যাকে হত্যা করে' থাকেন, তা নয় করেছেন—কিন্তু আমার এই বাছাটি বেঁচে থাকুক। তা ছাড়া, বাদী প্রতিবাদী নিয়েই বিচার। এ স্থলে আমিই বাদী। আমার কোন নালিশ নেই, অতএব ওঁকে ছেড়ে দিন।

শকার ।—দূর হ গর্ভদাসী! ওর সঙ্গে তোর সম্পর্ক কি ? তুই যা।

বিচা ।—ঠাকরণ, আপনি যান। রাজপুরুষগণ! ওকে বাহিরে নিয়ে যাও।

বৃদ্ধা ।—যাদু রে আমার !—বাছা রে আমার !

[কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান।

শকার ।—(স্বগত) এইবার আমার মনের মত কাজ হয়েছে—এখন আমি যাই।

[প্রস্থান।

:বিচা ।—চারুদত্ত-মহাশয়! দেখুন, দোষী নির্দ্দোষ অবধারণ করা আমাদের কার্য্য—শেষে রাজা আছেন। তথাপি শোধনক! তুমি রাজা পালককে এই কথা নিবেদন কর :—

ইনিই পাতকী বিপ্র, "বিপ্র কিন্তু নহে বধ্য"
—মনুর বচন।
—অক্ষত বিভব-সহ, রাজ্য হতে এঁর শুধু
দণ্ড নির্ব্বাসন॥

শোধ ।—যে আজ্ঞে।—

(প্রস্থান করিয়া সাশ্রুলোচনে পুনঃ প্রবেশ)

ধর্ম্মাবতার! আমি সেখানে গিয়েছিলেম। রাজা পালক বল্লেন, যে হেতু অর্থলোভে বসন্তসেনাকে হত্যা করেছে, অতএব সেই আভরণাদি তার গলায় বেঁধে, ঢ্যাঁড়রা পিটিয়ে দক্ষিণ-শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তাকে শূলে চড়ানো হোক্। যে কেউ এইরূপ অকার্য্য করবে, তারই এইরূপ অপমান-জনক দণ্ড হবে।

চারু ।—ওঃ! রাজা পালক কি অবিচারী! কি অবিবেচক! অথবা :—

বিচারের হুতাশনে, এইরূপে ফ্যালে নৃপে
তাঁর মন্ত্রিগণ।
পড়ি' সে অনল-মাঝে, শোচনীয় দশা তাঁর
ঘটে বিলক্ষণ॥

অপিচ :—

এইরূপে নরপতি, অবিচারী শ্বেত-কাক
মন্ত্রীর বচনে,
বধিয়াছে বধিতেছে, সহস্র নিরপরাধী
অভিযুক্ত জনে॥

সখা মৈত্রেয়! যাও, আমার নাম করে' তুমি আমার মাকে অন্তিম কালের প্রণাম দিয়ে এসো—আর ছাখো, আমার পুত্র রোহসেনকে তুমিই প্রতিপালন করো।

বিদূ ।—মূল ছিন্ন হলে বৃক্ষের পালন আর কি করে' হবে বল ?

চারু ।—ও কথা বোলো না।

লোকান্তরে যে মনুষ্য করে অপস্মৃতি
পুত্রই জানিবে তার দেহ-প্রতিকৃতি।
আমা সনে তোমার যে স্নেহের বন্ধন
রোহসেনে সেই স্নেহ করিও অর্পণ।

বিদূ ।—দেখ সখা! আমি তোমার প্রিয় বয়স্য হয়ে তোমার বিরহে কি করে' প্রাণ ধারণ করব ?

চারু ।—ভাল, একবার রোহসেনকে এনে আমাকে দেখাও।

বিদূ ।—হাঁ, এ কথা সঙ্গত।

বিচা ।—বাপু শোধনক! এই ব্রাহ্মণকে এখান থেকে বিদায় করে' দেও। (শোধনকের তথাকরণ)

বিচা ।—ওরে! কে আছিস এখানে ? চণ্ডাল-দের রাজাজ্ঞা জানিয়ে দে।

[চারুদত্তকে পরিত্যাগ করিয়া সকল
রাজপুরুষদিগের প্রস্থান।

শোধ ।—এই দিক্ দিয়ে আসুন মহাশয়!

চারু ।—দেখ মৈত্রেয় ("মৈত্রেয় সুহৃদ ওগো" ইত্যাদি পাঠ—আকাশে)

বিষ, জল, তুলা, অগ্নি এ সব পরীক্ষা দিতে
চাহিনু তখন,

উত্তীর্ণ না হলে তবে, আমারে উচিত ছিল
কর্কচে অর্পণ।
রিপুর বচনে যদি, প্রাণদণ্ড দিয়া বিপ্রে
করহ নিগ্রহ
তা হ'লে পতিত হবে, ঘোর নরকের মাঝে
পুত্রপৌত্রসহ।

চল আমি যাচ্ছি।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বিচার নামক নবম অঙ্ক।

দশম অঙ্ক

দৃশ্য—দক্ষিণ-শ্মশানের পথ

(দুই জন চণ্ডালের সহিত চারুদত্তের প্রবেশ)

উভয়।—জান না তোমরা সবে, এই পথ দিয়া কেন
মোদের গমন?
—নববধ্য জনে মোরা, বাঁধিয়া লইয়া যেতে
পটু বিলক্ষণ।
অবিলম্বে কাটি মাথা, সুকৌশলে করি বধ্যে
শূলে আরোপণ॥

মহাশয়রা সরে' যান! সরে' যান! ইনি চারুদত্ত মহাশয়।

বধ্যে ধৃত করি মোরা
—সাজাই গো করবী-মালায়।
স্বল্প-তৈল দীপ-সম
অল্পে অল্পে তারা ক্ষয় পায়॥

চারু।—(সবিষাদে)
নয়ন-সলিলে সিক্ত, রকত চন্দনে লিপ্ত
ধূলিজালে রুক্ষ শুষ্ক দেহটি আমার।
ওই গো বায়স শাখে, কর্কশ স্বরে ডাকে,
ভাবে মোরে তাহাদের বলির আহার।

চণ্ডালদ্বয়।—সরে' যান মহাশয়রা, সরে' যান্!
কি ছাখো সজ্জন সবে? এঁর শিরশ্ছেদ হবে
এই কাল-পরশুর ঘায়।
শুন শুন সবে শুন, ইনি গো সজ্জন-দ্রুম
সুজন-পাখীরা বসে যায়॥

চল চারুদত্ত, চল!

চারু।—হায়! পুরুষ-ভাগ্যে কত অচিন্তনীয় ঘটনাই উপস্থিত হয়! আমার শেষে কি না এই দশা হল?

সর্ব্বগাত্রে মাখায়েছে রকত-চন্দন,
তিল-তণ্ডুলাদি পিষি' দিয়াছে লেপন,
কুঙ্কুমাদি-চূর্ণ গায়ে করি' বিকিরণ
মানুষেরে সাজায়েছে পশুর মতন।

(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) কত রকমের মানুষই দেখা যায়—মানুষের মধ্যে কতই তারতম্য! (করুণ-ভাবে)

এই নাগরিক-গুলি, এ দারুণ দশা মোর
করি' নিরীক্ষণ
বলে, "এ কি! ধিক্ ধিক্! নর-প্রতি পশুবৎ
করে আচরণ?"
না পারি' রক্ষিতে মোরে, অশ্রুজলে ভাসি'
আশীর্ব্বাদ করে—বলে' "হও স্বর্গবাসী।"

চণ্ডালদ্বয়।—সরে' যান মহাশয়রা, সরে' যান—দেখছেন কি?

ইন্দ্রধ্বজ-বিসর্জ্জন,
গোপ্রসব, তারা সংক্রমণ,
সুজনের প্রাণবধ
—এ চারিটি নিষিদ্ধ দর্শন।

একজন চণ্ডাল।—ওরে আহীও! ছাথ্! ছাথ্
নগরী-প্রধান যে গো, কৃতান্ত-আদেশে তার
যাবে প্রাণ আজ।
আকাশ তাই কি কাঁদে?—তাই কি গো
বিনা-মেঘে ভূমে পড়ে বাজ?

দ্বিতীয় চণ্ডাল।—ওরে গুহ!
কাঁদে না আকাশ কিম্বা বিনা-মেঘে বজ্র এবে
না হয় পতন।
মেঘের অঙ্গনা যত, তারা শুধু অশ্রুধারা
করে বরিষণ॥

অপিচ :—
বধ্যে যাইতেছে লয়ে
—নিরখিয়া কাঁদিছে সকলি।
নেত্রজলে সিক্ত পথ
—তাই দেখ নাহি উঠে ধূলি॥

চারু।—(নিরীক্ষণ করিয়া করুণভাবে)

হর্ম্ম্যস্থিত ওই সব কুলনারীগণ,
মুখার্দ্ধ গবাক্ষ হতে করিয়া বাহির,
"হায় হায় চারুদত্ত" করি' সম্ভাষণ
বিসর্জ্জিছে অনর্গল নয়নের নীর।

চণ্ডালদ্বয়।—চল্ রে চারুদত্ত, চল্—এই ঘোষণার স্থান। ওরে ঢ্যাঁড়রা পিটিয়ে হুকুমটা সবাইকে শুনিয়ে দে।

উভয়।—শুনুন মহাশয়রা, শুনুন! ইনি বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বিনয়-দত্তের পৌত্র, সাগর দত্তের পুত্র—অকার্য্যকারী শ্রীযুক্ত চারুদত্ত অর্থলোভে শূন্য পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে প্রবেশ করে' গণিকা বসন্তসেনাকে গলা টিপে হত্যা করেছেন, এঁকে মালসহ ধৃত করা হয়েছে, নিজেও স্বীকার করেছেন, তাই রাজা পালক এঁর প্রাণদণ্ড আজ্ঞা করেছেন। যদি অপর কেহ এইরূপ উভয়-লোক-বিরুদ্ধ অকার্য্য করে, তা হলে রাজা পালক তাকেও এইরূপ শাস্তি দেবেন।

চারু।—(হতাশভাবে স্বগত)

পূর্ব্বে এই কুল মোর, শত যজ্ঞে ছিল পূর্ণ
যজ্ঞের সভায়।
লোকাকীর্ণ পূজা-স্থান, হইত ধ্বনিত কিবা
ব্রহ্ম-ঘোষণায়।
এবে এ ঘোষণা-স্থানে, নীচ লোকে ঘোষে মোর
বংশাবলী হায়!

(ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া, হস্তের দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) হা! প্রিয়ে বসন্তসেনা!

বিমল জোছনা-সম, শুভ্র দন্ত ছিল তব
ওষ্ঠাধর আহা কিবা, যেন গো পল্লব নব।
পিইয়া সে মুখ-মধু অমৃত সমান
কেমনে অযশ-বিষ করি এবে পান?

উভয়।—সরে' যান্ মহাশয়রা, সরে' যান্।

ইনি গুণরত্ন-নিধি
—অঙ্গ নহে স্বর্ণে ভূষিত।
স্বজনের দুঃখার্ণবে
সেতুরূপে ছিলা অবস্থিত।
নগর হইতে আজি
হতেছেন ত্বাথো অপনীত॥

তা ছাড়া :—সুযৌবন-তরে শুধু চিন্তাকুল সবে
বিপন্নের উপকারী দুর্ল্লভ এ ভবে।

চারু।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

এ সব বয়স্য মোর, বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকি'
দূরে চলে' যায়,
উদাসীন পর যে গো, সেও তব বন্ধু হয়
সুখের দশায়,
কিন্তু দুরবস্থা হ'লে, এই সংসার-মাঝে
মিত্র পাওয়া দায়।

চণ্ডালদ্বয়।—সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে—এখন রাজপথ নির্জ্জন—এইবার এঁকে বধ্য-চিহ্ন দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক্।

চারু।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া "মৈত্রেয় সুহৃদ্ ওগো" ইত্যাদি পাঠ)

নেপথ্যে।—হা তাত!—হা প্রিয়সখা!

চারু।—(শুনিয়া সকরুণভাবে) বাপু! স্বজাতির মধ্যে তোমরা অতি ভাল লোক, তোমাদের কাছে আমি একটি ভিক্ষা চাই।

চণ্ডালদ্বয়।—কি, ব্রাহ্মণ হয়ে আমাদের কাছে ভিক্ষা?

চারু।—শিব শিব! তোমরা কি চণ্ডাল? যে দুরাচার রাজা পালক সত্য মিথ্যা কিছুই পরীক্ষা করলে না, সেই চণ্ডাল। তার পরলোকার্থেই আমি পুত্রমুখ দর্শনের প্রার্থনা করচি।

চণ্ডালদ্বয়।—আচ্ছা, তুমি পুত্রের মুখ দর্শন কর।

নেপথ্যে।—হা তাত! হা পিতঃ!

চারু।—(শুনিয়া করুণভাবে) শোনো বাপু! তোমরা আমাকে এই ভিক্ষাটি দাও।

চণ্ডালদ্বয়।—ওরে! তোরা সব পথ ছেড়ে দে! চারুদত্ত পুত্রকে দেখতে চান। এই দিক দিয়ে মহাশয়, এই দিক দিয়ে। ওরে বালক! এই দিকে আয়।

(চারুদত্তের পুত্রকে লইয়া মৈত্রেয় বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—শীঘ্র আয় রে বাবা, শীঘ্র আয়! দ্যাখ্, তোর পিতাকে বধ করতে নিয়ে যাচ্চে।

বালক।—হা তাত! হা পিতঃ!

বিদূ।—হা! প্রিয়সখা! কোথায় তুমি!

চারু।—(পুত্র ও মিত্রকে দেখিয়া) হা পুত্র! হা মৈত্রেয়! (করুণভাবে) ওঃ! কি কষ্ট!

পরলোকে তৃষ্ণাতুর
আমি যে গো রব চিরক্ষণ,
ও ক্ষুদ্র হাতের জলে
না হইবে তৃষ্ণা নিবারণ।

এখন আমি পুত্রকে কি দিয়ে যাই! (আপনাকে অবলোকন করিয়া যজ্ঞোপবীত দর্শন) হাঁ, এটিও তো আমার আছে।

ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র,
মুক্তাহীন অস্বর্ণ-ভূষণ
যার দ্বারা পিতৃগণে
পূজাভাগ করি গো অর্পণ।

(পুত্রকে যজ্ঞোপবীত দান)

প্রথম চণ্ডাল।—চারুদত্ত, এখন তবে চল।

দ্বিতীয়।—ওরে, তুই চারুদত্ত-মশায় না বলে' শুধু চারুদত্ত বলে' ডাক্‌চিস্! ওরে দ্যাখ!

অভ্যুদয় অবসানে নিয়তি সতত
উদ্দাম হস্তিনী সম চলে স্বেচ্ছামত।

তা ছাড়া:—মিথ্যা অপবাদ যার, উচিত নহে কি তাঁর
পদে নমস্কার?
রাহুগ্রস্ত শশধর, নহে কি গো বন্দনীয়
মান্য সবাকার?

বালক।—ওরে চণ্ডাল! আমার বাবাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস্?

চারু।—বৎস!
কণ্ঠেতে ধারণ করি' করবীর মালা,
স্কন্ধদেশে শূল আর হৃদে শোক-জ্বালা,
বধ্য-স্থানে যজ্ঞ-ছাগ যায় গো যেমন
তেমনি চণ্ডাল-পিছে করি গো গমন।

চণ্ডাল।—ওগো ছেলেটি!

চণ্ডাল আমরা নই, যদিও চণ্ডাল-কুলে
মোদের জনম।
যে করে গো সাধুজনে অপমান, সেই জেনো
চণ্ডাল অধম॥

বালক।—তবে কেন মার্‌চ বাবাকে?

চণ্ডাল।—বাছা, এ বিষয়ে রাজাজ্ঞাই অপরাধী, আমরা নই।

বালক।—আমাকে তোমরা বধ কর, বাবাকে ছেড়ে দেও।

চণ্ডাল।—বাছা! চিরজীবী হও।

চারু।—(সাশ্রুলোচনে পুত্রের গলা জড়াইয়া ধরিয়া)

কি দরিদ্র কিবা ধনী
সবারি এ সরবস্ব-ধন,
চন্দন উশীর বিনা
সুশীতল হৃদয়-লেপন।

("কণ্ঠেতে ধারণ করি' করবীর মালা" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পঠন; পরে অবলোকন করিয়া স্বগত) "এ সব বয়স্য মোর বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকি" ইত্যাদি।

বিদূ।—শোন বাপু! তোমরা প্রিয়সখা চারুদত্তকে ছেড়ে দেও—আমাকে বধ কর।

চারু।—শিব শিব! (দেখিয়া স্বগত) আজ জান্‌লেম ("উদাসীন পর যে গো" ইত্যাদি)—(প্রকাশ্যে) "হর্ম্যস্থিত এই সব কুলনারীগণ" ইত্যাদি।

চণ্ডাল।—সরে' যান্ মহাশয়েরা, সরে' যান।

দেখ কি তোমরা?—ইনি পুরুষ সজ্জন
—অপবাদ-বশে এঁর যায় গো জীবন,
—ছিন্ন-রজ্জু স্বর্ণ-কুম্ভ কূপে নিমজ্জন।

চারু। "বিমল জোছনা সম" ইত্যাদি।

অপর চণ্ডাল। ওরে! পুনর্ব্বার ঘোষণা করে' দে।

চারু।—
ঘটিয়াছে কি দুর্দ্দশা—বিপদ মহান্
যার ফলে প্রাণ মোর হয় অবসান।
"আমি বধিয়াছি তারে"—শুনি এ ঘোষণা
আরো হয় হৃদে মোর দারুণ যাতনা।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—প্রাসাদ

প্রাসাদের উপর শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থাবরক আসীন।

স্থা।—(ঘোষণা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে) কি? নির্দ্দোষ চারুদত্তের প্রাণদণ্ড হচ্চে? হায়!

আমি এখন নিরুপায়—প্রভু আমাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। আচ্ছা, আমি খুব চেঁচিয়ে বলি—যাতে সবাই শুনতে পায়:—শুনুন মহাশয়রা, শুনুন! আমি এই পাপী ভুলক্রমে গাড়ী বদল করে" পুষ্পকরণ্ডক উদ্যানে বসন্তসেনাকে নিয়ে গিয়েছিলেম, তার পর আমার প্রভু তাঁকে বল্লেন "তুই আমাকে চাস্‌নে?"—এই বলে' গলা টিপে তাঁকে মেরে ফেল্লেন। আমার প্রভুই মেরেছেন—উনি মারেন নি। হায়! দূর বলে' আমার কথা কেউ শুন্‌তে পেলে না। এখন তবে কি করি? নীচে কি লাফিয়ে পড়ব? যদি নীচে একবার পড়তে পারি, তা হলে চারুদত্তের প্রাণটা বেঁচে যায়। আচ্ছা, এই ছাদের উপরকার ঘরে যে ভাঙ্গা জান্‌লা আছে, সেই জান্‌লা দিয়ে নীচে পড়ে' যাই। বরং আমি মরি, সেও ভাল, তবু সাধু সজ্জনের যিনি আশ্রয়, সেই চারুদত্ত-মহাশয়ের প্রাণটা যেন না যায়। এই রকমে যদি আমার মৃত্যুও হয়, তবু আমার তাতে স্বর্গলাভ হবে। (নীচে পতন) কি আশ্চর্য্য! আমি তো মলেম না—আমার পায়ের বেড়িটা শুধু ভেঙ্গে গেল। চণ্ডালদের ঘোষণা-শব্দ যেখান থেকে আস্‌চে, এখন তবে সেই দিক্ পানে যাই। ওরে চণ্ডালেরা! সর্‌ সর্‌, পথ ছেড়ে দে।

চণ্ডালদ্বয়।—ওরে, কে তুই? কেন পথ ছাড়তে বল্‌চিস্?

দাস।—কেন, বলি, শোন্।—(পূর্ব্বোক্ত সমস্ত ঘটনা বর্ণন)

চারু।—এ কি?

কাল-পাশে বদ্ধ আমি, এ সময়ে না জানি কে
হল উপনীত।
অবৃষ্টিতে নষ্ট-প্রায় শস্য-পরে দ্রোণ মেঘ
যেন সমুদিত॥

ওগো! তোমরা সব শুন্‌লে?

ডরি না মরণে আমি
শুধু ডরি কলঙ্কাপমান।
নির্দ্দোষী আমার মৃত্যু
হবে পুত্র-জনম-সমান॥

তা ছাড়া:—

করি নাই তার প্রতি শত্রু ব্যবহার,
ক্ষুদ্র সে গো নীচাশয়, অল্প বুদ্ধি তার।
নিজে দোষী হয়ে, তার বিষমাখা শরে
এ মোর বিমল যশ কলুষিত করে।

চণ্ডালদ্বয়।—স্থাবরক! তুই কি সত্যি কথা বল্‌চিস্?

দাস।—সত্য বল্‌চি। পাছে আমি কাউকে এ কথা বলে' দি, এই ভয়ে প্রাসাদের উপরকার ঘরে পায়ে বেড়ি দিয়ে আমাকে বেঁধে রেখে দিয়েছিল।

দৃশ্য—প্রাসাদ

(শকারের প্রবেশ)

শকার।—(সহর্ষে)

মাংস, তিক্ত, অম্ল, শাক,
সূপ, মৎস্য, অন্ন গূঢ়োদন
বসিয়া আপন গৃহে
কিবা সুখে করিনু ভোজন।

(কাণ পাতিয়া শ্রবণ) ভাঙ্গা-কাঁসার খন্‌খনে আওয়াজের মত চণ্ডালদের গলার স্বর শোনা যাচ্চে না?—আবার ঢ্যাঁড্‌রা পেটার শব্দ শোনা যাচ্চে।—তবে নিশ্চয়ই দরিদ্র চারুদত্তকে বধ্যস্থানে নিয়ে যাচ্চে। এখন তবে দেখি। শত্রুর মরণ দেখতে আমার বড় ভাল লাগে! শুনেছি নাকি, যে শত্রুর মরণ দেখে, তার জন্মান্তরে চক্ষুরোগ হয় না। পদ্মের ডাঁটার মধ্যে কীট যেমন ঢুকে কোন রকম করে' একটা পথ খুঁজে বের করে, আমিও তেমনি কোন প্রকার উপায়ে চারুদত্তের মরণ ঘটিয়েছি—এখন ছাদের উপর উঠে আমার নিজের বাহাদুরির ফল স্বচক্ষে দেখা যাক্। (তথা করিয়া দর্শন) হি হি হি! এই দরিদ্র চারুদত্তকে বধ করতে নিয়ে যাবার সময় এত লোকের সমারোহ? আমার মত বড় লোককে নিয়ে যেতে হলে না জানি কি করে। (দেখিয়া) কেমন নূতন বলদের মত সাজিয়ে ওকে দক্ষিণ-মশানে নিয়ে যাচ্চে। ভাল, কেন এরা ঘোষণা কর্‌তে কর্‌তে আমার প্রাসাদের কাছে এসে থাম্‌ল? (দেখিয়া) এ কি! দাস স্থাবরকও যে এখানে নেই। এখান থেকে চলে' গিয়ে সে ব্যাটা গুপ্ত কথা

সব প্রকাশ করে’ দেয় নি তো ?—এখন সন্ধান করে’ দেখি, সে ব্যাটা কোথায় গেছে।

(নীচে নামিয়া নিকটে অগ্রসর)

দাস।—(দেখিয়া) ওগো কর্ত্তারা! ঐ উনি এসেছেন।

চণ্ডালদ্বয়।—ওগো পৌরজন!

সরে’ যাও—ছাড়ো পথ,
মৌন হয়ে থাকো রুধি’ দ্বার,
দুষ্টামির শিং নিয়ে
ওই দেখ আসে দুষ্ট ষাঁড়।

শকার।—ওরে! পথ ছেড়ে দে। ওরে বাছা দাস স্থাবরক! আয় রে, আমরা যাই।

দাস।—আরে নীচ ইতর কোথাকারে! বসন্তসেনাকে মেরে সন্তুষ্ট নোস্—আবার এই বন্ধুজনের কল্পতরু চারুদত্ত মহাশয়কে মারবার চেষ্টায় আছিস ?

শকার।—আমি রত্ন-কুম্ভের মত মহাত্মা লোক, আমি কখন স্ত্রী-হত্যা করি নে।

সকলে।—কি আশ্চর্য্য! তুই-ই মেরেছিস—চারুদত্ত কখন মারে নি।

শকার।—এ কথা কে বল্লে ?

সকলে।—(দাসকে দেখাইয়া) ঐ সাধু লোকটি।

শকার।—(মুখ ঢাকিয়া) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কেন আমি ওকে ভাল করে’ বেঁধে রাখলেম না ? ঐ তো আমার অকার্য্যের সাক্ষী। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এইরূপ বলা যাক্ (প্রকাশ্যে) দেখুন মহাশয়রা, ওর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কি আশ্চর্য্য! এই দাস ব্যাটা আমার সুবর্ণ চুরি করায় আমি ওকে ধরে মেরেছিলেম, আর বন্ধ করে’ রেখেছিলেম—তাই ও শক্রতা করে’ যা এখন বল্‌চে, তা কি কখন সত্য হতে পারে ? (আড়ালে দাসকে স্বর্ণ-বলয় প্রদান করিয়া চুপি চুপি) শোন্ বাছা স্থাবরক দাস! এই নে—এখন মিথ্যে করে’ বল।

দাস।—(লইয়া) কর্ত্তারা সব দেখুন দেখুন! কি আশ্চর্য্য! আমাকে আবার সুবর্ণের লোভ দেখাচ্চে।

শকার।—(স্বর্ণ-বলয় ছিনিয়া লইয়া) এই সেই সুবর্ণ—যার দরুণ ওকে আমি কয়েদ করে’ রেখেছিলেম। (সক্রোধে) ও আমার সুবর্ণভাণ্ডারের রক্ষক ছিল; তার পর, ও চুরি করায় ওকে ধরে’ আমি খুব প্রহার করি—যদি বিশ্বাস না হয়, ওর পিঠটা একবার দেখুন!

চণ্ডালদ্বয়।—(দেখিয়া) এ উত্তম কথা। রাগ হলে লোকে আবল তাবল কত কথাই না বলে।

দাস।—কি আশ্চর্য্য! এইরূপই ভৃত্যের দশা, সত্য বল্লেও কেউ বিশ্বাস করে না। (করুণভাবে) চারুদত্ত মহাশয়! আমার যা সাধ্য আমি করলেম। (পদতলে পতন)

চারু।—(করুণভাবে)

ওঠো ওঠো, আহা তুমি বিপন্ন সাধুর প্রতি
কতই সদয়।
নিঃস্বার্থ বান্ধব ওগো! ধর্ম্মশীল! কোথা হতে
সহসা উদয় ?
মম প্রাণ রক্ষা তরে, করিলে কতই যত্ন,
তবু দৈব বাম।
আর কি করিবে বল, কি না করিয়াছ তুমি
বাঁচাইতে প্রাণ ॥

চণ্ডালদ্বয়।—দেখুন মহাশয়! দাস ব্যাটাকে মেরে বার করে’ দিন।

শকার।—(বাহির করিয়া দিয়া) ওরে চণ্ডাল। বিলম্ব করচিস্ কেন ? বধ কর না ওকে।

চণ্ডালদ্বয়।—যদি এতই তাড়া থাকে তো তুমি নিজেই মার না।

রোহ।—ওরে চণ্ডাল! মারিস নে, ছেড়ে দে বাবাকে।

শকার।—ওরে! ওকেও মার্—ওর সঙ্গে ছেলেটাকেও মার্।

চারু।—মূর্খের অসাধ্য কিছুই নেই, বাছা তোর মায়ের কাছে যা।

রোহ।—আমি গিয়ে তার পর কি করব ?

চারু।—

মাতারে লইয়া সাথে, অদ্যই আশ্রমে তুই
কর্ রে প্রস্থান।
পিতৃ-অপরাধ-তরে, কি জানি গো তোরও যদি
যায় রে পরাণ ॥

দেখ সখা, তুমি তবে একে নিয়ে যাও।

বিদূ।—দেখ সখা, তুমি কি তবে মনে কর, তোমাকে ছেড়ে আমি প্রাণ ধারণ করব ?

চারু।—সখা! তোমার স্বাধীন জীবন, তোমার প্রাণ ত্যাগ করা উচিত নয়।

বিদূ।—(স্বগত) উচিত নয় বটে, কিন্তু আমি প্রিয়সখাকে ছেড়ে যে বাঁচতে পারব না। আচ্ছা, তবে ব্রাহ্মণীর হাতে ছেলেটিকে সমর্পণ করে' তার পর প্রাণ ত্যাগ করে' প্রিয়সখার অনুগামী হই। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ওকে তবে ওর মায়ের কাছে এখনি নিয়ে যাই। (কণ্ঠ ধরিয়া পদতলে পতন)

রোহ।—(কাঁদিতে কাঁদিতে পদতলে পতন)

শকার।—ওরে! আমি বল্‌ছি শোন্, বাপ ছেলে দুজনকেই বধ কর্।

চারু।—(ভয়ের অভিনয়)

চণ্ডালদ্বয়।—দুজনকেই বধ করতে হবে, এরূপ তো রাজাজ্ঞা নয়। তাই বল্‌চি, যা রে ছেলে যা! (বালক ও মৈত্রেয়কে বাহির করিয়া দেওন)

চণ্ডালদ্বয়।—এই তৃতীয় ঘোষণাস্থান—আর একবার ঢ্যাঁড্‌রা পিটে দে! (পুনর্ব্বার ঘোষণা)

শকার।—(স্বগত) লোকেরা বিশ্বাস কচ্চে না, (প্রকাশ্যে) ওরে ব্যাটা বাম্‌না চারুদত্ত! লোকেরা যে বিশ্বাস করচে না—তাই তুই নিজ মুখে এই কথা বল্ না যে "আমি বসন্তসেনাকে বধ করেছি"।

চারু (নীরব)

শকার।—ওরে চণ্ডাল! দেখ্, চারুদত্ত কথা কচ্চে না—ঢ্যাঁড্‌রা পেটাবার এই বাঁশের কাঠির বাড়ি ওকে পিটিয়ে পিটিয়ে কথা বের কর্ না।

চাণ্ডাল।—(প্রহার করিতে উদ্যত হইয়া) চারুদত্ত! দোষ স্বীকার কর, কথা কও।

চারু।—(করুণভাবে)

পড়িয়া এ ঘোরতর বিপদ-সাগরে
নাহি কোন ত্রাস কিম্বা বিষাদ অন্তরে।
নিন্দা-বহ্নি শুধু মোরে দহে অবিরত,
বলে কিনা—করিয়াছি প্রিয়ারে নিহত।

শকার।—নিজ মুখে স্বীকার কর্ যে, তুই বসন্তসেনাকে মেরেচিস্।

চারু।—পৌরজন! তোমরা সকলে শোনো। "আমি গো নৃশংস অতি" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ।

শকার।—নিশ্চয় তুই হত্যা করেচিস্।

চারু।—আচ্ছা, তবে তাই।

প্রথম চণ্ডাল।—ওরে, আজ তোর মারবার পালা।

২ চণ্ডাল।—না রে না—তোর।

১ চণ্ডাল।—ওরে! আয়, আমরা এইবার লেখা-জোখা আরম্ভ করি। (বহুবিধ রেখা কাটিয়া) ওরে, যদি আজ আমার পালাই হয়, তবে একটু রোস্।

দ্বিতীয়।—কেন বল্ দিকি?

প্রথম।—আমার স্বর্গীয় পিতা-ঠাকুর আমাকে বলেছিলেন যে, "দেখ বীরক, যদি কখন তোমার পালা আসে, বধ্যকে তুমি কখন সহসা বধ কোরো না।"

দ্বিতীয়।—ওরে! কেন বল্ দিকি?

প্রথম।—কখন কখন কোন সাধু পুরুষ অর্থ দিয়ে বধ্যকে মোচন করেন, কখন বা রাজার পুত্র হলে তার কল্যাণ-মহোৎসবে বধ্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়। কখন বা হাতী বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ল, সেই গোলমালে বধ্যেরা ছাড়ান পায়। আবার কখন যদি রাজ-পরিবর্ত্ত উপস্থিত হয়, তা হলেও বধ্যদের ছেড়ে দেওয়া হয়।

শকার।—কি?—কি?—রাজ-পরিবর্ত্ত?

চণ্ডাল।—ওরে! আয়, আমাদের লেখাটা শেষ করি।

শকার।—ওরে! চারুদত্তকে শীঘ্র বধ কর। (এইরূপ বলিয়া দাসকে লইয়া একান্তে অবস্থান)

চণ্ডাল।—চারুদত্ত মহাশয়! এ রাজার আদেশ—আমাদের এতে কোন অপরাধ নেই। এইবার তবে স্মরণ করবার লোকদের স্মরণ করুন।

চারু।—

প্রবল-পুরুষবাক্যে, আর ভাগ্য-দোষে আমি
হয়েছি দূষিত
যদি থাকে ধর্ম্ম মোর, তাহার প্রভাবে প্রিয়া
হয়ে উপস্থিত
(থাকুন স্বরগে কিম্বা যেখানেই এবে তিনি
হোন্ অবস্থিত)
আপন স্বভাব-গুণে, করুন কলঙ্ক মোর
শীঘ্র অপনীত।

ওগো! এখন আমায় কোথায় যেতে হবে?

চণ্ডালদ্বয়।—(সম্মুখে দেখাইয়া) ওগো! ঐ দক্ষিণ-শ্মশান দেখা যাচ্চে, যা দেখবামাত্র বধ্যদের ঝট্ করে' প্রাণ বেরিয়ে যায়। ঐ দেখ :—

শূল হ'তে গেছে পড়ি' দেহ আধখানি,
দীর্ঘকায় শৃগালেরা করে টানাটানি।
অর্দ্ধ-দেহ আছে লগ্ন শূলের উপরে
—ব্যাদানিয়া মুখ যেন অট্ট হাস্য করে।

চারু।—হা! আমি কি হতভাগ্য! এইবার আমার সব শেষ হবে। (আবেগের সহিত উপবেশন)

শকার।—তবে আর যাব না—চারুদত্তকে কি রকম করে' বধ করে দেখা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া দর্শন) কি?—বসে' আছ যে?

চণ্ডালদ্বয়।—চারুদত্ত! ভীত হয়েছ?

চারু।—(সহসা উত্থান করিয়া) মূর্খ!

"ডরি না মরণে আমি" ইত্যাদি।

চণ্ডাল।—চারুদত্ত মহাশয়! আকাশে যে চন্দ্র-সূর্য্য থাকেন, তাঁদেরই যখন বিপদ উপস্থিত হয়, তখন মরণ-ভীরু মানবের তো কথাই নেই—এ সংসারে কেউ বা উঠে' আবার পড়চে, কেউ বা পড়ে' আবার উঠ্‌চে।

ওঠন পড়ন জেনো শবেতেও আছে,
কখন কখন তারা মরিয়াও বাঁচে।
এই সব হৃদি-মাঝে করিয়া সুস্থির
আপনারে শান্ত কর—হয়ো না অধীর।

(দ্বিতীয় চণ্ডালের প্রতি)—এই চতুর্থ ঘোষণার স্থান—এসো আমরা আবার একবার ঘোষণা করে' দি। (উদ্‌ঘোষণ)

চারু।—হা প্রিয়ে বসন্তসেনা!

"বিমল জোছনা সম" ইত্যাদি।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া বসন্তসেনাকে লইয়া
ভিক্ষুর প্রবেশ)

ভিক্ষু।—আহা! এই পরিশ্রান্ত বসন্তসেনাকে আশ্বাস দিয়ে নিয়ে যাচ্চি—এ'তে আমার সন্ন্যাস-ধর্ম্ম সার্থক হল।—উপাসিকা! তোমার কোথায় যেতে হবে?

বস।—চারুদত্ত মহাশয়ের গৃহে। ওগো! তুমি সেই শশাঙ্ককে দেখিয়ে এই কুমুদিনীকে একটু আনন্দ দেও।

ভিক্ষু।—(স্বগত) কোন্ পথ দিয়ে যাই?—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এই রাজপথ দিয়ে যাওয়া যাক্। এসো—এই রাজপথ। কিন্তু এই রাজপথে একটা কি ভয়ানক কোলাহল শোনা যাচ্চে না?

বস।—(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! সম্মুখে যে ভয়ানক লোকের ভীড়। মহাশয়, আপনি কি জানেন, ব্যাপারটা কি? বসুন্ধরা যেন বিষম ভারাক্রান্ত—মনে হচ্চে, যেন সমস্ত উজ্জয়িনীর লোক এক স্থানে এসে বাস করচে।

চণ্ডাল।—এই তো শেষ ঘোষণার স্থান।—ঢ্যাঁড্‌রাটা পিটিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করে' দেও! ওগো চারুদত্ত! স্থির হয়ে থাকো—মা ভৈঃ। শীঘ্রই তোমাকে বধ করচি।

ভিক্ষু।—দেখ উপাসিকা! তোমাকে চারুদত্ত হত্যা করেছেন, এই কথা বলে' ওঁকে বধ করতে নিয়ে যাচ্চে।

বস।—(শুনিয়া ব্যস্ত-ত্রস্তভাবে) হায় হায়! এই হতভাগিনীর জন্য চারুদত্ত মহাশয়কে বধ করতে নিয়ে যাচ্চে? ওগো! শীঘ্র আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

ভিক্ষু।—উপাসিকা! শীঘ্র চল, শীঘ্র চল—চারুদত্ত মহাশয় বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই তাঁকে গিয়ে আশ্বস্ত কর। মহাশয়রা! পথ ছেড়ে দিন্, পথ ছেড়ে দিন্!

বস।—পথ ছেড়ে দিন্—পথ ছেড়ে দিন্।

চণ্ডাল।—রাজার আদেশ। এখন যাদের স্মরণ করবার, তাদের স্মরণ করুন।

চারু।—অধিক আর কি বলব "প্রবল-পুরুষ-বাক্যে" ইত্যাদি।

চণ্ডাল।—(খড়্গ আকর্ষণ করিয়া) চারুদত্ত মহাশয়! মুখ উঠিয়ে সিধে হয়ে দাঁড়ান, এক কোপেই আপনাকে স্বর্গস্থ করচি।

চারু।—(তথা অবস্থান)

চণ্ডাল।—(খড়্গাঘাত করিতে গিয়া খড়্গ হস্ত হইতে পতন) আরে, এ কি হল?

কোষ হতে এই খড়্গ আকর্ষিয়া রোষে
মুঠো করে' ধরেছিনু খুব মতে কোশে।

দারুণ অশনি-সম এই মোর অসি
কি করিয়া ধরাতলে পড়িল রে খসি' ?

এরূপ যখন ঘট্‌ল, তখন আমার মনে হয়, চারুদত্ত মহাশয় মরুচেন না। ভগবতি সহ্য-শৈল-বাসিনি! প্রসন্ন হও। যদি চারুদত্তকে বাঁচিয়ে দিতে পারেন, তা হলে সমস্ত চণ্ডালকুল অনুগৃহীত হবে।

২ চণ্ডাল।—এখন যেরূপ আদেশ পাওয়া গেছে, সেইরূপ কাজ করা যাক্‌।

প্রথম।—হাঁ, তা বৈ কি।

(উভয়ে চারুদত্তকে শূলে চড়াইতে উদ্যত)

চারু।—"প্রবল-পুরুষ-বাক্যে" ইত্যাদি।

ভিক্ষু ও বসন্তসেনা।—(দেখিয়া) মহাশয়রা ক্ষান্ত হোন্‌—ক্ষান্ত হোন্‌—ও কাজ করবেন না। শুনুন মহাশয়রা! আমিই সেই হতভাগিনী—যার দরুণ ওঁকে বধ করা হচ্ছে।

চণ্ডাল।—(দেখিয়া)

কে এ বামা ত্বরা করি' আসিছে হেথায়,
সুচারু চিকুর-ভার স্কন্ধেতে লুটায়,
উর্দ্ধ-হস্তে বলে শুধু "বোধো না উহায়" ?

বস।—চারুদত্ত মহাশয়! এ কি ব্যাপার? (বক্ষের উপর পতন)

ভিক্ষু।—চারুদত্ত মহাশয়! ব্যাপারটা কি? (পদতলে পতন)

চণ্ডাল।—(সভয়ে নিকটে গিয়া) কি?—বসন্তসেনা? না না, এই নির্দ্দোষ সাধু পুরুষকে এখনও আমরা বধ করি নি।

ভিক্ষু।—(উঠিয়া) ওরে! চারুদত্ত বেঁচে আছেন?

চণ্ডাল।—আরও শত বৎসর বাচবেন।

বস।—(সহর্ষে) আ! আমার দেহে যেন আবার প্রাণ এল।

চণ্ডাল।—এখন তবে এই ঘটনার কথা রাজা পালককে নিবেদন করি গে—তিনি যজ্ঞ-স্থানের পথে গেছেন।

[প্রস্থান।

শকার।—(বসন্তসেনাকে দেখিয়া সত্রাসে) কি সর্ব্বনাশ! গর্ভদাসীটাকে কে আবার বাঁচিয়ে দিলে? এইবার আমার প্রাণটা গেল দেখ্‌চি।—আমি তবে পালাই। (পলায়ন)

চণ্ডাল।—(নিকটে আসিয়া) ওরে! না না, রাজা এই আজ্ঞা করেছিলেন, "বসন্তসেনাকে যে হত্যা করেছে, তারই প্রাণদণ্ড হবে।" এখন এসো, আমরা রাষ্ট্রীয় শ্যালককে খুঁজে বের করি।

[প্রস্থান।

চারু।—(সবিস্ময়ে)

কে গো উদ্ধারিল মোরে মৃত্যুর মুখেতে ?
—দ্রোণ-মেঘ দেখা দিল অনাবৃষ্টি-ক্ষেতে ?

(অবলোকন করিয়া)

দ্বিতীয় বসন্তসেনা এ কি গো নেহারি
স্বর্গ হতে অবতীর্ণ মূর্ত্তি কি তাঁহারি ?
কিম্বা ভ্রান্তিবশে দ্যাখে মোর ভ্রান্ত চিত :—
এ সেই বসন্তসেনা—হয় নাই মৃত।
স্বর্গ হতে আইলা কি বাঁচাইতে মোরে
অথবা অপর কেহ সেই মূর্ত্তি ধরে' ?

বস।—(অশ্রু-নয়নে উঠিয়া পদতলে পতন) চারুদত্ত মহাশয়! আমিই সেই পাপীয়সী—যার দরুণ আপনার এই দুরবস্থা ঘটেচে।

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! বসন্তসেনা এখনও বেঁচে আছে ?

চারু।—(শুনিয়া সহসা উঠিয়া স্পর্শসুখে নিমীলিতাক্ষ হইয়া হর্ষোৎফুল্ল গদ্‌গদস্বরে) প্রিয়ে! বসন্তসেনা তুমি ?

বস।—আমিই সে হতভাগিনী।

চারু।—(নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) তাই তো, বসন্তসেনাই যে! (সানন্দে)

মৃত্যুমুখে দেখি' মোরে, পয়োধরে স্নাত করি'
অশ্রুর ধারায়
সঞ্জীবনী বিদ্যা-রূপে, তুমি যে গো আবির্ভূ্ত
সহসা হেথায়।

প্রিয়ে বসন্তসেনা!

তোমারি কারণে এই দেহের নিধন
তোমারি দ্বারায় শেষে হল নিবারণ।
প্রিয়-সঙ্গমেরি এই আশ্চর্য্য প্রভাব,
—মৃতের কোথায় হয় পুনঃ প্রাণলাভ ?

অপিচ :—দেখ প্রিয়ে!

চারু রক্ত বস্ত্র এই, আর এই মালা এইক্ষণে
শোভে যেন বিবাহের বর-বেশ প্রিয়া-সম্মিলনে,

আর এই বধ্যজন-ত্বন্দুভির ধ্বনি
বিবাহ-উৎসব-বাদ্য কর্ণে যেন শুনি।

বস।—নাথ! আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় হয়ে তুমি কি করতে যাচ্ছিলে বল দিকি?

চারু।—প্রিয়ে! ওরা বলে কি শুন্‌বে?—বলে, আমি তোমাকে হত্যা করিচি।

পূর্ব্ব-বদ্ধ বৈর-বশে, শকার শক্রতা ঘোর
করে মোর সাথ।
নরকে পতিত নিজে, সে যে গো সাধিয়াছিল
আমারো নিপাত॥

বস।—(কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া) তার নাম কর্‌তে নেই, সেই নরাধমই আমাকে হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

চারু।—(ভিক্ষুকে দেখিয়া) উনি কে?

বসন্ত।—সেই পাষণ্ড আমাকে বধ করে, আর এই মহাত্মা আমাকে বাঁচিয়ে তোলেন।

চারু।—তুমি কে গো অকারণ-বন্ধু?

ভিক্ষু।—আমাকে মহাশয় চিন্‌তে পারচেন না? আমি মহাশয়ের সেই চরণ-সেবক, নাম সংবাহক। আমাকে একজন জুয়ারী ধৃত করে। তার পর এই ঠাকরণটি—আমি মহাশয়ের লোক জান্‌তে পেরে—নিজ অলঙ্কার পণ দিয়ে আমাকে ছাড়িয়ে আনেন। তার পর, জুয়া খেলাতে ধিক্কার হয়ে মনে বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় আমি এখন বৌদ্ধ-শ্রমণক হয়েছি।

নেপথ্যে।—(কলরব)

জয় শিব বৃষকেতু, দক্ষ-যজ্ঞ-বিনাশন!
তার পর জয় জয় ক্রৌঞ্চ-শত্রু ষড়ানন!
পরে আর্য্যকের জয়, "পালক" রিপুরে যিনি
করিয়া বিনাশ
লভিলা বিশাল রাজ্য;—শেষ সীমা-চিহ্ন যার
ধবল কৈলাস।

(সহসা শর্বিলকের প্রবেশ)

শর্বিলক।—নিধন করিয়া আমি "পালক" রাজায়
"আর্য্যে" রাজ্যে অভিষেক করিনু ত্বরায়।
আদেশ-প্রসাদ তাঁরি, এবে শিরে করিয়া বহন
যাইতেছি বিপন্ন সে চারুদত্তে করিতে মোচন।

বল-মন্ত্রী হীন সেই রিপুরে বধিয়া
সুপ্রভাবে পৌরজনে পুনঃ আশ্বাসিয়া
নাশিয়া সে ইন্দ্র-তুল্য শত্রু আধিপত্য,
সমগ্র বসুধা-রাজ্য করিনু আয়ত্ত।

(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) যেখানে ঐ লোকের ভীড় জমেছে, বোধ হয়, উনি ঐখানেই আছেন। চারুদত্ত মহাশয়কে জীবন দান করে' আর্য্যক নৃপতির এই শুভ রাজ্যারম্ভ কি সফল হবে না? (আরও দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া) লোকজন সব সরে' যাও। (দেখিয়া সহর্ষে) এই যে, চারুদত্ত এখনো জীবিত, ওঁর সঙ্গে বসন্তসেনাও আছেন দেখ্‌চি। আমাদের প্রভুর মনোরথ এখন তবে সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হবে।

ওগো! আজি কি সৌভাগ্য। পতিত বিপদার্ণবে
—দুস্তর অপার
সুশীলা প্রেয়সী ওঁরে, গুণবতী তরী হয়ে
করিলেন পার।
জ্যোৎস্না-শুভ্র শশধর, রাহু-গ্রাস হতে আহা
হইল মোচন।
অনেক দিনের পর, চারুদত্তে আমি আজি
করিব দর্শন॥

আমি মহাপাতকী, কি করে' ওঁর নিকটে যাই? —কিন্তু না—সরলমনে সাধুভাবে কোথায় না যাওয়া যায়?—ঋজুতা সর্ব্বত্রই শোভা পায়। (অগ্রসর হইয়া বদ্ধাঞ্জলি) চারুদত্ত মহাশয়!

চারু।—কে তুমি?

শর্বি।— যে তব ভবন ভেদি'
হরিল সে গচ্ছিত ভূষণ
আমি সেই মহাপাপী
তব পদে লই গো শরণ।

চারু।—সখা, তা নয়। ও কাজ তুমি পরিহাস করে' করেছিলে (কণ্ঠ ধারণ)

শর্বি।—একটা সংবাদ আছে।

সুচরিত্র সে আর্য্যক, সকলের কুলমান
করিতে রক্ষণ
যজ্ঞ-শালা-স্থিত দুষ্ট পালকেরে পশুবৎ
করিলা নিধন।

চারু।—কি?

শর্বি।—

আরোহিয়া তব যানে, ইতি-পূর্ব্বে তব পদে
যেলয় শরণ
দুরাচার "পালকে" সে, যজ্ঞ-স্থানে পশু সম
করিল নিধন।

চারু।—কি বল্‌চ শর্বিলক? রাজা পালক যাকে ঘোষ-পল্লী হতে ধরে' এনে অকারণে কারাগারে বন্ধ করেন, সেই আর্য্যক আমাকে মোচন করেছেন?

শর্বি।—আজ্ঞে হাঁ।

চারু।—কি সুসংবাদ! আমার কি সৌভাগ্য!

শর্বি।—রাজ্যে অভিষিক্ত হবামাত্রই আপনার সুহৃদ্‌ আর্য্যক উজ্জয়িনীর বেণা নদীতটস্থ কুশাবতী-রাজ্য আপনাকে দান করেছেন। অতএব সুহৃদের এই প্রথম প্রণয়-দান আপনি গ্রহণ করুন। (অন্য-দিকে ফিরিয়া) ওরে! কে আছিস্‌ রে! সেই পাপী রাষ্ট্রীয় শ্যালককে এখানে নিয়ে আয়।

নেপথ্যে।—যে আজ্ঞে।

শর্বি।—মহাশয়! রাজা আর্য্যক আপনার কাছে এই কথা নিবেদন করচেন যে, "আপনার গুণেই আমি এই রাজ্যলাভ করেছি, অতএব এই রাজ্য আপনিই ভোগ করুন।"

চারু।—আমার গুণে রাজ্যলাভ করেছেন?

নেপথ্যে।—ওরে রাষ্ট্রীয় শ্যালক! আয় আয়, তোর দুরাচারের ফল এখন ভোগ কর্‌।

(পশ্চাদ্বাহু-বদ্ধ শকারকে লইয়া রক্ষিগণের প্রবেশ)

শকার।—কি সর্ব্বনাশ!

বাঁধন-ছেঁড়া গাধার মত
পলাইয়া গেনু কত দূর,
ধরে' আন্‌লে আবার বেঁধে
ঠিক্ যেন বজ্জাৎ কুকুর।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এ কি! চারিদিকেই যে পথ বন্ধ। আমি এখন নিরুপায়—এখন কার শরণাগত হই?—আচ্ছা, ঐ বিপন্নের যিনি শরণাগত-বৎসল, ওঁরই কাছে যাই। চারুদত্ত মহাশয়! আমাকে রক্ষা করুন—রক্ষা করুন। (পদতলে পতন)

নেপথ্যে।—চারুদত্ত মহাশয়, ওকে ছাড়ুন, ওকে ছাড়ুন, আমরা ওকে বধ করি।

শকার।—(চারুদত্তের প্রতি) আপনি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, আমাকে রক্ষা করুন।

চারু।—(অনুকম্পা সহকারে) আহা! ভয় নাই—ভয় নাই।

শর্বি।—(আবেগ-সহকারে) আঃ! চারুদত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে ওকে সরিয়ে দে না। (চারু-দত্তের প্রতি) এখন বলুন, এই পাপীকে কি শাস্তি দেওয়া যাবে?

সুদৃঢ় বন্ধনে ওরে সবলে টানিয়া
খাওয়াব কি দেহ ওর কুকুরেরে দিয়া?
করিব কি এবে ওরে শূলে আরোপণ?
অথবা করাত দিয়া করিব কর্ত্তন?

চারু।—আমি যা বল্‌ব, তাই কি করা হবে?

শর্বি।—তার সন্দেহ কি?

শকার।—চারুদত্ত মহাশয়! আমি আপনার শরণাগত, আমাকে রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। আপনার যোগ্য যা, তাই করুন—আমি আর এ কাজ কখন করব না।

নেপথ্য হইতে পৌরগণ।—বধ্‌ কর্‌, বধ্‌ কর্‌—পাতকী এখনও কেন জীবিত আছে?

বস।—(বধ্যমালা চারুদত্তের কণ্ঠ হইতে উঠা-ইয়া শকারের উপর নিক্ষেপ)

শকার।—বসন্তসেনা!—রাগ করো না—প্রসন্ন হও—আর আমি মারব না—আমাকে রক্ষা কর।

শর্বি।—ওরে! ওকে নিয়ে যা। চারুদত্ত মহাশয়! আজ্ঞা করুন, এই পাপীর কি শাস্তি হবে?

চারু।—আমি যা বল্‌ব, তাই কি করা হবে?

শর্বি।—তার সন্দেহ কি?

চারু।—সত্যি?

শর্বি।—সত্যি।

চারু।—তাই যদি হয়, শীঘ্র একে—

শর্বি।—বধ করা হোক্?

চারু।—না না, ছেড়ে দেওয়া হোক্।

শর্বি।—কেন বলুন দিকি?

চারু।—অপরাধী শত্রু শরণাগত হয়ে যদি পায়ে পড়ে, তবে তাকে শস্ত্রের দ্বারা বধ করা উচিত নয়।

শর্বি।—তা হলে কুকুর দিয়ে কি খাওয়ান হবে?

চারু।—না না—উপকারের দ্বারা বধ করা উচিত।

শর্বি।—অহো, কি আশ্চর্য্য! তবে বলুন মহাশয়, কি করতে হবে?

চারু।—ওকে ছেড়ে দেও।

শর্বি।—আচ্ছা, ওকে ছেড়ে দেওয়া হল।

শকার।—আরে বাঃ! আবার যে বেঁচে উঠ্‌লেম!

[রক্ষিগণের সহিত প্রস্থান।

(নেপথ্যে কলরব)

পুনর্ব্বার নেপথ্যে :—চারুদত্তের স্ত্রী ধুতা-ঠাক্‌রণের পুত্রটি মায়ের আঁচল ধরে' আছে—তিনি যেতে যেতে প্রতিপদে তাকে সরিয়ে সরিয়ে দিচ্চেন, আর প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্চেন—পৌরজনেরা অশ্রুপূর্ণ-নয়নে তাঁকে নিবারণ করতে চেষ্টা করচে, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনচেন না।

শর্বি।—(শুনিয়া এবং নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কি?—চন্দনক? চন্দনক! ব্যাপারটা কি?

(চন্দনকের প্রবেশ)

চন্দ।—মহাশয় কি দেখ্‌তে পাচ্চেন না, মহারাজপ্রাসাদের দক্ষিণভাগে ভয়ানক লোকের ভীড় হয়েচে? আমি ধুতা-দেবীকে বল্লেম, "ঠাকরণ, হতাশ হবেন না। চারুদত্ত মহাশয় বেঁচে আছেন।" কিন্তু যেরূপ দুঃখে অভিভূত, তাতে কেই বা শোনে—কেই বা বিশ্বাস করে?

চারু।—(সোদ্বেগে) হা প্রিয়ে! আমি জীবিত থাকতে তুমি এ কি কাজ করতে উদ্যত হয়েছ? (উর্দ্ধে অবলোকন ও নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

ওগো প্রিয়ে সুচরিতে!
ও চরিত্র সুবিমল
যদি না সহিতে পারে
পাপ-পূর্ণ ধরাতল,
তথাপি শোনো গো বলি
তুমি যে গো পতিব্রতা
কেমনে পতিরে ছাড়ি
হবে স্বর্গ-সুখে রতা?

(মূর্চ্ছা)

শার্ব।—ওঃ, কি প্রমাদ!

হোথা দ্রুত যেতে হবে ধূতার সমীপে,
মূর্চ্ছাপন্ন চারুদত্ত হেথায় এ দিকে।
করিলাম এত দিন চেষ্টা যে সকল
হা ধিক্! হা ধিক্! হল সমস্ত বিফল।

বস।—মহাশয়, ধৈর্য্য ধরুন, সেখানে গিয়ে ঠাকরণকে বাঁচান—অধীর হলে অনর্থ ঘটবে।

চারু।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া সহসা উঠিয়া) হা প্রিয়ে! কোথায় তুমি?—উত্তর দেও।

চন্দ।—এই দিক দিয়ে মহাশয়, এই দিক্ দিয়ে।

(সকলের পরিক্রমণ)

দৃশ্য—অগ্নি-কুণ্ড প্রজ্বলিত

(মৈত্রেয় ও রদনিকার সহিত ধুতার প্রবেশ এবং মাতার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া রোহসেনের প্রবেশ)

ধুতা।—(সাশ্রুলোচনে) জাহ্‌, আমাকে ছাড়—বাধা দিও না—পাছে আর্য্যপুত্রের অমঙ্গলের কথা শুনতে হয়, আমার সেই ভয়।

রোহ।—মা, তুমি গেলে আমাকে কে দেখ্‌বে? তোমাকে ছেড়ে আমি কিছুতেই বাঁচতে পারব না।

বিদূ।—ঋষিরা বলেন, "স্বামীর সহিত একত্রে চিতারোহণ না করে' ভিন্ন চিতায় আরোহণ করলে ব্রাহ্মণীর পাপ হয়"।

ধুতা।—আর্য্যপুত্রের অমঙ্গল শোনার চেয়ে পাপাচরণও ভাল।

শর্বি।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) নিকটেই অগ্নিকুণ্ড—শীঘ্র আসুন মহাশয়, শীঘ্র আসুন।

চারু।—(দ্রুত পরিক্রমণ)

ধুতা।—রদনিকে! যতক্ষণ না আমার ইষ্টসিদ্ধি হয়, ততক্ষণ তুমি বালককে ধরে' রাখো।

দাসী।—(করুণভাবে) ঠাক্‌রণ যা করচেন, আমিও তাই করি।

ধুতা।—(বিদূষককে অবলোকন করিয়া) মহাশয়! আপনি তবে ওকে ধরে' রাখুন।

বিদূ।—(আবেগ-সহকারে) অভীষ্ট কার্য্যের অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের অগ্রে যাওয়া কর্ত্তব্য—অতএব আপনার অগ্রগামী হয়ে আমি অগ্নি-প্রবেশ করি।

ধুতা।—কি? দুজনের মধ্যে তোমরা কেউই

আমার কথা শুন্‌লে না? জাদু! আমাদের পিণ্ড-জলের জন্য তুই তবে থাক। কি?—আমরা গেলে তোর পিতা কি তোকে দেখ্‌বেন না?

চারু।–(শুনিয়া সহসা নিকটে আসিয়া) হাঁ—বাছাকে আমিই দেখ্‌ব। (বালককে বাহু দ্বারা উঠাইয়া বক্ষে স্থাপন)

ধূতা।—(দেখিয়া) ও মা! এ যে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনচি। (পুনর্ব্বার নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে)—আ, বাঁচলেম–তিনিই তো।—আ! আমার কি সুখের দিন!

বালক।–(দেখিয়া সহর্ষে) ও মা! দেখ, বাবা আমাকে কোলে নিয়েছেন। শোন মা শোন—বাবা এখন আমাকে দেখ্‌বেন। (পিতাকে প্রত্যালিঙ্গন)

চারু।–(ধূতার প্রতি)

প্রিয় বিদ্যমানে প্রিয়ে!
সুকঠোর কেন এ উদ্যম?
অস্তে নাহি গেলে ভানু
পদ্মিনী কি মুদে গো নয়ন?

ধূতা।—পদ্মিনী যে সচেতন, তাই ওর সম্বন্ধে ও কথা খাটে।

বিদূ।—(দেখিয়া সহর্ষে) হি হি হি! কি আশ্চর্য্য! ওগো! এই চোখে প্রিয়সখাকে যে আবার দেখচি। ওঃ! সতীর কি প্রভাব! অগ্নি-প্রবেশের চেষ্টা করে'ও প্রিয়-সম্মিলন ঘটে গেল। —জয় হোক্, প্রিয় সখার জয় হোক্!

চারু।—এসো মৈত্রেয় (আলিঙ্গন)

দাসী।—কি আশ্চর্য্য দৈবের ঘটনা! মশাই, প্রণাম। (চারুদত্তের পদতলে পতন)

চারু।—(পৃষ্ঠে হাত দিয়া) রদনিকে! ওঠো! (উত্থাপন)

ধূতা।—(বসন্তসেনাকে দেখিয়া) এসো বোন্, এসো, সুখে আছ তো?

বস।—এখনই সুখী হলেম।

(পরস্পরে আলিঙ্গন)

শর্বি।–মহাশয়ের সুহৃদ্‌বর্গ বেঁচে-বর্ত্তে আছেন তো?

চারু।–হাঁ, তোমারই প্রসাদে।

শর্বি।–ঠাকরুণ বসন্তসেনা! রাজা পরিতুষ্ট হয়ে আপনার প্রতি বধূ শব্দ প্রয়োগ করতে আদেশ করেছেন।

বস।–মহাশয়! কৃতার্থ হলেম।

শর্বি।—(বসন্তসেনাকে অবগুণ্ঠিতা করিয়া চারুদত্তের প্রতি) মহাশয়! এই ভিক্ষুর কি করবেন?

চারু।—ভিক্ষু! তোমার এখন মনোগত ইচ্ছা কি?

ভিক্ষু।–এই সব অনিত্যতা দেখে সন্ন্যাস-ধর্ম্মে আমার দ্বিগুণ প্রবৃত্তি হয়েছে।

চারু।—সখা! ভিক্ষু এ বিষয়ে দেখ্‌চি দৃঢ়নিশ্চয়। অতএব রাজ্যমধ্যে যত বৌদ্ধ মঠ আছে, ওঁকে সে সকলের কুলপতি করে' দেও।

শর্বি।—যে আজ্ঞে।

ভিক্ষু।—আ! আজ আমার কি সুখের দিন!

বস।–উনিই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন।

শর্বি।—স্থাবরকের কি করবেন?

চারু।–আজ হতে স্থাবরকের দাসত্ব ঘুচে যাক্। সেই দুজন চণ্ডাল সকল-চণ্ডালের অধিপতি হোক্। চন্দনক রাজার প্রধান চণ্ডালক হোক্। আর, সেই রাষ্ট্রীয় শ্যালকের পূর্ব্বে যে কাজ ছিল, সেই কাজই থাক।

শর্বি।–যে আজ্ঞে, তাই হবে। না, এই শত্রুটাকে আপনি ত্যাগ করুন, আমি ওকে বধ করি।

চারু।–আমি শরণাগতকে অভয় দিয়েছি। দেখ, শত্রু অপরাধ করে' যদি শরণাগত হয়, তাকে বধ করা উচিত নয়।

শর্বি।–এখন বল, আর তোমার কি প্রিয় কার্য্য করতে পারি?

চারু।—এর পর আমার আর কি প্রিয় বাসনা থাকতে পারে?

অপবাদ-মুক্ত আমি, পদানত শত্রু যে গো
তারে আমি করিনু মোচন।
আর্য্যক সুহৃৎ মোর, নির্মূলিয়া, পৃথ্বী
রাজা হয়ে করেন শাসন।
প্রিয়ারে লভিনু পুন, সখা আর্য্যকের সনে
হল তব মিলন-ঘটনা,
কি আর অধিক আছে, যাহা আমি এইক্ষণে
তব কাছে করিব প্রার্থনা।

কাহারে করেন তুচ্ছ, কাহারে করেন বিধি
পূর্ণ ধন-মানে।
করেন উন্নতি কারো, কাহারো বা অধোগতি
বিবিধ বিধানে।
বিপদ ঘটান্ কারো, আকুল করিয়া তুলি'
কাহারো পরাণ।
প্রতিপক্ষ পরস্পর, তাহারি সমষ্টি ভব
—করি' এই জ্ঞান
বিধাতা করেন ক্রীড়া, অনুসরি' কূপ-যন্ত্র-
ঘটিকা বিধান॥

এখন আমার যদি কিছু প্রার্থনা থাকে, তবে সে এই :—

ভরত-বাক্য।

গাভী হোক্ দুগ্ধবতী শস্য পূর্ণা বসুমতী
মেঘ কালে করুক বর্ষণ।
সকল জনের চিত করিয়া গো হরষিত
বহে যেন মধুর পবন।
বৈধ অনুষ্ঠানে রত হোন বিপ্র অবিরত,
লক্ষ্মীবন্ত হোন্ সাধুগণ।
রিপু করি' প্রশমন নৃপ ধর্ম্ম-পরায়ণ
পৃথিবীরে করুন পালন॥

সংহার নামক দশম অঙ্ক

সমাপ্ত

মালবিকাগ্নিমিত্র

(কালিদাস)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

মালবিকাগ্নিমিত্রের প্রস্তাবনা পাঠ করিয়া মনে হয়, এইটি কালিদাসের প্রথম নাটক-রচনা। উইল্‌সান সাহেবের বিশ্বাস, এই নাটকটি অভিজ্ঞান-শকুন্তলার রচয়িতা কালিদাসের নহে—ইহা অন্য কোন কালিদাসের রচনা। কিন্তু জর্ম্মাণ-দেশীয় পণ্ডিত ওএবার এ কথা স্বীকার করেন না। ওএবার সাহেবেরই মত আমার সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। এই মতের পরিপোষক আভ্যন্তরিক প্রমাণও যথেষ্ট আছে। বর্ণনার ধরণ-ধারণে, শব্দ-প্রয়োগের বিশেষত্বে, শ্লোকের ভাবার্থে, ইহা খ্যাতনামা কালিদাসেরই রচনা বলিয়া স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয়। কোন কবিরই সকল রচনা সমান উৎকৃষ্ট হয় না; কোন রচনা অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বলিয়া উহা যে সেই কবির রচনা নহে, এ কথা বলা আদৌ যুক্তি-সঙ্গত নহে।

…এই নাটকের ছায়া রত্নাবলী-নাটিকায় স্পষ্টরূপে লক্ষিত হয়। উভয়েরই আখ্যান-বস্তু প্রায় একরূপ।

বিক্রমোর্ব্বশীর ন্যায় ইহারও অনুবাদে আমি মুখ্যরূপে বোম্বাই অঞ্চলের শঙ্কর-পণ্ডিত-কর্ত্তৃক প্রকাশিত মূল-গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছি।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

অগ্নিমিত্র	... ...	বিদিশার রাজা।
গৌতম	... ...	রাজার বয়স্য—বিদূষক।
হরদত্ত, গণদাস	... ...	নাট্যাচার্য্যদ্বয়।
সারস	... ...	মহিষীর পরিচারক। (বামন)
মৌদ্গল্য	... ...	রাজার কঞ্চুকী।

স্ত্রীবর্গ

দেবী ধারিণী	... ...	মহিষী।
ইরাবতী	... ...	দ্বিতীয় রাণী।
মালবিকা	... ...	মহিষীর পরিচারিকা।
কৌশিকী	... ...	বৌদ্ধ-পরিব্রাজিকা।
বকুলাবলিকা	... ...	মালবিকার সখী ও মহিষীর পরিচারিকা।
জয়সেনা	... ...	প্রতীহারী।
মধুকরিকা	... ...	উদ্যান-পালিকা। (মালিনী)
নিপুণিকা, চন্দ্রিকা	... ...	ইরাবতীর পরিচারিকা।
জ্যোৎস্নিকা, রমণীয়া	... ...	সঙ্গীত-নিপুণা পরিচারিকা।

মালবিকাগ্নিমিত্র

প্রথম অঙ্ক

নান্দী

প্রণত ভকতে যিনি
বহু ফল করেন প্রদান,
একেশ্বর, তবু যাঁর
ব্যাঘ্র-চর্ম্ম সদা পরিধান,
কান্তাসনে যাঁর দেহ
থাকিলেও সতত মিশ্রিত,
তবু যিনি যতি-শ্রেষ্ঠ
বিষয়েতে অনাসক্ত-চিত,
অষ্ট মুরতিতে যিনি, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একা
করেন ধারণ,
অথচ তাহাতে যাঁর, লেশমাত্র অভিমান
নাহি কদাচন,
সেই দেব মহেশ্বর
সৎমার্গ করি' প্রদর্শন
অন্তরের অন্ধকার
তোমাদের করুন হরণ।

(নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওগো মারিষ! এই দিকে একবার এসো তো।

(পারিপার্শ্বিক নটের প্রবেশ)

পারি।—মহাশয়! আমি এসেছি। কি আজ্ঞা হয়?

সূত্র।—উপস্থিত সভ্যমণ্ডলী শ্রীকালিদাস-বিরচিত "মালবিকাগ্নিমিত্র" নামক নাটক এই বসন্তোৎসবে অভিনয় করতে আমাকে বলুচেন। অতএব, তোমরা এখনি সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেও।

পারি।—না, তা হতে পারে না। ভাস ও সৌমিল্য প্রভৃতি খ্যাতনামা কবিদের রচনা-সকল অতিক্রম করে', বর্ত্তমান কবি কালিদাসের রচনাকে সভ্যমণ্ডলী এত অধিক আদর করচেন কি বলে'?

সূত্র।—এ যে তোমার নিতান্ত অবিবেচনার কথা হল। দেখ:—

শুধু পুরাতন বলি', কোন কাব্য নহে মাননীয়,
অথবা নূতন বলি', নহে দূষ্য ইহাও জানিও।
পরীক্ষিয়া দোষগুণ সাধু সুধীগণ
তার মধ্যে একটিরে করেন বরণ।
পর-বুদ্ধি-অনুযায়ী যার মতি-গতি
বিবেচনা-শক্তিহীন সে গো মূঢ় অতি।

পারি।—তার সন্দেহ কি, এ বিষয়ে পণ্ডিতেরা যা বলেন, তাই প্রমাণ বলে' ধর্ত্তব্য।

সূত্র।—তবে আর বিলম্ব কেন?—শীঘ্র কার্য্য আরম্ভ করে' দেও।

সভার আদেশ যাহা, সর্ব্বাগ্রে লইব উহা
করিয়া মাথায়,
ধারিণীর দাসী-সম, সেবায় নিপুণা যে গো
ওই দেখা যায়।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—রাজপথ

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—সম্প্রতি মালবিকা শিক্ষকের নিকট দীক্ষিত হওয়ায়, "চলিত" নামক নৃত্যের অভিনয়ে তাঁর কতদূর শিক্ষা হল, জান্‌বার জন্য দেবী ধারিণী, নাট্যাচার্য্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা কর্‌তে আমাকে আজ্ঞা করলেন। তা, এখন তবে আমি সঙ্গীত-শালায় যাই।

(আভরণ-হস্তে দ্বিতীয় দাসীর প্রবেশ)

প্রথমা।—(দ্বিতীয়াকে দেখিয়া) ওলো কৌমুদিকে! এমন ধীর-গম্ভীর ভাব তোর কোত্থেকে হল বল্ দিকি? আমি কাছ দিয়ে যাচ্চি, তবু আমার দিকে কি একবার তাকিয়েও দেখ্‌তে নেই?

দ্বিতীয়া।—ও মা! এ কি! বকুলা যে! দেখ্ সখি! এই ছাপ্-মোহর-ওয়ালা, নাগ-মণি-বসানো, চক্‌চকে, দেবীর এই আংটিটি কারিগরের ওখান থেকে আন্‌বার সময় একদৃষ্টে দেখ্‌তে দেখ্‌তে আস্‌ছিলেম—তাই তো তোর কাছে এই তিরস্কার খেতে হল।

প্রথমা।—(দর্শন করিয়া) তা, যোগ্য বস্তুতেই তোর দৃষ্টি পড়েছে। এই আংটি থেকে যে কিরণের ছটা বেরুচ্চে, মনে হচ্চে যেন ফুল থেকে ফুলের রেণু চারিদিকে ছড়িয়ে পড়চে—আর তোর হাতে যেন দিব্যি একটি ফুল ফুটে আছে।

দ্বিতীয়া।—তুই কোথায় যাচ্চিস্ লা?

প্রথমা।—দেবীর কথামত নাট্যাচার্য্য গণদাসকে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্চি, মালবিকার কত দূর শিক্ষা হল।

দ্বিতীয়া।—সখি, তিনি যেখানে থেকে শিক্ষা করেন, সে তো বড় নিকটে নয়, তবে কি করে' মহারাজ তাঁকে দেখতে পেলেন?

প্রথমা।—দেবীর চিত্রের পাশে যে চিত্রটি আছে, সেই চিত্রেতে তিনি তাঁকে দেখেচেন।

দ্বিতীয়া।—কেমন করে'?

প্রথমা।—শোন্ তবে বলি। দেবী যে সময়ে চিত্রশালায় গিয়ে আচার্য্যের টাট্‌কা-রং-করা চিত্রখানি দেখ ছিলেন, সেই সময় সেইখানে মহারাজ এসে উপস্থিত হলেন।

দ্বিতীয়া।—তার পর—তার পর?

প্রথমা।—অভ্যর্থনাদির পর, তাঁরা একাসনে দুজনে বস্‌লেন। তার পর, চিত্র-লিখিত দেবী-মূর্ত্তির পাশে যে সকল পরিচারিকাদের চিত্র ছিল, তার মধ্যে মালবিকাকে দেখতে পেয়ে মহারাজ দেবীকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন।

দ্বিতীয়া।—কি জিজ্ঞাসা করলেন?

প্রথমা।—দেবীর পাশে এই যে অপূর্ব্ব কন্যাটিকে চিত্র করা হয়েছে, এর নাম কি?—এই কথা জিজ্ঞাসা করলেন।

দ্বিতীয়া।—রূপের আদর দেখচি সর্ব্বত্রই। তার পর—তার পর?

প্রথমা।—দেবী তাঁর কথায় উত্তর না দেওয়ায়, রাজার সন্দেহ উপস্থিত হল, তখন আরও তিনি পুনঃ পুনঃ আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা কর্‌তে লাগ্‌লেন। কুমারী বসুলক্ষ্মী উত্তর করলেন, "মহারাজ! এর নাম মালবিকা"।

দ্বিতীয়া।—(সস্মিত) কথাটা বালিকার মতই হয়েছে—তার পর কি হল শুনি?

প্রথমা।—আর কি হবে, সে যাতে মহারাজের দৃষ্টি-পথে না পড়ে, এখন বিধিমতে সেই চেষ্টাই হচ্চে।

দ্বিতীয়া।—ওলো, এখন তবে দেবী যা বলে' দিয়েছেন, তাই তুই কর্ গে। আমিও এই আংটিটি নিয়ে দেবীর কাছে যাই।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—নাট্যশালার দ্বার-দেশ

প্রথমা।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই যে, নাট্যাচার্য্য গণদাস সঙ্গীত-শালা থেকে বেরুচ্চেন। এই সময়েই তবে ওঁর সঙ্গে দেখা করি।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণ।—সকলের কাছেই আপন-আপন কুলবিদ্যা আদরের সামগ্রী। তাই নাট্যকলার প্রকৃত গৌরব আমরাই বুঝি। দেখ, নাটক :—

দেবের বাঞ্ছিত অতি, নেত্র-তৃপ্তিকর যজ্ঞ
বলে মুনিগণ।
রুদ্র এরে নিজ অঙ্গে, হর-গৌরী দুইভাগে
করেন স্থাপন।
ত্রৈগুণ্য-সমুদ্ভব, নানা-রস-সমন্বিত,
লোকের চরিত কত ইথে প্রদর্শিত।
বহুবিধ প্রকারের ভিন্নরুচি মানবের, সবারি
সমান প্রিয়—সর্ব্ব-আরাধিত॥

বকুলা।—(নিকটে আসিয়া) আচার্য্য মহাশয়! প্রণাম।

গণদাস।—ভদ্রে! চিরজীবী হও।

বকুলা।—আচার্য্য মহাশয়কে দেবী এই কথা

জিজ্ঞাসা করচেন, মালবিকার শিখ্‌তে বেশি ক্লেশ হচ্চে না তো?

গণ।—ভদ্রে! দেবীকে বোলো, মালবিকা শিক্ষায় বিলক্ষণ নিপুণা ও মেধাবিনী। অধিক আর কি বল্‌ব,—

অভিনয়ে ভাব-শিক্ষা
আমি যাহা দিই গো বালারে
তাহাতে অধিক করি'
প্রতি-শিক্ষা দেয় সে আমারে।

বকুলা।—(স্বগত) ইনি দেখচি ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে উঠেচেন। (প্রকাশ্যে) কৃতার্থ আপনার শিষ্য যাঁর প্রতি গুরুজন এরূপ তুষ্ট।

গণ।-ভদ্রে! অমন বস্তু এ সংসারে অতি দুর্লভ। তাই জিজ্ঞাসা করচি, কোথা হতে দেবী এমন যোগ্য পাত্রটিকে পেলেন?

বকুলা।—দেবীর বীরসেন নামে বর্ণতঃ নিকৃষ্ট এক ভ্রাতা আছেন। মহারাজ তাঁকে নর্ম্মদা-তীরে সীমান্ত-প্রদেশের দুর্গ-রক্ষণে নিযুক্ত করেছেন। তিনিই এই কন্যাটিকে শিল্প-কলায় যোগ্যা মনে করে'—নিজ ভগিনী—দেবীর নিকট উপহার-স্বরূপ পাঠিয়েছেন।

গণ।—(স্বগত) এঁর অসাধারণ রূপ দেখে মনে হয়, ইনি কুলশীলে আদৌ নিকৃষ্ট নন। (প্রকাশ্যে) ভদ্রে! আমার মনে হয়, ওঁকে শিক্ষা দিয়ে আমি যশস্বী হব। যেহেতু ঃ—

শিক্ষকের শিল্প-শিক্ষা, সুপাত্রে হইলে ন্যস্ত
ধরে গুণ কত।
সাগর-শুক্তিতে যথা, মেঘ-জল মুক্তারূপে
হয় পরিণত॥

বকুলা।—আচ্ছা, আপনার শিষ্য এখন কোথায়?

গণ।—এইমাত্র আমি পঞ্চাঙ্গাদি অভিনয় সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে, তাঁকে একটু বিশ্রাম করতে বলায় তিনি এখন "দীর্ঘিকাবলোকন" গবাক্ষে গিয়ে বায়ু সেবন করচেন।

বকুলা।—আচার্য্য মহাশয়! আমাকে অনুমতি করুন, আপনি তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, এই কথা বলে' তাঁর উৎসাহ বর্দ্ধন করি।

গণ।—আচ্ছা যাও, তোমার সখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর গে। আমি এখন একটু অবসর পেয়েছি—এই বেলা আমিও গৃহে যাই।

[প্রস্থান।

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদ

রাজা আসীন—মন্ত্রী পত্র-হস্তে পশ্চাতে বসিয়া—এবং পরিজন একান্তে অবস্থিত।

রাজা।—(মন্ত্রী পত্র পাঠ করিয়াছেন অবলোকন করিয়া) বাহতক! বৈদর্ভের অভিপ্রায় কি?

অমাত্য।—মহারাজ! অভিপ্রায়—আত্ম-বিনাশ।

রাজা।—এখন তিনি কি লিখ্‌ছেন, বল দেখি।

অমা।—প্রত্যুত্তরে তিনি এইরূপ লিখেছেন;—"মহারাজ! আপনি আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে ঃ—"তোমার পিতৃব্যপুত্র কুমার মাধবসেন, বৈবাহিক সম্বন্ধ বন্ধন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আমার সমীপে আসিতেছিল। পথিমধ্যে তোমার সীমান্ত-প্রদেশ-রক্ষক অন্তপাল তাহাকে অবরোধ-পূর্ব্বক ধৃত করিয়াছে। আমার অনুরোধে তাহাকে এবং তাহার স্ত্রী ও ভগিনীকে তোমার মোচন করিতে হইবে"। এতৎসম্বন্ধে আমার নিবেদন এই, তুল্য-কুলোৎপন্ন রাজাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতে হয়, আপনার তাহা বিদিত নাই। অতএব এ স্থলে কাহারও পক্ষ গ্রহণ না করিয়া, আপনার উদাসীনভাব অবলম্বন করা বিধেয়। পুনশ্চ, মাধবসেনকে ধৃত করিবার সময়, সেই গোলযোগে, তাহার ভগিনী নিরুদ্দেশ হয়—তাহার অন্বেষণার্থ আমি চেষ্টা করিব। যদি মহারাজ আমাকে আদেশ করেন যে, মাধবসেনকে অবশ্যই তোমার মোচন করিতে হইবে, তাহা হইলে, এ বিষয়ে আমার যা অভিপ্রায়, তাহা শ্রবণ করুন।

মৌর্য্য-মন্ত্রী শ্যালা মোর, তাহার বন্ধন যদি
করেন মোচন,
আমিও করিব তবে, মাধবসেনেরে মুক্ত
শোনো গো রাজন্।"

রাজা। কি! আমার সঙ্গে সেই মূঢ়ের কার্য্য-বিনিময়ের ব্যবহার! বাহতক! সেই বৈদর্ভ আমার

স্বভাব-শত্রু ও প্রতিকূলচারী। অতএব, আমাদের শত্রু-পক্ষ সেই বিদর্ভ-রাজের পূর্ব্ব-সঙ্কল্প সমূলে উন্মূলন করবার জন্য, বীরসেন-প্রমুখ সৈন্যমণ্ডলীকে এখনি আদেশ কর।

অমা।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

রাজা।—তোমারই বা এ সম্বন্ধে অভিপ্রায় কি?

অমা।—মহারাজ শাস্ত্র-সঙ্গত কথাই বলেছেন। কেন না :—

যে আরতি স্বল্পকাল রাজ্যে অধিষ্ঠিত
—বদ্ধমূল নহে প্রজাগণ,
শিথিল যেমতি বৃক্ষ—নূতন রোপিত,
সহজ তাহার উন্মূলন।

রাজা।—শাস্ত্রকারদের কথা কখনই অন্যথা হয় না। অতএব তুমি এই উপলক্ষে সেনাপতিকে উদ্যোগ করতে বল।

অমা।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

পরিজন-বর্গ স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত
হইয়া রাজার চতুর্দ্দিকে
অবস্থান।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—মহারাজ আমাকে আজ্ঞা করলেন, "দেখ গৌতম! আমি শুধু মালবিকার চিত্রই যখন ইচ্ছা দেখতে পাই, এখন যাতে প্রত্যক্ষ দর্শন হয়, তার একটা উপায় চিন্তা কর"। আমিও তো তাঁর আজ্ঞামত কাজ করেছি। এখন তবে সেই কথা মহারাজকে নিবেদন করি।

(পরিক্রমণ)

রাজা।—(বিদূষককে দেখিয়া) এই যে আমাদের অন্য কার্য্যের মন্ত্রী উপস্থিত।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) শ্রীবৃদ্ধি হোক্!

রাজা।—(মাথা নাড়িয়া) এইখানে বোসো।

বিদূ।—(উপবেশন)

রাজা।—কোন উপায়ে কোন বাঞ্ছিত বস্তু দর্শনে তোমার প্রজ্ঞাচক্ষু এখন ব্যাপৃত আছে তো?

বিদূ।—উপায়ের কথা কি বলচেন, কার্য্যসিদ্ধির কথা জিজ্ঞাসা করুন।

রাজা।—সে কি রূপ?

বিদূ।—(কর্ণে) এইরূপ (প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করিল)

রাজা।—সাধু বয়স্য! তুমি খুব নিপুণভাবে কার্য্যটা আরম্ভ করেছ যা হোক্। উপস্থিত বিষয়ের সিদ্ধিলাভ দুঃসাধ্য হলেও, যেরূপ ভাবে আরম্ভ করেছ, তাতে কার্য্যসিদ্ধির আশা করা যেতে পারে। কেননা :—

প্রতিবন্ধ থাকিলেও, সাধনে সমর্থ হয়
জুটিলে সহায়।
চক্ষু থাকিলেও ছ্যাখো, দীপ-বিনা অন্ধকারে
দেখা নাহি যায়॥

নেপথ্যে।—থাক্ থাক্, ঢের হয়েচে—আত্ম-গরিমায় আর কাজ নেই। আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, কে নিকৃষ্ট, রাজার কাছেই তার পরিচয় হবে।

রাজা।—(শুনিয়া) সখা! তোমার সুনীতি-বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়েছে দেখ্‌চি।

বিদূ।—শুধু পুষ্প নয়, ফলও দেখতে পাবেন।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ! অমাত্য নিবেদন করচেন, প্রভুর আদেশমত কাজ করা হয়েছে। আর, হরদত্ত ও গণদাস এঁরা দু জনেই এসেছেন।

নাট্যাচার্য্য উভয়েই, পরস্পরে জিনিবারে
বিষম আগ্রহ।
দেখিবারে মহারাজে, ভাব যেন আসে করি'
মূর্ত্তি পরিগ্রহ॥

রাজা।—দুজনকেই নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

(প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

এই দিক্ দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে আসুন।

হর।—(রাজাকে দেখিয়া) অহো! কি দুরধি-গম্য রাজ-মহিমা!

নহে গো অপরিচিত—অপ্রিয়দর্শন
তবু ভীত হয়ে পার্শ্বে করি গো গমন।
সাগর-সলিল যথা হয় প্রতিক্ষণে,
মহারাজ নিত্য নব আমার নয়নে॥

গণ।—পুরুষাকারে আবির্ভূত এই জ্যোতির কি মাহাত্ম্য! দেখ না কেন :—

দ্বারীর নিকটে পেয়ে প্রবেশানুমতি
কঞ্চুকীর সাথে সাথে যেতেছি সম্প্রতি।
কিন্তু রাজ-দৃষ্টি-তেজে হেন হয় বোধ
—বিনা-বাক্যে যেন মোর গতি করে রোধ।

কঞ্চুকী।—ঐ মহারাজ; আপনারা উভয়ে নিকটে অগ্রসর হোন্।

উভয়ে।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—আস্তে আজ্ঞা হোক্। (পরিজনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) আচার্য্য মহাশয়দের জন্য আসন।

উভয়ে।—(পরিজন-আনীত আসনে উপবেশন)

রাজা।—শিষ্যদের এই উপদেশ দেবার সময়ে, আপনারা উভয়ে একত্র কি জন্য এখানে উপস্থিত হলেন বলুন দিকি ?

গণ।—মহারাজ শ্রবণ করুন। আমি সদ্‌গুরুর নিকটেই অভিনয় শিক্ষা করেছি। অভিনয়ের শিক্ষাও দিয়েচি। আর, মহারাজ ও দেবী দুজনেরই আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ।

রাজা।—হাঁ, সে বেশ জানি। তার পর কি ?

গণ।—এই হরদত্ত, প্রধান পুরুষগণের সমক্ষে এই বলে' আমাকে অবমানিত করেছে—"এ ব্যক্তি আমার পদ-রজেরও তুল্য নয়।"

হর।—মহারাজ! এই গণদাসই প্রথমে আমার নিন্দা করেছে। ও বলে, আমাতে ওতে সমুদ্র-পল্বলের প্রভেদ। অতএব মহারাজ, শাস্ত্রে ও অভিনয়-বিষয়ে আমাদের উভয়ের পরীক্ষা গ্রহণ করুন। মহারাজই এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, আপনিই প্রশ্ন করে' আমাদের বিবাদ মীমাংসা করুন।

বিদূ।—এ কথা যুক্তি-সঙ্গত।

গণ।—এ বেশ কথা। মহারাজ! তবে অবধান পূর্ব্বক শুনতে আজ্ঞা হোক্।

রাজা।—আচ্ছা, একটু রোসো। দেবী এ বিষয়ে পক্ষপাত মনে করতে পারেন। অতএব, পণ্ডিত কৌশিকীর সহিত তাঁর সমক্ষেই এ বিষয়ের বিচার হওয়া ভাল।

বিদূ।—আপনি ঠিক বলেচেন।

আচার্য্যদ্বয়।—মহারাজের যেরূপ অভিরুচি।

রাজা।—দেখ মৌদ্গল্য! উপস্থিত প্রস্তাব নিবেদন করে' পণ্ডিতা কৌশিকীর সহিত দেবীকে এইখানে আহ্বান কর।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া পরিব্রাজিকা ও দেবীর সহিত পুনঃ প্রবেশ)

এই দিকে দেবি, এই দিকে।

ধারিণী।—(পরিব্রাজিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া) ভগবতি! হরদত্ত ও গণদাস এই দু জনের বিবাদটা কিরূপ বুঝ্‌চেন ?

পরি।—দেবি! স্বপক্ষের পরাজয় আশঙ্কা করবেন না। প্রতিবাদী হরদত্ত অপেক্ষা গণদাস কোন অংশেই হীন নন।

ধারিণী।—তা হলেও, হরদত্ত রাজার অনুগৃহীত, সুতরাং এ স্থলে হরদত্তেরই প্রাধান্য হবে।

পরি।—ভেবে দেখুন, আপনিও তো রাজ্ঞী-শব্দের বাচ্য। দেখুন :—

ভানুর কৃপায় অগ্নি, অতিমাত্র উজ্জ্বলতা
করেন ধারণ।
নিশার সঙ্গম-গুণে শশাঙ্কেরো হয় কত
মহিমা-বর্দ্ধন॥

বিদূ।—দেখুন দেখুন! দেবী ধারিণী, মহারাজেরই পৃষ্ঠ-পোষক পণ্ডিতা কৌশিকীকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা।—আমি দেবীকে কিরূপ ভাবে দেখ্‌চি জান ?

যতি-বেশী কৌশিকীর সম্মিলনে, সুমঙ্গলে
অলঙ্কৃতা সতী।
অধ্যাত্ম-বিদ্যার সনে, শোভে যেন বেদ-বিদ্যা
হয়ে মূর্ত্তিমতী॥

পরি।—(নিকটে আসিয়া) মহারাজের জয় হোক্।

রাজা।—ভগবতি! প্রণাম।

পরি।—মহাসার-সমুদ্ভবা, সম ক্ষমাবতী উভে
দেবী ও পৃথিবী।
ধারিণী ধরণী এই উভয়ের পতি হয়ে
হও দীর্ঘজীবী॥

ধারি।—জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের।

রাজা।—এসো দেবি, এসো। (পরিব্রাজিকাকে অবলোকন করিয়া) ভগবতি! আসন গ্রহণ করুন।

(সকলের যথোচিত উপবেশন)

রাজা।—ভগবতি! এই মাননীয় হরদত্ত ও গণদাস এঁরা পরস্পর প্রয়োগ-বিদ্যা লয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। এই বিবাদে আপনাকে মীমাংসাকারীর পদ গ্রহণ করতে হবে।

পরি।—(সস্মিত) উপহাস করবেন না, নগর থাক্‌তে গ্রামে রত্নপরীক্ষা?

রাজা।—তা নয়। আপনি পণ্ডিতা কৌশিকী—আমি ও দেবী আমরা উভয়েই এক এক জনের পক্ষপাতী।

আচার্য্য-দ্বয়।—মহারাজ ঠিক্ বলেছেন। ভগবতী অপক্ষপাতী মধ্যস্থা, ওঁরই মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

রাজা।—আচ্ছা, এখন বিবাদটা কি বল দিকি।

পরি।—দেখুন মহারাজ! নাট্যশাস্ত্র অভিনয়-প্রধান—এ বিষয়ে বাক্য ব্যবহারে কি ফল? এ বিষয়ে দেবীর মত কি?

দেবী।—যদি আমায় জিজ্ঞাসা করেন, এঁদের এই বিবাদটা আমার ভাল লাগ্‌চে না।

গণ।—দেখুন দেবি! অভিনয়-বিদ্যায় ওঁর চেয়ে কিছুমাত্র হীন বলে' আমাকে মনে করবেন না।

বিদূ।—বেশ তো, ম্যাড়ার লড়াইটা দেখা যাক্ না। নৈলে এদের বৃথা বেতন দিয়ে ফল কি?

দেবী।—তুমি দেখ্‌চি নিতান্ত কলহ-প্রিয়।

বিদূ।—দেবি! রাগ করবেন না—আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়। কিন্তু পরস্পর কলহ-প্রিয় হস্তি-যুথের মধ্যে একপক্ষ পরাজিত না হলে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়?

রাজা।—ভগবতী অবশ্যই দেখেছেন, উভয়েরই অভিনয়োপযোগী অঙ্গসৌষ্ঠব অতি চমৎকার।

পরি।—দেখেচি বৈ কি।

রাজা।—তবে এখন ওঁদের কি দেখে বুঝ্‌বেন, দুয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?

পরি।—তবে, আমি এইটুকু বল্‌তে ইচ্ছা করি:—

কোন শিক্ষকের ক্রিয়া বদ্ধ আপনাতে,
কেহ বা বিশেষ দক্ষ অন্যেরে শিখাতে।
দুয়েতেই নিপুণতা থাকে গো যাহায়
গুরু-মধ্যে অগ্রগণ্য লোকে বলে তায়।

বিদূ।—আপনারা উভয়েই তো ভগবতীর কথা শুনলেন। উপদেশ দেখেই মীমাংসা হতে পারে—পণ্ডিতার কথার এই তাৎপর্য্য।

হর।—এতে আমাদের খুব মত আছে।

গণ।—দেবি! এই কি স্থির হল?

দেবী।—কিন্তু যদি স্বল্পমেধা শিষ্যের দ্বারা উপদেশের কলঙ্ক হয়, তা হলে কি সে উপদেষ্টার দোষ?

রাজা।—দেবি! সে কথা ঠিক্।

গণ।—শিক্ষক যদি যোগ্যপাত্র নির্ব্বাচন না করতে পারে, তাতে শিক্ষকের বুদ্ধিহীনতাই প্রকাশ পায়।

দেবী।—(স্বগত) এখন কি করা যায়? আর্য্যপুত্রের মনোরথ পূর্ণ করলে ওঁর ঔৎসুক্য আরো বৃদ্ধি হবে—(প্রকাশ্যে) আপনি এই বিফল চেষ্টায় ক্ষান্ত হোন্।

বিদূ।—আপনি ঠিক্ বলেছেন। ওহে গণদাস! তুমি সঙ্গীতসেবা করে' সরস্বতীর প্রসাদ স্বরূপ তাঁর প্রদত্ত সরল মোদক তো প্রতিদিনই আস্বাদন করে' থাকো, তোমার এই শুষ্ক বিবাদে প্রয়োজন কি?

গণ।—দেবীর কথাই সত্য। তবে, এই অবসরে আমি একটা কথা বলে' নি।

হয়েছি প্রতিষ্ঠাপন্ন এই ভাবি মনে
যাহার বিবাদে ভয় অপরের সনে,
পর-পরিবাদ যে গো সহি' অকাতরে
শাস্ত্রচর্চ্চা করে শুধু জীবিকার তরে,
জ্ঞানের বিক্রেতা সে যে—জ্ঞানই তার পণ্য
—বণিক বলিয়া সে গো লোক-মাঝে গণ্য।

দেবী।—আপনার শিষ্য অল্পদিন হল, শিক্ষা আরম্ভ করচেন। যা উপদেশ পেয়েছেন, তাতে এখনও পরিপক্ক হন নি—অতএব সকলের সমক্ষে তাঁর শিক্ষার পরিচয় দেওয়াটা এখন সঙ্গত বলে' মনে হয় না।

গণ।—সেই জন্যই তো আমার এত আগ্রহ।

দেবী।—আচ্ছা, তবে আপনারা উভয়েই এই ভগবতী পরিব্রাজিকার নিকট আপনাদের উপদেশের পরিচয় দিন।

পরি।—দেবি! এ কথা ন্যায়-সঙ্গত নয়। সর্ব্বজ্ঞ হলেও, একাকী এরূপ বিষয়ের মীমাংসা করা দোষের বিষয়।

দেবী।—(স্বগত) মূর্খ! আমি জেগে আছি ঘুমোই নি। জাগ্রত লোককে ঘুমন্ত বলে' মনে কোরো না। (অসূয়া-বশে মুখ ফিরাইয়া)

রাজা।—(দেবীর ঐরূপ ভাবভঙ্গী পরিব্রাজিকাকে ইঙ্গিতে প্রদর্শন)

পরি।—(দেখিয়া)

অকারণে চন্দ্রাননে! বল দেখি কেন হও
পরাঙ্মুখী মহারাজ প্রতি?
পতি থাকিলেও বশে, পতি-পরে অকারণে
কোপ নাহি করে কুলবতী॥

বিদূ।—ওগো! এর একটু কারণ আছে। দেখুন, আত্ম-পক্ষ রক্ষা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। (গণদাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) ভাগ্যি দেবী কোপ করেছেন, তাই তো ছুতো করে' তুমি বেঁচে গেলে। সুশিক্ষিত হলেও উপদেশ দেওয়া দেখেই সকলের গুণাগুণ নির্ণয় হয়।

গণ।—দেবি! লোকে এইরূপেই আত্মপক্ষ রক্ষা করে বটে। আমি তবে:—

এই বিবাদের স্থলে, শিষ্য আনি' করিব গো
শিক্ষা-প্রদর্শন।
আজ্ঞা যদি নাহি দেন, বুঝিলাম করিলেন
আমারে বর্জ্জন॥

(আসন হইতে উত্থান)

দেবী।—(স্বগত) কি করা যায়—উপায় কি? —(প্রকাশ্যে) শিষ্যের উপর শিক্ষকের সম্পূর্ণ প্রভুত্ব আছে।

গণ।—পাছে আমি অপদস্থ হই, আমার বরাবর সেই আশঙ্কা ছিল। এখন সে আশঙ্কা দূর হল। (রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) দেবীর অনুমতি হয়েছে—এখন মহারাজ আজ্ঞা করুন, কোন্ অভিনয়-বস্তু অবলম্বন করে' উপদেশ দেওয়া যাবে।

রাজা।—ভগবতী যা আদেশ করেন।

পরি।—দেবীর মনে মনে যেন কি একটা রয়েছে।—তাই আমার শঙ্কা হচ্চে।

দেবী।—আপনি নির্ভয়ে বলুন—আমার পরিজনের আমিই তো প্রভু।

রাজা।—প্রিয়ে! তুমি আমারও তো প্রভু।

দেবী।—ভগবতি! এখন বলুন, কি বিষয়ে উপদেশ দেওয়া যাবে।

পরি।—মহারাজ! চতুষ্পদীযুক্ত চলিত নামক এক প্রকার নাটক আছে। সেই একই নাটকের অভিনয় দুজনেই করুন, আমি দেখি। তা হ'লেই এঁদের মধ্যে উপদেশের তারতম্য বুঝতে পারা যাবে।

আচার্য্যদ্বয়।—যে আজ্ঞে ভগবতি।

বিদূ।—আচ্ছা, তবে দুজনেই এখন প্রেক্ষাগারে গিয়ে সঙ্গীতাদি রচনা করে', মহারাজের নিকট সংবাদ পাঠিয়ে দিন। অথবা মৃদঙ্গ-শব্দ শুনলেই আমরা বুঝ্‌ব, সব প্রস্তুত—আমরা অমনি উঠে পড়ব।

হরদত্ত।—সেই ভাল। (উত্থান)

গণদাস।—(ধারিণীকে অবলোকন)

দেবী।—বিজয়ী হোন্। আমি আপনারই জয়-প্রার্থী।

[আচার্য্যদ্বয়ের প্রস্থান।

পরি।—আপনারা দুজনে এই দিকে একবার আসুন।

আচার্য্যদ্বয়।—(ফিরিয়া) কি বলুন।

পরি।—আমার উপর বিচারের ভার; তাই আপনাদের বল্‌চি, যাতে সর্ব্বাঙ্গের সৌন্দর্য্য ব্যক্ত হয়, এইরূপ ভাবে পাত্রদের নিয়ে আস্‌বেন, বেশি বেশ-ভূষায় সাজিয়ে আন্‌বেন না।

উভয়ে।—এ কথা আমাদের আর বল্‌তে হবে না।

[প্রস্থান।

দেবী।—(রাজাকে দেখিয়া) মহারাজ! এরূপ নিপুণতা তোমার রাজকার্য্যে থাকলে শোভা পেত।

রাজা।—অন্য কিছু ভাবিও না, ওগো মনস্বিনি!
বেশ জেনো, এ সমস্ত আমি ঘটাই নি।

সম-বিদ্যাশালী হয় যে সকল জন
পরস্পর-বশে ঈর্ষ্যা করে সর্ব্বক্ষণ।

(নেপথ্যে মৃদঙ্গ ধ্বনি)

সকলে।—(কর্ণপাত)

পরি।—এই যে, সঙ্গীত আরম্ভ হয়েছে দেখ্‌চি। তাই :—

মেঘ-ধ্বনি অনুমান করিয়া অন্তরে
ময়ূর উদ্‌গ্রীব হয়ে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
মিশি' সে ময়ূর-রবে—মধ্য-স্বরোত্থিত—
গম্ভীর মৃদঙ্গ-ধ্বনি হইয়া বর্দ্ধিত
সকলের চিত্ত এবে করে আনন্দিত।

রাজা।—দেবি! চল, আমরা সবাই মিলে সেই-খানে যাই।

দেবী।—(স্বগত) ওঃ! মহারাজের কি অধীরতা!

(সকলের গাত্রোত্থান)

বিদূ।—(চুপি চুপি) একটু ধীরে ধীরে গমন করুন—ওরূপ ব্যস্তভাব দেখে দেবী ধারিণী না আবার বেঁকে বসেন।

রাজা।—যদিও ধৈরয ধরি' আছে মোর চিত
মৃদঙ্গের ধ্বনি তবু করে ত্বরান্বিত।
মনোরঙ্গ-শব্দ যেন শুনি গো উহাতে,
নাবে যেন পূত-গতি মোর সিদ্ধিপথে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—সঙ্গীত-শালা

অনন্তর সঙ্গীত রচনা হইলে, ধারিণী, পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গ-পরিবৃত হইয়া বয়স্যের সহিত রাজার প্রবেশ ও উপবেশন।

রাজা।—ভগবতি! এই মাননীয় আচার্য্যদ্বয়ের মধ্যে প্রথমে কার অভিনয় দেখা যাবে বলুন।

পরি।—উভয়ের জ্ঞান সমান হলেও, বয়োধিক্যে গণদাস অগ্রগণ্য।

রাজা।—মৌদ্গল্য! তবে তুমি মাননীয় আচার্য্য-দ্বয়কে এই কথা বলে' অভিনয় আরম্ভ করিয়ে দেও।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

(গণদাসের প্রবেশ)

গণ।—শর্ম্মিষ্ঠার প্রণীত মধ্যলয় ও চতুষ্পদী-বিশিষ্ট চলিত নামক নাটকটি তবে একমনে শ্রবণ করুন মহারাজ।

রাজা।—দেখ আচার্য্য! এই নৃত্য-নাটকটি আমার প্রিয়; আমি অবশ্য মনোযোগ দিয়ে শুন্‌ব।

গণ।— [প্রস্থান।

রাজা।—(জনান্তিকে) দেখ সখা!
যবনিকা-অন্তরালে আছে যে যুবতী,
নয়ন দেখিতে তারে সমুৎসুক অতি।
হয়েছে আমার চিত্ত অধীর এমনি
ইচ্ছা হয় ছিন্ন করি এ তিরস্করিণী।

বিদূ।—(চুপি চুপি) নয়নমধু সম্মুখে উপস্থিত, মক্ষিকাও নিকটে। এখন তবে অপ্রমত্ত হয়ে দর্শন করুন।

(আচার্য্য-কর্ত্তৃক প্রত্যবেক্ষিত হইয়া অঙ্গসৌষ্ঠবা মালবিকার প্রবেশ)

বিদূ।—(জনান্তিকে) মহারাজ দেখুন—অঙ্গের অধীনে থাকলেও এঁর মাধুর্য্যের কিছুমাত্র হানি হয় নি।

রাজা।—(চুপি চুপি) সখা!

চিত্রেতে হেরিয়া এঁরে
হয়েছিল শঙ্কা এই মনে
—অমন লাবণ্য-কান্তি
মেলে কি না আসলের সনে।
এবে কিন্তু মনে হয়
—চিত্রকর চিত্র যে আঁকিল
পারে নি আঁকিতে ঠিক্‌
মনোযোগে হইয়া শিথিল।

গণ।—বৎসে! ভয়-ব্যাকুলতা ত্যাগ করে' প্রকৃতিস্থা হও।

রাজা।—(স্বগত) আহা! সকল অবস্থাতেই এঁর রূপটি অনিন্দনীয়।

সুদীর্ঘ নয়ন দুটি,
শরদিন্দু-কান্তি সম মনোহর মুখ,

নত-স্কন্ধ বাহুদ্বয়,
ঘন তুঙ্গ স্তনে ক্ষুদ্র হয়ে গেছে বুক।
পার্শ্ব যেন চাঁচা-মাজা,
মুষ্টিমেয় মধ্যদেশ, বিশাল জঘন
কুটিল পদ-অঙ্গুলী,
মনে হয় নৃত্যাচার্য্য মনের মতন
মনে মনে সৃজিয়াছে উহার গঠন।

মাল।—(প্রথমে রাগের আলাপ করিয়া চতুষ্পদ-যুক্ত গানারম্ভ)

দুর্লভ বল্লভ মোর
ছাড়ো হৃদি! প্রত্যাশা তাঁহার।
নাচে যে গো বাম নেত্র
—তবে আশা কর পুনর্ব্বার।
বহুপূর্ব্বে দেখেছিনু
পুন যে গো সে মূর্ত্তি নেহারি।
পরাধীনী আমি নাথ,
তবু জেনো তৃষিতা তোমারি॥

(যথা-রস অভিনয়ারম্ভ)

বিদূ।—(চুপি চুপি) দেখুন মহারাজ! এই চতুষ্পদী অবলম্বন করেই উনি আপনার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করচেন।

রাজা।—সখা! এইরূপই আমাদের হৃদয়ের অবস্থা বটে। মালবিকা নিশ্চয়:—

"তৃষিতা তোমারি নাথ"—এই কথা গীত মাঝে
করিয়া বিন্যাস
নিজ অঙ্গ-নিদর্শনে, করিলা মনের ভাব
বচনে প্রকাশ।
ধারিণীর সন্নিকটে
না দেখিয়া প্রেম-সম্ভাবনা
এইরূপ কথাচ্ছলে
জানাইলা ললিত প্রার্থনা।

(মালবিকা গীতান্তে প্রস্থানোদ্যত)

বিদূ।—ওগো, একটু দাঁড়াও। তোমার একটা কাজে ভুল হয়ে গেছে। রোসো, ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করি।

গণ।—বৎসে! একটু দাঁড়াও, উপদেশ বিশুদ্ধ হয়েছে কি না, জেনে তার পর যেও।

(মালবিকার অবস্থান)

রাজা।—(স্বগত) আহা! সকল অবস্থাতেই সুন্দরীর শোভা-সৌন্দর্য্যের বিকাশ হয়।

ওই চারু বাম হস্ত—সুশ্লথ-কঙ্কণ—
করিয়াছে আহা কিবা নিতম্বে স্থাপন।
দক্ষিণ হস্তটি দেখ কিবা অবস্থিত
—মুক্ত-ভাবে "শ্যাম"-শাখা যেন বিলম্বিত।
পাদাঙ্গুষ্ঠ দিয়া পুষ্প আকর্ষণ করে,
দৃষ্টি নিপতিত সদা কুট্টিম-উপরে।
ঋজুভাবে অবস্থিত নৃত্য-ভঙ্গিমায়
দীর্ঘীকৃত অর্দ্ধ-বপু কিবা শোভা পায়।

দেবী।—দেখ, গৌতম যা বলেন, তাই মহারাজের মনে ধরে।

গণ।—দেবি! তা নয়। মহারাজের জ্ঞান-প্রভাবেই গৌতমের সূক্ষ্মদর্শিতা জন্মেছে।

পণ্ডিতের সংসর্গে মন্দবুদ্ধি যে গো সেও
হয় তীক্ষ্ণবুদ্ধি
"কতক"-ফলের কষে আবিল জলের যথা
হয় পরিশুদ্ধি।

(বিদূষককে দেখিয়া) এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি শুনি।

বিদূ।—(গণদাসকে দেখিয়া) আগে কৌশিকীকে জিজ্ঞাসা করুন, তার পর আমি কার্য্যের যা ব্যতিক্রম দেখেছি, তা বলব।

গণ।—ভগবতি! যা দেখলেন, তাতে দোষ-গুণ কি আছে বলুন।

পরি।—যা দেখান হল, তা সমস্তই নির্দ্দোষ। কেননা:—

না বলেও মুখে বাক্য, অঙ্গের বিক্ষেপে শুধু
গূঢ় অর্থ সম্যক্ সূচিত।
পদন্যাস লয়যুক্ত, যেখানে যে রস তাহে
তন্ময়তা হয়েছে সাধিত।
"শ্যাম"-শাখা হস্তভঙ্গি, মৃদুভাবে অভিনয়,
পাত্রের ভাব-চেষ্টা যথাযথ করি' প্রদর্শন
তাহাতে এমনি মুগ্ধ, অপর বিষয় হতে
চিত্তরে সবলে যেন করে আকর্ষণ।

গণ।—মহারাজের অভিপ্রায় কি?

রাজা।—স্বপক্ষে এত দিন আমাদের যে অভিমান ছিল, আজ তা শিথিল হয়ে গেল।

গণ। আজ থেকে আমি প্রকৃত নাট্যাচার্য্য হলেম।

সেই গুরু-উপদেশ, বিশুদ্ধ নির্দ্দোষ বলি'
একবাক্যে মানে সাধুগণ
অনলে কাঞ্চন-প্রায়, বিদ্বানের মাঝে যাহা
ম্লান নাহি হয় কদাচন ॥

দেবী।—আচার্য্য মহাশয়! পরীক্ষায় যেন আপনার যশোবৃদ্ধি হয়।

গণ।—দেবি!—আপনি যে আমাকে অনুগ্রহ করেন, এই আমার যথেষ্ট সৌভাগ্য। (বিদূষককে দেখিয়া) গৌতম! তোমার অভিপ্রায় কি বল।

বিদূ।—প্রথম উপদেশের সময় প্রথমেই তো ব্রাহ্মণ-পূজা কর্ত্তব্য- সেইটিই আপনার ভুল হয়ে গেছে।

পরি।—এ প্রশ্ন অভিনয়েরই অন্তর্গত বটে! (সকলের হাস্য—মালবিকারও মৃদু হাস্য)

রাজা।—(স্বগত) আমার যা দেখ্‌বার বস্তু, তার সারটি এইবার চক্ষু দেখে নিলে।

আয়তাক্ষি-মুখে কিবা মৃদুমন্দ হাস,
দশনের শোভা তাহে ঈষৎ লক্ষিত।
সমগ্র কেশর যার না হয় প্রকাশ
—এ হেন পঙ্কজ যেন স্বল্প-বিকশিত ॥

গণ।—ওগো মহাব্রাহ্মণ! এই আমার প্রথম অভিনয়-যজ্ঞ নয়, তা যদি হত, তা হলে অবশ্যই দক্ষিণা দিয়ে সর্ব্বপ্রথমে আপনার পূজা কর্‌তেম।

বিদূ।—আমি দেখ্‌ছি, জলের পিপাসায়, শুষ্ক-মেঘ-গর্জ্জিত আকাশে চাতকবৃত্তি অবলম্বন করেছি।

পরি।—তাই বটে।

বিদূ।—যারা আমার ন্যায় মূর্খ-শ্রেণীর অন্তর্গত, পণ্ডিতদের কথাতেই তাদের প্রত্যয় জন্মে। দেখ, ভগবতী ভাল বলেচেন, তাই আমি এঁকে এই পারিতোষিকটি দিচ্চি। (রাজার হস্ত হইতে বলয় আকর্ষণ)

দেবী।—একটু রোসো, অন্যের গুণপনা না জেনেই কি জন্য তুমি ওকে আভরণ দান করচ?

বিদূ।—পরের জিনিস বলেই দান করচি।

দেবী।—(আচার্য্যকে দেখিয়া) গণদাস আচার্য্য-মহাশয়! আপনার শিষ্যের শিক্ষা তো দেখান হয়েছে?

গণ।—বৎসে! এসো, আমরা তবে এখন যাই।
[আচার্য্যের সহিত মালবিকার প্রস্থান।

বিদূ।—(জনান্তিকে) আমার বুদ্ধি-বলে আপনার জন্য এইটুকুই যা কর্‌তে পেরেচি।

রাজা।—এ বড় "এইটুকু" নয়।

সে বালার অন্তর্ধানে, নয়নের ভাগ্য মোর
হল অস্তমিত,
হৃদয়ের মহোৎসব, হৃদয় হইতে যেন
হল তিরোহিত,
ধৈরযের দ্বার মোর, চিরকাল তরে হায়
হইল আবৃত।

বিদূ।—(জনান্তিকে) আপনি দেখচি দরিদ্র রোগীর মত বৈদ্যের কাছ থেকেই ঔষধ লাভ করতে চান। কিন্তু সে বড় দুর্ঘট।

(হরদত্তের প্রবেশ)

হর।—মহারাজ! এইবার অনুগ্রহ করে' আমার, অভিনয় দর্শন করুন।

রাজা। -(স্বগত) যে জন্য আমার অভিনয় দেখা, সে কাজ তো হয়ে গেছে। (প্রকাশ্যে) আমরা আপনার অভিনয় দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে আছি।

হর।—অনুগৃহীত হলেম।

নেপথ্যে।—জয় হোক্, মহারাজের জয় হোক্! এখন মধ্যাহ্ন উপস্থিত।

দীর্ঘিকায় পদ্মিনীর পত্রচ্ছায়ে যত হংসকুল
নয়ন মুদিয়া আছে, খরতাপে হইয়া আকুল।
সৌধ-ছাদ—কপোতের পরিচিত যাহা গো বিশেষ
তাপের আধিক্য হেতু, এবে তাহে তাদের বিদ্বেষ।
ঘূর্ণমান বারিযন্ত্র, জলবিন্দু করে উচ্ছ্বসিত,
চারি ধারে শিখিগণ ভ্রমিতেছে হইয়া ভূষিত।
সর্ব্বগুণে গুণান্বিত তোমা-সম ওগো মহারাজ
কিরণে হইয়া পূর্ণ সূর্য্যদেব করেন বিরাজ!

বিদূ।—আরে আরে! ব্রাহ্মণের ভোজনের বেলা হয়ে গেছে। চিকিৎসকেরা ভোজন-বেলা অতিক্রম করাটা অত্যন্ত দোষের বিষয় মনে করেন। এ বিষয়ে হরদত্ত মহাশয়, আপনি কি বলেন?

হর।—এতে কি অন্যের কোন কথা বল্‌বার অবসর আছে?

রাজা।—(হরদত্তকে দেখিয়া) আচ্ছা, কাল

আপনার অভিনয় দেখা যাবে। এখন আপনি বিশ্রাম করুন।

হর।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

দেবী।—মহারাজ! এখন স্নানাদি কর গে।

বিদূ।—আপনিও এই বেলা ভোজনের তাড়া দিন।

পরি।—(গাত্রোত্থান করিয়া মহারাজের কল্যাণ হোক্।

[দেবীর সহিত প্রস্থান।

বিদূ।—মহারাজ! মালবিকা শুধু রূপে নয়, শিল্পেও অদ্বিতীয়।

রাজা।—সখা!

স্বভাব-সুন্দরী সে যে, সৌন্দর্য্যে নাহি কোন ছলা।
তাহে পুনঃ সংযোজিত সুকুমার বিজ্ঞানের কলা।
নিশ্চয় বিধাতা তারে করিলা নির্ম্মাণ
সাক্ষাৎ কামের যেন বিষদিগ্ধ বাণ।

অধিক আর কি বলব—এখন আমার কি উপায় করবে, তাই চিন্তা কর।

বিদূ।—আপনিও আমার জন্য একটু চিন্তা করুন। দোকানে লোহার কড়া যেমন তেতে থাকে, ক্ষুধায় আমারও তেমনি অন্তর্দাহ হচ্চে।

রাজা।—হাঁ, তা বেশ বুঝ্‌চি। কিন্তু দেখ, তোমার সখার জন্য একটু তৎপর হয়ে চেষ্টা কোরো।

বিদূ।—সে কাজের ভারটা তো আমি নিয়েচি। কিন্তু মেঘাবৃত জ্যোৎস্নার মত মালবিকা পরাধীনা—সকল সময়ে তার দর্শন পাওয়া তো বড় সহজ নয়। আর, বধ্যভূমিতে আমিষের লোভে ভীরু-স্বভাব শকুনিরা যেমন ছোঁ-ছোঁ করে' বেড়ায়, আপনিও দেখছি সেইরূপ হয়ে অতি কাতরভাবে কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার কাছে প্রার্থনা করচেন।

রাজা।—কাতর না হয়ে কি করি বল।

অন্তঃপুরে আছে যত বনিতা আমার
চিত্ত মোর তাহাদের করি' পরিহার
একমাত্র তাহাতেই করেছে আশ্রয়
—সেই সুলোচনা মোর কামনা-বিষয়।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—উদ্যান

(পরিব্রাজিকার পরিচারিকা সমাহিতার প্রবেশ)

সমা।—ভগবতী আজ্ঞা করেছেন, "দেখ সমাহিতিকে! মহারাজের বাগান থেকে একটা ডালিম নিয়ে এসো।" এখন তবে, প্রমদবনের মালিনী মধুকরিকা কোথায় আছে, একবার অন্বেষণ করে' দেখি। এই যে, ঐখানে মধুকরিকা স্বর্ণ-অশোকের গাছটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখচে। আচ্ছা, তবে ওর কাছে গিয়ে একটু আলাপ করা যাক্।

(মালিনীর প্রবেশ)

সমা।—(নিকটে গিয়া) সখি! তোর বাগানের কাজ বেশ চল্‌চে তো?

মধু।—ও মা! এ কি! সমাহিতা যে! আয় লো সখি, আয়।

সমা।—ওলো, ভগবতী আজ্ঞা করেছেন, আমার মত লোকের শূন্য হাতে মহারাজের সঙ্গে দেখা করাটা ভাল নয়। তাই মনে করছি, একটা ডালিম হাতে করে' দেখা করব।

মধু।—ডালিম তো তোর কাছেই আছে। সে যাক্, এখন জিজ্ঞাসা করি, যে দুই নাট্যাচার্য্যের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল, তাদের উপদেশ দেওয়া দেখে ভগবতী কার প্রশংসা করলেন?

সমা।—উভয়েই শাস্ত্রবিৎ ও প্রয়োগ-নিপুণ। কিন্তু শিষ্যের উৎকৃষ্ট শিক্ষা দেখে গণদাসের উপদেশকেই ভাল বলা হল।

মধু।—আচ্ছা, মালবিকা-সংক্রান্ত একটা জনরব কি শুনেছিস্?

সমা।—শুনছি নাকি মালবিকার পরে মহারাজের খুবই মন পড়েচে। কেবল, দেবী ধারিণীর মন-রক্ষার জন্য আপনার ইচ্ছেমত কিছু করে' উঠ্‌তে পারচেন না। মালবিকাও মূর্চ্ছা যাবার মত হয়ে দিন দিন মালতীমালার মত শুকিয়ে যাচ্চে। এর বেশি আর আমি কিছু জানিনে—এখন আমাকে ছেড়ে দে সখি।

মধু।—এই ডাল-সমেত ডালিম ফলটি তবে নিয়ে যা।

সমা।—(গ্রহণ করিয়া) ওলো, সাধুজনের সেবায় এর চেয়েও যেন তোর ভাল ফল লাভ হয়।

(প্রস্থানোদ্যতা)

মধু।—সই, একসঙ্গেই যাব। এই কনক-অশোকের ফুল হতে বিলম্ব হচ্চে তাই দেবীর কাছে গিয়ে এর ফল ধরাবার ঔষধের কথাটা জানিয়ে আসব।

সমা।—বেশ কথা।—তোরই তো এই কাজ।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—রাজ-প্রাসাদ

(বিদূষকের সহিত প্রেমাসক্ত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(আপনাকে দেখিয়া)

শরীর হতেছে কৃশ, না লভিয়া প্রিয়ার সে
সুখ আলিঙ্গন।
নয়ন অশ্রুতে পূর্ণ, ক্ষণমাত্র নাহি হেরি'
সেই চন্দ্রানন।
কিন্তু সে মৃগাক্ষি-সনে, ঘটে নি মিলন—তবে
কিসের বিরহ?
নিস্পৃহ ছিল এ হৃদি, এবে তবে পরিতাপ
কিসের তা' কহ॥

বিদূ।—অধৈর্য্য হয়ে কেন বৃথা বিলাপ করচেন? মালবিকার প্রিয়সখী বকুলমালিকার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—তাকে আপনার বক্তব্য বিষয় শুনিয়ে দিয়েছি।

রাজা।—তাতে সে কি বল্লে?

বিদূ।—বল্লে:—"এই কথা মহারাজকে নিবেদন কোরো—আমাকে যে এই কাজের ভার দিয়েছেন, তাতে অনুগৃহীত হলেম। কিন্তু দেবী ধারিণী সেই বেচারী মালবিকাকে বিশেষ করে' আগলে রেখেছেন। আগলানো রত্ন তো সহজে পাওয়া যায় না, তবু আমি সাধ্যমত চেষ্টা করব।"

রাজা।—ভগবন্ কামদেব! যাতে পদে পদে বাধাবিঘ্ন, এমন একটি বিষয়ে তুমি আমার মনকে আকৃষ্ট করে' এমনি বাণ প্রহার করচ যে, আমার আর তিলার্দ্ধ কালবিলম্ব সহ্য হচ্চে না। (সবিস্ময়ে)

মর্ম্মান্তিক হৃদয়ের পীড়া বা কোথায়
—আর সে কোথায় তব সুবিখ্যস্ত বাণ?
মৃদু তীক্ষ্ণতর লোকে বলে যে তোমায়
সত্য দেখি তোমাতে সে গুণ বিদ্যমান।

বিদূ।—আমি বল্‌চি শুনুন, সেই কাজটা যাতে সিদ্ধ হয়, তার উপায় আমি করেছি—আপনি এখন ধৈর্য্য অবলম্বন করুন।

রাজা।—আমার অভ্যস্ত উচিত রাজকর্ম্মে আর মন যাচ্চে না—এই দিবাবসানে কোথায় গিয়ে এখন সময় কাটাই?

বিদূ।—আজই ইরাবতী, নববসন্তাগমে সুন্দর রক্তাশোক ফুল নূতন ফুটেছে বলে' আপনাকে উপহার দিয়েচেন, আর নিপুণিকার মুখে এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন যে, "আর্য্যপুত্রের সঙ্গে দোলায় চড়তে আমার আজ ইচ্ছা হয়েছে"—আপনিও তাতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। অতএব চলুন, এখন প্রমদ-বনেই যাওয়া যাক্।

রাজা।—এখন তো পারচিনে।

বিদূ।—কেন বলুন দিকি?

রাজা।—দেখ সখা! স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই চতুরা। আমি বাহ্যতঃ আদর-যত্ন দেখালেও, তোমার সখী কি জানতে পারবেন না, আমার হৃদয় অন্যের প্রতি আসক্ত? তাই, আমার মনে হয়:—

বরঞ্চ উচিত করা প্রণয় খণ্ডন
—খণ্ডনের থাকে সদা অনেক কারণ।
কিন্তু মনস্বিনী-প্রতি, করিলেও পূর্ব্বাপেক্ষা
যতন অধিক
হয় যদি ভাব-শূন্য, সে শুধু ভদ্রতা মাত্র—
নহে তাহা ঠিক।

বিদূ।—কিন্তু অন্তঃপুর-রমণীদের প্রতি দাক্ষিণ্য সহসা পরিত্যাগ করা আপনার উচিত হয় না।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে প্রমদ-বনেই যাওয়া যাক। পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

দৃশ্য—প্রমদ-বন

বিদূ।—এই তো প্রমদ-বন। বায়ু-ভরে গাছের পাতাগুলি নড়চে—মনে হচ্ছে, যেন আঙ্গুল নেড়ে আপনাকে শীঘ্র আস্‌তে বল্‌চে।

রাজা।—(স্পর্শ অনুভব করিয়া) নিশ্চয়ই বসন্তের আবির্ভাব হয়েছে। সখা! দেখ:—

কোকিল উন্মত্ত হয়ে, করিতেছে আহা কিবা
মধুর কূজন।
বলে যেন দয়া করি', "হতেছে তো সহ্য তব
মদন পীড়ন?"
চূত-পুষ্প-সুরভিত দক্ষিণ-পবন
সুখদ পরশে অঙ্গ জুড়ায় কেমন!
মনে হয়, মধুঋতু যতন করিয়া
সুখস্পর্শ করতল দেয় বুলাইয়া।

বিদূ।—এইখানে তবে আরাম উপভোগ করুন।

(উভয়ের প্রবেশ)

বিদূ।—মহারাজ, ভাল করে' একবার চেয়ে দেখুন। প্রমদ-বনলক্ষ্মী আপনাকে যেন প্রলোভিত করবার জন্যই এরূপ সুন্দর কুসুম-বেশ পরিধান করেছেন; এ বেশ দেখে যুবতীজনের বেশও লজ্জা পায়।

রাজা।—হাঁ, দেখে আমিও বিস্মিত হয়েছি।

রক্তাশোক-লতা যেন
বিম্বাধর-অলক্তকে করে তিরস্কার,
কৃষ্ণ-শ্বেত-রক্তবর্ণ
কুরুবক-কাছে পত্র-লেখা মানে হার।
তিলকেরে পরাভবে', তিলক-কুসুম-লগ্ন
ভ্রমর-অঞ্জন,
বসন্তশ্রী এইরূপে, তুচ্ছ করে বামাদের
সুখ-প্রসাধন।

(উভয়ের উদ্যান-শোভা নিরীক্ষণ)

(পর্যুৎসুকা মালবিকার প্রবেশ)

মাল।—মহারাজের হৃদয় না জেনেই আমি মহারাজের অভিলা[illegible] হয়েছি, এতে আমি নিজেই লজ্জিতা। স্নেহময়ী সখীদের কাছেও এ কথা আমি বল্‌তে পার্‌চিনে না জানি, এই অসহ্য মদন-বেদনা আমাকে কত কাল ভোগ করতে হবে। এর তো কোন প্রতিকারও দেখি নে। (কিয়ৎপদ অগ্রসর হইয়া) কিন্তু আমি যাচ্চি কোথায়? (চিন্তা করিয়া) হাঁ, দেবী আমাকে আজ্ঞা করেছিলেন:—"দেখ মালবিকে! গৌতমের নষ্টামিতে দোলা হতে পড়ে' গিয়ে আমার পায়ে বড় ব্যথা হয়েচে। তাই আমি আজ পারচিনে, তুমি গিয়ে রক্ত-অশোকের সাধ দিয়ে এসো। যদি সে পাঁচ রাত্রির মধ্যে পুষ্প প্রসব করে, তা হলে তোমার (নিঃশ্বাস ফেলিয়া) অভিলাষ পূর্ণ করে' পুরস্কার দেওয়াব।" আমি সেই অশোক-তলায় যেতে না যেতেই দেখ্‌চি, আমার পিছনে পিছনে নূপুর হাতে করে' বকুলাবলী এখনি এসে পড়বে। ততক্ষণ মুহূর্ত্তের জন্য মন খুলে বিলাপ করে' নি।

(পরিক্রমণ)

বিদূ।—(দেখিয়া) মহারাজ! ঐ দেখুন, আপনার মত্ততা-শান্তির মিছরি এসে উপস্থিত!

রাজা।—ওহে! সে আবার কি?

বিদূ।—পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বেশ পরিধান করে' উৎকণ্ঠিতার ন্যায় ঐ দেখুন, মালবিকা ঐখানে একাকিনী দাঁড়িয়ে আছেন।

রাজা।—(সহর্ষে) কি?—মালবিকা?

বিদূ।—হাঁ মহারাজ।

রাজা।—এখন তবে আমি জীবন ধারণ করতে সমর্থ হব।

সারসের কলনাদে, নদী অতি সন্নিকটে
জানিতে পারিয়া
সলিলার্থী পথিকের অভিভূত হৃদি যথা
উঠে উচ্ছ্বাসিয়া,
সেইরূপ তব মুখে "আগত নিকটে প্রিয়া"
হইয়া বিদিত
অবসন্ন এ হৃদয় হইল আবার যেন
নূতন জীবিত।

—কোথায় তিনি?

বিদূ।—ঐ দেখুন, উনি তরুরাজির মধ্য হতে বেরিয়ে এই দিকে ফিরলেন।

রাজা।—হাঁ, দেখ্‌তে পাচ্চি বটে:—

বিপুল নিতম্বদেশ, ক্ষীণ মধ্যখান,
সমুন্নত পয়োধর, বিশাল নয়ান
—মালবিকা আবির্ভূতা হেথায় এখন
সাক্ষাৎ আমার যেন দ্বিতীয় জীবন।

সখা ! পূর্ব্বে একে যেরূপ দেখেছিলেম, তা অপেক্ষা অনেক পরিবর্ত্তন ঘটেচে দেখচি।

শর-পাণ্ডু গণ্ডস্থল, আভরণ অতি পরিমিত,
বসন্তে সুপক্ক পাতা, দু' চারিটি পুষ্প অবস্থিত
—হেন কুন্দলতা সম এবে গো লক্ষিত।

বিদূ।—ইনিও দেখচি আপনার ন্যায় মদন-ব্যাধিতে অভিভূতা।

রাজা।—সুহৃদের চক্ষে এইরূপই মনে হয় বটে।

মাল।—এই সেই রক্ত-অশোকটি আমার সাধ নেবার জন্য অপেক্ষা করে' আছে—ফুল-বেশ ত্যাগ করে' উৎকণ্ঠিত হয়ে আমার দুঃখেরই যেন অনুকরণ করচে। আমি ততক্ষণ এই অশোক-তরুর শীতল ছায়াতলে শিলা-মঞ্চের উপর বসে' সময় কাটাই।

বিদূ।—শুন্‌লেন ?—উনি বল্‌চেন, ওঁর হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়েছে।

রাজা।—তোমার অনুমানটা ঠিক্ বলে' মনে হচ্চে না। কেন না :—

মন্দ মন্দ বহি' যবে মলয়-পবন
কুরুবক-পুষ্প-রেণু করিয়া বহন,
সলিল-শীকর আর লয়ে তার সঙ্গে
নবীন পল্লব-পুট ভেদ করে রঙ্গে,
তখন এমনি তো গো অতি অকারণ
চিত্ত-মাঝে উৎকণ্ঠা করে উৎপাদন।

মালবিকা।—(উপবিষ্টা)।

রাজা।—সখা ! এসো, এখান থেকে আমরা গিয়ে লতার আড়ালে যাই।

বিদূ।—মহারাজ ! ইরাবতীর মত যেন কাকে একটু দূরে দেখতে পাচ্চি।

রাজা।—দেখ সখা, কমলিনীকে দেখে হস্তী কুন্তীরের প্রতি দৃক্‌পাত করে না। (দাঁড়াইয়া দর্শন)

মাল।—ধিক্ হৃদয় ! যে অভিলাষের কোন অবলম্বন নেই—যে অভিলাষ উচিত সীমা পর্য্যন্ত লঙ্ঘন করেছে—সে অভিলাষ হতে তুই নিবৃত্ত হ। কেন আমাকে তুই বৃথা ক্লেশ দিচ্চিস্ বল্ দিকি ?

বিদূ।—(রাজার মুখ নিরীক্ষণ)

রাজা।—(স্বগত) দেখ, প্রেমের কি প্রভাব !

ব্যক্ত করিছ না প্রিয়ে উৎকণ্ঠা-কারণ,
বিতর্কেও নাহি হয় তত্ত্ব-নিরূপণ,
তথাপি, হৃদয়ে ক্লেশ পাইছে নেহারি'
মনে হয় আমিই গো বিষয় তাহারি।

বিদূ।—এখনি আপনার সকল সংশয় দূর হবে। যার কাছে গোপনে আপনার প্রণয়-প্রস্তাব পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, সেই বকুলাবলিকা ঐ দেখুন এসে উপস্থিত।

রাজা—আমাদের প্রার্থনার বিষয়টা কি তার মনে থাক্‌বে ?

বিদূ।—এমন গুরুতর প্রার্থনা দাসীবেটি কি ভুলে যাবে ?

(নূপুর হস্তে বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলা।—সখি ! ভাল আছ তো ?

মাল।—ও মা ! বকুলা যে ! এসো সখি, এসো। এইখানে বোসো।

বকুলা।—ওলো ! দেবী তোকে যোগ্য মনে করেই এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। এখন, তোর একটি পা বাড়িয়ে দে দিকি। আয়, প্রথমে আল্‌তা দিয়ে, তার পর নূপুর পরিয়ে দি।

মাল।—(স্বগত) হৃদয় ! আর সুখে কাজ নেই। নূপুর নিয়ে ও তো এখানে এসে উপস্থিত—এখন কেমন করে' ছাড়ান পাই ?—আচ্ছা, এই তবে আমার মৃত্যু-ভূষণ হোক্।

বকুলা।—কি ভাবচিস্ বল দিকি ? কবে এই রক্ত-অশোকের ফুল ফুট্‌বে, তার জন্য দেবী যে ভারি উৎসুক হয়ে আছেন।

রাজা।—কি ! অশোকের সাধ দেবার জন্য এই উদ্যোগ ?

বিদূ।—আপনি কি জানেন না ? দেবী কি বিনা কারণেই ওঁকে অন্তঃপুর-বেশ পরিধান করিয়েচেন ?

মাল।—(পা বাড়াইয়া) ওলো ! আমাকে মাপ্ করিস্।

বকুলা।—তায় দোষ কি ? তোতে আমাতে তো এক-শরীর বল্লেই হয়। (চরণ-সংস্কার আরম্ভ)

রাজা। —দেখ, সখা :—

প্রিয়া-পদ-প্রান্ত-ভাগে, অলক্তক-সুরঞ্জিত
রক্তিম ও-লেখা,

হর-দগ্ধ-কাম-তরু—তাহারি পল্লব নব
যেন যায় দেখা।

বিদূ।—মহারাজ! ওঁর যেরূপ সুন্দর পা দুখানি, এ তারই উপযুক্ত অলঙ্কার।

রাজা।—তুমি ঠিক্ বলেছ।

কিশলয়-আরক্তিম, আর যাহে প্রস্ফুরিত
নখের কিরণ
—হেন আর্দ্র পদ দিয়া ছুটিরে প্রহার করা
অতীব শোভন :—
অশোক দোহদ-কামী পুষ্প-বিরহিত,
আর, অপরাধী কান্ত মস্তক-নমিত।

বিদূ।—আর কিছু দিন পরে নিশ্চয়ই আপনি এঁর কাছে অপরাধী হতে পারবেন।

রাজা।—সিদ্ধিদর্শী ব্রাহ্মণের বাক্য শিরোধার্য্য করলেম।

(দাসীর সহিত প্রমত্তা ইরাবতীর প্রবেশ)

ইরা।—ওলো নিপুণিকে! অনেকের কাছে শুনেছি, মদটা স্ত্রীজাতির বিশেষ অলঙ্কার। লোকের এই কথাটা কি সত্য?

নিপু। প্রথমে ওটা লোকের কথামাত্র ছিল—এখন দেখ্‌চি, সত্যি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ইরা।—অত ভালবাসা দেখিয়ে আমার আর গুণকীর্ত্তন করতে হবে না। কোত্থেকে জান্‌লি, মহারাজ প্রথমে এসেই দোলা-ঘরে গেছেন?

নিপু।—ঠাকরণকে ছাড়া মহারাজ তো আর কাউকে ভালবাসেন না—তাই মনে হল, তিনি আগেই গেছেন।

ইরা।—আমার দাসী বলে' মন বুগিয়ে কথা বলিস্ নে। একজন অপর লোকের মত ঠিক্ কথা বল্!

নিপু।—বসন্ত-উৎসবের উপহার-লোভী গৌতম ঠাকুর এই কথা আমাকে বলেছেন। এখন একটু তাড়াতাড়ি চলুন।

ইরা।—(অবস্থা-সদৃশ পরিক্রমণ) ওলো! মহারাজকে দেখ্‌বার জন্য হৃদয় ব্যস্ত হয়েছে, কিন্তু চরণ যে চল্‌চে না।

নিপু।—এই যে আমরা দোলা-ঘরে এসেছি।

ইরা।—নিপুণিকে! কৈ, মহারাজকে তো এখানে দেখ্‌তে পাচ্চি নে।

নিপু।—ঠাকরণ, ভাল করে' দেখুন। বোধ হয়, মহারাজ রঙ্গ করে' কোথাও লুকিয়ে আছেন। আসুন, আমরা ঐ প্রিয়ঙ্গুলতায়-ঢাকা পাথর-বাঁধানো অশোক-তলায় যাই।

ইরা।—(তথা করণ)

নিপু।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া) দেখুন ঠাকরণ, চূতাঙ্কুর পাড়তে গিয়ে আমাদের দুজনকেই পিঁপড়ে কাম্‌ড়েচে।

ইরা।—ওখানে কি হচ্চে?

নিপু।—বকুলাবলিকা অশোক গাছের ছায়ায় মালবিকার পায়ে অলঙ্কার পরাচ্চে।

ইরা।—(শঙ্কিত হইয়া) কি?—ঐ মালবিকার পায়ে? এতে তোর কি মনে হয়?

নিপু।—আমার মনে হয়, দোলা থেকে পড়ে' গিয়ে, দেবী ধারিণীর পায়ে বেদনা হয়েছে, তাই বোধ হয়, মালবিকাকে দেবী অশোকের সাধ দিতে বলেছেন। নৈলে যে নূপুর দেবী স্বয়ং পরেন, তা কেমন করে' দাসীকে পর্‌তে বল্‌বেন?

ইরা।—ওর তো খুব মান বেড়েচে দেখ্‌চি।

নিপু।—ঠাকরণ! মহারাজকে অন্বেষণ করচেন না কেন?

ইরা।—ওলো! আমার আর অন্য দিকে পা সরচে না। আমি যে আশঙ্কা কর্‌চি, তার শেষ দেখে আমার যেতে হবে। আমি কেবল এখন তাই ভাবচি। (মালবিকাকে নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) আমার হৃদয় যে কাতর হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?—এই তার উপযুক্ত ক্ষেত্র বটে।

বকুলা।—(চরণ প্রদর্শন করিয়া) ঠাকরণ, আল্‌তা-পরানোটা কি তোমার মনে ধরেছে?

মাল।—নিজের পা বলে' প্রশংসা করতে আমার লজ্জা হচ্চে। যা হোক্—কে তোমাকে সখি এ বিদ্যেটা শেখালে?

বকুলা।—এ বিষয়ে আমি মহারাজের শিষ্য।

বিদূ।—এখন তবে একটু সত্বর হয়ে গুরু-দক্ষিণাটা দিয়ে ফ্যালো

মাল।—কি ভাগ্যি, তোমার এতে কোন গর্ব্ব নেই।

বকুলা।—গুরুর উপদেশে এই চরণ লাভ করেছি, এখন আমি গর্ব্ব করতে পারি বটে। (স্বগত) এই-বার আমার দূতিগিরি সফল হল। (পায়ের রং

দেখিয়া প্রকাশ্যে) তোমার এক পায়ের আল্‌তা পরানো হয়েছে—এখন কেবল মুখের ফুঁ দেওয়া বাকি, তা হলেই সব শেষ হয়। আর, তারও দরকার নেই —এখানে বেশ বাতাস আছে।

রাজা।—সখা! দেখ দেখ।

আর্দ্র অলক্তক এঁর, শুকাইতে পারি যদি
মুখের বাতাসে,
প্রথম সেবার কাজ নিষ্পন্ন হবে গো মোর
এই অবকাশে।

বিদূ।—আর এখন আপশোসে দরকার কি?—শীঘ্রই এ সেবার কষ্ট চিরকাল আপনার ভোগ করতে হবে।

বকুলা।–সখি! তোমার রাঙ্গা পা-দুখানি এখন রক্ত পদ্মের মত টুকটুকে হয়েচে। এইবার মহারাজের কোলে গিয়ে বোসো গে যাও।

ইরা।—(নিপুণিকার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ)

রাজা।—আমার পক্ষে এই আশীর্ব্বাদ।

মাল।—ও কি অকথ্য কথা বলচ সখি?

বকুলা।—যা হক্ কথা, তাই বল্‌চি।

মাল।—তুমি আমাকে ভালবাস কি না, তাই—

বকুলা।—শুধু আমি যে ভালবাসি, তা নয়।

মাল।—আবার কে ভালবাস্‌বে?

বকুলা।—গুণগ্রাহী মহারাজও তোমাকে ভালবাসেন।

মাল।—ও অলীক কথা কেন বলচ সখি?—আমাতে কোন গুণ নেই।

বকুলা।—তোমাতে কোন গুণ নেই বটে, তাই তো মহারাজের শরীর দিন দিন এরূপ পাণ্ডুবর্ণ ও কৃশ হয়ে যাচ্ছে।

নিপু।—আ। মোলো! পূর্ব্ব হতেই যেন উত্তরগুল ঠিক্ করে' রেখেচে।

বকুলা।—দেখ, ভালবাসা দিয়েই ভালবাসার পরীক্ষা হয়—এই সুজনের বাক্যটা এখন সখি তুমি প্রমাণ করে' দেও দিকি।

মাল।—তুমি আপনার ইচ্ছামত যা-তা কি বল্‌চ?

বকুলা।—না সখি, না। এই ভালবাসার মৃদুমধুর কথাগুলি অবিকল মহারাজেরই মুখের কথা।

মাল।—ওলো! দেবীকে মনে করে' এ কথা-গুল আমার হৃদয় বিশ্বাস করতে পারচে না।

বকুলা।—ওলো সরলে! ভ্রমরের বাধা আছে বলে' কি বসন্তকালের নব চূত-মুকুলকে অঙ্গের ভূষণ করবে না?

মাল।—তুমি তবে নষ্ট লোকের সহায়তা কর গে যাও।

বকুলা।—দেখ, আমাকে যতই কটু কথা বল না কেন, আমি বকুলাবলি—বিমর্দ্দ-সুরভি।—যতই আমাকে রগড়াবে, ততই আমার সৌরভ বেরোবে।

রাজা।—বাঃ! বকুলাবলী বেশ বল্‌চে।

চিত্ত-ভাব পরীক্ষিয়া
তার পর করিল প্রস্তাব,
অগ্রাহ্য হইল দেখি,
দিল কি বা ত্বরিত জবাব।
চতুর বচন-ন্যাসে
নিদেশ পালনে ও যে রতা।
কামীজন-প্রাণ সদা
দূতীর অধীন—সত্য কথা॥

ইরা।—ওলো দেখ্! বকুলাবলীকে দিয়ে মালবিকা তো আপনার কাজ বেশ গুছিয়ে নিচ্চে।

নিপু।—ঠাকরণ! যেরূপ ওর উপদেশ দেবার রকমখানা, তাতে নির্ব্বিকার ব্যক্তিরও মনে ঔৎসুক্য জন্মিয়ে দেয়।

ইরা।—আমার হৃদয় যা আশঙ্কা করেছিল, তা দেখ্‌চি অকারণ নয়। সমস্তই বোঝা গেছে। এখন কি কর্ত্তব্য, ভেবে দেখি।

বকুলা।—এই তোর দুই পায়েরই আল্‌তা পরানো শেষ হল। (নূপুর পরাইয়া) ওলো! এই-বার উঠে, দেবীর অশোক গাছের ফুল-ফোটানো কাজটা শেষ কর। (উভয়ের গাত্রোত্থান)

ইরা।—দেবীর কি কাজ, শুন্‌লি? আচ্ছা, আপাতত কাজটা তো হয়ে যাক্।

বকুলা।—অনুরাগ-ভরে উপভোগের প্রত্যাশায় দ্যাখ্ কে তোর সাম্‌নে উপস্থিত।

মাল।—(সহর্ষে) কি?—মহারাজ?

বকুলা।—(সস্মিত) না লো না, মহারাজ নয়—অশোকের শাখা হতে যে পল্লব-গুচ্ছ ঝুলে আছে, তার কথা বল্‌চি। সখি! এখন ফুল ফুটিয়ে ওকে অলঙ্কৃত কর্।

বিদূ।—কথাগুল আপনি কি শুনেছেন?

রাজা।—যা শুনেচি, কামী জনের পক্ষে তাই যথেষ্ট।

এক পক্ষে থাকে যদি উদাসীন ভাব,
অন্য পক্ষে সোৎকণ্ঠ গাঢ় অনুরাগ,
এ বিরুদ্ধ স্থলে যদি
কোনরূপে ঘটে সম্মিলন,
সে সঙ্গম-সুখে কভু
তৃপ্ত নাহি হয় মোর মন।
সম-অনুরাগী হয়ে
পরস্পরে যদিও না পায়
কায়া-নাশ হইলেও
তবু আমি ভাল বলি তায়।

মাল।—(পল্লব-ভূষণ পরিধান করিয়া লীলা-সহকারে অশোকের প্রতি পাদ-প্রয়োগ)

রাজা।—সখা! দেখ:—

অশোকের কিশলয় করিয়া গ্রহণ
করিলেন ইনি নিজ কর্ণের ভূষণ
অশোকও লভিল ওঁর চরণ-পল্লব
—পরস্পরে বিনিময় সদৃশ বিভব।
এই ব্যবহারে কিন্তু আমি গো চিন্তিত
মনে হয়, আমি বুঝি হলেম বঞ্চিত।

বকুলা।—সখি! এই অশোকটি তোমার চরণ-সৎকার লাভ করেও যদি কুসুম প্রসব না করে, তা হলে বল্‌তে হবে, ও নিজেই নির্গুণ, তোমার কোন দোষ নেই।

রাজা।—শোনো গো অশোক-তরু!
ক্ষীণ-মধ্য মালবিকা
—কোমল চরণ যার পঙ্কজ-নব-কলিকা—
চলিতে চলিতে করি' মুখর নূপুর-রব,
পরশিল তব অঙ্গ বাড়াইয়া গউরব।
এখন তাতেও যদি
নাহি ধর কুসুম-সম্পদ
বৃথা অন্য-সাধারণ
আর যত কামিনী-দোহদ।

সখা! এইবার ওঁদের কথার অবসর বুঝে আমি ঐখানে প্রবেশ করব মনে করচি।

বিদূ।—আসুন, আমি গিয়ে ওঁর সঙ্গে একটু পরিহাস করি।

(উভয়ের প্রবেশ)

নিপু।—ঠাকরুণ! ঠাকরুণ! মহারাজ এখানে আস্‌চেন।

ইরা।—আমার হৃদয় এ কথা প্রথমেই জান্‌তে পেরেছিল।

বিদূ।—(নিকটে গিয়া) ওগো! প্রিয়বয়স্য অশোকটিকে বাঁ পায়ে লাথি মারাটা তোমার কি উচিত কাজ হয়েছে?

উভয়ে।—(সসম্ভ্রমে) ও মা, মহারাজ যে!

বিদূ।—বকুলাবলিকে তুমি তো সব জান, তবে কেন ওঁর এই ধৃষ্টতা নিবারণ কর নি বল দিকি?

মাল।—(ভয়গ্রস্তা)

নিপু।—ঠাকরুণ, গৌতম-ঠাকুর কি করচেন দেখুন।

ইরা।—এরূপ না করুলে ও বিট্‌লে বাওনের জীবিকা নির্ব্বাহ হবে কি করে'?

বকুলা।—ঠাকুর! ইনি দেবী ধারিণীর আজ্ঞা-মত কাজ করেচেন। তাঁর আজ্ঞা লঙ্ঘন করা তো ওঁর সাধ্য নয়। তাই বল্‌চি, মহারাজ যেন রাগ না করেন।

(মালবিকার সহিত একত্রে বকুলাবলিকার প্রণিপাত)

রাজা।—তা যদি হয়, তা হলে তোমার কোন অপরাধ নেই। ওঠো ভদ্রে! (হাত ধরিয়া উত্থাপন)

বিদূ।—ঠিক্ কথা, এ বিষয়ে দেবী ধারিণীর সম্মান রক্ষা করাই কর্ত্তব্য।

রাজা।—(হাসিয়া)

শোনো ওগো বিলাসিনি!
কিশলয়-সুকুমার ও বাম চরণ
ব্যথিত হয় নি কি গো
সুকঠোর তরুস্কন্ধে করিয়া অর্পণ?

মাল।—(লজ্জিতা)

ইরা।—(অসূয়া-সহকারে) ওঃ! মহারাজের কি ধৃষ্টতা!

মাল।—বকুলা! দেবী যে কাজের ভার দিয়ে-ছিলেন, তা তো হয়ে গেছে—এখন তাঁকে জানিয়ে আসি গে চল্।

বকুলা।—মহারাজের কাছে এখন তবে বিদায় নেও।

রাজা ;—ভদ্রে !—যাচ্চ ? এই অবসরে আমার প্রার্থনাটি তবে শোনো !

বকুলা ।—(মালবিকার প্রতি) সখি ! মনোযোগ দিয়ে শোনো । (রাজার প্রতি) কি আজ্ঞা হয়, বলুন ।

রাজা ।—বহুকাল হতে দেখ, এ জনেরো হয় নাই
আশা-বৃক্ষে কুসুম-উদ্‌গম ।
অনন্য-রুচি যে আমি—স্পর্শামৃত দিয়ে তব
সাধ মোর কর গো পূরণ ॥

ইরা ।—(সহসা নিকটে আসিয়া) সাধ পূরণ কর গো, সাধ পূরণ কর । অশোকে ফুল ধরচে না—ওতে ফুল ফল দুই ধরবে ।

সকলে ।—(ইরাবতীকে দেখিয়া ভয়ে শশব্যস্ত)

রাজা ।—(জনান্তিকে) এখন উপায় কি ?

বিদূ ।—আর এখন উপায় কি—জঙ্ঘা-বলই এখন একমাত্র উপায় ।

ইরা ।—সাবাস্ বকুলাবলিকা ! বেশ গুছিয়ে আরম্ভটা তো করেছ, এখন মহারাজের প্রার্থনাটা সফল কর ।

উভয়ে ।—ঠাকরণ ! প্রসন্ন হোন্—রাগ করবেন না । মহারাজের ভালবাসা পাব, আমাদের এমন কি যোগ্যতা ?

[উভয়ের প্রস্থান ।

ইরা ।—পুরুষেরা কি অবিশ্বাসী ! আমি জান্‌তেম না, ব্যাধের গানে মুগ্ধ-বিশ্বস্ত হরিণীর মত মহারাজের বাক্যে এইরূপ প্রতারিত হব ।

বিদূ ।—(জনান্তিকে) এখন কি উত্তর দেবেন, স্থির করুন । দেখুন, চৌর্য্য-কার্য্যে ধরা পড়লে, চোরের বল্‌তে হয়, "আমি চুরি করতে আসি নি, সিঁধ-কাটা অভ্যাস করতে এসেছি"—

রাজা ।—সুন্দরি ! আমি মালবিকার জন্য এখানে আসি নি । তবে, তোমার আস্‌তে বিলম্ব দেখে, কোন প্রকারে সময় কাটানো যাচ্ছিল, এইমাত্র ।

ইরা ।—তুমি যত বিশ্বাসী, তা আমি জানি । আমি জানতেম না, মহারাজ, সময় কাটাবার এমন সরেশ জিনিস পেয়েছেন । তা যদি জানতেম, তা হলে এত কষ্ট করে' এখানে আসতেম না ।

বিদূ ।—দেখুন, আপনি মহারাজের শিষ্টাচারে বাধা দেবেন না । উনি একজন পরিচারিকাকে হঠাৎ এখানে দেখ্‌তে পেয়ে, ওর সঙ্গে একটু কথা কচ্ছিলেন, এতে যদি আপনি অপরাধ মনে করেন, তা হলে নাচার ।

ইরা ।—তা বেশ তো, কথাবার্ত্তা চলুক না—আমার এখানে কষ্ট পাবার দরকার কি ?

[রুষ্ট হইয়া প্রস্থান ।

রাজা ।—(অনুসরণ-পূর্ব্বক) প্রিয়ে ! রাগ কোরো না, রাগ কোরো না ।

ইরা ।—(মেখলাবদ্ধ-চরণে গমন)

রাজা ।—দেখ সুন্দরি ! প্রণয়িজনে উদাসীন ভাব শোভা পায় না ।

ইরা ।—শঠ ! তোমাকে আর বিশ্বাস নেই ।

রাজা ।—চিরপরিচিত প্রিয়ে আমি গো তোমার,
শঠ বলি' যত ইচ্ছা কর তিরস্কার ।
কিন্তু ও রশনা-দাম চরণে পতিত হয়ে
যাচে যে তোমায়
ওরূপ নির্দ্দয়-ভাবে কেন তুমি পরিত্যাগ
কর গো তাহায় ?

ইরা ।—এই দেখ, আমার এই হতাশ রশনা তোমার পিঠের দিকেই যাচ্চে । (রশনা গ্রহণ পূর্ব্বক রাজাকে প্রহার করিতে উদ্যত)

রাজা ।—সখা !

দেখ অলক্ষিতভাবে নিতম্ব ত্যজিয়া
স্বর্ণ-কাঞ্চী ওঁর যাহা পড়েছে খসিয়া,
তা দিয়া উদ্যত চণ্ডী করিতে প্রহার,
নেত্র হতে পড়ে ঝরি' অশ্রুবারি-ধার ।
হেরি' হয় অনুমান, যেন মেঘ-রাজি
বিন্ধ্যেরে তাড়না করে বিদ্যুদ্দামে সাজি' ।

ইরা ।—ওসব কথা বলে' আবার কেন তুমি আমাকে অপরাধে প্রবৃত্ত করচ বল দিকি ?

(রশনা সমেত উদ্যত হস্ত নামাইয়া)

রাজা ।—কোপান্বিতা হইয়াও, অপরাধী দাস-প্রতি
করিলে উদ্যত দণ্ড এবে সংহরণ,
বিলাস-সুখের আশা নিরাশ হৃদয়ে পুন
কুটিল-কুন্তলে ওগো করিলে বর্দ্ধন ।

(স্বগত) এইবার পায়ে পড়বার ঠিক্ সময় ।

(চরণে পতন)

ইরা।—এ মালবিকার চরণ নয় যে, অশোকের মত তোমার সাধ পূর্ণ করবে।

[দাসীর সহিত প্রস্থান।

বিদূ।—উঠুন মহারাজ, উঠুন। দেবী তো দেখ্‌চি খুবই প্রসন্ন হয়েচেন!

রাজা।—(উঠিয়া ইরাবতীকে দেখিতে না পাইয়া) কি ?—দেবী চলে' গেছেন ?

বিদূ।—মহারাজ! উনি যে রাগ করে' চলে' গেছেন, সে আপনার পক্ষে ভালই হয়েছে। বিমুখী মঙ্গলগ্রহ আবার না আমাদের অভিমুখী হন, আসুন, আমরা এই বেলা সরে' পড়ি।

রাজা।—ওঃ! মদনের কি বিসদৃশ ব্যবহার!

মালবিকা প্রিয়া মোর
করিল এ-হৃদয় হরণ,
মার্জ্জনা যাচিয়া তাই
ধরিনু গো দেবীর চরণ।
অগ্রাহ্য করিয়া তিনি
রোষ-ভরে করিলা গমন,
"শাপে বর" মনে হয়
দেবীর এ রুষ্ট আচরণ।
এখন মিটাব সাধ
হৃদে সদা আছে যাহা জেগে,
প্রণয়-কুপিতা দেবী
উপেক্ষিতে পারিবেন এবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—রাজপ্রাসাদ

(নিতান্ত উৎসুক রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

রাজা—(স্বগত)

প্রেম-তরু বদ্ধমূল, সুমধুর বাক্য তার
শুনিয়া শ্রবণে,
পরে দেখা দিল তাহে, বাসনা-পল্লব নব
সাক্ষাৎ দর্শনে।
হস্তের পরশে তার, কুসুম ফুটিল যেন
রোমোদ্‌গমচ্ছলে,
আস্বাদ করিব এবে সে তরুর সুমধুর
মনোহর ফলে।

(প্রকাশ্যে) সখা গৌতম!

প্রতী।—মহারাজের জয়! গৌতম নিকটে নেই।

রাজা।—(স্বগত) ও! মালবিকার বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্য যে তাকে পাঠিয়েছি।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—জয় হোক্ মহারাজের!

রাজা।—জয়সেনা! দেবী ধারিণীর চরণে আঘাত লাগায়, এখন তিনি কোথায় কি ভাবে সময় কাটাচ্চেন, জেনে এসো তো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

রাজা।—সখা! তোমার সখী মালবিকার বৃত্তান্ত কি বল দেখি।

বিদূ।—বেড়ালে কোকিল ধর্‌লে যেরূপ হয়, এখন তাঁর সেই দশা।

রাজা।—(সবিষাদে) সে কিরূপ ?

বিদূ।—মালবিকা-বেচারাকে সেই পিঙ্গলাক্ষী দেবী রত্নভাণ্ডারের পাতাল-ঘরে বন্ধ করে' রেখেছেন।

রাজা।—আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েচে, নিশ্চয়ই এই মনে করেই।

বিদূ।—তা নয় তো আর কি।

রাজা।—আমাদের প্রতি শত্রুতা করে' সেই চণ্ডীকে কে রাগিয়ে দিলে বল দিকি ?

বিদূ।—শ্রবণ করুন। আমি পরিব্রাজিকার কাছে শুন্‌লেম, দেবীর চরণে আঘাত লেগেছিল, তাই কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করবার জন্য, রাণী ইরাবতী সেখানে গিয়েছিলেন।

রাজা।—তার পর, তার পর ?

বিদূ।—তার পর দেবী, ইরাবতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বল্লভজনের সঙ্গে কি দেখা হয় নি ?" তাতে ইরাবতী উত্তর করলেন, "তুমি যে এ কথা জিজ্ঞাসা করচ—অহঙ্কারে মত্ত হয়ে, না বাহিক

ভদ্রতার খাতিরে? মহারাজ যে তোমার পরিচারিকারই প্রাণ-বল্লভ, এ কথা জেনেও আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করচ কেন বল দিকি?"

রাজা।—স্পষ্ট নামোল্লেখ না করলেও,—বেশ বোঝা যাচ্চে—মালবিকাকে মনে করেই কথাটা বলা হয়েছে।

বিদু।—তার পর, দেবী তাঁর এই ঔদাস্যের কারণ বারম্বার আগ্রহসহকারে জিজ্ঞাসা করায়, মহারাজের দুর্ব্যবহারই যে তার কারণ, তিনি এইরূপ দেবীকে শেষে বল্লেন।

রাজা।—ওঃ! তা হলে দেখ্‌চি, এখনও ইরাবতী আমার পরে অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে আছেন। তার পর কি হল বল।

বিদু।—আবার কি হবে—মালবিকা ও বকুলাবলিকা দুজনেই এখন পায়ে বেড়ি পরে' আছেন—একটু সূর্য্যকিরণ দেখ্‌বার যো নেই—এই ভাবে নাগ-কন্যার মত পাতাল-বাস ভোগ করচেন।

রাজা—ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

কোকিলা-মধুরভাষী, আর সে ভ্রমরী
—বিকসিত-সহকার-তরুসহচরী—
প্রবল পূবের বায়ে, অকাল-বর্ষণে,
পশিল কোটর-মাঝে এবে দুই জনে।

আচ্ছা সখা, তাদের উদ্ধারের কি কোন উপায় আছে?

বিদু।—তা কি করে' হবে? যেহেতু, দেবী রত্নভাণ্ডারের রক্ষিণী মাধবিকাকে আদেশ করেছেন, "আমার অঙ্গুলী-মুদ্রা না দেখতে পেলে তুমি হতভাগিনী মালবিকা ও বকুলাবলিকাকে কিছুতেই মোচন করবে না।"

রাজা।—(নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) সখা! এ বিষয়ে এখন তবে কর্ত্তব্য কি?

বিদু।—(চিন্তা করিয়া) এর একটা উপায় আছে।

রাজা।—কিরূপ উপায়?

বিদু।—(দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া) দেখুন, কোন ব্যক্তি আড়াল থেকে আমাদের কথা শুনতে পারে। অতএব আসুন, আপনার কানে-কানে বলি। (কর্ণের নিকটে আসিয়া) এইরূপ—

রাজা।—(সহর্ষে) বেশ উপায় ঠাওরেছ। কার্য্যসিদ্ধির জন্য যা যা আবশ্যক, এখনি তা কর।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—মহারাজ! হাওয়া-ঘরে দেবী শুয়ে আছেন—পরিজনেরা রক্ত-চন্দন-হস্তে তাঁর পদসেবা করচে—আর ভগবতীর সঙ্গে বাক্যালাপ করে' দেবী সময় কাটাচ্চেন।

রাজা।—এই তবে ঠিক আমাদের যাবার সময়।

বিদু। আপনি তবে যান, আমিও হাতে কিছু নিয়ে একটু পরে দেবীকে দর্শন করতে যাব—শূন্য-হস্তে তো যাওয়া যায় না।

রাজা।—আচ্ছা, জয়সেনাকে জানিয়ে যেও।

বিদু।—(কানে-কানে) এইরূপ করব—

[প্রস্থান।

রাজা।—জয়সেনা! আমাকে এখন হাওয়া-ঘরে নিয়ে চল।

প্রতী।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।

দৃশ্য—শয়ন-গৃহ

দেবী শয়ানা—পরিব্রাজিকা ও পরিজনবর্গ
দেবীকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত।

দেবী।—ভগবতি! তোমার এই গল্পটি বড়ই সুন্দর। তার পর—তার পর?

পরি।—(সদৃষ্টিক্ষেপ) এর পর আবার বলব। এখন ঐ দেখুন, মহারাজ এসেছেন।

দেবী।—ও মা!—মহারাজ? (উত্থানোদ্যত)

রাজা।—থাক্ থাক্! আর শিষ্টাচারের কষ্ট করতে হবে না।

যে চারু চরণ তব, নূপুর-বিচ্ছেদ-কষ্ট
সহে নি কখন
এবে তা বেদনা-বশে স্বর্ণ-পীঠিকার পরে
করেছ স্থাপন।
তাই বলি সুভাষিণি! ব্যথিত কোরো না মোরে
ব্যথি ও চরণ।

পরিব্রা।—জয় হোক্ মহারাজের!

ধারিণী।—জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের!

রাজা।—(পরিব্রাজিকাকে প্রণাম করিয়া উপবেশন) দেবি! বেদনাটা কি আরাম হয়েছে?

ধারি।—কিছু বিশেষ হয়েছে।

(যজ্ঞোপবীত অঙ্গুষ্ঠে জড়াইয়া ব্যস্ত-সমস্তভাবে বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন—আমাকে সাপে কামড়েচে।

(সকলে বিষণ্ণ)

রাজা।—আহা, আহা! কোথায় তুমি বেড়াচ্ছিলে সখা?

বিদূ।—দেবীকে দর্শন করব বলে' দর্শনের প্রথামত পুষ্প সংগ্রহ করতে প্রমদ-বনে গিয়েছিলেম।

ধারি।—হায় হায়! আমার দরুণই ব্রাহ্মণের প্রাণ-সংশয় উপস্থিত?

বিদূ।—প্রমদ-বনে অশোক-ফুল তুলতে গিয়ে যেই আমি ডান হাতটা বাড়িয়েছি, অমনি সাক্ষাৎ যমের মত একটা সাপ কোটর থেকে বেরিয়ে আমাকে দংশন করলে। দেখুন, এই দুই জায়গায় কামড়েচে।

(প্রদর্শন)

পরিব্রা।—শাস্ত্রে আছে, প্রথমেই দংশচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য। অতএব এঁর তাই করা হোক্।

দষ্ট-স্থান করিবেক ছেদন, দহন।
ক্ষত-স্থান-রক্ত সব করিবে মোক্ষণ,
তা হলেই দষ্ট ব্যক্তি পাইবে জীবন।

রাজা।—এর প্রতীকার করা এখন বিষ-বৈদ্যের কাজ। জয়সেনা! ধ্রুবসিদ্ধিকে শীঘ্র ডেকে আনো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

বিদূ।—হায় হায়! এইবার বুঝি আমার প্রাণটা গেল।

রাজা।—কাতর হয়ো না। কখন কখন দংশন নির্ব্বিষও হয়ে থাকে।

বিদূ।—কাতর না হয়ে কি করি বলুন। আমার সর্ব্বাঙ্গ যেন ঝিম্ ঝিম্ করচে।

ধারি।—(নিকটে আসিয়া) ইস্! ভয়ানক কামড়েছে যে। ওলো! এঁকে ধর।

পরিজন।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া উহাকে ধারণ)

বিদূ।—(রাজাকে দেখিয়া) দেখুন, আমি বাল্যকাল হতে আপনার প্রিয় বয়স্য, এই মনে করে' আমার অপুত্র মাতার ভার আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা।—ভয় নাই। শীঘ্রই বৈদ্য এসে তোমার চিকিৎসা করবে, স্থির হও।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—ধ্রুবসিদ্ধি মহারাজের আদেশ শুনে বল্লেন, "গৌতমকে এইখানে নিয়ে এসো।"

রাজা।—আচ্ছা, তবে কঞ্চুকী ওঁর হাত ধরে' তাঁর কাছে নিয়ে যাক্।

জয়।—যে আজ্ঞে।

বিদূ।—(দেবীকে দেখিয়া) দেবি! এ যাত্রা বাঁচি কি না বাঁচি। তা মহারাজের সেবা করতে গিয়ে, আপনার নিকট যে অপরাধ করেছি, তা মার্জ্জনা করবেন।

ধারি।—দীর্ঘায়ু হও।

[বিদূষক ও প্রতীহারীর প্রস্থান।

রাজা।—গৌতম বেচারা স্বভাবতই ভীরু। সার্থকনামা ধ্রুবসিদ্ধি হতে সিদ্ধিলাভ হবে বলে' আমার মনে হচ্চে।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—মহারাজের জয় হোক্! ধ্রুবসিদ্ধি বল্লেন:—"উদকুম্ভের বিধান-অনুসারে একটা সর্প-অঙ্গুরী-মুদ্রা সংগ্রহ করতে হবে—তাই এখন অন্বেষণ কর।"

ধারি।—আমার এই অঙ্গুরীটিতে সর্প-মুদ্রা আছে। এইটি এখন নিয়ে যাও—তার পর, আবার আমার হাতে এনে দিও।

রাজা।—জয়সেনা! কার্য্যসিদ্ধি হয়ে গেলে, আবার দেবীকে এনে দিও।

জয়।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

পরিব্রা।—আমার হৃদয় যেন বল্‌চে, গৌতম নির্ব্বিষ হবেন।

রাজা।—তাই যেন হয়।

(জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—মহারাজের জয় হোক্! গৌতমের বিষ-বেগ নিবৃত্ত হয়ে তিনি এখন প্রকৃতিস্থ হয়েচেন।

ধারি।—আ, বাঁচলেম—অপবাদ থেকে এখন মুক্ত হলেম।

প্রতী।—মহারাজ! বাহতক অমাত্য নিবেদন করচেন, "অনেক রাজ-কার্য্য-সম্বন্ধে পরামর্শ করবার আছে, তাই আমি মহারাজের দর্শন-লাভের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।"

ধারি।—যাও মহারাজ, এখন তোমার কাজে যাও।

রাজা।—দেবি! এ ঘরে রদ্দুর আসচে। যেরূপ বেদনা, তাতে শৈত্যক্রিয়াই প্রশস্ত—অতএব তোমার শয্যা তবে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া হোক্।

ধারি।—(পরিজনের প্রতি) দেখ্ বাছা, মহারাজ যা বল্‌চেন. তাই কর্। (পরিজনের তদনুরূপ অনুষ্ঠান)

[দেবী পরিব্রাজিকা ও পরিজনের প্রস্থান।

রাজা।—দেখ জয়সেনা! গুপ্ত পথ দিয়ে আমাকে প্রমদ-বনে নিয়ে চল।

জয়।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।

রাজা।—জয়সেনা! গৌতমের কার্য্য সমাধা হয়েছে তো?

জয়।—আজ্ঞা, হাঁ মহারাজ।

রাজা।—অভীষ্টলাভের তরে
প্রযুক্ত উপায় যদি সুসাধ্য-ও হয়
তথাপি কাতর চিত্ত
কার্য্যসিদ্ধি-পক্ষে সদা করে গো সংশয়।

(বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—জয় হোক্! আপনার মঙ্গল-কর্ম্ম সব সিদ্ধ হয়েছে।

রাজা।—জয়সেনা! তুমি এখন তোমার কাজে যেতে পার।

জয়।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—দেখ গৌতম! ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মাধবিকা কিছুই ভেবে-চিন্তে দেখে নি।

বিদূ।—দেবীর অঙ্গুরী-মুদ্রা দেখে কি ভাব্‌তে পারে বলুন?

রাজা।—আমি মুদ্রার কথা বল্‌চিনে। তাদের দুজনকে কেনই বা ছেড়ে দেওয়া হল, তা ছাড়া দাসীদের ছেড়ে দেবী তোমার উপরেই এ কাজের ভার দিলেন কেন, এ সমস্ত তার জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল।

বিদূ।—জিজ্ঞাসা করেছিল বৈ কি। কিন্তু আমি মূর্খ হলেও, সেই সময় উপস্থিতমত বেশ যুগিয়ে উত্তর দিয়েছিলেম।

রাজা।—কি বল্লে বল দিকি।

বিদূ।—আমি বল্লেম, দৈবজ্ঞ রাজাকে জানিয়েছে, "আপনার নক্ষত্রে ক্রূর গ্রহের উপদ্রব হয়েছে—তাই গ্রহশান্তির জন্য সমস্ত বন্দীদের মোচন করা কর্ত্তব্য।"

রাজা।—(সহর্ষে) তার পর, তার পর?

বিদূ।—এই কথা শুনে দেবী ধারিণী ইরাবতীর মন রক্ষা করে' আমাকে বল্লেন, "রাজাই মোচনের আদেশ দিয়েচেন"। তখন সে বল্লে, "এ কথা সঙ্গত।"

রাজা।—(বিদূষককে আলিঙ্গন করিয়া) সখা! আমাকে দেখচি, তুমি যথার্থই ভালবাসো।

সাফল্য না ঘটে শুধু
সুহৃদের বুদ্ধির প্রভাবে
কার্য্য-সিদ্ধি-সূক্ষ্ম-পথ
মেলে আরো স্নেহ-অনুরাগে।

বিদূ।—এখন শীঘ্র আসুন। সখীর সঙ্গে মালবিকাকে "সমুদ্র"-ভবনে রেখে আমি আপনাকে নিতে এসেছি।

রাজা।—আমি এখনি গিয়ে তাঁর অভ্যর্থনা করচি। তুমি আগে আগে চল।

বিদূ।—আসুন—আসুন। (পরিক্রমণ করিয়া)—এই "সমুদ্র"-ভবন।

দৃশ্য—"সমুদ্র"-ভবন

রাজা।—(সভয়ে) সখা! তোমার সখী ইরাবতীর দাসী চন্দ্রিকা যে ফুল তুল্‌তে তুল্‌তে এই দিকে আস্‌চে। এসো, আমরা দুজনে এইখানে দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাকি।

বিদূ।—চোর ও প্রেমিক এদের উভয়েরই চন্দ্রিকা পরিহার করা কর্ত্তব্য বটে। (তথা অবস্থান)

রাজা।—তোমার সখী কি আমার জন্য প্রতীক্ষা করচেন? এসো, এই গবাক্ষ দিয়ে দেখা যাক্।

বিদূ।—সেই ভালো। (উভয়ে দাঁড়াইয়া অবলোকন)

(মালবিকা ও বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলা।—ওলো! মহারাজকে প্রণাম কর্।

রাজা।—বোধ হয়, আমার চিত্রকে দেখিয়ে এই কথা বল্‌চে।

মাল।—(সহর্ষে) প্রণাম। (দ্বার অবলোকন করিয়া সবিষাদে) ওলো! আমাকে ঠকাচ্চিস্?

রাজা।—ওঁর এই "হরিষে-বিষাদ" ভাবটা আমার বেশ লাগ্‌ল।

ভাস্করের উদয়াস্ত বিভিন্ন সময়
পদ্মের যে দুই ভাব সদা দৃষ্ট হয়
—সুবদনী-মুখ-মাঝে সেই দুই ভাব
একসঙ্গে ক্ষণমাত্রে হল আবির্ভাব।

বকুলা।—তাই তো, এ যে মহারাজের চিত্র।

উভয়ে।—(চিত্রকে প্রণাম করিয়া) মহারাজকে ভয়ে-ভয়ে ভাল করে' তখন দেখ্‌তে পারি নি। আজ মহারাজের চিত্রে মহারাজকে সাধ মিটিয়ে দেখ্‌চি।

বিদূ।—শুন্‌লেন তো? চিত্রে আপনাকে আজ উনি যেরূপ দেখ্‌চেন, সাক্ষাতে তেমনটি দেখেন নি। তা হলে, সিন্দুকে-পোরা রত্নভাণ্ডের মত বৃথাই আপনার যৌবন-গর্ব্ব!

রাজা।—সখা! কুতূহলী হলেও স্ত্রীজাতি স্বভাবতই লজ্জাবতী। দেখ:—

প্রথম মিলন-কালে, রমণী দেখিতে চায়
সমগ্র সে প্রিয়-জন-মুখ
কিন্তু শেষে সুলোচনা. ভাল করি' নাহি দেখে
হইয়া গো লজ্জায় বিমুখ।

মাল।—আচ্ছা সখি! বল দিকি, মহারাজ মুখ ফিরিয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে কাকে দেখ্‌চেন?

বকুলা।—ইরাবতী পাশে আছেন—তাঁকেই দেখ্‌চেন।

মাল।—সখি! মহারাজকে আমার বড় অশিষ্ট বলে' মনে হচ্চে। কেন না, উনি আর সব দেবীকে ছেড়ে কেবল একজনকেই একদৃষ্টে দেখ্‌চেন।

বকুলা।—(স্বগত) মালবিকা দেখ্‌চি, মহারাজকে কল্পনা করে' ঈর্ষ্যা প্রকাশ করচে। আচ্ছা, এর সঙ্গে তবে একটু রঙ্গ করা যাক্। (প্রকাশ্যে) মহারাজ ওঁকেই ভালবাসেন।

মাল।—তবে আর আমি আপনাকে বৃথা কষ্ট দি কেন? (অসূয়া সহকারে মুখ ফিরাইয়া)

রাজা।—সখা! দেখ দেখ!—

ভ্রূভঙ্গে বিচ্ছিন্ন কিবা তিলকের রেখা,
ওষ্ঠাধর কম্পমান এবে যায় দেখা।
অভিমান-ভরে মুখ ফিরাইয়া লয়,
এই সব ভাব দেখি' হেন মনে হয়—
শিখেছে যে অভিনয় গুরুর সদন
তাহারি গো শিক্ষা যেন করে প্রদর্শন।
কুপিতা হইলে নারী কান্ত-আচরণে
কি ভাব করিতে হয় দেখায় এক্ষণে।

বিদূ।—আপনি এখন তবে মান ভাঙাবার জন্য প্রস্তুত হোন্।

মাল।—গৌতম ঠাকুরও এইখানে ওঁর সেবা করচেন দেখ্‌চি। (স্থানান্তরে যাইতে ইচ্ছুক)

বকু।—(মালবিকাকে আটকাইয়া) না না সখি, যেও না। বলি, রাগ করলে না কি?

মাল।—তুমি যদি আমাকে অভিমানী বলে'ই মনে করে' থাক, আচ্ছা, আমাকে ফের রাগাও দিকি দেখি।

রাজা।—(নিকটে আসিয়া)

চিত্রগত কার্য্য হেরি' কেন কোপ মোর পরে
কর অকারণে?
সাক্ষাৎ আইনু এবে, আমি গো তোমারি দাস
পঙ্কজ-নয়নে!

বকুলা।—জয় হোক্ মহারাজের!

মাল।—(স্বগত) কি, আমি কি তবে চিত্রিত মহারাজের উপর অভিমান করেছিলেম?

রাজা।—(মদন-কাতর)

বিদূ।—আপনাকে যে উদাসীনের মত দেখ্‌চি?

রাজা।—তোমার সখীকে আর বিশ্বাস করতে পারি নে—তাই।

বিদূ।—এঁর প্রতি আপনার অবিশ্বাসের কারণ কি ?

রাজা।—কারণ কি শোনো।

নেত্র-পথে থেকে থেকে
ক্ষণে যান কোথায় চলিয়া,
বাহু-মধ্যে আসিয়াও
ক্ষণমাত্রে যান গো সরিয়া।
মদন-বেদনাতুর আমার এই মন,
কেমনে গো হায়,
বিশ্বাস করিবে এবে, প্রতারিত হয়ে ওঁর
মিলন-মায়ায়।

বকুলা।—সখি! তুমি অনেকবার মহারাজকে প্রতারিত করেছ, এখন যাতে উনি তোমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, তাই কর।

মাল।—আমি অতি হতভাগিনী, তাই আমি স্বপ্নেও কখন প্রিয়সমাগম লাভ করিনি।

বকুলা।—মহারাজ এর উত্তর দিন।

রাজা।—

উত্তরে কি প্রয়োজন? এই দেখ সাক্ষী করি'
মদন-অনলে
করিতেছি আত্মদান; চাহি না গো সেবা—আমি
সেবিব বিরলে।

বকুলা।—অনুগৃহীত হলেম।

বিদূ।—(ব্যস্তসমস্তভাবে পরিক্রমণ পূর্ব্বক) দেখ বকুলাবলিকে! ঐ হরিণটা অশোক-পল্লবগুলি খেতে আস্‌চে—এসো, ওকে নিবারণ করি।

বকুলা। আচ্ছা, চলুন।

[গমন।

রাজা।—হাঁ, অশোক-পল্লবগুলিকে রক্ষা করা আমাদের উচিত বটে।

বিদূ।—গৌতমও তো তাই বল্‌চে।

বকুলা।—দেখ গৌতম ঠাকুর! আমি আড়ালে লুকিয়ে থাকি। তুমি দ্বার রক্ষা কর।

বিদূ।—হাঁ, সেই ভাল।

[বকুলাবলিকার গমন।

বিদূ।—এই স্ফটিক-স্তম্ভটিকেই আশ্রয় করা যাক। (তথা করিয়া) আহা! কোন কোন শিলা এমন সুখস্পর্শ! (নিদ্রা)

মাল।—(সাধ্বস-সহকারে অবস্থিতা)

রাজা।—

মিলনের লজ্জা-ভয় ত্যজ গো সুন্দরি,
তব প্রেমাকাঙ্ক্ষী আমি বহু দিন ধরি'
আমি সহকার-রূপে হেথা অবস্থিত,
তুমি মাধবিকা হয়ে কর যা বিহিত।

মাল।—দেবীর ভয়ে আমার প্রাণের ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারচিনে।

রাজা।—ভয় কিসের?—কিছুমাত্র ভয় নেই।

মাল।—(তিরস্কার-সহকারে) আপনি ভয় করেন কি না, তাও আমি জানি—দেবীকে দেখে মহারাজেরও তখন এই অবস্থা হয়েছিল।

রাজা।—সুন্দরি!

প্রণয়ের শিষ্টাচার, নায়ক-জনের জেনো
চির-কুল-ব্রত,
কিন্তু এ পরাণ মম, তোমারি আশায় বদ্ধ
আছে গো সতত।

তা দেখ, এখন তোমার চিরানুরক্ত এ জনের প্রতি একটু অনুগ্রহ কর। (আলিঙ্গন-চেষ্টা)

মাল।—(আলিঙ্গন পরিহার)

রাজা।—নবাঙ্গনাদের প্রণয়-ব্যাপারটা কি রমণীয়।

এ মোর অঙ্গুলী যবে, ব্যগ্র হয়ে খোলে ওই
রশনা-বন্ধন,
কম্পমান হস্ত ওর, আটকিয়া মোর হস্ত
করে নিবারণ।
যেমনি আমি গো তারে
বলপূর্ব্ব—করি আলিঙ্গন
অমনি সে দুটি হাতে
স্তনদ্বয় করে আবরণ।
পক্ষ্মল-নয়নযুক্ত মুখটি তুলিয়া তার
চুম্বিতে গো হইলে উন্মুখ,
অমনি ফিরায়ে লয়, এইরূপ কত ছলে
পূর্ণ করে অভিলাষ-সুখ।

দৃশ্য—উদ্যানের পথ

(ইরাবতী ও নিপুণিকার প্রবেশ)

ইরা।—ওলো নিপুণিকে! সত্যই কি তুই চন্দ্রিকার কাছে শুনেছিস্, সমুদ্র-গৃহের অলিন্দে গৌতম ঠাকুরকে সে একা শুয়ে থাক্‌তে দেখেচে?

নিপু।—সত্যি না হলে আমি ঠাকরণকে কেন বল্‌ব?

ইরা।—আচ্ছা, চল্‌ তবে প্রিয়সখা গৌতমের কাছে যাই—তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সব সন্দেহ মিট্‌বে। তা ছাড়া—

নিপু।—ঠাকরণ, কথাটা যে শেষ করলেন না।

ইরা।—তা ছাড়া, চিত্রগত মহারাজকে প্রসন্ন করতে হবে।

নিপু।—সাক্ষাৎ মহারাজকেই প্রসন্ন করুন না কেন?

ইরা।—সরলে! চিত্রেতে যেরূপ দেখা যায়, ঠিক্ সেইরূপ তাঁর হৃদয় এখন অন্যেতে আসক্ত। আমি যে তখন শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করেছিলেম, এখন কেবল সেই অপরাধের জন্যই তাঁর কাছে মার্জ্জনা চাইতে যাচ্চি।

নিপু।—এই দিকে ঠাকরণ।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—জয় হোক্, রাণী ঠাকরণের জয় হোক্! ঠাকরণ! দেবী আপনাকে এই কথা বল্‌তে বলেচেন:—"তোমার যাতে মানরক্ষা হয়,আমি এখন তাই করব—তোমার উপর আমার ঈর্ষ্যা করবার এ সময় নয়। মালবিকা ও তার সখীকে পায়ে বেড়ি দিয়ে বন্ধ করে' রাখা গেছে। এখন তোমার কি ইচ্ছে, আমাকে বল। তা হলে তোমার হয়ে মহারাজকে আমি বল্‌তে পারি।"

ইরা।—দেখ নাগরিকে! দেবীকে এই কথা বলিস:—"দেবীর উপর কোন কাজের ভার দি, আমার এমন কি ক্ষমতা? তিনি নিজের দাসীকে দণ্ড দিয়ে আমার উপর যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তাঁর অনুগ্রহ ভিন্ন আর কার অনুগ্রহে আমার মানরক্ষা হতে পারে?"

দাসী।—আচ্ছা, তাই বলব।

[প্রস্থান।

দৃশ্য—সমুদ্র-ভবন

নিপু।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) দোকানের সামনে ষাঁড়েরা যেমন ঘুমোয়, এই সমুদ্রভবনের দরজায় বসে' গৌতমঠাকুরও সেই রকম বসে-বসেই ঘুমচ্চে দেখ্‌চি।

ইরা।—প্রাণ-সংশয় না তো?—বিষ-বিকারের যেন শেষ অবস্থা বলে' মনে হচ্চে।

নিপু।—মুখ-বর্ণ তো বেশ পরিষ্কার। তাতে ধ্রুবসিদ্ধি চিকিৎসা করেচেন। মৃত্যুর কোন আশঙ্কা নেই।

বিদূ।—(স্বপ্ন দেখিয়া) ওগো মালবিকে!

নিপু।—ঠাকরণ, শুন্‌লেন? তা, কারই বা ও আত্মীয়? ও কৃতঘ্নের কেবল আহারের সঙ্গেই সম্বন্ধ। এর আগে সেই স্বস্তিবচনের মোদক একপেট খেয়ে এখন মালবিকাকে স্বপ্ন দেখ্‌চে।

বিদূ। আমার ইচ্ছে, তুমি ইরাবতীকেও ছাড়িয়ে ওঠো।

নিপু।—এই বুঝি মরেছে? রোস্! আমি থামের আড়ালে লুকিয়ে থেকে সর্পভীতু বিট্‌লে বাওনটাকে এই সাপের মত আমার বাঁকা লাঠি দিয়ে ভয় দেখাই।

ইরা।—ও কৃতঘ্নটা সর্পদংশনেরই যোগ্য বটে।

নিপু।—(বিদূষকের উপর কাষ্ঠদণ্ড নিক্ষেপ)

বিদূ।—(সহসা জাগিয়া) আরে আরে! কি সর্ব্বনাশ! আমার গায়ের উপর একটা সাপ এসে পড়ল।

রাজা।—(সহসা বাহির হইয়া) ভয় নেই—ভয় নেই।

মাল।—(রাজার অনুসরণ করিয়া) মহারাজ! হঠাৎ বেরোবেন না, শুন্‌চি নাকি ওখানে একটা সাপ আছে।

ইরা।—এ কি! মহারাজ যে এই দিকেই দৌড়ে আস্‌চেন।

বিদূ।—(হাসিয়া) আরে মোলো! এটা যে একটা লাঠি। আমি যে তখন গায়ে কেয়ার কাঁটা ফুটিয়ে সাপে কামড়েচে বলে' ঠকিয়েছিলেম, আমি ভাবলেম, তারই বুঝি এই ফল।

(তাড়াতাড়ি বকুলাবলিকার প্রবেশ)

বকুলা।—(ভয়-ব্যস্ত হইয়া) মহারাজ! ওখানে যাবেন না। ওখানে আঁকা-বাঁকা সাপের মত কি একটা দেখা যাচ্চে।

ইরা।—(সহসা রাজার নিকটে আসিয়া) দিনের

বেলা সঙ্কেতস্থানে এনে দুজনের মনোরথ নির্ব্বিঘ্নে পূর্ণ হয়েছে ত ?

(ইরাবতীকে দেখিয়া সকলে ত্রস্ত-ব্যস্ত)

রাজা।—প্রিয়ে! এ যে তোমার অপূর্ব্ব অভিবাদন দেখ্‌চি !

ইরা।—বকুলাবলিকে ! তোমার দূতিগিরি সফল হয়েচে তো ?

বকুলা —রাগ করবেন না রাণীঠাকরণ। আমি কি করেচি, মহারাজকেই কেন জিজ্ঞাসা করুন না। ভেকের ডাক শুনে কি ইন্দ্র পৃথিবীতে জলবর্ষণে বিরত হন ?

বিদূ।—তা নয়। দেখুন, আপনি যে তাঁর প্রণতি-অনুনয় অগ্রাহ্য করেছিলেন, মহারাজ আপনার দর্শনমাত্রে তাও বিস্মৃত হয়েছেন। কিন্তু দেবি, আপনি তো এখনও প্রসন্ন হলেন না ?

ইরা।—আমি রাগ করে'ই বা কি করব ?

রাজা।—এই কথাই ঠিক্। অস্থানে রাগ করা তোমার উচিত নয়।

বিনা-হেতু বরতনু ! কখন কি ক্ষণতরে
হয়েছ কুপিত ?
পূর্ণিমা-রজনী ভিন্ন রাহু-গ্রাসে কভু হয়
শশাঙ্ক পতিত ?

ইরা।—"অস্থানে" এ কথাটি ঠিক্ বলেছ। আমাদের ভাগ্য এখন স্থানান্তরে গেছে। এখন যদি আমি রাগ করি, আমিই হাস্যাস্পদ হব।

রাজা।—তুমি অন্যরূপ ভাবচ, আমি কিন্তু সত্যই রাগের কোন হেতু দেখচি নে। কেন না :—

অপরাধী হইলেও উৎসব-পার্ব্বণে
বদ্ধ রাখা অনুচিত কোন পরিজনে।
আমি তাই করিলে গো তাদের মোচন,
প্রণাম করিতে মোরে আসিল দুজন।

ইরা।—নিপুণিকে ! তুই গিয়ে দেবীকে বল্, "আপনি যে পক্ষপাতী, আমার হৃদয়ে তা বিলক্ষণ ধারণা হয়েছে।"

নিপু।—আচ্ছা, তাই বলব।

[প্রস্থান।

বিদূ।—(স্বগত) কি বিপদ ! ঘরের পোষা পায়রা বন্ধন-মুক্ত হয়ে শেষে কি না বিড়ালের সাম্‌নে এসে পড়ল ?

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু।—দেবি ! হঠাৎ মাধবিকার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে বল্লে, এই কারণে—(কর্ণে কথন)

ইরা।—(স্বগত) এখন সব বোঝা গেছে। বামুনের ফন্দী টের পাওয়া গেছে। (বিদূষককে দেখিয়া প্রকাশ্যে) কামশাস্ত্র-সচিব বামুনটারই এই নীতি-কৌশল।

বিদূ।—ওগো ! যদি নীতিশাস্ত্রের এক অক্ষরও পাঠ করতে পারতেম, তা হলে আমি আর মহারাজের আশ্রয়ে আস্‌তেম না।

রাজা।—(চুপি চুপি) আঃ ! এখন কি করে' এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় ?

(আবেগ-সহকারে জয়সেনার প্রবেশ)

জয়।—মহারাজ ! কুমারী বসু লক্ষ্মী খেল্‌তে খেল্‌তে গোলা ধরতে যাচ্ছিলেন, আর অমনি একটা বানর এসে তাঁকে তাড়া করে—তাতে তিনি বড়ই ভয় পেয়েছেন। দেবী কোলে নিয়েছেন, তবুও জ্ঞান হচ্চে না—নব-পল্লব যেমন বাতাসে কাঁপতে থাকে—তেমনি থর্-থর্ করে' তিনি কাঁপচেন।

রাজা।—তা তো হতেই পারে। বালক-বালিকারা সহজেই কাতর হয়ে পড়ে।

ইরা।—(আবেগ-সহকারে) মহারাজ ! তুমি শীঘ্র গিয়ে তাকে সান্ত্বনা কর গে—ভয়-ত্রাসে তার পীড়া না বেড়ে ওঠে।

রাজা।—আমি এখনি গিয়ে তাকে সান্ত্বনা করচি।

[সত্বর প্রস্থান।

বিদূ।—সাবাস্ রে পিঙ্গল বানর, সাবাস্ ! তোর স্বদলের লোকটিকে তুই সময়মত বেশ বাঁচিয়ে দিলি।

[রাজা, বিদূষক, ইরাবতী, নিপুণিকা ও
প্রতীহারীর প্রস্থান।

মাল।—দেবীকে মনে করে' আমার হৃদয় কাঁপচে। এর পরে না জানি আমার ভাগ্যে কি আছে।

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! সাধ দেবার

পর পাঁচ রাত্রি যেতে না যেতেই রক্ত-অশোকে ফুল ধরেচে—যাই, দেবীকে জানিয়ে আসি।

(শুনিয়া উভয়ের হর্ষ)

বকুল।—সখি, আশ্বস্ত হয়। দেবী সত্য-প্রতিজ্ঞ—তাঁর প্রতিজ্ঞা কখনই লঙ্ঘন হবে না।

মাল।—আচ্ছা, আমিও তবে প্রমদবনের মালিনীর পিছনে পিছনে সেইখানেই যাই।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য—রাজপথ

(মালিনী মধুকরিকার প্রবেশ)

মালি।—রক্ত-অশোককে সাধ দিয়ে তার গোড়ায় তো বেদী-ঘর বাঁধা গেছে। দেবীর আদেশ-মত সব করা হয়েছে, এ কথা দেবীকে জানিয়ে আসি। মালবিকার উপর এখন দেখ্‌চি বিধাতার দয়া হয়েচে। মালবিকার উপর দেবীর রাগ হলেও, অশোকের এই সাধ দেবার কথা শুনে তিনি নিশ্চয়ই প্রসন্ন হবেন। না জানি এখন দেবী কোথায় আছেন। (দেখিয়া) দেবীর একজন কুব্জ ভৃত্য গালার-মোহর-দেওয়া পেঁটরা নিয়ে চতুঃশালা-ভবন থেকে বেরুচ্চে—আচ্ছা, ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক্‌।

(কুব্জের প্রবেশ)

মালিনী।—সারস! তুমি কোথায় যাচ্চ?

সার।—মধুকরিকে! ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের মাসিক নিত্যদক্ষিণা পুরোহিত মহাশয়ের হাতে দিতে যাচ্চি।

মালি।—কিসের জন্য?

সার।—সেনাপতি যখন শুনলেন, মহারাজ-কুমার যজ্ঞের অশ্বরক্ষণে নিযুক্ত হয়েছেন, তখন কুমারের দীর্ঘায়ু কামনায় আট শত সুবর্ণের পরিমাণ দক্ষিণা ব্রাহ্মণদের দেবেন বোলে প্রতিশ্রুত হন।

মালি।—দেবী এখন কোথায়—কি করচেন?

সার।—দেবী মঙ্গল-গৃহে বোসে আছেন। বিদর্ভ দেশ হতে তাঁর ভ্রাতা বীরসেন যে পত্র পাঠিয়েছেন, সেই পত্রখানি লিপিকর পড়চে আর তিনি শুনচেন।

মালি।—বিদর্ভ-রাজের বৃত্তান্ত কি?

সার।—বীরসেন প্রভৃতি দণ্ডাধ্যক্ষেরা বিদর্ভ-রাজকে পরাজয় করে' মহারাজের অধীনে এনেচেন, আর তাঁর উত্তরাধিকারী মাধব-সেনকে মুক্ত করে', বহুমূল্য রত্ন-বাহন শিল্পি-কন্যা পরিজন প্রভৃতি উপহারের সহিত একজন দূতকে মহারাজের নিকট পাঠিয়েচেন। সেই দূত এখন মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

মধু।—যাও, তুমি এখন তোমার কাজ কর গে—আমিও দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাই।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

দৃশ্য—প্রাসাদ

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—দেবী এখন অশোক গাছের সাধ দিতে ব্যস্ত। তিনি বল্লেন, "মহারাজকে জানিয়ে এসো, আমি মহারাজের সহিত একত্রে অশোকের ফুলফোটা দেখব।" এখন মহারাজ ধর্ম্মাসনে বোসে বিচার করচেন—আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করি।

(পরিক্রমণ)

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—অহো! মহারাজ এখন সৈন্যের দ্বারা অরিদের মস্তক দলন করচেন।

প্রথম।—

বিদিশা নদীর তীরে আছে যে উদ্যান
—আপনি অনঙ্গ যেন তথা অঙ্গবান।
হৃষ্ট হয়ে বন্দি-রূপ কোকিলের গানে,
আনিলে গো মহারাজ বসন্ত সেখানে।
ওহে বরপ্রদ! তব জয়-হস্তিগণ
বরদা-তীরের তরু করে উৎপাটন
কণ্ঠ-ঘরষণে; আর, ছিল রিপু যত
সেই সঙ্গে তাহাদেরো মাথা হল নত।

দ্বিতীয়।—পরিঘ-বাহুতে করি' সবলে ধারণ,
রুক্মিণীরে বিষ্ণুদেব করেন হরণ।

আপনিও সৈন্য-বলে বিদর্ভ-পতিরে
পরাভবি' হরিলেন রাজশ্রী অচিরে।
সুর সুরী উভয়েই বীর-ভক্তি-বশে
কীর্ত্তন করিল গীতে উভয়েরি যশে।
উভয়েরি যশোগান ছাইল চৌদিকে,
ব্যাপ্ত তাহা জনপদ "ক্রথকইশিকে"।

প্রতী।—জয়ধ্বনি শুনে মনে হচ্চে, রাজা এই দিকেই আস্চেন—আমিও এখন সম্মুখ থেকে সরে' গিয়ে এই নিকটস্থ অলিন্দের তোরণ-দেশে যাই।

(একান্তে অবস্থান)

(বয়স্তের সহিত রাজার প্রবেশ)

রাজা।—

প্রেয়সীর সমাগম ভাবিয়া দুর্লভ,
আর শুনি' বিদর্ভ-রাজ্যের পরাভব,
ধারা ও আতপাক্রান্ত সরোজের সম
সুখ দুঃখ একসঙ্গে হৃদে আসে মম।

বিদু। আমার মনে হয়, আপনি খুবই সুখী হবেন।

রাজা।—কিরূপে?

বিদু।—দেবী ধারিণী আজ বিদুষী কৌশিকীকে বল্লেন, "আপনি ভাল সাজাতে পারেন বলে' সত্যই যদি আপনার মনে মনে গর্ব্ব থাকে, তা হলে মালবিকাকে বিবাহের সাজ পরিয়ে আমাকে দেখান দিকি।" তার পর, ভগবতী সেই কথা শুনে, খুব আমোদ করে' মালবিকাকে সাজিয়ে দিলেন। তাই বল্চি, দেবী আপনার মনস্কামনা পূর্ণ করলেও করতে পারেন।

রাজা।—সখা! দেবী ধারিণী আমার মন রক্ষা করে' পূর্ব্বে আমার সহিত বরাবর যেরূপ ব্যবহার করে' এসেছেন, তাতে এ সম্ভব বলেই মনে হয়।

প্রতী।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্। দেবী নিবেদন করচেন, "আমার ইচ্ছে হচ্চে, আমি মহারাজের সঙ্গে একত্রে রক্ত-অশোকের ফুল ফোটা দেখি।"

রাজা।—দেবী কি সেইখানে আছেন?

প্রতী।—হাঁ মহারাজ! আপনার অভ্যর্থনার জন্য দেবী অন্তঃপুর ত্যাগ করে' মালবিকা প্রভৃতি পরিজনের সহিত সেইখানে আপনার প্রতীক্ষা করচেন।

রাজা।—(সহর্ষে বিদূষককে দেখিয়া) জয়সেনা! তুমি আগে আগে চল।

প্রতী।—এই দিকে মহারাজ, এই দিকে।

(পরিক্রমণ)

দৃশ্য—প্রমদ-বন

বিদু।—(দেখিয়া) দেখুন, মহারাজ, প্রমদ-বনে বসন্তের যৌবন যেন ক্রমে ফুরিয়ে আস্চে।

রাজা।—যা বল্লে সখা!

কুরুবক-ফুল যত
ইতস্তত বিকীর্ণ সম্মুখে,
ফল-ভারে নত হয়ে
সহকার পশে তার বুকে।
পরিণাম-অভিমুখী ঋতুর যৌবন
আকুল করিয়া তোলে আমার এ মন।

বিদু।—এই দেখুন, সেই রক্ত-অশোকটি কেমন কুসুম-স্তবকের পরিচ্ছদ পরিধান করে' আছে!

রাজা।—অশোক-তরুটিতে যে ফুল ফুটতে বিলম্ব হচ্ছিল, তা সে ভালই হয়েছে—কেন না, এখন দেখচি, আবার তেমনি অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করেচে। দেখ:—

বসন্তের সমাগমে সমস্ত অশোক-মাঝে
যে বিভব দিয়াছিল দেখা
—এবে সে কুসুম-রাশি, হইয়াছে সংক্রামিত
দোহদ-অশোকটিতে একা।

বিদু।—আপনি এখন নিশ্চিন্ত থাকুন। দেখবেন, আমরা নিকটে গেলেও, ধারিণী দেবী মালবিকাকে ডাকৃতেই অনুমতি করবেন।

রাজা।—(সহর্ষে) সখা, দেখ দেখ—

অভ্যর্থনা করিবারে
উঠি দেবী আসেন এ দিকে,
কোমল-কমল-কর
প্রেয়সীও আছেন সমীপে;
মনে হয় রাজ-লক্ষ্মী
অনুসরে দেবী ধরিত্রীকে।

(মালবিকা পরিব্রাজিকা, পরিজন প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া দেবী ধারিণীর প্রবেশ)

মাল।—(স্বগত) আমাকে দেবী আমোদ করে'

অলঙ্কার দিয়ে কেন সাজালেন, তার কারণ যদিও আমি জানি, তবু আমার হৃদয় যেন পদ্মপাতার জলের মত কাঁপচে। আর বাঁ চোখটাও ক্রমাগত নাচ্‌চে।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, বিবাহের বেশে মালবিকাকে কেমন সুন্দর দেখাচ্চে!

রাজা।—তাই তো দেখ্‌চি, আভরণ-অলঙ্কারে বেশ ওঁকে মানিয়েছে।

নাতিদীর্ঘ সুবসন, স্বল্প লঘু আভরণ
সাজিয়াছে আহা কিবা মরি।
হিম-মুক্ত তারাদলে মৃদু-জ্যোৎস্না নভস্তলে
শোভে যেন চৈত্র-বিভাবরী॥

ধারি।—(নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ আর্য্যপুত্রের!

বিদূ।—দেবীর শ্রীবৃদ্ধি হোক্!

পরিব্রা।—জয় হোক্ মহারাজের!

রাজা।—ভগবতি! প্রণাম।

পরিব্রা।—তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক্।

দেবী।—(সস্মিত) এসো মহারাজ! তরুণীজন-সহায় এই অশোক-তরুটিকে আমরা তোমার সঙ্কেত-স্থান ঠিক্ করেছি।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, দেবী আপনার সহবাস প্রার্থনা করচেন।

রাজা।—(সলজ্জভাবে অশোকের চারিদিকে পরিক্রমণ)

এই যে অশোক-তরু বসন্ত-লক্ষ্মীর কথা
করি' হতাদর
রাখিল তোমার মান—ফুটাইয়া তব যত্নে
কুসুম-নিকর,
আদরের পাত্র তব, হবে সে যে—কি বিচিত্র
বল অতঃপর।

বিদূ।—মহারাজ! বিশ্বস্ত-মনে এখন এই তরুণীকে দর্শন করুন।

ধারি।—কাকে?

বিদূ।—এই রক্ত-অশোকের কুসুম-শোভাকে।

(সকলের উপবেশন)

রাজা।—(মালবিকাকে দেখিয়া স্বগত) কি কষ্ট! আজ নিকটে থেকেও ছাড়াছাড়ি?

আমি যেন চক্রবাক,
চক্রবাকী মোর প্রিয়তমা,
মিলন-নিষেধ-করী
ধারিণী সে বিভাবরী-সমা।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—জয় মহারাজের জয়! অমাত্য নিবেদন করচেন:—"বিদর্ভরাজ উপঢৌকন-স্বরূপ যে দুইটি শিল্পকারিকাকে পাঠিয়েছিলেন, পথশ্রমে তাদের শরীর কাতর থাকায় মহারাজের সমীপে তখন তাদের আনা হয় নাই। এখন তারা মহারাজের দর্শন-যোগ্য হয়েছে। অতএব মহরাজের কি আদেশ হয়?"

রাজা।—তাদের নিয়ে এসো।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ! (প্রস্থান করিয়া তাহাদিগের সহিত পুনঃ প্রবেশ) এই দিকে আসুন, এই দিকে।

প্রথ।—(জনান্তিকে) দেখ্ রমণীয়া! এই রাজবাড়িটি কি চমৎকার! এখানে প্রবেশ করে' আমার অন্তরাত্মা প্রসন্ন হল।

দ্বিতী।—জ্যোৎস্নিকা! আমারও তাই। এইরূপ লোক-প্রবাদ আছে—"হৃদয়ের অবস্থা ভাবী সুখ-দুঃখ জানিয়ে দেয়।"

প্রথ।—এখন তাই যেন সত্যি হয়।

কঞ্চু।—ঐ দেখুন, দেবীর সহিত মহারাজ বসে' আছেন। আপনারা নিকটে এগিয়ে যান।

(উভয়ের নিকটে গমন ও পরস্পরকে অবলোকন)

উভয়ে।—(প্রণিপাত করিয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবীর জয় হোক্!

রাজা।—এসো এসো—বোসো।

উভয়ে।—(উপবেশন)

রাজা।—তোমরা কোন্ কলাবিদ্যায় শিক্ষিতা?

উভয়ে।—মহারাজ!—সঙ্গীতে।

রাজা।—দেবি! এই দুইজনের মধ্যে একজনকে তুমি নেও।

ধারি।—মালবিকে! এই দুই সঙ্গীত-সহচরীর মধ্যে কাকে তোমার অধিক নিপুণ বলে' মনে হয়?

উভয়ে।—(মালবিকাকে দেখিয়া) ও মা! এ যে আমাদের রাজকুমারী! রাজকুমারীর জয় হোক্! (প্রণিপাত করিয়া মালবিকার সহিত উভয়ের অশ্রুমোচন) (সবিস্ময়ে সকলের অবলোকন)

রাজা।—তোমারই বা কে?—ইনিই বা কে?

প্রথ।—ইনি আমাদের রাজকুমারী।

রাজা!—সে কেমন?

উভয়ে।—শুনুন্ তবে মহারাজ। মহারাজের সেই বিজয়-সৈন্যের দ্বারা বিদর্ভনাথকে পরাজয় করে' মহারাজ যে কুমার মাধবসেনকে বন্ধন হতে মোচন করেন, তাঁরই কনিষ্ঠা ভগিনী এই মালবিকা।

ধারি।—কি?—ইনি রাজ-কন্যা? তবে ত দেখ্‌চি, আমি চন্দনকে পাদুকা-রূপে ব্যবহার করে' দূষিত করেছি।

রাজা।—আচ্ছা, তোমার তবে এরূপ অবস্থা কি করে' হল?

মাল।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) বিধির নিয়োগে।

দ্বিতী।—শুনুন মহারাজ! আমাদের রাজকুমার মাধবসেন নিজ জ্ঞাতির বশীভূত হলে পর, তাঁর অমাত্য সুমতি আমাদের মত পরিজনদের ত্যাগ করে' গুপ্তভাবে রাজকুমারীকে নিয়ে আসেন।

রাজা।—এ কথা আমি পূর্ব্বে শুনেছিলাম। তার পর—তার পর?

দ্বিতীয়া।—মহারাজ! তার পর আমি আর কিছু জানি নে।

পরিব্রা।—তার পর কি হল, হতভাগিনী আমিই বল্‌চি শুনুন।

উভয়ে।—রাজকুমারি! এ যে কৌশিকী-ঠাকরুণের গলার স্বর শুন্‌চি।

মাল।—হাঁ, তিনিই বটে।

উভয়ে।—সন্ন্যাসিনী-বেশে কৌশিকী-ঠাকরুণকে বড়ই বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ভগবতি! প্রণাম।

পরিব্রা।—কল্যাণ হোক্।

রাজা।—এঁরা কি তবে ভগবতীর আপনার লোক?

পরিব্রা।—হাঁ মহারাজ।

বিদূ।—ভগবতি, এখন আপনিই তবে এঁর অবশিষ্ট বৃত্তান্তটা বলুন।

পরি।—(বিকলতার সহিত) আচ্ছা, তবে শ্রবণ করুন। মাধবসেনের সচিব সুমতি আমার অগ্রজ।

রাজা।—বুঝ্‌লেম। তার পর?

পরিব্রা।—তার পর, এর ভ্রাতার সেইরূপ অবস্থা ঘট্‌লে, অমাত্য সুমতি আপনার সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের আশায় আমাকে আর এঁকে সেখান থেকে নিয়ে চলে' এলেন। আস্‌তে আস্‌তে পথে এক বণিক-সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাদের দলে আমি ঢুকে পড়লেম।

রাজা।—তার পর—তার পর?

পরি।—তার পর, একটা অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করে' পথশ্রান্ত বণিকেরা বিশ্রামে প্রবৃত্ত হল।

রাজা।—তার পর—তার পর?

পরি।—তার পর,

তূণ-পট্ট দৃঢ়বদ্ধ বাহুমধ্য দিয়া,
আকর্ণ শিখীর পুচ্ছ রয়েছে ঝুলিয়া,
—দুর্দ্ধর্ষ ধনুর্দ্ধারী হেন সৈন্যগণ
আবির্ভূত হল তথা করিয়া গর্জ্জন।

মাল।—(ভীতা)

বিদূ।—আপনি ভয় পাবেন না। উনি অতীত ঘটনার কথা বল্‌চেন।

রাজা।—তার পর, তার পর?

পরি।—তার পর, সেই বণিক-সম্প্রদায়ের লোকেরা কিছুক্ষণ যুদ্ধ করে' সেই দস্যুদের কাছে পরাজিত হয়ে শেষে পলায়ন করলে।

রাজা।—ভগবতি! এখন যা শুন্‌তে হবে, তা বোধ হয়, অত্যন্ত কষ্টকর।

পরি।—তার পর,—

অপমান-ক্ষুব্ধ ইনি, দুষ্কুল হইতে এঁরে
করিতে উদ্ধার
প্রভুভক্ত ভাই মোর, প্রাণ দিয়া শুধিলেন
প্রভু-ঋণ-ধার।

প্রথ।—আহা আহা! সুমতি তা হ'লে নিহত হয়েছেন।

দ্বিতী।—তার পর, আমাদের রাজকুমারীর তো এই অবস্থা।

পরি।—(অশ্রু-মোচন)

রাজা।—ভগবতি! মরণশীল প্রাণিমাত্রেরই এইরূপ ঘটে' থাকে। আপনি তাঁর জন্য শোক কর-বেন না। সেই প্রভুভক্ত মহাত্মা নিজ প্রভুর পিণ্ড-ঋণ শোধ করেছেন।

পরি।—তার পর আমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেম—যখন আমার জ্ঞান হল, তখন দেখি কি না—ইনি কোথায় অদৃশ্য হয়েছেন।

রাজা।—এই সময় তা হ'লে আপনার বড়ই কষ্ট হয়ে থাক্‌বে।

পরি। তার পর, আমি ভায়ের অগ্নি-সৎকার করে' পুনরায় যেন নূতন বৈধব্য-দুঃখে অভিভূত হয়ে, আপনার এই দেশে এসে কাষায়-বস্ত্র পরিধান করলেম।

রাজা।—ঠিক্ কাজ করেছেন—সজ্জনেরই এই পথ। তার পর?

পরি।—তার পর, ইনি সেই দস্যুদের হাত থেকে গিয়ে বীরসেনের হাতে আসেন—বীরসেনের হাত থেকে গিয়ে, শেষে দেবীর হস্তগত হন। পরে আমি দেবীর গৃহে প্রবেশ করে' এঁকে সেইখানেই দেখতে পাই। এই আমার কথা শেষ হল।

মাল।—(স্বগত) না জানি এখন মহারাজ কি বলেন।

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! বিধাতা প্রথমে এঁর অদৃষ্টে অপমান লিখে, আবার দেখ এঁকে কোথায় শেষে নিয়ে এলেন।

দাসীভাবে থাকিয়াও, লইতে পারেন ইনি
"দেবী" এই নাম।
স্নান-বস্ত্র পরিলেও, ধৌত কৌশেয় এঁর
যোগ্য পরিধান॥

ধারি।—ভগবতি! এই মহৎকুলোৎভবা মালবিকার প্রকৃত পরিচয় তখন আমার কাছে না দিয়ে আপনি অত্যন্ত অন্যায় কাজ করেছিলেন।

পরি।—দেবি! মার্জ্জনা করবেন। আমি কোন বিশেষ কারণ বশতই এইরূপ গোপন-ভাব অবলম্বন করেছিলেম।

ধারি।—কারণটি কি?

রাজা।—যদি বল্‌বার হয় তো বলুন।

পরি।—শুনুন তবে। যখন এই মালবিকার পিতা জীবিত ছিলেন, তখন একদিন দেবোৎসব-উপলক্ষে একজন সন্ন্যাসী এসেছিলেন। শুভাশুভের ভবিষ্যদ্বক্তা সেই সাধু সিদ্ধপুরুষটি আমাকে আদেশ করলেন—"এই কন্যাটি এক বৎসরমাত্র দাসীত্ব-দুঃখ ভোগ করে' তার পর সুযোগ্য পতি লাভ করবে।" সাধুর সেই অবশ্যম্ভাবী আদেশ, আপনার চরণ-সেবায়, কতদিনে সফল হয়, আমি তারই প্রতীক্ষা করচি।

রাজা।—প্রতীক্ষা করাই ঠিক্।

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজ! তখন অন্য কথা উপস্থিত হওয়ায় একটা কথা আমি নিবেদন করতে পারি নি। অমাত্য বল্লেন, "বিদর্ভ-রাজ সম্বন্ধে যা কর্ত্তব্য, তা আমরা স্থির করেছি, এখন মহারাজের কি অভিপ্রায়, শুন্‌তে ইচ্ছা করি।"

রাজা।—দেখ মৌদ্গল্য! আমার ইচ্ছা, কুমার যজ্ঞসেন ও মাধবসেন এই দুই ভ্রাতার জন্য দুইটি পৃথক্ রাজ্য নির্দ্দিষ্ট হয়।

হয়ে দোঁহে প্রতিষ্ঠিত, বরদার দুই কূলে
উত্তর দক্ষিণে,
পালন করুন প্রজা, রবি-শশি করে ভাগ
যথা রাত্রি-দিনে।

কঞ্চু।—মহারাজ! আমি এখনি গিয়ে অমাত্য ও সভাসদদের এই আদেশ জানিয়ে আসি।

রাজা।—(অঙ্গুলি-সঙ্কেতে অনুমতি প্রদান)

[কঞ্চুকীর প্রস্থান।

প্রথ।—(জনান্তিকে) রাজকুমারি! কি সৌভাগ্য! আজ আমাদের রাজকুমার অর্দ্ধ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

মাল।—এই আমাদের ঢের যে, তাঁর প্রাণরক্ষা হয়েচে।

(কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ)

কঞ্চু।—মহারাজের জয়! অমাত্য মহারাজের নিকট এই নিবেদন করচেন যে, "মহারাজের এই বুদ্ধিটি অতীব কল্যাণময়ী। মন্ত্রি-পরিষদেরও এই অভিপ্রায়।"

দুই ভাগে সংবিভক্তা
রাজশ্রীকে করিয়া বহন
—রথ-ভার-বহনেচ্ছু
দুটি অশ্ব রথের যেমন—
পরস্পর-আক্রমণে
উভে হয়ে নির্ব্বিকার-চিত
পালিয়া নৃপতি-আজ্ঞা
উভে হেথা হোন্ অবস্থিত।

রাজা।—আচ্ছা, তবে মন্ত্রি-পরিষদ্‌কে গিয়ে

বল, সেনাপতি বীরসেনকে এইরূপ পত্র লিখে যেন এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগ করা হয়।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(প্রস্থান করিয়া সপ্রাবরণ পত্র-হস্তে পুনঃ প্রবেশ পূর্ব্বক) মহারাজের আদেশ সর্ব্বতোভাবে পালিত হয়েচে। এখন আবার মহারাজের সেনাপতি পুষ্পমিত্রের কাছ থেকে সপ্রাবরণ পত্র পাওয়া গেল। এই দেখুন মহারাজ।

রাজা।—(উঠিয়া উপচার ও সপ্রাবরণ পত্রখানি শিরোধার্য্য করিয়া পরিজনের হস্তে অর্পণ)

পরি।—(পত্র উদ্ঘাটন)

ধারি।—আহা! আমার হৃদয় যেন তার দিকেই উন্মুখ হয়ে আছে। গুরুজনের কুশলাদি শুনে তার পর বসুমিত্রের বৃত্তান্ত সব শুনতে হবে। আমার পুত্রটি তো এখন সেনাপতি-পদের গুরুভার বহন কচ্চে।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া পত্র-পাঠ শ্রবণ)

"স্বস্তি!

যজ্ঞশালা হইতে সেনাপতি পুষ্পমিত্র বিদিশা-নগরীস্থিত আয়ুষ্মান্ পুত্র অগ্নিমিত্রকে সস্নেহে আলিঙ্গন পূর্ব্বক এই কথা জানাইতেছে, সুবিদিত হউক:— আমি রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া একশত রাজপুত্র-পরিবৃত কুমার বসুমিত্রকে রক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট করত —এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগমন করিতে হইবে, এই বলিয়া—যে বন্ধন-মুক্ত অশ্বটিকে ছাড়িয়া দিয়াছিলাম, সেই যজ্ঞ-অশ্বটি সিন্ধুনদের দক্ষিণ কূলে বিচরণ করিতেছিল, এমন সময়ে যবনদিগের অশ্ব-সৈন্য আসিয়া তাকে ধৃত করে। তাহাতে উভয় সৈন্যে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হয়।"

ধারিণী।—(বিষণ্ণ)

রাজা।—কি! এইরূপ ঘটনা হয়েছে? (পুনর্ব্বার পত্র পাঠ করিতে বলিয়া)

পরি।—"তার পর:—

ধনুর্দ্ধারী বসুমিত্র
যুদ্ধে করি পরাভব শত্রু-সমুদায়ে
বাহুবল প্রকাশিয়া
লঙ্ঘিত সে অশ্বরাজে আনিল ফিরায়ে।"

ধারি।—এই কথা শুনে এখন আমার হৃদয় আশ্বাসিত হল।

রাজা।—(পত্রের অবশিষ্ট অংশ পাঠ করিতে বলিয়া)

"সগর যেমন নিজ পৌত্র অংশুমান কর্তৃক প্রত্যাহৃত অশ্ব দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, আমিও সেইরূপ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিব। অতএব আপনি বিগত-রোষ-চিত্ত হইয়া বধূগণের সহিত অবিলম্বে যজ্ঞ দর্শনার্থ আগমন করিবেন।"

রাজা।—অনুগৃহীত হলেম।

পরিব্রা।—কি সৌভাগ্য! আপনারা দম্পতি-দ্বয় এখন পুত্রের বিজয়-সংবাদে সুখী হলেন। (দেবীকে দেখিয়া)

মহারাজ পতি তব, শ্লাঘ্য বীর-পত্নী-মাঝে
সর্ব্ব-অগ্রে তোমারে গো করিলা স্থাপন।
শত্রুজয়ী পুত্র হতে, "বীর-প্রসূ" এই শব্দ
তুমি দেবি এবে দেখ করিলে অর্জ্জন॥

ধারি।—ভগবতি! বৎস বসুমিত্র যে সকল বিষয়েই আপনার পিতার অনুরূপ হয়েচে, এতে আমি পরিতুষ্ট হয়েচি।

রাজা।—দেখ মৌদ্গল্য! হস্তি-শাবক যূথ-পতি মাতঙ্গেরই অনুকরণ করেছে।

কঞ্চু।—মহারাজ!

অগ্নি দহে জল-রাশি
—নহে সে তো বিস্ময়-ব্যাপার;
মহাতেজা "ঔর্ব্ব" হতে
যেহেতু গো জনম তাহার।
তাই বলি, এ বীরত্বে
কিছুমাত্র নহি গো বিস্মিত
যে উচ্চ কুলেতে জন্ম
—এ বীরত্ব তারি সমুচিত।

রাজা।—মৌদ্গল্য! যজ্ঞসেনের শ্যালক প্রভৃতি সমস্ত কারাবাসীদের মুক্ত করে' দাও।

কঞ্চু।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

[প্রস্থান।

ধারি।—দেখ জয়সেনা! ইরাবতী প্রভৃতি অন্তঃ-পুরবাসিনীদের নিকট পুত্রের এই বিজয়-সংবাদ জানিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

ধারি।—আর শোনো।

প্রতী।—(ফিরিয়া আসিয়া) আজ্ঞা করুন।

ধারি।—(জনান্তিকে) আমার নাম করে' ইরাবতীকে বল্‌বে, মালবিকার উচ্চকুলে জন্ম। আর আমি তার প্রতি অশোকফুল ফোটাবার ভার দেবার সময়, তার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, তার যেন কোনরূপ অন্যথা না হয়।

প্রতী।—যে আজ্ঞা দেবি! (প্রস্থান করিয়া পুনঃ প্রবেশ) দেবি! পুত্রের বিজয়-সংবাদ শোন্‌বামাত্র, অন্তঃপুরের রাণীরা আমাকে পুরস্কারস্বরূপ এত আভরণ দিলেন যে, আমার মনে হচ্চে, যেন আমি অলঙ্কারের একটা সিন্দুক হয়ে পড়েচি।

ধারি।—এতে আর আশ্চর্য্য কি? এ তো অন্তঃপুরের সকলেরই সাধারণ সৌভাগ্য।

প্রতী।—(জনান্তিকে) দেবি! ইরাবতী এই কথা বল্‌তে বল্লেন:—"এ কথা আপনারি উপযুক্ত। পূর্ব্বে আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার অন্যথা করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নয়।"

ধারি।—ভগবতি! পূর্ব্বে আর্য্য সুমতি যে মালবিকাকে মহারাজের হস্তে সমর্পণ করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, এখন সেই বিষয়ে আপনার সম্মতি প্রার্থনা করচি।

পরিব্রা।—সে বিষয়ের আপনিই তো এখন প্রভু।

ধারি।—(মালবিকার হস্ত ধরিয়া) মহারাজ! এই প্রিয় সংবাদের পারিতোষিক-স্বরূপ এই মালবিকাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করচি—গ্রহণ কর।

রাজা।—(লজ্জার ভাব প্রকাশ)

ধারি।—(সস্মিত) মহারাজ! কি স্থির করলে?

বিদূ।—দেবি! সর্ব্বত্রই এই লোক-প্রবাদ প্রচলিত যে, নূতন বর মাত্রেই লজ্জাতুর হয়ে থাকে।

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি অবলোকন)

বিদূ।—যখন দেবী স্বয়ংই ভালবেসে মালবিকাকে দেবী-পদ প্রদান করলেন, তখন আপনি এঁকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করুন।

ধারি।—এই রাজকুমারীকে পূর্ব্বেই এঁর গুরুজনেরা দেবী-পদ প্রদান করেছেন। তবে আর পুনরুক্তির প্রয়োজন কি?

পরিব্রা।—না না—সে কথা না।

যদিও মণির ন্যায়, সদা ইনি আমাদের
আনন্দ-দায়িনী
—উচ্চকুল-সমুদ্ভবা—সেই হেতু সকলের
কুল-শিরোমণি,
তবু শোনো হে কল্যাণি! মণিতে কাঞ্চন-যোগ
যোগ্য বোলে গণি।

ধারি।—ভগবতি! ক্ষমা করুন, এই আনন্দে মত্ত হয়ে, অবগুণ্ঠনবস্ত্রের কথাটা আমার মনে হয় নি। জয়সেনা! শীঘ্র গিয়ে ধোয়া কৌষেয় বস্ত্রটি নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা দেবি! (প্রস্থান করিয়া ধোয়া কৌষেয় বস্ত্র লইয়া প্রবেশ) দেবি! এই নিন্।

ধারি।—(মালবিকাকে অবগুণ্ঠনবতী করিয়া) মহারাজ! এইবার এঁকে গ্রহণ কর!

রাজা।—আমরা তো চিরদিনই তোমার শাসনে নিরুত্তর।

পরিব্রা।—এই যে, মহারাজ মালবিকাকে গ্রহণ করেছেন।

বিদূ।—ওহো হো! দেবী ধারিণীর কি উদারতা!

ধারি।—(পরিজনের প্রতি অবলোকন)

পরিব্রা।—(মালবিকার নিকটে আসিয়া) জয় হোক্ ঠাকুরাণি!

ধারি।—(পরিব্রাজিকাকে নিরীক্ষণ)

পরিব্রা।—দেবি! তোমাতে এটি বিচিত্র নয়। কেন না:—

সপত্নী থাকেও যদি, তবু করে পতি-সেবা
ভর্ত্তৃ-বৎসলা সতী সপত্নী সহিতে;
সমুদ্রগামিনী নদী, সাগরে মিলায় যথা
সঙ্গে লয়ে শত শত অপর সরিতে।

(নিপুণিকার প্রবেশ)

নিপু।—মহারাজের জয় হোক্। রাণী ইরাবতী আমাকে এই কথা বল্‌তে বল্লেন:—যদিও আমি শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করে' মহারাজের নিকট অপরাধিনী হয়েচি, তবু আমার সে অপরাধ স্বামীর কাছেই। তিনি আমার প্রভু—আমার স্বামী—চিরকাল আমি স্বামীর অভিপ্রায় অনুসারেই চলেচি। এখন মহারাজের মনস্কামনা পূর্ণ হয়েচে। এখন তিনি

সুপ্রসন্ন হয়ে সমানভাবে আমারও যেন মানরক্ষা করেন, এই আমার প্রার্থনা।

ধারি।—নিপুণিকে! ইরাবতীকে বোলো, তিনি যা বলে' পাঠিয়েছেন, মহারাজ তাই করবেন।

নিপু।—যে আজ্ঞে দেবি!

[প্রস্থান।

পরিব্রা।—মহারাজ! আপনার সহিত সম্বন্ধ-বন্ধনে মাধবসেন এখন চরিতার্থ হয়েচেন—আমার এখন এই ইচ্ছে, এই উপলক্ষে তাঁকে আমার সম্মান-সম্ভাষণ দিয়ে আসি। এখন মহারাজের যদি অনুমতি হয়—

ধারি।—ভগবতি! আমাদের ছেড়ে যাওয়া আপনার উচিত হয় না।

রাজা।—ভগবতি! আমাদের পত্রাদিতে আপনার নাম উল্লেখ করে' মাধবসেনকে আপনার সম্মান-সম্ভাষণ প্রভৃতি আমরাই জানাব।

পরিব্রা।—এই পরাধীন ব্যক্তি আপনাদের উভয়েরই স্নেহের পাত্র।

ধারি।—মহারাজ, আজ্ঞা কর, এর পর তোমার আর কি প্রিয় কাজ করতে পারি?

রাজা।—এর চেয়ে প্রিয় আর কি হতে পারে? এখন এইমাত্র প্রার্থনা :—

তুমি দেবি নিত্য যেন
সুপ্রসন্না থাকো মোর পরে
—এই শুধু চাহি আমি
যেহেতু, সপত্নী আছে ঘরে।
থাকিতে এ অগ্নিমিত্র
প্রজাদের সুরক্ষক প্রভু,
অতি-বৃষ্টি অনাবৃষ্টি
উপদ্রব ঘটিবে না কভু।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক

(শ্রীকৃষ্ণ-মিশ্র)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।

কামদেব—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

বিবেক—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের পুত্র ও নিবৃত্তি পক্ষের রাজা।

দম্ভ—লোভের পুত্র।

অহঙ্কার—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

বটু—দম্ভের পরিচারক।

মহামোহ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র ও প্রবৃত্তিপক্ষের রাজা।

চার্ব্বাক—মহামোহের অনুচর।

লোভ—অহঙ্কারের পুত্র।

ক্রোধ—মনের প্রবৃত্তি-পক্ষের পুত্র এবং মহামোহের অনুচর।

দিগম্বর সিদ্ধান্ত—পাষণ্ড-মতাবলম্বী ও মহামোহের অনুচর।

বৌদ্ধমতাবলম্বী ভিক্ষু ও কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত—মহামোহের অনুচর।

বস্তুবিচার ও সন্তোষ—বিবেকের অনুচর।

বিনীত—বিবেকের দূত।

মন—আত্মার পুত্র।

সঙ্কল্প—মনের মন্ত্রী।

বৈরাগ্য—মনের নিবৃত্তি-পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র।

আত্মা—বিবেকের পিতামহ।

নিদিধ্যাসন—বিষ্ণুভক্তির আত্মীয়।

প্রবোধচন্দ্র—বিবেকের পুত্র।

স্ত্রীবর্গ

রতি—কামদেবের স্ত্রী।

মতি—বিবেকের স্ত্রী ও উপনিষদের সপত্নী।

উপনিষৎ—বিবেকের আর এক স্ত্রী।

তৃষ্ণা—লোভের স্ত্রী।

হিংসা—ক্রোধের স্ত্রী।

বিভ্রমবতী—মিথ্যাদৃষ্টির (নাস্তিকতা) সহচরী।

মিথ্যাদৃষ্টি—মহামোহের উপপত্নী।

শান্তি—শ্রদ্ধার কন্যা।

করুণা—শান্তির সখী।

সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা
ব্যাস-সরস্বতী (বেদান্ত) } বিষ্ণুভক্তির সহচরী।

মৈত্রী, ক্ষমা—বিষ্ণুভক্তির দাসী।

দিগম্বর-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,
সোম-সিদ্ধান্তের মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা,
বৌদ্ধ ভিক্ষুর মতাবলম্বিনী শ্রদ্ধা } —ইহারা তামসী শ্রদ্ধা

প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নাটক

মধ্যাহ্নে যেমতি গো মার্ত্তণ্ড-মরীচিকা
জলের প্রবাহ বলি'
মনে হয় অজ্ঞান বশতঃ,
সেইরূপ যে তত্ত্বরে পঞ্চভূতময় এই
ত্রৈলোক্য বলিয়া মনে
সহসা গো হয় প্রতিভাত,
পরে, পুষ্প-মালিকায় সর্প-কায়-ভ্রম-সম
জ্ঞানীদের সন্নিকটে
যার ভ্রান্তি হয় অন্তর্ধান
—সেই সে আনন্দ-ঘন সুবিমল তেজোময়
আত্মজ্ঞান-প্রকাশক
পরম আত্মায় করি ধ্যান।

অপিচ :—
অন্তর্নাড়ী-নিয়মিত বায়ু-যোগে যাহা উঠে
ব্রহ্মরন্ধ্র করি' অতিক্রম,
শান্তি-প্রিয় আত্মা-মাঝে প্রগাঢ় আনন্দরূপে
সহসা যা হয় উন্মীলন,
অর্দ্ধেন্দু-শেখর, সেই যোগীন্দ্র-ললাট-দেশে
নেত্ররূপে যাহার উদয়,
সেই সে জগদ্-ব্যাপী অন্তরস্থ জ্ঞান-জ্যোতি
—হউক তাঁহার জয় জয়।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার।

সূত্র।—অতিবাহুল্যে প্রয়োজন নাই। সমস্ত সামন্তগণের চূড়ামণির কিরণ-ছটায় যাঁর চরণকমল উদ্ভাসিত, নরসিংহের ন্যায় যিনি প্রবল শত্রুগণের বক্ষ বিদীর্ণ করেছেন, প্রবলতর নরপতিকুলরূপে প্রবলমহার্ণবে যখন মেদিনী মগ্ন ছিল, তখন যিনি তাকে বরাহ-অবতারের ন্যায় উদ্ধার করেন, যাঁর দিগন্তব্যাপী কীর্ত্তি-ঘোষণায় লোকের শ্রুতি-বিবর পরিপূরিত, যাঁর প্রতাপানলের শিখা-সঙ্ঘ চারিদিকে নৃত্য করচে, সেই শ্রীমান্ গোপাল আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন :—

"আমার স্বভাব-সুহৃদ্ রাজা কীর্ত্তিবর্ম্মার দিগ্বিজয়-ব্যাপারে আমি নিযুক্ত থাকায়, পরম ব্রহ্মানন্দের পরিবর্ত্তে, বিবিধ-বিষয়-রসের আস্বাদনেই আমার বহু দিবস অতিবাহিত হয়েচে। এখন আমরা কৃতকার্য্য হয়েছি, এখন :—

নৃপতির বিপক্ষেরা
হইয়াছে সম্পূর্ণ দমন ;
খ্যাতনামা অমাত্যেরা
বসুমতী করিছে রক্ষণ ;
নৃপতি-মস্তক এবে
অলঙ্কৃত সাম্রাজ্য-মালায়
—সসাগরা বসুন্ধরা
ঘেরা যথা সিন্ধু-মেখলায়।

অতএব আমরা এখন শান্তি-রসাশ্রিত কোন নাটকের অভিনয়ে আত্মবিনোদন করতে ইচ্ছা করি। ইতি-পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র, প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক যে নাটকখানি রচনা করে' তোমার হস্তে দিয়েছিলেন, সেইটি আজ শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মার সম্মুখে তোমার অভিনয় করতে হবে। আর, পরিষদের সহিত রাজারও এই অভিনয় দেখবার জন্য কৌতূহল হয়েচে।" আচ্ছা, তবে এখন গৃহে গিয়ে, গৃহিণীকে ডেকে সঙ্গীত আরম্ভ করে' দেওয়া যাক।

(পরিক্রমণ ও নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া)
এই দিকে একবার এসো তো ঠাকরুণ!

(নটীর প্রবেশ)

নটী।—এই আমি এসেছি; আজ্ঞা কর, কি করতে হবে।

সূত্র।—প্রিয়ে, তোমার তো জানাই আছে, যিনি প্রতিপক্ষ ভূপতিগণের বিপুল সৈন্যারণ্যে নিজ প্রজ্বলিত প্রতাপ-বহ্নি বিস্তৃত করে' ত্রিভুবনবিবর আলোকিত করেচেন, যাঁর কীর্ত্তি বিশ্বব্যাপিনী, যিনি

কেবল অসিমাত্র-সহায় হয়ে অন্য রাজাদের সবলে জয় করে', কীর্ত্তিবর্ম্মা নৃপতিকে পুনর্ব্বার রাজ্যে অভিষিক্ত করেচেন ; আরও :—

যে সকল রণভূমে আজিও গো উন্মদ
রাক্ষস-তরুণীগণ
কর আস্ফালিয়া দেয় নৃ-কপালে তাল,
সেই তাল-ধ্বনি-সাথে পিশাচ-অঙ্গনাগণ
একত্র মিলিয়া সবে
মত্ত হয়ে নৃত্য করে অতীব করাল,
সেই সব রণভূমে
প্রচণ্ড ক্ষুভিত বায়ু সবে
করি-কুম্ভে ফুকারিয়া
যশোগান গাহে ঘোর রবে।

তিনি এখন শান্তি-পথে প্রস্থান করায়, আত্ম-বিনোদনের জন্য প্রবোধ-চন্দ্রোদয় নামক নাটক অভিনয় করতে আমাকে আদেশ করেছেন। অতএব তুমি এখন নটদের বেশভূষায় সুসজ্জিত হ'তে বল।

নটী।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! যিনি নিজ বাহুবলে সকল নৃপমণ্ডলকে পরাজিত ও শর-বর্ষণে জর্জ্জরিত করে' রণক্ষেত্রে মৃত তুরঙ্গের তরঙ্গ উঠিয়েছিলেন, নিরন্তর-নিপতিত শরজালে বিখণ্ডিত শত সহস্র উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ-পর্ব্বত সৃজন করেছিলেন ; ভ্রমন্ত প্রচণ্ড ভুদণ্ড-মন্দারের আঘাতে, কর্ণরাজের পদাতি-সৈন্য-সাগর মন্থন করে' বিজয়-লক্ষ্মী লাভ করেছিলেন, তাঁর চিত্তে কিরূপে এমন মুনিগণশ্লাঘ্য শান্তিরসের উদয় হ'ল বল দিকি?

সূত্র।—দেখ প্রিয়ে! ব্রহ্মজ্যোতিঃ স্বভাবতঃই শান্ত ; কোন কারণ বশতঃ বিকার প্রাপ্ত হলেও, পরে আবার সে স্বভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। দেখ, সকল ভূপাল-কুলের রুদ্র প্রলয়-কালাগ্নি-স্বরূপ চেদিরাজ কর্ণ, চন্দ্রবংশীয় আধিপত্যের মূলচ্ছেদ করায়, সেই আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই তিনি এই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। দেখ :—

কল্পান্তে মহা-সিন্ধু হইয়া গো সংক্ষোভিত
পৃথিবীর শেষ গিরি
করয়ে লঙ্ঘন,
পরে সেই মহোদধি হইয়া প্রশান্ত স্থির
আপন সীমায় পুনঃ
করে আগমন।

আরও দেখ, ভগবান্ নারায়ণ জগতের হিতের নিমিত্ত অংশরূপে ক্ষিতিতলে অবতীর্ণ হয়ে, পৌরুষের কার্য্য সকল সম্পাদন করে', পরে আবার শান্তিলাভ করেন। পরশুরামও আর এক দৃষ্টান্তস্থল :—

একবিংশতিবার বহুসংখ্য নৃপতির
বসামাংস মস্তিষ্ক পঙ্কের মাঝারে,
বিগলিত রুধিরের সরিৎ-সলিল-স্রোতে
অভিষেক করিলা গো যিনি আপনারে ;
নৃপ-বাহুচ্ছেদ-পটু সুতীক্ষ্ণ পরশু দিয়া
বধিলেন যিনি বাল-বৃদ্ধ-বনিতারে
—নিজ বীর্য্যে পৃথ্বী-ভার করিয়া লাঘব,
উচ্ছেদ করিয়া রণে নৃপকুল সব,—
প্রজ্বলিত-কোপ সেই ঋষি জামদগ্ন্য
তপ করি হন শেষে শান্তিরসে মগ্ন।

সেইরূপ, ইনিও এখন জয়লাভ করে' পরম শান্তিনিষ্ঠা লাভ করেছেন। যেমন বিবেক প্রবল মোহকে পরাভূত করে' তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করে, সেইরূপ এই গোপালও কর্ণকে পরাজিত করে' মহারাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার আধিপত্য স্থাপন করেচেন।

নেপথ্যে।—আরে পাপিষ্ঠ নটাধম! কি?—আমরা জীবিত থাক্‌তে, বিবেকের নিকট আমাদের প্রভু মহামোহের পরাজয়ের কথা বল্‌চিস্?

সূত্র।—(সভয়ে দেখিয়া) এই যে!

উত্তুঙ্গ পীবর কুচে করিয়া পীড়ন
দুই ভুজে রতি যাঁরে করে আলিঙ্গন
—এ হেন শ্রীমান্ কাম, নয়নের অভিরাম
মদঘূর্ণিত-লোচন,
মাতায়ে জগতজনে ওই দেখ রতি সনে
হেথা করে আগমন।

দেখে মনে হয়, আমার কথায় উনি ক্রুদ্ধ হয়েচেন ; অতএব এখান থেকে আমার চলে' যাওয়াই শ্রেয়ঃ।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

প্রথম অঙ্ক

(কাম ও রতির প্রবেশ)

কাম।—(সক্রোধে)—(আরে পাপিষ্ঠ নটাধম ইত্যাদি) দেখ্‌, নটাধম!

যাবৎ না কমলাক্ষী সুন্দরী ললনাদের
দৃষ্টি-শর হয় গো পতন,
তাবৎ জ্ঞানীর চিত্তে শাস্ত্রজাত বিবেকের
প্রভাব থাকয়ে অনুক্ষণ।

হা হা হা!

রমণীয় হর্ম্ম্যতল,
সুনয়না নবীনা নায়িকা,
ভ্রমর-গুঞ্জিত লতা,
বিকচ-ফুল নবমালিকা,
—এসব অমোঘ অস্ত্র বরষি' যখন আমি
করি বিশ্ব জয়,
কোথা থাকে তখন সে বিবেক-বিভব, আর
প্রবোধ-উদয়?

রতি।—নাথ! আমার মনে হয়, বিবেকই মহারাজ মহামোহের বিষম শত্রু।

কাম।—প্রিয়ে! বিবেকের নামমাত্রেই কেন তোমার মনে এই স্ত্রী-সুলভ ভয় উপস্থিত হল বল দিকি? দেখ সুন্দরি!

থাকিতে গো মোর এই পুষ্পময় বাণ, আর
পুষ্প-শরাসন,
সুরাসুর-বিশ্বলোক মুহূর্ত্ত করিতে নারে
ধৈরয ধারণ।

তুমি তো জানো:—

অহল্যার উপপতি হন সুরপতি,
ব্রহ্মা হন অনুরক্ত সন্ধ্যা-বালা প্রতি,
গুরুর পত্নীরে ইন্দু করিল ভজনা,
আমা হতে অপথে কে, না যায় বল না?
বিশ্বনাশে এ বাণের হয় কি গো শ্রম?
—অনায়াসে করিবে সে বিজয়-সাধন।

রতি।—সে কথা সত্য; তবুও এই মহাসহায়-সম্পন্ন শত্রুকে ভয় করতে হয়; কেন না, শুন্‌তে পাই, যম-নিয়মাদি এঁর অমাত্য।

কাম।—প্রিয়ে! এই যে সব বিবেকের প্রবল অমাত্য দেখছ, আমরা আক্রমণ করবামাত্রই এরা পলায়ন করবে। দেখ:—

দাঁড়াতে পারে কি গো আমার সম্মুখে কভু
তপস্যা, সন্ন্যাস, ব্রহ্মচর্য্য?
—অহিংসা ক্রোধের কাছে?—লোভের সম্মুখে, সত্য
অপ্রতিগ্রাহিতা অচৌর্য্য?

যাদের মানসিক বিকার নেই, তারাই যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণা, সমাধি সাধন করতে পারে; তা ছাড়া স্ত্রীলোকেরাই ওদের মারণ-দেবতা, সুতরাং তারা আমাদের আয়ত্তের মধ্যে। কেন না:—

সুন্দরী কামিনীদের বিলাস ও পরিহাস
দরশন, স্মরণ, ভাষণ,
কেলি-আলিঙ্গন আদি— জেনো মনো-বিকারের
এই সব যথেষ্ট কারণ।

বিশেষতঃ আমাদের প্রভুর প্রিয়পাত্র মদ, মান, মাৎসর্য্য, দম্ভ, লোভাদি, এই যম-নিয়মাদিকে যখন আক্রমণ করবে, তখন তারা নিশ্চয়ই আমাদের রাজ-মন্ত্রী-অধর্ম্মের শরণাগত হবে।

রতি।—শুনেছি নাকি, তোমাদের ও শমদম প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান একই।

কাম।—প্রিয়ে!' কি বল্লে, উৎপত্তি-স্থান একই? শুধু তা নয়, আমাদের জনকও একই।

মায়াতে, ঈশ্বর-যোগে প্রথমেই মন নামে
সুবিখ্যাত পুত্র এক
লভিল জনম;
পরে সেই মন পুন ত্রিলোক করিয়া সৃষ্টি
মোদের এ কুল-দ্বয়
করিল সৃজন।

তাঁর প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি নামে দুই ধর্ম্মপত্নী; তার মধ্যে, প্রবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয়, সেটি মহামোহ-প্রধান; আর, নিবৃত্তিতে যে কুল উৎপন্ন হয়, সেটি বিবেক-প্রধান।

রতি।—আচ্ছা নাথ! যদি তোমাদের জনক একই হল, তবে ভ্রাতৃগণের মধ্যে পরস্পর এরূপ শত্রুতা কেন?

কাম।—প্রিয়ে!

এক দ্রব্য-ভোগকামী ভ্রাতৃগণ-মাঝে
শত্রুতা তো এ জগতে প্রসিদ্ধই আছে।
পৃথ্বীরাজ্য-তরে, দেখ কুরুপাণ্ডুগণ
লোক-ক্ষয়কারী যুদ্ধ করিল বিষম।

এই সমস্ত জগৎ আমাদের পিতার উপার্জ্জিত, আমরা পিতার প্রিয় পুত্র বলে' আমরাই সমস্ত আক্রমণ করেছি। আর, তারা রাজ্য অধিকার করতে

পারুচে না বোলে, পিতাকে ও আমাদের বিনষ্ট করতে উদ্যত হয়েচে।

রতি।—(কর্ণ আবরণ করিয়া) ও পাপ কথা শুনতে নেই। তারা কি কেবল বিদ্বেষবশতই এই পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচে? সে যাই হোক, এখন এর উপায় কি?

কাম।—প্রিয়ে! এর কিঞ্চিৎ নিগূঢ় কারণ আছে।

রতি।—নাথ! সে কারণটা প্রকাশ কচ্চ না কেন?

কাম।—প্রিয়ে! তুমি স্ত্রীলোক, স্বভাবতঃ ভীরু, এই জন্যই পাপিষ্ঠদের সেই দারুণ কার্য্যের কথা তোমার কাছে বল্‌চিনে।

রতি।—(সভয়ে) নাথ! বল না, সে কিরূপ কাজ?

কাম।—প্রিয়ে! ভয় পেয়ো না; এইরূপ জনশ্রুতি আছে, আমাদের এই বংশে কাল-রাত্রিরূপা বিদ্যা নামে এক রাক্ষসীর জন্ম হবে; সেই হতাশদের এই একমাত্র আশা।

রতি।—ও মা, কি হবে! তোমাদের কুলে রাক্ষসী?—শুনে যে আমার হৃৎকম্প হচ্চে।

কাম।—প্রিয়ে! এ কেবল জনশ্রুতি!

রতি।—আচ্ছা, সেই রাক্ষসী জন্মে' কি করবে?

কাম।—প্রিয়ে! এইরূপ আকাশ-বাণী আছে:—

সেই আদি পুরুষের গৃহিণী যে মায়া
—পরশ না করিয়াও পুরুষের কায়া—
মন নামে পুত্র এক করে সে প্রসব,
তাহাতে জন্মিল ক্রমে এই লোক সব।

বিদ্যা নামে কন্যা পুন তারি কুলে করিয়া গো
জনম গ্রহণ
পিতা মাতা ভ্রাতৃগণে— সমস্ত আপন কুলে
করিবে ভক্ষণ।

রতি।—(ভয়ে কম্পমান হইয়া) নাথ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! (ভর্ত্তাকে আলিঙ্গন)

কাম।—(স্পর্শসুখে স্বগত)

তরলিত আঁখি-তারা, দৃষ্টিটি আকুল-পারা,
অধীর নয়ন।
উত্তুঙ্গ স্তনদ্বয় ভয়ে বিকম্পিত হয়
—সুখ-পরশন।
মণি-বলয়-গুঞ্জনে বাহু-ব্রততী-বন্ধনে
কিবা আলিঙ্গন!
তনু মোর লোমাঞ্চিত—আনন্দিত সম্মোহিত
হল যে গো মন।

(প্রকাশ্যে—দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া) প্রিয়ে ভয় নাই, আমরা জীবিত থাক্‌তে কি বিদ্যার উৎপত্তি হতে পারে?

রতি।—আচ্ছা নাথ! সেই রাক্ষসীর উৎপত্তি কি তোমাদের বিপক্ষদের অভিপ্রেত?

কাম।—হাঁ, তাদের অভিপ্রেত বৈ কি। বিবেক নিজ পত্নী উপনিষদ্ দেবীতে, প্রবোধচন্দ্র ও তাঁর ভগিনী বিদ্যার উৎপাদন করবেন; আর, সেই বিষয়ে এই শম, দম প্রভৃতি সকলেই উদ্যোগী।

রতি।—নাথ! কেন সেই দুর্বিনীত লোকেরা আত্মবিনাশকারিণী বিদ্যার জন্মকে শ্লাঘার বিষয় মনে করচে বল দিকি?

কাম।—প্রিয়ে, যে পাপিষ্ঠেরা কুলক্ষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তারা কি আপনার ইষ্টানিষ্ট গণনা করে? দেখ:—

যাহারা গো স্বভাবতঃ মলিন-হৃদয় অতি
আর ক্রূর-মন,
তাদের উৎপত্তি হয় জনক ও আপনার
বিনাশ-কারণ।
অনলে উৎপন্ন ধূম প্রথমে গো মেঘ-রূপে
হয় পরিণত;
সেই মেঘ বরষিয়া অগ্নিরে করয়ে নাশ
—নিজেও নিহত।

নেপথ্যে।—আরে পাপিষ্ঠ দুরাত্মা! আমাদের তুই পাপিষ্ঠ বলে' নিন্দা করচিস্? দেখ:—

কার্য্যাকার্য্য-জ্ঞানহীন কলঙ্কী বিপথগামী
গুরু যদি হয়,
তাঁহারেও পরিত্যাগ অবশ্য করিতে হবে
জানিও নিশ্চয়।

—পুরাবিৎ পণ্ডিতগণ এইরূপ পৌরাণিকী কথা বলে' থাকেন। দেখ, আমাদের পিতা মন অহঙ্কারের অনুবর্ত্তী হয়ে, জগৎপতি পিতাকেও বন্ধন করেছেন; আবার আমাদের পিতা মনও মহামোহ প্রভৃতির দ্বারা দৃঢ়রূপে বদ্ধ হয়ে আছেন।

কাম।—(দেখিয়া)—প্রিয়ে! ঐ দেখ, আমাদের কুল-শ্রেষ্ঠ বিবেক, মতিদেবীর সহিত এই-খানে আসচেন। ঐ দেখ :—

বশীভূত রাগাদির তিরস্কারে হৃতকান্তি
কৃশাঙ্গ লক্ষিত গো এই মানী জন।
ম্লান মতি দেবী-সহ বিরাজেন ইনি দেখ
শিশির-আচ্ছন্ন-কান্তি শশাঙ্ক যেমন॥

অতএব এখানে থাকা আমাদের উচিত হয় না।

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(রাজা বিবেক ও মতি-দেবীর প্রবেশ)

রাজা।—প্রিয়ে! এই বটুর মদগর্ব্বিত বাক্য শুন্‌লে?—আমাদের পাপাচারী বলে' কি না নিন্দা করে!

মতি।—নাথ! আপনার দোষ কেউ কি দেখতে পায়?

দুষ্ট অহঙ্কার-আদি চিদানন্দময় সেই
নিখিল জগৎপতি নিত্যনিরঞ্জনে
বন্ধন করিয়া দেখ শত দৃঢ় পাশ দিয়া
কি দশা করিল তাঁর, দেখ ভাবি মনে।

সেই তারা হল পুণ্যকারী, আর আমরা তাঁর পাশ-মোচনে প্রবৃত্ত হয়েচি—আমরা কি না হলেম পাপাচারী! অহো! এ সংসারে দুরাত্মাদেরই জয়!

মতি।—নাথ! শুনেছি নাকি পরমেশ্বর সহজা-নন্দ সুন্দর-স্বভাব, নিত্য প্রকাশমান, আর সকল ভুবনেই তাঁর প্রভাব দীপ্যমান; তবে কি প্রকারে এই দুর্বিনীতেরা তাঁকে বন্ধন করে' মহামোহ-সাগরে নিক্ষেপ করলে বল দিকি?

রাজা।—প্রিয়ে!

কিবা ধীর কিবা শান্ত, মহোদয়, কি নীতিজ্ঞ,
স্বচ্ছ সুবিমল-চিত্ত, কিবা সুধীজন।
সকলেই নারী হতে হইয়া গো প্রতারিত
স্বাভাবিক ধইরয হারায় আপন।
স্বয়ং আত্মাপুরুষের মায়া-সহবাস-বশে
হ'ল এইরূপে দেখ আত্ম-বিস্মরণ॥

মতি।—নাথ! রেখা-মাত্র অন্ধকারে কি সহস্র-রশ্মি সূর্য্য আচ্ছাদিত হতে পারে? তবে যে দেবতা দীপ্যমান মহা-আলোক-সাগর—তিনি মায়াতে কি প্রকারে অভিভূত হবেন?

রাজা।—প্রিয়ে! এ তত্ত্ব বিচারের অগম্য। বেশ-বিলাসিনী যেমন নানা প্রকার ভাবভঙ্গীর দ্বারা পরপুরুষকে বঞ্চনা করে, সেইরূপ মায়াও অলীক সত্তার দ্বারা আত্মাপুরুষকে বঞ্চনা করে, দেখ :—

স্বভাবত নির্ব্বিকার —স্ফটিক-মণির ন্যায়
যিনি প্রভান্বিত,
সেই দেবে এই মায়া —অনার্য্যা যে অতিশয়—
করিল বিকৃত।
সহবাসে যদিও সে একটুও দীপ্তি তাঁর
নাশিতে অক্ষম,
তথাপি সে পুরুষের অধীরতা উৎপাদিতে
পারে বিলক্ষণ।

মতি।—আচ্ছা, মায়া যে এইরূপে সেই উদার-চরিত পুরুষকে প্রতারণা করচে—এর কারণটা কি?

রাজা।—কোন প্রয়োজন বা কারণ দেখে যে মায়া এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচে, তা নয়; স্ত্রীপিশাচী-দের স্বভাবই এই। তারা :—

কভু করে সম্মোহিত, আনন্দিত কখন বা
করে বিড়ম্বনা;
চিত্তের চাঞ্চল্য আনে, সুখ দেয়, কভু করে
বিষাদ-ঘটনা।

আরও একটি কারণ আছে।

মতি।—নাথ! সে কারণটি কি?

রাজা।—সেই দুশ্চারিণী মায়া এইরূপ ভেবে-ছিল :—"আমার তো যৌবন গেছে, এখন আমি বুড়া হয়েচি। আর এই প্রাচীন পুরুষও স্বভাবত বিষয়-রসে বিমুখ, অতএব এখন নিজ পুত্রকেই পরমেশ্বরের কাছে প্রতিষ্ঠা করা যাক্।" সেও মাতার এই অভি-প্রায় জান্‌তে পেরে, পরমেশ্বরের নিতান্ত নিকটে থেকে, পরমেশ্বর-পদেই প্রতিষ্টিত হয়েচে, এইরূপ আপনাকে মনে করলে; তার পর সে নবদ্বার পুর-সকল নির্ম্মাণ করে' :—

এক হইয়াও সে গো ভিন্ন ভিন্ন বহু পুরে
করিয়া প্রবেশ
—মণি-প্রতিবিম্ব প্রায়— ভাবিল—যা করে সেই
করে পরমেশ।

মতি।—যেমন মাতা, পুত্রটিও দেখ্‌চি সেইরূপ জন্মেছে।

রাজা।—তার পর, সেই আত্মা-পুরুষ মনের জ্যেষ্ঠপুত্র ও নিজের পৌত্র অহঙ্কারের সহিত সম্মিলিত হয়ে :—

"আমার হয়েছে জন্ম, আমার জনক ইনি
ইনি গো জননী ;
এই কুল, এই পুত্র, এই শত্রু, এই মিত্র,
এই মোর ভূমি ;
এই পত্নী, এই ধন, এই সৈন্য, এই বিদ্যা,
এই মোর সুহৃদ বান্ধব,"
—মায়ায় আসক্ত হয়ে —অবিদ্যা-নিদ্রায় মগ্ন—
কল্পনায় দেখে স্বপ্ন সব।

মতি।—নাথ! পরমেশ্বর যদি এরূপ সুদীর্ঘ নিদ্রায় অভিভূত রইলেন, তা হ'লে কিরূপে প্রবোধের জন্ম হবে?

রাজা।—(লজ্জায় অধোবদন)

মতি।—নাথ! তুমি লজ্জায় অধোবদন হয়ে মৌন হয়ে রইলে কেন বল দিকি?

রাজা।—প্রিয়ে, সপত্নীর প্রতি স্ত্রীলোকদের স্বভাবতই ঈর্ষ্যা জন্মে, তাই অপরাধীর ন্যায় প্রকাশ করে' বলতে আমার শঙ্কা হচ্চে।

মতি।—সামান্য স্ত্রীলোকেরাই সপত্নীর প্রতি ঈর্ষ্যা করে' থাকে ; আর, সরস-বিষয়ে প্রবৃত্ত বা ধর্ম্ম-ব্যবসায়ে নিযুক্ত যে স্বামী, তার মনে ক্লেশ দেয়।

রাজা।—তবে শোনো বলি :—

উপনিষৎ দেবী নামে
আছে মোর অপর পতিনী,
—সুচির-বিচ্ছেদে সে গো
ঈর্ষ্যা-ভরে হয়েচে মানিনী।
শান্তি আদি দূতীদের অনুকূলতায় যদি
তাঁর সনে সম্মিলন হয়,
আর যদি ক্ষণকাল তুমি থাকো মৌন হয়ে
ত্যাগ করি' ভোগের বিষয়,
তা হলে জাগ্রৎ-স্বপ্ন সুষুপ্তির অন্তর্ধানে
হইবে গো প্রবোধ উদয়।

মতি।—নাথ! যদি এইরূপে দৃঢ়গ্রন্থিবদ্ধ আমাদের সেই কুলপ্রভু আত্মা-পুরুষের বন্ধন-মোচন হয়, তা হলে তুমি চিরকাল কেন উপনিষৎ দেবীর সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকো না ; তাতে আমি বরঞ্চ সুখীই হব।

রাজা।—প্রিয়ে! তুমি যদি প্রসন্ন থাকো, তা হলে আমাদেরও মনোরথ সিদ্ধ হয়। দেখ :—

যিনি এক অদ্বিতীয় যিনি গো শাশ্বত প্রভু
জগতের আদি,
তাঁরে বহু ভাগ করি' ভিন্ন ভিন্ন গৃহে যারা
রাখিয়াছে বাঁধি,
আর যারা এইরূপে পরম সে পুরুষেরে
মৃত্যু-বশে করে আনয়ন
—বিদ্যা-যোগে সেই সব ব্রহ্মভেদকারীদের
প্রাণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত
করিয়া সাধন
ব্রহ্মের একতা পুন করিব স্থাপন।

আচ্ছা, তবে এই কার্য্যসাধনের জন্য শম-দমাদিদের নিযুক্ত করা যাক্।

[প্রস্থান।

ইতি সংসারাবতার নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—বারাণসী

(দম্ভের প্রবেশ)

দম্ভ।—মহারাজ মহামোহ আমাকে এইরূপ আদেশ করেচেন :—"বিবেক-রাজ, অমাত্যের সহিত মিলিত হয়ে, যাতে প্রবোধ-চন্দ্রের উদয় হয়, তদ্বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করে', প্রসিদ্ধ-প্রসিদ্ধ সকল তীর্থস্থানেই শম-দমাদিকে প্রেরণ করেচেন। এখন আমাদের কুলক্ষয় হবার উপক্রম হয়েচে ; অতএব এর প্রতিবিধান করা তোমাদের কর্ত্তব্য ; আর, পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ মুক্তি-ক্ষেত্র বারাণসী নামক নগরীতে গিয়ে, চতুর্ব্বিধ আশ্রমীদের মুক্তিতে যাতে ব্যাঘাত ঘটে, তারই তোমরা এখন চেষ্টা কর।" তাই আমি এখন বারাণসী নগরীকে বিশেষরূপে বশীভূত করে,' মহারাজ যেরূপ আদেশ করেছেন—সমস্তই সম্পাদন করেচি। তাই আমার অধিষ্ঠানে এখন :—

ধূর্ত্তগণ বেশ্যা-গৃহে সুরা-গন্ধী মুখ-মধু
করিয়া সেবন,
মন্মথোৎসব-রসে সমস্ত চাঁদিনী রাত
করিয়া যাপন,
বলে "মোরা সর্ব্বজ্ঞ, মোরা চির-অগ্নিহোত্রী
ব্রহ্মজ্ঞ তাপস।"
এইরূপে জগতেরে করে তারা প্রবঞ্চনা
হইলে দিবস॥

(দেখিয়া) কে এই পথিকটি ভাগীরথী পার হয়ে এ দিকে আস্‌চে ? দেখ না, উনি আস্‌চেন :—

প্রজ্বলিত অভিমানে
ত্রিলোক করিয়া যেন গ্রাস,
তিরস্কারি' বাক্য-জালে,
প্রজ্ঞারে করিয়া উপহাস।

তাই আমার মনে হয়, ইনি দক্ষিণ-রাঢ়দেশ হতে আস্‌চেন। ভালই হল, এঁর নিকটে পিতামহ অহঙ্কারের সংবাদ জান্‌তে পারা যাবে।

(অহঙ্কারের প্রবেশ)

অহং।—অহো ! এ জগতে অধিকাংশ লোকই মূর্খ ! দেখ না কেন, অনেকেই :—

মহাগুরু "প্রভাকর" —মীমাংসাকারীর মত
করেনি শ্রবণ ;
"তুতাত-ভট্টের কৃত ন্যায়-দরশনখানি
করেনি দর্শন ;
"বাচস্পতি" দূরে থাক্, "সালিকেরো" বাক্য-তত্ত্ব
জানে না কেমন ;
"মহোদধি-সূক্ত" তাও নহে অবগত ;
আরো, নাহি জানে যজ্ঞ-মীমাংসার মত ;
বস্তুতত্ত্ব না করিয়া সূক্ষ্ম নিরূপণ
কেমনে আছে গো সুস্থ নর-পশুগণ ?

(দেখিয়া) এই যে লোক সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন কচ্চে, এদের কেবল অধ্যয়নই সার ; এরা শাস্ত্রের অর্থ কিছুই বুঝ্‌তে পারচে না, কেবল বেদেরই বিপ্লব ঘটাচ্চে। (পুনর্ব্বার অন্য দিকে গিয়া) আরে ! এরা দেখচি ভিক্ষালাভের জন্যই যতি-ব্রত গ্রহণ করেছে ; আর, মুণ্ডিতমস্তক হয়ে আপনাদের জ্ঞানী মনে করে' বেদান্তশাস্ত্রকে আকুল করে' তুলেছে। (হাস্য করিয়া)

প্রমা-সিদ্ধ জ্ঞান যেই প্রত্যক্ষ-আদি,
বেদান্ত তাহার যে গো বিরুদ্ধার্থবাদী
—সেই বেদান্তকে যদি শাস্ত্র বলি' মানো,
কি করিল অপরাধ তবে বৌদ্ধগণ ?

(আবার অন্য দিকে গিয়া) এই যে এইখানে এই সব শৈব-পাশুপতাদি পশুর দল, আর দুরভ্যন্ত অক্ষপাদ-দর্শনের মতাবলম্বী পাষণ্ডেরা—এদের দর্শনমাত্রেই লোকে নরকগামী হয় ; অতএব দূর হতেই এদের দর্শন-পথ পরিহার করা কর্ত্তব্য। (অন্য দিকে গমন করিয়া) এরা আবার কে ? এরা যে দেখ্‌চি :—

জাহ্নবী-তরঙ্গাহত শিলাতলে আছে বসি'
দীপ্যমান আসন পাতিয়া ;
সন্মুখে সমুজ্জ্বল কমণ্ডলু ; মহাদণ্ড
সুশোভিত কুশমুষ্টি দিয়া ;
অক্ষমালা-বীজগুলি অঙ্গুলীতে ব্যগ্রভাবে
একে একে করিছে গ্রহণ ;
কি আশ্চর্য্য ! এই সব দাম্ভিকেরা ধনীদের
চিত্ত সদা করয়ে হরণ।

(অন্য দিকে গিয়া) এরা তো নিতান্ত ভ্রান্ত ; এদের ত্রিদণ্ডমাত্র জীবনোপায় ; এরা দ্বৈত অদ্বৈত উভয় মার্গ হতেই পরিভ্রষ্ট। (অন্যত্র গিয়া) ওহে ! কার এই দ্বারদেশে উচ্চ বংশ-দণ্ড পোতা রয়েছে ? সূক্ষ্ম শুভ্র ধৌত বস্ত্র সকল ঝুলচে ; স্থানে স্থানে মৃগচর্ম্ম পাতা আছে ; কোথাও বা শিলা-প্রস্তর সকল রয়েছে ; চমস, উদূখল, মুষল প্রভৃতি যজ্ঞ-পাত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ; অগ্নিতে অনবরত ঘৃতাহুতি দেওযায় তার ধূমে গগনমণ্ডল একেবারে শ্যামবর্ণ হয়ে গেছে। হাঁ, তাই বটে, গঙ্গার অনতিদূরে একটি আশ্রম দেখা যাচ্চে। এটি নিশ্চয় কোন গৃহস্থের গৃহ হবে। আচ্ছা, তবে এই পবিত্র স্থানটিতে দুই তিন দিন বাস করা যাক্।

(গৃহে প্রবেশ করত দেখিয়া)

এই যে !

ললাট উদর কণ্ঠ বাহু বক্ষ পৃষ্ঠ,
জানু ও চিবুক আর উরু, গণ্ড ওষ্ঠ
—তিলক-লাঞ্ছিত ; আর,
কটিদেশ, কেশ, হস্ত, কাণ

কুশাঙ্কুরে সুশোভিত,
ইনিই তো দম্ভ মূর্ত্তিমান।

আচ্ছা, ওঁর নিকটেই যাওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) কল্যাণ হোক্!

দম্ভ।—উহুঁ (হুঙ্কারে বারণ করত)

(বটুর প্রবেশ)

বটু।—ব্রাহ্মণ! দূরে থাকুন; পাদপ্রক্ষালন করে' এই আশ্রমে প্রবেশ করতে হয়।

অহং।—(সক্রোধে) আরে, আমরা দেখ্‌ছি তুরস্কদেশে এসেছি; তা নইলে অতিথি ব্রাহ্মণকেও গৃহস্থেরা পাদপ্রক্ষালনের জল দেয় না।

দম্ভ।—(হস্ত-ইঙ্গিতে আশ্বস্ত করণ)

বটু।—গুরুদেব এই আদেশ করচেন, আপনি দূরদেশ হতে এসেছেন, আপনার কুলশীল আমাদের জানা নেই।

অহং।—আরে পাপিষ্ঠ! আমাদেরও কুলশীল আবার পরীক্ষা করতে হবে? আচ্ছা, তবে শোনো।

অত্যুত্তম রাজ্য এক, গৌড় তার নাম
—তাহারি গো রাঢ় দেশে ভূরিশ্রেষ্ঠী গ্রাম;
সে গ্রামে করেন বাস শ্রেষ্ঠ মোর পিতা,
তাঁর গুণী পুত্রদের কে না জানে হেথা?
তার মাঝে সর্ব্বোত্তম জানিবে আমারে
প্রজ্ঞা-শীল-বুদ্ধি-ধৈর্য্যে বিনয় আচারে।

দম্ভ।—(বটুকে দর্শন)

বটু।—(তাম্র-ঘটী লইয়া প্রবেশ) মহাশয় পদ-প্রক্ষালন করুন।

অহং।—(বটুর হস্ত হইতে তাম্রঘটী লইয়া) আচ্ছা, এতে আর দোষ কি? (তথা করিয়া নিকটে আগমন)

দম্ভ।—(দন্ত পীড়ন করিয়া) ব্রাহ্মণ! আপনি একটু সরে' দাঁড়ান; কি জানি, যদি আপনার গায়ের ঘর্ম্মবিন্দু বাতাসে এই দিকে উড়ে আসে।

অহং।—অহো! অপূর্ব্ব এই ব্রাহ্মণ্য!

বটু।—এইরূপই বটে। দেখুন ব্রাহ্মণ!

যত নরপতিগণ না পারি' করিতে স্পর্শ
ও পদ-যুগল
চূড়ামণি-প্রভাজালে পাদপীঠ-ভূমি-দেশ
করেন উজ্জল।

অহং।—(স্বগত) এ দেখ্‌চি দম্ভের অধিকৃত দেশ; আচ্ছা, এই আসনে বসা যাক্। (বসিতে উদ্যত)

বটু।—(বারণ করিয়া) হাঁ হাঁ, করেন কি? করেন কি? গুরুদেবের আসন অন্যে অধিকার করবে?

অহং।—আরে পাপিষ্ঠ! আমরাও দক্ষিণ-রাঢ়ের শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ, আমরা এ আসনে বসবার উপযুক্ত। শোন্ রে মূর্খ!

মোদের জননী যিনি —তত শুদ্ধ কুলে জাত
নহেন তিনিও
যেমন আমার পত্নী —সুশ্রোত্রিয়-কুলোৎপন্ন
শীলে অদ্বিতীয়;
তাই জানিবে গো, আমি পিতা হইতেও শ্রেষ্ঠ
অতি মাননীয়।
মম শ্যালকের যে গো বিমাতা-মাতুল-পুত্র
—মিথ্যা দোষে হয় শাস্তি তার;
সেই সম্বন্ধের বশে স্বগৃহিণী প্রিয়াকেও
করিয়াছি আমি পরিহার।

দম্ভ।—তা হলেও, আমার বৃত্তান্ত তো আপনার জানা নেই! দেখুন:—

পূর্ব্বকালে একবার গিয়াছিনু শোনো বলি
ব্রহ্মার সদনে;
অমনি গো মুনিগণ উঠিল আসন ছাড়ি'
আমার দর্শনে।
অনুমতি লয়ে ব্রহ্মা গোময়-সলিলে উরু
করিয়া মার্জ্জিত
তদুপরি আমারে গো সমাদরে বসালেন
হয়ে ত্বরান্বিত।

অহং।—অহো! দাম্ভিক ব্রাহ্মণের কি অত্যুক্তি! (চিন্তা করিয়া) অথবা ইনিই স্বয়ং মূর্ত্তিমান দম্ভ। আচ্ছা, একে তবে খুব একটু শুনিয়ে দি, (সক্রোধে) আঃ, কেন এত গর্ব্ব করিস্? ওরে শোন্:—

হোন্ ইন্দ্র, হোন্ ব্রহ্মা,
হউন না ঋষিদের বাবা
তাহারা তো অতি তুচ্ছ
—তারা সবে মোর কাছে কেবা?

শত ব্রহ্মা, শত ইন্দ্র
শত শত মুনি ঋষিগণে
পাতিত করিতে পারি
তপোবলে, জেনো ইহা মনে।

দম্ভ।—(দেখিয়া সানন্দে) এ কি? আমাদের পিতামহ অহঙ্কার এসেছেন দেখচি যে। মহাশয়! আমি লোভের পুত্র, আমার নাম দম্ভ, আপনাকে প্রণাম করি।

অহং।—এস এস ভাই এস, চিরজীবী হও; দ্বাপরের শেষে আমি তোমাকে স্বল্প-বয়স্ক বালক দেখেছিলেম। সম্প্রতি কালবশে তুমি বার্দ্ধক্যগ্রস্ত হয়েছ, তাই তোমাকে ঠিক চিন্‌তে পারি নি। ভাল, তোমার পুত্র অসত্যের কুশল তো?

দম্ভ।—আজ্ঞে হাঁ; সেও এইখানেই আছে; তাকে ছেড়ে আমি এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারি নে।

অহং।—তোমার পিতা লোভ ও মাতা তৃষ্ণাও কি এখানেই থাকেন?

দম্ভ।—আজ্ঞে হাঁ, মহারাজ মহামোহের আজ্ঞা-ক্রমে তাঁরাও এইখানে থাকেন। কি প্রয়োজনে মহাশয়ের এখানে আগমন?

অহং।—ভাই, আমি শুনেছি, বিবেক নাকি মহামোহের বড়ই অনিষ্ট কর্‌চে, তাই তার বৃত্তান্ত জানবার জন্ম আমার এখানে আসা।

দম্ভ।—আপনার শুভাগমনে ভালই হ'ল; মহামোহ ইন্দ্রলোক হতে এইখানে আস্‌চেন শুন্‌চি; আর এইরূপ জনশ্রুতি যে, বারাণসীকে তাঁর রাজধানী করবেন।

অহং।—তাঁর বারাণসীতে অবস্থান করবার কারণটা কি?

দম্ভ।—মহাশয়! বিবেকের কার্য্যে ব্যাঘাত করা, আর কিছু নয়। দেখুন

বিদ্যা ও প্রবোধোদয় — উহাদের জন্মভূমি
নির্ব্বিঘ্ন ব্রহ্মপুরী সেই বারাণসী;
তাই তিনি তাহাদের উচ্ছেদ-ইচ্ছুক হয়ে
তথায় করিতে বাস সদা অভিলাষী।

অহং।—(সভয়ে) তা বটে; কিন্তু এর প্রতীকার করা দুঃসাধ্য; যেহেতু, বারাণসী পুরীতে স্বয়ং ভগবান্ মহেশ্বর অজ্ঞানী লোকদের ভব-ভয়-ভঞ্জন তত্ত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়ে থাকেন।

দম্ভ।—এ কথা সত্য; কিন্তু যারা কাম-ক্রোধে অভিভূত, তাদের জ্ঞানোদয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই শাস্ত্রে আছে:—

যার হস্ত-পদদ্বয়
আর মন আছে সুসংযত
তারি বিদ্যা, তপ, কীর্ত্তি
—তীর্থ-ফল তারি হস্তগত।

নেপথ্যে।—ওহে দূরবাসিগণ! তোমরা শোনো, মহারাজ মহামোহ এখানে আগমন কর্‌চেন।

চন্দনে সিঞ্চিত করি' স্ফটিক মণির বেদি
এখনি গো কর সংস্কার!
যন্ত্র-মার্গ কর মুক্ত গৃহে গৃহে চতুর্দ্দিকে
জল-ধারা হউক বিস্তার।
উঠাও গো চারিদিকে মণি-প্রভা-উদ্ভাসিত
তোরণের শ্রেণী—
উড়াও গো সৌধ-শিরে ইন্দ্র-ধনু-চিত্রবর্ণ
পতাকা এখনি।

দম্ভ।—মহাশয়!—মহারাজ নিকটবর্ত্তী; এগিয়ে গিয়ে ওঁর অভ্যর্থনা করুন।

অহং।—হাঁ, চল যাওয়া যাক।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(পরিজন-বেষ্টিত মহামোহের প্রবেশ)

মহা।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) কি আশ্চর্য্য! এই জড়বুদ্ধিরা যা তা অবাধে বিশ্বাস করে। তারা মনে করে—

দেহ-ছাড়া মূর্ত্তি এক আছে আত্মা-নামে
কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা সে গো পরলোক-ধামে।
আকাশ-কুসুম হতে
স্বাদু ফল অলীক যেমনি
ইহাদেরো মনোরথ
অবিকল জানিবে তেমনি।

দেখ, এই মূঢ়েরা স্বকপোল-কল্পিত আত্মার অস্তিত্ব অবলম্বন করে' জগৎকে বঞ্চনা কর্‌চে।

যে বস্তু নাহি, তাহা আছে বলে' মিছামিছি
অবিরত করিয়া জল্পনা

বাচাল সে আস্তিকেরা সত্যবাদী নাস্তিকের
বৃথা নিন্দা করয়ে ঘোষণা
শোনো গো তোমরা সবে ! কালবশে পরিণামে
পঞ্চভূতে মিশে যেই দেহ
সে দেহের অতিরিক্ত পৃথক্ বিভিন্ন জীব
তোমরা কি দেখিয়াছ কেহ ?
—তাহা হলে বলিব গো তোমাদের কথা
সমস্তই সত্য—কিছু নহেক অযথা।

এইরূপে এরা শুধু জগৎকে নয়—আপনাদেরও বঞ্চনা করেচে।

মুখ অবয়ব-আদি
সর্ব্বদেহে সমান যখন,
কেমনে থাকিতে পারে
ব্রাহ্মণাদি জাতিভেদ ক্রম ?
পরের বনিতা এই—ইহা পরধন,
মোদের এ ভেদ-জ্ঞান নাহি কদাচন।
পরস্ব-গ্রহণ, হিংসা,
পরস্ত্রী-গমন ব্যভিচার,
কাপুরুষেরাই তার
কার্য্যাকার্য্য করয়ে বিচার।

বৌদ্ধশাস্ত্রই প্রকৃত শাস্ত্র—তাতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ ; ক্ষিত্যপ তেজ মরুদ্ব্যোমই তার তত্ত্ব ; অর্থ-কামই পুরুষার্থ ; সে শাস্ত্রমতে পঞ্চভূত হতেই চৈতন্যের উৎপত্তি ; পরলোক নাই ; মৃত্যুই মোক্ষ। আমাদের এই মত অনুসারেই পণ্ডিত বৃহস্পতি একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করে' চার্ব্বাককে সমর্পণ করেন। সেই চার্ব্বাক্ শিষ্যোপশিষ্যের দ্বারা এই শাস্ত্র জগতে বহুল প্রচার করেচেন।

(শিষ্যের সহিত চার্ব্বাকের প্রবেশ)

চার্ব্বা।—(শিষ্যের প্রতি.) বৎস ! তুমি জেনো, দণ্ডনীতিই প্রকৃত বিদ্যা ; অর্থশাস্ত্রও এরই অন্তর্গত। আর, এই তিন বেদ ধূর্ত্তের প্রলাপ-বাক্য বই আর কিছুই নয়।

কর্ত্তা, ক্রিয়া, দ্রব্য নাশে তবু যদি যাজ্ঞিকের
স্বর্গলাভ হয়।
তা হলে দাবাগ্নি-দগ্ধ তরুতেও সুসম্ভব
বহু ফলোদয় ॥

অপিচ :—
মৃত প্রাণীদের শ্রাদ্ধ
যদি হয় তৃপ্তির কারণ,
নির্ব্বাণ দীপের তৈল
করে তবে শিখার বর্দ্ধন।

শিষ্য।—আচ্ছা, আচার্য্য মহাশয় ! যা ইচ্ছে খাওয়া, যা ইচ্ছে পান করা,—এই যদি পুরুষার্থ হয়, তবে তপস্বীরা সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করে' তীর্থ-বাসী হয়ে, পরাক, ষষ্ঠকাল প্রভৃতি ঘোরতর কঠোর ব্রতের অনুষ্ঠান করে' নিজ শরীরকে কেন কষ্ট দেয় বলুন দিকি ?

চার্ব্বা।—ধূর্ত্ত-প্রণীত আগম-শাস্ত্রে যে সকল মূর্খ প্রতারিত হয়েচে, তারা এই আশা-মোদকেই তৃপ্ত হয়। দেখ :—

আয়তাক্ষী সুন্দরীরে
করি যবে গাঢ় আলিঙ্গন,
বুক-ভরা স্তনদ্বয়ে
হয় কিবা মধুর পীড়ন !
আর দেখ এই সব
কুবুদ্ধি লোকের আচরণ :—
ভিক্ষা, উপবাস, ব্রত
সূর্য্য-তাপে দেহের শোষণ !

শিষ্য।—কিন্তু তপস্বীরা বলে' থাকেন, দুঃখ-মিশ্রিত সাংসারিক সুখ পরিহার করাই কর্ত্তব্য।

চার্ব্বা।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) আঃ ! এ সব দুর্ব্বুদ্ধি পশুদের কথা।

"দুঃখ-বিমিশ্রিত বলি' বিষয়-জনিত সুখ
কর ত্যাগ"—ইহা জেনো মূর্খের বিচার ;
হিতাকাঙ্ক্ষী কোন্ জন তুষ-কণাচ্ছন্ন বলি'
শুভ্র-সুতণ্ডুল-ব্রীহি করে পরিহার ?

মহা।—ওহে, বহুকালের পর এই সপ্রমাণ বাক্য-গুলি যে আমার কাণে আস্‌চে। (অবলোকন করিয়া সানন্দে) আরে ! আমাদের প্রিয় চার্ব্বাক্ যে !

চার্ব্বা।—(দেখিয়া) এ কি ! মহারাজ মহা-মোহ যে ! (নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয় ! আমি চার্ব্বাক্—প্রণাম।

মহা।—এসো এসো, এইখানে বোসো।

চার্ব্বা।—(বসিয়া) মহারাজ ! কলি আপনাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়েছেন।

মহা।—কলির সর্ব্বাঙ্গীন কুশল তো ?

চার্ব্বা।—মহারাজের প্রসাদেই সমস্ত কুশল। মহারাজের আদিষ্ট কর্ত্তব্য কাজটি শেষ করে' ফিরে এসেই মহারাজের শ্রীচরণ তিনি দর্শন করবেন।

অরাতি নিপাত করি', প্রভুর পাইয়া পরে
মহান্ আদেশ,
তখনি ফিরিয়া আসি' দর্শন-মানসে সুখী
হইয়া অশেষ,
ধন্য হয়ে সেই দাস, প্রণমে' গো প্রভু-পদে
আসি অবশেষ।

মহা।—সে কার্য্যটি কি কিছু সম্পন্ন হয়েছে ?

চার্ব্বা।—মহারাজ !

বেদ-বহির্ভূত মার্গে হইয়া গো প্রবর্ত্তিত
করিছে যা-ইচ্ছা-তাই
যত সাধুজন।
না কলি, না আমি এ কাজের প্রবর্ত্তক
—প্রভুরি প্রভাবে সব
হতেছে সাধন॥

আর, উত্তর-দেশের পথিক ও পাশ্চাত্যবাসীরা বেদ পরিত্যাগ করেছে; কেহ আর শম-দমাদির চিন্তাও করে না। অন্যত্রেও বেদ এখন কেবল জীবিকামাত্র হয়ে দাঁড়িয়েচে। তাই আচার্য্য বৃহস্পতি বলেচেন :—

অগ্নিহোত্র তিন বেদ ত্রিদণ্ড ধারণ, আর
ভস্মের লেপন
—বুদ্ধি ও পৌরুষ-হীন লোকদের জানিবে গো
জীবিকা-সাধন।

সেই জন্য কুরুক্ষেত্রাদি স্থানে বিদ্যা ও প্রবোধের যে উদয় হবে, এ কথা মহারাজ স্বপ্নেও আশঙ্কা করবেন না।

মহা।—তা বটে, কলি যে মহাতীর্থস্থান-গুলিকে ব্যর্থ করে' দিয়েছে।

চার্ব্বা।—আরও কিছু নিবেদন করবার আছে।

মহা।—বল।

চার্ব্বা।—বিষ্ণুভক্তি নামে মহাপ্রভাবা একজন যোগিনী আছে; যদিও কলির প্রভাবে সর্ব্বস্থানে তার গতিবিধি নাই, তথাপি তার অনুগৃহীত ব্যক্তিদের যে আমরা দেখব—সে ক্ষমতাও আমাদের নাই। এ বিষয়ে মহারাজের একটু মনোযোগী হতে হবে।

মহা।—(সভয়ে স্বগত) আঃ! এই প্রসিদ্ধ মহাপ্রভাবা যোগিনী স্বভাবতঃই আমাদের বিদ্বেষী; তাকে উচ্ছেদ করাও কঠিন। আচ্ছা, ভাল, (প্রকাশ্যে) কোন ভয় নাই; কাম-ক্রোধাদি প্রতিপক্ষ থাক্‌তে বিষ্ণুভক্তি কোথায় আর উদয় হবে ? তথাপি ক্ষুদ্র শত্রুকে উপেক্ষা করা জিগীষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য নয়!

ক্ষুদ্র যদিও হয় রাজার অরাতি
বিপাকে ফেলিয়া সেও কষ্ট দেয় অতি।
অতি সূক্ষ্ম হইলেও কণ্টক অঙ্কুর
—বিধিয়া চরণে দেয় বেদনা প্রচুর।

ওরে! কে আছিস্ এখানে ?

(দৌবারিকের প্রবেশ)

দৌবা।—আজ্ঞা মহারাজ!

মহা।—কাম, ক্রোধ, মদ, মান, মাৎসর্য্যাদিকে আদেশ কর, যেন তারা অবহিত হয়ে বিষ্ণুভক্তি নামে যোগিনীর কার্য্যাদির প্রতিবিধান করে।

দৌবা।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

(পত্র হস্তে একজন দূতের প্রবেশ)

দূত।—আমি উৎকলদেশ হতে এসেচি। সেখানে সমুদ্র-তীর-সমীপে পুরুষোত্তম নামে এক দেবালয় আছে—সেখানে মহারাজ তাঁর অনুচর মদ, মান প্রভৃতির কাছে আমাকে পাঠিয়েছিলেন। (চারিদিকে দেখিয়া) এই তো বারাণসী—এই রাজবাটী—প্রবেশ করা যাক্। (প্রবেশ করিয়া ও চারিদিক দেখিয়া) এই যে চার্ব্বাকের সঙ্গে মহারাজ কি মন্ত্রণা করচেন—এইবার নিকটে যাওয়া যাক্। (নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়! এই পত্রখানি দেখ্‌তে আজ্ঞা হোক্। (পত্র সমর্পণ)

মহা।—(লইয়া) তুমি কোত্থেকে ?

দূত।—আমি পুরুষোত্তম থেকে আস্‌চি।

মহা।—(স্বগত) সেইখানে বোধ হয় আমার বিশেষ কিছু অনিষ্ট ঘটে থাক্‌বে। (প্রকাশ্যে) চার্ব্বাক! দেখ, কাজ-কর্ম্মে এখন তোমার একটু বিশেষ মনোযোগী হতে হবে।

চার্ব্বা।— যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

মহা।—(পত্র লইয়া পাঠ)

"স্বস্তি! বারাণসীর মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত মহামোহ-মহারাজের শ্রীচরণ-কমল-যুগলে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক পুরুষোত্তমবাসী মদমানের নিবেদন এই :—আমরা উভয়ে এখানে ভাল আছি। পরন্তু শ্রদ্ধা এবং তাহার কন্যা শান্তি—এই দুইজনে দূতী হইয়া, উপনিষদ্দেবীর সহিত বিবেকের সহবাস ঘটাইবার নিমিত্ত অহর্নিশ চেষ্টা করিতেছে এবং কামের সহচর ধর্ম্মকে কাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার অভিপ্রায়ে, বৈরাগ্য প্রভৃতি তাহাদের গোপনে পরামর্শ দিয়া থাকেন, ইহাও দেখিতে পাইতেছি। আর, ঐরূপ মন্ত্রণায় ধর্ম্মও কোন কোন সময়ে কামের সংসর্গ ছাড়িয়া গুপ্তভাবে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এক্ষণে সমস্ত অবগত হইয়া মহারাজ যেরূপ আদেশ করেন, আমরা তদনুবর্ত্তী হইব ইতি।"

মহা।—(সক্রোধে) আঃ! এই অতিমূর্খেরা শান্তিকেও ভয় করে? আমি জীবিত থাক্‌তে শান্তির সম্ভাবনা কোথায়? দেখ, সাত্ত্বিক যারা, তাদেরই শান্তি—কিন্তু প্রকৃত সাত্ত্বিক কেহই হতে পারে না—এমন কি, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরও সাত্ত্বিক নন।

বিশ্ব-সৃষ্টি-রত ধাতা
—তিনি তো গো রজোগুণান্বিত;
গৌরি-আলিঙ্গন-সুখে
শঙ্করের নেত্র বিঘূর্ণিত
আরো, দক্ষ-যজ্ঞ-নাশী;
—তিনি তাই তমোগুণাশ্রিত;
কমলা-কপোল-খানি
নিজ বক্ষে রাখি নারায়ণ
কামি-জন-সম তিনি
জলধিতে করেন শয়ন।
এইরূপ যদি হয় ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে
কোথায় বল গো শান্তি অন্য ক্ষুদ্র জীবে?

(দূতের প্রতি) দেখ জাল্ম, তুমি এখনই কামের নিকটে গিয়ে আমার এই আদেশ জানাও; বল, দুরাত্মা ধর্ম্মের অভিসন্ধি আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি, তাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আর বিশ্বাস কোর না,—তাকে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করে' রাখো।

দূত।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

মহা।—এখন শান্তিকে দমন করবার কি উপায়? —আর অন্য উপায়ের প্রয়োজন কি?—ক্রোধ ও লোভকে নিয়োগ করলেই কার্য্য সফল হবে। ওরে! কে আছিস্ এখানে?

(দূতের প্রবেশ)

দূত।—আজ্ঞে মহারাজ!

রাজা।—ক্রোধ ও লোভকে ডেকে নিয়ে আয়।

দূত।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

(ক্রোধ ও লোভের প্রবেশ)

ক্রোধ।—দেখ সখা! আমি শুনেছি, শান্তি, শ্রদ্ধা ও বিষ্ণুভক্তি, মহামোহের প্রতিকূলতাচরণ করচে। আঃ! আমি জীবিত থাক্‌তে তাদের এই দুঃসাহসের কাজ?

অন্ধ করে' রাখি আমি এ তিন ভুবনে,
বধির করি গো আমি ধীর-চিত্ত জনে,
সচেতন যেই জন
তারে আমি করি অচেতন।
কর্ত্তব্য দেখে না সে গো,
হিতবাক্য না করে শ্রবণ,
ধীমান পণ্ডিত—সেও
শাস্ত্র-অর্থ না করে গ্রহণ।

লোভ।—আমি যাদের ধরি, তারা আশা-নদীই পার হতে পারে না তো শান্তি-আদির চিন্তা কি করবে? দেখ সখা!

মদজল-স্রাবী হস্তী দীর্ঘ-বেগ তুরঙ্গম
আছে মোর কত;
এখনো বাসনা মোর —গজ অশ্ব আরো অন্য
লভি শত শত;
ইহা লভিয়াছি আমি,
অধিক লভিব আরো আরো
—এই চিন্তাতেই শুধু
মানবের চিত্ত জরজর;
ইহারি গো তরে দেখ যত আকুলতা,
দূরে রেখে দেও তুমি সে শান্তির কথা।

ক্রোধ।—সখা! আমার প্রভাব তো তোমার জানা আছে।

তুষ্টু-পুত্র বৃত্রাসুরে
সুরপতি করেন নিধন;
ব্রহ্মার মস্তক শিব
নিজ হস্তে করেন ছেদন;
বিশ্বামিত্র-হতে হত
বশিষ্ঠের শতেক নন্দন।

আরো দেখ :—

বিদ্যাবান, কীর্ত্তিমান, সদাচার পুণ্যবান,
উচ্চকুল, পৌরুষ-ভূষণ,
—ইহাদের সবাকারে মুহূর্ত্তের মাঝে আমি
করিতে গো পারি উন্মূলন।

লোভ।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) প্রিয়ে তৃষ্ণে! এই দিকে এসো তো।

(তৃষ্ণার প্রবেশ)

তৃষ্ণা।—কি বল্চ নাথ?

লোভ।—প্রিয়ে! শোনো বলি :—

তুমি যদি তৃষ্ণা দেবি, প্রসন্ন হইয়া কর
তব তুঙ্গ অঙ্গের বিস্তার,
তাহা হলে প্রাণী যত, —আশা-সূত্র-বদ্ধ-মন—
কোথা পাবে বল শান্তি আর?
ক্ষেত্র, গ্রাম, বন, অদ্রি, পত্তন, নগর, দ্বীপ,
সকল ধরণী
লভিলেও আরো চা'বে লক্ষ ব্রহ্মাণ্ডেও তৃপ্তি
না হবে কখনি।

তৃষ্ণা।—নাথ! আমি তো স্বয়ং এর জন্য নিত্য নিযুক্ত, আবার সম্প্রতি আচার্য্য-পুত্র যেরূপ আজ্ঞা করেচেন, তাতে কোটি ব্রহ্মাণ্ডেও আমার উদর-পূর্ত্তি হবে না।

ক্রোধ।—হিংসে! এই দিকে এসো তো।

(হিংসার প্রবেশ)

হিংসা।—এই আমি এসেছি—আমাকে ডাক্‌চ কেন নাথ?

ক্রোধ।—প্রিয়ে! তুমি আমার সহ-ধর্ম্মিণী, তুমি সঙ্গে থাক্‌লে, পিতামাতাকেও আমি অনায়াসে বধ করতে পারি। দেখ :—

জননী পিশাচী সে তো,
জনক কেই বা সেই জন?
ভ্রাতারা তো কীট-প্রায়,
কুটিল সে জ্ঞাতি-বন্ধুগণ।
(হস্ত নিষ্পীড়ন করিয়া)
যাবৎ গো ইহাদের আগর্ভ সমস্ত কুল
করিতে না পারি নিষ্পেষিত
তাবৎ এ ক্রোধানল প্রজ্বলিত রবে সদা
—স্ফুলিঙ্গও না হবে শমিত।

(অবলোকন করিয়া) এই যে আমাদের প্রভু, এইবার তবে ওঁর নিকটে যাওয়া যাক্।

সকলে।—(নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

মহামোহ।—(অবলোকন করিয়া) দেখ, শ্রদ্ধার কন্যা শান্তি আমাদের কুল-দ্বেষী, তাকে তোমরা বিধিমতে নিগ্রহ করবে।

সকলে।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[সকলের প্রস্থান।

মহা।—শ্রদ্ধা-তনয়ার দমনের জন্য আর একটা উপায় আমার মনে হয়েচে। দেখ, শান্তি শ্রদ্ধার অধীনা; কোনও উপায়ে উপনিষদের নিকট হতে শ্রদ্ধাকে যদি আকর্ষণ করা যায়, তা হলে শান্তি মাতৃবিয়োগ-দুঃখে অত্যন্ত ক্ষীণ হয়ে দেহ ত্যাগ করবে; অথবা, অবসন্না হয়ে শীঘ্র পলায়ন করবে। দেখ, মিথ্যা-দৃষ্টি নামে একজন প্রগল্‌ভা বার-বিলাসিনী আছে, শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করবার জন্য তাকেই নিযুক্ত করা যাক্। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) দেখ বিভ্রমবতি! শীঘ্র মিথ্যাদৃষ্টিকে এখানে ডেকে আনো।

বিভ্রমবতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

(মিথ্যাদৃষ্টিকে লইয়া বিভ্রমবতীর পুনশ্চ প্রবেশ)

মিথ্যা।—সখি! বহুকাল মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ হয় নি, আমি এখন কিরূপে ওঁর সম্মুখে যাই? আমাকে দেখে মহারাজ তো তিরস্কার করবেন না?

বিভ্র।—সখি! তোমাকে দেখে যদি তাঁর চেতনা থাকে, তবেই তো তোমাকে তিরস্কার করবেন?

মিথ্যা।—কেন অলীক সৌভাগ্যের কথা বলে' আমাকে বঞ্চনা কর বল দিকি ?

বিভ্র।—সখি! কেমন তোমার অলীক সৌভাগ্য, এখনি তা দেখ্‌তে পাবে। তোমার চক্ষু-দুটি দেখচি ঘুর্‌চে—আচ্ছা, প্রিয়সখি, সে কি রাত্রি-জাগরণের দরুণ নিদ্রার আবেশে ?

মিথ্যা।—সখি! যে নারী একজনের প্রিয়া, তারই যখন নিদ্রা হয় না, তাতে আমি তো বহু জনের প্রিয়া, আমার কি নিদ্রা আস্‌তে পারে ?

বিভ্র।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তুমি কার কার প্রিয়া বল দিকি ?

মিথ্যা।—সখি! আমি মহারাজ মহামোহের, কামের, ক্রোধের, লোভের,—আর বিশেষ করে' কত বলব—এই বংশে যে যে জন্মগ্রহণ করেছে,—কি বালক, কি যুবা, কি বৃদ্ধ—তাহাদের সকলেরই আমি প্রিয়া।

বিভ্র।—সখি! কামের রতি, ক্রোধের হিংসা, লোভের তৃষ্ণা—ইত্যাদি সকলেরই তো এক একটি প্রিয়তমা পত্নী আছে শুনেছি; আচ্ছা, তারা কি তোমার ঈর্ষ্যা করে না ?

মিথ্যা।—ও কথা কি বল্‌চ, তারাও আমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাক্‌তে পারে না।

বিভ্র।—সখি! যখন তোমার সপত্নীরাও তোমার প্রতি ঈর্ষ্যা করে না, তখন বল্‌তে হবে, তোমার মত সৌভাগ্যবতী নারী এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই। আর একটা কথা বলি শোনো, তুমি এইরূপ নিদ্রাকুল হয়ে, স্খলিত-চরণে, নূপুরের ঝঙ্কার করতে করতে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্চ, আমার মনে হয়, তিনি এতে একটু সশঙ্কিত হতে পারেন।

মিথ্যা।—এতে ভয়ের বিষয় কি আছে ? দেখ, মহারাজের বিরহই আমার অধৈর্য্যের কারণ। আর যে সকল পুরুষ আমাকে দেখবামাত্রই প্রসন্ন হয়, তাদের আবার মনে ভয় কিসের ?

মহা।—(অবলোকন করিয়া) এই যে আমার প্রিয়তমা মিথ্যাদৃষ্টি এসেছেন। আহা!

অলসা নিতম্ব-ভারে, ঈষৎ-স্খলিত মালা
স্বস্থানে স্থাপনের ছলে
উত্তোলিয়া ভুজ-দ্বয় দেখায় নখের চিহ্ন
উন্মুক্ত পয়োধর-স্থলে।
নীলোৎপল-দাম তুল্য সুদীর্ঘ নেত্রের দৃষ্টি
—তাহে চিত্ত হরণ করিয়া
বাহুদ্বয় আন্দোলনে বিলোল কঙ্কণ হতে
ঝনৎকার কিবা উঠাইয়া
ওই যে গো আসে মোর প্রিয়া।

বিভ্র।—ঐ আমাদের মহারাজ, নিকটে এগিয়ে যাও।

মিথ্যা।—(নিকটে গিয়া) জয় মহারাজের জয়!

মহা।—পীন-উরু প্রেয়সি লো!
বোসো আসি' কোলের উপরে,
পড়ুক নখাঙ্ক মোর
ও তব দলিত পয়োধরে।
শঙ্করের অঙ্ক-স্থিতা
গিরিজার সে বিলাস-লক্ষ্মী
কর গো অনুকরণ
সুন্দরি লো! অয়ি হরিণাক্ষি!

মিথ্যা।—(সস্মিত-ভাবে তথা করণ)

মহা।—(আলিঙ্গন-সুখ অনুভব করিয়া) কি আশ্চর্য্য! প্রিয়ার আলিঙ্গনে যেন আমার নবযৌবন আবার ফিরে এল।

পূর্ব্বে সে যৌবনকালে চিত্ত-উন্মথনকারী
হ'ত যেই মন্মথ-বিকার,
প্রগাঢ় আনন্দ সেই —বার্দ্ধক্যে বিষয়াভাবে—
উপভোগ করি নাই আর;
এবে তব আলিঙ্গনে মনোবৃত্তি জড়ীভূত
—প্রেম হল বর্দ্ধিত আবার।

মিথ্যা।—মহারাজ! আমিও যেন আবার নবযৌবনা হয়েচি; দেখুন, পূর্ব্বপ্রেমের ভাব-সূত্র কস্মিন্‌-কালেও ছিন্ন হয় না। এখন আজ্ঞা করুন, কি জন্য আমাকে স্মরণ করেচেন।

মহা।—প্রিয়ে! তোমাকে আবার স্মরণ করব কি ?

তাকেই স্মরণ করে
যে থাকে গো হৃদয়-বাহিরে
তুমি যে পুত্তলি-সম
বিরাজিছ এ হৃদি-মন্দিরে।

মিথ্যা।—সে আপনার নিতান্ত অনুগ্রহ।

মহা।—আর একটা কথা বলি শোনো; সেই দাসী-পুত্রী শ্রদ্ধা দূতী হয়ে, যাতে বিবেকের সঙ্গে উপনিষদের সংঘটন হয়,তারই চেষ্টা করচে। অতএব :—

প্রতিকুলাচারিণী সে বিপক্ষ-কুল-সম্ভবা
পাপীয়সী পাপানুবর্ত্তিনী ;
কেশ আকর্ষিয়া, সেই রণ্ডারে পাষণ্ড-হাতে
সমর্পণ করহ এখনি।

মিথ্যা।—এ তুচ্ছ বিষয়ের জন্য মহারাজের এত চিন্তা কেন? মহারাজের আজ্ঞামাত্রেই সে দাসীর ন্যায় মহারাজের আজ্ঞা পালন করবে। ধর্ম্ম মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, সুখের বিঘ্নকারী শাস্ত্রের প্রলাপ সব মিথ্যা—এই কথা বলে' তাকে বেদমার্গ হতে আমি বিচ্যুত করব। বেদ-মার্গই যদি সে ত্যাগ করে, তা হলে উপনিষদের তো কথাই নেই; তা ছাড়া বিষয়-সুখ-বর্জ্জিত মোক্ষের দোষ দেখিয়ে উপনিষদের প্রতি শ্রদ্ধার বিরাগ জন্মিয়ে দেব।

মহা।—তা যদি করতে পার, তা হ'লে আমি বড়ই সুখী হই। (পুনর্ব্বার আলিঙ্গন ও চুম্বন)

মিথ্যা।—মহারাজ! প্রকাশ্যভাবে এরূপ করলে আমি লজ্জা পাই।

মহা।—আচ্ছা, এসো তবে বিশ্রাম-ভবনে যাওয়া যাক্।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি মহামোহ-প্রধান নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

(শান্তি ও করুণার প্রবেশ)

শান্তি।—(সাশ্রু-নয়নে) মা গো! মা গো!—কোথায় তুমি, উত্তর দেও!

কুরঙ্গ আতঙ্ক-হীন
যে কাননে সতত বিচরে,
যে সকল শৈল হতে
নির্ঝরিণী অবিরত ঝরে,
পুণ্যালয়—যেথা থাকে
তপস্বী সন্ন্যাসী সাধু যতি
সেই সব স্থান তব
ছিল যে গো সাধের বসতি;
—হায় হায় সেই তুমি চণ্ডালের গৃহ-গত
কপিলা গাভীটির মত
কেমনে করিবে মা গো জীবন ধারণ বল
পাষণ্ডের হয়ে হস্তগত?

অথবা হায়! তাঁর জীবনের আশা করাই বৃথা। কেন না :—

মোরে না দেখিয়া যে গো না করে আহার স্নান
না করে শয়ন,
আমা-হীন সেই শ্রদ্ধা না করিবে ক্ষণমাত্র
জীবন ধারণ।

করুণা।—(সাশ্রু-লোচনে) সখি! বিষম অগ্নি-শিখা-প্রদীপ্ত শলাকার মত এরূপ দুঃসহ বাক্য বলে' তুমি যে আমাকে প্রাণে বধ্‌চ। বলি, তুমি একটু ধৈর্য্য অবলম্বন কর দিকি। এসো, আমরা ততক্ষণ মুনিগণের আশ্রমে, বহুবিধ মহাত্মা-জনে অলঙ্কৃত ভাগীরথী-তীরে, ইতস্ততঃ একবার ভাল করে' অন্বেষণ করে' দেখি। বোধ হয়, তিনি মহামোহের ভয়ে কোথাও লুকিয়ে আছেন।

শান্তি।—সখি! কোথায় আর অন্বেষণ করবে বল।

সন্ন্যাসীদিগের বাস
—নদীকূল নীবার-চিহ্নিত,
যাজ্ঞিকগণের গৃহ
—সমিৎ-চমস-বিকীরিত,
অন্বেষণ করিলাম
চারি আশ্রমীর যত স্থান,
কোথাও না পাইলাম
শোনো সখি তাঁহার সন্ধান।

করুণা।—তিনি সত্যই যদি শ্রদ্ধা হন, তা হলে তাঁর মত লোকের এরূপ দুর্গতি কখনই হতে পারে না।

শান্তি।—সখি! বিধাতা প্রতিকূল হলে কি না ঘটতে পারে? দেখ :—

দশানন রাক্ষসের লঙ্কাপুর-মাঝে ছিল
লক্ষ্মী-সম সীতা;
ভগবতী বেদত্রয়ী পাতালে দানব দ্বারা
হইলা গো নীতা;

দৈত্যেন্দ্র পাতাল-কেতু মদালসা নামে সেই
গন্ধর্ব্ব দুহিতারে করিলা হরণ ;
তাই বলি, বিধি যদি হয় প্রতিকূল তবে
কি কার্য্য না পারে সে গো করিতে সাধন।

সে যাই হোক্, এখন চল, পাষণ্ডদের গৃহে গিয়ে অন্বেষণ করা যাক্।

করুণা।—(সভয়ে) রাক্ষস!—রাক্ষস!

শান্তি।—রাক্ষস কোথায়?

করুণা।—সখি, ঐ দেখ, বিগলিত-মল-লিপ্ত, বীভৎস-দেহ, দুর্দ্দর্শন, উড্ডস্তকেশ, উলঙ্গ, ময়ূরপুচ্ছ-পাখা হাতে এই দিকে আসচে।

শান্তি।—সখি! ও রাক্ষস নয়, দেখ্‌চ না, ও অতি নির্বীর্য্য দুর্ব্বল।

করুণা।—তবে ও কে?

শান্তি। সখি! আমার মনে হয়, ওটা পিশাচ।

করুণা।—সখি! এখন তো দিবস—এখন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড ভূমণ্ডলের উপর জলন্ত কিরণ বর্ষণ করচেন, এ সময়ে পিশাচের আসা কি সম্ভব?

শান্তি।—সখি! তবে বোধ হয়, কোন মহা-নারকী, নরক-কুণ্ড হতে উঠে এখানে আসচে। (নিরীক্ষণ ও চিন্তা করিয়া) হাঁ, চিন্‌তে পেরেছি; —ও যে মহামোহের প্রবর্ত্তিত অনুচর দিগম্বর-সিদ্ধান্ত।

(পরিব্রাজক দিগম্বর-সিদ্ধান্তের প্রবেশ)

দিগ।—অর্হংকে প্রণাম; যিনি এই নবদ্বার-বিশিষ্ট শরীর-গৃহে জলন্ত প্রদীপ—জিনবর বলেছেন—সেই জীবাত্মাই পরমার্থ সুখ মোক্ষ দান করেন। (পরিক্রমণ)

(আকাশে প্রশ্ন) ওরে রে সাধকেরা, তোরা শোন্ :—

মলময় দেহ-পিণ্ড
—তার শুদ্ধি জলে হয় কিবা?
(আকাশে উত্তর) দেহশুদ্ধি হয় যদি
ঋষিদের করা যায় সেবা॥

কি বলচ?—ঋষিদের সেবা কিরূপ—এই কথা জিজ্ঞাসা করচ?

দূর হতে প্রণমিবে তাঁদের চরণ,
সৎকার করিবে দিয়া মিষ্টান্ন ভোজন;
তব পত্নী-পরে যদি
কভু পড়ে তাঁহাদের চোখ,
ঈর্ষ্যা কর্ত্তব্য নয়,
—পাপ জেনো সে ঈরিষা-কোপ।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) ওগো শ্রদ্ধে! এই দিকে এসো তো একবার।

উভয়।—(সভয়ে অবলোকন)

(দিগম্বর-সিদ্ধান্তের সদৃশ বেশ-ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—কি আজ্ঞা করচেন মহাশয়?

শান্তি।—(মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

দিগ।—দেখ শ্রদ্ধে! তুমি সাধকদের ছেড়ে এক মুহূর্ত্তও কোথাও যেও না।

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

করুণা।—প্রিয় সখি! শান্ত হও, শান্ত হও, নাম শুনেই ভয় পেয়ো না। আমি আস্তিক ও নাস্তিক এই উভয় মতাবলম্বিনী অহিংসার কাছে শুনেছি, পাষণ্ডদের সঙ্গে তমোগুণের একটি কন্যা আছে, তারও নাম শ্রদ্ধা ;; তাই, এ হচ্ছে তামসী শ্রদ্ধা।

শান্তি।—(আশ্বস্ত হইয়া) সখি! তাই বটে।

সদাচারী জন যে গো
কেমনে হইবে দুরাচার?
প্রিয়-দরশন যে গো
কিসে হবে এ দুর্গতি তার?
তাই বলি, জননীর
অসম্ভব এ হেন আকার।

আচ্ছা চল, একবার বৌদ্ধদের গৃহে গিয়ে অনু-সন্ধান করা যাক। (পরিক্রমণ)

(পুস্তক হস্তে বৌদ্ধ ভিক্ষুকের প্রবেশ)

ভিক্ষু।—চিন্তা করিতে করিতে)

নিরাত্মক এই সব ক্ষণস্থায়ী উপস্থিত
মানসিক ভাব
বাহিরে অর্পিত হয়ে বহির্জগৎরূপে
হয় আবির্ভাব।
এক্ষণে সে স্থায়ী জ্ঞান অখিল বাসনা হতে
হইয়া বিচ্যুত
—বিষয়োপরাগ-হীন— দেখ কিবা ফূর্ত্তি পায়
হইয়া বিযুক্ত।

(পরিক্রমণ পূর্ব্বক শ্লাঘা-সহকারে) অহো! এই বৌদ্ধধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু, এতে সুখ মোক্ষ দুই-ই আছে। দেখ :—

মনোহর গৃহে বাস ; আরামে উপবেশন
সুখকর সুন্দর আসনে ;
মনোমত বেশ্যা-সেবা ; দ্রব্যাদ্রব্য কালাকাল
বিচারাদি নাহিক অশনে ;
মৃদু আস্তরণ-শয্যা ; আনন্দে যাপন আর
জ্যোৎস্না-রাত্রি যুবতীর সনে।

করু।—দেখ সখি! তরুণ তাল-তরুর মত দীর্ঘকায়, মুণ্ডিত-মস্তক, শিখাধারী, রক্ত-বস্ত্র পরিধান কে ও লোকটি এই দিকে আস্‌চে?

শান্তি।—সখি! উনি বৌদ্ধ ভিক্ষু।

ভিক্ষু।—ওগো উপাসকেরা ও ভিক্ষুক সকল! তোমরা ভগবান্ বুদ্ধদেবের বাক্যামৃত শ্রবণ কর।

(পুস্তক পাঠ) আমি দিব্যচক্ষে লোকদের সুগতি ও দুর্গতি দেখতে পাচ্চি; সকল বস্তুই ক্ষণিক, স্থায়ী আত্মা নাই; অতএব, ভিক্ষুও যদি পরদারাসক্ত হয়, তার প্রতি ঈর্ষ্যা করবে না; ঈর্ষ্যাই চিত্তের মল।

(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) শ্রদ্ধে! এই দিকে এসো তো।

(বৌদ্ধ-ভিক্ষুর বেশ-ধারিণী শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—কি আজ্ঞা করচেন মহাশয়?

ভিক্ষু।—তুমি সর্ব্বদাই এইখানে উপাসক ও ভিক্ষুদের গাঢ় আলিঙ্গন করবে, বুঝলে?

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে মহাশয়।

[প্রস্থান।

শান্তি।—সখি! ইনি কি তামসী শ্রদ্ধা?

করু।—হাঁ, ইনি তামসী শ্রদ্ধা।

দিগম্বর।—(ভিক্ষুককে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে) ওরে রে ভিক্ষুক! এই দিকে আয়, আমি তোকে কিছু জিজ্ঞাসা করব।

ভিক্ষু।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ পিশাচ! কেন তুই এরূপ প্রলাপ বল্‌চিস্?

দিগম্বর।—ওরে, রাগ করিস্‌নে। একটা শাস্ত্রীয় কথা তোকে জিজ্ঞাসা করব।

ভিক্ষুক।—আরে! ক্ষপণক আবার শাস্ত্রকথা জানে?—আচ্ছা, শোনাই যাক। (নিকটে গিয়া) কি জিজ্ঞাসা করবি?

দিগ।—বল দিকি, তুই ক্ষণ-বিনাশী হয়ে কি জন্য এরূপ ব্রত ধারণ করেচিস্?

ভিক্ষু।—ওরে শোন্! আমাদের মতে চলে' লোকে যখন বাসনা ত্যাগ করে, তখনি তার জ্ঞানোদয় হয়; জ্ঞানোদয় হলেই মুক্তি হয়।

দিগ।—ওরে মূর্খ! যদিও বা কোন মন্বন্তরে কস্মিন্‌কালে কোনও ব্যক্তির মুক্তি হয়, তা হলে তাতে তোর কি উপকার হবে? তুই যে অল্পকালের মধ্যেই মর্‌বি। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কে তোকে এইরূপ ধর্ম্মের উপদেশ দিয়েছে?

ভিক্ষু।—সর্ব্বজ্ঞ ভগবান বুদ্ধই আমাকে এইরূপ উপদেশ দিয়েছেন।

দিগ।—ওরে! বুদ্ধ যে সর্ব্বজ্ঞ, তা তুই কি করে' জান্‌লি?

ভিক্ষু।—তাঁর শাস্ত্রেতেই এই কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

দিগ।—ওরে বোকা! যদি তার কথাতেই তার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপন্ন হয়, তবে আমিও বল্‌চি, আমি সর্ব্বজ্ঞ; তা হলে তুই পিতা-পিতামহ প্রভৃতি সাতপুরুষের সহিত আমারও তবে দাস হয়ে থাক্।

ভিক্ষু।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ মলপঙ্ক-ধর পিশাচ! কি বল্লি, আমি তোর দাস?

দিগ।—ওরে দাসী-বিহারী দুষ্ট ভুজঙ্গ ভিক্ষুক! এটা কেবল একটা দৃষ্টান্ত দেখালেম মাত্র। এখন তোর হিতের কথা বলি শোন্ :—তুই বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' অর্হৎ-এর মত অবলম্বন করে' দিগম্বর ব্রত ধারণ কর্।

ভিক্ষু।—আরে পাপিষ্ঠ! তুই স্বয়ং নষ্ট হয়েচিস্—আবার পরকেও নষ্ট কর্‌তে চাস্?

উৎকৃষ্ট অনিন্দিত
স্বর্গ-রাজ্য করি' পরিত্যাগ
লোকনিন্দ্য পিশাচত্বে
কার বল হয় অনুরাগ?

তা ছাড়া অর্হৎ যে সর্ব্বজ্ঞ, এই বা কে বিশ্বাস করবে?

দিগ।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) ওরে! গ্রহ-নক্ষত্রের গতি ও চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণের গণনা দেখেই অর্হৎ-এর সর্ব্বজ্ঞত্ব জানা গেছে।

ভিক্ষু।—(হাসিয়া) ওরে, অনাদি-প্রবৃত্ত জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধীন অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে প্রতারিত হয়ে, তুই এই অতি কষ্টকর ব্রত অবলম্বন করেচিস্? দেখ্ :—

দেহ-পরিচ্ছিন্ন জীব কেমনে সান্নিধ্য-বিনা
দূর হতে ত্রৈলোক্যের
জ্ঞানলাভে বল দেখি হইবে সক্ষম?
কুম্ভে যে নিহিত দীপ সুশিখা সে হইলেও
ঘরের ভিতরে থাকি
বহির্ব্বস্তু প্রকাশিতে পারে কি কখন্?

তাই বল্‌চি, এই অর্হৎ-এর মত ত্রিলোকের বিরুদ্ধ; আর বৌদ্ধ দর্শনই শ্রেষ্ঠ—অতি সুখাবহ—অতি রমণীয়।

শান্তি।—সখি! এসো, আমরা অন্য দিকে যাই।

করু।—হাঁ সেই ভাল। (পরিক্রমণ)

(কাপালিক-রূপধারী সোমসিদ্ধান্তের প্রবেশ)

সোম।—(পরিক্রমণ করিয়া)

নর-অস্থি-মালা দিয়া বিরচিত মনোহর
এ মোর ভূষণ;
শ্মশান-নিবাসী আমি নৃকপাল-পাত্রে দেখ
করি গো ভোজন;
যোগাঞ্জনে শুদ্ধ দৃষ্টি করিয়া ধারণ
জগতেরে করি আমি সম্যক দর্শন।
জগৎ যদিও হয় ভিন্ন পরস্পর
অভিন্ন ঈশ্বর হতে উহা নিরন্তর।

দিগ।—ওরে! এই লোকটি দেখ্‌চি কাপালিক ব্রত ধারণ করেছে, তা একে কিছু জিজ্ঞাসা করা যাক্। (নিকটে গিয়া) ওরে নরমুণ্ডধারী কাপালিক! তোর ধর্ম্মে সুখ মোক্ষ কিরূপ বল্ দিকি?

কাপা।—ওরে দিগম্বর! আমাদের ধর্ম্ম কি, তা শোন্ :—

মস্তিষ্ক বসায় সিক্ত নর-দেহ-মাংস মোরা
অনলে আহুতি করি দান;
ব্রাহ্মণ-মাথার খুলি তাহাতে চষক করি'
পারণেতে করি সুরাপান।
সদ্যশ্ছিন্ন সুকঠোর কণ্ঠ হতে বিনিঃসৃত
সুভীষণ শোণিত-ধারায়
—মহাভৈরব-দেবে নরবলি অরপিয়া—
অরচনা করি মোরা তাঁয়।

ভিক্ষুক।—(কর্ণ ঢাকিয়া) বুঝেছি, বুঝেছি, তোমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান অতি ভয়ানক।

দিগ।—অর্হৎ! অর্হৎ! না জানি, কোন্ ঘোর পাপিষ্ঠ এই বেচারাকে প্রতারণা করেচে।

সোম।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ, পাষণ্ডাধম, চণ্ডালবেশী ন্যাড়া কোথাকারে! যিনি চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা, বেদান্তসিদ্ধান্তে যাঁর বিভবের কথা প্রসিদ্ধ, সেই ভগবান্ ভবানীপতি কি না প্রবঞ্চক? আচ্ছা, আমাদের ধর্ম্মের মহিমা তোকে তবে একবার দেখাই;—

হরি হর ব্রহ্মা আদি সুরশ্রেষ্ঠ দেখ আমি
করি আনয়ন;
গগনে বিচরে যেই নক্ষত্রাদি—রুধি দেখ
তার সঞ্চরণ;
জলে মহী করি' পূর্ণ নগ ও নগর-আদি
যত আছে স্থান,
আবার মুহূর্ত্তে আমি সমস্ত সে জলরাশি
করি দেখ পান।

দিগ।—তাই তো বল্‌চি, কোনও ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার বা ভোজবাজি দেখিয়ে তোমাকে কেউ বঞ্চনা করেচে।

সোম।—(সক্রোধে) আরে পাপিষ্ঠ! তুই আবার পরমেশ্বরকে ইন্দ্রজাল বলে' গাল দিচ্চিস্? (চিন্তা করিয়া) এর দৌরাত্ম্য তো আর সহ্য হয় না। (খড়্গা আকর্ষণ করিয়া)

এ করাল করবালে
কণ্ঠ ওর করিয়া ছেদন,
বুদ্‌বুদ্-ফেন-যুক্ত
রক্ত-স্রোত করি নিঃসারণ,
কালিকাকে নিবেদিয়া
করি তাঁর সন্তোষ-সাধন;
ডমরুর রবে তাঁর
ভূতগণ শুনিয়া আহ্বান,

অবশিষ্ট সে রুধির
করিবে তাহারা শেষে পান।

(খড়্গ উত্তোলন)

দিগ।—(সভয়ে) মহাশয়! অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ।

(ভিক্ষুকের ক্রোড়ে প্রবেশ)

ভিক্ষু।—(কাপালিককে নিবারণ করিয়া) আহা, কৌতুকচ্ছলে একটা বাগ্‌বিতণ্ডা হচ্ছিল, এর দরুণ বেচারাকে প্রহার করা কি উচিত?

সোম।—(খড়্গ ফিরাইয়া লইয়া স্থিরভাবে অবস্থান)

দিগ।—(আশ্বস্ত হইয়া) মহাত্মন্! যদি আপনি ক্রোধ সংবরণ করে' থাকেন, তবে পুনর্ব্বার কিছু জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

সোম।—জিজ্ঞাসা কর।

দিগ।—আপনার পরম ধর্ম্মের কথা তো শুন্‌লেম, এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনার মতে মোক্ষ কিরূপ?

সোম।—শোন তবে :—

বিষয়-আনন্দ ছাড়ি' বল দেখি সুখ-বস্তু
দেখা গেছে কোথা?
জীবের আত্মায় স্থিতি যে মুকতি—কে চাহে সে
উপল-অবস্থা?
চন্দ্র-চূড়-বপু ধরি' পার্ব্বতীর প্রতিরূপ
প্রেয়সীরে মহানন্দে করি' আলিঙ্গন
যেই জন ক্রীড়ামোদে সুখে বিচরণ করে
সেই মুক্ত—বলেন গো
দেব ত্রিলোচন।

ভিক্ষুক।—মহাশয়! বাসনা-বিরহিত হলেই মুক্তি হয়—এ কথা কি অশ্রদ্ধেয়?

দিগ।—ওরে কাপালিক! যদি রাগ না করিস্, তবে বলি, শরীরীর মুক্তি নিতান্তই যুক্তি-বিরুদ্ধ।

সোম।—(স্বগত) শ্রদ্ধার অভাবেই দেখছি, এদের অন্তঃকরণ বিক্ষিপ্ত হয়েচে; অতএব শ্রদ্ধাকে একবার এদের কাছে আনা যাক্। (প্রকাশ্যে) শ্রদ্ধে! এখানে একবার এসো তো।

(কাপালিকের রূপ ধরিয়া শ্রদ্ধার প্রবেশ)

করুণা।—(শান্তির প্রতি) সখি! দেখ দেখ, এ হচ্চে রাজসী শ্রদ্ধা।

অবিকল নীলোৎপল
সুচঞ্চল ইহার নয়ন,
নর-অস্থি-মালিকায়
বিরচিত ইহার ভূষণ;
নিতম্ব ও পীন স্তনে
সুমন্থরা ইহার গো গতি
পূর্ণেন্দু-বদনা এই
বিলাসিনী মনোরমা অতি।

শ্রদ্ধা।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই এসেছি নাথ, কি আজ্ঞা হয় বল।

সোম।—প্রিয়ে! এই দুরভিমানী ভিক্ষুককে গ্রহণ কর।

শ্রদ্ধা।—(ভিক্ষুককে আলিঙ্গন)

ভিক্ষু।—(সানন্দে আলিঙ্গন করিয়া রোমাঞ্চিত হইয়া) আহা! এই কাপালিনী কি সুখস্পর্শা!

কত পীন-পয়োধরা বিধবার অনুরাগে
গাঢ়তর আলিঙ্গন
করিয়াছে এই ভুজদ্বয়;
কিন্তু হেন পীনস্তনী ললনার আলিঙ্গনে
—বুদ্ধ-দিব্যি—কভু নাহি
হইয়াছে এত সুখোদয়।

আহা, এই কাপালিক-দর্শন কি পুণ্যজনক! ধন্য সোমসিদ্ধান্ত! আশ্চর্য্য এই ধর্ম্ম! দেখুন মহাশয়! আমি এখনি বুদ্ধ-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে' আপনার ভৈরবী-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হলেম। আপনি আমার গুরু, আমি আপনার শিষ্য হলেম। আপনি আমাকে ভৈরব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গনে দূষিত হয়েচিস্; দূর হ, আমাকে স্পর্শ করিস্ নে।

ভিক্ষু।—ওরে! তুই কাপালিনীর আলিঙ্গন-সুখে বঞ্চিত, তাই এই কথা বলচিস্।

সোম।—প্রিয়ে! এই দিগম্বরকে গ্রহণ কর।

শ্রদ্ধা।—(দিগম্বরকে আলিঙ্গন)

দিগ।—(রোমাঞ্চিত হইয়া) অর্হৎ! অর্হৎ!

আহা! কাপালিনীর আলিঙ্গন কি সুখস্পর্শ! সুন্দরি! আমাকে আর একবার আলিঙ্গন কর। (স্বগত) আমার যে অত্যন্ত ইন্দ্রিয়-বিকার উপস্থিত হল—এখন করি কি?

অয়ি পীন-ঘনস্তনী মোহিনী ললনা!
চতুর্দ্দিক-দৃষ্টিপাতী কুরঙ্গ-নয়না!
হও যদি কাপালিনি মম প্রেমাবদ্ধা,
কি করিবে পত্নী মোর ক্ষুদ্র সেই শ্রদ্ধা?

আহা! কাপালিক-দর্শনই একমাত্র সুখ-মোক্ষের সাধন। ওগো আচার্য্য মহাশয়! আমি এখন থেকে আপনাদের দাস হলেম, আমাকেও মহা-ভৈরব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করুন।

সোম।—তোমরা বোসো।

উভয়ে।—(উপবেশন)

সোম।—(সুরাপাত্র আনিয়া ধ্যানে মগ্ন)

শ্রদ্ধা।—সুরায় পাত্র পূর্ণ করেচি।

সোম।—(পান করিয়া অবশিষ্ট সুরা ভিক্ষুক ও দিগম্বরকে অর্পণ) এই পবিত্র ভব-মহৌষধ-অমৃত পান কর।

এই ভব-মহৌষধ
পবিত্র অমৃত কর পান
পশু-পাশ-ছেদক এ
—ভৈরব-ধরম-অনুষ্ঠান।

উভয়ে। (পরামর্শ)

দিগ।—আমাদের অর্হৎ-ধর্ম্মে সুরাপান নাই।

ভিক্ষু।—কাপালিকের উচ্ছিষ্ট সুরা কিরূপে পান করি?

কাপা।—কি পরামর্শ হচ্চে? (শ্রদ্ধার প্রতি) প্রিয়ে! এখনও এদের পশুত্ব যায়নি; তাই এরা আমার উচ্ছিষ্ট সুরা অপবিত্র মনে করচে। অতএব, তোমার মুখস্পর্শে পবিত্র করে' তার পর এদের অর্পণ কর; কেন না শাস্ত্রকারকেরা বলেন, "স্ত্রীমুখ সদা-শুচি"।

শ্রদ্ধা।—যে আজ্ঞে। (পানপাত্র গ্রহণ করিয়া পীতাবশিষ্ট প্রদান)

ভিক্ষু।—এ মহাপ্রসাদ। (চষক গ্রহণ করিয়া পান) আহা! এ সুরার কি সৌরভ, কি মাধুর্য্য!

ইতিপূর্ব্বে কতবার সুবদনা রূপবতী
বেশ্যাদের সাথে আমি
হইয়া মিলিত,
তাহাদের মুখোচ্ছিষ্ট সুরা করিয়াছি পান
বিকচ বকুল-পুষ্প-
গন্ধে আমোদিত;
কিন্তু এবে জানিলাম কাপালিনী-মুখ-সুরা
না লভিয়া সুরগণ
সুধা-লালায়িত।

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! সব পান করিসনে—কাপালিনীর মুখোচ্ছিষ্ট সুরা আমাকে কিছু দিস্।

ভিক্ষু।—(দিগম্বরকে চষক প্রদান)

দিগ।—(পান করিয়া) আহা! এ সুরার কি মধুরত্ব!—কি স্বাদ! কি গন্ধ! কি সৌরভ! হায়! আমি এতকাল অর্হৎ-ধর্ম্মে থেকে এমন সুরা-রসে বঞ্চিত ছিলেম? ওরে ভিক্ষুক! আমার গা ঘুরুচে, আমি একটু শুই।

ভিক্ষু।—হাঁ, আমিও শুই। (উভয়ের তথা করণ)

কাপা।—দেখ প্রিয়ে! আমি এই অমূল্য দুটি ক্রীতদাস পেয়েছি—এসো, এখন আমরা নৃত্য করি। (উভয়ের নৃত্য)

দিগ।—ওরে ভিক্ষুক! এই কাপালিক—না না—আমাদের আচার্য্য মহাশয় কাপালিনীর সঙ্গে কেমন সুন্দর নৃত্য করচেন, ওদের সঙ্গে এসো, আমরাও নৃত্য করি। (পদস্খলিত নৃত্য)

দিগ।—("অয়ি পীন-ঘনস্তনী মোহিনী ললনা" ইত্যাদি গান করণ)

ভিক্ষু।—চমৎকার এই কাপালিক ধর্ম্ম! এতে অক্লেশে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

সোম।—এই ধর্ম্ম কেমন চমৎকার! দেখ:—

এ ধরমে যাহারা গো করিয়াছে মুক্তি লাভ
—লভিয়াছে মহাসিদ্ধি না ত্যজি' বিষয়-রাগ;
আকর্ষণ, সম্মোহন প্রমথন, প্রক্ষোভণ
উচ্চাটন-আদি বলে যায়
সে সব তো ক্ষুদ্র সিদ্ধি— বিদ্যাবান্ সাধকের
সে সকল যোগ-অন্তরায়।

দিগ।—(উন্মত্ত হইয়া) ওরে কাপালিক! অথবা ওরে আচার্য্য! অথবা ওরে আচার্য্য-মশায়!

ভিক্ষু।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) সুরাপানে অনভ্যাস-বশতঃ ও দেখ্‌চি মাতাল হয়ে পড়েছে—ওর এখন নেশা ছুটিয়ে দিন।

সোম।—আচ্ছা তাই করচি। (স্বমুখোচ্ছিষ্ট তাম্বূল দিগম্বরকে প্রদান)

দিগ।—(সুস্থ হইয়া) আচার্য্য মহাশয়! জিজ্ঞাসা করি, সুরা আহরণে আপনার যেরূপ ক্ষমতা, স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি আকর্ষণেও কি আপনার সেইরূপ ক্ষমতা আছে?

সোম।—তুমি অত কেন জিজ্ঞাসা করচ? দেখ :—

কিবা বিদ্যাধরী কিবা স্বর্গ-সুরাঙ্গনা,
নাগ-কন্যা অথবা গো যক্ষের ললনা,
এ তিন ভুবন-মাঝে যারে চাহি আমি
তাহাকেই বিদ্যা-বলে হেথা টেনে আনি।

দিগ।—ওহে! আমি গণনা করে' জেনেছি, আমরা সবাই মহামোহের কিঙ্কর।

উভয়ে।—বাপু, তুমি ঠিক্‌ই জেনেছ।

দিগ।—এখন তবে রাজ-কার্য্য কি করতে হবে, এসো, তারি মন্ত্রণা করা যাক্‌।

সোম।—কি কাজ?—বল।

দিগ।—মহারাজের আজ্ঞা, সত্বগুণের কন্যা সাত্বিকী শ্রদ্ধাকে আমাদের আকর্ষণ করে' আন্‌তে হবে।

সোম।—বল, সেই দাসীপুত্রী এখন কোথায় আছে, আমি বিদ্যাবলে এই দণ্ডেই তাকে এখানে আন্‌চি।

দিগ।—(খড়ি লইয়া গণনারম্ভ)

শান্তি।—সখি! হতভাগারা আমার মা'র কথা বল্‌চে শুন্‌চি যে—মনোযোগের সহিত সমস্ত ব্যাপারটা তবে দেখা যাক্‌।

করু।—হাঁ সখি! (উভয়ের তথাকরণ)

দিগ।—জলে নাস্তি, স্থলে নাস্তি,
নাস্তি সে গো গগনের মাঝে;
আছে বিষ্ণুভক্তি-সনে
—মহাত্মাগণের হৃদে রাজে।

করু।—(সানন্দে) সখি! বাঁচা গেছে, শ্রদ্ধা এখন বিষ্ণুভক্তির কাছে আছেন।

শান্তি।—(হর্ষ)

ভিক্ষু।—ওহে দিগম্বর! কামনার নিকট হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিষ্কাম ধর্ম্ম এখন কোথায় আছেন, তাও গণনা করে' বল।

দিগ।—(পুনর্ব্বার গণনা করিয়া "জলে নাস্তি, স্থলে নাস্তি" ইত্যাদি পুনর্ব্বার পাঠ)

সোম।—(সবিষাদে) হায় হায়! মহারাজের মহাকষ্ট উপস্থিত দেখচি।

দেবী বিষ্ণু-ভক্তি যিনি
একমাত্র সিদ্ধির কারণ,
তাঁর সাথে হয় যদি
সত্ব-কন্যা শ্রদ্ধার মিলন;
ধর্ম্ম যদি কাম হতে
মুক্ত হয়ে করেন বিরাজ;
তা হলেই সিদ্ধ যে গো
হবে সেই বিবেকের কাজ।

এখন অর্থব্যয় করেও আমাদের প্রভু মহামোহের কার্য্যসাধন করা কর্ত্তব্য। অতএব এস, এখন আমরা ধর্ম্ম ও শ্রদ্ধাকে আকর্ষণ করবার জন্য মহাভৈরবী-বিদ্যাকে সেখানে পাঠাই।

[প্রস্থান।

শান্তি।—আমরাও এস এই হতভাগাদের সমস্ত ব্যাপার দেবী বিষ্ণুভক্তিকে জানাই গে।

[প্রস্থান।

ইতি পাষণ্ড-বিড়ম্বন-নামক তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক

(মৈত্রীর প্রবেশ)

মৈত্রী।—আমি মুদিতার নিকটে শুন্‌লেম, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি আমাদের প্রিয়সখী শ্রদ্ধাকে মহাভৈরবীর হাত হতে উদ্ধার করেছেন। না জানি, শ্রদ্ধা এখন কোথায়; তাকে দেখবার জন্য আমার হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে। (পরিক্রমণ)

(ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—কানে দোলে নৃ-কপাল-কুণ্ডল ভীষণ;
দৃষ্টি হতে বিদ্যুচ্ছটা ছুটে অনুক্ষণ;

মূরতি সে ভয়ঙ্কর, অনলের শিখা-সম
কেশ তার পিঙ্গল-বরণ ;
দন্ত চন্দ্রকলাঙ্কুর, তাহার ভিতর হতে
লোল-জিহ্বা করে নির্গমন ;
—সেই মহাভৈরবীরে হেরিয়া কদলী-সম
কাঁপিছে এখনো মোর মন।

মৈত্রী।—(দেখিয়া) ঐ যে, প্রিয়সখী শ্রদ্ধা ভয়ে কদলী-পত্রের মত কাঁপতে কাঁপতে কি বলচেন ; আমি ওঁর সম্মুখে আছি, তবু আমাকে দেখতে পাচ্চেন না ; আচ্ছা, তবে নিকটে গিয়ে ওঁর সঙ্গে কথা কই। (নিকটে গিয়া) প্রিয়সখী শ্রদ্ধা, আজ তোমাকে এত অন্যমনস্ক দেখচি কেন বল দিকি ? আমি তোমার সম্মুখে রয়েছি, তবু তুমি আমাকে দেখতে পাচ্চ না ?

শ্রদ্ধা।—মৈত্রীকে দেখিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া) এ কি ! প্রিয়সখী মৈত্রী যে।

করাল যে কাল-রাত্রি তাহার দন্তের মাঝে
ছিনু এতক্ষণ,
তোমারে দেখিয়া সখি পাইনু আবার যেন
নূতন জীবন।
এসো সখি, আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কর।

মৈত্রী।—(তথা করিয়া) সখি ! বিষ্ণুভক্তি তো সেই মহাভৈরবীর প্রভাব নষ্ট করেছেন, তবু এখনও তোমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপচে কেন বল দিকি ?

শ্রদ্ধা।—("কানে দোলে নৃ-কপাল" ইত্যাদি)

মৈত্রী।—(সত্রাসে) উঃ ! হতভাগিনীর কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ! সে এসে কি করলে বল দিকি ?

শ্রদ্ধা।—সখি ! শোনো !—

শ্যেন-পক্ষী-সম সে গো
ঊর্দ্ধ হতে সবেগে নামিয়া
এক হস্তে ধরমেরে
—অন্য হস্তে আমারে ধরিয়া,
সবেগে উঠিল পুন গগনে তখুনি
নখাগ্রে ধরিয়া মাংস যেমতি শকুনি।

মৈত্রী।—কি সর্ব্বনাশ ! কি সর্ব্বনাশ ! (মূর্চ্ছিত)

শ্রদ্ধা।—সখি ! আশ্বস্ত হও।

মৈত্রী।—(আশ্বস্ত হইয়া) তার পর—তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর আমার আর্ত্তনাদে দেবী বিষ্ণু-ভক্তির হৃদয় আর্দ্র হল ! তিনি তখন :—

ভ্রূকুভঙ্গ ভয়ঙ্কর সকোপ কুটিল ঘোর
রক্তিম লোচনে
করিলেন দৃষ্টিপাত ;— অমনি সে নভ হতে
পড়িল গো ভূমে
বজ্রাহত শিলা-সম, —জর্জ্জরিত ভগ্ন-অস্থি
হয়ে সে পতনে।

মৈত্রী।—ব্যাঘ্রীর মুখ হতে হরিণীর ন্যায়—কি ভাগ্যি শ্রদ্ধা ভৈরবীর হাত থেকে রক্ষা পেলেন। তার পর প্রিয়সখি, তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর, দেবী বিষ্ণুভক্তি নিরুদ্বিগ্ন হয়ে আমাকে বল্লেন ; "দেখ শ্রদ্ধে ! দুরাত্মা মহামোহ আমাকে বড়ই অবজ্ঞা করে ; আমি তাকে সমূলে বিনষ্ট করব। আর তুমি বিবেকের নিকট গিয়ে বল, তিনি যেন কামক্রোধাদিকে জয় করবার জন্য এখনি উদ্যোগ করেন ; তা হলেই বৈরাগ্যের প্রাদুর্ভাব হবে। আমিও প্রসন্ন হয়ে যথাসময়ে প্রাণায়ামাদি দ্বারা তোমাদের সৈন্যকে অনুপ্রাণিত করব ; আর ঋতসম্ভাবা আদি দেবীরাও, শান্তি আদির কৌশলে, বিবেকের সহিত উপনিষদ দেবীর সম্মিলনে যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, তার উপায় চিন্তা করবেন।" তাই আমি এখন বিবেকের নিকট যাচ্চি। তুমি এখন কি করে' দিন কাটাবে বল দিকি সখি ?

মৈত্রী।—আমি এখন বিষ্ণুভক্তির আজ্ঞায়, মুদিতা, দয়া ও উপেক্ষা এই তিন ভগিনীকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকের কার্য্য-সিদ্ধির নিমিত্ত মহাত্মা সাধুদের হৃদয়ে বাস করব।

সুখীজন-প্রতি তারা
করিবেন মিত্র-ব্যবহার
জনমিবে অনুকম্পা
দুঃখীদের হেরি' দুঃখ-ভার ;
পুণ্য-কার্য্যে তাঁহাদের
হইবে গো আনন্দ অপার ;
কুমতি জনের প্রতি
করিবেন উপেক্ষা বিস্তার।
আত্মা কলুষিত হলে'
রাগ লোভ দ্বেষ আদি-জন্য

আমাদের অধিষ্ঠানে
এইরূপে হয় গো প্রসন্ন।

তাই, আমরা এই চার ভগিনী মিলে, যাতে প্রবোধের জন্ম হয়, এখন তারই চেষ্টায় থাক্‌ব। প্রিয়-সখি, এখন তুমি কোথায় গিয়ে মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করবে বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—দেবী বিষ্ণুভক্তি আরও এই কথা বল্লেন:—রাঢ় নামে একটি জনপদ আছে, সেইখানে ভাগীরথী-তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভূতচক্র নামে যে তীর্থ, সেইখানে বিবেক ব্যাকুল-চিত্ত হয়ে, মীমাংসা-অনুগত বুদ্ধির দ্বারা কোনরূপে প্রাণধারণ করে' উপনিষদের সহিত মিলিত হবার জন্য তপস্যা করচেন।

মৈত্রী।—তুমি তবে যাও প্রিয়সখি, আমিও আমার কাজ করি গে।

শ্রদ্ধা।—আচ্ছা সখি।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(রাজা বিবেক ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

রাজা।—আয়ে পাপিষ্ঠ মোহ হতভাগা! তুই এই মহাত্মা পুরুষকে নিতান্তই বধ করবি দেখ্‌ছি। এই আত্মা পুরুষ এখন:—

অনন্ত-মহিম শান্ত চিদানন্দ নিরমল
নিস্তরঙ্গ এমন যে অমৃত-সাগর-জল
—থাকিয়াও মগ্ন তাহে নাহি করে আচমন;
আর মৃগতৃষ্ণার্ণব —অসার সে যে এমন—
তাতেই আমোদ তার —তাতেই অবগাহন,
সে জলেই আচমন, সে জলই করয়ে পান
তাহাতেই নিমজ্জিত থাকে সে গো অবিরাম।

অথবা, সংসারচক্র-বাহক সেই মহামোহের যে অবোধ-মূল, তা' কেবল প্রবোধচন্দ্রোদয়ের দ্বারাই উন্মূলিত হবে। কেন না:—

ঈশ্বরোপাসনা-বীজ —যাহা হতে তত্ত্বজ্ঞান
স্বতঃ জনমায়—
তাহা ছাড়া, ভব-তরু -মোহ-মূল নাশিবার
নাহিক উপায়।

পুরাবেত্তাগণ বলেন, কৃতীদের কার্য্যে দেবতারা প্রায় সহায় হন। দেবী বিষ্ণুভক্তিও আমাকে আদেশ করেছেন যে, তুমি কাম-ক্রোধদের জয় করবার জন্য উদ্যোগ করবে; আর, তিনিও এই যুদ্ধে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবেন। কাম তো বস্তুবিচারের অভাবেই বেঁচে আছে—অতএব, কামকে জয় করবার জন্য বস্তুবিচারকেই পাঠান যাক্‌। (পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) বেত্রবতি! বস্তুবিচারকে ডেকে নিয়ে এসো তো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে দেবি!

(প্রস্থান করিয়া বস্তুবিচারের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

বস্তু।—বাস্তবিক কোন সৌন্দর্য্য আছে কি না, তা বিচার না করে' কেবল সৌন্দর্য্যের অভিমানেই হতভাগা কাম বৃদ্ধি পেয়ে, জগৎকে সর্ব্বদাই বঞ্চনা করচে; অথবা, দুরাত্মা মহামোহেরই এই কাজ! দেখ:—

প্রত্যক্ষ গো দেখিয়াও অশুচি-পুত্রিকা নারী,
পণ্ডিতেও উনমত্ত
প্রমোদিত অত্যাসক্ত
হয় কাম-বশে;
কতই প্রশংসা করে;— বলে, কিবা পদ্ম-নেত্র
কিবা ভুরু, কিবা গুরু
নিতম্ব, উন্নত স্তন
কমল-বদনা সে।

আরও, যে সকল বুদ্ধিমান লোক যথার্থ বস্তু-বিচার করে' থাকেন, রক্ত-মাংস-অস্থি-পঞ্জর-ক্লেদময়ী নারীতে তাঁদেরও বিরাগ নেই, স্পষ্ট দেখা যায়। বস্তুতঃ নারীতে নিজস্ব সৌন্দর্য্যগুণ কিছুই নেই, তাতে কেবল ইতর গুণের অধ্যাস করা হয় মাত্র। দেখ:—

চারু মুক্তাহার-লতা, রুনু-ঝনু-মণিময়
কনক-নূপুর,
কুঙ্কুম-সম্ভব রাগ, বিচিত্র কুসুম-মালা,
সুগন্ধ মধুর,
বিচিত্র দুকূল-বাস, —এই সবে রমণীর
কল্পিত সৌন্দর্য্য স্থাপে
অল্প-বুদ্ধি লোক;
কিন্তু যারা দেখিয়াছে অন্তর বাহির তার,
তাহারাই জানে—নারী
দ্বিতীয় নরক।

(আকাশে) আরে পাপিষ্ঠ চণ্ডাল কাম! তুই

বিনা-অবলম্বনে আবির্ভূত হয়ে মহাপুরুষদের যে ব্যাকুল করে' তুলচিস্। দেখ, কাম কোন কামিনীকে দেখ লেই মনে করে :—

এ ইন্দু-বদনা বালা চাহে গো আমারে ;
সানন্দে আমার পানে কটাক্ষে নেহারে ;
এই কমলাক্ষী নারী স্তন-আলিঙ্গনে
মিলিতে ইচ্ছুক অতি দেখ আমা সনে।
কিন্তু ওরে মূঢ় !
কে করে গো ইচ্ছা তোরে,
ওরে পশু ! কে দেখে বল তো ?
মাংসাস্থি-নির্ম্মিত নারী
এর কিছু নহে অবগত ;
কেমনে সে দেখিবে গো
পুরুষেরে—যে গো অনুরত।

প্রতী।—এই দিক্ দিয়ে আসুন, এই দিক্ দিয়ে।

(উভয়ের পরিক্রমণ)

প্রতী।—ঐ মহারাজ বিবেক বসে' আছেন, আপনি নিকটে গমন করুন।

বস্ত।—(নিকটে গমন করিয়া) মহারাজের জয় হোক্ ! আমি বস্তুবিচার, প্রণাম করি।

রাজা।—(সসম্ভ্রমে) এইখানে বোসো।

বস্ত।—(বসিয়া) মহারাজ ! এই আপনার কিঙ্কর উপস্থিত ; অনুগ্রহ করে' আজ্ঞা করুন।

রাজা।—দেখ বাপু ! মহামোহের সহিত আমার সংগ্রাম উপস্থিত ; এই যুদ্ধে মহামোহের প্রধান বীর হচ্চে কাম ; আর, তোমাকেই তার প্রতিযোগী যোদ্ধা স্থির করা গেছে।

বস্ত।—(সহর্ষে) মহারাজ আমাকে যেরূপ সম্মানিত করেছেন, তাতে আমি ধন্য হলেম।

রাজা।—আচ্ছা, কোন্ শস্ত্রবিদ্যার দ্বারা কামকে তুমি জয় করবে বল দিকি ?

বস্ত।—আঃ ! যে পুষ্পধনু-কামের পঞ্চশর মাত্র সম্বল, তাকে জয় করতে কি শস্ত্র গ্রহণের অপেক্ষা করে ? দেখুন :—

নারীরে যখনি কেহ
করিবে গো স্মরণ দর্শন
অমনি ইন্দ্রিয়-দ্বার
দৃঢ়রূপে করি' আচ্ছাদন,
প্রতি মুহু ধ্যান করি'
শেষের বিরস পরিণাম,
আর দেহ-বীভৎসতা
চিন্তন করিয়া অবিরাম,
—এইরূপে আমা হতে
উন্মূলিত হইবে সে কাম।

রাজা।—সাধু ! সাধু !

বস্ত।—আরও দেখুন :—

বিপুল-পুলিন নদী, পতন্ত নির্ঝর-জলে
সুমসৃণ শৈল-শিলা
যেথা বিদ্যমান ;
ঘন-তরু বনরাজি ; —ব্যাস-উক্ত শান্তি-বাণী
যেথায় গো উচ্চারিত
হয় অবিরাম ;
সত্ত্বগুণ-বিভূষিত পণ্ডিতগণের যেথা
হয় সমাগম ;
সেথা কি থাকিতে পারে মাংস-বসাময়ী নারী
অথবা মদন ?

তা ছাড়া :—নারীই কামের প্রধান অস্ত্র ; অতএব তাকে জয় করলেই তার যে সব সহায়, তারাও বিফল-চেষ্ট ও ভগ্নোদ্যম হয়ে পলায়ন করবে। তখন :—

চন্দ্র ও চন্দন, আর
জ্যোস্না-শুভ্র রাতি মনোরম
ভ্রমর-কুল-গুঞ্জন-
মুখরিত বিলাস-কানন ;
সুচারু বসন্তোদয় ; মেঘ-মন্দ্র-গরজন
বরষা-দিবস :
কদম্ব-কুসুম-গন্ধে সুরভিত সমীরণ
—মৃদুল-পরশ
শৃঙ্গার-প্রমুখ এই
কামের সহায় আছে যত
নারীরে করিলে জয়
ইহারাও হইবে নিহত।

অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন কি, আজ্ঞা করুন, মহারাজ, আমি যুদ্ধ-যাত্রা করি।

কুরু-সৈন্য বিনাশিয়া যথা রণ-মাঝে
অর্জ্জুন করিল বধ শেষে সিন্ধুরাজে,

আমিও গো সেইরূপ　আচ্ছন্ন করিয়া দিক
বিচারের বাণে,
নাশিয়া অরাতি-সৈন্য　বধিব গো অবশেষে
দুষ্ট সেই কামে।

রাজা।—(প্রসন্ন হইয়া) আচ্ছা, তুমি তবে এখন শত্রু-বিজয়ের জন্য সজ্জিত হও।

বস্ত।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—বেত্রবতি! ক্রোধ-জয়ের জন্য ক্ষমাকে ডেকে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

(প্রস্থান করিয়া ক্ষমাকে লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

ক্ষমা।—(ধৈর্য্য-সহকারে)

বিস্তারি' ক্রোধান্ধকার
সুবিকট ভ্রূকুটী-তরঙ্গ ভয়ঙ্কর
সান্ধ্য কিরণ সম
নিঃক্ষেপিয়া আরক্তিম দৃষ্টি ঘোরতর,
শত্রুরা যে সুকঠোর　পরনিন্দা কটুবাক্য
উচ্চারণ করে শত শত,
ধৈর্য্যশালী জনগণ　—নিষ্কম্প নিরমল
সুগভীর সাগরের মত—
সেই সব নিন্দাবাক্য　নির্ব্বিকার-চিত্তে দেখ
সহিয়া থাকেন অবিরত।
(শ্লাঘা-সহকারে) দেখ! আমার—
বচনে না হয় গ্লানি,　শিরোব্যথা, মনস্তাপ
দন্ত-পীড়ন আদি নাহি যায় দেখা।
হিংসাদি অনর্থ-যোগ　তাহাও ঘটে না মোর,
—ক্রোধ-জয়ে আমি শ্লাঘ্য একা।

(উভয়ে পরিক্রমণ করিতে করিতে)

প্রতী।—প্রিয়সখি! ঐ মহারাজ, এইবার নিকটে এগিয়ে যাও।

ক্ষমা।—(নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্! আমি আপনার দাসী ক্ষমা, সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি।

রাজা।—বৎসে! এইখানে বোসো।

ক্ষমা।—(বসিয়া) আজ্ঞা করুন মহারাজ, এ দাসীকে কেন ডেকেচেন?

রাজা।—দেখ ক্ষমা! এই সংগ্রামে দুরাত্মা ক্রোধকে তোমার জয় করতে হবে।

ক্ষমা।—মহারাজের শ্রীচরণ-প্রসাদে আমি মহামোহকেই জয় করতে পারি, তা ক্রোধ;—ক্রোধ তো তার অনুচরমাত্র; তাকে আমি অচিরাৎ জয় করব।

সেই জন অকারণে　বাধা দেয় বেদ-পাঠে,
যজ্ঞাদিতে, তপ অনুষ্ঠানে,
অগ্নির স্ফুলিঙ্গ-সম　ক্রোধ যার অবিরত
ছুটিতেছে যুগল নয়ানে,
সেই পাপিষ্ঠেরে আমি　করিব নিধন
—মহিষেরে কাত্যায়নী বধিলা যেমন।

রাজা।—আচ্ছা, বল দেখি ক্ষমা, তুমি কি উপায়ে ক্রোধকে জয় করবে?

ক্ষমা।—মহারাজ! নিবেদন করি:—

হ'লে কেহ ক্রোধাবিষ্ট　উপেক্ষিয়া হাসি-মুখে
দেখাই সুপ্রসন্ন ভাব;
নিন্দা সে করে যদি　কুশল পুছিব তার
কিছুমাত্র না করিয়া রাগ;
প্রহার করয়ে যদি　পাপ-নাশ হল বলি'
আনন্দিত হইব অন্তরে;
"অজিতাত্মা জীবগণ　—দৈববশে দুর্নিবার—
হঠাৎ গো এই কাজ করে
—ধিক্ তারা কৃপাপাত্র"!　—ইহা ভাবি' দয়াবশে
আর্দ্র যদি হয় গো হৃদয়,
বল দেখি মহারাজ　তখন কি হইতে পারে
চিত্ত-মাঝে ক্রোধের উদয়?

রাজা।—সাধু! সাধু!

ক্ষমা।—মহারাজ! ক্রোধকে জয় করতে পারলেই হিংসা, কঠোরতা, মদ, মান, মাৎসর্য্যও আপনা হতেই পরাজিত হবে।

রাজা।—আচ্ছা, তবে তুমি তাদের বিজয়ের নিমিত্ত যাত্রা কর।

ক্ষমা।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—(প্রতীহারীর প্রতি) আচ্ছা, এখন লোভকে জয় করবার জন্য সন্তোষকে ডাকো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

(সন্তোষের সহিত প্রতীহারীর পুনঃ প্রবেশ)

সন্তোষ।—(চিন্তা করিয়া অনুকম্পা সহকারে)

নানাবিধ বৃক্ষ ধরে
কতশত স্বেচ্ছালভ্য ফল!
স্থানে স্থানে পুণ্যনদী
—তাহে মিষ্ট সুশীতল জল;
সুখস্পর্শ শয্যা রহে
সুললিত লতাপত্রময়;
তবু কৃপাপাত্রগণ
ধনীর দুয়ারে কষ্ট সয়।

(আকাশে) ওরে মূর্খ! তোদের এই মোহ কি দুশ্ছেদ্য!

এই তুচ্ছ ধন-তৃষ্ণা
—মৃগতৃষ্ণা-সাগর সমান
দেখিয়া তবুও কি রে
নাহি হয় আশার বিরাম?
শতধা বিদীর্ণ নাহি
হয় কি রে তোদের হৃদয়?
বজ্জর প্রস্তরে উহা
দেখিতেছি গঠিত নিশ্চয়॥

তা ছাড়া, এই লোভ চিত্ত-মাঝে ক্রমশই বৃদ্ধি পায়।

পাইয়াছি এত ধন আরো ধন পাব,
মূলধন করি এরে আরো তা বাড়াব;
এইরূপ ধন-চিন্তা —অহো কি আশ্চর্য্য দেখি—
করিতেছ তুমি দিবারাত,
ভাবো না পিশাচী আশা মোহ-রাত্রে ঘেরি তোমা
সবলে গ্রাসিবে অচিরাৎ।

অপিচ :—

যদিও গো কোনরূপে লব্ধ হয় ধন,
নিশ্চয় তাহার হবে বিলয়-সাধন।
ধন-নাশে, তব নাশে
দুয়েতেই ধনের বিয়োগ;
তোমার বিনাশে দেখ
ধন তব না হইবে ভোগ।
ধনলাভ, ধননাশ
এর মাঝে কোন্‌টি গো পথ্য?
লব্ধ ধন নাশ, কিম্বা
ধনাভাব—বল দেখি সত্য?

আরও দেখ :—

মদভরে করে নৃত্য
মৃত্যু এই মাথার উপরে;
জরারূপী ঘোর সর্প
তোমায় গো দেখ গ্রাস করে;
বিষয়ের লোভ-গৃধ্র
গ্রাসে আর সর্ব্ব-চরাচরে।
অতএব ধৌত করি' বোধ-জলে
অবোধ-বহুল ধূলিজাল,
সন্তোষ অমৃতার্ণব—তারি তলে
মগ্ন হয়ে থাকো চিরকাল।

প্রতী।—ঐ আমাদের মহারাজ—আপনি নিকটে এগিয়ে যান।

সন্তোষ।—(তথা করিয়া) মহারাজের জয় হোক—আমি সন্তোষ, প্রণাম করি।

রাজা।—এইখানে বোসো। (আপনার কাছে বসাইয়া)

সন্তোষ।—মহারাজ! আপনার এই ভৃত্য উপস্থিত, এখন অনুগ্রহ করে' আজ্ঞা করুন।

রাজা।—তোমার প্রভাব তো জানাই আছে; তুমি অবিলম্বে লোভ-জয়ের জন্য বারাণসী যাত্রা কর।

সন্তোষ।—যে আজ্ঞে মহারাজ :—

ম্লান-মুখী লোভ সেই
—যে করে গো ত্রিলোক বিজয়—
তারে মহারাজ আমি
অনায়াসে জিনিব নিশ্চয়,
যথা রাম বধিল সে
দুর্ব্বৃত্ত রাজা দশাননে
—যে ছিল প্রবৃত্ত সদা
দেব-দ্বিজ-বন্ধন-নিধনে।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

("বিনীত" দূতের প্রবেশ)

বিনী।—মহারাজ! যুদ্ধযাত্রার মাঙ্গল্য-দ্রব্য-সকল আহরণ করা হয়েচে; আর গণক এসে গমনের শুভ সময় নিরূপণ করে' দিয়েচেন।

রাজা।—আচ্ছা, তা হলে সেনাপতিদের সৈন্য পাঠাতে বল।

বিনী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

নেপথ্যে।—ওহে, তোমরা শোনো।

যাহাদের কুম্ভচ্যুত মদে মত্ত হয় ভৃঙ্গ
—এ হেন করীন্দ্রগণে করহ সজ্জিত;
যাহাদের বেগ-বলে পরাজিত প্রভঞ্জন
হেন তুরঙ্গম রথে করহ যোজিত;
কুন্তাস্ত্রে, সৃজন করি, দিগন্তে নীলাব্জ-বন
বিচরুক পদাতি প্রথম;
তার পর, অসিলতা করিয়া ধারণ করে
অশ্বারোহী করুক গমন।

রাজা।—আচ্ছা, এখন তবে মঙ্গলাচরণ করে' যাত্রা করা যাক্। (পারিপার্শ্বিকের প্রতি) ওহে! সারথিকে আমার সাংগ্রামিক রথ সজ্জিত করে' আন্‌তে বল।

পারি।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

(রথ লইয়া সারথির প্রবেশ)

সারথি।—মহারাজ! এই রথ সুসজ্জিত করে' আনা হয়েচে, এখন আরোহণ করুন।

রাজা।—(মঙ্গলাচরণ করিয়া রথে আরোহণ)

সারথি।—(রথবেগ দেখাইয়া) মহারাজ! দেখুন, দেখুন :—

খুরাগ্রে চুম্বিয়া ভূমি অশ্বগণ লয়ে যায়
রথখানি গগন-সীমায়;
এমনি প্রচণ্ড বেগ গতি শুধু অনুমিত
খুরোত্থিত পথের ধূলায়।
কি ঘোর রথের শব্দ ঘর্ঘর ভীষণ!
মনে হয়, হইতেছে সাগর-মন্থন।

মহারাজ! ঐ দেখুন, অনতিদূরে ত্রিলোকপাবনী বারাণসী নগরী।

সুধাকর-কর-সম শুভ্রবর্ণ এই সব
সউধ-শিখর;
ধারা-যন্ত্র হতে ওই স্খলিত হইয়া জল
ঝরে ঝর্ ঝর্;
উচ্চে সুশোভিত ওই বিচিত্র পতাকাবলি
—সউধ-শিখরে যায় দেখা,
নিরমল শরতের মেঘ-প্রান্তে বিলসিত
যেন চারু তড়িতের লেখা।

(পরিক্রমণ করিয়া)

প্রত্যেক মুকুলে অলি লগ্ন হয়ে করয়ে গুঞ্জন;
প্রস্ফুটিত পুষ্প হতে বিন্দু বিন্দু ঝরি মকরন্দ
—মনে হয় বর্ষা এল; পুষ্প-গন্ধে দিক্
আমোদিত;
নিবিড় শ্যামায়মান তরুদের ঘন পত্র-পুঞ্জ
বিস্তারে তরল ছায়া; সমীরণ—সেও দেখ কিবা
পাশুপত-ব্রতধারী তাপসের মত অভিষিক্ত
গঙ্গাজলে; - নাতিদূরে, নগর-পর্য্যন্ত-সীমায়
এ হেন অরণ্য-ভূমি মহারাজ ওই দেখা যায়।
গঙ্গাজলে হয়ে আর্দ্র
মাখি শুভ্র পুষ্প-রেণুকণা,
সমীরণ চ্যুত-পুষ্পে
শিবে যেন করে গো অর্চ্চনা;
ভ্রমর-গুঞ্জনে আর
করে দেখ কিবা স্তুতি-পাঠ,
লতা-ভুজ-আন্দোলনে
আরো দেখ কিবা নৃত্য-নাট।

রাজা।—(সানন্দে অবলোকন করিয়া) সারথি! দেখ দেখ :—

চন্দ্রচূড়-বাসভূমি এই বারাণসী পুরী
আকৃষ্ট করে মোর মন;
ব্রহ্মানন্দ-বিধায়িনী বিদ্যা যেন তমো নাশি'
মুক্তিপদে করে আনয়ন।
ধরা-কণ্ঠ-বিলম্বিনী
সুকুটিল মুক্তাবলী-প্রায়
ফেন-হাস্যে গঙ্গা যেন
উপহাসে' শশাঙ্ক-কলায়।

সারথি।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজ! দেখুন দেখুন; এই সেই ভাগীরথীর তীরের অলঙ্কার-স্বরূপ ভগবান্ আদি-কেশব নামক বিষ্ণুর পবিত্র মন্দির।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) এ কি!
এ যে সেই দেব যাঁরে পুরাবেত্তাগণ
এ ক্ষেত্রের আত্মারূপে করেন কীর্ত্তন।

হেথা পুণ্যবান্ লোক ত্যজি' দেহ, শেষ
মুক্তি লভি' যাঁর মধ্যে করে গো প্রবেশ।

সারথি।—মহারাজ! দেখুন, দেখুন,—এই কাম, ক্রোধ, লোভ আদি আমাদের দর্শনমাত্রেই দূরে পলায়ন করচে।

রাজা।—তাই বটে। এসো, এখন আমরা ভগবান্ দেব আদি-কেশবকে নমস্কার করি।

(রথ হইতে নামিয়া, প্রবেশ ও অবলোকন করিয়া)

জয় জয় ভগবন্! দেব-সেনা-চূড়ামণি-শ্রেণী
লুণ্ঠিত ও-পাদপদ্মে ; আর তারি নখর-প্রভায়
তব পাদপীঠ-দ্যুতি বিমিশ্রিত ; তুমি দ্বৈত-ভ্রান্তি-
সন্তপ্ত ত্রিলোকের ভ্রম-নিদ্রা হরণে সুদক্ষ ;
বরাহ-মূরতি ধরি জলমগ্ন পৃথিবীরে তুমি
উদ্ধারিলে ; তাহে ক্ষিণ্ণ হ'ল তব দংষ্ট্রাগ্রভাগ ;
তবু সেই দংষ্ট্রাগ্রে বিদরিলে কত মহাগিরি!
বামনের পাদদ্বয়ে লোকত্রয়ে হলে তুমি ব্যাপ্ত ;
শ্রীকৃষ্ণের দেহ ধরি' বাহুবলে করি উত্তোলন,
মহা গোবর্দ্ধন-গিরি—ছত্ররূপে করি' তা ধারণ,
ইন্দ্রকৃত আকস্মিক সুপ্রচণ্ড অতিবৃষ্টি হতে
রক্ষিলে গোকুল-জনে, বিস্মিত করিয়া সর্ব্বজন।
বিধবা করিয়া সব অসুর-বধূরে—প্রভু ওগো—
তাদের সীমন্ত হতে সিন্দূর করিয়া অপনীত
লেপন করিলে তাহা সূর্য্য-দেহে ;—তাই
সে গো এবে
লোহিত-বরণ ; আর যবে নর-সিংহরূপ ধরি'
হিরণ্য-কশিপু-বক্ষ দশ নখে বিদারিলে তুমি
—সেই হস্ত-বিগলিত সুবিস্তীর্ণ শোণিত-ধারায়
মগ্ন হল ত্রিভুবন ; আবার, সে ত্রিলোকের রিপু
কইটভ-অসুরের সুকঠিন কণ্ঠ-অস্থি যবে
করিলে ছেদন তুমি,—সুদর্শনচক্র হতে তব
বহু-জ্যোতি উল্কা-ছটা হইয়া গো বিনিঃসৃত
প্রচণ্ড দোর্দণ্ড তব প্রকটিত করিল জগতে।
চন্দ্র-অর্দ্ধ-শেখরের প্রেমাস্পদ তুমি যে গো প্রভু ;
সমুদ্র-মন্থন-কালে তব বাহুবলের প্রভাবে
ঘুরায়ে মন্দর-গিরি বিক্ষোভিলে ক্ষীরোদ-সাগর ;
—তাহা হতে উঠি লক্ষ্মী আলিঙ্গিলা
তোমা ভুজ-পাশে
—সেই আলিঙ্গন-ভরে পীনস্তন-পত্রাবলী-চিহ্ন
পড়ে ওই বক্ষঃস্থলে—এবে যাহে শোভে মুক্তামালা।
বৈকুণ্ঠদেব ওগো! করি আমি তোমায় প্রণাম,
সংশয়-বন্ধন কাটি' ভকতেরে দাও প্রভু জ্ঞান।

(মন্দির হইতে নির্গত হইয়া অবলোকন পূর্ব্বক) দেখ সারথি! এই উৎকৃষ্ট স্থান বারাণসীই আমাদের বাসযোগ্য ; অতএব এই স্থানেই শিবির সন্নিবেশ করা হোক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি বিবেকোদ্যোগ নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক

(শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—(চিন্তা করিয়া) এই তো প্রসিদ্ধ পন্থা, কেননা :—

এ বৈর-সম্ভব ক্রোধ   কত কত জাতি কুল
করয়ে দহন
—পবন-আহত তরু-   ঘরষণ-জাত যথা
বন-হুতাশন।

(সাশ্রু-লোচনে) আহা! সোদর-বিনাশ-জনিত শোকানল অতি দারুণ দুর্নিবার ; শত শত বিচার-জলধরও তা মন্দীভূত করতে পারে না।

সিন্ধু, মহী, শৈল, নদী   —ইহাদেরি ধ্বংস যবে
ঘটিবে নিশ্চয়,
তখন এ তৃণ-লঘু   ক্ষণধ্বংসী জীব-নাশে
কিসের সংশয়?
বন্ধুর নিধনে তবু,
এ বিষম শোক-হুতাশন
বিচার-শকতি নাশি'
করে মোর হৃদয় দহন।

কাম-ক্রোধাদি ভ্রাতৃগণ আমার অপকার করলেও তাদের বিনাশে :—

মর্ম্মচ্ছেদ করে মোর,
দেহ মোর করয়ে শোষণ,
দহে মোর অন্তরাত্মা
জ্বলন্ত এ শোক-হুতাশন।

(চিন্তা করিয়া) সে যাই হোক, দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূপ আদেশ করেছেন, "দেখ বৎসে!

আমি এখানে থেকে হিংসা-ব্যাপারময় সংগ্রাম দেখতে পারব না; অতএব বারাণসী পরিত্যাগ করে' আমি এখন শালগ্রাম নামক ভাগবত-ক্ষেত্রে গিয়ে কিছুকাল বাস করব। সেখানে তুমি যুদ্ধের যথাযথ বৃত্তান্ত আমাকে জানাবে।" তাই এখন আমি দেবীর নিকটে গিয়ে যুদ্ধ বৃত্তান্ত নিবেদন করি গে। (পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া) এই তো সেই চক্রতীর্থ, এইখানেই সংসার-সাগর-তরণীর কর্ণধার ভগবান্ হরি বাস করেন, (প্রণাম করিয়া) এই যে, ভগবতী বিষ্ণুভক্তি সাধুজন-বেষ্টিত হয়ে, আমার কন্যা শান্তির সহিত কি কথা কচ্চেন। এইবার তবে নিকটে যাই।

(বিষ্ণুভক্তির ও শান্তির প্রবেশ)

শান্তি।—দেবি! আপনাকে এত চিন্তাকুল দেখচি কেন?

বিষ্ণু।—বৎসে! এই বীরক্ষয়-মহাযুদ্ধে, প্রবল মহামোহের আক্রমণে বৎস বিবেকের না জানি কি ঘটেচে—তাই আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে।

শান্তি।—এর জন্য চিন্তা কি, আপনার অনুগ্রহ থাকলে, নিশ্চয়ই মহারাজ বিবেকের জয় হবে।

বিষ্ণু।—দেখ বৎসে!

সুহৃজ্জন-অভ্যুদয় হইলেও সপ্রমাণ,
তাদের অনিষ্ট-শঙ্কা হৃদে হয় অবিরাম।

বিশেষতঃ শ্রদ্ধা বহুকাল না আসায়, আমার মনে সন্দেহ উপস্থিত হয়েচে।

শ্রদ্ধা।—(সহসা নিকটে আসিয়া) দেবি, প্রণাম।

বিষ্ণু।—এস, এস শ্রদ্ধা, এস,—মঙ্গল তো?

শ্রদ্ধা।—দেবীর প্রসাদে সমস্তই মঙ্গল।

শান্তি।—মা! প্রণাম।

শ্রদ্ধা।—এস বৎসে! আমাকে আলিঙ্গন কর।

শান্তি।—(তথা করণ)

বিষ্ণু।—শ্রদ্ধে! এখন সেখানকার সমস্ত বৃত্তান্ত বল।

শ্রদ্ধা।—দেবীর প্রতিকূলচারীদের সমুচিত শাস্তি হয়েচে।

বিষ্ণু।—সমস্ত সবিস্তারে বর্ণনা কর।

শ্রদ্ধা।—দেবি! শ্রবণ করুন। আপনি আদিকেশবের মন্দির হতে ফিরে আস্‌বার পর, ভগবান্ ভাস্কর যখন কিঞ্চিৎ পাটলবর্ণ কিরণ বিকীর্ণ করতে আরম্ভ করলেন, সেই সময়ে বিজয়-ঘোষণায় আহূয়মান বীরবর্গের সিংহনাদে দিগ্বিভাগ বধির হয়ে গেল, রথ-অশ্বের খুরোত্থিত ধূলিজালে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হল; মদমত্ত করিগণের কুম্ভস্থিত সিন্দূরে দশদিক সন্ধ্যার মত প্রতিভাত হতে লাগল; তাদের ও আমাদের সৈন্য-সাগরের মধ্যে প্রলয়কালীন মেঘগর্জ্জনের ন্যায় ভীষণ শব্দ হতে লাগল। সেই সময় মহারাজ বিবেক ন্যায়-দর্শনকে দূত করে' মহামোহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ন্যায়-দর্শন সেখানে গিয়ে মহামোহকে এইরূপ বল্লেন:—

অনুচর সহ তুমি
ত্যজি' বিষ্ণুদেব-নিকেতন,
নদীকূল, পুণ্যবন,
আর পুণ্যবান্‌দের মন,
যাও চলি' ম্লেচ্ছ-দেশে; নতুবা খড়্গাঘাতে
প্রতি অঙ্গ হবে খান-খান;
তাহা হতে বিগলিত রক্তধারা পান করি'
ফেরুগণ সব
ফেউ ফেউ রব করি' মহানন্দ প্রকাশিয়া
করিবে উৎসব।

বিষ্ণু।—তার পর—তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, দেবি! মহামোহ ললাটতটে বিকট ভ্রূকুটি বিস্তার করে' বল্লে:—"হতভাগা বিবেক এই দুর্নীতির ফল ভোগ করুক"; আর, এই কথা বলে' অতিপাষণ্ডদের সহিত পাষণ্ড-শাস্ত্র সকলকে যুদ্ধে পাঠালে। তার পর, আমাদেরও সৈন্যগণের সম্মুখে,—

পুরাণ বেদ-বেদাঙ্গ স্মৃতি-আদি ধর্ম্মশাস্ত্র
আর ইতিহাস
—এই সবে বিভূষিতা সরস্বতী হইলেন
সহসা প্রকাশ।

বিষ্ণু।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, বৈষ্ণব-শৈবাদি সর্ব্বশাস্ত্র দেবীর নিকটে এসে উপস্থিত হলেন।

বিষ্ণু।—তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর :—

মীমাংসা ও ন্যায় সাংখ্য　　মহাভাষ্য-শাস্ত্রাদিতে
　　হয়ে পরিবৃত,
ন্যায়শাস্ত্র শতবাহু　　বিস্তারিয়া, দিক্‌দশ
　　করি' উদ্‌ভাসিত,
ত্রিনয়না বেদত্রয়ী　　—ধরমেন্দুকান্তিমুখী—
　　দুর্গার সমান
সমর-উৎসুক হয়ে　　বাগ্‌দেবী-সনমুখে
　　হল অধিষ্ঠান।

শান্তি।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! স্বভাব-প্রতিদ্বন্দ্বী পরস্পর-বিরুদ্ধ শাস্ত্রদের মধ্যে কিরূপে সম্মিলন ঘটল?

শ্রদ্ধা।—বৎসে!

সমবংশজাত জন
　　হলেও বিরোধী পরস্পর,
শত্রু-আক্রমণে, লভে
　　জয়-লক্ষ্মী হয়ে একত্তর।

এই হেতু, বেদ-প্রসূত এই সকল শাস্ত্রের মধ্যে তত্ত্ববিচারে অবান্তরবিরোধ থাক্‌লেও, বেদ-সংরক্ষণ ও নাস্তিকপক্ষ খণ্ডন-বিষয়ে তাদের সকলেরই মধ্যে ঐক্য দেখা যায়।

অনন্ত, অব্যয়, শান্ত,
　　অজ, জ্যোতি, এক পরব্রহ্ম
বহুবিধ শাস্ত্রাগমে
　　বহুরূপে হন প্রতিপন্ন।
রজোগুণে মুখ্য করি'
　　কেহ করে ব্রহ্মারে কীর্ত্তন;
সত্ত্বগুণে মুখ্য করি'
　　কেহ করে বিষ্ণু আরাধন;
তমোগুণে মুখ্য করি'
　　কেহ করে শিবেরে স্থাপন,
জলের প্রবাহ-সব　　নানা পথ দিয়া যথা
　　শেষে আসি' জলধিতে
　　হয় গো পতন;
সেইরূপ নানা শাস্ত্র　　ভিন্ন পথে, বেদ-মূল
　　জগদীশ্বরেই সবে
　　করে নিরূপণ।

বিষ্ণু।—তার পর?—

শ্রদ্ধা।—তার পর দেবি! সহস্রধারায় অজস্র শরবর্ষণ করে' উভয় পক্ষের চতুরঙ্গিণী সেনা পরস্পর তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল।

বহুল শোণিত-নদী
　　খরবেগে হল প্রবাহিত;
মাংস-পঙ্কে কঙ্ক-পক্ষী
　　বসে সবে হইয়া ক্ষুধিত।
শর-হত হয়ে যত　　উত্তুঙ্গ মাতঙ্গ পড়ে
　　পর্ব্বতের প্রায়,
তাহে স্রোতাবেগ লাগি,　　প্লবমান ছত্র-সম
　　চূর্ণ হয়ে যায়।

সেই দারুণ সংগ্রামে বৌদ্ধশাস্ত্র, পাষণ্ড-শাস্ত্রের অগ্রে ছিল; ওদের মধ্যে পরস্পরের মর্দ্দনে বৌদ্ধ-শাস্ত্রের বিনাশ হল। এইরূপে, পাষণ্ড-শাস্ত্র নির্ম্মূল হয়ে বেদান্তাদি শাস্ত্র-স্রোতে ভেসে গেল। এই দেখে বৌদ্ধেরা সিন্ধু, গান্ধার, পারসীক, মগধ, অঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে প্রবেশ কর্‌লে; পাষণ্ড দিগম্বর সিদ্ধান্ত, কাপালিক সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতিরা পামর-পূর্ণ পাঞ্চাল, মালব, আভীর দেশে গিয়ে গুপ্তভাবে বিচরণ কর্‌তে লাগল; আর নাস্তিকদের তর্কশাস্ত্র-সকলও ন্যায় ও মীমাংসার দারুণ প্রহারে জর্জ্জরিত হয়ে বৌদ্ধশাস্ত্রের পশ্চাদ্‌গামী হল।

বিষ্ণু।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, বস্তুবিচারের দ্বারা কাম হত হল; ক্রোধ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতাদের সংহার কর্‌লেন ক্ষমা; লোভ, তৃষ্ণা, দৈন্যাদি, চৌর্য্য, মিথ্যাবাদ, প্রতিগ্রহ—এদের দমন করলেন সন্তোষ। আর, অনসূয়া জয় করলেন মাৎসর্য্যকে ও পরোৎকর্ষ-কামনা জয় করলেন মদকে।

বিষ্ণু।—তা বেশ হয়েছে; এখন মহামোহের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা।—দেবি! মহামোহ যোগ-ব্যাঘাতের সহিত কোথায় যে লুকিয়ে আছে, তা কিছুই জানা যাচ্চে না।

বিষ্ণু।—তবে তো দেখ্‌চি মহা-অনর্থের অবশিষ্ট এখনও কিছু রয়েছে; এখনি এর পরিহার করা কর্ত্তব্য। কেন না :—

পরম-সম্পদ-কামী
　　বিজ্ঞ জন উপেক্ষা করিয়া

অগ্নি-শেষ, ঋণ-শেষ
শত্রু-শেষ না দেয় রাখিয়া।

আচ্ছা, মনের সংবাদ কি বল দিকি ?

শ্রদ্ধা।—দেবি! তিনিও পুত্র-পৌত্রাদির বিনাশ-জনিত শোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে জীবন বিসর্জ্জন করতে উদ্যত হয়েছেন।

বিষ্ণু।—(ঈষৎ হাসিয়া) তার জীবন গেলে, আমরা তো সবাই কৃতার্থ হই, আত্মাপুরুষও পরম শান্তি লাভ করেন; কিন্তু তার মৃত্যু কোথায় ?

শ্রদ্ধা।—দেবি! আপনি যে প্রবোধের জন্ম-দানে কৃতসংকল্প হয়েছেন, সেই প্রবোধের উদয় হলেই, মন আর শরীরের সঙ্গে থাকতে পারবে না।

বিষ্ণু।—আচ্ছা, রোসো, আমি তার বৈরাগ্য উৎপাদনের জন্য ব্যাস-সরস্বতীকে (বেদান্তদর্শন) পাঠাচ্চি। [প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

(মন ও সঙ্কল্পের প্রবেশ)

মন।—(সাশ্রুলোচনে) হা পুত্র কাম-ক্রোধ! হা বৎস অহঙ্কার! তোমরা কোথায় গেলে?—উত্তর দেও। রাগ-দ্বেষ-মদ-মান-মাৎসর্য্য!—তোমরা আমাকে আলিঙ্গন কর। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবসন্ন হয়ে পড়চে। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া বিহ্বলভাবে) এই অনাথ বৃদ্ধের সহিত যে কেহই সম্ভাষণ করচে না—আমার সেই অসূয়া প্রভৃতি কন্যারা কোথায়? আর আশা-তৃষ্ণাদি পুত্রবধূগণ তারাই বা কোথায়? আমার মত হতভাগ্যের সঙ্গে থাকায়, তারাও কি দৈব-কর্ত্তৃক অপহৃত হল? (বিহ্বল হইয়া) ওহো হো!

বিষানল-সম ইহা
সর্ব্ব-অঙ্গে করে সঞ্চরণ;
দহে মর্ম্ম-স্থল মোর;
—সর্ব্ব-দেহে বেদনা বিষম;
বিবেক বিলুপ্ত হয়
—হৃদয়-চেতনা করে নাশ;
অহো! এই শোক-জ্বর
সবলে জীবন করে গ্রাস।

(মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সঙ্কল্প।—রাজন্! আশ্বস্ত হোন্।

মন।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) কি?—আমার এই অবস্থা দেখে দেবী প্রবৃত্তিও আমাকে সান্ত্বনা করচেন না?

সঙ্কল্প—(সাশ্রুলোচনে) মহারাজ! দেবী প্রবৃত্তি এখন আর কোথায়? তিনি যে পুত্র-শোকানলে দগ্ধ হয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন।

মন।—(আবেগ-সহকারে) হা প্রিয়ে! কোথায় তুমি?—উত্তর দেও।

স্বপনেও দেবি তুমি না করিতে সুখভোগ
আমার বিহনে,
আমিও গো তোমা বিনা মৃতবৎ থাকিতাম
নিদ্রায় শয়নে।
দারুণ বিধাতা এবে তোমারে গো আমা হতে
করিয়াছে দূর,
তবু আমি আছি বেঁচে —তবু এ পাষাণ প্রাণ
না হইল চূর।

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

সঙ্কল্প।—রাজন্! আশ্বস্ত হোন—আশ্বস্ত হোন।

মন।—(আশ্বস্ত হইয়া) আর আমার প্রাণ-ধারণের প্রয়োজন নাই। সঙ্কল্প! তুমি আমার চিতা রচনা কর; আমি চিতানলে প্রবেশ করে' শোকানল নির্ব্বাণ করি।

(ব্যাস-সরস্বতীর প্রবেশ)

সরস্বতী।—ভগবতী বিষ্ণুভক্তি এই কথা বলে' আমাকে পাঠিয়ে দিলেন যে, "সখি! মন সন্তান-বিয়োগ-দুঃখে অত্যন্ত কাতর হয়েচে—তুমি গিয়ে তাকে প্রবোধ দেও, যাতে তার বৈরাগ্যোৎপত্তি হয়, তার চেষ্টা কর।" তা, এইবার আমি তবে নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) বৎস! তুমি শোকে এরূপ অভিভূত হয়েছ কেন? তুমি তো জানো, সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য; আর তুমি ইতিহাস-উপাখ্যানাদিও তো পাঠ করেছ।

কল্পশত দীর্ঘজীবী
ব্রহ্মা ইন্দ্র দেবাসুরগণ,
মনু-আদি মুনি, আর
কোটি কোটি জলধি ভুবন,

সবে হয় কালে নষ্ট ;
অতএব সিন্ধু-ফেন-প্রায়
পঞ্চাত্মক দেহ এই
যখন গো পঞ্চত্বরে পায়,
—কেন লোকে করে শোক ?
—এ কি ঘোর মোহ, হায় হায় !

তাই বলি, সংসারের অনিত্যতা চিন্তা কর, নিত্যানিত্য-বস্তু-দর্শীকে শোকাবেশ স্পর্শ করতে পারে না।

কেন না :–

এক ব্রহ্ম অদ্বিতীয়
নিত্য সত্য তিনিই কেবল ;
আর সব বিকল্পিত
যাহা কিছু দেখ এ সকল।
একত্বকে দেখে যে গো সর্ব্ববস্তুময়
—তার কাছে কোথা মোহ, কোথা শোকোদয়।

মন।—শোক-দূষিত মনে বিবেকই স্থান পায় না, তো সংসারের অনিত্যতা-চিন্তা স্থান পাবে কি করে' ?

সর।—দেখ বৎস! স্নেহদোষে এইরূপ হয়ে থাকে; তাই স্নেহই সকল অনর্থের বীজ বলে' প্রসিদ্ধ। দেখ :—

প্রিয়া নামে ক্লেশরাশি —বিষ-বহ্নিবীজ সেই—
করে নর প্রথমে বপন ;
শীঘ্র তাহা হতে হয় অশনি-অনল-গর্ভ
স্নেহময় অঙ্কুর উদ্গম ;
তাহা হতে জনমিয়া শত দীপ্ত শাখাযুক্ত
শোক-দ্রুম যত
তুষের অনল সম মানব-শরীর করে
দগ্ধ অবিরত।

মন।—দেবি! স্নেহবশতই এরূপ হয়, তা আমি জানি; তবু শোকাগ্নি-দগ্ধ প্রাণ আমি ধারণ করতে পারচি নে। যাই হোক্, অন্তিমকালে যে আপনার দর্শন পেলেম, এই আমার পরম সৌভাগ্য।

সরস্বতী।—দেখ, আত্মহত্যার চেষ্টাও অত্যন্ত গর্হিত। তা ছাড়া, এই অপকারীদের জন্য তোমার কেন এত শোকাবেগ ? দেখ :—

এ অপত্য-বান্ধবাদি করে না, করেনি কভু,
কখনই করিবে না তব উপকার ;
উহারা গো মনুষ্যের সুখের নিমিত্ত নহে
—বিচ্ছেদে মরমচ্ছেদ হয় মাত্র সার।
তবু হায় জীবগণ তাহাদেরি তরে দেখ
কতই আয়াস ক্লেশ সহে অনিবার।
তা ছাড়া তাদের জন্য :—
কত ভরা-নদী তুমি না হয়েছ পার ;
কত না গো লঙ্ঘিয়াছ পর্ব্বত পাহাড় ;
কত হিংস্র জীবপূর্ণ সুভীষণ বনভূমে
করেছ প্রবেশ ;
ধনমদ-মসীম্লান ধনি-মুখ হেরি' কত
পাইয়াছ ক্লেশ ;
কতই না পাপিষ্ঠেরা তোমা দিয়া করায়েছে
দুরিত অশেষ।

মন।—সে কথা সত্য, তথাপি :—
বহু দিন হ'তে যারা যতনে লালিত হয়ে
বিচরে গো হৃদয়ের মাঝে,
সেই সব আত্মজের দারুণ বিচ্ছেদ-কষ্ট
প্রাণমর্ম্মচ্ছেদ-সম বাজে।

সর।—বৎস! মমতা-নিবন্ধনই এই মোহ উৎপন্ন হয়—কথায় বলে :—
গৃহ-কুক্কুটেরে "বিল্লি" ভক্ষণ করিলে, দুঃখ
হৃদি-মাঝে যতখানি হয়,
মমতা-বিহীন কোন চটক মূষিকে খেলে
তত দুঃখ না হয় উদয়।

অতএব, সর্ব্বানর্থ-বীজ যে মমতা, তারই উচ্ছেদার্থ যত্ন করা কর্ত্তব্য। দেখ :—

দেহ হতে কত কীট হয় গো উৎপন্ন
—লোকে তাহা করে দূর করি' কত যত্ন।
জগৎ-জনের হায় এ কি মোহ-স্নেহ !
—অপত্য-কীটের তরে শোষে নিজ দেহ।

মন।—দেবি!—তা হলেও, আমার মনে হয়, মমতা-গ্রন্থি দুশ্ছেদ্য।

যে মমতা,—ওগো দেবি! –
নিরন্তর অভ্যাসের বশে
জীবদের স্নেহ-সূত্রে
গ্রথিত রয়েছে দৃঢ় পাশে

—জানেন কি ভগবতি—এ হেন বন্ধন
কি উপায়ে—কেমনে গো হয় বিমোচন ?

সর —বৎস ! সংসারের অনিত্যতা-চিন্তাই মমতা-বন্ধন ছেদনের প্রথম উপায়। দেখ :—

কত তব দারাসুত কত পিতা পিতামহ
আর খুল্লতাত,
বিস্তৃত আবহমান এই এ সংসারে আসি'
কোটিবার গত ;
বিদ্যুতের প্রভা-সম ক্ষণস্থায়ী এই সব
সুহৃদ-সঙ্গম ;
—সুখী হও, এই কথা পুনঃ পুনঃ চিত্ত-মাঝে
করিয়া স্থাপন।

মন।—ভগবতি ! আপনার প্রসাদে আমার মোহ দূর হল। কিন্তু :—

তব মুখ-চন্দ্র হতে বিগলিত যে বিমল
উপদেশামৃত
—ধউত হলেও তাহে— শোক-উর্ম্মি-জলে তবু
ম্লান এই চিত।

অতএব, এই আর্দ্র স্নেহ-প্রহারের যদি আর কোন ঔষধ থাকে তো আজ্ঞা করুন।

সর।—এর উপদেশ তো মুনিরাই দিয়ে গেছেন ;—

সহসা উৎপন্ন যেই
মর্ম্মভেদী গাঢ় শোকভার
—অচিন্তা ঔষধ তার
—উহাতেই হয় প্রতীকার।

মন।—ভগবতি ! এ কথা সত্য ; কিন্তু আমার চিত্ত যে দুর্নিবার।

বাতাহত মেঘ যথা ইন্দু-বিম্বে বারম্বার
করে আচ্ছাদন,
সেইরূপ চিন্তা-রাশি অভিভূত করে চিত্ত
না মানি' বারণ।

সর।—বৎস, শোনো বলি, তুমি তবে শান্তি-রসাশ্রিত কোন বিষয়ে চিত্ত নিবেশ কর।

মন।—সে শান্তিরসাশ্রিত বিষয়টি কি, ভগবতি, আজ্ঞা করুন।

সর।—বৎস ! যদিও সেটি গোপনীয়, তথাপি শোকার্ত্ত ব্যক্তিকে সে বিষয়ের উপদেশ দিতে দোষ নেই।

স্মরণ করিবে নিত্য
জলধর-শ্যাম সে হরিরে
—কেয়ূর-কুণ্ডল-হার
মুকুটাদি ধৃত যে শরীরে।
কিম্বা ব্রহ্মে হয়ে মগ্ন
—যিনি শুদ্ধ আনন্দ কেবল—
লভহ আত্মার শান্তি
গ্রীষ্মে যথা হ্রদ সুশীতল।

মন।—(চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস) ভগবতি ! আপনিই আমাকে ত্রাণ করলেন। (পদতলে পতন)

সর।—বৎস ! এখন তোমার হৃদয় উপদেশ-সহিষ্ণু হয়েচে—এখন তবে আরও কিছু উপদেশ দি, শ্রবণ কর।

পিতাপুত্র সুহৃদেরা পড়িলে গো মৃত্যুমুখে,
জড়বুদ্ধি মূঢ়জন
শোক-বশে অধীর হইয়া
করে সবে উদর তাড়ন।
এ বিরস-পরিণাম অসার সংসার-মাঝে,
বিয়োগ, সুধীর মনে
শান্তি-সুখ আনি' করে
বৈরাগ্যের দৃঢ়তা-সাধন॥

(বৈরাগ্যের প্রবেশ)

নীলোৎপল-প্রান্ত-সম সুস্নায়ত চর্ম্ম দিয়া
না করিত বিধি যদি দেহ আচ্ছাদন ;
তাহা হলে তৎক্ষণাৎ কাক গৃধ্র ব্যাঘ্র আসি'
দেহ-চ্যুত রক্ত-মাংস করিত ভক্ষণ
—বল তো কে নিবারিত তাদের তখন ?

আরও দেখ :—

বিষয়-জনিত রস চঞ্চল চপলা সম
বিরস অন্তিমে ;
মৃত্যু রাজে দেহে দেহে, নাশ সদা বিদ্যমান
সুপ্রচুর ধনে ;
প্রতি লোক করে শোক,
বহুল অনর্থ ললনায় ;
তবু ভ্রমে ঘোর পথে
—নহে রত ব্রহ্মে কেহ হায় !

সর।—বৎস! এই দেখ তোমার বৈরাগ্য উপস্থিত, একে সম্ভাষণ কর।

মন।—বাছা, তুমি কোথায়?

বৈরাগ্য।—এই যে আমি, প্রণাম করি।

মন।—বৎস! তুমি জন্মগ্রহণ করেই আমায় পরিত্যাগ করে' গিয়েছিলে, এখন আমাকে আলিঙ্গন কর।

বৈরাগ্য।—(তথা করণ)

মন।—বৎস! তোমাকে দেখে আমার শোকের উপশম হল।

বৈরাগ্য।—এতে আবার শোক কিসের?

পথিমধ্যে হয় যথা
পান্থ-সনে পান্থের মিলন;
তরুতে তরুতে যথা
নদী-স্রোতে হয় গো সঙ্গম;
মেঘে মেঘে হয় স্পর্শ
যেমতি গো গগনের তলে;
সাগরে মিলন যথা
পরস্পর বণিকের দলে;
সেইরূপ, পিতামাতা ভ্রাতা পুত্র সুহৃদের
জানিবে সংযোগ;
সুবিজ্ঞ পণ্ডিত জন জানিয়া এ সার কথা
করে কি গো শোক?

মন।—(সানন্দে) দেবি! বৎসের কথাই ঠিক্ —ওর কথা শুনে:—

নবীন-যৌবনা নারী, মধুপ-ঝঙ্কারী দ্রুম,
প্রফুল্ল নব মল্লিকা—
সুরভিত মন্দ সমীরণ;
—উদ্ভ্রান্ত বিবেক-বলে দূর হয়ে তমোরাশি—
মৃগতৃষ্ণিকার প্রায়
এ সমস্ত দেখি গো এখন।

সর।—বৎস! তা হলেও, গৃহী ব্যক্তির ক্ষণকালও অনাশ্রমী হয়ে থাকতে নেই; অতএব, আজ থেকে নিবৃত্তিই তোমার সহধর্ম্মিণী হোন্।

মন।—(সলজ্জে) যে আজ্ঞে দেবি।

সর।—দেখ বৎস! শম, দম, সন্তোষ প্রভৃতি তোমার পুত্রগণ তোমার সেবা করুক; যম-নিয়মাদি অমাত্যবর্গ তোমার সহচর হয়ে থাকুক; তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিবেক তোমার অনুগ্রহে উপনিষৎ দেবীর সহিত যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হোক্; মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা, তিতিক্ষা, এই যে চার ভগিনী—এদের ভগবতী বিষ্ণুভক্তি পরিচারিকা করে' তোমার নিকটে পাঠিয়েছেন—এদের উপর তুমি প্রসন্ন থেকো।

মন।—ভগবতি! আপনার সমস্ত আজ্ঞাই শিরোধার্য্য। (সহর্ষে পদতলে পতন)

সর।—বৎস! তুমি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম প্রভৃতির প্রতি সাদর দৃষ্টি রেখো; আর, তোমার সঙ্গে এদের রেখে চিরকাল সাম্রাজ্য ভোগ কর। তুমি সুস্থ থাকলে, ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষ আত্মাও প্রকৃতিস্থ হবেন। কেন না:—

তব সঙ্গবশে আত্মা জন্মমৃত্যুজরাযুক্ত
ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি লভি',
—এক, নিত্য, হইয়াও— ধরে বহুমূর্ত্তি, যথা
সাগর-তরঙ্গে দেব রবি।
বহির্বিষয়িণী বুদ্ধি সংহারিয়া কোনমতে
পার' যদি করিতে গো তৃষ্ণীরে ধারণ,
তা হলে লভিবে আত্মা প্রগাঢ় সহজানন্দ
—মুখচ্ছায়া ধরে যথা স্বচ্ছ দরপণ।

আচ্ছা, এখন তবে জ্ঞাতিদের তর্পণের নিমিত্ত ভাগীরথী-জলে অবতরণ কর।

মন।—যে আজ্ঞে দেবি!

[সকলের প্রস্থান।

ইতি বৈরাগ্যোৎপত্তি নামক পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(শান্তির প্রবেশ)

শান্তি।—মহারাজ বিবেক আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন, "দেখ শান্তি, তুমি তো জান:—

মনের তনয়গণ হইলে নিঃশেষ,
মহামোহ পলাইল হয়ে নিরুদ্দেশ।
বৈরাগ্যকে পেয়ে মন প্রশান্ত সুস্থির,
পঞ্চক্লেশ আর তারে না করে অধীর।
সে আত্মা-পুরুষও এবে হয়ে মুক্তদ্বার
তত্ত্বজ্ঞান চারিদিকে করিছে বিস্তার!

অতএব তুমি উপনিষৎ দেবীকে অনুনয় করে' শীঘ্র আমার নিকটে এসো।"

এ কি! আমার মা শ্রদ্ধা কি একটা কথা বল্‌তে বল্‌তে এই দিকেই আস্‌চেন যে।

(শ্রদ্ধার প্রবেশ)

শ্রদ্ধা।—আহা! আজ অনেক দিনের পর মহারাজ বিবেকের রাজধানী দেখে আমার চক্ষু অমৃত-রসে পূর্ণ হল।

অসাধুর দণ্ড যেথা,
পূজ্য যেথা যম-আদিগণ,
—আর করে বন্ধুবর্গ
জগৎ-পতিরে আরাধন।

শান্তি।—(নিকটে আসিয়া) মা! তুমি কি একটা কথা বলতে বলতে কোথায় যাচ্চ?

শ্রদ্ধা।—বৎসে! "অসাধুর দণ্ড যেথা" ইত্যাদি।

শান্তি।—মা! এখন মনের প্রতি সেই জগৎ-পতি আত্মার কিরূপ ভাব বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—বধ্য ও নিগ্রহ-যোগ্য ব্যক্তির প্রতি যেরূপ ভাব হয়ে থাকে, সেইরূপ।

শান্তি।—তবে কি প্রভু আত্মা স্বয়ংই স্বরাজ্য অলঙ্কৃত করবেন?

শ্রদ্ধা।—হাঁ, তাই বটে; কিন্তু মন যদি আত্মার অনুগত হয়ে থাকে, তা হলে, স্বরাজ্যের কেন, মনও সর্ব্বরাজ্যের অধীশ্বর হতে পারে।

শান্তি।—আচ্ছা, মায়ার প্রতি আত্মার কিরূপ অনুগ্রহ বল দিকি?

শ্রদ্ধা।—মায়ার প্রতি নিগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা না করে', অনুগ্রহের কথা কেন জিজ্ঞাসা করচ? আত্মা, মায়াকে সকল অনর্থের বীজ জেনে, তাকে নিগ্রহেরই যোগ্য বিবেচনা করেন।

শান্তি।—আচ্ছা, তা হলে এখন রাজকুলের অবস্থা কিরূপ?

শ্রদ্ধা।—শোনো বলি :—

"নিত্যানিত্য-বিচারণা"
"সুমতির" সখী প্রণয়িনী;
যম-আদি "মন"-মিত্র
—শম দম-আদি সখা গণি;
মৈত্রী, দয়া, ক্ষমা-আদি, আর সে তিতিক্ষা
—ইংহারাই জানিবে গো তাহার সেবিকা;
"মুক্তি-ইচ্ছা" আত্মার সে নিত্য-সহচরী;
সবলে উচ্ছেদ-যোগ্য তাঁহার যে অরি
—তার মধ্যে সঙ্কল্প, মমতা, মোহ, ধরি।

শান্তি।—আচ্ছা, এখন ধর্ম্মের সহিত আত্মার কিরূপ প্রণয়?

শ্রদ্ধা।—বৈরাগ্যের সংসর্গে এসে অবধি, আত্মা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ ভোগাভিলাষেই বিরত হয়েছেন।

পাপ-ফল নরকেরে
যেরূপ করেন তিনি ভয়,
পুণ্য-ফল স্বর্গাদিও
এবে তাঁর ভয়ের বিষয়;
সকল কামনা-রাশি করি' বিসর্জ্জন
পুণ্য-করমেও তাঁর নাহি এবে মন।

আর ধর্ম্মও এখন ভাবচেন, আত্মার অন্তর্দৃষ্টি প্রবল হওয়ায় তাঁর কার্য্য-সিদ্ধি হয়েছে; তাই, তিনিও এখন শিথিল-চেষ্ট হয়ে পড়েচেন।

শান্তি।—আচ্ছা, মহামোহ যে সকল যোগ-বিঘ্ন-দের সঙ্গে নিয়ে লুকিয়ে ছিল, এখন তাদের সংবাদ কি?

শ্রদ্ধা।—সেই হতভাগ্য মহামোহ দুর্দ্দশাপন্ন হয়েও, সাংসারিক সুখে আত্মাকে প্রলোভিত করবার জন্য, "মধুমতী" নামক সর্ব্বভোগসিদ্ধির সহিত যোগ-বিঘ্নদের আত্মার নিকট পাঠিয়েছিল। তাতে মহা-মোহের অভিপ্রায় এই যে, আত্মা এদের প্রতি অনুরক্ত হলে, বিবেক ও উপনিষদের কথা একবার চিন্তাও করবেন না।

শান্তি।—তার পর, তার পর?

শ্রদ্ধা।—তার পর, তারা আত্মার নিকটে উপ-স্থিত হয়ে, কোন এক প্রকার ভেল্‌কি দেখিয়ে দিলে। তখন :—

শতেক যোজন হতে পশিল আত্মার কানে
নানা দিক্ হতে নানা শবদ আরাব;
পুরাণ, ভারত, বেদ বাঙ্‌ময় গাথা-আদি
অশ্রুত হইলেও হ'ল আবির্ভাব;

ইচ্ছা-অনুসারে আত্মা সংযোজি' বিশুদ্ধ পদ
কত শাস্ত্র, কত কাব্য
করিল রচনা ;
ভ্রমিল সকল লোকে, দেখিল গো অনায়াসে
মেরুস্থিত রত্নস্থলী
—দীপ্তি অতুলনা।

এইরূপে আত্মা যখন "মধুমতী"-সিদ্ধি লাভ করলেন, তখন সুমেরু-বাসাভিমানিনী দেবতা-রূপধারিণী অঙ্গনারা তাঁকে ছলনা করে' এইরূপ বল্‌তে লাগল :—"ওগো! তুমি এইখানে এসো, এখানে জরা নাই, মৃত্যু নাই, এই স্থানটি স্বভাবতই রমণীয়। এই দেখ, বিবিধ-বেশ-বিলাসিনী রূপ-লাবণ্যবতী প্রণয়-মনোহারিণী বিদ্যাধরী-সকল মঙ্গলার্ঘ্য হস্তে করে' তোমার অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত। এখানে :—

কনক-সিকতাময়ী নদী বহমানা ;
নারী সব ঘন-উরু, কমল-আননা ;
মরকত-মণি-দল শোভে বন-শ্রেণী
পুণ্যার্জ্জিত সর্ব্ব-ভোগ ভুঞ্জহ এখনি।"

শান্তি।—তার পর—তা'র পর ?

শ্রদ্ধা।—বৎসে! এই কথা শুনে মায়া বল্লে, "আত্মার পক্ষে এ অতি শ্লাঘনীয়",—মনও অনু-মোদন করলে; সঙ্কল্পও আত্মাকে উৎসাহ দিলে; আত্মাও তাতে সম্মত হলেন।

শান্তি।—(খেদ সহকারে) হা ধিক্! আত্মা আবার সেই সংসারমায়া-জালে পতিত হলেন ?

শ্রদ্ধা।—না না, তা নয়।

শান্তি।—তার পর, তার পর ?

শ্রদ্ধা।—এই সময়ে আত্মার পার্শ্ববর্ত্তী তর্ক "মধুমতী"-প্রভৃতিদের প্রতি ক্রোধ-কষায়িত-নেত্রে দৃষ্টিপাত করে' আত্মাকে সম্বোধন করে' এইরূপ বল্লেন :—প্রভো! সভা-তর্কের ন্যায় সমাপ্তি-রহিত এই সকল বিষয়ামিষ-লুব্ধ ব্যক্তিদের সংসর্গ ত্যাগ করুন। আপনি যে পুনর্ব্বার বিষয়-রূপ অঙ্গার-রাশির মধ্যে পতিত হয়েচেন, তা কি বুঝতে পাচ্ছেন না? দেখুন :—

ভবসিন্ধু তরিবারে বহুদিন হতে যেই
যোগ-তরী করিলেন
অবলম্বন
তাহারে ত্যজিয়া এবে মদ-বশে কেমনে গো
অঙ্গারের নদী-মাঝে
হলেন মগন ?

শান্তি।—তার পর, তার পর ?

শ্রদ্ধা।—তার পর সেই কথা শুনে, "বিষয়ের মঙ্গল হোক্—তাতে আমার প্রয়োজন নাই"—এই কথা বলে' আত্মা মধুমতীকে উপেক্ষা করলেন।

শান্তি।—সাধু সাধু! মা! তুমি এখন কোথায় যাচ্চ ?

শ্রদ্ধা।—প্রভু আত্মা আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন, "আমি বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ করতে চাই, তুমি শীঘ্র তাঁর কাছে যাও"—তাই আমি এখন মহারাজের নিকট যাচ্চি।

শান্তি।—মহারাজও আমাকে উপনিষৎকে আন্‌তে আদেশ করেচেন। তা এসো, এখন আমরা প্রভুর আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করি।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(আত্মাপুরুষের প্রবেশ)

অনুচর।—(চিন্তা করিয়া সহর্ষে) অহো! ভগবতী বিষ্ণুভক্তির কি মাহাত্ম্য! তাঁর প্রসাদে আমি—

ক্লেশের তরঙ্গ ঘোর হইয়াছি পার ;
করেছি মমতা-ভ্রম সব পরিহার :
মিত্র কলত্র-আদি মকরের গ্রাস আমি
করেছি লঙ্ঘন ;
নিভায়েছি ক্রোধানল ; তৃষ্ণা-লতা-পাশ সব
করেছি ছেদন ;
সংসার-সাগর ঘোর পার হতে আছে বাকি
অল্পই এখন।

(উপনিষৎ ও শান্তির প্রবেশ)

উপ।—সখি! যিনি ইতর লোকের স্ত্রীর ন্যায় বহু-দিন হতে আমাকে একলা ফেলে চলে' গিয়েছিলেন, এখন কি করে' আমি সেই নির্দ্দয় স্বামীর মুখাব-লোকন করব ?

শান্তি।—দেবি! কেন তাঁকে ভৎর্সনা কর-চেন? তিনি অত্যন্ত বিপদে পড়েছিলেন বলেই আপনার নিকটে আসতে পারেন নি।

উপ।—সখি! আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছিল, তা তো তুমি দেখনি, তাই এইরূপ বল্‌চ। শোনো তবে—

দুর্ভাগ্যবশত মোর কোন কোন অরসিক
পাপাত্মা হেথায় আসি'
—বিবেক থাকিলে দূরে— কত না করেছে চেষ্টা
করিতে গো মোরে দাসী।
বাহুর কঙ্কণ-মণি
করিয়াছে ভগন দলিত
লুটিয়া চূড়ার রত্ন
কেশপাশ করেছে দূষিত।

শান্তি।—দেবি! এ সমস্ত মহামোহেরই কুচেষ্টা; এতে মহারাজ বিবেকের কোন অপরাধ নাই। কেননা, ইতিপূর্ব্বে সেই মহামোহই কামক্রোধাদির দ্বারা মনকে বুঝিয়ে বিবেককে দূরীভূত করে। আর দেখ, স্বামী কোন বিপদে পড়লে, তাঁর জন্য প্রতীক্ষা করে' থাকাই কুলবধূদের নৈসর্গিক ধর্ম্ম। এখন তবে আপনি দর্শন দিয়ে ও প্রিয় কথায় আলাপ করে' স্বামীর তুষ্টিসাধন করুন। সম্প্রতি তাঁর সমস্ত শত্রু বিনষ্ট হয়েচে,—সমস্ত মনোরথ পূর্ণ হয়েচে।

উপ।—সখি! আমি যখন এখানে ফিরে এলেম, বাছা গীতা আমাকে এই কথা বল্লে যে, "তোমার স্বামী বিবেকের ও তোমার শ্বশুর আত্মাপুরুষের প্রশ্নের অনুরূপ উত্তর প্রদান করে' তাঁদের তুষ্ট কর, তা হলেই প্রবোধের জন্ম হবে।" কিন্তু এখন আমি গুরুজনদের সমক্ষে কেমন করে' ধৃষ্টতা করি বল।

শান্তি।—না না, তাঁর এই বাক্য অবিচারে আপনার পালন করা কর্ত্তব্য। ভগবতী বিষ্ণুভক্তিও প্রবোধ-চন্দ্রোদয়ের কথা মহারাজ বিবেক ও আত্মা-পুরুষের কাছে বলেছেন। এখন তবে নিজ স্বামী ও আত্মাপুরুষকে দর্শন দিয়ে আপনি তুষ্ট করুন।

উপ।—আচ্ছা প্রিয়সখি, তাই করব।

(পরিক্রমণ)

(রাজা বিবেক ও শ্রদ্ধার প্রবেশ)

রাজা।- শ্রদ্ধা! শান্তি কি আমার প্রিয়া উপনিষৎকে দেখ্‌তে পাবে?

শ্রদ্ধা।—মহারাজ! শান্তি তাঁর বাসের সন্ধান জেনেই তাঁর কাছে গেছে, কেন তাঁকে দেখ্‌তে পাবে না?

রাজা।—কি করে' সন্ধান জান্‌তে পারলে?

শ্রদ্ধা।—মহারাজ! দেবী বিষ্ণুভক্তি তো এ কথা পূর্ব্বেই বলেছেন যে, উপনিষৎ-দেবী তর্কবিদ্যার ভয়ে, মন্দর-পর্ব্বতে বিষ্ণুর মন্দিরে গীতার সহিত বাস করচেন।

রাজা।—তর্কবিদ্যা হতে তাঁর আবার ভয় কিসের?

শ্রদ্ধা।—সে কথা তিনি আপনাকে বল্‌বেন। তবে আসুন মহারাজ! ঐ দেখুন, প্রভু আত্মাপুরুষ আপনার আগমন-প্রতীক্ষায় নির্জ্জন স্থানে বসে' আছেন।

রাজা।—(নির্জ্জনে গিয়া) প্রভো! অভিবাদন করি।

আত্মাপুরুষ।—বৎস! তুমি যে আমাকে প্রণাম করচ, এটা নীতি বিরুদ্ধ; কেননা, তুমি জ্ঞান-বৃদ্ধ; উপদেশদানে তুমি আবার পিতৃস্থানীয় হয়েচ।

পুরাকালে দেবগণ
ধর্ম্মপথে হলে হতজ্ঞান,
বলিতেন পুত্রগণে
উপদেশ করিবারে দান।
ধর্ম্ম উপদেশকালে সেই পুত্রগণ
করিত গো পিতাদের পুত্র সম্বোধন।

তুমিও এখন সর্ব্বপ্রকারে পিতার ন্যায় আমাদের প্রতি ব্যবহার কর—এইটিই ধর্ম্ম-সঙ্গত।

শান্তি।—দেবি! ঐ দেখুন, প্রভু আত্মাপুরুষ মহারাজ বিবেকের সহিত নির্জ্জনে বসে' আছেন, ওঁর নিকটে গিয়ে প্রণাম করুন।

উপ।—(আত্মার নিকটে গমন)

শান্তি।—প্রভো!—ইনি উপনিষৎ-দেবী, আপনার পাদবন্দনা করতে এখানে এসেছেন।

আত্মা।—না না, উনি যেন আমাকে প্রণাম না করেন; কেন না, আমাকে তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করে' উনি আমার মাতৃতুল্য পূজনীয়া হয়েচেন। অথবা—

কার অনুগ্রহ বেশি
—একবার কর যদি ধ্যান
—দেবী ও মাতার মাঝে
দেখিবে গো বহু ব্যবধান;
মাতা সে মমতা-পাশ করেন বন্ধন,
আর দেবী সেই পাশ করেন ছেদন।

উপ।—(বিবেককে দেখিয়া নমস্কার করিয়া দূরে উপবেশন)

আত্মা।—মা! বল দিকি, এত দিন কোথায় কাটালে?

উপ।—প্রভো!

মঠের চত্বর-আদি আর যেথা যত আছে
শূন্যগর্ভ দেব-নিকেতন।
—সেই সব স্থানে আমি মুখর মুরখ-সনে
করিনু গো দিবস যাপন॥

আত্মা।—আচ্ছা, তারা কি তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানে?

উপ।—না না—কিছুমাত্র না।

মম বাক্য অর্থ তারা
না করি বিচার যথাযথ
—দ্রাবিড়-স্ত্রী-উক্তি সম—
ব্যাখ্যা করে নিজ ইচ্ছামত।

তাই আমার মনে হয়, পরের অর্থ-গ্রহণই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—পথিমধ্যে একদিন দেখিলাম যজ্ঞবিদ্যা
আছেন বেষ্টিত
কৃষ্ণাজিন, অগ্নি, কাষ্ঠ যজ্ঞ-পশু, সোমলতা
যজ্ঞাদি সহিত;
কর্ম্মকাণ্ড করিতেছে
উপদেশ কার্য্যের পদ্ধতি,
আর তিনি শুনিছেন
হইয়া গো সমুৎসুক অতি।

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—তার পর আমি ভাবলেম, এই পুস্তক-ভারবাহিনী যজ্ঞবিদ্যা কি আমার তত্ত্ব জান্‌তে পারবে?—আচ্ছা, এঁর সঙ্গেই নয় কিছুদিন কাটান যাক্।

আত্মা।—তার পর?

উপ।—তার পর, আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলে, তিনি আমাকে বল্লেন, "ভদ্রে! তুমি কি মনে করে' আমার কাছে এসেছ?" আমি উত্তর করলেম, "আমি অনাথা, আপনার সহিত বাস করতে ইচ্ছা করি।"

আত্মা।—তার পর, তার পর?

উপ।—তিনি বল্লেন, "তুমি এখানে থেকে কি করবে?" আমি বল্লেম :—

যাঁহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়,
যাঁহাতে করয়ে ক্রীড়া, যাঁতে হয় লয়;
যাঁহার প্রকাশে ভায় জগৎ-সংসার,
যিনি গো সহজানন্দ তেজের আধার,
অক্রিয় শাশ্বত শান্ত সর্ব্বভূতেশ্বর,
পুনর্জন্ম এড়াইতে যোগী কৃতী নর
দ্বৈত-অন্ধকার-রাশি করি' অতিক্রম
যাঁর মধ্যে ধ্যান-যোগে হয়েন মগন
—আমি সেই পুরুষেরে করিব কীর্ত্তন।

যজ্ঞবিদ্যা চিন্তা করে' বল্লেন :—

অকর্ত্তা পুরুষ যে গো
ঈশ্বর সে হইবে কেমন?
ভব-পাশচ্ছেদী—ক্রিয়া,
—তত্ত্বজ্ঞান নহে কদাচন।
শান্তমনা জন তাই
মুক্তিপ্রদ ক্রিয়া-কর্ম্ম করি',
করে সদা অভিলাষ
বাঁচিতে গো শতবর্ষ ধরি।

অতএব, আমার বিবেচনায় এখানে তোমার থাকবার প্রয়োজন নাই; তবে যদি পাপ-পুণ্যের কর্ত্তা ও ভোক্তা জীবাত্মার স্তবস্তুতির জন্য এখানে কিছুকাল থাক্‌তে ইচ্ছে কর, তাতে কোন দোষ দেখি নে।

রাজা।—(উপহাস-সহকারে) কি আশ্চর্য্য! যজ্ঞকুণ্ডের ধোঁয়ায় তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে সেই সঙ্গে তাঁর বুদ্ধিশুদ্ধিও দেখ্‌চি লোপ পেয়েচে; নৈলে তিনি এরূপ কুতর্ক করবেন কেন?

লৌহ যথা স্বভাবত
অচেতন—নিজে নাহি চলে;
চুম্বকের কাছে থাকি'
সঞ্চালিত হয় তারি বলে;
—বিশ্বেশ্বর-ইচ্ছাবলে হইয়া প্রেরিত
মায়াই জগৎ সবে করে প্রসারিত;
ঈশ্বরের ঐশী শক্তি মায়াতেই স্থিত।

অতএব—

তম-অন্ধজনদের ঈশ্বরি গো দৃষ্টি,
অজ্ঞান-প্রভব আর এ সমস্ত সৃষ্টি ;
যজ্ঞবিদ্যা নাশিবেন অজ্ঞানান্ধকার ?
—তম দিয়া তমোনাশ ইচ্ছা দেখি তাঁর !

স্বভাবত নীলবর্ণ
তমোময় এ সপ্ত ভুবন
করেন প্রকাশ যিনি
—তাঁরে জানি' সুবিদ্বান্ জন
মৃত্যু অতিক্রম করে
—মুক্তি-পন্থা নাহি অন্য কোন।

আত্মা—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর যজ্ঞবিদ্যা একটু চিন্তা করে' এই কথা বল্লেন :—"দেখ সখি! আমার ছাত্রগণ তোমার সংসর্গে থাকলে বাসনা পরিত্যাগ করে' কর্ম্মকাণ্ডে শ্লথাদর হবে। অতএব তুমি প্রসন্ন হয়ে অন্য কোন অভিলষিত প্রদেশে যাও।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, আমি তাঁকে ছেড়ে চলে' গেলেম।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর, কর্ম্মকাণ্ডের সহচরী মীমাংসার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল।

শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণাদি থাকি' তাঁর অনুগত
করিছে নির্দ্দেশ :—
কি প্রকারে কর্ম্ম-ভেদে হয় অধিকার-ভেদ
বিশেষ বিশেষ।
তিনিও সে সব কর্ম্মে
করিছেন নিজে সংযোজন,
—উপদিষ্ট অতিদিষ্ট—
নানা অঙ্গ মনের মতন।

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, তাঁকেও জিজ্ঞাসা করায় তিনি বল্লেন :—"তুমি এখানে থেকে কি করতে চাও ?" আমি বল্লেম :—"যাহা হতে হয় এই বিশ্বের উদয়" ইত্যাদি।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর মীমাংসা পার্শ্ববর্ত্তী শিষ্যদের মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন, "লোকান্তর-ফলোপভোগযোগ্য জীবাত্মার সেবার জন্য একজন লোকের প্রয়োজন আছে বটে, অতএব এই উপনিষৎকেই সেই কার্য্যে নিযুক্ত করা হোক্।" শিষ্যের মধ্যে কেউ কেউ এই কথায় অনুমোদন করলে, কিন্তু মীমাংসার হৃদয়-দেবতাস্বরূপ কুমারিলস্বামী নামে লব্ধপ্রতিষ্ঠ অপর একজন শিষ্য এই কথা বল্লেন :—"দেবি! উপনিষৎ কর্ম্ম-ফল-ভোক্তা জীবাত্মার উপাসনা করতে ইচ্ছা করেন না, ইনি কর্ম্মকাণ্ডের উপযুক্ত নন।" এই কথা শুনে, অপর একজন শিষ্য, কুমারিলস্বামীকে জিজ্ঞাসা করলে, "এই লৌকিক পুরুষ—জীবাত্মা ছাড়া ঈশ্বর নামে আর কেউ আছেন কি ?" তখন কুমারিলস্বামী হেসে বল্লেন, আছেন বৈ কি :—

জগতের চেষ্টা আদি
একজন করেন দর্শন ;
হইয়া মোহেতে অন্ধ
নাহি দেখে অন্য একজন।
একজন চাহে সদা করমের ফল,
অন্যজন ফলদান করেন কেবল।
একজন কর্ম্মফলে হয় গো শাসিত ;
অন্যজন শরীরীর শাস্তা গো নিশ্চিত।
নিঃসঙ্গ পুরুষ যিনি,—কেমনে বল না—
তাঁহাতে কর্ত্তার ভাব হয় সম্ভাবনা ?

রাজা।—সাধু কুমারিলস্বামী! সাধু কুমারিলস্বামী! তুমিই যথার্থ জ্ঞানী—দীর্ঘজীবী হও।

দুই পক্ষী সহচর সখা পরস্পর
এক বৃক্ষ আলিঙ্গিয়া রহে নিরন্তর।
তার মধ্যে একজন সুপক্ক পিপ্পল-ফল
করেন ভক্ষণ ;
অন্যে অনশন থাকি' শুধু মাত্র তাহারে গো
করেন দর্শন।

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর আমি মীমাংসার নিকটে বিদায় নিয়ে প্রস্থান করলেম।

আত্মা।—তার পর ?

উপ।—তার পর তর্কবিদ্যার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হল। দেখলেম, বহু শিষ্য তাঁর সেবায় নিযুক্ত।

কোন এক তর্কবিদ্যা,—"জীবাত্মা ও ঈশ্বর ভিন্ন"
—এ দ্বৈত-বিশেষ-বাদ করিছে কল্পনা ;
কোন এক তর্কবিদ্যা ছল, জাতি, আদি ন্যায়ে
বাদ-বিতণ্ডা জল্প করিছে যোজনা ;
অন্য এক তর্কবিদ্যা প্রকৃতি-পুরুষ ভেদ
করিছে রচনা,
মহৎ অহঙ্কার আদি সৃষ্টি-ক্রম-তত্ত্ব সবঁ
করিয়া গণনা।

আত্মা :—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর আমি তাঁদের নিকট উপস্থিত হলে তাঁরা আমাকে প্রশ্ন করায় আমি বল্লেম,—"যাহা হ'তে হয় এই বিশ্বের উদয়" ইত্যাদি। তখন তাঁরা প্রকাশ্যে উপহাস করে' আমাকে বল্লেন :—আরে পাপিষ্ঠ বাচাল! "পরমাণু হতেই বিশ্ব উৎপন্ন হয়েচে; ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত-কারণ মাত্র।" অপর তর্কবিদ্যাটি সক্রোধে বল্লেন,—"আরে পাপিষ্ঠ! যেমন দুগ্ধের বিকার দধি—সেইরকম ঈশ্বরকে কেন বিকারী বলে' তুই দাঁড় করাচ্ছিস্?—না রে না, প্রকৃতিই জগৎ-উৎপত্তির প্রধান কারণ।"

রাজা।—কি আশ্চর্য্য! দুর্ব্বুদ্ধি তর্কবিদ্যারা এও জানে না যে, ঘটাদির ন্যায় সকল কার্য্যই প্রমেয় কারণ হতে উৎপন্ন ;—পরমাণু-প্রাধান্যও আর একটা কিছুকে অপেক্ষা করে। তা ছাড়া :—

জল-প্রতিবিম্ব-চন্দ্র অন্তরীক্ষ-গত-পুরী,
স্বপ্ন, ইন্দ্রজাল-আদি যেমন অলীক,
উৎপত্তি-ধ্বংসযুক্ত সমস্ত জগৎ এই
উহাদেরি মত সব জানিবে গো ঠিক।
এ আত্মা আমার বলি'
যতদিন হয় অনুমান,
না জনমে ততদিন
কাহার ঈশ্বর-তত্ত্বজ্ঞান।
শুক্তিতে রজত-বোধ
—মাল্যে বোধ হয় ভুজঙ্গম ;
তত্ত্ববোধোদয় হলে
তবে ঘোচে এই সব ভ্রম।

ঈশ্বরে যে বিকার শঙ্কা করা হচ্চে, সে মুগ্ধবধূর বিচিত্র বেশভূষার ন্যায়—তাতে প্রকৃত রূপের কোন অন্যথা হয় না, বেশেরই পরিবর্ত্তন হয় মাত্র।

অনুদিত জ্যোতি শান্ত আনন্দস্বরূপ যিনি
নিত্য-ব্যক্ত, নিরমল, নাহি অবয়ব,
—বিশ্ব-উৎপাদন-কার্য্যে স্বরূপে বিকৃতি তাঁর
বল দেখি কি করিয়া হইবে সম্ভব ?
নীলোৎপল-দল-বর্ণ মেঘরাজি সদা নভে
হয় যে উদিত,
তাহাতে সে নভস্তল —বল দেখি—কিছুমাত্র
হয় কি বিকৃত ?

আত্মা।—সাধু, সাধু! বুদ্ধিমান্ বিবেকের বাক্যে আমি প্রীত হলেম। (উপনিষদের প্রতি) তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, তর্কবিদ্যারা সকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে বল্লেন :—"এ নাস্তিকপথাবলম্বিনী হয়ে বল্‌চে কি না, বিশ্বের লয়েতেই মুক্তি হয়—অতএব একে শাসন করা আবশ্যক"। এই বলে' ক্রোধভরে আমার প্রতি তাঁরা ধাবিত হলেন।

সকলে।—(সত্রাসে)

উপ।—তার পর, আমি সত্বর পলায়ন করে' দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করলেম। তার পর, মন্দর-পর্ব্বতের উপকণ্ঠে মধুসূদন-মন্দিরের অনতিদূরে যখন এলেম, তখন তারা আমার :—

বাহুর কঙ্কণ-মণি
করিল গো চূর্ণ বিদলিত,
লুটিয়া চূড়ার রত্ন
কেশপাশ করিল দূষিত।
ছিন্ন মুকুতার হার হল অপহৃত
অঙ্গ হতে বসনাদি হইল স্খলিত।

রাজা।—তার পর ?

উপ। তার পর, গদা হস্তে কতকগুলি পুরুষ দেবালয় হতে বেরিয়ে এসে অতি নির্দ্দয়ভাবে সেই তর্ক-বিদ্যাদের প্রহার করায় তারা দিগ্‌দিগন্তে পলায়ন করলে।

সকলে।—(সহর্ষে) সাধু, সাধু!

রাজা।—তোমার প্রতি এরূপ অত্যাচার ভগবান্ বিশ্বসাক্ষী কখনই সহ্য করবেন না।

আত্মা।—তার পর, তার পর ?

উপ।—তার পর, যেতে যেতে আমার পায়ের নূপুর খসে' পড়ল—আমি তখন ভীত হয়ে গীতার

আশ্রমে প্রবেশ করলেম। সেখানে বৎস গীতা আমাকে দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে, মা মা বলে' আলিঙ্গন করে' আমাকে বস্‌তে বল্লেন, পরে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকটে অবগত হয়ে আমাকে বল্লেন,—"দেখ মা! এতে দুঃখ কোরো না। যারা তোমার অপ্রমাণ করে' অসুর-সত্তা প্রচার করচে, ঈশ্বরই তাদের শাস্তিদাতা। ভগবান্‌ও তাদের সম্বন্ধে এইরূপ বলেছেন :—

সেই সব ধর্ম্মদ্বেষী
অমঙ্গল ক্রূর নরাধমে
দেই গো আসুরী গতি
বারম্বার এ ভব-জনমে।

আত্মা।—এখন যে ঈশ্বরের কথা বল্লেন, তিনি কে, আমি জান্‌তে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহ করে' উত্তর দিন।

উপ।—(ঈষৎ হাসিয়া) যে জানে না, এই আত্মা কে, তাকে কি বলে' বোঝাব?

আত্মা।—(সহর্ষে) তবে কি আত্মাই ঈশ্বর?

উপ।—হাঁ, আত্মাই ঈশ্বর। দেখ :—

সে পুরুষ সনাতন
তোমা হতে নহে কিছু অন্য;
নরোত্তম দেব হতে
তুমিও নহ গো কিছু ভিন্ন;
ভিন্নরূপে প্রতিভাত
কেবল সে অনাদি মায়ায়,
সূর্য্য যথা হয় দ্বিধা
পড়িয়া গো জলের ছায়ায়।

আত্মা।—(বিবেকের প্রতি) বৎস! ভগবতী উপনিষদ্ দেবী যা বল্লেন, তার তাৎপর্য্য আমি সম্যক্ বুঝ্‌তে পারলেম না।

দেহে দেহে আমি ভিন্ন' দেহাকারে অবচ্ছিন্ন,
জরা ও মরণ-ধরমী
—এ কি গো সম্ভব হয়— নিত্যানন্দ চিন্ময়
বলেন আমারে গো ইনি।

রাজা।—পদার্থ-জ্ঞানের অভাবে আপনি বাক্যের অর্থ বুঝ্‌তে পারচেন না।

আত্মা।—আচ্ছা, কি করে' পদার্থ-জ্ঞান হয়, তার উপায় আমাকে বল দিকি।

রাজা।—আচ্ছা, শ্রবণ করুন :—

ইনিই গো আমি—ইহা
পুনঃ পুনঃ করিয়া চিন্তন,
"ঘট-পট" ইনি নন
—মনে মনে করি' বিবেচন
—এইরূপে বহির্বস্তু হইলে গো লয়,
চিদাত্মার জ্ঞান চিত্তে হইলে উদয়,
তখন গো "তত্ত্বমসি"—"তিনি তুমি—তুমি তিনি"
—এই শ্রুতি-বাক্য পুন করিলে শ্রবণ
ব্যক্ত হইবেন সেই শান্ত জ্যোতি স্বপ্রকাশ
আনন্দ-স্বরূপ, ভব-তিমির-মোচন।

(নিদিধ্যাসনের প্রবেশ)

নিদি।—দেবী বিষ্ণুভক্তি আমাকে এইরূপ আদেশ করলেন :—"দেখ বৎস! তুমি আমার অভিপ্রায় বিবেক ও উপনিষদ্‌কে গোপনে বুঝিয়ে দিয়ে আত্মার নিকটে থাক্‌বে।" (অবলোকন করিয়া) এই যে, উপনিষৎ দেবী ও বিবেক আত্মার নিকটেই আছেন; এইবার তবে ওঁদের নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া উপনিষৎকে চুপি চুপি) দেখুন দেবি! দেবী বিষ্ণুভক্তি আপনাকে এই আদেশ করচেন :—"দেবতারা সঙ্কল্প-যোনি, মনেতেই তাঁদের সন্তান উৎপত্তি হয়। আর, ধ্যানযোগেও আমি জেনেছি, তুমি অন্তঃসত্ত্বা হয়েছ। তোমার গর্ভে বিদ্যানামে এক ক্রূরমতি কন্যা ও প্রবোধচন্দ্র নামে একটি পুত্র বর্ত্তমান। এখন তুমি সঙ্কর্ষণী বিদ্যার দ্বারা কন্যাটিকে মনেতে সংক্রামিত করে' ও পুত্রটিকে আত্মার নিকট সমর্পণ করে' আমার নিকট আস্‌বে।"

উপ।—যে আজ্ঞে দেবি!

[বিবেকের সহিত প্রস্থান।

নিদি।—(আত্মাতে গিয়া অবস্থিতি)

নেপথ্যে।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

উদ্দাম জ্বলন্ত তেজে দশ দিশি উজলিয়া
তড়িতের সম
ভেদ করি' মনো-বক্ষ এই কন্যা সহসা গো
লভিয়া জনম
যোগ-বিঘ্নগণে আর মহামোহে করি' গ্রাস
হল অন্তর্দ্ধান;
—তখন গো জনমিল সুন্দর পুরুষ এই
প্রবোধ শ্রীমান্!

(প্রবোধচন্দ্রের প্রবেশ)

প্রবোধ।—এ কি ব্যাপ্ত?—এ কি গুপ্ত?—উদিত না উৎসারিত?

পরস্পরে অনুস্যূত
কিম্বা কালে রহে প্রসারিত?

এই বা কি?—ওই বা কি?—এ সেই—না আর কিছু?

—এই সব তর্ক, যার
আবির্ভাবে হয় অন্তর্হিত,
যাহার গো অভ্যুদয়ে ত্রিলোক প্রকাশ পায়
সহজ আলোকে,
—আমি সে প্রবোধচন্দ্র উদিত হয়েছি হেথা
দেখুক গো লোকে।

(পরিক্রমণ করিয়া) এই যে আত্মা, এইবার তবে ওঁর নিকটে যাই। (নিকটে গিয়া) ভগবন্! আমি প্রবোধচন্দ্র এখানে এসে উপস্থিত হয়েচি—আপনাকে অভিবাদন করি।

আত্মা।—(শ্লাঘা সহকারে) এসো বৎস! আমাকে আলিঙ্গন কর।

প্রবোধ।—(তথা করণ)

আত্মা। (আলিঙ্গন করিয়া সানন্দে) কি আশ্চর্য্য! তোমাকে দেখে অন্ধকার দূর হয়ে যেন আমার মোহ-নিশা প্রভাত হল। দেখ :—

মোহ-তম বিনাশিয়া
ভাঙায়ে বিকল্প-নিদ্রা ঘোর
অপূর্ব্ব প্রবোধচন্দ্র
উদয় হইল হেথা মোর।
শান্তি, যম-নিয়মাদি,
আর সে বিবেক, শ্রদ্ধা, মতি,
বিষ্ণু-আত্মারূপে সবে
পাইতেছে এবে গো স্ফুরতি।
আমিও গো সেই বিষ্ণু
—এই জ্ঞান লভিনু সম্প্রতি।

ভগবতী বিষ্ণুভক্তির প্রসাদে এখন আমি সর্ব্ব-প্রকারে কৃতার্থ হলেম, এখন আমি :—

নাহি লভি' কারো সঙ্গ,
কারো সনে না কহিয়া কথা,
ফলাফল-অবিচারে
ভ্রমণ করিয়া যথা তথা,
মুনি যথা সায়ংকালে
কোন গৃহে লয়েন আশ্রয়,
তেমনি হয়েছি আমি
ত্যজি ক্রোধ শোক মোহ ভয়।

বিষ্ণু।—(সহর্ষে নিকটে আসিয়া) তোমাকে নিঃশত্রু দেখে, বহুকালের পর আজ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল।

আত্মা।— দেবীর অনুগ্রহ হ'লে দুর্লভ আর কি থাক্‌তে পারে?

(পদতলে পতন)

বিষ্ণু।—(আত্মাকে উঠাইয়া) ওঠো বৎস! বল, আর কি তোমার প্রিয় কার্য্য করতে পারি?

আত্মা।—ভগবতি! এর পর আমার কিছুই প্রিয় নেই। কেন না :—

বিবেক কৃতার্থ আজি সমস্ত অরাতি-বৃন্দে
করি' প্রশমিত;
আমিও নির্ম্মল হয়ে নিজ সদানন্দপদে
হনু অধিষ্ঠিত।

তথাপি আমার এই প্রার্থনা :—

পর্জ্জন্য করে গো যেন
যথোচিত বৃষ্টি বরিষণ;
প্রশমি' উৎপাত নানা
পালুন গো পৃথ্বী নৃপগণ;
তত্ত্বোদয়ে তম নাশি'
তোমারি প্রসাদে যোগিগণ
মমতা-আতঙ্ক-পঙ্ক
ভবসিন্ধু করুন তরণ।

ইতি জীবন্মুক্তি নামক ষষ্ঠ অঙ্ক।

সমাপ্ত

কর্পূর-মঞ্জরী

(রাজশেখর)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

ভূমিকা

কর্পূর-মঞ্জরী—ইহা সট্টক-জাতীয় একটি উপ-রূপক। বিদ্ধশালভঞ্জিকা-নাটিকার রচয়িতা কবিবর রাজশেখর-কর্তৃক ইহা বিরচিত। * "সট্টক" আর সব বিষয়েই নাটিকালক্ষণাক্রান্ত, কেবল প্রভেদ এই—ইহার গদ্য পদ্য সমস্ত অংশই প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়া থাকে; ইহাতে "প্রবেশক" ও "বিষ্কম্ভক" থাকে না, এবং ইহাতে অদ্ভুতরসের প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। নাটিকার ন্যায় ইহাও চারি অঙ্কে বিভক্ত। কিন্তু ইহার অঙ্কগুলি "যবনিকান্তর" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অলঙ্কার-গ্রন্থাদিতে সট্টকের উদাহরণ-স্বরূপ এই কর্পূর-মঞ্জরীরই উল্লেখ দেখা যায়।

* "সট্টকং প্রাকৃতাশেষপাঠ্যং স্যাদপ্রবেশকং
ন চ বিষ্কম্ভকোঽপ্যত্র প্রচুরশ্চাদ্ভুতোরসঃ
অঙ্কা যবনিকাখ্যাঃ স্যুঃ স্যাদন্যনাটিকাসমং।"
—সাহিত্য-দর্পণ।

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।
পারিপার্শ্বিক।
রাজা। (চন্দ্রপাল)
বিদূষক। (কপিঞ্জল)
বৈতালিকদ্বয়।
ভৈরবানন্দ।—(কৌল-সম্প্রদায়ের যোগীশ্বর আচার্য্য)

স্ত্রীবর্গ

রাজ্ঞী (দেবী)
বিচক্ষণা (দাসী)
কুরঙ্গিকা (দাসী)
সারঙ্গিকা (রাজ্ঞীর সখী)
কর্পূর-মঞ্জরী (নায়িকা)
প্রতীহারী।

কর্পূর-মঞ্জরী

প্রথম যবনিকান্তর

শুভ হোক্ ভারতীর, ব্যাস আদি কবিরাও
হোন্ আনন্দিত;
বিদ্বজ্জন-গণ-প্রিয় অন্যদেরো শ্রেষ্ঠ বাণী
হোক্ প্রচলিত;
বৈদর্ভী, মাগধী, আর প্রসিদ্ধ পাঞ্চালী রীতি
করুক মোদের প্রভা দান;
কাব্যেতে নিপুণ যারা করুক চকোর সম
এই কাব্য-জ্যোৎস্না-সুধা পান।

অপিচ :—

আলিঙ্গন-বিভ্রমের নাহি যাতে যোগ,
উৎপাদিত নাহি যাতে চুম্বন-উদ্যোগ,
নাহি যাতে ঘন ঘন অঙ্গ-সঞ্চালন,
এ হেন অনঙ্গ-রতি কর আস্বাদন।

অপিচ :—

শশি-কলা-বিভূষিত দেবতাগণের প্রিয়
সুরতাভিলাষী যেই
হর ও পার্ব্বতী
—তাঁহাদের সম্মিলন পরিশুদ্ধ নিরমল
হউক গো তোমাদের
সুখকর অতি।
ঈর্ষা-কোপ-প্রশমিত প্রণত হইয়া যিনি
চন্দ্র-কলা-শুক্তিপূর্ণ স্বর্গ-গঙ্গাজলে
জ্যোৎস্না-মুক্তা-ফলরূপ অর্ঘ্য দেন ত্বরা করি
দুই হস্তে গিরিসুতা-চরণ-কমলে
—সে হরের জয় জয় বল গো সকলে।

(নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্রধার।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) আমাদের কুশীলবদের পরিজনবর্গ নাট্যোদ্‌যোগে প্রবৃত্ত হয়েচে না কি? কেন না, কেহ বা দেখ্‌ছি বস্ত্র বেছে নিচ্ছে, কেহ বা ফুল দিয়ে মালা গাঁথচে, কেহ বা পাগ্‌ড়ির কাপড় বিছিয়ে রাখ্‌চে, কেহ বা কাষ্ঠ-ফলকে রং ফলাচ্চে. কেহ বা বাঁশীতে ফুঁ দিয়ে শব্দ বার কচ্চে,কেহ বা বীণার পর্দ্দা ঠিক করচে, কেহ বা মৃদঙ্গগুলি বাদ্যের জন্য সজ্জিত করুচে, এই মাজাঘসা চক্‌চকে কাংস্য-করতাল হতে ঝন্‌ঝন্ শব্দ বেরুচ্চে; আর এই ধ্রুব-গীতের আলাপ চল্‌চে। ব্যাপারটা কি, পরিজনদের ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করাই যাক্ না। (নেপথ্যের দিকে চাহিয়া ডাক দিয়া আহ্বান)

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারিপার্শ্বিক।—কি আদেশ করুচেন গুরুদেব?

সূত্রধার।—(চিন্তা করিয়া) তোমরা নাট্য-ব্যাপারের উদ্যোগ করুচ না কি?

পারি।—মহাশয়, আজ "সট্টক"-নাট্যের অভিনয় হবে।

সূত্রধার।—আচ্ছা, তার রচনাকর্ত্তা কে বল দেখি?

পারি।—আচ্ছা গুরুদেব!

রজনী-বল্লভ যেই— বল দেখি কেবা তার
মস্তক-ভূষণ?
রঘুকুল-চূড়ামণি মহেন্দ্র পালের গুরু
—সে বা কোন্ জন?

সূত্রধার।—(চিন্তা করিয়া) এ যে তোমার প্রশ্নোত্তর-হেঁয়ালী (প্রকাশ্যে) রাজ-শেখর?

পারিপার্শ্বিক।—হাঁ, তিনিই তার রচয়িতা কবি।

সূত্রধার।—কি বল্লে?—সট্টক?

পারিপার্শ্বিক।—(স্মরণ করিয়া) পণ্ডিতেরা তাকে সট্টক বলেন।

নাটিকার অতিমাত্র অনুকৃতি যে প্রবন্ধে
—সেই সে সট্টক;

কেবল তাহাতে নাহি   দুটি বস্তু—বিষ্কম্ভক
আর প্রবেশক।

সূত্রধার।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, কবি সংস্কৃত পরিত্যাগ করে' প্রাকৃত ভাষায় রচনা করতে প্রবৃত্ত হলেন কেন বল দেখি?

পারিপার্শ্বিক।—সেই সর্ব্ব-ভাষা-চতুর কবি এইরূপ বলেন:—

হউক না সংস্কৃত—কিবা ফল বল দেখি তায়?
অর্থের প্রকাশ যাতে তাহাকেই শব্দ বলা যায়।
উকতি বিশেষ কাব্য—কহে সর্ব্বলোক,
রচনার ভাষা তার যা হোক্ তা হোক্।
হউক না সংস্কৃত—তবু তার কঠোর আকার;
প্রাকৃত যদিও হয়—তবু উহা অতি সুকুমার।
নরনারী-মাঝে যেই ভেদ পরস্পর
—সেই ভেদ এই দুই ভাষারো ভিতর।

সূত্রধার।—আচ্ছা, ওতে কি তিনি আপনাকে আপনি বর্ণনা করেছেন?

পারিপার্শ্বিক।—সেকালের কবিদের মধ্যে একজন, মৃগাঙ্কলেখা-আখ্যানকারের কিরূপ বর্ণনা করুচেন, শ্রবণ করুন:—

নব-কবি কবিরাজ—   নির্ভয় নৃপতি সেই
মহেন্দ্রপালের উপাধ্যায়;
আপন মাহাত্ম্যে যিনি   হয়েছেন অধিষ্ঠিত
পরম্পরা লোকের কথায়।
ইহার প্রসিদ্ধ কবি শ্রীরাজ-শেখর
—ত্রিভুবন আলো করে যাঁর শুভ্র কর।
মৃগাঙ্কে কলঙ্ক আছে জানে গো সকলে,
কিন্তু ইহা নিষ্কলঙ্ক সুসিদ্ধির বলে॥

সূত্রধার।—আচ্ছা, কে এই সট্টকটি অভিনয় করতে আদেশ করলেন বল দেখি?

পারিপার্শ্বিক।—

চাহুবান-কুল-মাঝে মস্তক-মালিকা-স্বরূপিণী
অবন্তি-সুন্দরী নামে কবিরাজ-শেখর-গৃহিণী
নিজপতি-বিরচিত এই এ রচনা
অভিনীত হইবারে করিলা বাসনা।

আরো—

ধরণীর চন্দ্র যিনি—   মহারাজা চন্দ্রপাল,
চক্রবর্ত্তি-পদ লভিবারে
রসসিন্ধু এই নাট্যে   করেন গো পরিণয়
কুন্তল-রাজের দুহিতারে।

আসুন তবে গুরুদেব, এখন আমাদের যা কর্ত্তব্য, তা করা যাক্। কেন না, মহারাজ ও দেবীর ভূমিকা গ্রহণ করে' আর্য্য ও আর্য্য-ভার্য্যা, যবনিকা-স্তরে অপেক্ষা করচেন।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(সবিভব পরিজনসহ রাজা, দেবী
ও বিদূষকের প্রবেশ)

(সকলে পরিক্রমণ করিয়া যথাস্থানে উপবেশন)

রাজা।—দেবি! দাক্ষিণাত্য-রাজনন্দিনি! একটা সুখের সংবাদ দি শোন, বসন্তের আরম্ভ হয়েছে। দেখ না কেন:—

ষোড়শী বালারা এবে   বিম্ব-ওষ্ঠে নাহি দেয়
বহুল মদন *;
সুরভি তৈল দিয়া   এবে দেখ নাহি করে
বেণী বিরচন;
শীতবস্ত্র দূরে থাক্   কঞ্চুলিকাটিও অঙ্গে
না করে ধারণ;
কুঙ্কুম মাখিতে মুখে যতনের হয়েছে লাঘব;
তাই বলি, শীতে জিনি' আবির্ভূত বসন্ত-উৎসব।

দেবী।—মহারাজ! আমিও তোমাকে দুই একটা সুখের সংবাদ দি শোন।—

শিশিরের অবসানে দন্তমণি সমধিক ভায়;
দম্পতির অল্প-অল্প চন্দন-লেপনে মন যায়;
পদপ্রান্তে জড় করি, গাত্র-আবরণ
নিদ্রা যাইতেছে দেখ উহারা কেমন!

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—পূর্ব্বদিক্‌পতির জয় হোক্! চম্পা-নগরের "চম্পক"-কর্ণভূষণ যিনি, তাঁর জয় হোক্! অবলীলাক্রমে যিনি রাঢ়দেশ জয় করেছেন, তাঁর জয় হোক্! ভুজ-বিক্রমে যিনি কামরূপ জয় করেছেন,

---

* মোমরোট বা মোম্-রওগনের ন্যায় বিলেপন-বিশেষ।

তাঁর জয় হোক্! হরিকেলি দেশের যারা কেলি-কারক, তাদের জয় হোক্! সুবর্ণ-বর্ণ যার নিকট পরাভূত, সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরের জয় হোক্! এই নববসন্ত তোমাদের সকলেরই সুখজনক হোক্! এখানে এখন :—

"পাণ্ড্যদেশ-কামিনীর গণ্ডদেশ-মাঝে করি'
পুলক বিস্তার,
কাঞ্চী-দেশ-রমণীর খণ্ডি' মান, প্রাতঃ-সন্ধ্যা
দুই দুই বার,
লোলা চোলাঙ্গনাদের সুরত-উৎসব কেলি
করিয়া প্রবল,
কর্ণাট-অঙ্গনাদের কুঞ্চিত কুন্তল-রাশি
করায়ে চঞ্চল,
"কুন্তল"-বাসিনীদের কান্ত-সনে স্নেহ-গ্রন্থি
করিয়া বন্ধন,
মন্দ মন্দ বহে কিবা মলয়-শিখর-বাসী
শীতল পবন।

দ্বিতীয়।—এখানেই :—

ফুটেচে চম্পক দেখ, কুঙ্কুম-রসেতে লিপ্ত
মহারাষ্ট্র-রমণীর কপোলের ন্যায় ;
ফুটেচে মল্লিকাকলি স্বল্পমাত্র-আলোড়িত-
দুগ্ধ-সম মুগ্ধ-কান্তি রূপসীর প্রায় ;
বৃন্ত-মূলে শ্যামবর্ণ, অগ্রভাগে লগ্ন অলি
—এহেন কিংশুক শোভমান ;
মনে হয়, দুই দিকে বসি' যেন মধুপেরা
মধু তার করিতেছে পান।

প্রিয়ে বিভ্রমলেখা! আমিই তোমার একমাত্র আনন্দবর্দ্ধক, আর তুমিই আমার একমাত্র আনন্দ-বর্দ্ধিনী—এই তো আমি জানি। কিন্তু কাঞ্চন-চণ্ড ও রত্নচণ্ড এই দুই জন বৈতালিকও দেখ আজ আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করচে। যে বসন্ত তরুণীগণের বিভ্রমগর্ব্ব-প্রবর্ত্তক, মলয়-মারুত-আন্দোলিত লতা-নর্ত্তকদের নর্ত্তক, যে বসন্ত কলকণ্ঠী কোকিলাদের পঞ্চমস্বর সুন্দর প্রকটিত করচে, কন্দর্পের কোদণ্ড-স্বরূপ নবাঙ্কুরিত চূতমঞ্জরীর দ্বারা মানিনীর প্রচণ্ড মান দূরীকৃত করচে, বসুন্ধরা-পুরন্ধ্রীর সেই প্রিয়বন্ধু নব বসন্ত আজ দেখ চারিদিকে প্রসারিত। দেবি! এখন এই বসন্তোৎসব তুমি মনের সাধে দেখে নেও।

দেবী।—বৈতালিকেরা ঠিক্‌ই বলেচে ; মলয়-বাতাস সত্যই দেখা দিয়েচে। দেখ না কেন :—

লঙ্কার তোরণ-শোভী মালিকা-সমূহে যে গো
অল্প অল্প করে বিচলিত,
অগস্ত্য-আশ্রম-দেশে চন্দন, কর্পূর-লতা
মৃদুমন্দ করে আন্দোলিত,
কাঁপায় কঙ্কোলী-লতা আর, চারু তাম্বূলের
লতিকারে ঈষৎ নাচায়,
"তাম্রপর্ণী"-সলিলেরে আগ্রহে চুম্বন করে,
—বহে এবে সেই চৈত্র-বায়।

অপিচ :—

"মান কর বিসর্জ্জন, সতৃষ্ণ-নয়নে দেখ
আপন বল্লভে ;
পীনস্তন-সংলগন তরুণী-যৌবন শুধু
দিন দশ রবে।"
—এইরূপে পিকগণ মঞ্জু কণ্ঠরবে
পঞ্চশর-আজ্ঞা ঘোষে মধু-মহোৎসবে।

বিদূষক।—ওগো! তোমাদের মধ্যে আমিই একমাত্র পণ্ডিত। দেখ, আমার শ্বশুরের শ্বশুর, পণ্ডিতের ঘরে পুস্তক বহন কর্‌তেন।

দাসী।—(হাসিয়া) তা হলে দেখচি, তোমার পাণ্ডিত্য কুলপরম্পরাগত।

বিদূষক।—(সক্রোধে) আরে দাসীর বেটী দাসী!—ভবিষ্যৎ কুট্টিনি! অলক্ষণে! অবিচক্ষণে। আমি কি এমনি মূর্খ যে, তুই পর্য্যন্ত আমাকে উপ-হাস করিস্? আরে পরপুত্র-বিভ্রংসিনি রথ্যালুণ্ঠিনি! কোষাপহারিণি! কুসঙ্গিনি! ভ্রমর-বৃত্তি চারিণি!

বিচক্ষণা।—ওগো তাই বটে। কোন্ ঘোড়ার কতদূর দৌড় তা যে দেখে, সেই জানে, অন্যকে তা জিজ্ঞাসা কর্‌তে হয় না। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি বসন্ত-বর্ণনা করে' একটা কবিতা পাঠ কর দেখি।

বিদূ।—তুই তো পিঁজ্‌রের শালিকের মত কেবল কিচির-মিচির করিস্ বৈ তো নয়, তুই এসব কি বুঝবি? আচ্ছা, আমি প্রিয়বয়স্যের কাছে আর দেবীর কাছে পাঠ করচি। কেন না, মৃগনাভি কখনো কুগ্রামে কিম্বা বনে বিক্রী হয় না, কষ্টিপাথর ছাড়া যে-সে পাথরে কখনো সোনা পরখ করা যায় না।

রাজা।—আচ্ছা প্রিয়বয়স্য, পাঠ কর দিকি শোনা যাক্।

বিদূষক।—(পঠন)

যে সিন্দুবার-তরু "কলমা"-তণ্ডুল সম
উৎপাদয়ে কুসুম-নিকর
—তাই মোর প্রিয় ;
"বিচকিল"-বিটপের যে সব কুসুম-পুঞ্জ
মহিষের দুগ্ধ-সম মুগ্ধ মনোহর
তাই মোর প্রিয়।

বিচক্ষণা।—এ কবিতাটিতে তোমার নিজ প্রিয়ার মনোরঞ্জন হতে পারে বটে!

বিদূষক।—ওরে আমার মধুরভাষিণি!—এইবার তুমি একটা পাঠ কর দিকি।

দেবী।—(মুচকি হাসিয়া) ওলো সখি বিচক্ষণে! আমাদের কাছে তো তুই খুব কবিত্ব ফলাস। আচ্ছা, এইবার মহারাজের কাছে তোর একটা স্বয়ংকৃত কবিতা পাঠ কর্ দিকি। কেন না, কবিতা বলি তাকে—যা সভায় পাঠ করা যায়, সুবর্ণ বলি তাকে —যা কষ্টিপাথরে পরখ করা যায়। সেই গৃহিণী— যে পতির মনোরঞ্জন করে, সেই পুত্র—যে কুলকে উজ্জ্বল করে।

বিচক্ষণা।—যে আজ্ঞে দেবি! (পঠন)

যে মলয়-সমীরণ লঙ্কা-গিরি-মেখলায়
হইয়া স্খলিত
সুরত-সম্ভোগ-ক্লান্ত ভুজগ-ফণার গ্রাসে
হয়ে কবলিত
হয়েছিল অতি ক্ষীণ —বিরহিণী-দীর্ঘশ্বাসে
এবে তা' সহসা,
শিশুত্ব ঘুচিয়া যেন লভিলেক পরিপূর্ণ
তারুণ্যের দশা।

রাজা।—কথার চতুরতায়, বিচক্ষণা বিচক্ষণাই বটে! কি আর বল্‌ব, বিচক্ষণা কবিগণেরও কবি।

দেবী।—(উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া) ও একজন কবি-চূড়ামণি!

বিদূষক।—(সক্রোধে) সোজা কথায় দেবী কি তবে এই কথা বল্‌চেন যে, কবিতায় বিচক্ষণা অতি উত্তম, আর ব্রাহ্মণ কপিঞ্জল অতি অধম?

বিচক্ষণা।—ঠাকুর! রাগ কোরো না। কবিতাতেই কবির কবিত্ব জানা যায়। নিজ কান্তার মনোরঞ্জনযোগ্য হলেও, সুকুমার পদাবলী থাক্‌লেও, কবিতার মধ্যে নিজ উদর-পুরণের কথা থাকাটা নিন্দনীয়। সে কেমন?—না, যেমন লম্বিত-স্তনা রমণীর একাবলী হার পরা, লম্বোদরীর কাঁচুলী পরা, বৃদ্ধার কটাক্ষ হানা, চুল-কাটা মেয়ের মালতী-ফুলের মালা পরা, কাণার চোখে কাজল দেওয়া—এ সব কিছুতেই মানায় না।

বিদূষক।—কিন্তু তোমার কবিতার ভাব সুন্দর হলেও তোমার শব্দগুলি সুন্দর নয়। সে কেমন?— না যেমন, সোনার কোমরবন্ধে লোহার ঘণ্টী ঝোলানো, পট্টবস্ত্রে তসর বোনা, গৌরাঙ্গীর চন্দন-চর্চ্চা;—এ সবও মানায় না।—তবুও তো লোকে তোমার প্রশংসা করে।

বিচক্ষণা।—ঠাকুর, রেগো না। তোমার সঙ্গে কি আমার টক্করাটক্করি চলে? নিরক্ষর হলেও, লৌহ-শলাকার মত, তুমি রত্ন-পরীক্ষায় নিয়োজিত, আর আমি লক্ষাক্ষর হলেও, তুলার মত আমাকে কেউ সোনার ভাঁড়ে স্থাপন করে না।

বিদূষক।—আমাকে তুই এমন কথা বল্লি, রোস্, আমি যুধিষ্ঠিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নামক তোর দুই অঙ্গ (অর্থাৎ কর্ণদ্বয়) এখনি উৎপাটন করি।

বিচক্ষণা।—আমিও উত্তরফাল্গুনীর পরে যে নক্ষত্রটি, সেই নক্ষত্র নামক তোমার অঙ্গটিকে ভেঙে দি (অর্থাৎ হস্তা, কি না হাত ভেঙে দি)।

রাজা।—সখা! ওকে ওরূপ বোলো না। ও কবিদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বিদূষক।—তা হলে তো পষ্ট এই কথাই বলা হচ্চে যে, হরিচন্দ্র, নন্দিচন্দ্র, কোটিশহাল প্রভৃতি কবিদের চেয়েও সুকবি।

রাজা।—তাই তো।

বিচক্ষণা—(সক্রোধে পরিক্রমণ) ওগো, তুমি সেইখানে যাও—যেখানে আমার প্রথম সাড়ীটি গেছে। (অর্থাৎ আমার প্রথম সাড়ীর মত তুমি ছিন্ন হও, অর্থাৎ মর)।

বিদূষক।—(ঘাড় বাঁকাইয়া) তুই সেইখানে যা—যেখানে আমার মায়ের প্রথম দাঁতগুলি গেছে! সে রাজাবাড়ীর মঙ্গল হোক্—যেখানে একজন দাসী, ব্রাহ্মণের সমান বলে' স্পর্দ্ধা করে; যেখানে মদ্য ও পঞ্চগব্যকে এক ভাঁড়ে রাখা হয়; যেখানে কাচ ও

মাণিক্য উভয়কেই সমান দরের আভরণ বলে' মনে করা হয়।

দাসী।—এই রাজবাটীতে, তোমার কণ্ঠে তাই পড়ুক্—যা ভগবান্ ত্রিলোচন মস্তকে ধারণ করেন। (অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র) আর তাই দিয়ে তোমার মুখ চূর্ণ করা হোক্, যার দ্বারা অশোকগাছের সাধ দেওয়া হয় (অর্থাৎ পদাঘাত)।

বিদূষক।—আরে বেটী দাসী! ঠেটী কোথাকারে! অর্থপ্রবঞ্চিনি! রথ্যালুণ্ঠনি! আমাকে তুই এরূপ কথা বলি? তুই যেন তাই পা'স্—যা ফাল্গুন মাসে শোভাঞ্জনতরু (সোজ্‌নে গাছ) লোকের কাছ থেকে পেয়ে থাকে (অর্থাৎ শাখাভঙ্গ), যা বলীবর্দ্দেরা (ষাঁড়েরা) পামরদের কাছে পেয়ে থাকে (অর্থাৎ নাসিকাচ্ছেদন)

বিচক্ষণা।—তুমি যে আমাকে এরূপ বল্লে, আমি নূপুর পায়ে তোমার মুখ ভেঙে দেব, তা জানো? আরও উত্তর আষাঢ়ের পরে যে নক্ষত্রটি (অর্থাৎ শ্রবণ নক্ষত্র কি না কর্ণযুগল) সেই নক্ষত্র নামক অঙ্গটিকে ছিঁড়ে ফেলে দেব।

বিদূষক।—(সক্রোধে পরিক্রমণ করত যবনিকা-স্তরে কিঞ্চিৎ উচ্চৈঃস্বরে) এমন রাজবাড়ী ত্যাগ করা উচিত—যেখানে ব্রাহ্মণের সমান বলে' একজন দাসী স্পর্দ্ধা করে। আজ থেকে, নিজ গৃহিণী বসুন্ধরা-ব্রাহ্মণীর চরণ-সেবায় নিযুক্ত হয়ে গৃহেই থাক্‌ব। (সকলের হাস্য)

দেবী।—মহারাজ! কপিঞ্জল বিনা রাজ-সভাই বা কিরূপ? নয়নাঞ্জন বিনা প্রসাধনই বা কিরূপ?

আকাশে।—না না, আমি আর কখনই আস্‌ব না। তুমি আর কোন প্রিয়-বয়স্যের অন্বেষণ কর। অথবা এই লম্বস্তনী টপ্পরকর্ণী (যায় কুলোপারা কান) দুষ্ট দাসীকে পাগড়ি পরিয়ে আমার কাজে নিযুক্ত করা হোক্। তোমাদের সকলের মধ্যে আমিই কেবল মৃত, তোমরা শতবর্ষ বেঁচে থাকো।

[প্রস্থান।

বিচক্ষণা।—ওকে আদর দেবেন না। কপিঞ্জল ঠাকুর নরম হলেই গরম, আর গরম হলেই নরম। দেখুন, জল দিয়ে ভিজোলে, শোণের দড়ির গেরো আরো এঁটে যায়। দেবি, ওর ব্যবহারটা একবার দেখুন।

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

গোপ-বধূজন সবে গাইতে গাইতে গান
চরণে দোলায় যবে
মনোহর দোলা,
দেখেন দিনেশ তাহা খঞ্জ-অশ্ব-রথে চড়ি,'
তাই অতি দীর্ঘ বলি'
মনে হয় বেলা।

(যবনিকা অপসারণ পূর্ব্বক তাড়াতাড়ি বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূষক।—আসন দে—আসন দে।

রাজা।—আসনে কি হবে?

বিদূষক।—ভৈরবানন্দ আস্‌চেন।

দেবী।—কি! তিনি?—লোকের মুখে যাঁর অলৌকিক সিদ্ধির কথা শোনা যায়?

বিদূষক।—হাঁ, তিনিই।

রাজা।—তাঁকে নিয়ে এসো।

(বিদূষক প্রস্থান করিয়া তাঁহার সহিত পুনঃপ্রবেশ)

ভৈরবানন্দ।—(কিঞ্চিৎ মদ্যপান করিয়া পাঠ)

কিবা মন্ত্র কিবা ধ্যান, কিবা তন্ত্র কিবা জ্ঞান,
এ সব কিছুই নহে—গুরুর প্রসাদে।
অনুসরি কৌল-মার্গ লভি মোক্ষ অপবর্গ,
মদিরা প্রমদা মোরা ভুঞ্জি মনসাধে॥
কি বিধবা কি সধবা, তন্ত্রেতে দীক্ষিতা যেবা,
ধর্ম্মদারা মোদের সবাই,
খাই মাংস, খাই মদ্য, ভিক্ষায় সংগ্রহ খাদ্য,
চর্ম্ম-খণ্ডে শয়ন বিছাই।
এই কৌলাচার ধর্ম্ম কার কাছে নহে রম্য
বল দেখি সবারে সুধাই॥

অপিচ:—

হরি-ব্রহ্মা-আদি-দেব কহেন গো—"হয় মুক্তিলাভ
ধ্যানে, বেদপাঠে, আর অনুষ্ঠান করি' যজ্ঞ-যাগ",
কিন্তু এই কথা শুধু কহে উমাপতি
—"রতি-কেলি-সুরাতেও হয় গো মুকতি।"

রাজা।—এই আসন; বসুন ভৈরবানন্দ!

ভৈরবানন্দ।—(বসিয়া) এখন কি করতে হবে বলুন।

রাজা।—একটা কোন কিছু আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখ্‌তে ইচ্ছা করি।

ভৈরবানন্দ।—

দেখাব সে শশাঙ্করে ভূতলে নামায়ে,
নভঃ-পথে রবি-রথে দিব গো থামায়ে।
যক্ষ-সুর-সিদ্ধাঙ্গনা আনি দিব সদ্য,
নাহি কিছু ভূমণ্ডলে যা' মোর অসাধ্য।

তঃ, এখন বলুন, কি কর্‌তে হবে।

রাজা।—বয়স্য! তুমি কি কোথাও অপূর্ব্ব মহিলা-রত্ন দেখেছ?

বিদূষক।—দেখেছি বৈ কি।

রাজা।—কোথায়, বল দেখি?

বিদূষক।—এই দাক্ষিণাত্যে বৈদর্ভ নামে এক নগর আছে, সেইখানে এক কন্যারত্ন দেখেছি। তাকেই আনা হোক্ না।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা, আন্‌চি।

রাজা।—সেই পূর্ণচন্দ্রকেই ধরাতলে নামানো হোক্ না।

(ভৈরবানন্দের ধ্যান)

(পরে, যবনিকা অপসারণ করিয়া সহসা নায়িকার প্রবেশ ও সকলের দর্শন)

রাজা।—ওহোহো! আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!

অঞ্জন ধুইয়া গেছে, আঁখি দুটি রাঁগা,
আননে লাগিয়া আছে অলকের আগা,
কুন্তল-পল্লবচয় আ-পাণি লম্বিত,
বিন্দু বিন্দু বারি তাহে হয় আন্দোলিত।
স্নান-কেলি-স্থিতা বলি' পরিধানে একটি বসন,
কি আশ্চর্য্য নারী এই যোগীশ্বর করে আনয়ন।

অপিচ:—

ঘন-স্তনস্থল হতে, বাসাঞ্চল পড়িছে খসিয়া,
এক হস্তে তাই দেখ, কত করি, রাখে সামালিয়া।
অন্য হাতে আটকিছে, কটির বসন বিচলিত,
হেন চিত্র কার চিত্তে, বল দেখি না হয় চিত্রিত?

বিদূষক।—

স্নান-কালে হইয়াছে, পরিত্যক্ত সর্ব্ব-আভরণ,
বিভ্রম-তরঙ্গ-ভঙ্গ, একমাত্র ইহার ভূষণ।
আর্দ্র এ বসন লাগি, দেখ কিবা তনু লোমাঞ্চিত,
সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্ব-ধন, দৃষ্টি-মাঝে যেন রে সঞ্চিত।

নায়িকা।—(সকলকে অবলোকন করিয়া স্বগত) এঁর গম্ভীর মধুর শ্রী-সৌন্দর্য্য দেখে মনে হয়, ইনি কোন মহারাজা হবেন। আর ইনিই বোধ হয় এঁর মহিষী। যেন হরের অর্দ্ধাঙ্গিনী সাক্ষাৎ গৌরী। আর ইনি কোন যোগীশ্বর হবেন। আর এঁরা বুঝি পরিজন। কিন্তু নিজ মহিলা নিকটে থাকা সত্ত্বেও রাজা আমাকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখ্‌চেন। (ত্রস্তভাবে দর্শন)

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি চুপিচুপি) ইহার:—

কণ্টকিত কেতকীর ডোঙা-পারা দল-সম
তুল্য যে আঁখির
তাহা হতে সুতরল তীখণ কটাক্ষচ্ছটা
হইয়া বাহির
কর্পূরের রসে কি গো ধবলিত করিল আমায়?
স্নাত কি করিল মোরে সুবিশদ জোছনা-ধারায়?
মুকুতার ঘন রেণু দিল কি গো মাখাইয়া গায়?

বিদূষক।—আহা! কি চমৎকার রূপ!

ত্রিবলি-বেষ্টিত কটি— বালকে করিতে পারে
মুঠায় ধারণ;
জঘনের পরিসর দুই বাহু দিয়া তবে
হয় গো বেষ্টন।
নেত্রের উপমাস্থল যাহা কিছু বিশাল ধরায়।
প্রত্যক্ষ করিলেও—চিত্তে এঁরে লেখা নাহি যায়॥

যদিও স্নানে সমস্ত বিলেপন ধুয়ে গেছে, যদিও সমস্ত ভূষণ অঙ্গ হতে নামিয়ে রেখেছেন, তবু কেমন সুন্দর দেখাচ্চে।

অথবা:—

রূপহীনা যে রমণী তার শোভা অলঙ্কারে
হয় বিভূষিত;
স্বভাব-সুন্দর যে গো তার শোভা তাহে শুধু
হয় বিকশিত।

রাজা।—এইরূপই বটে।

বর্ণের লাবণ্য যেন নবজাত সুবর্ণের প্রায়;
সুদীর্ঘ নয়ন যেন শ্রুতিযুগে গড়াইয়া যায়;
কপোল-ফলক যেন দ্বিখণ্ডিত-চন্দ্র-আধখান;
পঞ্চশর কামদেব লয়ে হাতে নিজ পঞ্চবাণ
শোষণ-মোহন শর সন্ধান করিয়া আমা'পরে,
রাখিলা নিকটে এঁরে—আমারেই বিঁধিবার তরে।

বিদূষক।—(হাসিয়া) জানি এঁর শোভা-রত্ন সকল রাস্তায় পড়ে' গড়াগড়ি যাচ্ছে!

সুন্দর কামিনী-অঙ্গ—নিজ গুণে অলঙ্কৃত—
স্বভাবতঃ কিবা শোভা পায় ;
অপর রমণীদের তনু-শ্রীটি আচ্ছাদিয়া
বসন-ভূষণ শুধু ভায়।
এইরূপ অপরূপ সৌন্দর্য্য যাঁহার
ধৃতধনু অনঙ্গ সে নিত্য ভৃত্য তাঁর।

অপিচ :—

জঘন বিস্তৃত হেন,—কাঞ্চীলতা তিষ্ঠিতে না পারে ;
স্তনযুগ উচ্চ হেন,—স্তনমুখ নাভি না নেহারে।
নয়ন বিশাল হেন,—কর্ণোৎপলে নাহি প্রয়োজন ;
দ্বিচন্দ্র-পূর্ণিমা-প্রায় তাঁর সেই উজ্জ্বল আনন।

দেবী।—ওগো কপিঞ্জল ঠাকুর! তুমি জিজ্ঞাসা কর দিকি উনি কে?

বিদূষক।—(তাহার প্রতি) এস গো সুন্দরি! এইখানে বসো। বল দিকি তুমি কে?

রাজা।—এঁর জন্য আসন।

বিদূষক।—আমার এই উত্তরীয়ই এঁর আসন। (বসিবার জন্য নিজ উত্তরীয় দান) ওগো! এখন বল দিকি যা জিজ্ঞাসা কর্‌লেম।

নায়িকা।—এই কুন্তলদেশে বিদর্ভ নামে এক নগর আছে; সেখানে সর্ব্বজনবল্লভ নামে এক রাজা আছেন।

দেবী।—(স্বগত) তিনি তো আমার মেসো হন।

নায়িকা।—তাঁর গৃহিণীর নাম শশিপ্রভা।

দেবী।—(স্বগত) তিনি তো আমার মাসী।

নায়িকা।—আমি তাঁদেরই কন্যা।

দেবী।—(স্বগত) শশিপ্রভার গর্ভ ভিন্ন এরূপ রূপরাশি আর কোথায় সম্ভব? বৈদূর্য্য-শলাকা আর কোথায় জন্মে? (প্রকাশ্যে) তুমি তবে কর্পূরমঞ্জরী?

নায়িকা।—(সলজ্জে অধোমুখে অবস্থান)

কর্পূরমঞ্জরী।—দিদি! কর্পূরমঞ্জরীর এই প্রথম প্রণাম গ্রহণ করুন।

দেবী।—ভৈরবানন্দ মহাশয়! আপনার প্রসাদে, কর্পূরমঞ্জরীকে দেখে অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ কর্‌লেম। ইনি পনর দিন এইখানেই থাকুন। তার পর, ধ্যানের ব্যোমযানে তুলে আবার ওঁকে নিয়ে যাবেন।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা, দেবী যা বল্‌চেন, তাই হবে।

বিদূষক।—(রাজাকে উদ্দেশ করিয়া) ওগো, আমরা তো নিঃসম্পর্কীয় বাহিরের লোক। নিজ আত্মীয়ের সঙ্গে এঁর এখন মিলন হল। এঁরা তো সম্পর্কে দুই ভগিনী। আর পূজনীয় ভৈরবানন্দই এ দুই জনের মধ্যে মিলন ঘটিয়ে দিলেন। এই ভূ-সরস্বতী মহিলাটি দেবীর দ্বিতীয় দেহ বল্লেও হয়।

দেবী।—ভৈরবানন্দ কর্পূরমঞ্জরীর সঙ্গে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মিলন ঘটিয়ে দিলেন, ওঁকে বিশেষরূপে তুষ্ট করা কর্ত্তব্য।

বিচক্ষণা।—যে আজ্ঞে দেবি।

দেবী।—(রাজার প্রতি) মহারাজ, আমি তবে এঁকে অন্তঃপুরে গিয়ে নিয়ে এঁর বেশভূষার আয়োজন করি গে।

রাজা।—চম্পক-লতার আলবাল, কস্তূরী-কর্পূরেই পূর্ণ করা উচিত।

(নেপথ্যে)

একজন বৈতালিক।—মহারাজের সুখ-সন্ধ্যা হোক্!

দিবসের পিণ্ডীকৃত জীবনের প্রায়
তপন-মণ্ডল ওই, গেল যে কোথায়
এই মুহূর্ত্তের মাঝে—নাহি জানে কেহ;
কিন্তু গো নলিনী ভাবি' নাথের বিরহ
অতি দীর্ঘ—সেই শোকে হইয়া মূর্চ্ছিত,
পঙ্কজ-নয়ন তার করে নিমীলিত।

লীলামণি-বিনির্ম্মিত * বলভী যাহাতে অবস্থিত,
আর, নানা চিত্রে যার ভিতরের প্রাচীর চিত্রিত,
হেন বাসগৃহ-দ্বার কিঙ্করীরা করি উদ্ঘাটন,
বিছায় গো তাড়াতাড়ি ঋতু-যোগ্য বিলাস-শয়ন ;
শিল্পীনারী সৈরিন্ধ্রীর † পট্টনাদ হয় সমুত্থিত,
—রুষ্ট তুষ্ট নারীদের মধুর হুঙ্কার বিনিঃসৃত।

রাজা।—চল, আমরাও সন্ধ্যার বন্দনা করি গিয়ে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি প্রথম যবনিকান্তর।

---

* গৃহের ছাদের উপর মন্দির-চূড়াবৎ কপোত-নিলয়।
† প্রস্তর দ্বারা কোন দ্রব্য চূর্ণ করিবার শব্দ।

দ্বিতীয় যবনিকান্তর

(রাজা ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী ।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই দিক দিয়ে মহারাজ—এই দিক দিয়ে ।

রাজা ।—(কিয়ৎ পদ গমন করিয়া, কর্পূর-মঞ্জরীকে মনে করিয়া)

একচিত্তে মগ্ন বালা ধ্যানেতে আমার,
চারি ভাব দেখা দেয় তনুতে উহার :—
সুস্থির নিতম্বদেশ—তিলমাত্র নহে বিচলিত ;
উদরের বলী-রেখা অল্প-অল্প হয় তরঙ্গিত ;
আমা পানে চাহি' দেখে, ফিরি ফিরি গ্রীবা বাঁকাইয়া ;
ফিরাইতে চন্দ্রানন, স্তনে পড়ে কুন্তল লুটিয়া ।

প্রতীহারী ।—(স্বগত) এ কি ! একটা পাত-তাড়ির মত—কতকগুল লেখা অক্ষরের মত এখনও যে মহারাজ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন । আচ্ছা, আমি বসন্ত বর্ণনা করে' ওঁর তদ্গত হৃদয়ের আবেগটা একটু কমিয়ে দি । (প্রকাশ্যে) অল্প-অল্প বিকশিত এই পুষ্পোদ্যানের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন মহারাজ ।

কোকিলার কণ্ঠরোধ প্রথমেই করিয়া মোচন,
অলির গুঞ্জন-রবে মধুরিমা করিয়া অর্পণ,
বিরহী কোকিল-মাঝে সঞ্চারিয়া রাগ পঞ্চস্বর,
দেখা দেয় রতি-ভোগ্য রাগোন্মত্ত বসন্ত-বাসর ।

রাজা ।—(সানুরাগে তাহা শ্রবণ করিয়া)

যে আঁখি দর্শন করি' সভাজন-নেত্র-মাঝে
লাবণ্যের শত নদী হয় বহমান ;
সৌভাগ্যের পারস্থিত যে আঁখি-নগর-মাঝে
বিভ্রম-বিলাস-হাস করে অবস্থান ;
সেই পদ্ম-সর-আঁখি অন্তরে শৃঙ্গার-রস
করে সঞ্জীবিত ;
তাহে পুন কন্দর্প ধনুকেতে তীক্ষ্ণ শর
করে সংযোজিত ।

(সোন্মাদের ন্যায়) সেই হরিণ-নয়নাকে যে অবধি দর্শন করেছি, সেই অবধিই সে :—

চিত্তে মোর অবস্থিত :— নাহি সে সৌন্দর্য্য-মাঝে
তিলমাত্র ক্ষয় ।
লুণ্ঠে সে শয্যায় মোর, সঞ্চরণ করে সে যে
সর্ব্ব দিক্-ময় ।
রহে সে বচনে মোর, কাব্যের প্রবন্ধ-মাঝে
তাহারি উদয় ;
ওই তরুণীর রূপ চির-ধ্যান করিলেও
অটুট অক্ষয় ।

অপিচ :—

তার সেই তীক্ষ্ণতম সুচপল নয়নের
তৃতীয়াংশ-মাত্র দৃষ্টি
পড়ে যার পানে,
আহত হয় গো সেই —মদনে, মধুপে, চন্দ্রে,
আর বনকোকিলের
পঞ্চম-সুতানে ;
কিন্তু তার পূর্ণ দৃষ্টি যদি কারো'পরে কভু
হয় নিপতিত,
তবে আর রক্ষা নাই— তিল-জলাঞ্জলি-যোগ্য
হয় সে নিশ্চিত ।

(স্মরণের ভাবে) অপিচ :—

নয়নের অগ্রভাগে, সারি সারি রহে কত ভৃঙ্গ ;
আর তারি মধ্যদেশে—ঘনীভূত দুগ্ধের তরঙ্গ ;
—তির্য্যক্ দৃষ্টিতে রাজে ধৃতধনু সাক্ষাৎ অনঙ্গ ।

(চিন্তা করিয়া) প্রিয় বয়স্যের এত বিলম্ব হচ্চে কেন ?

(বিদূষক ও বিচক্ষণার প্রবেশ ও পরিক্রমণ)

বিদূষক ।—বলি ওহে বিচক্ষণা, এ সব কি সত্যি?

বিচক্ষণা ।—খুবই সত্যি ।

বিদূষক ।—আমার প্রত্যয় হয় না ; কেন না, তুমি বড় পরিহাসশীলা ।

বিচক্ষণা ।—ঠাকুর ! ও কথা বোলো না । পরিহাসের সময়ে পরিহাস—আবার কাজের সময়ে কাজ ।

বিদূষক ।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া)

এই যে, আমার প্রিয় বয়স্য মানস-হারা হংসের মত, মদবারিস্রাবে ক্ষীণ করীর মত, তাপম্লান মৃণালের মত, বিগতপ্রভ দিন-দীপের মত, প্রভাতের পূর্ণ-চন্দ্রের মত, একেবারে পাণ্ডুবর্ণ ও ক্ষীণ হয়ে পড়েছেন ।

উভয়ে ।—(পরিক্রমণ করিয়া) মহারাজের জয় হোক্ !

রাজা ।—ওহে ! বিচক্ষণার সঙ্গে দেখ্‌চি, তোমার আবার মিল হয়ে গেছে ।

বিদূষক।—বিচক্ষণা আজ আমার সঙ্গে সন্ধি করতে এসেছিল। তার সঙ্গে আমার সন্ধি হয়ে গেছে—তাই আজ সার'-বেলটা দুজনে মিলে মন্ত্রণা করা গেছে।

রাজা।—সন্ধি করে' ফলটা কি হ'ল বল দিকি।

বিদূষক।—কোন প্রিয়জনের কাছ থেকে বিচক্ষণা পত্র নিয়ে এসেছে।

রাজা।—(গন্ধ সূচনা করিয়া) যেন কোত্থেকে কেতকীকুসুমের গন্ধ আস্‌চে।

বিচক্ষণা।—আমার হাতেই কেতকীপত্রের লিপি রয়েছে।

রাজা।—বসন্তকালে কেতকী-কুসুম কি করে' এল ?

বিচক্ষণা।—ভৈরবানন্দ-দত্ত মন্ত্র-প্রভাবে, দেবীর গৃহোদ্যানে একটি কেতকীলতায় ফুল ধরেছে। যে চতুর্থীতে দোলোৎসবের শেষ হয়, সেই সময় দেবী ঐ কেতকীর পাতা দিয়ে গৌরীর অর্চ্চনা করেছিলেন। তার মধ্যে দুটি পাতা কনিষ্ঠা ভগিনী কর্পূর-মঞ্জরীকে তিনি দেন!—কর্পূর-মঞ্জরী তার একটি পাতায় গৌরীর অর্চ্চনা করেন—অন্যটিতে :—

মৃগনাভি-মসী দিয়া দুইটি শোলোক লিখি'
পাঠাইলা সখী তব এ কেতকী-পুষ্প-লিপি।

রাজা।—(খুলিয়া পাঠ)

"কুসুমের রসে হংসী পিঙ্গল বরণে তনু
করয়ে রঞ্জিত ;
হংসী-পতি হংস তাই ভাবি' তারে চক্রবাকী
হইল বঞ্চিত।
এক স্থানে থাকিয়াও তিলার্দ্ধও তব দৃষ্টি
নাহি আমা পানে ;
বুঝি এই কষ্ট মোর —নিজ পূর্ব্ব-দুষ্কৃতির
ফল পরিণামে।"

(দুই তিনবার পাঠ করিয়া) এই অক্ষরগুলিকে মদনের রসায়ন বল্লেও হয়।

বিচক্ষণা।—প্রিয় সখীর অবস্থা বর্ণনা করে' দ্বিতীয় কবিতাটি আমিই রচনা করেছি, মহারাজ পাঠ করুন।

রাজা।—(পাঠ)

তোমার বিরহে, এঁর —দীর্ঘ দিবানিশা-সহ—
নিঃশ্বাসো দীরঘ অতিশয় ;
মণি-বলয়ের সাথে স্খলিত হয় গো এঁর
নেত্র হতে অশ্রু-বিন্দুচয় ;
উদ্বেগিনী তনুলতা শুকায়ে যেতেছে দিন দিন
তা-সহ জীবিত-আশা, ক্রমশঃই হইতেছে ক্ষীণ।"

বিচক্ষণা।—আমার জ্যেষ্ঠা ভগিনী সুলক্ষণা ওঁর অবস্থা বর্ণনা করে' এই পত্রে যে শ্লোকটি লিখেছেন, মহারাজ তা' শুনুন।

হারগাছি-সমতুল্য সুদীর্ঘ নিশ্বাস সদা বহে ;
চন্দনে যন্ত্রণা দেয় ; চন্দ্রমা তনুরে শুধু দহে ;
স্মৃতি-সম মুখেতেও হাস্য শোভা যেন গো মিলায় ;
অঙ্গগুলি পাণ্ডুবর্ণ দিবসের শশিকলা-প্রায়।
তোমা-তরে হে সুন্দর ! অশ্রুবারি হয়ে বিগলিত
সরিৎ-আকারে যেন অহর্নিশ হয় প্রবাহিত।

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) কি আর বল্‌ব ! সুকবিত্বে ইনি তোমার জ্যেষ্ঠা ভগিনীই বটেন।

বিদূষক।—এই বিচক্ষণা মহীতল-সরস্বতী ; আর এঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ত্রিভুবন-সরস্বতী। এঁদের সঙ্গে আমি আর টক্করা-টক্করি করব না। তবে আমার নিজের ধরণে মদনাবস্থা বর্ণনা করে' একটা কবিতা লিখেছি, সেইটে শোনাই।

রাজা।—আচ্ছা, পড় দিকি, শোনা যাক্।

বিদূষক।—

জোছনা কত না উষ্ণ, চন্দন সে গরলের প্রায় ;
হার সে ক্ষতের ক্ষার, দেহ দহে রজনীর বায় ;
মৃণাল করাল-বাণ, জলে শুধু তনুলতা জলে,
যদবধি হেরিয়াছি সে পঙ্কজ-বদন-মণ্ডলে।

রাজা।—বয়স্য ! কিঞ্চিৎ চন্দনরস তোমারও লাভ হবে। এখন তাঁর সমস্ত বৃত্তান্তটা বল দিকি। অন্তঃপুরে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেবী কি কর্‌লেন ?

বিদূষক।—তাঁকে মণ্ডিত, তিলকিত, ভূষিত ও তোষিত কর্‌লেন।

রাজা।—বিচক্ষণা, তুমি বল, দেবী কি কর্‌লেন।

বিচক্ষণা।—

ঘরষিত হল অঙ্গে মৃত্তিকা কোমল ;
কুঙ্কুমের পঙ্কে তনু হইল পিঙ্গল।

রাজা —

স্বর্ণ-কান্তি হল যেন রসানে উজ্জ্বল॥

বিচক্ষণা।—

মরকত-নূপুরেতে ভূষিত চরণ
বয়স্যা সখীরা সবে করিল ধারণ।

রাজা।—

অধোমুখী তাঁর সেই পঙ্কজ-চরণ
নূপুর সে ভৃঙ্গী সম করিল বেষ্টন।

বিচক্ষণা।—

শুক-পিচ্ছ-সম নীল পট্ট-বাস করে পরিধান।

রাজা।—

খর-বায়ু-সঞ্চালিত কদলীর দলাগ্র-সমান॥

বিচক্ষণা।—

নিতম্ব-ফলকে তার পদ্মরাগমণি-কান্তি
হয় নিবেশিত।

রাজা।—

স্বর্ণ-শৈল-শিলা'পরে, ময়ূর করে গো যেন
নৃত্য প্রকটিত॥

বিচক্ষণা।—

কর-পদ্মযুগে তার, দেওয়া হ'ল বলয় মণির ;

রাজা।—

অবনত-মুখে যেন, শোভা পায় মদন-তূণীর।

বিচক্ষণা।—

স্থাপিত হইল কণ্ঠে পরিপুষ্ট মুকুতার
উৎকৃষ্ট হার ;

রাজা।—

তারকা-মণ্ডল যেন যতনে করয়ে সেবা
মুখচন্দ্র তার।

বিচক্ষণা।—

রতন-কুণ্ডল-যুগ দেওয়া হ'ল শ্রবণ-যুগলে ;

রাজা।—

বদন-মদন-রথ. তাহে যেন দুই চক্রে চলে।

বিচক্ষণা।—

শোভন অঞ্জন দিয়া হ'ল তার নয়ন রঞ্জিত ;

রাজা।—

নব-নীলোৎপল-শর স্মর যেন করিল সজ্জিত।

বিচক্ষণা।—

কুটিল অলক-মালা লুটাইয়া ললাটে বিরাজে ;

রাজা।—

কৃষ্ণমৃগ রহে যেন পরিপূর্ণ শশাঙ্কের মাঝে।

বিচক্ষণা —

কুসুম-গুচ্ছের রাশি কবরীতে রহে গো নিহিত ;

রাজা।—

শশি-রাহু-মল্ল-যুদ্ধ তাহে যেন হয় প্রকটিত।

বিচক্ষণা।—

এইরূপে ইচ্ছামত তারে দেবী ভূষিলা যতনে ;

রাজা।—

সাজান সুরভি-লক্ষ্মী যথা কেলি-কুসুম-কাননে।

বিদূষক।—মহারাজ ! আমি এখন একটা পারমার্থিক তত্ত্ব বলি, শুনুন :—

দৃষ্টি যার মনোহর তরল ধবল,
তার উপযুক্ত কি গো এ ছার কজ্জল ?
সুবিস্তীর্ণ স্তন যার কলসের প্রায়,
এই ছার হার কি গো তাহে শোভা পায় ?
জঘন-ফলক যার শোভে চক্রাকারে,
কাঞ্চী-আড়ম্বর কেন তার চারিধারে ?
এমন সুন্দরী যে গো—ভূষণ তাহার
দূষণ নামের যোগ্য—কি কহিব আর।

রাজা।—(তাহাকে উদ্দেশ করিয়া)

ত্রিবলী-অঙ্কিত নাভি, তুঙ্গস্তন স্পর্শে বাহুমূল,
উচ্ছ্বসিত সুনিতম্ব, সুচিক্কণ স্নানের দুকূল,
এসবে সূচিত হয় সৌন্দর্য্য তারুণ্য—নাহি ভুল।

বিদূষক।—(সক্রোধের ন্যায়) ওগো ! আমি ওঁকে সর্ব্বালঙ্কারের সহিত বর্ণনা কর্‌লেম, আর তুমি কি না ওঁর জল-লুপ্ত প্রসাধনের কথাটাই স্মরণ কর্‌চ?

তুমি কি মহারাজ শোনোনি ?—

সুন্দর যে স্বভাবতঃ অলঙ্কারে বিকসিত
হয় তার রূপ।
সাঁচ্চা মণি, বিভূষিত হইলে কাঞ্চনে, ধরে
শোভা অপরূপ॥

রাজা।—

বেশ-রচনার গুণে নিতম্বিনী সুন্দরীরা
মূঢ়-চিত্ত করয়ে হরণ ;
স্বভাব-সৌন্দর্য্য কিন্তু সুরসিক জনদের
হৃদয়েরে করে আকর্ষণ।
শর্করা-সংযোগে কভু এই দ্রাক্ষারস
নাহি হয় আস্বাদনে মধুর সরস !

বিচক্ষণা।—মহারাজ ঠিক্‌ই আজ্ঞা করেচেন।

যে সুন্দরী পীনস্তনী আকর্ণ বিস্তৃত যার
নয়ন-অপাঙ্গ,

চন্দ্র-সম মুখচন্দ্র, লাবণ্য-প্রবাহে যার
সিক্ত সর্ব্ব-অঙ্গ,
যতই কর না কেন বেশভূষা পরিপাটী
তাহাতে রূপ কি তার
তিলমাত্র হইবে বর্দ্ধন ?
প্রকৃত কথাটি এই :— সকল ভূষণ দেহে
হইলেও সংযোজিত
আসলের না হয় খণ্ডন ॥

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি) ওগো কপিঞ্জল ! বিচক্ষণার উপদেশটা শুন্‌লে ?

কৃত্রিম সে অলঙ্কারে কি হইবে কাজ ?
প্রতারণা-তরে শুধু নটীদের সাজ।
নিজ অঙ্গ হয় যদি জনমনোহর
তবেই সে অঙ্গনাকে দেখায় সুন্দর।
অকৃত্রিম সুদুর্লভ রূপরাশি, যে নারীর
সর্ব্ব-অঙ্গ ছায়,
সুখের যৌবন-কালে বেশভূষা প্রসাধন
সে কি কভু চায় ?

বিচক্ষণা।—মহারাজ ! আমি একটা কথা নিবেদন করি, শুধু দেবীর নিয়োগেই আমি তাঁর অনুগত হইনি। কর্পূর-মঞ্জরীর সঙ্গে আমার "তারা-মৈত্রী" বন্ধুত্ব জন্মেছে ;—প্রথম দৃষ্টিতেই আমরা পরস্পরকে ভালবেসেছি। এই জন্যই তাঁর কাজে আমার এত অনুরাগ। আবার সেবিকার ভাবে একটা কথা মহারাজকে নিবেদন করি, শুনুন :—

পরীক্ষিতে তাপ তাঁর সখীগণ স্তনদেশ
দেখে হাত দিয়া,
তাপদগ্ধ হয়ে কিন্তু সেই হাত পুনঃ পুনঃ
লয় সরাইয়া।
এ হতে অধিক আছে সুখকর ত্রাসকর
কথা এক—করুন শ্রবণ :—
হস্তছত্রে নিবারিয়া চন্দ্রের কিরণ, তিনি
বিভাবরী করেন যাপন।

শেষে যা স্থির হল, কপিঞ্জল তা মহারাজের কাছে এখনি নিবেদন কর্‌বেন। আর সেইমত মহারাজেরও কাজ কর্‌তে হবে।

রাজা।—কি স্থির কর্‌লে, বল।

বিদূষক।—আজ দোল-চতুর্থী। আজ দেবী, কর্পূর-মঞ্জরীকে গৌরী সাজিয়ে দোলায় চড়াবেন। আর, মহারাজ মরকতকুঞ্জে থেকে তাঁর সেই দোলন দেখ্‌বেন, এইরূপ স্থির হয়েচে। দেবী এত চতুরা হয়েও বিলক্ষণ প্রতারিত হয়েছেন। কথায় বলে, "বুড় বিড়ালী দুধ মনে করে' ঘোল খায়"—এ ঠিক্ তাই হয়েছে।

রাজা।—তোমার মত কাজের লোক কি আর দুটি আছে ? সমুদ্রের বৃদ্ধি চন্দ্র ছাড়া আর কে কর্‌তে পারে বল ?

(পরিক্রমণ করিয়া কদলী-গৃহে প্রবেশ)

বিদূষক।—এই স্ফটিকমণির উচ্চ বেদিকা। প্রিয়সখা, এইখানে তুমি বোসো।

রাজা।—(তথা করণ)

বিদূষক।—(হাত তুলিয়া) ওগো ! ঐ দেখ পূর্ণিমার চাঁদ।

রাজা।—(দেখিয়া) এই যে ! আমার প্রিয়া দোলায় উঠেচেন—তাই ঐ চাঁদমুখটিকে পূর্ণিমার চাঁদ বলে' কপিঞ্জল নির্দ্দেশ কর্‌চে। (চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

সমাচ্ছন্ন করি' যত পুরনারীগণের আনন,
লাবণ্য-জ্যোছনা-জলে প্রক্ষালিয়া গগন-প্রাঙ্গণ,
দর্শক-রমণীদের হৃদয়-নিহিত দর্প
একেবারে করিয়া দলন,
দোলা-লীলাভরে, কিবা সরল তরল ভাবে
দেখা দেয় ওই চন্দ্রানন।

অপিচ :—

সুধবল-ধ্বজ-পটে শোভমান উচ্চ পুরদ্বারে
সুর-নারী-ব্যোমযান ঘণ্টারবে যেমতি সঞ্চারে,
সেইরূপ দোলাখানি জনচিত্ত করিয়া হরণ
উর্দ্ধ-অধঃ-আকর্ষণে, কভু করে প্রাকার লঙ্ঘন,
কভু বেগে ওঠে নামে, আসে যায়—অতি মনোরম।

অপিচ :—

রম্-ঝম্-রম্-ঝম্ বাজে কিবা রতন-নূপুর ;
ঝন্-ঝন্ বাজে হার—মেখলার কিঙ্কিণী
ঝিনি-ঝিনি বাজে সুমধুর ;
চঞ্চল বলয়াবলী—শিঞ্জাধ্বনি তাহে মনোরম ;
চন্দ্রাননা ললনার এ হেন হিন্দোল-লীলা
কার চিত্ত না করে হরণ ?

বিদূষক।—ওগো! তুমি তো সূত্রকার—আমি আবার বৃত্তিকার হয়ে সবিস্তারে বর্ণনা করি শোনো।

উপরিস্থ-স্তন-ভারে   হইয়াছে ভারাক্রান্ত
চরণ-কমল-যুগ তার।
নূপুর-শিঞ্জিত-রবে   মনমথ যেন ডাকে
কামী জনে করিয়া ফুৎকার।
দোল-লীলা-লম্পট   চক্র-সম গোলাকার
সুন্দরীর জঘন-পরিসর।
কাঞ্চী-মণি-কিঙ্কিণী   রব-চ্ছলে করে ব্যক্ত
হরষের অস্ফুট স্বর।
দোলনের আন্দোলনে   সরি' সরি' পড়ে যেই
মুক্তাবলী-হার
—পুষ্পবাণ-নৃপতির   কীর্ত্তি-লতা যেন উহা
করে গো বিস্তার।
সম্মুখের সমীরণ   সরায়ে উপরি-বস্ত্র
অন্য অঙ্গ করে প্রদর্শন;
—মদনে ডাকিয়া আনি   আদরে যতনে যেন
পার্শ্বদেশে করয়ে স্থাপন।
শ্রবণ-ভূষণ দুটি   কুঙ্কুম-লিপ্ত গণ্ড
ঘরষয়ে দোলনের বলে;
কতবার হ'ল দোল   সকৌতুকে তারি যেন
সংখ্যাপাত করে রেখাচ্ছলে।
দীঘল নয়ন দুটি   ঝটিতি হয় গো ফুল্ল
কৌতূহল-সুখে;
পঞ্চবাণ মনমথ   পদ্ম-শর যোড়ে যেন
আপন ধনুকে।
দোলনের রসে ভঙ্গ   কভু যাতে নাহি ঘটে,
স্মর তাই হয়ে সমুৎসুক,
থাকি থাকি বারম্বার   হানে যেন পৃষ্ঠ-দেশে
বেণী-রূপ মদন-চাবুক।

এ-হেন বিলাসোজ্জ্বল দোলনের চিত্র মনোহর
কার চিত্তে নাহি লিখে সুনিপুণ স্মর-চিত্রকর?

রাজা।—(সবিষাদে) এ কি! কর্পূর-মঞ্জরী দোলা থেকে নেমেছেন দেখচি। আহা! শূন্য ঐ দোলা—শূন্য এ হৃদয়—শূন্য আমার এই দর্শনোৎসুক নয়ন-দুটি।

বিদূষক।—আহা! বিদ্যুল্লতার মত একবার দেখা দিয়েই অদৃশ্য হলেন।

রাজা।—ও কথা বোলো না। বরং বল, রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরীর মত দেখা দিয়েই অদৃশ্য হলেন। (স্মরণের অভিনয় সহকারে)

মাঞ্জিষ্ঠী-বরণ ওষ্ঠ   অঙ্গ-যষ্টি—অভিনব
কাঞ্চন-সদৃশ সমুজ্জ্বল;
বাল-ইন্দু-ধবলিমা,   বিজয়িনী চারু দৃষ্টি,
অঞ্জনাভ সুচারু কুন্তল;
হরিণী-চঞ্চল আঁখি,   কতরূপ রেখা এতে
করয়ে বিলাস;
মহাদর্প কন্দর্প   যুব-জন-জয়ে যেন
পূর্ণ-অভিলাষ।

বিদূষক।—এই সেই মরকত-কুঞ্জ। দেখ প্রিয়-সখা, তুমি এইখানে বসে' তাঁর প্রতীক্ষা কর। সন্ধ্যাও নিকটবর্ত্তী। (উভয়ের তথাকরণ)

রাজা।—এমন শীতল যে হিমানী, এও সন্তাপ-দায়িনী বলে' আমার মনে হচ্ছে।

বিদূষক।—রাজলক্ষ্মী-মাত্র সহচরীকে নিয়ে এখন তুমি এখানে একটু বসো মহারাজ; আমি ততক্ষণ শীতল উপচার-সামগ্রীর আয়োজন করি। (প্রস্থান করিয়া সম্মুখে অবলোকন) ও কে?—বিচক্ষণা এই দিকে আস্‌চে না কি?

রাজা।—দুই মন্ত্রীর কথা-মত সঙ্কেত-কাল যেন নিকটবর্ত্তী।

হস্ত-পদ কিসলয়   নেত্রযুগ কুবলয়,
মুখ ইন্দু-প্রায়;
তনুটি চাঁপার কলি,   তবু চিত্ত উঠে জ্বলি
কি আশ্চর্য্য হায়!

বিদূষক।—(সম্যক্ অবলোকন করিয়া) এই যে! বিচক্ষণা শীতল উপচার-সামগ্রী নিয়ে এই দিকে আস্‌চে।

(উপচার-সামগ্রী লইয়া বিচক্ষণার প্রবেশ)

বিচক্ষণা।—(পরিক্রমণ করত) আহা! প্রিয়-সখীর বিষম বিরহজ্বর উপস্থিত।

বিদূষক।—(নিকটে আসিয়া) ওগো! এ সব কি?

বিচক্ষণা।—শীতল উপচার-সামগ্রী।

বিদূষক।—কার জন্য?

বিচক্ষণা।—প্রিয়সখীর জন্য।

বিদূষক।—ওর অর্দ্ধেক আমাকে দেও!

বিচক্ষণা।—কি জন্ত ?

বিদূষক।—মহারাজের জন্য।

বিচক্ষণা।—কারণটা কি ?

বিদূষক।—কর্পূরমঞ্জরীর কারণটাই বা কি ?

বিচক্ষণা।—তা তুমি জান না ?—মহারাজের দর্শন ভিন্ন আর কি কারণ হ'তে পারে ?

বিদূষক।—তুমিও তা কি জান ? কর্পূর-মঞ্জরীর দর্শন ভিন্ন আর কি হ'তে পারে ?

বিচক্ষণা।—আচ্ছা, মহারাজ এখন কোথায় ?

বিদূষক।—তোমার কথা-অনুসারে তিনি এখন মরকত-কুঞ্জে আছেন।

বিচক্ষণা।—আচ্ছা, তুমিও মহারাজের সঙ্গে মরকত-কুঞ্জে একটুখানি অপেক্ষা কর। দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে গেলে, এই শীতল উপচার-সামগ্রী-গুলিকে জলাঞ্জলি দেওয়া যাবে।

বিদূষক।—(তাহাকে টানিয়া) জলাঞ্জলি ?—আ মলো ! তোরই জলাঞ্জলি হোক্ ! (পুনর্ব্বার তাহাকে ঠেলিয়া) আমায় কি এখন দ্বারদেশে থাক্‌তে হবে ?

বিচক্ষণা।—দেবীর আদেশ-ক্রমে কর্পূর-মঞ্জরী আস্‌চেন।

বিদূষক।—কোথায় আস্‌তে আদেশ করেচেন ?

বিচক্ষণা।—দেবী যেখানে তিনটি গাছের চারা বসিয়েচেন।

বিদূষক।—কি কি গাছের চারা ?

বিচক্ষণা।—কুরুবক, তিলক, অশোক।

বিদূষক।—তাতে হবে কি ?

বিচক্ষণা।—দেবী এইরূপ বলেচেন :—

"ফুল ধরে কুরুবক কামিনীর আলিঙ্গনে ;
—দরশনে, তিলকের
কুসুম-বিকাশ ;
অশোক পুষ্পিত হয় কামিনীর পদাঘাতে ;
"সাধ" দিয়া তাহাদের
পূর' অভিলাষ।"

এখন তিনি তাই করবেন।

বিদূষক।—আচ্ছা, তবে প্রিয়সখাকে মরকতকুঞ্জ থেকে নিয়ে এসে তমালতরুর আড়ালে রেখে দি। তা হলে সেখান থেকে তিনি দেখ্‌তে পাবেন। (রাজার প্রতি) ওগো ! ওগো ! ঐ তোমার হৃদয়-সমুদ্রের চন্দ্রলেখা—একবার উঠে দেখ !

রাজা।—(তথাকরণ)

(বিশেষরূপে বিভূষিত হইয়া কর্পূরমঞ্জরীর প্রবেশ)

কর্পূরমঞ্জরী।—বিচক্ষণা কোথায় গেল ?

বিচক্ষণা।—(নিকটে আসিয়া) সখি ! দেবীর আদেশমত কাজ কর।

রাজা।—বয়স্য ! কাজটা কি বল দিকি ?

বিদূষক।—তমাল-গাছের আড়াল থেকে সবই জান্‌তে পারবে।

রাজা।—(তথাকরণ)

বিচক্ষণা।—এই কুরুবক।

কর্পূরমঞ্জরী।—(কুরুবককে আলিঙ্গন)

রাজা।— পীনস্তনী সুন্দরীর আলিঙ্গন-ভরে
অকস্মাৎ কুরুবক পুষ্পরাশি ধরে ;
এরি মধ্যে মধুপেরা পাইয়া সন্ধান
ওরি দিকে দেখ সবে হয় ধাবমান।

বিদূষক।—ওগো ! ইন্দ্রজালের কাজটা একবার দেখ :—

শিশু-তরু হইয়াও কুরুবক, তরুণীর
লভি' আলিঙ্গন,
মদন-শরের মত পুষ্প কত রাশি রাশি
করে উদ্‌গিরণ।

রাজা।—দোহদের প্রভাবই এইরূপ।

বিচক্ষণা।—আর এই তিলক-তরু।

(কর্পূর-মঞ্জরী আড়-দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবলোকন)

রাজা।—

তীক্ষ্ণ তরল দৃষ্টি অঞ্জনে ভূষিত
—পঞ্চশর যার পাশে নিত্য অবস্থিত
এ হেন সে মৃগাক্ষীর চারু-নেত্র-কটাক্ষের বলে
শাখা-শিরে দন্তসম ফুটে পুষ্প রোমাঞ্চের ছলে।

বিচক্ষণা।—এই অশোক-তরু।

(কর্পূরমঞ্জরীর চরণাঘাত)

নূপুর রণিত করি' চন্দ্রাননা করে যবে
অশোকেরে পদাঘাত
লীলা-ভঙ্গিমায়,
অমনি গো তরুটির সমস্ত শাখাগ্র-পরে
স্তবকে স্তবকে পুষ্প
দিব্য বাহিরায়।

গগন-অঙ্গন হ'ল দেখিবার যোগ্য বস্তু
সদ্য-বিকশিত ওই
পুষ্প-মহিমায়।

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! দেবী যে স্বয়ং গাছদের "সাধ" দিলেন না, তার কারণটা কি জান?

রাজা।—তুমি জান?

বিদূষক।—যদি দেবী রাগ না করেন তো বলি।

রাজা।—বল্‌তে দোষ কি?—মুক্তকণ্ঠে বল।

বিদূষক।—

যৌবন বিগত হলে থাকিতেও পারে অঙ্গে
অঙ্গনার রূপের বিকাশ,
কিন্তু ওগো যৌবনেই সৌন্দর্য্য-অধিষ্ঠাত্রী
দেবতার সাধের নিবাস।

রাজা।—তোমার অভিপ্রায়টা তো শুনলেম। আমি কিন্তু একটা কথা বলি।

ষোড়শী বালারা দেখ অধীর-হৃদয় অতি
অভিনব কৌতুহল-বশে;
কিন্তু গো আনতস্তনী প্রগল্‌ভা নারীই শুধু
পক্ক স্মর-রহস্যের রসে।

বিদূষক।—মনুষ্যের কথা দূরে থাক্‌, তরুরাও দেখ সৌন্দর্য্য-রহস্য-বশে বিকশিত হচ্চে। এরা কিন্তু রতি-রহস্য জানে না।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—মহারাজের সুখ-সন্ধ্যা হোক্‌!
লোক-লোচনের সাথে পদ্মবনে করি' অর্দ্ধ-
নিদ্রায় মগন,
মানিনী-মানস-সাথে নিজ তীব্র তীক্ষ্ণ ভাব
করিয়া মোচন,
মঞ্জিষ্ঠ-রক্তিম-ছবি, চক্রবাক্‌-মিত্র, পক্ক-
নারঙ্গ-বরণ
দিনমণি ওই দেখ দ্রুতগতি অস্তাচলে
করয়ে গমন।

রাজা।—দেখ বয়স্য, সন্ধ্যা হয়ে এল।

বিদূষক।—রতি-সংকেত-কাল উপস্থিত, তাই বন্দীরা বলুচে।

কর্পূরমঞ্জরী।—সখি বিচক্ষণে! আমি তবে যাই, সন্ধ্যা হয়ে এল।

বিচক্ষণা।—আচ্ছা সখি, তুমি যাও।

[পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় যবনিকান্তর।

তৃতীয় যবনিকান্তর

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(কর্পূরমঞ্জরীর উদ্দেশে)

চম্পকের কলিকারে দূর করি' দেও এবে,
কিবা কাজ বল হরিদ্রায়?
তপত-কাঞ্চন-কান্তি সুবিশুদ্ধ হইলেও
কেবা তারে আনে গণনায়?
বকুল-কুসুমরাশি হইলেও নবোদ্‌গত
বল দেখি কিবা ফল তায়?
নবোদিত ইন্দু-সম সুন্দর কিরণ যার
তার লাবণ্যের কাছে
ইহারা কোথায়?

অপিচ :—

মরকত-মণিযুক্ত প্রসারিত হারগাছি-সম,
মালতীর মালা-সম অর্দ্ধ-ঢাকা সুনীল অলিতে,
মুক্তকণ্ঠ-বিকীর্ত্তিত সেই চারু নেত্র অনুপম
গড়ায় শ্রবণে তার—আর তা' প্রবিষ্ট এই চিতে।

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! তুমি স্ত্রৈণের মত বিড়বিড় করে' কি বল্‌চ বল দিকি?

রাজা।—বয়স্য! স্বপ্নে আমি যাকে দেখেছি, তার কথাই এখন ভাব্‌চি।

বিদূষক।—ব্যাপারটা কি বল দিকি বয়স্য!

রাজা।—দেখ, আমি আছি শুয়ে কেলি-শয্যা'পরে;
দেখিনু স্বপনে,—সেই পঙ্কজ-বদনী
হস্তান্তরে আছে বসি, প্রহারিতে মোরে
তার পদ্ম-নেত্র-বাণে; আমিও অমনি
অঞ্চল ধরিনু তার শিথিল করিয়া,
কিন্তু হাত ছাড়াইয়া গেল সুনয়নী,
সেই সঙ্গে নিদ্রা মোর গেল গো ভাঙ্গিয়া।

বিদূষক।—(স্বগত) এইরূপ তা হ'লে বলা যাক্‌। (প্রকাশ্যে) দেখ বয়স্য, আজ আমিও একটা স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা।—(সপ্রত্যাশে) বল দিকি কিরূপ স্বপ্ন?

বিদূষক।—স্বপ্ন দেখ্‌লেম, আমি গঙ্গার স্রোতের উপর শুয়ে আছি। মহাদেবের মাথার উপরে যে গঙ্গার চরণ ন্যস্ত, সেই গঙ্গার জলে আমার সর্ব্বাঙ্গ ধুয়ে গেল।

রাজা।—তার পর—তার পর?

বিদূষক।—তার পর, শরৎকালবর্ষী জলধারায় আমাকে গ্রাস করে' ফেল্লে।

রাজা।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! তার পর?

বিদূষক।—তার পর, ভগবান্ মার্ত্তণ্ড স্বাতি নক্ষত্রে চলে' গেলে পর, যে সমুদ্রে তাম্রপর্ণী মিশেছে, সেই সমুদ্রে সেই মহামেঘও চলে' গেল। আমিও সেই মেঘের মধ্যে বসে' তারি সঙ্গে সঙ্গে চল্লেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর, সেইখানে গিয়ে সেই মেঘ স্থূল জলবিন্দু বর্ষণ করতে লাগ্‌ল। তার পর সমুদ্রের মধ্যে যে ঝিনুক থাকে, তারা তাদের আবরণ উদ্‌ঘাটন করে' জলবিন্দুদের পান করলে, সেই সঙ্গে আমাকেও পান করলে। আমি দশমাষা-প্রমাণ মুক্তাফল হয়ে তাদের গর্ভে রইলেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর,—

চউষট্টি শুক্তি-স্থিত— মেঘোৎপন্ন সেই সব
জলবিন্দুগণ
ক্রমে সুবর্ত্তুল স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল মুক্তা-রূপ
করিল ধারণ।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর শুক্তিদের গর্ভে থেকে আমিও মুক্তাফল হয়েছি বলে' মনে করলেম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর উপযুক্তকালে, সেই শুক্তিদের সমুদ্র হতে উঠিয়ে এনে বিদারণ করা হল। আমি চৌষট্টি মুক্তাফলের আকারে ছিলেম। লক্ষ সুবর্ণ দিয়ে একজন শ্রেষ্ঠী আমাকে কিনে নিলে।

রাজা। আহা! স্বপ্নের কি বিচিত্রতা! তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর, সেই শ্রেষ্ঠী একজন বেধকারকে এনে মুক্তাগুলিকে বিদ্ধ করালে। আমারও একটু বেদনা উপস্থিত হ'ল।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর,

প্রত্যেক সে মুকুতাটি দশ মাষা ওজনেতে
যার পরিমাণ
—তাহাতে গাঁথিয়া হার এক কোটি স্বর্ণমুদ্রা
হ'ল তার দাম।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূষক।—তার পর একজন বণিক, একটা কৌটায় করে' সেই হারটি, পাঞ্চালাধিপতি শ্রীবজ্রায়ুধদেবের কান্যকুব্জ নগরে নিয়ে গেল; আর সেইখানেই কোটি সুবর্ণ-মুদ্রায় বিক্রয় করলে।

রাজা।—তার পর, তার পর?

বিদূ।—তার পর,

রাজা, নিজ দয়িতার পীন-তুঙ্গ-স্তন-শোভা
করি' নিরীক্ষণ
আর সেই মুক্তা-হার- ছড়াটির চিত্তহারী
শোভা অতুলন,
অরপিলা কণ্ঠে তাঁর;—যত সব রসিক সুজন
ভালবাসে দেখিবারে সমানের যোগ্য সম্মিলন।

অপিচ:—

জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে মদনের শরাঘাতে
ত্রস্ত হয়ে দোঁহে যবে
হইলা মিলিত,
ঘন আলিঙ্গন-বশে সঙ্কালিত হ'ল স্তন
তাহার পীড়নে আমি
হনু জাগরিত।

রাজা।—(একটু হাসিয়া ও চিন্তা করিয়া)

এ মোর অলীক স্বপ্ন করিতেছি মনে মনে
আমি যে স্মরণ,
তারি পাল্টা স্বপ্ন বলি' তুমি চাহ করিবারে
মোরে নিবারণ?

বিদূষক।—ভ্রষ্ট রাজা, ক্ষুধাক্লান্ত ব্রাহ্মণ, অসংযত হৃদয়, বাল-বিধবা, বিরহাতুর মনুষ্য,—এরা, আশা-রূপ মোদকে আপনাকে আপনি প্রতারণা করে। তা ছাড়া, জিজ্ঞাসা করি তোমায় সখা, এ সব কার প্রভাবে ঘটচে?

রাজা।—প্রেমের।

বিদূষক।—যে প্রেম দেবীতে এত দিন বৃদ্ধি পেয়ে এসেছে, সেই প্রেমের বশে তুমি কি এখন সর্ব্বাঙ্গময় চক্ষে কর্পূর-মঞ্জরীকে নিরীক্ষণ করচ? দেবী কি তা অপেক্ষা রূপে গুণে কিছু কম?

রাজা।—ও কথা বোলো না।

কোনো কালে, কারো সনে ঘটে যদি প্রেমের বন্ধন,
রূপ নহে,—ওগো সখা বেশ জেনো—তাহার কারণ।
প্রেমই তো সন্ধান করে সৌন্দর্য্যরে,
তাহাতেই হইয়া উৎসুক,
তাই বলি বন্ধ হোক নিন্দাকারী দুর্জ্জন খলদের মুখ।

বিদূষক।—ওগো! এই যে "প্রেম—প্রেম" সবাই বলে, ঐ প্রেম জিনিসটা কি?

রাজা।—মদনের আদেশক্রমে, পরস্পর-সম্মিলিত নর-নারীর মধ্যে যে প্রণয়-গ্রন্থি নিবদ্ধ হয়, পণ্ডিতেরা তাকেই প্রেম বলেন।

বিদূষক।—সে কিরূপ?

রাজা।—

যাহাতে সরল-ভাব উভয়েরি আত্মমাঝে
হয় সমুদিত,
সংশয়-ঘটনা আদি সকল কলঙ্ক যাতে
সদা বিবর্জ্জিত,
মনোভব-দত্ত সেই সার-বস্তু, প্রেম-নামে
জগতে বিদিত।

বিদূষক।—তাকে কি করে' লক্ষ্য করা যায় বল দিকি?

রাজা।—দোঁহা-মাঝে পরস্পর সেই সে চঞ্চল দৃষ্টি
হয় নিপতিত
অপাঙ্গ পর্য্যন্ত যাহে উভয়ের চিত্ত যেন
হয় বিলুণ্ঠিত।
পরে মন্মথ-রস ক্রমে ক্রমে হয়ে বিবর্দ্ধিত
উভয়ের মনোভাব অচিরাৎ করে প্রকটিত।

অপিচ:—

অন্তর্নিবিষ্ট যাহে নানাবিধ বিলাস-বিভ্রম,
মদনে ভূষিত আর,—প্রেম তারে কহে সর্ব্বজন।
হইলেও দুর্লক্ষ্য হয় যাহা প্রকটিত ভবে,
মহা-স্মর-ইন্দ্রজাল বলি' তায় জানি মোরা সবে।

বিদূষক।—যদি চিত্তগত প্রেমেই অনুরাগ উৎপন্ন হয়, তবে এই সব অলঙ্কার-আড়ম্বরের বিড়ম্বনা কেন?

রাজা।—বয়স্য! এ কথা সত্য।

মেখলা, নূপুর, বালা, মস্তক-ভূষণে কিবা ফল,
কি কাজ সৌন্দর্য্য, রূপে, কিবা কাজ অলঙ্কারে বল?
অপর এমন কিছু রমণীতে আছে গো নিশ্চিত—
সৌভাগ্য-মঞ্জরী যাতে তাহাদের হয় গো আর্জ্জিত।

অপিচ:—

নৃত্য-গীতে কিবা ফল?—কিবা ফল মদিরা-সেবনে?
কি ফল অগুরু-ধূপে? কিবা ফল কুঙ্কুম-লেপনে?
শোভা-সৌন্দর্য্য-রাশি আছে বটে ধরায় প্রচুর
কিন্তু মানুষের কাছে প্রেম-সম কি আছে মধুর?

অপিচ:—

চক্রবর্ত্তি-রাজরাণী, গৃহস্থ-গৃহিণী আর
সামান্য যে অতি
—ইহাদের দোঁহা-মাঝে প্রেমলাভে বিশেষত্ব
নাহি এক রতি।
মাণিক্য- ভূষণ, আর কুঙ্কুম, বসন
—এ সবে হয় কি কভু প্রেম সংঘটন?

অপিচ:—

চঞ্চল লোচন কিম্বা চন্দ্রোপম সুন্দর আনন
অথবা উত্তুঙ্গ স্তন—এই সবে কিবা প্রয়োজন?
বিশেষ কারণ কিছু অবশ্যই আছে ধরণীতে
যাহাতে কভু না সরে রমণীরা হৃদয় হইতে।

বিদূষক।—তাই বটে। কিন্তু আর একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করি, কৌমার-দশায় রমণীদের ততটা সৌন্দর্য্য থাকে নাই বা কেন?—আর যৌবনে তাদের সৌন্দর্য্য এত বৃদ্ধি পায় বা কেন?

রাজা।—

আছেন বিধাতা দুই, অবশ্যই এ জগৎ-মাঝে,—
—একটি নির্ম্মাণ-দক্ষ, অন্যটি যৌবন-দান কাজে।
একজন প্রথমেই করেন গো কুমারীর
অঙ্গাদি গঠন;
দ্বিতীয়, তাহাই পুন ফুটায়ে তুলেন ক্রমে
করি' উৎকিরণ।
রণিত বলয়, কাঞ্চী, শিঞ্জিত নূপুর, আর
মরকত-মণি-মালা, কাঞ্চন-নির্ম্মিত হার,
—যতই প্রবল হোক্ মদনের পঞ্চশর সম,
হৃদয়-হরণ-মন্ত্র এই যে গো নারীর যৌবন
—ইহাই গো মদনের ষষ্ঠ শর গণ্য;
ও-চেয়ে প্রবলতর কিবা আছে অন্য?

আরো দেখ:—

লাবণ্য-পূরিত অঙ্গ চিত্তহারী তারা যুত
আকর্ণ-প্রসারিত, চারু নেত্র দুটি,
পীন- পয়োধর-বক্ষ বর্ত্তুল নিতম্ব-দেশ
ত্রিবলি-অঙ্কিত-রেখা মুষ্টিগ্রাহ্য কটি,

তরুণীর যউবনে এই পঞ্চ মদনের
জয়-বৈজয়ন্তী-রূপে করয়ে বিরাজ ;
—অন্য অপর দ্রব্যে বল কিবা কাজ ?

(নেপথ্যে)। সখি কুরঙ্গিকে! নীহারপাতে নলিনীর যেমন কষ্ট হয়, এই শীতল উপচারে আমারও তেমনি কষ্ট হচ্চে।

মৃণাল গরল-প্রায়, হারযষ্টি ভুজঙ্গম,
তাল-বৃন্ত-অনিলেতে অনলেরি বরষণ ;
ওই ধারা-যন্ত্র-জলে যন্ত্রণায় তনু জলে,
চন্দন সে বিড়ম্বন—কোন ফল নাহি ফলে।

বিদূষক।—শুন্‌লে প্রিয়বয়স্য!—অমৃত-রসে প্রাণ যে ভরে' গেল। তাপ-ক্লিষ্ট মৃণালিকাটি যে এখনও উপেক্ষিত হচ্চে! দুঃসহ তপ্ত জলে কেলি-কুঙ্কুম-ভূমি যে সিঞ্চিত হচ্চে। পরিপুষ্ট মুক্তার কণ্ঠহার যে ছিন্ন হচ্চে! "গ্রন্থিপর্ণ"ক্ষেত্রে কস্তূরী-মৃগ যে লুণ্ঠিত হচ্চে। তোমার স্বপ্ন দেখ্‌চি সত্যই ফল্‌ল সখা। এসো, ভিতরে প্রবেশ করা যাক্‌। এইবার তোমার মদন-পতাকা উত্তোলন কর। কণ্ঠস্বরে, কোকিলের পঞ্চম-হুঙ্কার প্রবর্ত্তিত কর। অশ্রুপ্রবাহের বেগ একটু শিথিল কর। দীর্ঘ নিশ্বাসগুলি একটু মন্দীভূত কর। তোমার লাবণ্য পুনর্ব্বার নবভাব ধারণ করুক। এসো, এখন আমরা খিড়কি-দ্বার দিয়ে প্রবেশ করি। (উভয়ের প্রবেশ)

(নায়িকা ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ)

নায়িকা।—(সসাধ্বস স্বগত) ও মা, এ কি এ! পূর্ণিমার চন্দ্র সহসা আকাশ থেকে নেমে এল না কি! কিম্বা নীলকণ্ঠ তুষ্ট হয়ে মনোভবের নিজ দেহ আবার ফিরিয়ে দিলেন না কি? কিম্বা যিনি আমার হৃদয়ের দুর্জ্জন, আর নয়নের সজ্জন, তিনিই কি আমাকে দেখা দিলেন? (প্রকাশ্যে) সখি কুরঙ্গিকে! আমি যে ইন্দ্রজালের মত সব দেখ্‌চি।

বিদূষক।—(রাজার হস্ত ধারণ করিয়া) ওগো, এ ইন্দ্রজালই বটে!

নায়িকা।—(লজ্জিত)

কুরঙ্গিকা।—সখি কর্পূরমঞ্জরি! ওঠো! মহারাজকে অভ্যর্থনা কর।

নায়িকা।—(উঠিতে উদ্যত)

রাজা।—(হস্ত ধারণ করিয়া)
উঠিয়া, গো চন্দ্রাননা! স্তনভার-সুভঙ্গুর
ওই তব ক্ষীণ মধ্য
ভেঙো না ভোঙা না।
অমনি থাকো গো বসি, হেরিয়া ওরূপখানি
শমিত হউক মোর
নেত্রের বাসনা॥

অপিচ :—
যার লাবণ্যের কাছে দলিত হরিদ্রা সেও
তুচ্ছ অতিশয় ;
কি কনক, কি চম্পক, যার রূপের কাছে
ম্লান হয়ে রয় ;
সেই সে তোমারে আজি হেরিল যে নেত্র-দুটি
—হরিণ-নয়না!
সুবর্ণ-কুসুমে, আমি সেই দুটি নয়নেরে
করি গো অর্চ্চনা।

বিদূষক।—ঘরের ভিতরে থেকে উনি দেখ্‌চি ঘর্ম্মজলে সিক্ত হয়েছেন! তা এই বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে বাতাস করা যাক্‌। (তথা করণ) আরে! আরে! এ কি হ'ল?—বস্ত্রাঞ্চলের বাতাসে প্রদীপ যে নিবে গেল। (চিন্তা করিয়া স্বগত) তা হোক। লীলা-উদ্যানে যাওয়া যাক। (প্রকাশ্যে) ওঃ! অন্ধকার যেন নৃত্য কর্‌চে! তা এসো, এখন সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে প্রমোদ-উদ্যানে বেরিয়ে পড়া যাক।

(সকলের নিষ্ক্রমণ)

রাজা।—(কর্পূর-মঞ্জরীর হস্ত ধারণ করিয়া)
ও-কর পল্লব তব, মম হস্তে করিয়া স্থাপন,
মন্থর-গমনে এবে মৃদুমন্দ কর সঞ্চরণ।
গতি-ভঙ্গী হেরি' যাতে কল-হংস-গতি
লোকের নয়নে হয় অপ্রিয় গো অতি।

(স্পর্শ-সুখ অভিনয় করিয়া)
ও-কর-পরশ-বশে সমুদায় অঙ্গ মোর
হর্ষভরে হয়ে রোমাঞ্চিত,
* সপুস-শলাকা সূক্ষ্ম, কদম্ব-কেশর আর
—এ-দুয়েরে করে পরাজিত।

(নেপথ্যে)

বৈতালিক।—চন্দ্রালোক মহারাজের সুখজনক হোক!

* দস্তা, রাং, ধাতুবিশেষ।

ভূমণ্ডল-লগ্ন তম বৃক্ষের আকারে শুধু
ইতস্ততঃ এবে দেখা যায় ;
নব ভূর্জপত্র-সম পিঙ্গলবরণ-ছবি
পূর্ব্বদিক হ'ল জ্যোছনায়।
মুচুকুন্দ-কুসুমের সুসূক্ষ্ম কেশর-সম
বরষি' কিরণ
কলা-কলা বৃদ্ধি লভি' ক্রমে চন্দ্র পূর্ণবিম্ব
করিল ধারণ।

অপিচ :—
কি কুঙ্কুম, কি চন্দন, কি কুণ্ডল, কি কঙ্কণ,
—এই সব, দিগ্ বধু
না করে ধারণ।
অশোষণ অমোহন মদনের অস্ত্র-সম
নভে পুঞ্জীভূত হ'ল
শশাঙ্ক-কিরণ॥

বিদূষক।—ওগো! কনকচণ্ড তো চন্দ্রালোকের শোভা বর্ণনা কর্‌লেন, এইবার মাণিক্য-চণ্ডের পালা।

দ্বিতীয় বৈতালিক।—

পুড়ে অগুরুর বাতি, জ্বলে কত প্রদীপ উজ্জ্বল,
ঝালরে ঝুলিছে মুক্তা, মুক্ত আর পারাবত-দল,
সুসজ্জিত কেলি-শয্যা, দূতীগণ করে জল্পনা,
শয্যাপাশে দাঁড়াইয়া আছে যত মানিনী ললনা,
—এ হেন বিলাসময় কেলি-গৃহ রহে অগণনা।

অপিচ :—
কপূ´রের চূর্ণ যেন দিগ্বধূর চারু মুখে
করিয়া অর্পণ,
চিকণ জ্যোছনা-রাশি নন্দন চন্দন-সম
করি' বিকিরণ,
জীর্ণ কন্দর্পের তরু বর্দ্ধিত করিয়া তুলি
সমস্ত ভুবন,
সজল-জলদ-মুক্ত জলধারা রূপে ছায়
শশাঙ্ক-কিরণ।

বিদূষক।—
দিগ্ বধূজনোত্তংস * নভঃ-সরোবর-হংস
যার মনে হয়,
নিধুবন-তরু-কন্দ সেই চন্দ্র জনানন্দ
গগনে উদয়।

কুরঙ্গিকা।—
যার গর্ব্ব-হেতু চন্দ্র যে মানিনী-মান-যন্ত্র *
—বিষম দুর্জ্জয় ;
চম্পক-কোদণ্ড যার, প্রচণ্ড কন্দর্প সেই
—তারি জয় জয়।

(কর্পূর-মঞ্জরীর প্রতি) প্রিয়সখি! তোমার রচিত চন্দ্রের বর্ণনাটা মহারাজের সম্মুখে পাঠ করি।

কর্পূর-মঞ্জরী।—(লজ্জিতা)

কুরঙ্গিকা।—(পঠন)
বিরাজে মৃগাঙ্ক শশী নিজ শুভ্র মণ্ডল-অন্তরে।
কেলি-কোকিলটি যেন করিদন্ত-গঠিত পঞ্জরে॥

রাজা।—আশ্চর্য্য! কপূ´র-মঞ্জরীর অভিনব অর্থ আবিষ্কারে কেমন দৃষ্টি! শব্দগুলি কি রমণীয়! —উক্তির কি বিচিত্রতা! কি রসধারা!

ও সুন্দর মুখ তব, চন্দ্র বলি' ভ্রান্তি যেন
কারো চিত্ত-মাঝে নাহি ঘটে কোনক্রমে।
কালিমা-কলঙ্ক-যুত দেখ ওই শশাঙ্করে,
আর দেখ অকলঙ্ক নিজ চন্দ্রাননে।

অপিচ :—
ধবল † খটিকা-রসে চিত্রিত করহ যদি
বদন-মণ্ডল ;
আর যদি হে সুন্দরি, কপোলে লেপন কর
কালিম কজ্জল,
তা হলেই তব ওই মুখের সহিত
চন্দ্র-ভ্রান্তি ঘটিতে গো পারে কথঞ্চিৎ।

(চন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া)
মুক্তশঙ্ক হে শশাঙ্ক! ভ্রমণ কর কি তুমি
পরকীয়া নারীদের সনে?
তাই উনি দণ্ডচ্ছলে চূণ মাখাইয়া পাণ্ডু
করিলেন ও তব আননে।

(নেপথ্যে মহাকোলাহল—সকলের শ্রবণ)

রাজা।—এ কোলাহল কিসের জন্য?

কপূ´রমঞ্জরী।—প্রিয়সখি! এর কারণটা কি জেনে এসো দিকি।

---

* জন-উত্তংস = জনোত্তংস। উত্তংস = কর্ণভূষণ।

* ঘরট্ট-যন্ত্র = জাঁতা।
† খটিকা—খড়ি।

(কুরঙ্গিকার প্রস্থানানন্তর পুনঃপ্রবেশ)

বিদূষক।—আমার মনে হয়, মহারাজ দেবীকে যে বঞ্চনা করেচেন, তারই জন্য এই কোলাহল।

কুরঙ্গিকা।—প্রিয়সখি! দেবীকে বঞ্চনা করে' মহারাজ যে তোমার কাছে এসেচেন, এই কথা জান্‌তে পেরে দেবী এইখানে আসচেন। তাই কুব্জ, বামন, কিরাত, বর্ষধর, কঞ্চুকী প্রভৃতি অন্তঃপুরচারীদের এই কোলাহল।

কর্পূরমঞ্জরী।—(সভয়ে) তবে মহারাজ আমাকে পাঠিয়ে দিন—আমি সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে রক্ষাগৃহে যাই। তা' হলে আর দেবী আমাদের মিলনের কথা জান্‌তে পার্‌বেন না।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় যবনিকান্তর।

চতুর্থ যবনিকান্তর

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—ওঃ! কি ভয়ানক গ্রীষ্ম! কি প্রচণ্ড পবন! এ কি কথন সহ্য হয়?

কেন না :—

এ জগতে, মদনের ছুটি মুখ্য উপাদান
মনে হয় অতীব দুঃসহ ;—
তীক্ষ্ণ-রবি-কবলিত ঘোরতর গ্রীষ্মকাল,
আর, প্রিয়জনের বিরহ।

বিদূষক।—

মদনে পীড়িত কেহ, কেহ বা গো নিদাঘে শোষিত,
আমা-বিধ জন কিন্তু দুয়েতেই সমান বর্জ্জিত।

নেপথ্যে।—তবে কি তোমার মাথা মুড়িয়ে দেব?

রাজা।—(হাসিয়া) বয়স্য! লীলা-বনের স্বচ্ছন্দচারী শুক পক্ষীটা বলে কি?

বিদূষক।—আরে ব্যাটা দাসী-পুত্র!—তোকে শূলে দেওয়া উচিত।

নেপথ্যে।—আমার যদি পক্ষ না থাকত, তা হলে তোমার পক্ষে সকলই সম্ভব হত।

রাজা।—(দেখিয়া) এ কি! পাখীটা উড়ে গেল যে।

(বিদূষকের প্রতি)—

নিশার বিস্তার কমে, দিনমান করে বৃদ্ধি লাভ ;
স্বল্পস্থায়ী হয় শশী, রবি-বিম্ব ধরে চণ্ডভাব ;
যে বিধির ক্রম এই, নিদাঘ-দিবসে,
ক্ষুরধারে বিখণ্ডিত কেন না হবে সে?

কিন্তু যদি প্রিয়ার সহিত শুভ-সম্মিলন ঘটে, তবেই গ্রীষ্মকাল সুখের হয়।

মধ্যাহ্নে চন্দন-চর্চ্চা, আ-সন্ধ্যা পরিধান
জলার্দ্র বসন ;
আ-প্রদোষ জলক্রীড়া, সায়াহ্নে সুশীতল
মদিরা সেবন ;
নিধুবন রাত্রিশেষে —এই পঞ্চশর জেনো
প্রবল বিজয়ী ;
অবশিষ্ট শর যত ইহাদের তুলনায়
দুর্ব্বল নিশ্চয়ই।

বিদূষক।—ও কথা বোলো না।

তাম্বূলী-লতার পত্র যে সময়ে পাণ্ডু-প্রভা
করয়ে বিস্তার ;
যে সময়ে দেখা দেয় তৈল-সুমসৃণ পূগ*
আর সহকার ;
কর্পূর-চন্দনে যবে সুবাসিত হয় সর্ব্বস্থান ;
সেই সে নিদাঘ-কাল—হোক্ সখা তাহার কল্যাণ।

রাজা।—

পঞ্চস্বর-তরঙ্গিণী বেণুবাদ্যধ্বনি যাহা শীতল শ্রবণে ;
শিশির-সলিল-সহ বারুণী-মদিরা যাহা শীতল বদনে ;
সচন্দন ঘন-স্তনী সুন্দরী কামিনী যাহা শীতল শয়নে ;
এই সব নিদাঘের ঔষধ-সমান,
—তাহারাই করে লাভ যারা ভাগ্যবান্।

অপিচ :—

শ্রবণে ভূষণরূপে শিরীষ-ফুলের কি বাহার ;
স্তন-পরিসর-মাঝে সিন্ধুবার-কুসুমের হার ;
অঙ্গ'পরে আর্দ্র-বস্ত্র, কটিদেশে উৎপল-মেখলা,
দুই হস্তে শোভা পায় অভিনব কিসলয়-বালা ;
তাপ-ক্লিষ্ট নারীগণ—মধু-ঋতু হইলে গো শেষ,
ধরয়ে সন্তাপহারী এই সব মনোহর বেশ।

বিদূষক।—কিন্তু আমি বলি :—

মধ্যাহ্নে চন্দন ঘন সর্ব্ব-অঙ্গে করিয়া লেপন,
সায়ংকালে নিরন্তর করাইয়া সলিলে মজ্জন,

* পূগ—সুপারী।

শয্যাতলে বারিসিক্ত তালপত্র করিয়া ব্যজন,
নারীর দাসত্ব করে দেখ এই দুর্জ্জয় মদন।

রাজা।—(স্মরণ করিয়া)

প্রতি অঙ্গে নব নব রূপ-ভঙ্গী যে করে ধারণ
—হেন প্রিয়তমা-সনে হয় যার শুভ-সম্মিলন,
দীর্ঘ হইলেও দিন—তার কাছে মুহূর্ত্তের সম ;
আর যার নাহি ঘটে প্রিয়া-সনে মধুর সঙ্গম,
দিনগুলি তার কাছে বোধ হয় যেন দীর্ঘতম।

(বিদূষকের প্রতি) বয়স্য! তাঁর সম্বন্ধে কোন সংবাদ-বার্ত্তা আছে কি ?

বিদূষক।—আছে সখা। তাঁর সুভাষিত কথা বল্‌চি, শোনো। যে দিন দেবী কর্পূর-মঞ্জরীকে রক্ষাভবন থেকে সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখলেন, সেই দিন থেকে দেবী পাথর দিয়ে সেই সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করিয়ে দিলেন। অনঙ্গ-সেনা, কলিঙ্গ-সেনা, কাম-সেনা, বসন্ত-সেনা, বিভ্রমসেনা এই সেনানামধারী পাঁচ জন চামর-ধারিণী দাসী প্রদীপ্ত করবালধারী সহস্র পদাতিকের সহিত কারামন্দিরের পূর্ব্বদিক রক্ষণের জন্য নিযুক্ত হল। আর অনঙ্গ-লেখা, চিত্রলেখা, চন্দ্রলেখা, মৃগাঙ্কলেখা, বিভ্রম-লেখা এই লেখানামধারী পাঁচ জন সৈরিন্ধ্রী, পুঙ্খিতশরযুক্ত ধনুহস্তে সহস্র ধানুকী দক্ষিণদিকে স্থাপিত হ'ল। আর কুন্দমালা, চন্দনমালা, কুবলয়মালা, কাঞ্চনমালা, বকুলমালা, মঙ্গলমালা, মাণিক্যমালা, এই মালা-নামধারী সাত জন তাম্বুল-করঙ্কবাহিনী, নব-শাণিত-কুন্ত-অস্ত্রধারী সহস্র পদাতির সহিত পশ্চিমদিকে স্থাপিত হল। তাদের উপর আবার, মদিরাবতী, কেলিবতী, কল্লোলবতী, অনঙ্গবতী, এই বতীনামধারী পাঁচ জন কনক-বেত্রধারী সুভাষিতপাঠিকা পরিচারিকা কুমারী, বন্দীনামধারী সেনার অধ্যক্ষরূপে নিযুক্ত হ'ল।

রাজা।—অহো! দেবীর এই সমস্ত সরঞ্জাম অন্তঃপুরেরই উপযুক্ত।

বিদূষক।—বয়স্য! ঐ দেখ, কি একটা কথা নিবেদন করবার জন্য দেবী সারঙ্গিকা নামক সখীকে পাঠিয়েচেন।

(সারঙ্গিকার প্রবেশ)

সারঙ্গিকা।—মহারাজের জয় হোক্! মহারাজ! দেবী আপনাকে জানাতে বল্লেন, আজ এই চতুর্থ দিবসে ভাবি-বট-সাবিত্রী-উৎসব হবে ; এই উৎসব-ব্যাপারে "কেলিবিমান" প্রাসাদে উঠে দেখতে হবে।

রাজা।—দেবীর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(দাসীর প্রস্থান এবং উভয়ের প্রাসাদ-অধিরোহণ)

(চর্চ্চরীর প্রবেশ)

বিদূষক।—

নৃত্যের বিরাম হলে, মুক্তা-আভরণধারী
চলিত-বসনা এই নর্ত্তকীগণ
যন্ত্র-বিনিঃসৃত জল মণিময় পাত্রে ভরি'
পরস্পর গাত্রে দেখ করয়ে সিঞ্চন।

এ দিকে আবার!—

নর্ত্তকী বত্রিশ জন আবদ্ধ হইয়া কিবা
বিচিত্র বন্ধনে,
নাচিতেছে ঘুরি ঘুরি তাল-লয়-অনুগত
সংযত চরণে।
আরো দেখ দণ্ডাকারে চলিতেছে "দণ্ড-রাশ"
তোমার অঙ্গনে।
অপর নর্ত্তকীগণ রেখামাত্র না লঙ্ঘিয়া
দুই সারি হয়ে,
স্কন্ধে স্কন্ধে শিরে শিরে হস্তে হস্তে হয়ে এক
আর বাহুদ্বয়ে,
নাচিয়া নাচিয়া চলে পরস্পর-অভিমুখে
শুদ্ধ তাল-লয়ে।
অপর নর্ত্তকী-বৃন্দ রতন-কবচগুলি
করি' উন্মোচন
যন্ত্র-যোগে ধারাজল রঙ্গভরে চতুর্দ্দিকে
করয়ে ক্ষেপণ ;
—সেই সব জলধারা পড়ে গিয়া প্রিয়জন-গায়
মনোভব মদনের সুতীক্ষ্ণ বারুণাস্ত্র-প্রায়।
এই বিলাসিনীগণ কালিম-কজ্জল-বর্ণ-তনু,
শিখি-পুচ্ছ-আভরণ ধরে—আর তীক্ষ্ণ আঁখি-ধনু ;
ভীষণ ব্যাঘ্রের রূপ করিয়া ধারণ
দর্শকজনের করে হাস্য উৎপাদন।
অপর নারীর দল মহামাংস করিয়া ধারণ,
শৃগাল-চীৎকার-সম করিতেছে হুঙ্কার ভীষণ ;
রুদ্রমূর্ত্তি নিশাচরী রাক্ষসী সাজিয়া কতিপয়,
ওই দেখ করিতেছে শ্মশান-দৃশ্যের অভিনয়।

কটির কিঙ্কিণী বাজে, শিঞ্জিনী নূপুর-মাঝে,
—ওই দেখ অন্য নারী নর্ত্তনে প্রবৃত্ত ;
কণ্ঠ-গীতি উচ্ছ্বসিত —তাল-লয়-নিয়ন্ত্রিত,
দেখায় উহারা সবে যোগিনীর নৃত্য।
অপর রমণীদল চঞ্চল যাদের বেশ
কৌতূহল-বশে
—বাজায় মোহনবেণু ; তাদের বিচিত্র ভাব
দেখি' লোকে হাসে !
—নাচি' নাচি' যায় চলি' করয়ে প্রণাম ;
প্রণমিয়া চলে, আর হাসে অবিরাম।

(সারঙ্গিকার প্রবেশ)

সারঙ্গিকা।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) মহারাজ দেখ্‌চি আবার মরকত-কুঞ্জে গিয়ে কদলী-গৃহে প্রবেশ করেচেন। এইবার তবে নিকটে গিয়ে দেবী যা জানাতে বলেচেন, জানিয়ে আসি। (অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবী এই কথা বল্‌তে বল্লেন, আজ সন্ধ্যার সময় তিনি আপনার বিবাহ দিয়ে দেবেন।

বিদূষক।—ওগো! এ অকাল-কুষ্মাণ্ডটা কোত্থেকে এসে পড়্‌ল ?

রাজা।—সারঙ্গিকে! সমস্ত খুলে বল।

সারঙ্গিকা।—সমস্ত নিবেদন কর্‌চি :—গত চতুর্দ্দশীতে দেবী পদ্মরাগ-মণিময়ী গৌরী তৈরি করে' ভৈরবানন্দকে দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করালেন। আর নিজেও দীক্ষা নিলেন। তার পর যোগীশ্বরকে গুরুদক্ষিণার কথা জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। যোগীশ্বর বল্লেন, যদি গুরুদক্ষিণা দিতেই হয়, তা হলে, আমার গুরুদক্ষিণাস্বরূপ, এই মহারাজকেই একটি কন্যা দান করা হোক্। দেবী বল্লেন, "যে আজ্ঞে গুরুদেব!" যোগীশ্বর আবার বল্লেন ;—"এই লাটদেশে চণ্ডসেন নামে এক রাজা আছেন। তাঁর দুহিতার নাম ধনসার-মঞ্জরী। দৈবজ্ঞরা গুণে বলেচেন, ইনি চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী হবেন। তাই মহারাজের সঙ্গে এঁর বিবাহ দেওয়া উচিত। এই গুরুদক্ষিণা যদি দেওয়া হয়, তা হলে রাজা চক্রবর্ত্তী হতে পারেন।" তাতে দেবী হেসে বল্লেন, গুরুদেবের আজ্ঞা শিরোধার্য্য। গুরুর এই গুরুদক্ষিণার কথা জানাবার জন্য দেবী আমাকে পাঠিয়েচেন।

বিদূষক।—কথায় বলে, "মাথার উপর সর্প, দেশান্তরে বৈদ্য"—এ যে তাই হল। আজ এখানে হবে বিবাহ, আর লাটদেশে রইল ধনসার-মঞ্জরী !

রাজা।—ভৈরবানন্দের কতটা ক্ষমতা, তা কি তুমি স্বচক্ষে দেখ নি ? এখন ভৈরবানন্দ কোথায় ?

সারঙ্গিকা।—প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যস্থিত চামুণ্ডা-মন্দিরে, দেবী ভৈরবানন্দকে সঙ্গে করে' নিয়ে আস্‌বেন। সেইখানে আজ দক্ষিণাদানের এই কৌতূহল-জনক বিবাহের অনুষ্ঠান হবে। সেই জন্য মহারাজকে এইখানে এখন থাক্‌তে হবে।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

রাজা।—বয়স্য! আমার মনে হয়, এই সমস্ত ভৈরবানন্দই ঘটিয়েচেন।

বিদূষক।—তাই বটে। কেন না, মৃগলাঞ্ছন চন্দ্র ব্যতীত কে আর বল, চন্দ্রকান্তমণি-পুত্তলিকাকে আর্দ্র করতে পারে ? শরৎ-সমীরণ ব্যতীত শেফালিকা-পুষ্পকে কে আর বিকসিত করতে পারে ?

(ভৈরবানন্দের প্রবেশ)

ভৈরবানন্দ।—এই বটতরুমূলে, উদ্‌ঘাটিত সুড়ঙ্গ-দ্বারের আবরণ-স্বরূপ এই চামুণ্ডা। (করযোড়ে প্রণাম করিয়া পঠন)

মহাকাল কল্পান্তের কেলি-নিকেতনে বসি'
ধাতার সে কপাল-চষকে
যিনি গো করেন পান পুরাতন রক্ত-সুরা
মহানন্দে ঝলকে ঝলকে,
সেই সে চণ্ডীর জয়
গায় সর্ব্ব-লোকে।

(প্রবেশ ও উপবেশন করিয়া) কর্পূর-মঞ্জরী এখনও কেন সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে বেরুচ্চে না ?

(উদ্‌ঘাটিত সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়া কর্পূর-মঞ্জরীর প্রবেশ)

কর্পূরমঞ্জরী।—গুরুদেব, প্রণাম করি।

ভৈরবানন্দ।—যোগ্য বর লাভ কর, এইখানে বসো।

কর্পূরমঞ্জরী।—(উপবেশন)

ভৈরবানন্দ।—(স্বগত) দেবী যে এখনও আস্‌চেন না ?

(রাজ্ঞীর প্রবেশ)

রাজ্ঞী।—(পরিক্রমণ ও অবলোকন করিয়া)

এই তো ভগবতী চামুণ্ডা। (প্রণাম ও অবলোকন) এ কি! কর্পূর-মঞ্জরীও যে এইখানে। এখন তবে কি করি? (ভৈরবানন্দের প্রতি) সমস্ত বিবাহ-সামগ্রী আমার নিজগৃহে এনে রেখেচি। সেইগুলি নিয়ে আমি এখনি আস্‌চি।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা বৎসে! তাই করা হোক্‌।

রাজ্ঞী।—(বারম্বার পরিক্রমণ)

ভৈরবানন্দ।—(হাসিয়া স্বগত) বুঝেচি, ইনি কর্পূর-মঞ্জরীর স্থান অন্বেষণ কর্‌তে গেলেন। (প্রকাশ্যে) বৎসে কর্পূর-মঞ্জরি! সুড়ঙ্গ-দ্বার দিয়ে দ্রুতপদে গিয়ে স্বস্থানে থাকো। দেবী এখানে এলে আবার এসো।

কর্পূর-মঞ্জরী।—(তথাকরণ)

দেবী।—এই তো রক্ষাগৃহ! এ কি! এখানেও যে কর্পূর-মঞ্জরী। আমি বোধ হয়, তবে কর্পূর-মঞ্জরীর মত আর কাউকে সেখানে দেখে থাক্‌ব। বাছা কর্পূর-মঞ্জরি! তোমার শরীর কেমন আছে? (আকাশে) কি বল্‌চ?—আমার শরীরে বেদনা—এই কথা বল্‌চ?

রাজ্ঞী।—(স্বগত) আচ্ছা, আবার তবে সেইখানে যাই! ওলো সখীরা! বিবাহ-সামগ্রীগুলি শীঘ্র নিয়ে আয়। (পরিক্রমণ)

(কর্পূর-মঞ্জরীর পুনঃপ্রবেশ ও সেইরূপে অবস্থান)

রাজ্ঞী।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এ কি! এইখানে আবার কর্পূর-মঞ্জরী?

ভৈরবানন্দ।—বৎসে বিভ্রমলেখে! বিবাহ-সামগ্রীগুলি কি আনা হয়েচে?

দেবী।—আনা হয়েচে। কিন্তু ধনসারমঞ্জরীর যোগ্য আভরণগুলি আন্‌তে ভুলে গিয়েচি। আবার তবে যাই।

ভৈরবানন্দ।—আচ্ছা।

রাজ্ঞী।— [প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ।—বৎসে কর্পূর-মঞ্জরি!—সেইরূপ আবার কর।

[কর্পূর-মঞ্জরীর প্রস্থান।

রাজ্ঞী।—(রক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া কর্পূর-মঞ্জরীকে দেখিয়া) এই তো এইখানে কর্পূর-মঞ্জরী। সেও তা হ'লে দেখ্‌তে ঠিক কর্পূর-মঞ্জরীর মত—তাই আমার ভুল হচ্ছে। (স্বগত) অবাধ-সঞ্চারী ধ্যানবিমানে করে' যোগীশ্বর বোধ হয় ধনসার-মঞ্জরীকে নিয়ে এসেছেন। (প্রকাশ্যে) ওলো সখি, তোরা আমার কথামত সামগ্রীগুলি নিয়ে আয়। (চামুণ্ডা-মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দেখিয়া) কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য!

ভৈরবানন্দ।—দেবি! বসুন। মহারাজও এলেন বলে'।

(রাজা, বিদূষক ও কুরঙ্গিকার প্রবেশ)

(সকলের যথাস্থানে উপবেশন)

রাজ্ঞী।—(নায়িকার প্রতি) ইনি মকরধ্বজেরই যেন মূর্ত্তিমতী সম্পত্তি। শৃঙ্গার-রস-লক্ষ্মী যেন দেহান্তরে অবস্থিতা। ইনি যেন পূর্ণিমা-চন্দ্রের দিবস-সঞ্চারিণী জ্যোৎস্না। অথবা যেন বহুমূল্য মাণিক্য-পেটিকা। কিম্বা রত্নময়ী অঞ্জন-শলাকা। অথবা ইনি বুঝি রক্ত-কুসুমের বসন্তলক্ষ্মী।

বিশ্বজয়ী এঁর এই রূপ মনোহর
যদি কভু হয় কারো নয়নগোচর,
ধনুকে জুড়িয়া শর অমনি মদন
করে তার চিত্ত-মাঝে বসতি স্থাপন।

বিদূষক।—(জনান্তিকে) সখা! বুঝি বা তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়। তবে কি না, তটে পৌছিলেও নৌকাকে বিশ্বাস নেই। তাই বলি, তুমি এখন চুপ্‌টি করে' থাক।

রাজ্ঞী।—(কুরঙ্গিকার প্রতি) তুমি মহারাজকে সাজিয়ে দেও—আর সারঙ্গিকা ধনসারমঞ্জরীকে সাজিয়ে দিক্‌।

উভয়ে।—(উভয়ের বিবাহ-যোগ্য বেশভূষা সম্পাদন)

ভৈরবানন্দ।—উপাধ্যায় পুরোহিতকে ডেকে আনা হোক্‌।

রাজ্ঞী।—মহারাজ! পুরোহিত কপিঞ্জল ঠাকুর এইখানেই রয়েচেন।

বিদূষক।—আমি তো প্রস্তুতই আছি। এসো এসো সখা, তোমার চাদরে গাঁট বেঁধে দি। এখন তোমার হস্ত দিয়ে কর্পূর-মঞ্জরীর হস্ত ধারণ কর।

রাজ্ঞী।—(চমৎকৃত হইয়া) কর্পূর-মঞ্জরী কোথায়?

ভৈরবানন্দ।—(তাঁর মনের ভাব বুঝিয়া বিদূষকের প্রতি) তোমার বিষম ভ্রম হয়েচে;—কর্পূর-মঞ্জরীরই আর একটি নাম ধনসার-মঞ্জরী।

রাজা।—(হস্ত গ্রহণ করিয়া)

"রঙ্গ-"ধাতু-ফলকের সূক্ষ্মাগ্র যেমতি সুতীক্ষ্ণ,
কেতকী-কুসুম-গত গর্ভদল-কণ্টক যেমন,
সুন্দরীর তনুস্পর্শে তেমতি আমার
সর্ব্ব-অঙ্গে হ'ল কিবা পুলক-সঞ্চার।

বিদূষক।—ওগো বয়স্য! এইবার সাত পাক দেও। অগ্নিতে লাজাঞ্জলি নিক্ষেপ কর।

রাজা।—(সাত পাক দিয়া ভ্রমণ)

নায়িকা।—(ধূম-হেতু মুখ ফিরাইয়া অবস্থান)

রাজা।—(পরিণয়-সম্পাদন)

রাজ্ঞী।— [সপরিবারে প্রস্থান।

ভৈরবানন্দ।—পুরোহিতের দক্ষিণা দেওয়া হোক্।

রাজা।—দেওয়া যাচ্চে। বয়স্য! তোমাকে একশত গ্রাম দান কর্‌লেম।

বিদূষক।—কল্যাণ হোক্! (নৃত্য)

ভৈরবানন্দ।—মহারাজ, আপনার আর কি প্রিয়কার্য্য করব বলুন।

রাজা।—যোগীশ্বর! আমার এখন আর কি প্রিয়কার্য্য আছে? কেন না:—

কুন্তলেশ-দুহিতার করস্পর্শে যে সুখ আমার,
সে সুখের তুলনায় মোর কাছে স্বর্গসুখো ছার।
লভিলাম রমণীয় চক্রবর্ত্তী রাজার পদবী,
পালন করিব এবে সযতনে সমগ্র পৃথিবী।

তথাপি এইরূপ যেন হয়:—

সত্যেতে আনন্দ লাভ করে যেন সজ্জন সকল,
নিত্য কষ্ট পায় যেন দুষ্টবুদ্ধি দুর্জ্জনের দল।
সত্যাশিস হয় যেন হেথাকার ব্রাহ্মণ সকলে,
বর্ষুক সঞ্চিত মেঘ শস্যোচিত সলিল ভূতলে।
লোভ-পরাঙ্মুখ যেন হয় সর্ব্বলোক,
অনুদিন তাহাদের ধর্ম্মে মতি হোক্।

ইতি শ্রীরাজশেখর-বিরচিত কর্পূর-মঞ্জরী সমাপ্ত

চণ্ডকৌশিক

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

সূত্রধার।
পারিপার্শ্বিক।
রাজা হরিশ্চন্দ্র।
বিদূষক।
বনচর।
বিঘ্নরাজ।
কৌশিক (বিশ্বামিত্র)
পাপ-পুরুষ।
ধর্ম্ম।—(চণ্ডাল ও কাপালিক-বেশধারী)
উপাধ্যায় ও বটু
রোহিতাশ্ব।—হরিশ্চন্দ্রের বালক পুত্র।
ভৃঙ্গী।—(শিবের অনুচর)
চণ্ডালদ্বয়।
তাপস, সারথি, বেতাল ও অনুচর প্রভৃতি।

স্ত্রীবর্গ

শৈব্যা।—হরিশ্চন্দ্রের মহিষী।
চারুমতি।—শৈব্যার দাসী।
হেমপ্রভা।—প্রতীহারী।
বিদ্যাত্রয়।

চণ্ডকৌশিক

প্রথম অঙ্ক

নান্দী

যে দেব ত্রৈগুণ্য-ভেদে   করেন সমস্ত লোক
সৃজন পালন সংহার ;
যাঁর মহা-বিশ্ব-ব্যাপী   অষ্টবিধ-মূরতিতে
পরিব্যাপ্ত জগৎ-সংসার ;
নাহি যাঁর পূজ্য কেহ ;— সে শম্ভুর নৃত্য-কালে
বলয়-রূপিণী-ফণি-ফণার ফুৎকারে
পূজায় যে পুষ্পাঞ্জলি   পদতলে বিকীরিত
—পালন করুক তাহা তোমা সবাকারে।

অপিচ :—

"নয়নে অরুণ-রঙ্গ   ললাটে ভ্রূকুটি-ভঙ্গ
অধরেতে ঈষৎ স্ফুরণ।
সুন্দরি! ও-মুখ-শোভা   ম্লান করে শশি-প্রভা
—মান ভাঙি কিবা প্রয়োজন ?
মানিনি লো! তব কোপ   বরঞ্চ বর্দ্ধিত হোক্"
—কহে হাসি' এইরূপ শিব।
দেবী তাহে হৃষ্ট-মন   শিবে করে আলিঙ্গন,
—এতে হোক্ তোমাদের শুভ ॥
যোগানন্দ মন্দীভূত,   গৌরী-মুখ-দরশনে
বিলাস-উল্লাস।
কভু ভয়ে উৎকণ্ঠিত,   চিত্তের বিকারে কভু,
মৃদু মন্দ হাস ॥
ধনু আকর্ষিলে স্মর,   দগধ করিয়া তারে
করুণায় বিগলিত মন ;
রতির ক্রন্দন শুনি',   নেত্র হতে বারি-ধারা
অজস্র হয় গো বরিষণ ;
—এ হেন শম্ভুর দৃষ্টি   তরল সে অশ্রুজলে
তোমাদের করুক রক্ষণ।

নান্দীর পর সূত্রধার

সূত্রধার।—অতি বাহুল্যে প্রয়োজন নাই। যে রাজসিংহ দুষ্ট অমাত্যদের অসংখ্য কূট-বুদ্ধি-জাল সবেগে অতিক্রম করেন; যাঁর এক ভ্রূকুটি-ইঙ্গিতে ক্ষুদ্র শত্রুরূপ অসংখ্য কণ্টক সমূলে নির্ম্মূলিত হয়; যাঁর ভুজ-দণ্ডরূপ মন্দরে মন্থিত হয়ে সমর-সাগর হতে রাজলক্ষ্মী সমুত্থিত হয়, এবং সমুত্থিত হয়ে স্বয়ং যাঁকে পতিত্বে বরণ করে ;—তাঁর যশোগাথা পুরাবেত্তা-গণ এইরূপ কীর্ত্তন করেন :—

স্বভাবত সুদুর্ব্বোধ   গভীর চাণক্য-নীতি
করিয়া আশ্রয়,
নন্দগণে পরাভবি'   চন্দ্রগুপ্ত পুষ্পপুর
করেন বিজয়।
কর্ণাট-প্রদেশে আজি   করিতেছে আধিপত্য
সেই নন্দ-কুলোদ্ভব
কোন এক নন্দ ;
তাহার নিধন-তরে   চন্দ্রগুপ্ত হয়ে পুন
আসে রাজা "মহীপাল"
নাহি কোন সন্দ।

সেই মহারাজ মহীপাল আমাকে আজ্ঞা করেছেন—

(পারিপার্শ্বিকের প্রবেশ)

পারি।—মহাশয়! সেই রাজা কি আজ্ঞা করেচেন ?

সূত্র।—এই আজ্ঞা করেছেন,—"প্রসিদ্ধ-বিজয়-প্রকোষ্ঠের প্রপৌত্র কবিবর ক্ষেমীশ্বরের কৃত চণ্ডকৌশিক নামক অভিনব নাটক তোমরা অভিনয় কর।" সেই প্রসিদ্ধ কবি, নাট্য-বেদ-বিশারদ বিদ্যা-কলাবিৎ লোক-ব্যবহারজ্ঞ সভাসদদের এইরূপ বলেচেন :—

একেবারে দোষ-শূন্য   কিম্বা গুণ-বিবর্জ্জিত
এ জগতে কিছু নাহি হয় গো দর্শন।

অতএব বলি শুন, দোষগুলি ঢাকা দিয়া
গুণগুলি প্রকাশিয়া কহ বুধগণ ॥

আচ্ছা, পারিপার্শ্বিক, নটেরা এখনও কেন তবে সঙ্গীতের সহিত অভিনয় আরম্ভ কর্‌চে না ?

পারি।—(সভয়ে অধোমুখ হইয়া) সেই গ্রহণের সময় যে দ্বিজবরকে দক্ষিণা দেবেন বলে' আপনি প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তিনি তা' না পাওয়ায় এখন সেই নিমিত্ত অত্যন্ত কুপিত হয়ে আছেন। আর এইজন্য নটেরাও অত্যন্ত ভাবিত হয়ে পড়েচে।

সূত্র।—(ভীত ও চিন্তিত হইয়া পরে সহর্ষে) দেখ মারিষ !

আজি সেই ব্রাহ্মণেরে করি' প্রতিশ্রুত দান
পালন করিব সত্য আমি গো নিশ্চয়।
রাজা হরিশ্চন্দ্র যথা রাখিলা প্রতিজ্ঞা নিজ
দারা-পুত্র আপনারে করিয়া বিক্রয় ॥

নেপথ্যে।—এসো এসো প্রিয়সখা !

সূত্র।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে, উল্কাপাতাদির আপদ-শান্তি করবার জন্য পুরোহিত বিস্তৃতরূপে বিবিধ অনুষ্ঠান আরম্ভ করে' গোপনে মহারাজকে যে ব্রত-নিয়ম ও জাগরণের উপদেশ দিয়েছিলেন, সেই ব্রতাদি সমাপন করে' মহারাজ এখন উদ্বিগ্ন হয়ে ঐ দেখ অন্তঃপুরের দিকে যাচ্চেন।

নিদ্রাবশে নৃপতির
ঢুলু ঢুলু অরুণ লোচন ;
জাগরণে মুখশ্রী
শুষ্ক শীর্ণ পদ্মের মতন ;
যূথভ্রষ্ট নাগ যথা
দিবসান্তে বিরহ-ব্যথিত।
নৃপতির সেই ভাব
এবে যেন হয় গো লক্ষিত।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(জাগরণ-ক্লিষ্ট রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

বিদূ।—মহারাজ ! রাত্রি-জাগরণে ঢুলু ঢুলু নয়নে, কচ্ছপের মত একটু মুখ বের করে, চোখটি খুলে অন্ধ মূষিকের মত পথ-ঘাট না দেখেই যে ইতস্ততঃ বেড়িয়ে বেড়াচ্চেন ?

রাজা।—বন্ধু ! নিদ্রাই তো প্রাণীদের শরীরধারণের প্রধান কারণ। কেন না, নিদ্রা :—

চিত্তরে প্রসন্ন করে, লঘুতা প্রত্যেক অঙ্গে
করে আনয়ন ;
প্রতিভা-বিশেষে করে সমুজ্জ্বল ; আর, দোষ
করয়ে হরণ ;
ধাতু-সাম্য করে দান, যোগ-বিশেষের সুখ
করয়ে অর্পণ।

আর, আমার দেখ না এখন কি অবস্থা হয়েচে :—

নিদ্রালস্যে সদা মোর গাত্র-ভঙ্গ হয় ;
ক্লান্তি-ভারে নিশ্চেষ্ট চিত্ত অতিশয় ;
মুখে মোর উঠে সত্ত হাই থাকি থাকি ;
তরুণ তপনালোক নাহি সহে আঁখি।

আজ আবার কুলপতি গুরুদেব নিশা-জাগরণের আদেশ কেন দিলেন ?—তাঁর অভিপ্রায় কি ?

বিদূ।—আমার মনে হয়, বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে দেবী আপনার সহবাসের জন্য উৎসুক হয়ে থাকবেন, আর আপনি তাঁকে সেই সহবাস-সুখ হতে বঞ্চিত করে' একটা অনর্থ বাধাবেন—এই তাঁর অভিপ্রায় ; এ ছাড়া আর তো কোন অভিপ্রায় আমি দেখ্‌তে পাইনে।

রাজা।—বয়স্য ! এখন পরিহাস রাখো।

বিদূ।—মহারাজ ! আপনার কাছে এ পরিহাস, কিন্তু আপনার এই অনাথ বন্ধুটির পক্ষে এ একটা মহা বিপদ।

রাজা।—(সোৎকণ্ঠ আশঙ্কা) আচ্ছা সখা ! এতে দেবী কি মনে করবেন বল দিকি ?

বিদূ।—আমার তো মনে হয়, দেবী রাগ কর্‌বেন।

রাজা।—তাই বটে, কোন সন্দেহ নেই। দেবীর কোপের কারণও যথেষ্ট আছে।

"সচিবেরা ইহারে কি
রাজকার্য্যে রাখিল ধরিয়া ?
অথবা সে সখাদের
সখ্য-রসে গেল কি মজিয়া ?
কিম্বা বুঝি গিয়াছে সে
অন্য কোন প্রিয়া-সন্নিধানে
—তাই বুঝি ধূর্ত্ত এবে
নাহি আসে আমার এখানে।"

—এইরূপ প্রিয়া মোর কোপ-কষায়িত-নেত্রে
গলিতাশ্রু-ধৌত-আননে
নিশ্বসিয়া মুহুর্মুহু, আমারে বঞ্চক বলি'
কত কি ভাবিছে মনে মনে।

অপিচ :—

বেশ-ভূষা করি রঙ্গে যাপিল প্রদোষ-কাল
হয়ে অতি উৎসুক-অন্তর ;
তার পর চাহি' চাহি' আমার পথের পানে
কাটাইল দ্বিতীয় প্রহর।
"সে শঠ না এল" বলি' বিহ্বল হইয়া করি'
অশ্রু বিসর্জ্জন,
বেশ-ভূষা তেয়াগিয়া, শয্যোপান্তে করি' মুহু
পার্শ্ব-বিবর্ত্তন,
মিলনে হতাশ হয়ে, নিশা-শেষ কোনরূপে,
করিল যাপন।

(চিন্তা করিয়া) আহা! নিশ্চয় সে নতভ্রূ :—

কেহ আসিতেছে দেখি', মম আগমন আশে,
বৃথা ব্যস্ত হয়ে, উঠে অভ্যর্থনা-তরে ;
অমনি গো সখীগণ মুখ ঢাকি' সঙ্গোপনে
মুচকিয়া হাসাহাসি করে পরস্পরে।
তখন সে প্রিয়া মোর তাদের সম্মুখে
লজ্জায় কাতর হয়ে থাকে অধোমুখে।

বিদূ।—(হাস্য-সহকারে) মহারাজ! গতানুশোচনা করে' কেন বৃথা ক্লেশ পাচ্চেন? আসুন, আমরা সেখানে গিয়ে দেবীকে প্রসন্ন করবার চেষ্টা করি গে।

রাজা।—তুমি ঠিক বলেছ, এসো তবে সেইখানেই যাওয়া যাক্।

(পরিক্রমণ করিতে করিতে নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

কিন্তু এখন দেখা করবার সময় নয়—সে সময় চলে' গেছে ; তাই এখন আমার যেতে কষ্ট বোধ হচ্চে।

ছিন্ন-ছিন্ন কথা মোর কহিতেছিল সে যবে
পুনঃ পুনঃ করিয়া যোজনা,
আমার পথের পানে অবিরত ছিল চাহি'
যখন সে হরিণ-নয়না,
তৃণমাত্র নড়িলেও আমি আসিতেছি বলি'
করিতেছিল গো কলপনা,
সে সময়ে অলক্ষিতে যাইয়া পশ্চাতে তার
সাদরে গো করিতাম
যদি আলিঙ্গন,
কিম্বা এই করদ্বয়ে নব-নীলাম্বুজ-নিভ
নেত্র দুটি করিতাম,
যদি আবরণ,
—তা হলে হইত তাহা
সময়-মতন।

বিদূ।—(পরিক্রমণ ও নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) মহারাজ! দেখুন দেখুন, চারুমতি দেবীর নিকট সাজসজ্জার সামগ্রী সব এনে রেখেছে, আর দেবী ঐখানে বসে' তার সঙ্গে কি কথা কচ্চেন।

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি আশ্চর্য্য!

কৃশাঙ্গী প্রেয়সী মোর শর-গৌর গণ্ডদ্বয়ে
পত্র-লেখা করিয়াছে এবে পরিহার।
আকর্ণ-বিস্তৃত নেত্রে নাহিক অঞ্জন আজি,
আলুলিত স্বভাব-কুঞ্চিত কেশ-ভার।
ধূসর ও-বিম্বাধর ; আশ্চর্য্য! তথাপি কিবা
বিমল লাবণ্য,—তবু নাহি অলঙ্কার॥

দৃশ্য—প্রাসাদ-অন্তঃপুর

চিন্তিতা শৈব্যা ও চারুমতি আসীনা।

শৈব্যা।—(খেদ সহকারে) ওলো চারুমতি! এ সব নিয়ে যা, এ সব সাজ-সজ্জায় আর কি হবে? দুঃখ-কষ্টে আমার হৃদয় এখন জলচে।

বিদূ।—আহা! এঁর দেখ্‌ছি অত্যন্ত কষ্ট হয়েছে।

রাজা।—সাধু দেবি সাধু! তোমার যেরূপ স্বভাব-সুন্দর দেহের গঠন, তাতে সাজ-সজ্জা তোমার অবহেলার বিষয় হতেই পারে।

যে তাম্বূল-রাগ, তব অধর-লোলুপ
যে অঞ্জন, নয়নচুম্বন-উৎসুক,
যে হার চাহে গো তব কণ্ঠ আলিঙ্গন,
তাহাদের সে সমস্ত নিজ প্রয়োজন,
তোমার তাহারা নহে অঙ্গের ভূষণ।

বিদূ।—মহারাজ! আসুন, এইবার নিকটে যাওয়া যাক্।

রাজা।—দেখ সখা! এইখানে লুকিয়ে থেকে ওদের কি গোপনীয় কথাবার্ত্তা হচ্ছে, শোনা যাক্। (তথা অবস্থান)

শৈব্যা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া সাশ্রু-নয়নে) দেখ্ চারুমতি! মহারাজ প্রথমে আশ্বাস দিয়ে শেষে কি না আমাকে বঞ্চনা করলেন? আমার অদৃষ্টের পায়ে গড় করি—তাকে আর বিশ্বাস নেই।

রাজা।—ওগো মানিনি!

ভাস্কর যখন হয় জলদে আবৃত
তখন নলিনী যদি হয় গো বঞ্চিত,
সে তো নহে নলিনীর প্রকৃত বঞ্চনা,
ভানুরেও তাহে কেবা দেয় গো গঞ্জনা?

চারু।—ঠাকুরানি! দুঃখ করে' আর কি হবে? রাজারা যে বহু-বল্লভ, সে তো জানাই আছে।

বিদূ।—(সরোষে) আরে বেটী দাসি! তার চেয়ে বল না কেন, রাজারা বহু কার্য্যে আসক্ত। কেন মিছে মহারাজকে ওঁর অভিমান ও তিরস্কারের পাত্র করিস্ বল দিকি?

রাজা।—সখা! এতে রাগ কোরো না। দেখ :—

মান-গ্রন্থি দৃঢ়রূপে বাঁধিবার বিধি যত
জানে সখীগণ।
ধন্য গো পুরুষ সেই প্রিয়ার যে হয় মিথ্যা
গঞ্জনা-ভাজন।

শৈব্যা।—(রোদন)

চারু।—ঠাকুরানি! শান্ত হও, শান্ত হও। তুমি অত্যন্ত ভাল মানুষ কি না, তাই তোমার কাছ থেকে বেশি আদর পেয়ে, মহারাজের এত বৃদ্ধি হয়েচে। আমাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তা হলে আমি বলি, দেখেও কিছু দেখবে না, মিষ্টি কথায় আলাপ করবে, অথচ সারাদিন তিরস্কার করে' কষ্ট দিতেও ছাড়বে না।

শৈব্যা।—তুই যা বলি, আমি সব করব, কিন্তু তাঁকে দেখে আমার হৃদয় যদি বশে থাকে, তবেই তো।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) প্রিয়ে!

আমারি অধীন হয়ে
যে মোরে রেখেছে বশে,
আপনারে নাহি পারে
বশে কি রাখিতে সে?

বিদূ।—কল্যাণ হোক!

উভয়ে।—(ভয়ে ভয়ে নিকটে আগমন)

শৈব্যা।—(স্বগত) এ কি? মহারাজ যে। আচ্ছা, এইরূপ তবে বলি; (প্রকাশ্যে) মহারাজের জয় হোক।

চারু।—(আশঙ্কা-সহকারে স্বগত) এ কি! মহারাজ? আ ছি ছি! মহারাজ তবে দেখ্চি আমার সব কথাই শুন্তে পেয়েচেন। আচ্ছা, এখন তবে এইরূপ বলা যাক, (প্রকাশ্যে) জয় মহারাজের জয়! (আসন আনিয়া) এই আসন, এইখানে মহারাজ বসুন।

(সকলের উপবেশন)

রাজা।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া) প্রিয়ে! প্রভাত-কমলের অন্তর্গত ভ্রমরীর মত তৃষিতা হয়ে, আড়চোখে আমার পানে এক একবার চাচ্ছ, আবার অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছ, এর কারণ কি বল দিকি? আর দেখ সুন্দরি!

ভূষণের অনাদরে যদিও গো হইয়াছে
আরো তব সৌন্দর্য্য-বিকাশ,
তথাপি গো উহাতেই হৃদয়-নিহিত তব
কোপ যে গো হতেছে প্রকাশ।

শৈব্যা।—(অসূয়া-সহকারে অবলোকন) নিদ্রায় অলস অবশ অঙ্গ, রাত্রি-জাগরণে চোখ-দুটি ঢুলুঢুলু রক্তবর্ণ—এতে মহারাজকে বেশ দেখাচ্ছে। (অভিমান-ভরে অবস্থান)

রাজা।—(অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া সানুনয়ে) প্রিয়ে! প্রসন্ন হও, আমার উপর রাগ কোরো না।

কুটিল ভ্রূলতা কেন
পড়িয়াছে ললাটে লুটিয়া,
মদনের বৈজয়ন্তী
রূপ-ভ্রান্তি মনে উৎপাদিয়া;
সহসা কেন গো চণ্ডি
বিম্বাধর হতেছে স্ফুরণ,
বিকচ বন্ধুক-বন্ধ
মৃদু-বায়ে কম্পিত যেমন।

(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া)

মানিনি! প্রসন্ন হও
কেন কোপ কর অকারণে ?
আমি নহি তাহা, যাহা
তুমি মোরে ভাবিতেছ মনে।
দণ্ড মোরে দাও প্রিয়ে!
যাহা হয় উচিত বিধান ;
দোষাদোষ-নির্দ্ধারণে
কুলপতি সাক্ষাৎ প্রমাণ।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—জয় মহারাজের জয়! কুলপতির ওখান থেকে একজন তাপস এসেছেন।

রাজা।—হেমপ্রভা! তাঁকে সাদরে অবিলম্বে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

(শান্তিজল হস্তে তাপসের প্রবেশ)

তাপস।—(সবিস্ময়ে) অহো! আজ এ কি কাণ্ড?

না হলেও পৌর্ণমাসী অসময়ে কেন এই
চন্দ্রের গ্রহণ ?
কেন এই সুভীষণ ঘোরতর দিগ্‌দাহ
—কেন ভূকম্পন ?
কেন এই উল্কাপাত ? কেন সূর্য্য-চারিদিকে
মণ্ডল-পরিধি ?
এ সব উৎপাত হতে ভাবী ফল না জানি কি
ঘটাবেন বিধি।

কিন্তু না, গুরুদেব যখন এই বিষয়ে চিন্তা করচেন, তখন এর পরিণাম নিশ্চয়ই শুভজনক হবে।

শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, দান, সাধু সংকীর্ত্তন
আর, সৎ-বিপ্রপদের আশীর্ব্বচন
—এই সবে উৎপাতাদি হয় প্রশমন।

তাই, গুরুদেব কুলপতি, স্বস্ত্যয়নের অবশিষ্ট সর্ব্ব-বিঘ্ন-নাশী শান্তিবারি, রাজা ও শৈব্যাকে দেবার জন্য আমার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—আসুন মহাশয়, আসুন। (নিকটে গমন)।

তাপস।—(নিকটে গিয়া) রাজন্! কল্যাণ হোক্!

রাজা।—(ব্যস্তসমস্তভাবে উঠিয়া) মহর্ষি! অভিবাদন করি।

শৈব্যা।—মহর্ষি! প্রণাম।

তাপস।—রাজন্! বিজয়ী হও। দেবি! বীর-প্রসবিনী হও।

রাজা।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া) আসন—আসন।

প্রতী।—(আসন আনয়ন)

রাজা।—এই আসন, এইখানে বসুন।

সকলে।—(উপবেশন)

রাজা।—হেমপ্রভা! যাও, তুমি দ্বার রক্ষা কর গে।

প্রতী।—যে আজ্ঞে মহারাজ!

[প্রস্থান।

তাপস।—রাজন্! গুরুদেব কুলপতি, নিশি-জাগরণের পর, সকলত্র আপনার অভিষেচনের জন্য, স্বস্ত্যয়নের অবশিষ্ট তাঁর আশীর্ব্বাদী শান্তি-জল আপনার নিকটে পাঠিয়েচেন, গ্রহণ করুন।

রাজা।—(সহর্ষে অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) বড় অনুগ্রহ।

তাপস।—

মন্ত্রপূত, পাপহারী, ক্ষাত্র-তেজ-বৃদ্ধিকারী
স্বস্ত্যয়ন-অবশিষ্ট
পুণ্য এই বারি চমৎকার,
করুক তব কল্যাণ —করুক আনন্দ দান
সকল আপদ নাশ
করুক গো তোমা-সবাকার।

(বারি-সিঞ্চন)

রাজা।—(শান্তিজল স্পর্শ করিয়া) এ কি!

এ যে সেই শান্তি-বারি ক্ষত্রিয়-বীজের যাহা
অঙ্কুর-জনক
—যাহার প্রসাদে ধরে, সূর্য্যবংশী নৃপগণ
উন্নত মস্তক।

তাপস।—ওগো শৈব্যা! গুরুদেব কুলপতির

আদেশ, তুমিও আজ গৃহদেবতা ও ব্রাহ্মণদের বিশেষ-রূপে পূজা-অর্চ্চনা করিবে।

শৈব্যা।—(অঞ্জলি-বদ্ধ হইয়া) যে আজ্ঞে।

তাপস।—রাজন্! তোমার কল্যাণ হোক। গুরু-দেব এখন বহুবিধ অনুষ্ঠান আরম্ভ করেচেন—আমি এখন যাই, তাঁর সেবা করি গে।

[প্রস্থান।

শৈব্যা।—(অপ্রতিভ হইয়া চুপি চুপি) ওলো চারুমতি! গুরুদেব কুলপতিই মহারাজকে নিশা-জাগরণের আদেশ করেছিলেন। আমি দুর্জন কুটিল-হৃদয়, তাই ওরূপ কুৎসিত সন্দেহ আমার মনে উদয় হয়েছিল। আচ্ছা, এইরূপ তবে বলি। (প্রকাশ্যে) নাথ! আমার উপর রাগ করো না।

রাজা।—(সানুনয়ে)

মিথ্যা-দোষে কলুষিত দেখ এ হৃদয়;
যদি প্রিয়ে রাখো মোর এই অনুনয়,
এস তব কণ্ঠে হার দেই পরাইয়া,
কপোলেতে পত্রাবলি দেই বিরচিয়া।

শৈব্যা।—(লজ্জিতা)

রাজা।—(তথা করিয়া) প্রিয়ে!

তব গণ্ড রোমাঞ্চিত—ঝরে স্বেদ-জল,
থরথর বিকম্পিত মোর করতল।
দুয়েতেই শ্রম ব্যর্থ—উদ্যম নিষ্ফল।
পরাইতে কণ্ঠে ওই
স্তন-তরঙ্গিত হার
—পরশ-জনিত কম্প
এখনো যায়নি তার।

শৈব্যা।—নাথ! গুরুদেব কুলপতি যেরূপ আজ্ঞা করেচেন, সেই সব অনুষ্ঠান আমি এখন করতে যাচ্চি।

রাজা।—হাঁ দেবি, যাও, কর গে।

[তাপস ও শৈব্যার প্রস্থান।

সখা! আমার চিত্ত যেরূপ উৎকণ্ঠিত, তাতে এখন কি করে' সময় কাটান যায় বল দিকি?

বিদূ।—মহারাজ! আপনি দেবীর কথা ভেবে সময় কাটান, আমিও ভোজনের কথা ভেবে সময় কাটাই।

(বনচরের প্রবেশ)

বন।—জয় মহারাজের জয়!

বিকট মুখাগ্রে যার-যুথা-ক্ষেত্র হয়ে বিদলিত,
তৎ-লগ্ন সুরভিত পরিমল হয় গো বিকীর্ণ
নিজ নিশ্বাস-মারুতে; দন্তে যার—ঈষৎ-চর্ব্বিত
কসেরু-বিচূর্ণ রাশি ইতস্ততঃ হয় গো বিক্ষিপ্ত;
—যেন শক্র করি' জয় যশে দিক হয় আচ্ছাদিত,
কিম্বা যেন নবঘন বরিষণ করে শিলা-বৃষ্টি;
সদর্প গম্ভীর ঘোর ঘরঘর যাহার শবদে
অরণ্যের সিংহ যত ধায় রড়ে করিয়া গর্জ্জন;
শুনি' সে গর্জ্জন পুন ক্রোধে যার কর্ণ-শুক্তি-পুট
উর্দ্ধে হয় উত্তোলিত; দীপ্যমান রোষ-শিখা-রূপে
জিহ্বা-লতা যার রহে প্রসারিত; যার জটা-ভার
সুবিকট বিদ্যুতের ছটা-সম পিঙ্গল-বরণ;
কান্তি যার সমুজ্জ্বল সুশাণিত করবাল-সম,
নীলকান্ত-সম নীল; কি, তমাল কজ্জল-শ্যামল।
জ্বলে নেত্র সুপিঙ্গল;—মসীবৎ মাংসল শরীর;
স্ফুলিঙ্গাবশেষ-সম দন্ত দুটি যাহার লক্ষিত;
—ঠিক্ যেন করাল সে মুখ-রাহুগ্রাস-ভয়-বশে
সান্দ্র চন্দ্র-কলা দুটি, চন্দ্র হতে হইয়া বাহির
নৈশ তিমিরের গাত্রে ভয়-ত্রাসে রহে সংকুচিত
—এ হেন বরাহ এক সমুত্থিত যুথ-অধিপতি
মৃগয়া-কানন-মাঝে;—যেন সেই মহান্ বরাহ
যার দন্তে হয় ধৃত সমগ্র এ পৃথিবী-মণ্ডল।

এখন মহারাজের যেরূপ আদেশ হয়। আদেশ পেলেই আমি এখনি সেখানে যাই।

রাজা।—(সহর্ষে) আঃ, বাঁচলেম; এখন সময় কাটাবার একটা স্থান পাওয়া গেল।

বিদূ।—(সহর্ষে) যেখানে অরণ্যে অরণ্যে ঘুরে বেড়াতে হবে, কাঁটা-বন শর-বন মাড়িয়ে যেতে হবে, উঁচুনীচু স্থান ডিঙতে হবে, যেখানে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় জ্বলতে হবে—যে স্থান এই সব দোষে ভরপূর, সেই যদি আপনার আরামের স্থান হল, তা হলে আপনার আয়াসের স্থান না জানি কি!

রাজা।—দেখ সখা! মৃগয়া রাজাদের বড় উপকারী;

দেখ:—

চিত্ত উদ্‌বিগ্ন হ'লে
সদ্য তারে করে বিনোদন;

চল-লক্ষ্যে স্থৈর্য্য আনে,
দেহে করে লঘুতা অর্পণ ;
শীকারে উৎপন্ন হয়
রণ-যোগ্য উৎসাহ-উদ্যম ;
মিথ্যা করি' লোকে বলে
মৃগয়ারে নৃপতি-ব্যসন ।

তবে চল, আমরা সেইখানে যাই ।

[সকলের প্রস্থান ।

ইতি প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—অরণ্য

নেপথ্যে ।—ওগো বরাহ-অন্বেষণকারী বনচরেরা !
ওই সে বরাহ দেখ অদূরে পঙ্কের রাশি
করয়ে মর্দ্দন ।
বিদলে কমল-বন, মৃণার অঙ্কুর সব
করয়ে ভক্ষণ ।
মুস্তা-ক্ষেতে তোলে মাটি, সেতু ভাঙি জলাশয়ে
করয়ে গমন ।
ধরা যায়-যায় হয়ে গহন বনের মাঝে
করয়ে প্রবেশ ।
সৈন্য ধায় পিছে পিছে, দুর্গম,কান্তার-মাঝে
পশে অবশেষ ॥

এখন তবে চারিদিককার বন ঘিরে ফেল ।
অরণ্য-উপান্ত-দেশে বন-রোধ-দক্ষ জালী
জাল-বন্ধ দিক বিছাইয়া ;
শৃঙ্খল মোচন করি' ব্যাধগণ কুক্কুরেরে
বন-মধ্যে দিউক ছাড়িয়া ;
পাশ-হস্ত সাদীদের শ্রমক্লান্ত অশ্বগণে
সমাকীর্ণ হোক সব বন,
লগুড় লইয়া হস্তে মহিষ-আরোহী সৈন্য
বিকম্পিত করুক কানন ।

(ভীষণ-উজ্জ্বল বেশে ত্রস্তব্যস্ত হইয়া
বিঘ্নরাজের প্রবেশ)

বিঘ্ন ।—(আশঙ্কার সহিত)
আমি যে; গো করিয়াছি শম্ভুরো সমাধি ধ্যানে
বিঘ্ন উৎপাদন ;
দক্ষযজ্ঞ অনুষ্ঠানে, শিব-শিবা-কেলি-মাঝে
ব্যাঘাত বিষম ;
ত্রিলোকের আমি সেই হিত-সিদ্ধি-নাশ-প্রিয়
বিঘ্ন সনাতন ।
হরি হর প্রজাপতি এঁদেরো দুঃসাধ্য যেই
সৃষ্টিস্থিতি লয়
—উগ্রতপা বিশ্বামিত্র সাধন করেন হেথা
সেই বিদ্যাত্রয় ।
আদিম বরাহ-রূপে
উদ্ধার করিলা যথা হরি,
আমিও গো উদ্ধারিব
ত্রিলোকে বরাহ-রূপ ধরি' ।

(পশ্চাতে অবলোকন করিয়া সভয়ে) অহো ! জগতের কল্যাণে ও পরের পৌরুষে বিঘ্ন উৎপাদন করতে আমি বিলক্ষণ পটু ; আর এ কার্য্যে আমার সাহসও অপরিসীম—নিজ শরীরের প্রতি আমার কিছুমাত্র দৃক্‌পাত নেই। তাই, সাক্ষাৎ কৃতান্তের দন্ত-মধ্যে থেকেও, কোন প্রকারে শরের মুখ এড়িয়ে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রকে এই অরণ্যপ্রদেশে তো এনে ফেলেচি। এখন তবে এঁকে বিশ্বামিত্রের আশ্রমে নিয়ে যাওয়া যাক্ ।

কেননা, সেই প্রসিদ্ধ তীব্রতপা, স্বর্গান্তরের আদি-স্রষ্টা, ত্রিশঙ্কুযাজক ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ কৌশিক বিশ্বামিত্র সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-বিধায়িনী ত্রিগুণময়ী বিদ্যার সিদ্ধিলাভার্থ, কি এক দুষ্কর সাধনায় এখন নিযুক্ত আছেন ।

বিধিই করেন সৃষ্টি—না হরি, না হর ;
হরি-ই পালেন বিশ্ব—না হর ঈশ্বর ;
হর-ই করেন ধ্বংস এ তিন ভুবনে ।
একজনে সর্ব্বসিদ্ধি লভিবে কেমনে ?

(চিন্তা করিয়া) অথবা এই পরম নিষ্ঠাবান্ তপস্বীর পক্ষে অসম্ভবই বা কি ? কিন্তু তিনি যখন বশিষ্ঠের প্রতি ক্রোধ-পরতন্ত্র হয়ে এই মঙ্গল-বিরোধী কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচেন, তখন জানিনে, এর কি ফল হবে ।

নেপথ্যে ।—ঘোর গহন বনে প্রচ্ছন্ন হয়েচিস্ মনে করে' তোর ভারি গর্ব্ব হয়েচে দেখ্‌চি—আচ্ছা রোস্ বরাহাধম, রোস্ !

ক্ষণে ক্ষণে হয়ে দৃষ্ট, ক্ষণে দৃষ্টি-পথ হতে
হয়ে অন্তর্হিত,
মায়ারে আশ্রয় করি,' সকৌতুকে দূরে মোরে
করেচিস্ নীত।
মোর দৃষ্টি-পথমাঝে তুই যদি পড়িস আবার,
ওরে দুষ্ট! পদ্মবন দলিবারে না পারিবি আর।

বিঘ্ন।—(শুনিয়া সহর্ষে) এই যে, এইবার নিকটে এসেচে দেখ্চি। এখন তবে এখান থেকে বেরিয়ে, মায়া-বরাহ হয়ে দেখা দি। (সত্বর পরিভ্রমণ করিয়া প্রস্থান)

(রথোপবিষ্ট ধনুর্ধারী রাজা ও সারথির প্রবেশ)

রাজা।—(পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া, সম্মুখভাগে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সারথি! সারথি! বেশী দূরে যেও না! দেখ :—

মুখের গরাস হতে স্খলিত মৃণাল দেখ
বনভূমি ছায়।
আলোড়িত সর হতে নিঃসৃত সলিল-ধারা
তীরেরে ভিজায়।
শ্রমোদ্গীর্ণ মুখ-ফেনে নব তৃণ-ভূমিগুলি
চিত্রিত-বরণ;
মুস্তা-পরিমল-গন্ধী সুরভি-নিঃশ্বাসে হেথা
ঘন সমীরণ।

(নিপুণভাবে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) সারথি! সারথি! ওই সেই বরাহ—দেখ দেখ :—

হেলায় ফিরায়ে স্কন্ধ বেগ-ভরে মূলাঙ্কুর
করি' উন্মূলন।
সুচঞ্চল-নাল-লগ্ন নলিনীরে বক্ত-মধ্যে
করিয়া ধারণ
—সুপ্রসন্ন নাভি-পদ্ম পঙ্কজ-আনন সেই
বরাহাবতার
দন্ত-মধ্যে ধরি' যেন ত্রিভুবন উদ্ধারিতে
আসে পুনর্ব্বার।

(আনন্দে) এই যে আমাকে দেখে আমার দিকেই আস্‌চে।

(শর-সন্ধান)

সারথি।—(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া) মহারাজ! দেখুন দেখুন :—

গর্ব্বভরে আসি' কাছে বাণের সন্ধান দেখি'
অমনি সে যায় গো ফিরিয়া;
আয়ত সম্মুখ পদ ভয়ে আকুঞ্চিত করি'
শরীরার্দ্ধ লয় আকর্ষিয়া;
শ্বাসের আধিক্য-হেতু ওষ্ঠ-প্রান্ত-গহ্বর
হয়েছে বিদীর্ণ;
তা-হতে মৃণালাঙ্কুর স্খলিত হইয়া পড়ি'
হতেছে বিকীর্ণ।
লজ্জা পরিত্যাগ করি'
হয়ে অপ্রতিভানন
নিজ দংষ্ট্র তোমারে গো
করে যেন সমর্পণ।

রাজা।—(বাণ ছুড়িয়া নিকটে গিয়া চারিদিকে অবলোকন করত সবিস্ময়ে) এ কি হল! বরাহটা চলে' গেলে পর আমি যে অসময়ে বাণটা ছাড়লেম।

ক্ষণে অন্তর্হিত হয়,
ক্ষণে নেত্র-সুগোচর;
ক্ষণে যায় দূরে চলি,
ক্ষণে সে নিকটতর;
সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বে চারিদিকে মুহুর্মুহু
করিছে ভ্রমণ।
বিদ্যুৎ-চপল ও যে কেমনে গো লক্ষ্য ওরে
করে মোর মন?

(নিপুণরূপে অবলোকন করিয়া দূর হইতে দেখিয়া সানন্দে) এ কি! এই অরণ্য অতিক্রম করে' পরিষ্কৃত ভূমিতে যে উঠে পড়ল। সারথি! সারথি! অশ্বদের শীঘ্র চালাও, দেখ, আবার কোথায় এখন যাচ্ছে।

সারথি।—(রথ-চালন) মহারাজ! দেখুন দেখুন!

রথ-বেগে, ধূলিজাল- পরিপূর্ণ বায়ু থাকে
পশ্চাতে পড়িয়া,
সনমুখে মন মোর লক্ষ্যটিরে অনুসরে
সত্বর হইয়া।
নিশ্চল নিষ্কম্প অতি ধ্বজ-পট যার ওই
আকাশের মেঘ ছুঁয়ে যায়
—সেই তব রথ দেখ —যেথা ধায় তব বাণ—
তুল্য-বেগে চলিছে সেথায়।

রাজা।—(সবিস্ময়ে) তাই তো—

ব্যোমচারী পবনেরে
জিনিয়াছে রথ-অশ্বগণ
বেগে জলনিধিরেও
করিয়াছে দেখ অতিক্রম।
এ বড় আশ্চর্য্য কিন্তু শ্যামল বরাহ সেই
—দলিত-অঞ্জন প্রায়—
যত যাই দূরে আমি বরাহ সে আরো যেন
দূর হতে দূরে ধায় ;
সূর্য্যের সম্মুখ হতে যেন অন্ধকার-রাশি
ভয়ে পলাইয়া যায়।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া সখেদে) এ কি! এই মহারণ্য অতিক্রম করে' কোথায় না জানি সে অদৃশ্য হল? তার যে কোন পদ-চিহ্নও দেখা যাচ্চে না। আচ্ছা, তবে এই স্নিগ্ধচ্ছায় বনশ্রেণীটি একবার অন্বেষণ করে' দেখি। (তথা করিয়া সানন্দে) হয়েছে! নিশ্চয় সে বরাহটা তপোবনের উপকণ্ঠে আছে। দেখ না কেন :—

কুশভূমে তৃণগুলি কোথায় হয়েছে ছিন্ন
কোথাও আমূল উৎপাটিত।
কুসুম-চয়ন-তরে কোথাও সদয়াকৃষ্ট-
অগ্র-শাখা লতা আনমিত।
এই সব শাখীদের পূর্ব্বে বল্কল ছিল
—ক্ষতচিহ্ন তাই গাত্রোপরে।
এই সব তরু হতে ক্ষীর ঝরে—সদ্য-ছিন্ন
হইয়াছে ইন্ধনের তরে॥

সারথি।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া ও সকৌতুকে শুনিয়া) মহারাজ! দেখুন, দেখুন! বরাহটা এখন আশ্রমের নিকটে বিচরণ করচে, ওকে এখন অন্বেষণ করা বৃথা।

কদম্ব-কোটরে শুক অভ্যাগত জনে করে
স্বাগত ভাষণ।
হব্যগন্ধী সমীরণ —ঘ্রাণ-তৃপ্তিকর—করে
হৃদয় হরণ।
এই সব মৃগকুল ইহারে হেরিয়া, হয়ে
চকিত-নয়ান,
তটোপান্তে কুশ যার —হেন নির্ঝরিণী-জল,
করিতেছে পান।

রাজা।—এই বরাহটা এখন আশ্রমের নিকটে বিচরণ করচে—ওকে অন্বেষণ করে' আর কি হবে? এখন অশ্বেরা জলপান করে' বিশ্রাম করুক। আমি ততক্ষণ কেবল ধনুমাত্র হাতে নিয়ে আশ্রমে প্রবেশ করে' মুনিকে অভিবাদন করি গে। পূজনীয় ব্যক্তিদের পূজা না করে' গেলে অমঙ্গল ঘটে, এইরূপ প্রবাদ আছে। (রথ হইতে অবতরণ)

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া) আহা! তপোবন-বাসিগণের কি অপার রমণীয় সুখ!—তাতে বন্ধন-বাধা কিছুমাত্র নেই। কেন না :—

বাসনা-বিরত মন সম্ভোগের স্পৃহা কভু
না রাখে অন্তরে ;
মমতা-রহিত বলি' স্নেহের বিয়োগে কভু
শোক নাহি করে ;
অহঙ্কার-পরিত্যাগে আত্ম-পর-ভেদ-ভাব
হয় অপগত ;
লভিয়া পরম শান্তি তপোধন সংযমীরা
আহা সুখী কত!

(সবিনয়ে পরিক্রমণ করিয়া, সভয়ে) ওঃ! এই তপোবনগুলি অসংযমী অবিনয়ী জনের পক্ষে কি দুর্দ্দর্শনীয়! আমি তপোবন পূর্ব্বে কখন দেখিনি, তাই অপরাধীর মত আমার মনে যেন একটা ভয়ের সঞ্চার হচ্চে। অথবা, তপোময় ব্রহ্ম-তেজের কি অজেয় প্রভাব, এর কাছে আর সমস্ত তেজই পরাভূত হয়। কেন না :—

(ভয়ে ভয়ে পরিক্রমণ)

সৌম্য শান্ত রমণীয়
হইলেও এই সব বন
হেথা আসি' পদে পদে
ভয়াকুল হয় মোর মন ;
সর্ব্ব-তেজ খর্ব্ব হেথা ব্রহ্মতেজে—যাহা সর্ব্ব
তেজের কারণ ;
স্বজনক জল এলে অগ্নি যথা মৃদুভাব
করয়ে ধারণ।

(ভয়ে ভয়ে পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—আপনারা রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

দেখুন, বিনা অপরাধে এই অনাথা অসহায়া অভাগিনীদের অগ্নিমধ্যে নিঃক্ষেপ করচে। রক্ষা করুন—রক্ষা করুন।

রাজা।—(শুনিয়া ব্যস্তসমস্তভাবে) অহহ! অনতিদূরে ভয়ার্ত্তা রমণীদের বিলাপ-ক্রন্দন শোনা যাচ্চে না? (আশ্চর্য্য হইয়া) এ কি! এ হচ্চে তপোবন, এখানে এরূপ দুষ্ট লোক থাকা কি সম্ভব? আচ্ছা, নিকটে গিয়ে দেখি! (তথা করণ)

নেপথ্যে।—রক্ষা করুন—রক্ষা করুন, ইত্যাদি।

রাজা।—(শুনিয়া আবেগ-সহকারে) ভয়ার্ত্তাদের অভয় দিচ্চি,—ভয় নাই, ভয় নাই। (সক্রোধে) আঃ!

কে না জানি করে এই তপোবন-বিপরীত
দারুণ অহিতকর নিষ্ঠুরাচরণ
এই বাণে স্কন্ধ তার ছিন্ন করি' সর্ব্ব-অঙ্গ
জ্বলন্ত অনল-মাঝে করিব ক্ষেপণ।

(পরিক্রমণ করিয়া, নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) কে ও হোম-সামগ্রীর সন্নিধানে অগ্নি-শালায় বসে' আছে, আর অগ্নিমধ্যে তিনটি দিব্যরূপিণী নারী ভয়ার্ত্তা হয়ে বিলাপ করচে?—নিশ্চয় তাপস-বেশধারী কোন পাষণ্ড হবে।

—

দৃশ্য—অগ্নিশালা।

বিশ্বামিত্র হোমে প্রবৃত্ত ও হোমাগ্নির মধ্যে
অবস্থিত বিদ্যাত্রয়।

বিদ্যাত্রয়।—(ভয়াকুল হইয়া পূর্ব্বোক্তরূপে) রক্ষা করুন—রক্ষা করুন ইত্যাদি।

বিশ্বা।—(আশ্চর্য্য হইয়া) অহো! কি আশ্চর্য্য!

মন্ত্রপূত হবি মোর একান্তে অনল এই
করিছে বহন;
প্রদক্ষিণ-শিখা হয়ে কার্য্যসিদ্ধি তথাপি না
করিছে সূচন।
ক্রিয়ার প্রভাবে হেথা
ত্রিবিদ্যা যদিও আবির্ভূত,
কিন্তু যে তবুও ওরা
না হতেছে মোর বশীভূত।

(ধ্যানমগ্ন)

বিদ্যাত্রয়।—(পূর্ব্বোক্তরূপে) রক্ষা করুন, রক্ষা করুন ইত্যাদি।

রাজা।—(সত্বর নিকটে আসিয়া) ভয়ার্ত্তদের অভয় দিচ্ছি—ভয় নাই, ভয় নাই। রোস্ দুরাত্মা পাষণ্ডাধম! রোস্ ছদ্মবেশী রাক্ষস! এ কি সব তোর মায়াজাল?

পরা বল্কল-বাস, অক্ষসূত্র-বালা হাতে,
জটাজাল দেখি যে মাথায়।
মহাতপা জিতেন্দ্রিয় শান্ত-আত্মা-মুনি-বেশ
—বল্ দেখি—সেই বা কোথায়
আর কোথা তোর এই জঘন্য ও অকরুণ
নারী-বধ-পাপ-বুদ্ধি হায়!
যেই কার্য্য করেছিস তুই ওরে খল!
ভোগ কর্ এবে তার সমুচিত ফল॥

বিশ্বা।—(ধ্যানে বিরত হইয়া সক্রোধে)

শ্রুতি-কটু ভর্ৎসনা -ঘরষণ-জাত এই
মোর কোপানল
সমাধি-ব্যাঘাত হেতু অন্তঃক্ষোভ-বায়ু যোগে
হইয়া প্রোজ্জ্বল,
হরিশ্চন্দ্র-দাহকাষ্ঠে
জ্বলি উঠি' প্রলয়াগ্নি-সম
ত্রৈলোক্য দহন-তৃষ্ণা
করিবে গো এবে নিবারণ।

বিদ্যাত্রয়।—(সহর্ষে) আ! আমাদের কি সৌভাগ্য; জয় মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের জয়!

[বিদ্যাত্রয়ের প্রস্থান।

বিশ্বা —(দেখিয়া সক্রোধে) কি?—এই দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র আমার সিদ্ধিপথের অন্তরায় হল? রোস্! ক্ষত্রিয়াধম, রোস্!

হরি হও, চন্দ্র হও,
কিম্বা হও অর্দ্ধেন্দু-শেখর,
বিদ্যা-নাশে মোর যেই
কোপাগ্নি বৰ্দ্ধিত ঘোরতর
—তাহে তুই ওরে মূঢ়!
হবি নাকি ইন্ধন নশ্বর?
কান্তা-কেলি-পরায়ণ ভূত-দয়া-বশে শান্ত
এমন যে হর
তিনিও সমাধি ভঙ্গে বিকট ভ্রূকটি ধরি'
—মূর্ত্তি ভয়ঙ্কর—

আকৃষ্ট-শরাসন স্মরেরে সম্মুখে দেখি'
করিলা যেমন
কৌশিকও তোরে মূঢ় নেত্রানলে সেইরূপ
করিবে দহন।

রাজা।—(সভয়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! ইনি সেই মহর্ষি কৌশিক বিশ্বামিত্র, আর তাঁরা সেই ভগবতী বিদ্যাত্রয়? পাপাত্মা আমি এঁর সিদ্ধিপথে অন্তরায় হয়ে কি অবিবেচনার কাজই করেচি—এখন নিশ্চয় আমি ওঁর প্রজ্বলিত কোপানলে ভস্মীভূত হব।

বিশ্বা।—(সক্রোধে)

ক্রোধ বিবর্দ্ধিত মোর —ত্রিবিদ্যা সাধন-কার্য্যে
হইয়া ব্যাঘাত;
অভিশাপ দান-তরে হইতেছে প্রধাবিত
দক্ষিণ এ হাত;
আবার এ বাম হস্ত চির-ত্যক্ত নিজ জাতি
করিয়া স্মরণ
উদ্যত হয়েচে এবে ক্ষত্রোচিত শরাসন
করিতে গ্রহণ।
(উত্থান)

রাজা।—(পদতলে পতিত হইয়া) মহর্ষি! ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। স্ত্রীজনের বিলাপে প্রতারিত হয়ে অজ্ঞানে আমি এ কাজ করেচি—আমাকে ক্ষমা করুন।

বিশ্বা।—দুরাত্মন্! কি? অজ্ঞানে এ কাজ করেচিস্ বলে' আমি ক্ষমা করব? ওরে রে ক্ষুদ্র! আমি কে, তুই কি তা জানিস নে?

দুর্বিনীত যেই বিপ্র ব্রাহ্মণত্ব নিজ বলে
করিল গ্রহণ;
দৃপ্ত বশিষ্ঠের সুত —তাহার কাননে যে গো
ধূমকেতু সম;
স্বর্গান্তর সৃষ্টিকালে জগৎ হইয়া ভীত
দেখিয়াছিল গো যারে
যমের মতন;
চণ্ডাল সে ত্রিশঙ্কুরে যজ্ঞ করাইল যে গো
—সেই কৌশিকেরে তুমি
চেন না রাজন্?

রাজা।—মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন্—আমাকে এরূপ মনে করবেন না।

করিল দুর্ভিক্ষে যে গো
জীবিকা আপনি আহরণ;
নৃপতি-সদনে যে গো
দান কভু করেনি গ্রহণ;
যার "আড়ীবক"-যুদ্ধে
জীবলোক হইল কম্পিত
—তপ-তজানিধি তার
কাহার না আছে গো বিদিত?

কিন্তু আমি ভীরু জনের কাতর-বিলাপ শুনেই ঐরূপ করতে উদ্যত হয়েছিলেম; স্বধর্ম্মে বিক্ষিপ্ত-চিত্ত হয়ে আপনাকে আমি জান্‌তে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করুন, এই আমার নিবেদন।

বিশ্বা।—দুরাত্মন্! বল দেখি, তোমার সে ধর্ম্মটা কি?

রাজা।—মহর্ষি!

দান, ত্রাণ, সংগ্রাম—তিন ক্ষাত্র-আচরণ
পুরাণ মুনিরা বলে—এই ধর্ম্ম সনাতন।

বিশ্বা।—কি বল্লে?—
"দান ত্রাণ সংগ্রাম" ইত্যাদি।

রাজা।—হাঁ মহর্ষি।

বিশ্বা।—আচ্ছা, তা হলে কাকেই বা দান করতে হয়, কাকেই বা ত্রাণ করতে হয়, আর কার সঙ্গেই বা সংগ্রাম করতে হয়?

রাজা।—মহর্ষি! শ্রবণ করুন।

বিশ্বা।—বল।

রাজা।—

গুণবান্ ব্রাহ্মণেরে করিবেক দান,
বিপন্ন ভয়ার্ত্ত জনে করিবেক ত্রাণ,
অরাতি জনের সাথে করিবে সংগ্রাম।

বিশ্বা।—মহাত্মন্! তা যদি মনে করেন, তা হলে আমার বিদ্যা-তপের উপযুক্ত আমাকে দান করুন।

রাজা।—(সহর্ষে) তা হলে তো সূর্য্য-বংশীয়েরা অনুগৃহীত হবে। এখন তবে মহর্ষি প্রসন্ন হোন্, প্রসন্ন হোন্।

তব দক্ষিণার তরে পর্য্যাপ্ত নাহি হয়
সকল ভুবন।
সরবস্ব দান তাই নিবেদিতে হয় মোর
সঙ্কুচিত মন।

সর্ব্বধনে পরিপূর্ণ
তুমি ওগো কুশিক-নন্দন ;
সমস্ত এ বসুমতী
তোমারে গো করিনু অর্পণ।

বিশ্বা।—(আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) আচ্ছা, তবে এইরূপ বলি। (প্রকাশ্যে) রাজন্! কল্যাণ হোক্! পণ্ডিতেরা বলেন, দক্ষিণা-রহিত দান দানই নয়। অতএব এক্ষণে দক্ষিণা দিতে আজ্ঞা হোক্।

রাজা।—(লজ্জিত হইয়া স্বগত) এ স্থলে কি করা যায়? (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া সহর্ষে) তবে এইরূপ বলি। (প্রকাশ্যে) মহর্ষি!

আহরণ করি আনি'   করিব সুবর্ণ লক্ষ
দক্ষিণা অর্পণ,
অদ্য হতে এক মাস   করিতে হইবে মোরে
ক্ষমা বিতরণ।

বিশ্বা।—আচ্ছা, এই এক মাসকাল সময় দিলেম ; কিন্তু দেখ, এই পৃথিবী ছাড়া আর কোন স্থান হতে তোমার দাতব্য সংগ্রহ করতে হবে।

রাজা।—(সভয়ে স্বগত) এর প্রতিবিধান কিসে হবে? (চিন্তা করিয়া সহর্ষে) হয়েচে! প্রতিবিধানের উপায় ঠাওরেচি। ভগবান্ শিবের আশ্রিত একটি পরম ক্ষেত্র আছে :—

ধরাতল-ফণি-ফণা   —তা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে
আছে বারাণসী,
অন্তরীক্ষ-পুরী বলি'   করেন বর্ণনা যারে
যত মুনিঋষি।
কেশ-অগ্রভাগ যেই   তা হতে সহস্র সূক্ষ্ম
অণু-পরিমাণ
শাস্ত্রদর্শী সুধী সবে   দেখেন বিশ্বাস-নেত্রে
যার ব্যবধান।

অতএব, সেইখানেই দক্ষিণার সুবর্ণ সংগ্রহ করে' দান করা যাবে। (প্রকাশ্যে) মহর্ষি! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করলেম। (অঙ্গ হইতে আভরণ খুলিয়া) মহর্ষি!

এই সব শ্রীসম্পদ   —সমস্ত বসুধা যাহা
শাসিত আমার,
এই সব অস্ত্রচয়,   নৃপতির চিহ্ন এই
মুকুট মাথার,
সমর্পিনু তব পদে কুশিক-নন্দন
অনুগ্রহ করি' এবে করহ দর্শন।

(পদতলে পতিত হইয়া উত্থান ও সহর্ষে স্বগত) বহু পরিশ্রমে যে রাজ্যভার এতদিন বহন করেচি, সৌভাগ্যক্রমে আজ তা সফল হল। (সানন্দে)

মুনির যে মন্যু আমি
বজ্র বলি' ভেবেছিনু মনে
কুসুম-মাল্যের সম
পড়ে মোর মস্তকে এক্ষণে।

ভগবতি বসুন্ধরে! তোমাকে স্পর্শ করে' এই কথা আমি বল্‌চি :—

লোক-ধাত্রী দেবি ওগো!   সূর্য্যবংশী নৃপতিরা
যশের সহিত তোমা
করিল রক্ষণ ;
দুর্লভ পাত্রের লোভে   নির্দ্দয় হইয়া অতি
তোমারে যে করিনু গো
আমি বিসর্জ্জন,
দুই এক দুরাচারে   তব কাছে অপরাধী
—মোরে তুমি কর এবে
ক্ষমা বিতরণ।

এখন তবে অযোধ্যায় গিয়ে, মহর্ষির নিকট যা প্রতিশ্রুত হয়েচি, তা সম্পাদন করি গে। পরে দক্ষিণা উপার্জ্জনের জন্য বারাণসী নগরেই যাওয়া যাবে। (প্রকাশ্যে) মহর্ষি! এখন এখান থেকে অযোধ্যায় গিয়ে কার্য্য শেষ করে', পরে ফিরে এসে দক্ষিণা উপার্জ্জনের জন্য বারাণসীতে আমি যাব —এখন আপনার অনুমতি লয়ে বিদায় হই।

বিশ্বা।—(আশ্চর্য্য হইয়া স্বগত) অহো! দুরাত্মার কি স্থৈর্য্য, কি মহানুভাবতা! রে দুরাত্মন্! কিরূপ তোর দান-বীরত্ব, শীঘ্রই তা' দেখা যাবে।

যাবৎ না দেখি আমি,   রাজ্য হতে সত্য হতে
হয়েছিস্ তুই ওরে ভ্রষ্ট বিচলিত,
তাবৎ না হবে শান্ত   এই তীব্র রোষানল
—তর দুরাচার হতে যাহা উদ্দীপিত।

(প্রকাশ্যে) রাজন্! তাই হোক! তাতে আর আপত্তি কি?

[প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক।

——

তৃতীয় অঙ্ক

(বীভৎস-বেশে পাপ-পুরুষের প্রবেশ)

পাপ।—(বিকটরূপে পরিক্রমণ ও উচ্চ হাস্য করিয়া)

আরম্ভে মধুর আমি, আধি-ব্যাধি শোক-দুঃখ
আমি মাঝ-খানে ;
নরক-যন্ত্রণা বহু —নিদারুণ সুভীষণ—
আমি পরিণামে।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া, সভয়ে সরিয়া গিয়া) হা জননি! গেলেম, গেলেম। মলেম, মলেম! এই পোড়া নগরী—যার নামও আমি মুখে উচ্চারণ করতে পারিনে—আমাকে উচ্ছিন্ন করচে,—আমাকে বধ করচে। রোস্, এই তো প্রবেশপথ ; কিন্তু এই নগরীকে আমি তো এখান থেকে দেখ্‌তে পাচ্চিনে। আচ্ছা, ভাল, আমি এখানে একান্তে বসে' থাকি। আমি যে জন্মান্তরসঞ্চিত মূর্ত্তিমান্ পাপ—আমাকে পরিত্যাগ করে' যারা এই নগরীর মধ্যে প্রবেশ করেচে, তারা যখন সেখান থেকে আবার বেরিয়ে আস্‌বে, তখন আবার আমি তাদের শরীরে গিয়ে সংলগ্ন হব।

নেপথ্যে।—

শিব-পদাম্বুজ-চিহ্ন এ মোর মাথায়
—এতদূর কৃপা দেব করেন আমায় ;
ভবানীরো পুত্র-প্রীতি আমার উপরে,
বহুশাস্ত্র-জ্ঞান, আর তপো-নিষ্ঠা তরে।
তবুও তো এই দেহ
স্নায়ু-অস্থি-গ্রন্থিময়
ত্বকেতে নিবদ্ধ হয়ে
জরজর অতিশয়।
প্রাক্তনের পরিণাম—প্রকৃতি-নিয়ম
সত্যই না পারে কেহ করিতে লঙ্ঘন।

পাপ।—(সগর্ব্বে) আঃ! দুরাচার হরিশ্চন্দ্র যদি এই নগরীর রাজা না হয়, তা হলে তো আমার হয়েই আছে। কে ও কথা কচ্চে? এ কি! ভগবান্ ত্রিলোচনের আসন্ন-পরিচারক ভৃঙ্গী যে এই দিকে আসচে দেখ্‌চি—এই বেলা তবে এখান থেকে সরে' পড়া যাক্।

[প্রস্থান।

(ভৃঙ্গীর প্রবেশ)

ভৃঙ্গী।—"শিব-পদাম্বুজ-চিহ্ন"—ইত্যাদি। (চিন্তা করিয়া) তা না হলে, দেব কেন হরিশ্চন্দ্রেরও দশা-বিপর্য্যয়ের কথা দেবীর কাছে বল্‌বেন?

অদ্ভুত চরিত যাঁর মহাদেব যখন গো
করেন বর্ণনা,
বলিতে বলিতে তাঁর পুলকে বিচ্ছিন্ন হয়
অঙ্গ-ভস্ম-কণা।
ভুরু দুটি তুলি' ঊর্দ্ধে,
ত্রিনয়ন করি' বিস্ফারিত,
নাড়েন মস্তক তাঁর
—অর্দ্ধ-ইন্দু হয় বিচলিত।

এখন সেই হরিশ্চন্দ্র বারাণসী নগরে প্রবেশ করবেন—তাই দেব শশাঙ্ক-শেখর ও ভবানী উভয়েই পর্য্যুৎসুক হয়ে আছেন। আমিও তবে ভগবানের পূজা শেষ করে' সজ্জিত হয়ে থাকি।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(সচিন্তভাবে রাজার প্রবেশ)

রাজা।—

প্রীতি-ভরে দান করি' এই পৃথ্বী দ্বিজোত্তমে
হইয়াছে সুপ্রসন্ন এবে মোর মন ;
কিন্তু উদ্‌বিগ্ন পুন, দৈব কৃত সেই ঋণ
—মহতী দক্ষিণা কথা করিয়া স্মরণ।
কর্ত্তব্য নহে মোর
তাঁর রাজ্যে ধনার্জ্জন করা ;
তাই সে শম্ভুর স্থান
—যাহা নহে এই বসুন্ধরা—
সেই বারাণসীধামে করিয়া গমন
করিতে হইবে এবে দক্ষিণা অর্জ্জন।

(সচিন্তিতভাবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

দারা, পুত্র, নিজ দেহ —ত্যাগ-মধ্যে এই তিন
অবশিষ্ট আছয়ে এখন ;
আজি হল শেষ দিন, প্রতিজ্ঞা অপরিত্যাজ্য
মুনি তাহে অতীব কোপন।
না শুধি' ব্রাহ্মণ-ঋণ
এ জীবন ত্যজি বা কেমনে,

কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হয়ে
সব শূন্য দেখি যে নয়নে।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এ কি ! এই যে বারাণসী। ভগবতি বারাণসি! তোমাকে নমস্কার। (চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে)

যাহারে কামনা করে সেই সব বেদাধ্যায়ী
ব্রহ্মনিষ্ঠ সন্ন্যাসী সজ্জন
—শম-দম-অবিরোধী ব্রহ্মচর্য্য তপস্যাদি
যারা সবে করিয়া সাধন
নাশিয়াছে মোহ-তম ; দেহান্ত-সময়ে যেথা
মুক্তি-জ্ঞান-কথা হর শোনান সবায় ;
প্রাণ-ত্যাগ হ'লে পরে জীবের পুনর্জন্ম
আর কভু না ঘটে যেথায়।

অপিচ :—

দৃঢ় ভব-পাশ হতে
জীব মুক্ত হয় গো হেথায় ;
হেথায় ব্রহ্মার শির
হর-হস্ত হতে পড়ি' যায় ;
নাহি ত্যজি' সেই পাপ তবু তাহা হতে মুক্ত
হৈলা ভগবান্ ;
বারাণসী-ক্ষেত্রে তাই পত্নীর সহিত তাঁর
চির-অধিষ্ঠান।

যাই—এখন মুনির ঋণ হতে কোন উপায়ে আমাকে মুক্ত হতে হবে। (চিন্তা করিয়া)

কুবেরে করিয়া জয়
করিব কি ধন আহরণ ?
আমা সম ত্যক্ত-শ্রীর
জয়েই বা কি ফল এখন ?
ভিক্ষা-দৈন্য—সুলভ সে দ্বিজাতির মাঝে,
ক্ষত্রিয় হইয়া ভিক্ষা নাহি মোর সাজে।
মূল ধন না থাকিলে বাণিজ্য না হয়,
নির্ধনের কিসে হবে ধনের সঞ্চয় ?
সবেতেই কালাপেক্ষা হয় প্রয়োজন,
কিন্তু অপেক্ষিতে হেথা আমি যে অক্ষম।

আমার মত হতভাগ্য এখন তবে কি করবে ? (উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া সহর্ষে) হয়েছে ! আমি এখন তবে :—

পালিব শাশ্বত সত্য
আপনারে করিয়া বিক্রয়,
সত্য অরক্ষিত হলে
অরক্ষিত রহে লোক-দ্বয়।

(মনস্থির করিয়া) দেবী দীর্ঘপথ চলে' শ্রান্ত হয়ে বৎস রোহিতাশ্বের জন্য অপেক্ষা করচেন ? তিনি না আস্তে আস্তেই—আমি ততক্ষণ আমার কাজটা শেষ করি। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এ কি ! সূর্য্যদেব যে মধ্যাহ্নে আরোহণ করেচেন দেখচি।

তপনের তীক্ষ্ণ তাপ প্রচণ্ড কৌশিক-সম
ঘোরতর করিছে দহন।
চারিদিকে পথ সব —এ মোর মানস-সম—
সেই তাপ করিছে বহন।
এ ছায়ারো—দৈব-বশে— দেখ এবে দীন দশা,
তাই ছায়া, দেবীর মতন
শ্রান্ত-ক্লান্ত-দেহ হয়ে তরুদের তলে আসি'
করিয়াছে আশ্রয় গ্রহণ।

প্রতিশ্রুত দক্ষিণার সময় তো আসন্ন—অথবা হরিশ্চন্দ্রেরই আসন্নকাল উপস্থিত। হায় হায়! এই হতভাগ্যের সর্ব্বনাশ হল। (ভূতলে পতন—পরে উত্থিত হইয়া হতাশভাবে) হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র !

ওরে শঠ ! পূর্ব্বে তুই দ্বিজোত্তমে দক্ষিণার
দিইয়া বচন,
না পূরণ করি' তা, না করিয়া পরিশোধ
ব্রাহ্মণের ধন,
সত্য হতে ভ্রষ্ট হয়ে কোথায় এখন তুই
করিস্ গমন ?

এখন তবে বণিক-বীথিতে উপস্থিত হয়ে, আমার কাজটা শেষ করি ; সেই মুনি এখনি এসে পড়বেন। (সত্বর পরিক্রমণ করিয়া একান্তে অবস্থান)

(কুপিত কৌশিক বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

কৌ।—

হস্তগত বিদ্যা-নাশে
বৃদ্ধি হয় মোর যেই ক্রোধ
দুর্ব্বুদ্ধি সে রাজার
শিষ্টাচারে হয় তার রোধ।
বৃষ্টি-ধারা-সিক্ত বনে শুষ্ক ইন্ধনের মাঝে
অগ্নি যথা জ্বলে বেগ-ভরে

—সেইরূপ আমারেও দহিতেছে কোপানল
গূঢ়ভাবে থাকিয়া অন্তরে।

(সক্রোধে) রে দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র!
যাবৎ না দেখি তোরে রাজ্য-সম সত্য হতে
হলি বিচলিত
তাবৎ শোন রে বলি— কিছুতেই মোর ক্রোধ
হবে না শমিত।

(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই যে, সেই দুরাত্মা—অথবা মহাত্মা—এইখানেই উপস্থিত। আচ্ছা, এইবার নিকটে যাই। (তথা করিয়া সক্রোধে) এখনও আমার সুবর্ণ-দক্ষিণাটা পেলেম না?

রাজা।—(সভয়ে) এ কি! মহর্ষি! অভিবাদন করি।

কৌ।—(সক্রোধে) ধিক্ অনার্য্য! কি?—এখনও অলীক মিষ্ট কথায় আমাকে বঞ্চনা করতে চাস্?

রাজা।—(হাতে কান ঢাকিয়া) মহর্ষি! মার্জ্জনা করুন! মার্জ্জনা করুন!

কৌ।—(সক্রোধে) রে দুরাত্মন্! তুই কেবল অলীক দান করে' আপনার পৌরুষ প্রকাশ করেচিস্?—রোস্—রোস্।

পূর্ণ হইলেও মাস দক্ষিণা আমারে তুই
না করিলি দান।
শুদ্ধ মিষ্ট বাক্য লয়ে হইয়াছিস তুই এবে
হেথা অধিষ্ঠান?
প্রতিশ্রুত ধন তুই না করিলি দান মোরে,
হ'ল তাই ক্রোধ মোর
পুনঃ প্রজ্বলিত;
ঘোর শাপানল মোর হইয়া বিমুক্ত এবে
এখনি রে তোর পরে
হবে নিপতিত।

(শাপ-জল গ্রহণ)

রাজা।—(সভয়ে পদতলে পতিত হইয়া) মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্, মার্জ্জনা করুন, মার্জ্জনা করুন!

সূর্য্যাস্ত-কাল-পূর্ব্বে যদি না শুধি গো আমি
দক্ষিণার ঋণ,
দিও শাপ, কোরো বধ— যাহা ইচ্ছা তব, আমি
তোমারি অধীন।

মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্—আমি এখনি বণিক্-বীথিতে যাচ্চি।

কৌ।—(শাপ-জল পরিহার করিয়া) আচ্ছা, তুমি সেইখানে গিয়েই দিও।—আমি দ্বিতীয় স্নান সমাপন করে' এখনি আস্‌চি।

[প্রস্থান।

রাজা।—(হতাশভাবে স্বগত) অহো!

ইহলোকে পরলোকে একমাত্র যাহা অতি
ভয়ের কারণ
—ধিক্ ধিক্ সেই ঋণে —পরিণামে ফল যার
অতীব ভীষণ;
যে না দেখিয়াছে কভু "মহাজন"-ক্রুদ্ধ মুখ
—সেই মহাজন।

(পরিক্রমণ করিয়া সহর্ষে দেখিয়া) এই যে বণিক্-বীথি। (মস্তকে তৃণ দিয়া ধৈর্য্য-সহকারে) ওগো সাধুগণ!

কোন কার্য্য-অনুরোধে
অন্য কোন না দেখি' উপায়,
লক্ষ সুবর্ণের পণে
বিকাইব আমি আপনায়।

অতএব আপনারা আমাকে গ্রহণ করুন। (প্রকাশ্যে) কি বল্‌চেন?—কেন আমি এই দারুণ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েচি, এই কথা জিজ্ঞাসা করচেন?—এ কথা কেন পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করচেন?—এর উত্তরে এইমাত্র বল্‌তে পারি—বিচিত্র এ সংসার। (অন্যত্র গিয়া পুনর্ব্বার "কোন কার্য্য অনুরোধে" ইত্যাদি) (আকাশে) কি বল্‌চেন?—আমার কিরূপ শক্তি, আমার কি কর্ম্ম, কি বিষয় আমি জানি—এই জিজ্ঞাসা করচেন? (স্মরণ করিয়া)

যে আদেশ করিবেন প্রভু গো আমারে
পালন করিব তাই আমি অবিচারে।
প্রভুর আদেশ-বাক্য না করা লঙ্ঘন
—ইহাই ভৃত্যের পক্ষে পরম ধরম।

(শুনিয়া) কি বল্‌চেন?—"বড় বেশী মূল্য হয়েছে, আর কিছু বল"—এই কথা বলচেন? (খেদ-সহকারে) ওগো সাধুগণ, আমরা এক কথার

লোক—পুনঃপুনঃ বলতে জানি না—আচ্ছা, আপনি তবে যান।

(পুনর্ব্বার অন্যত্র যাইয়া "কোন কার্য্য অনুরোধে" ইত্যাদি)

নেপথ্যে।—নাথ! অত স্বার্থপর হয়ো না। এই মন্দভাগিনীকে প্রথমে সুখের ভাগিনী করে' এখন কেন তাকে সে ভাগ দিতে পরাঙ্মুখ হচ্চ বল দিকি?

রাজা।—(অপ্রতিভ হইয়া) এ কি! দেবী এসেচেন যে! তবে, আর অভিলাষ পূর্ণ হল না।

(বালক পুত্রের সহিত শৈব্যার প্রবেশ)

শৈ।—(পূর্ব্বোক্ত কথা বলিয়া মন্দমন্দ পরিক্রমণ করত) আপনারা আমাকে ক্রয় করুন। যা বলা হয়েছে, তার অর্দ্ধমূল্য পণে এই দাসীকে ক্রয় করুন।

বালক।—আপনারা আমাকেও ক্রয় করুন।

রাজা।—(দীর্ঘ উষ্ণ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বগত) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

বৃষ্টি-ধারা-বিন্দু যথা তৃণাগ্রে তরল
—ত্যজিয়াছে লক্ষ্মী মোরে হইয়া চপল।
সখারাও ত্যজিয়াছে
অশ্রুসিক্ত করুণ আননে,
পাই নাই সান্ত্বনা তো
প্রজাদেরও আশ্বাস-বচনে।
দারা-পুত্র এবে দেখ
করিতেছে নিজেরে বিক্রয়
—ইহা দেখি' তবু তো গো
না ফাটিল এ ক্রূর হৃদয়;
তাই মনে ভাবি, ইহা
বজ্র-সারে গঠিত নিশ্চয়।

শৈ।—(আকাশে কর্ণপাত করিয়া) আপনারা কি বলচেন? কি নিয়মে আমি কাজ করব—এই জিজ্ঞাসা করচেন? পর-পুরুষের ভজনা, আর পরোচ্ছিষ্ট ভোজন—এই দুইটি করতে পারব না, এ ছাড়া আর সব কাজই করব;—এই আমার নিয়ম। কি বল্‌চেন? কে আমাকে এই নিয়মে ক্রয় করবে—এই কথা বল্‌চেন? তবে যান, আপনাদের তা হলে আমাকে নিয়ে কোন কাজ হবে না। আচ্ছা, কোন দ্বিজবর দীন-বৎসল সাধু সজ্জন আমাকে বোধ হয় ক্রয় করবেন।

(উপাধ্যায় ও বটুর প্রবেশ)

উপা।—বৎস কৌণ্ডিন্য! সত্যই কি বাজারে দাসী বিক্রয় হচ্চে?

বটু।—আমি কি উপাধ্যায় মহাশয়কে মিথ্যা কথা বলচি?

উপা।—আচ্ছা, তবে সেইখানেই যাওয়া যাক।

বটু।—যে আজ্ঞে! আসুন উপাধ্যায় মহাশয়, আসুন।

উপা।—(পরিক্রমণ পূর্ব্বক দেখিয়া সবিস্ময়ে) আহা! কি সুন্দর এই পণ্য-বীথিকা!

সুবর্ণের রাশি দেখি'
মনে হয় সুমেরুর খনি;
হেরিয়া ও-রত্ন-রাশি
মনে হয় সিন্ধু-বেলা-ভূমি;
নব ঘন-সম সব
মত্ত হস্তী হেরিয়া নয়নে,
দেখিতেছি বিন্ধ্যাচল
—এইরূপ যেন হয় মনে।
এ বিপণি-কল্পলতা
—ধরিয়াছে পল্লব-অংশুক
দেখিয়া কার না মন
লোভ-বশে হয় গো উৎসুক?

বটু।—উপাধ্যায়-মহাশয়! ঐ যেখানে খুব লোকের ভীড় হয়েচে, ঐ বোধ হয় বাজার; ঐখানে আপনাকে যেতে হবে। (নিকটে গিয়া) মহাশয়রা, সরে' যান্, সরে' যান্।

শৈ।—(বিহ্বল হইয়া) আপনারা আমাকে ক্রয় করুন। (ইত্যাদি)

বাল।—আমাকেও।

উপা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) এই কি সেই দাসী? ওগো! তুমি কি নিয়মে কাজ করবে বল দিকি?

শৈব্যা।—পরপুরুষ ভজনা ও পরোচ্ছিষ্ট ভোজন—এ ছাড়া আর সব কাজই করব।

বাল।—আমিও।

উপা।—(সহর্ষে)—তোমার কাজের নিয়ম বড়ই উত্তম। আচ্ছা, এই নিয়মেই আমার গৃহে থাকো। দেখ, আমার পত্নী অগ্নি-সেবায় সর্ব্বদা

নিযুক্ত থাকায় গৃহের কাজ ভাল করে' তত্ত্বাবধান করতে পারেন না। আচ্ছা, এই সুবর্ণ নেও।

শৈব্যা।—(সহর্ষে) যে আজ্ঞে, অনুগৃহীত হলেম।

উপা।—(অনেকক্ষণ দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত)

মাথায় ঘোমটা দেওয়া, সহজ লজ্জার বশে
আনত শরীর ;
গমন মন্থর অতি চরণের অগ্রভাগে
দৃষ্টি রহে স্থির ;
মৃদুমন্দ সুমধুর অল্প কথা কয়,
অঙ্গনার উচ্চকুল ইথে ব্যক্ত হয়।

(সচিন্তভাবে) যার এরূপ আকার-প্রকার, তার অবস্থান্তর হওয়াটা ঠিক নয়। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করা যাক্। (প্রকাশ্যে) ওগো, তোমার স্বামী কি জীবিত ?

রাজা।—(নিশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) জীবিত পত্নীর এই অবস্থান্তর চক্ষে দেখে সে কি আর জীবিত থাক্‌তে পারে ?

উপা।—তিনি কি নিকটে আছেন ?

শৈব্যা।—(সাশ্রু-নয়নে রাজাকে অবলোকন)

উপা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে) কি! —ইনিই এর স্বামী! (অনেকক্ষণ দেখিয়া সখেদে)

বৃষ-সম স্কন্ধ যার, মত্তহস্তি-শুণ্ড-সম
যার স্থূল দীর্ঘ ভুজদ্বয়,
বিশাল যাহার বক্ষ, ভুবন-রক্ষণ-কার্য্যে
সে তো হবে সক্ষম নিশ্চয়।
যে মস্তকে চূড়ামণি উচিত ভূষণ গণি
—তাহে কি না দেখি তৃণচয়!
কিরূপে ঘটিল ইহা ? —অহো! প্রতিকূল বিধি
কার পরে না হয় নির্দ্দয় ?

(নিকটে গিয়া সাশ্রুলোচনে) মহাত্মন্! আমাকে আপনার দুঃখের ভাগী করুন। বলুন, কি জন্য আপনি এরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েচেন ?

রাজা।—(চিন্তা করিয়া বিহ্বল-ভাবে স্বগত) এই সাধু লোকটির বাক্য অন্যথা করা উচিত হয় না। (প্রকাশ্যে) দেখুন সাধু! সবিস্তারে বল্‌বার এ দেশকাল নয়। তাই, সংক্ষেপে বল্‌চি, শুনুন। ব্রাহ্মণের ঋণে পীড়িত হয়ে আমি এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েচি। এর পর, আর অধিক বল্‌তে আমাকে অনুরোধ কর্‌বেন না।

উপা।—সেই জন্য এই ধন দিচ্চি, গ্রহণ করুন।

রাজা।—(কর্ণে হাত দিয়া ঢাকিয়া) আমাদের মত লোকের এই ব্রাহ্মণ-বৃত্তি নিষিদ্ধ। আমার প্রতি যদি আপনার অনুকম্পাই হয়ে থাকে, তা হলে আমাকে মূল্যের হিসাবে ধন দান করুন।

শৈব্যা।—(ভয়-ব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া সবিনয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) মহাশয়, আমি আপনার কাছে প্রথমে এসেছিলেম, আমাকে ছেড়ে আর কাউকে গ্রহণ করবেন না। আমাকে অনুগৃহীত করুন, আমি আপনার শরণাগত হয়েচি।

উপা।—(সাশ্রুলোচনে) ওগো!

এ লক্ষার্দ্ধ স্বর্ণমুদ্রা তোমাদের উভয়েরে
করিতেছি দান,
পরস্পরে যুক্তি করি' যাহা ভাল বুঝ তাই
করহ বিধান।

(ধন অর্পণ)

শৈব্যা।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে) আ, কি সৌভাগ্য! নাথের প্রতিজ্ঞাভার এখন অর্দ্ধমাত্র অবশিষ্ট রইল, আমিও কৃতার্থ হলেম।

উপা।—(স্বগত) এঁদের এই বিহ্বলাবস্থা অবলোকন করাটা আমার উচিত হয় না।

(প্রস্থানোদ্যত)

শৈব্যা।—মহাশয় একটু অপেক্ষা করুন—আমি আমার স্বামীকে ভাল করে' একবার দেখে নি।

উপা।—এই কৌণ্ডিন্য এইখানে রইলেন।

[প্রস্থান।

শৈব্যা।—(রাজার বস্ত্রাঞ্চলে সুবর্ণ বাঁধিয়া দিয়া) নাথ! এই দ্বিজবরের দাসী হতে আমাকে অনুমতি দেও।

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া) আমি আর কি অনুমতি দেব—প্রবল বিধিই অনুমতি দিচ্চেন। (তিরস্কার-সহকারে স্বগত) হতবিধে!

দেবী-পদ দিয়া এঁরে পরগৃহদাসী পুন
করিলে এখন ;
চূড়ার রতন যে গো —তাহারে করিলে তুমি
চরণাভরণ ?

(অতীব করুণভাবে) ওঃ, কি কষ্ট !

বিধি-হত মন্দবুদ্ধি এ জনের দারাসুত
হইয়া বিক্রীত
সবিতারো শুভ্রমুখ এই কলঙ্কেতে ম্লান
হইল নিশ্চিত।

(মনস্থির করিয়া প্রকাশ্যে) প্রিয়ে !

সশিষ্য ব্রাহ্মণ এই
তব সেব্য জানিবে গো মনে ;
তাঁর পত্নীরেও তুমি
পরিচর্য্যা করিবে যতনে।
প্রাণেরে করিবে রক্ষা,
শিশুটিরে করিবে পালন ;
যে আজ্ঞা করিবে দৈব
হবে তাই করিতে সাধন।

শৈব্যা।—তাই করব।

(প্রস্থানোদ্যত হইয়া রাজাকে দেখিয়া বিহ্বল-চিত্ত)

বটু।—(সক্রোধে) এসো গো এসো, উপাধ্যায় অনেক দূরে চলে' গেছেন।

শৈব্যা।—(অনুনয়-সহকারে) একটু অপেক্ষা করুন—আমি নাথের মুখখানি ভাল করে' একবার দেখে নি।

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া) প্রিয়ে ! ক্ষান্ত হও, ব্রাহ্মণের কষ্ট হচ্চে।

শৈব্যা।—(রাজাকে দেখিতে দেখিতে ধীরে ধীরে পরিক্রমণ)

বালক।—বাবা ! মা কোথায় যাচ্চে ?

রাজা।—(সখেদে) যেখানে তোর পিতার কলত্র দাসী হয়ে যাচ্চে, সেইখানে।

বালক।—ওরে বটু !—মাকে তুই কোথায় নিয়ে যাবি ?

বটু।—(সক্রোধে) দূর হ, গর্ভদাস ! (ঠেলিয়া ফেলিয়া দেওন)

বালক।—অধর-ভঙ্গী-সহকারে পিতা-মাতাকে দর্শন)

উভয়ে।—(সাশ্রু-লোচনে অবলোকন)

রাজা।—ওগো ব্রাহ্মণ ! শিশুর অপরাধ ধরতে নেই —আপনার এরূপ করাটা ভাল হয় নি। (বালককে উঠাইয়া শির আঘ্রাণ ও আলিঙ্গন এবং বিহ্বলভাবে)

ওরে বাছা ! কোপ-ভরে
অধরোষ্ঠ করি' বিস্ফুরণ
দেখিছ কি এ পাপীর
মায়াহীন নিষ্ঠুর আনন ?
মাংসাশী নিকৃষ্ট জীব
—নিজ বৎস প্রিয় নহে যার—
তারো তবু পত্নী প্রিয়,
আমি দেখ উভয়ের বার।

তবে এই চণ্ডালের পিছনে পিছনে কেন আস্‌ছিস্ বল্—তোর মায়ের সঙ্গে যা। (বিহ্বল হইয়া)

শৈব্যা।—নাথ ! এই হতভাগিনীর উপর দয়া করে' মহর্ষি কি একটু কাজের শৈথিল্য করবেন না ? (বালককে লইয়া পরিক্রমণ)

(কৌশিক বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

কৌ।—আঃ ! এখনও আমার দক্ষিণাটা দিলে না ?

রাজা।—(শুনিয়া সভয়ে উঠিয়া) মহর্ষি ! এখন এই অৰ্দ্ধেক গ্রহণ করুন।

কৌ।—আঃ ! অৰ্দ্ধেকে কি হবে ? যদি আপনি প্রতিশ্রুত দক্ষিণা আপনার দেয় মনে করেন, তা হলে সমস্তই দিন।

নেপথ্যে।—

ধিক্ তপে, ধিক্ ব্রতে ধিক্ জ্ঞানে, ধিক্ তব
পাণ্ডিত্যে শুনো গো ব্রাহ্মণ !
হরিশ্চন্দ্রের যবে এই শোচনীয় দশা
করিলে গো তুমি সংঘটন ॥

কৌ।—(শুনিয়া সক্রোধে) আঃ ! কে আবার ধিক্ শব্দে আমাকে তিরস্কার করচে ? (উৰ্দ্ধে অবলোকন করিয়া) এই যে বিমানচারী বিশ্ব-দেবতারা এখানে উপস্থিত। (সক্রোধে কমণ্ডলু জল স্পর্শ করিয়া শাপ-জল গ্রহণ করিয়া) ওরে আত্মজ্ঞান-বৰ্জ্জিত ক্ষত্রিয়-পক্ষ-পাতী ক্ষুদ্রেরা—তোদের ধিক্ !

তোমরা যে পঞ্চজন —ক্ষত্রকুলে তোমাদের
হইবে জনম।
তবু দ্রোণাচাৰ্য্য-সুত তোমাদের কুমারেরে
করিবে হনন ॥

(পুনর্ব্বার উৰ্দ্ধে অবলোকন করিয়া সহর্ষে) এই যে !

মম দৃষ্টিপাতে ওরা
ভয়ত্রাসে হইয়া কম্পিত
ঘণ্টানাদী রথ হতে
ব্যোমগর্ভে হতেছে স্খলিত ;
কিরীটের কোণগুলি
ধ্বজ-পটে আছে লগ্ন হয়ে,
কুণ্ডল পড়েছে খসি',
অধোমুখে এইরূপে ভয়ে
নভঃ-পথে ইতস্ততঃ
কে কোথায় পলাইছে ধেয়ে।

রাজা।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া সভয়ে) অহো! এঁর কি তপঃ-প্রভাব! এই তপ-প্রভাব-বশতই হরিশ্চন্দ্র যে কষ্ট পাবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি! দেখুন মহর্ষি! আমার কথার আর অন্যথা হবে না।

লহ এই অর্থ যাহা উপার্জ্জিনু বিকাইয়া
বনিতা তনয় ;
বাকি অর্দ্ধ দিব আমি চণ্ডালেরে নিজ দেহ
করিয়া বিক্রয়।

কৌ।—(সক্রোধে) অর্দ্ধে কি হবে, প্রতিশ্রুত সমস্ত অর্থ একেবারেই দিতে হবে।

রাজা।—ওগো সাধুগণ! "কোন কার্য্য-অনুরোধে" ইত্যাদি।

(চণ্ডাল-বেশে অনুচরের সহিত ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—(স্বগত)

আমা হতে ত্রিভুবন হতেছে রক্ষিত,
সত্য করে মোরে রক্ষা ত্রিলোক-সহিত।
এ রাজার সত্য তাই পরীক্ষা করিতে
চণ্ডালের দেহ ধরি' এনু অবনীতে।

(অনেকক্ষণ ধ্যান করিয়া সবিস্ময়ে) ধ্যান করে' দেখ্‌চি, রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের সমতুল্য আর কেহই নাই। আচ্ছা, তাঁর কাছেই তবে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া প্রকাশ্যে) ওরে সারমেয়! অর্থের প্যাঁট্‌রাটা সঙ্গে নিয়েচিস্ তো ?

অনুচর।—মহত্তর! আপনি কি সুবর্ণাগার করবেন—না সুরাপান করবেন ?

ধর্ম্ম।—ওরে! এ সব জিজ্ঞাসায় তোর কি প্রয়োজন ? (পরিক্রমণ)

রাজা।—("কোন কার্য্য-অনুরোধে" ইত্যাদি। চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিয়া সখেদে) হায়, আমি কি হতভাগ্য! আমাকে কেহই কিনতে চায় না ?—হায়! আমার দশা কি হবে ? (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন)

ধর্ম্ম।—(শুনিয়া দেখিয়া স্বগত) কি! এই মহাত্মা ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে' আছেন ? আচ্ছা, এইরূপ করা যাক্ (ব্যস্তসমস্তভাবে নিকটে আসিয়া প্রকাশ্যে) ওরে ওঠ্! আমিই তোকে কিন্‌ব—যে সুবর্ণ-মূল্য চাচ্চিস্, এই নে।

রাজা।—(সহর্ষে উঠিয়া) ওগো সাধু! আচ্ছা, নিয়ে এসো ; (দেখিয়া সবিষাদে) বাপু! তুমি আমাকে কিনতে চাচ্চ ?

ধর্ম্ম।—হাঁ, আমিই তোমাকে কিনতে চাচ্চি।

রাজা।—আচ্ছা, আপনি কে বলুন দিকি ?

ধর্ম্ম।—

সর্ব্ব-শ্মশানের ওগো আমি অধিপতি,
দণ্ডাধ্যক্ষ পুরুষের সুবিশ্বস্ত অতি।
বধ্যস্থানে নিয়োজিত করে গো যাহায়
—জানিবে গো আমি সেই চণ্ডাল-মশায়।

রাজা।—(আবেগ-ভরে নিকটে গিয়া কৌশিকের পদতলে পড়িয়া) মহর্ষি! প্রসন্ন হোন্—প্রসন্ন হোন্।

অঋণী হইব, বিপ্র! বরঞ্চ দাসত্ব তব
করিয়া স্বীকার ;
চণ্ডালের দাসত্ব করা দেখি নাই শুনি নাই
জীবনে আমার।

কৌশি।—ধিক্ মূর্খ ; তপস্বীরা নিজেই যে দাস ; তোমার দাসত্বে আমার কি কাজ হবে ?

রাজা।—(সাম্বনয়ে) মহর্ষি যা আজ্ঞা করবেন, তাই করব।

কৌ।—শোনো বিশ্ব-দেবতারা, শোনো। যা আমি আদেশ করব, তাই তুমি করবে ?

রাজা।—হাঁ, আমি করব।

কৌশি।—আচ্ছা, তা হলে এই ক্রেতার নিকটেই আত্ম-বিক্রয় করে' আমাকে সুবর্ণ দান কর।

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া স্বগত) ওহো হো! এখন উপায় কি ? (প্রকাশ্যে) যে আজ্ঞে মহর্ষি! (চণ্ডালের নিকটে গিয়া) ওগো! স্বজাতি-শ্রেষ্ঠ! এই নিয়মে আমাকে ক্রয় কর।

চণ্ডাল।—কি তোমার নিয়ম ?

রাজা।—শোনো :—

ভিক্ষান্নজীবী হয়ে তব স্পর্শ হতে দূরে
অবস্থিতি করিব গো আমি।
যাহা যাহা আদেশিবে অবিচারে করিব তা
রথ্যাম্বর-ধারী ওগো স্বামি !

উভয়ে।—(সপরিতোষে) ওরে ! আচ্ছা, এই নিয়মই ভাল ; এই নে সুবর্ণ। (দূর হইতে অর্পণ)

রাজা।—(গ্রহণ করিয়া সহর্ষে)

অঋণী হইয়া এবে ব্রাহ্মণের শাপ হতে
পেনু অব্যাহতি ;
না হইয়া সত্যভ্রষ্ট চণ্ডালের দাসত্বও
শ্লাঘনীয় অতি।

(কৌশিকের প্রতি সানুনয়ে) মহর্ষি ! এই সমস্ত ধন গ্রহণ করুন।

কৌশি।—(অপ্রভিত হইয়া) সমস্ত ধনই দেবে ?

রাজা।—(সানুনয়ে) মহর্ষি !—এই গ্রহণ করুন।

কৌশি।—(গ্রহণ করিয়া স্বগত) এর পর আমার আর কি বল্‌বার আছে ?—এখন তবে যাই। (অপ্রভিতভাবে গ্রহণ)

রাজা।—(সবিনয়ে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) মহর্ষি ! আমার কাল-বিলম্বের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

কৌ। আচ্ছা, মার্জ্জনা করলেম।

[প্রস্থান।

রাজা।—(চণ্ডালের নিকট গিয়া) ওগো স্বজাতি-শ্রেষ্ঠ !—(এই অর্দ্ধোক্তি করিয়া মুখ আবরণ) প্রভো ! আজ্ঞা করুন, এখন কি করতে হবে ?

ধর্ম্ম।—(সপরিতোষে স্বগত) এমন কাজ করতে হবে, যা' তুমি পূর্ব্বে কখন দেখনি, কিম্বা শোনো নি। (প্রকাশ্যে) ওরে ! দক্ষিণ-শ্মশানে গিয়ে শবের বস্ত্রাদি আহরণের জন্য রাত-দিন জেগে থাক্‌তে হবে। আমি এখন স্বগৃহে চল্লেম।

রাজা।—যে আজ্ঞে প্রভু !

[সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য—রাজপথ

(সচিন্ত রাজা ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চণ্ডালদ্বয়ের প্রবেশ)

চণ্ডালদ্বয়।—আপনারা সরে' যান মহাশয়রা, সরে' যান ; ইনি বধ্য নন। তবে আর এখানে কি দেখ্‌চেন ? কি বল্‌চেন ?—কে ইনি, কোথায় বা এঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্চে—এই কথা জিজ্ঞাসা কর-চেন ? ইনি একজন তপস্বী, আমার প্রভু-মহাশয়ের কাছ থেকে বহু সুবর্ণ গ্রহণ করে' তাঁর দাসত্ব স্বীকার করেছেন, তাই রক্ষণ-কার্য্যের জন্য এঁকে দক্ষিণ-শ্মশানে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছে।

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বগত) কি কষ্ট ! আমার বিপদ-পরম্পরায় আর শেষ নেই—উত্তরোত্তর আরও যেন দারুণ হয়ে উঠ্‌চে।

হইনু এখন আমি চণ্ডালের দাস,
করিতে হইবে ঘোর শ্মশানেতে বাস ;
শব-গাত্র হতে বস্ত্র
হরিতে হইবে অবিশ্রান্ত
ঘটায়ে বিপদ এত
তবু দৈব না হইল শান্ত।

(শোক-সহকারে) কথায় যে বলে, দুঃখের দ্বারাই দুঃখ অন্তর্হিত হয়, সে ঠিক কথা। পূর্ব্বে দক্ষিণার ঋণের জন্য আমার মহা দুঃখ উপস্থিত হয়েছিল—এখন আবার এই দুঃখে সেই দুঃখ তিরোহিত হল। (বিহ্বল হইয়া)

কি নিমিত্ত করি শোক ? —প্রজারা বন্ধুহারা
অনাথা বলিয়া ?
—হইয়াছে ভৃত্যগণ অসহায়, সুবৎসল
প্রভু হারাইয়া ?
প্রিয়া দ্বিজ-গৃহে দাসী তাই কি গো ?—কিম্বা শিশু
বৎসের লাগিয়া ?
কিম্বা চণ্ডালের গৃহে এ পাপ-জীবন
দাসত্বে নিযুক্ত—তাই শোকের কারণ ?
(স্মরণ করিয়া সখেদে)
দুরারাধ্য তপোনিধি বিশ্বামিত্রে কোনরূপে
প্রসন্ন করিনু যবে
শুধি' তাঁর ধার

অমনি বটুটা আসি' শিশুরে ফেলিল ঠেলি'
—দেখিনু সে অশ্রুময়
মুখানি তাহার ;
তদবধি সেই দৃশ্য অন্তঃশল্য ব্রণসম
অন্তরে অন্তরে দহে
মোরে অনিবার।

চণ্ডালদ্বয়।—আপনারা সরে' যান ইত্যাদি।

রাজা।—(চিন্তা করিয়া সখেদে স্বগত) ওহো হো! কি কষ্ট! যখন দেখ্‌লেম :—

গুরু-ভক্তি-বশে যবে হয়ে ত্বরান্বিত অতি
রোষে রক্তবর্ণ-আঁখি সেই সে ব্রাহ্মণ
ভূমে নিক্ষেপিল বৎসে ;— মাতার অঞ্চল ধরি'
কাঁদিতে লাগিল শিশু ; দেবী গো তখন
অশ্রু-ছলছল-আঁখি কোনরূপে অশ্রু ধরি'
রহিল এ ক্রুর-পরে চাহি বহুক্ষণ।

(বিহ্বল হইয়া) হা দেবি!

যদি তুমি হও ওগো সূর্য্য-কুলোচিত বধূ
—শুভ্র চন্দ্রকুলে যদি তোমার জনম,
সুন্দরি! কেমনে বল আমা হেন ভস্ম-স্তূপে
ঘৃতাহুতি সম তুমি হইলে পতন?
তা ছাড়া, রাজপুত্রি!
যে তুমি গো উপবনে নবমালিকার পুষ্পে
মালা গাঁথি হইতে গো শ্রান্ত,
সেই তুমি দাস্যবৃত্তি কেমনে করিবে বল
—অনভ্যস্ত তাহে যে নিতান্ত।

চণ্ডালদ্বয়।—ওরে! দক্ষিণ-শ্মশান কাছাকাছি হয়েছে, এইবার একটু তাড়াতাড়ি চল্‌।

রাজা।—(দেখিয়া ধৈর্য্য-সহকারে) এই যে দক্ষিণ-শ্মশান!

এই শকুনির দল সুদূর গগন-তলে
অভ্যস্ত মণ্ডল-গতি করি' শতবার
পুচ্ছাগ্র তুলি ঊর্দ্ধে, নিশ্চল যুগল পক্ষ
স্থিরভাবে নভস্তলে করিয়া বিস্তার,
শব-মাংস-লোভবশে মুখ-গহ্বর হতে
বিগলিত লালা-রসে চঞ্চুপুট করিয়া পূরিত,
শব-দেহপরে আসি' বেগ-ভরে হতেছে পতিত।

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—(কর্ণপাত ও অবলোকন করিয়া) অহো! শ্মশানের কি বীভৎস রুদ্রভাব!

এই শৃগালের দল কর্ণ-কটু প্রতিধ্বনি
উঠাইয়া করিছে চীৎকার।
যেন বধ্য-দুন্দুভির অশিব নিষ্ঠুর বাদ্য
ঘোর-রবে ছায় চারিধার।
মড়ার মাথার খুলি তাপেতে ফুটিয়া উঠি'
তাহাতে মস্তিষ্ক সব হয় বিগলিত ;
তাহে অভিষিক্ত হয়ে স্তিমিত জটিল-অগ্র
এই সব হুতাশন হয় প্রজ্বলিত।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই শবও স্পৃহণীয় বলে' আমার এখন মনে হচ্চে। বাপু শব! সর্ব্বস্বাপহারী এই লোলুপ শ্বাপদকুল তোমার মাংস মনের সাধে উপভোগ করচে, তুমিই ধন্য।

মস্তকে বসিয়া কাক ঠোঁট দিয়া করে ভেদ
মুদিত নয়ন।
ওষ্ঠ-প্রান্তে বিনির্গত রসনাগ্র—শৃগাল তা'
করয়ে ভক্ষণ।
কুক্কুর করয়ে ছিন্ন উদরের অন্ত্রচয়,
গৃধ্রগণ তাহে ছিদ্র করে।
এই হিংস্র জীবগণ যা ইচ্ছা করে গো তাই
—শব ওগো! তোমার উপরে।
অহো! এই শরীর কি অসার!
সেই কটি, সেই বক্ষ, সেই মুখ, সেই নেত্র
সেই ভুরুদ্বয়
—সবই অপবিত্র এবে — রক্ত, বসা, মাংস, অস্থি
রস-লালাময় ;
—ভীরুদের ভয়প্রদ বিনীতাত্মা পণ্ডিতের
লজ্জার বিষয়।
তাই বলি, মূঢ় চিত্ত বিষয়ী অজ্ঞান!
কেন বৃথা এই দেহে ক্ষুদ্র অভিমান?

চণ্ডালদ্বয়।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই তুঙ্গ-তরু-কুহর-বাসিনী ভগবতী চণ্ডী কাত্যায়নীকে প্রণাম করি। (তথা করণ)

চণ্ড-মুণ্ড-খণ্ডিনী মহিষাসুর-মর্দ্দিনী
দেবি ওগো! নমস্তে নমস্তে!
ভগবতি কাত্যায়নি গজ-চর্ম্ম-আচ্ছাদনি!
রক্ষ মোরে চণ্ড শূল হস্তে॥

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) অহো! কাত্যায়নী দেখ্‌চি বীভৎস-উপচার-প্রিয়।

নির্ম্মাল্য পচাধসা, মৃত-গো-মহিষ-কণ্ঠ
বিলম্বিত ঘণ্টা কণ্ঠে ধরে ;
ঠনঠ্‌ঠন ঠনঠ্‌ঠন্ ঘোরতর শ্রুতিকটু
শব্দে তার শ্রবণ বিদরে।
পঞ্চাঙ্গুলি-রক্ত-রেখা- -আলপনা বিরচিত
তলদেশে যার
হেন তরু-স্তম্ভে বসি' বলি-লুব্ধ বায়সেরা
করিছে চীৎকার।

(অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া প্রণাম-সহকারে)

প্রেত-গতি-বিধায়িনি! প্রেত-কায়া-বিলাসিনি!
—প্রিয় যার প্রেতের বিমান ;
প্রেতাস্থিতে আছ সাজি, ভইরবী প্রেত-ভোজী
—তোমা আমি করি গো প্রণাম।

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—(শুনিয়া) অহো! দিবাবসান হওয়ায় বিহঙ্গেরা স্বনীড়ের জন্য উৎসুক হয়ে, কলরব করতে করতে ঐ দেখ নানা দিক্ হতে উড়ে আস্‌চে। (পশ্চিমদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) কি আশ্চর্য্য! দৈব-গতি কেহই অতিক্রম করতে পারে না।

গগনাঙ্গনের দীপ এই সেই রবি
—কালরূপ ভুজঙ্গের শিখা-মণি-ছবি—
ক্ষণেক বাড়বানল-মূরতি ধরিয়া
দীনভাবে জলধিতে পড়িছে ঢলিয়া।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে)

সন্ধ্যা সে বধ্যার সম
—অস্ত্রাঘাত-শোণিত-রঞ্জিত ;
ম্লান সূর্য্যকর যেন
—স্বল্প অগ্নি চিতাঙ্গার-স্থিত ;
নর-অস্থি, তারা-রূপে
বিকীরিত রহে নভস্থলে ;
বিশদ নর-কপাল
সমুজ্জল—যেন ইন্দু জলে ;
ঘন তমোধূমজাল —নিশাচররূপে যেন
ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়ায় ;
অখিল জগৎ হ'ল কাল-কাপালিকের এ
লীলা-ভূমি শ্মশানের প্রায়।

চণ্ডালদ্বয়।—(দেখিয়া) এই যে!

বধ্য-স্থানে বধ্য যথা করয়ে গমন,
তথা অস্ত যায় এবে জলন্ত তপন ;
চণ্ডালের দল যথা আসে বধ্য-স্থানে
—সেইরূপ তমোজাল হেথা আসি' নামে।

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া আশ্চর্য্যের সহিত) এই শ্মশান-বৃক্ষগুলি এখন অতি গম্ভীর ভীষণ ভাব ধারণ করেছে।

উড়ি' আসি' তরুস্কন্ধে বিশাল কোটর-দ্বারে
পেচকেরা করিছে কূজন ;
পাখা-নাড়া দিয়া গৃধ্র করিয়া অস্ফুট রব
তরু-শিরে করে আগমন ;
শাখা-অগ্রে লম্বমান গলদঙ্গ শবদের
ঘন ঘোর বসা-গন্ধ করিয়া আঘ্রাণ,
খসিয়া অনল-শিখা শৃগাল ক্রন্দন-রবে
ছাইতেছে সমস্ত এ ভীষণ শ্মশান।

একজন।—(জনান্তিকে) ওরে! এই দক্ষিণ-শ্মশানে নানা প্রকার বেতাল আছে, আয়, শীঘ্র এখান থেকে যাওয়া যাক।

অন্য।—চল, আমরা যাই।

উভয়ে।—(প্রকাশ্যে) ওরে, প্রভুর আজ্ঞা, তুই এই শ্মশানে ঘুরে ঘুরে বেড়াবি, আর এখানে থেকে সাবধানে কাজকর্ম্ম করবি।

রাজা।—(সহর্ষে) প্রভুর যা আদেশ, তাই করা যাবে।

(নেপথ্যে কলরব)

চণ্ডালদ্বয়।—(সভয়ে) মা গো! কি ঘোর নৈশ কলরব ; এইবার আমরা পালাই।

[প্রস্থান।

রাজা।—(স্তম্ভিতভাবে পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) অহো! এই শব-স্থান কি বীভৎস-দর্শন!

পুরানো কূপের সম
গোলাকার কোটর-নয়ন ;
ক্ষুদ্র মাথা, উচ্চ নাসা,
বক্র দন্ত, বিকট বদন ;
শিরাময় জঙ্ঘাদ্বয়, বৃক্ষের কোটর-সম
নিম্ন উদর।

শিরাচ্ছন্ন সন্ধি-স্থান —হেন প্রেতগণ-বপু
অতি ভয়ঙ্কর।

(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া) অহো! এই পিশাচেরা ক্রীড়াকলহেও খুব পটু দেখচি।

প্রেত-মাঝে কোন জন পিইতেছে ঘন রক্ত
অন্য হতে চষক কাড়িয়া;
জলজ্জিহ্ব অন্য প্রেত পর-বক্ত্র-বিগলিত
রক্ত পিয়ে চাটিয়া চাটিয়া।
শোণিতের কণা যাহা ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ি'
ভূতলে গড়ায়
দীর্ঘগ্রীব প্রেত এক করে তাহা আস্বাদন
দীর্ঘ রসনায়।

(সকৌতুকে অবলোকন করিয়া বিস্মিত)

মূর্খদের পরিহাসের ন্যায় এই পিশাচদেরও কেলি-কৌতুক দেখে চিত্ত-মাঝে বিরুদ্ধ রসের সঞ্চার হয়।

কিবা সে মধুর মৃদু অঙ্গ-ভঙ্গী কামিনীর
—কটাক্ষ সুন্দর।
আর কিবা এই রুদ্র প্রলয়ের উল্কা-দ্যুতি
দৃষ্টি পরস্পর;
কিবা এই সুবিকট দন্তে দন্তে সংঘট্ট
জলিত অনল সম চুম্বন-নিয়ম;
কিবা গাঢ় আলিঙ্গন —ঠকাঠক ঠকাঠক্
পঞ্জরে পঞ্জরে ঠেকি' শবদ বিষম।

(সদয়ভাবে অবলোকন করিয়া) ধিক্! এ দৃশ্য বড়ই বীভৎস!

চিতানল হতে মুণ্ড আকর্ষিয়া, সাধ করি'
তার মাঝে বাহু-অস্থিখানা,
ঠাণ্ডা করিবার তরে ফুৎকারি' প্রলয় বায়ে
গ্রাসয়ে সে মুণ্ড এক দানা।
আনন দগধ হয়
খাইতে গিয়া তা' লোভ-বশে;
সহিতে না পারি তাপ
উগরিয়া ফ্যালে অবশেষে।

(স্মরণ করিয়া) এদের জন্য কুতূহলী হয়ে আর কি হবে, প্রভুর আদেশমত শ্মশানের চারিদিকে ভ্রমণ করা যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া দেখিয়া) অহো! নিশীথিনীর কি গভীর গাম্ভীর্য্য!

মুষ্টি-গ্রাহ্য অন্ধকার চারিদিকে দিখিভাগ
করেছে বিলোপ;
চরণ-স্খলন হয় বিষম ভূমির পরে,
দৃষ্টি-হারা চোখ্।
নাহি অন্য কোন বর্ণ, অঞ্জনের গিরি হতে
অঞ্জন গলিত যেন বৃষ্টির ধারায়;
চারিদিকে একতানে একটি নিলীমা ঘোর
বিরাজ করয়ে যেন নিজ মহিমায়।

আচ্ছা, উচ্চৈঃস্বরে একবার আমি ডাক দিয়ে দেখি। কে আছ গো এখানে? শ্মশানাধিপতি আমার প্রভুর এই আদেশ, তোমরা সবাই শোনো:—

আমারে না জানাইয়া,
মৃতের কম্বল নাহি দিয়া,
কেহ না করিতে যাবে
শ্মশান-উচিত কোন ক্রিয়া।

তাই আজ হতে:—

যাহা বলিলাম আমি অবস্থিত হয়ে হেথা
তোমরা গো করিবে পালন;
না পারি সহিতে আমি প্রভুর আদেশ যদি
একটুকু হয় ব্যতিক্রম।
চতুর্মুখ দেবরাজ, বরুণ পবন-সম
থাকুক না যে কেন হেথায়,
তথাপি হইয়া তার ঘোরতর প্রতিদ্বন্দী
এই বাহু যুঝিবে তাহায়।

এ কি! কেহই যে উত্তর দেয় না। আচ্ছা, অন্যত্র গিয়ে বলি। (পরিক্রমণ করিয়া) কে আছ গো এখানে?

নেপথ্যে।—আমি আছি গো।

রাজা।—(ধৈর্য্য-সহকারে) এই যে উত্তর দিচ্চে। আচ্ছা, এই শব্দের অনুসরণ করে' জানা যাক্, লোকটা কে। (পরিক্রমণ করিয়া নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া সবিস্ময়ে) এ কে?

খট্টাঙ্গ ধারণ করে,
ভস্মে অঙ্গ হয়েচে রঞ্জিত;
নর-অস্থি-অলঙ্কারে
রমণীয় কান্তি উদ্ভাসিত;
করে শোভে নৃ-কপাল
নৃ-করঙ্ক শোভে শিরোদেশে;

সাক্ষাৎ কি ভূতনাথ
আইলেন হেথা নিজ বেশে?

(কাপালিকবেশে ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—আমি গো আমি।
অযাচিত-ভাবে আসি'
লোক-দ্বারে করি ভিক্ষাবৃত্তি,
নিস্তরঙ্গ পঞ্চেন্দ্রিয়
এবে মোর হয়েছে নিবৃত্তি।
সংসার মহাশ্মশান
—তাহারে গো করি' বিসর্জ্জন,
বীভৎস শ্মশানে এই
এবে দেখ করি বিচরণ।

(চিন্তা করিয়া) সেই ভগবান্ রুদ্র মহাব্রত সাধন করে' উচিত কাজই করেছিলেন। সংসার-বন্ধন-হীন স্বেচ্ছাচারীদের এই একমাত্র পবিত্র উৎকৃষ্ট পন্থা। কিন্তু :—

দিনে একবার ভিক্ষা, এক তপ, এক ক্রিয়া
—সহজ সে সব;
কিন্তু গো আত্মার মাঝে অদ্বৈত আত্মারে দেখা
সেই তো দুর্লভ।

(চারিদিক অবলোকন করিয়া আশঙ্কার সহিত স্বগত)

আমা হতে হয় রক্ষা এ সব ভুবন;
ভুবনে, ও মোরে সত্য করয়ে রক্ষণ।
পরীক্ষিতে এ রাজার সত্য সবিশেষ
আইনু হেথায় আমি ধরি' এই বেশ।

(চিন্তা করিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) আশ্চর্য্য! শোকগ্রস্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের চরিত্র দুঃখ-পরম্পরা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা, মহাত্মাদের প্রকৃতিই এইরূপ। কেন না :—

সুখ কিম্বা দুঃখ, কিম্বা সেই মত কোন বস্তু
নিয়ত কি আছে এ জগতে?
বিবেকের ধ্বংস-হেতু সুখ-দুঃখে বিজড়িত
হয় লোকে জীবনের পথে।
মহাত্মা লোকের হেথা আছে কোন মনোবৃত্তি
সর্ব্ব-বিজয়িনী
—যাতে সুখে সুখ বোধ কিম্বা দুখে দুঃখ বোধ
না হয় কথনি।

আচ্ছা, তাঁরই নিকটে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করিয়া ও দেখিয়া শ্লাঘা-সহকারে) এই যে সেই মহাত্মা—এইবার নিকটে যাই। (তথা করিয়া) রাজন্! সফল-মনোরথ হোন্!

রাজা।—আপনি দেখচি একজন কঠোর-ব্রতী নিষ্ঠাচারী সাধু—আপনাকে স্বাগত-সম্ভাষণ করি।

কাপালিক।—আপনার নিকটে আমি ভিক্ষার্থী হয়ে এসেছি।

রাজা।—(লজ্জিত)

কাপা।—লজ্জিত হয়ো না; যোগ-দৃষ্টিতে আমি তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত আছি। তথাপি এরূপ অবস্থাতেও তোমার অভীষ্ট-দানে দারিদ্র্য নাই জানবে। দেখ :—

সাধুগণ সাধ্যমত যে-কোন-প্রকারে করে
পর-উপকার, পর-হিত;
অমাবস্যাতেও ইন্দু বনস্পতিরে কভু
রসদানে না করে বঞ্চিত।

তাই বল্‌চি, মনোযোগ দিয়ে শোনো।

রাজা।—বলুন, আমি মন দিয়ে শুন্‌চি।

কাপা।—

গুটিকা, অঞ্জন, বজ্র, দৈত্যাঙ্গনা, রসায়ন
ধাতু-বাদ আছে বিধি যত
—সে সব বেতাল-সিদ্ধি শোনো ওগো মহারাজ,
আছে মোর করতলগত।
তাই বলি, দেখ ভাবি' বিঘ্ন-আচ্ছাদনে যেন
এ সমস্ত না হয় আবৃত॥

অতএব, যাতে বিঘ্ন-সকল দূর হয়, তাই আপনি আদেশ করুন।

রাজা।—দেখুন সাধক! যোগবলে আপনি তো জানেনই, আমার এই শরীর আমার অধীন নয়; তাই, যে কাজ আমার প্রভুর স্বার্থ-বিরোধী নয়, সেই কাজই আমি করতে পারি।

কাপা।—রাজন্! এ কাজে এমন কি আছে, যা আপনার প্রভুর স্বার্থবিরোধী? দেখুন, আপনার আজ্ঞামাত্রেই আমার অভীষ্টসাধন হতে পারে। এই স্থানের অনতিদূরে সিদ্ধরসের একটি মহানিধি আছে, সেইটি হস্তগত করবার জন্যই আমার এই উদ্যোগ। আপনি এখানে সতর্ক

হয়ে থাক্‌বেন, দেখ্‌বেন, যেন বিঘ্ন-গুলি এসে আমার কাজের অন্তরায় না হয়।

[প্রস্থান।

রাজা।—(সগর্ব্বে চারিদিকে পরিক্রমণ করিয়া) দূর হ বিঘ্নেরা, আমাদের এই পরিসরের মধ্যে তোরা কখনই আস্‌তে পাবিনে।

নেপথ্যে।—যে আজ্ঞা রাজন্!

স্বয়ম্বরা শ্রেয় বিদ্যাগণ
হইয়াছে আজি মুক্তদ্বার,
সিদ্ধিগণ দিবে যাহা চাও;
কে লঙ্ঘিবে আদেশ তোমার?

রাজা। (সহর্ষে) কি আশ্চর্য্য! বিঘ্নেরা আমার কথা শুন্‌লে যে দেখ্‌চি; কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য!

(বিমানচারী বিদ্যাগণের প্রবেশ)

বিদ্যাগণ।—সহসা নিকটে আসিয়া) রাজন! হরিশ্চন্দ্র! তোমার কি সৌভাগ্য!

কৌশিক দারুণ মুনি যাহাদের তরে তিনি
করিলেন তব প্রতি ক্রূর আচরণ
সেই বিদ্যাগণ মোরা —তব বিপদের মূল—
হইয়াছি উপস্থিত হেথায় এখন।

রাজা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) কি?—বিশ্বামিত্রের মত উগ্রতপা ঋষিও যাঁদের বশ করতে পারেন নি, সেই ভগবতী ত্রিবিদ্যা কি এঁরা? (প্রকাশ্যে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) নমস্কার, ত্রিলোক-বিজয়িনী বিদ্যাদের নমস্কার।

বিদ্যাগণ।—রাজন্। আমরা আপনার অধীন, যা ইচ্ছা আমাদের আজ্ঞা করুন।

রাজা।—ভগবতীগণ! যদি আমাকে আপনাদের অনুগ্রহ-পাত্র বলে' মনে করে' থাকেন, তা হলে আমার প্রার্থনা, আপনারা কৌশিকের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হোন্; তা হলে মুনির নিকটে আমি নিজেকে নিরপরাধ বলে' সমর্থন করতে পারব।

বিদ্যাগণ।—(সবিস্ময়ে পরস্পরের প্রতি অবলোকন করিয়া) রাজন্। তাই হোক্।

(সিদ্ধি-রসনিধি স্কন্ধে লইয়া, বেতালগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া কাপালিকের প্রবেশ)

কাপালিক।—(সহসা নিকটে আসিয়া) রাজন্! এই সিদ্ধিরস-মহানিধি আপনি সৌভাগ্যক্রমে লাভ করেছেন। অতএব, ভগবান্ রসেন্দ্রকে এখন আপনার কাজে লাগান।

যাহার প্রয়োগমাত্রে
এড়াইয়া মরণের হাত
অমর-লোকের মার্গ
অনায়াসে পাইয়া অচিরাৎ
সিদ্ধগণ বিচরণ
করে সেই মরু-শিরোপরি
যেথা প্রস্ফুটিত হয়
ইষ্ট-কল্প-দ্রুমের মঞ্জরী।

রাজা।—না না, এ দাসব্রতের বিরুদ্ধ; এতে প্রভু বঞ্চিত হতে পারেন।

কাপা।—(সবিস্ময়ে স্বগত) অহো আশ্চর্য্য! আচ্ছা, তবে এইরূপ বলা যাক। (প্রকাশ্যে) তা যদি হয়, তা হলে সকলত্র দাসত্ব-মোচনের মূল্য-স্বরূপ এই মহানিধিটি আপনি গ্রহণ করুন।

রাজা।—তা কিরূপে হবে? কেন না, শাস্ত্রকারেরা দাস-ভাবকে ধন-সম্পর্কহীন বলে' মনে করেন। তবে, এ ধন প্রভুর নিমিত্ত গ্রহণ করা যেতে পারে—সেই জন্যই পরিত্যাগ করা উচিত নয়। আপনার যদি মত হয়, তা হলে প্রভুর জন্য এই গুপ্ত ধন আমি গ্রহণ করি।

কাপা।—(সবিস্ময়ে স্বগত) অহো! কি ধৈর্য্য, কি জ্ঞান, কি মহানুভবকতা! অথবা :—

বিচলিত হয় গিরি যুগান্ত-প্রলয়-বায়ে
হইয়া তাড়িত;
ধীরের অটল মন কষ্টে পড়িয়াও তবু
নহে বিচলিত।

অতএব, আমার পুনঃ পুনঃ বলাতেও কোন ফল হবে না। (প্রকাশ্যে বেতালের প্রতি) বাপু! যাও, এই রাজার অভীষ্টসাধন কর।

বেতাল।—(প্রণাম করিয়া) যে আজ্ঞে সাধক।

[প্রস্থান।

কাপা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) রাত্রি প্রায় প্রভাত হ'ল। এইবার তবে সাধন করা যাক।

রাজা।—দেখুন সাধক, এই দীন জনের প্রস্তাবটা যেন স্মরণ থাকে।

কাপা।—রাজন্! দেবতারা তোমার প্রস্তাব স্মরণে রাখ্‌বেন।

[প্রস্থান।

রাজা।—(পূর্ব্বদিক অবলোকন করিয়া প্রসন্নভাবে) এই যে!

ঘন তম ভেদ করি', প্রাতঃসন্ধ্যা অরুণেরে
পুরোভাগে করিয়া স্থাপন,
ঐ দেখ সূর্য্যদেব জগৎ-হিতের তরে
পূর্ব্বদিকে উদিছে এখন।

আমিও তবে ভগবতী ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত হয়ে প্রভুর আদেশ অনুযায়ী কাজ করি।

[প্রস্থান।

ইতি শ্মশান-চরিত নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক

(বিকৃত-মলিন-বেশে রাজার প্রবেশ)

রাজা।—(হতাশভাবে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া) ওঃ! কি কষ্ট, কি কষ্ট!

শক্রতা মুনিবরের সুহৃদ্‌গণের ত্যাগ,
দারাপুত্রের বিক্রয়,
দাসত্ব এ চণ্ডালের —দুর্ব্বার পাপের ফল
এ সকল নিশ্চয়।
মূঢ়-আত্মা ক্রূর আমি এই সব ফল ভুগি
যে পাপের লাগি,
না জানি গো সেই পাপ কি ঘোর দারুণ, আহা!
তাই আমি ভাবি।

(বিহ্বলভাবে) অহো! ভবিতব্যতা কি বলবতী! কেন না :—

ক্রুদ্ধ মুনি বিশ্বামিত্র
—তাঁর সেই কোপের প্রভাবে
নতগ্রীব হয়ে আমি
হারাইনু রাজ্য-লক্ষ্মী আগে;
পরে মুনি দয়া করি'
না লইলা যেই তিন নিধি
—সেই দারা, পুত্র, আত্মা
হরিল গো এ নিষ্ঠুর বিধি।

(চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিহ্বলভাবে) আহা!

কৃশাঙ্গী প্রেয়সী মোর বিধুরা হইয়া
প্রতি নিশি করে শোক আমার লাগিয়া;
কি দিয়া দাসত্ব মোর করিবে মোচন
অনুদিন করে সে গো তাহারি চিন্তন;
মিলনের আশে শুধু বেঁচে আছে প্রাণে,
এ মোর চণ্ডাল-দশা সে তো নাহি জানে।
শত-ধাত্রী কোলে লয়ে পারিত না করিতে গো
প্রশান্ত যাহায়
—সেই তুই কেমনে রে অকাতরে নিদ্রা যাস্
লুটায়ে ধরায়?
শত নৃপ যার আজ্ঞা আনন্দিত-মনে সদা
করিত পালন
—সেই তোরে আজ্ঞা করে এবে কি না শাস্ত্রবিৎ
যত বটুগণ।

(অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া করুণভাবে)

এ মোর মস্তকোপরি সমস্ত বিপদ কেন
হোক্ না পতন;
আমি তো গো করিয়াছি সাদরে তাদের সবে
স্বাগত-ভাষণ।
কার্য্য কারি' সুস্থ-মনে যাহারা গো আছে,
বিপদ সম্পদ তুল্য তাহাদের কাছে।
তোর লাগি ওরে বৎস এই দুঃখ আজ
অঙ্কশায়ী শিশু তুই, না করিলি কাজ,
অথচ নিষ্ঠুর দৈব সর্পের মতন
অহেতু সহসা তোরে করিল দংশন।

(আশঙ্কার সহিত)

হউক পাপের শাস্তি —বাছাটির অমঙ্গল
হোক্ প্রতিহত;
কিছু না করিল তবু ঘটালে এ দশা তার
নিষ্ঠুর বিধাত!

(বামাক্ষি ও দক্ষিণ বাহু স্পন্দনে হরষিত হইয়া)

নাচে মোর বাম চক্ষু দক্ষিণ এ বাহু মোর
হতেছে স্পন্দন।
বিপদ সম্পদ মোর উভয়ি ইহাতে যে গো
হতেছে সূচন।

(চিন্তা করিয়া) অথবা, বিপদ-সম্পদের চিন্তা করে' আর কি হবে? দুরাত্মা হরিশ্চন্দ্র তুই পর্য্যাপ্ত-রূপে ভোগ করেচে।

অতঃপর যে বিপদ
সেই তো গো সম্পদ আমার;
মরণই তো এবে মোর
পাপ-মুক্তি-সম্পদ-দুয়ার।

(তাড়াতাড়ি চণ্ডালের প্রবেশ)

চণ্ডাল।—ওরে! পুত্রের—

রাজা।—(আশঙ্কার সহিত) বাপু! পুত্রের কি হয়েছে?

চণ্ডাল।—ওরে! যেখানে প্রিয় পুত্রের পাশে শুয়ে একজন স্ত্রীলোক পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করতে করতে করুণস্বরে রোদন করচে, সেইখানে শীঘ্র গিয়ে তার শুদ্ধ কম্বলটি হস্তগত কর্‌ গে। আমি এখন প্রভুর কাছে যাচ্চি।

[প্রস্থান।

রাজা।—(পরিক্রমণ)

নেপথ্যে।—যাদু রে! বাছা রে! তুই কোথায় গেলি রে?—উত্তর দে।

রাজা।—(শুনিয়া সকরুণভাবে) ওহো হো! কি দারুণ বিলাপ!

(বিহ্বলভাবে শৈব্যার প্রবেশ)

শৈব্যা।—যাদু রে! বাছা রে! তুই কোথায় গেলি রে?—উত্তর দে। পিতার মত তুইও কি এই হতভাগিনীকে ত্যাগ করে' গেলি? এই কি তোর উচিত? (মূর্চ্ছা)

রাজা।—(শুনিয়া দেখিয়া বিহ্বলভাবে) কি?—এ হতভাগিনীও স্বামি-পরিত্যক্তা? অহো! সর্ব্বত্র সর্ব্ব-প্রকারেই হতবিধির নির্দ্দয়তা!

শৈব্যা।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিয়া) সে কি এইখানে আছে?—কোথায় গেল আমার বাছা? (দেখিয়া পরিক্রমণ করিয়া) কেন রে বাছা, আমার সঙ্গে কথা কচ্চিস্ নে? আমি এখানে একাকিনী, আমার বড় ভয় কচ্চে। দেখ্‌চিস্ নে, এ একটা মহাশ্মশান? (উন্মাদ সহকারে) কি বল্‌চিস্? উপাধ্যায়ের জন্য ফুল তুল্‌তে গিয়ে কোটর থেকে বেরিয়ে একটা কাল-সাপে কাম্‌ড়েচে? (সভয়ে) কোথায় সেই কাল-সাপ?—আমাকে কেন কাম্‌ড়ায় না? (চারিদিকে অবলোকন করিয়া) মিথ্যে কথা, মিথ্যে কথা।—কোথায় এখানে কাল-সাপ? (উপবেশন করিয়া করুণভাবে) ওঠ্‌ রে যাদু, ওঠ্‌! উপাধ্যায়ের অচ্ছিন্ন বিল্বপত্রগুলি নিয়ে আয়। তাঁর হোমের সময় পেরিয়ে যাচ্চে—সকল ব্রহ্মচারীদেরই ফিরে আস্‌বার এই সময়। কি?—(উঠাইতে উদ্যত হইয়া আবেগ-সহকারে), তবে কি তুই আমাকে ফেলে দূরে চলে' গেচিস্? হায়, আমার কি হবে! আমার সর্ব্বনাশ হল রে! (মূর্চ্ছা)

রাজা।—(বিহ্বল হইয়া) কি কষ্ট! কি কষ্ট! এই কথাগুল নিষ্ঠুর বিধাতারও দুঃশ্রাব্য।

শৈব্যা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া তিরস্কার সহকারে) হা নাথ! দেখ, এই কোলের বাছার কি দশা হয়েছে। তোমার দেখ্‌চি মায়া-মমতা কিছুই নেই; নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি এখন কোথায় আছ বল দিকি? তুমি আমাকে এই আদেশ করেছিলে যে, "দেখো, বালকটিকে সযত্নে পালন করো"—আমি পাপীয়সী সে কথা কৈ আর রক্ষা করতে পাল্লেম?

রাজা।—(সবিশেষ করুণভাবে) অহো! এই বিলাপ কি মর্ম্মস্পৃক্!

শৈব্যা।—(পুত্রের প্রতি অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ও দেখিয়া) বাছা রে! এই তোর চাঁদপারা উজ্জ্বল কপালটি, এই তোর সেই ধারে-ধারে লাল স্নিগ্ধ পক্ষ্মল ধবল চোখ দুটি, এই তোর সেই সুগঠিত অস্থি-বদ্ধ কঠিন প্রশস্ত বক্ষ; তবে এই শরীরে পোড়া বিধি কিসের অলক্ষণ দেখ্‌লেন? আর আমার সেই সত্যব্রত নাথের চরিত্র ও আমার চরিত্রেই বা কি দোষ দেখলেন? তবে দেখ্‌চি, ধর্ম্ম সর্ব্ব-প্রকারেই অমূলক, লক্ষণাদি অপ্রামাণ্য, বিজ্ঞান-বেত্তারা মিথ্যাবাদী। কেন না, গণৎকারেরা—সামুদ্রিক-বেত্তারা আমাকে কতবার বলেছে, তোমার এই পুত্র বংশধর হবে, দীর্ঘায়ু চক্রবর্ত্তী রাজা হবে; তা, এই হতভাগিনীর কপাল-দোষে সবই যে মিথ্যা হল।

রাজা।—(আশঙ্কার সহিত) কি? আমার সম্বন্ধে কি কিছু বল্‌চে? (ভাল করিয়া দেখিয়া সাশ্রু-লোচনে) এ কি এ!

মস্তকটি ছত্রাকার প্রশস্ত ললাট-দেশ
নয়ন বিস্তৃত ;
চক্রাঙ্কিত পদদ্বয়, করে পদ্ম-চিহ্ন, বাহু
আজানুলম্বিত ;
দেহ-মধ্য ক্ষীণ অতি সুবিশাল বক্ষঃস্থল,
স্থূল কটি, সঙ্কীর্ণ উদর ;
নিশ্চয় গো এই শিশু নৃপ-কুলাঙ্কুর হবে,
—রাজ-চিহ্ন দেখি যে বিস্তর।

(স্মরণ করিয়া বিহ্বলভাবে) আমার রোহিতাশ্বেরও তো এইরূপ বয়স, তাই আমার হৃদয়ে শঙ্কা হচ্চে।— না না, তা কখনই নয়।

শৈব্যা।—(তিরস্কার-সহকারে আকাশে) মহর্ষি কৌশিক! তোমার মনস্কামনা এখন পূর্ণ হ'ল।

রাজা।—(আবেগ সহকারে) কি?—মহর্ষি কৌশিককে তিরস্কার করচে? কেন তবে পরস্ত্রী বলে' সন্দেহ করচি? এ নিশ্চয়ই শৈব্যা। (অনেকক্ষণ দেখিয়া করুণভাবে) না, আর কোন সন্দেহই নেই। কেন না ;—

সেই করুণার্দ্র-বাণী বিস্বর হলেও যাহা
ঈষৎ গম্ভীর ;
সেই সে ভ্রমর-নীল কুটিল লুলিত কেশ
শোভে ওই শির ;
সেই কৃশ অঙ্গগুলি সহসা দেখিলে যাহা
অতি কষ্টে হয় অভিজ্ঞান ;
সেই কান্তি, যথা কোন পুরাণো মলিন চিত্র
রেখামাত্রে হয় অনুমান।

হা বৎস রোহিতাশ্ব! কোথায় তুমি? উত্তর দেও। (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন, সংজ্ঞালাভ করিয়া রোহিতাশ্বের মুখ অবলোকন করিয়া) হায়, আমি কি হতভাগ্য! এর শৈশবের দন্তোদ্‌গমের সময়টা আমার মনে পড়চে।

মঙ্গল-গুগ্‌গুল দিয়া রচিত হইত এর
আলুলায়িত সূক্ষ্ম জটাবলি ;
মুখটি শোভিত যেন মধুপ-দলিত পদ্ম
—এবে সেই দ্যুতি গেছে চলি।

হা বৎস রোহিতাশ্ব! সূর্য্যকুল-নবপল্লব! হা হরিশ্চন্দ্র-হৃদয়নন্দন! কুপিত কৌশিকের দক্ষিণা-ঋণ পরিশোধের তুই তো রে প্রধান পণ্য।

যজ্ঞ-কার্য্যে না করিলে দেবের তর্পণ,
ধন আদি না করিলে অর্থীরে অর্পণ,
কুলোচিত সুখ ভোগ না হল তোমার,
যশের সৌরভ তব না হল বিস্তার ;
ক্ষার-ভূমি-স্থিত বট-বীজের সমান
নিষ্ফল হইয়া চলি' গেলে স্বর্গধাম।
মস্তক না হ'ল তব
সুপবিত্র অভিষেক-নীরে
—দানে হস্ত,—পদদ্বয়
অরপিয়া শত্রুজন-শিরে
বাহু তব না হইল কিণাঙ্ক-লাঞ্ছিত ওরে
টানি' ধনুর্গুণে,
প্রতিপদ-চন্দ্রসম হইয়া উদয় হ'লি
বিলুপ্ত গগনে।

(চিন্তা করিয়া) এখন দেবী বিলাপ কচ্চেন, এখন কি ওঁর নিকটে গিয়ে আত্ম-পরিচয় দেব? না, হতভাগিনী এখন পুত্র-শোকে দগ্ধ হচ্চেন, এখন আমার দশা-বিপর্য্যয়ের কথা ওঁর কাছে প্রকাশ করে' ওঁকে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। (আপনাকে অবলোকন করিয়া) দুরাত্মা হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র! —এখনও কেন তোর মরণ হচ্চে না? এর পর আরও না জানি কি দেখ্‌তে হবে! (মূর্চ্ছিত হইয়া পরে ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া) দুরাত্মা, হতভাগ্য হরিশ্চন্দ্র! এখনও যখন এই দগ্ধ প্রাণ বিসর্জ্জন করচিস নে, তবে কি আত্মঘাতীর নরক হতে আপনাকে রক্ষা করতে ইচ্ছা করচিস্?—ধিক্ মূর্খ!

বরঞ্চ গো "অন্ধ-তম"
নরকেতে হইব মগন,
পুত্র-মুখ-ইন্দু যদি
নাহি পুন হয় গো দর্শন।

অপিচ :—

অন্ধ-তম, আর সেই ভইরব পূয়-বীচি,
ভয়ঙ্কর অসিপত্র-বন ;
রউরব, শালমলী— এই সব নরকেও
নাহি হয় যন্ত্রণা তেমন
—তনয়-বিয়োগ-শোকে সুতীব্র যন্ত্রণা হৃদে
অবিরত হয় গো যেমন।

আর বিলম্ব করে' কি হবে? আচ্ছা, তবে ভাগীরথীর ধারে গিয়ে এই পুত্র-শোকানল নির্ব্বাণ করি। (ধীরে ধীরে পরিক্রমণ, পরে স্মরণ হওয়ায় সভয়ে) ওহো! আমি যে নিতান্ত পরাধীন, সে কথা ভুলে গিয়েছিলেম। (চিন্তা করিয়া বিহ্বল-ভাবে) ওঃ! কি কষ্ট! কি কষ্ট!

ধন্য গো স্বাধীন জন, মরণে পায় সে শান্তি
—দুঃখের নির্ব্বাণ;
আত্মবিক্রয়ী যে পাপী স্বাধীন নাহিক হয়
ত্যজিয়াও প্রাণ।

(বিহ্বলভাবে) হায়! আমি কি হতভাগ্য, আমার সে আশাও নাই।

ধইর্য্যই এ দুঃখের
একমাত্র ঔষধ উত্তম;
অধোগতি হবে, যদি
প্রভু-আজ্ঞা করি অতিক্রম।

(আত্ম-সংযম পুর্ব্বক) এখন তবে এই হৃদয়ের অসহ্য শোকাগ্নি বিবেক-বারিতে নির্ব্বাণ করে' প্রভু-আজ্ঞা পালন করি।

কেন না:—

অনাদি সে ব্যক্ত মধ্যে —অব্যক্ত আদি অন্তে
জানিবে গো বিভ্রমের বশে:
এই যে জগৎ দেখ— পঞ্চত্ব প্রকৃতি তার
—পঞ্চরূপে গঠিত হয় সে।
সংসার-অর্ণবের বীচি-ভঙ্গ-প্রবাহের
উর্ম্মিদল সম
জানিবে গো এই সব পুত্র-কলত্রাদির
বিয়োগ-মিলন।
জ্ঞানী জন, মোহ-ছাড়া না জানেন অন্য কোন
শোকের কারণ।

শৈব্যা।—(সংজ্ঞা লাভ করিয়া) এই পোড়া প্রাণ কেন এখনও আমাকে ত্যাগ করচে না? (অশ্রু মোচন করিয়া) আচ্ছা, তবে এই শ্মশান-তরুতে আপনাকে বন্ধন করে' আত্মহত্যা করি।

রাজা।—(দেখিয়া ভয়-ব্যস্ত হইয়া) ওহো হো! আবার যে একটা ঘোর বিপদ উপস্থিত। আমি কি হতভাগ্য! এখন তবে আমি কি করি? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, তবে এইরূপ বলি—(অন্য দিকে গিয়া)—"ধন্য গো স্বাধীন জন" ইত্যাদি।

স্বকর্ম্ম-বিচিত্র-ফলে পরলোকে ভিন্ন পথে
হেথা হতে লোক সবে করয়ে প্রয়াণ!
পরলোক-তত্ত্বজ্ঞেরা তাই ত্যজি' ভব-মায়া
মোহ-ক্ষেত্র এ ধরায় করে তুচ্ছজ্ঞান।

শৈব্যা।—(শুনিয়া সভয়ে পাশ-রজ্জু ত্যাগ করিয়া) হা ধিক্, হা ধিক্! মরণের মহোৎসবে মুগ্ধ হয়ে আমি আমার দাসত্বও বিস্মৃত হয়েচি। তা হলে জন্মান্তরেও যে আর আমি এই দাসত্ব হতে মুক্ত হব না; ভগবন্! দেব! স্বামীকেও যে তা হলে আর পাব না; ভগবান্ তা হলে যে আমার সর্ব্বনাশ করবেন। এখন তবে কিছু কালের জন্য এই ঘোর দশাবিপর্য্যয় সহ্য করি; এখন তবে দ্বিজবরের সমুচিত সেবা-শুশ্রূষা করে' ব্রত উপবাস নিয়মে আপনার শরীরকে শোষণ করি—যাতে এই মনুষ্য-লোকে এই হতভাগিনীর আর জন্ম না হয়। (চিতা রচনা)।

রাজা।—(দেখিয়া সকরুণভাবে) এই যে! কালোচিত অনুষ্ঠানে এখন উনি প্রবৃত্ত হয়েচেন। (স্বগত) সাধু দেবি! সাধু! এই অবস্থাতেও উনি কুল-মর্য্যাদা অতিক্রম করেন নি। আচ্ছা, এখন তবে আমি নিকটে গিয়ে প্রভুর আজ্ঞা পালন করি। (তথা করিয়া বিহ্বলভাবে) দেবি! (এই বলিয়া মুখ ঢাকিয়া) মহাভাগে!

আমারে না জানাইয়া
মৃতের কম্বল নাহি দিয়া
কেহ না করিতে পাবে
শ্মশান-উচিত কোন ক্রিয়া।

এখন তবে মৃতের কম্বলখানা আমাকে দেও। (বাষ্পাচ্ছন্ন-নেত্রে কর প্রসারণ)।

শৈব্যা।—(ভীত হইয়া) ওরে বাপু! একটু দূরে দাঁড়া—আমিই তোর কাছে নিয়ে যাচ্চি।

রাজা।—(লজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান)।

শৈব্যা।—(রোহিতাশ্বের শরীর হইতে বস্ত্র খুলিয়া অর্পণ করিতে গিয়া হস্ত দেখিয়া সবিস্ময়ে স্বগত) কি! যে হস্তে চক্রবর্ত্তীর লক্ষণ দেখা যাচ্চে, সেই হস্ত কি না এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত? (সরিয়া গিয়া প্রতি অঙ্গ ধীরে ধীরে অবলোকন করত চিনিতে পারিয়া) কি?—নাথ? (সভয়ে) হা নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর। (ভূতলে পতন)।

রাজা।—(সরিয়া গিয়া) দেবি! আমি

চণ্ডালস্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না ;— শান্ত হও, শান্ত হও।

শৈব্যা।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) হা ধিক্! হা ধিক্! এ কি এ!

রাজা।—আর কি—স্বকর্ম্মের পরিণাম। দুঃখ করে' আর কি হবে?—ওটা নিয়ে এসো।

শৈব্যা।—(বিহ্বল হইয়া অর্পণ) (আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি) (উভয়ে পরস্পরের প্রতি অবলোকন)

রাজা।—কি!—আকাশ হতে পুষ্পবৃষ্টি?

(নেপথ্যে)।—

আহা! এ হরিশ্চন্দ্র নৃপতি ধীমান্
—কিবা তার ক্ষমা, ধৈর্য্য, কিবা তার দান!
কিবা তার শীল, সত্য, কিবা তার জ্ঞান!

শৈব্যা।—(শুনিয়া শ্লাঘা সহকারে) নাথের গুণ-কীর্ত্তন করে' কে আমার হৃদয়কে এখন আশ্বস্ত করচে? নাথের যদি এইরূপ অবস্থান্তর হয়ে থাকে, তা হলে সমস্ত ধর্ম্মই অমূলক, সকলই অরণ্যে রোদন, সকল বিজ্ঞানই অন্ধকারে নৃত্য।

(ধর্ম্মের প্রবেশ)

ধর্ম্ম।—মহাপতিব্রতে! মহারাজ হরিশ্চন্দ্র! কি?—আমি অমূলক?—আমি অকারণ? দেখ;—

সত্য, দান, যজ্ঞ-কর্ম্মে, অন্য রাজাদের যাহা
দুর্ল্লভ নিশ্চিত,
পবিত্র শাশ্বত সেই ব্রহ্ম-লোক দিতে আমি
হেথা উপস্থিত।

আর বিষণ্ণ হয়ো না। বৎস রোহিতাশ্ব! ওঠো! ওঠো!

রাজা।—(দেখিয়া সহর্ষে) কি?—সেই ভগবান্ ধর্ম্ম? ভগবন্! অভিবাদন করি।

শৈব্যা।—ভগবন্! প্রণাম করি।

রোহিতাশ্ব।—(ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলন)

ধর্ম্ম।—

হও বৎস সমাশ্বস্ত
—পিতা তব ধর্ম্মে সুরক্ষিত;
পাল প্রজা দীর্ঘকাল
তুমি পুন হইয়া জীবিত।

রোহিতাশ্ব।—(উঠিয়া) কি?—মা? কে তোমাকে এখানে নিয়ে এল?

শৈব্যা।—জাদু! আমার অদৃষ্ট।

ধর্ম্ম।—বৎস! এই ব্রহ্ম-লোকের অতিথি তোমার পিতা দেখ তোমার সম্মুখে।

রোহিতাশ্ব।—তাত! রক্ষা কর, রক্ষা কর। (ভূতলে পতন)

রাজা।—(নিকটে গিয়া) বৎস! আমি চণ্ডাল-স্পর্শে দূষিত, আমাকে স্পর্শ কোরো না।

ধর্ম্ম।—রাজন্!

তোমারে পত্নীরে যিনি করিলেন ক্রয়
সস্ত্রীক ব্রাহ্মণ তিনি জানিবে নিশ্চয়।
চণ্ডাল বলিয়া যারে ভাবিতেছ মনে
তোমার রাজ্যও আছে তাঁহারি সদনে।
জানিতে এ গুহ্যতত্ত্ব শোনো গো রাজন্!
দিব্য চক্ষু তোমা এবে করিনু অর্পণ।
কে আছে এখানে?

(একজন অনুচরের প্রবেশ)

অনুচর।—আজ্ঞা করুন, ভগবন্!

ধর্ম্ম।—এই দিকে এসো।

অনুচর।—আজ্ঞে, এসেছি।

ধর্ম্ম।—মহারাজ! আপনি বিমানে আরোহণ করে' দিব্য চক্ষু দিয়ে এই সমস্ত অবলোকন করুন।

রাজা।—যে আজ্ঞে ভগবন্! (দিব্য-বিমানে আরূঢ় হইয়া ধ্যান করত) ধিক্! কি ভ্রম! কি ভ্রম! বিপ্রদের পেয়ে পরিতুষ্ট হয়ে মহর্ষি কৌশিক, সচিবদের হস্তে আমার রাজ্য যে ফিরিয়ে দিয়েছেন দেখ্‌চি।

ধর্ম্ম।—রাজন্! আপনার সত্য পরীক্ষা করবার জন্যই মুনি ঐরূপ করেছিলেন, রাজ্যার্থী হয়ে নয়। আর কোন ভয় নাই, এই সমস্ত এখন বিশুদ্ধরূপে অবলোকন করুন।

রাজা।—(পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া আনন্দে) দেবি! কি সৌভাগ্য!

তোমার গো ক্রেতা যিনি স্বভাব-দয়ালু সেই
দ্বিজনমা দম্পতি শিব-পারবতী;
মোরো ক্রেতা ধর্ম্ম নিজে সেই হেতু মন মোর
শল্য-বিমুক্ত হয়ে শান্ত সম্প্রতি।

ধর্ম্ম।—এখন তবে পৃথিবী-রাজ্যে বৎস রোহিতাশ্বকে অভিষেক করা হোক্।

রাজা।—যে আজ্ঞে ভগবন্।

ধর্ম্ম।—আসন আসন, ছত্র ছত্র, ভৃঙ্গার ভৃঙ্গার।

অনুচর।—

এনেছি এ সিংহাসন
দীপ্যমান মাণিক্য-খচিত;
এই ছত্র, শরচ্চন্দ্র-
প্রভা যেন করে বিকীরিত;
হেম-দণ্ড এ চামর
—প্রসারিত জোছনা-ধবল;
সপ্ত-সিন্ধু হতে এই
ভৃঙ্গারেতে আনিয়াছি জল।

ধর্ম্ম ও হরিশ্চন্দ্র :—(রোহিতাশ্বের অভিষেক)

ধর্ম্ম।—(ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য! ঐ দেখ বিমানচারী দেবতারাও রোহিতাশ্বের অভিষেক-মহোৎসবে অভিনন্দন করচেন।

এই সব নদীগণ তীর্থ-জলে পূর্ণ করি'
আছে ধরি' সহস্র কলস;
সুস্নিগ্ধ অতি ঘোর গম্ভীর দুন্দুভি-নাদে
আচ্ছন্ন হল দিক্ দশ;
বরষি' মন্দার-রাশি নৃত্য করে ওই দেখ
সুরাঙ্গনাগণ;
নিজ নিজ অংশ দিয়া লোকপালগণ করে
নৃপ আরাধন।
"তর্জ্জন-তৎপর ক্রুদ্ধ কৌশিকের সাথে এবে
হইবে সাক্ষাৎ;
এ অনাথগণে ছাড়ি' কোথা যাও এ সময়ে
—লহ সঙ্গে নাথ।"
এ কথা বলে যারা সাশ্রুনেত্রে ম্লানমুখে
—তাদের ফেলিয়া
কেমনে গো ব্রহ্মলোকে আত্মম্ভরী সম আমি
যাইব চলিয়া?

ধর্ম্ম।—রাজন্! স্বকর্ম্মফলে যাদের বিচিত্র বিভিন্ন স্বভাব হয়েছে, সেই সমস্ত প্রজাদের ভাগ্যে ব্রহ্মলোক কি করে' ঘটবে বল?

রাজা।—

ক্ষণেক, ক্ষণার্দ্ধকাল প্রজাদের সঙ্গে থাকি'
তাহাদেরি লোকে আমি করিব বিহার;
মোর যে সঞ্চিত পুণ্য —কণামাত্র লভি' তার
লভুক গো সেই লোক যাহা গো আমার।

ধর্ম্ম।—(সবিস্ময়ে) অহো! এই রাজর্ষির অলৌকিক চরিত্র! রাজন্! তোমার এই পুণ্য-দানে, তোমার আরও পুণ্য-সঞ্চয় হল; তাই, এই পুণ্যের বলে, তোমার সহিত তোমার প্রজাদেরও শাশ্বত ব্রহ্মলোকলাভ হল। এখন বল, আর কি প্রিয়কার্য্য তোমার করতে পারি?

রাজা।—ভগবন্!

বিত্ত-লাভে মহর্ষির আমা-পরে মিথ্যা দ্বেষ
হ'ল অন্তর্হিত;
শিশুটিও লভি' প্রাণ চক্রবর্ত্তী নৃপ-পদে
হল প্রতিষ্ঠিত;
তোমারেও দেব আমি করিনু প্রত্যক্ষ,
আরো গো লভিনু আমি ব্রহ্মের সালোক্য,
আর কি এখন বল করিব প্রার্থনা,
এ-চেয়ে প্রিয় তো আর কিছুই দেখি না।

তথাপি আমার এই প্রার্থনা :—

মহী হোক্ আনন্দিত সাধু-সমাগমে;
লভুক সমৃদ্ধি বহু শস্যের উদ্গমে।
ভূপাল বিজয়ী হোন্; কবির প্রবন্ধে যাহা
গুণ-কথা থাকে গো প্রচ্ছন্ন
গুণগ্রাহিগণ তাহা গ্রহণ করেন যেন
তার প্রতি হইয়া প্রসন্ন।
যিনি এই নাটকের প্রয়োগ আদেশ করি'
বস্ত্র অলঙ্কার হেম
রাশি রাশি করিলেন দান,
—সেই "কার্ত্তিকেয়" নৃপ —জগতে তাঁহার কীর্ত্তি
কবি-যশ-সাথে-সাথে
হইয়া গো যেন আগুয়ান
ক্ষীর-সমুদ্রেরো পারে
বিচরণ করে অবিরাম।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা

(নাটিকা)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত

ভূমিকা

"রত্নাবলী" ও "মালবিকাগ্নিমিত্রে"র ন্যায় বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা" (কাঠে-ক্ষোদা পুতুল) একটি নাটিকা। ইহা চারি অঙ্কে বিভক্ত। ত্রিলিঙ্গাধিপতি বিদ্যাধর মল্লের গুপ্ত প্রেম-লীলাই ইহার আখ্যান-বস্তু। চিত্র-শালায়, রাজা মৃগাঙ্কাবলীর বিবিধ চিত্র ও একটি দারু-ময়ী প্রতিমা দেখিয়া মুগ্ধ হয়েন। ইহা হইতেই এই নাটিকার নাম "বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা" হইয়াছে। রচনার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মনে হয়, এই নাটিকাখানি তেমন প্রাচীন নহে। কোন্ সময়ে ইহা রচিত হইয়াছিল, নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। তবে "শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি" নামক চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একটি গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ইহাতে প্রতিপন্ন হয়, নাটিকাখানি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত। সম্ভবতঃ ইহা ভোজ রাজার রাজত্বকালের পরবর্ত্তী নহে। কেননা, সুবন্ধু-প্রণীত "বাসবদত্তা" গ্রন্থে এই নাটিকার সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। "বাসবদত্তা"র একস্থলে লিখিত হইয়াছে যে, "কুসুম-পুরের প্রত্যেক গৃহে 'শালভঞ্জিকা' ও 'বৃহৎ-কথা' বিদ্যমান।" ভোজ-রাজ-প্রণীত "সরস্বতী-কণ্ঠাভরণ" নামক অলঙ্কার গ্রন্থেও এই নাটিকার উল্লেখ আছে। গ্রন্থকারের নাম রাজশেখর। ইনি একজন "মহামন্ত্রি"-পুত্র। রঘুবংশীয় রাজা মহেন্দ্রপাল ইহার শিষ্য ছিলেন। [মহেন্দ্রপাল কিম্বা মহীপাল দেব আর্য্যাবর্ত্তের রাজা। তিনি "কুন্তল," "কুলুথ," "কেরল" (মালাবার), "কলিঙ্গ'" "মুরুল," "মেকল" প্রভৃতি নর্ম্মদা-কূলবর্ত্তী প্রদেশের জাতিদিগকে জয় করেন।] সম্ভবতঃ একাদশ কিম্বা দ্বাদশ শতাব্দীতে কবি-রাজশেখর আবির্ভূত হয়েন। "বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা" ছাড়া, "প্রচণ্ড-পাণ্ডব," "কর্পূর-মঞ্জরী" ও "বাল-রামায়ণ" এই নাটকগুলিও তাঁহার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

— —

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

বিদ্যাধর মল্ল	... ...	ত্রিলিঙ্গ ও কলিঙ্গের অধিপতি।
চারায়ণ	... ...	বিদূষক, রাজার বয়স্য।
ভাগুরায়ণ	... ...	প্রধান অমাত্য।
কালিদাস	... ...	অমাত্যের ভৃত্য।
লাটাধিপতির দূত।		
কুরঙ্গক	... ...	বিদ্যাধর মল্লের একজন কর্ম্মচারী।

স্ত্রীবর্গ

মৃগাঙ্কাবলী	... ...	লাটাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মার দুহিতা।
কুবলয়মালা	... ...	কুন্তল-দেশের রাজকুমারী।
মেখলা	... ...	মহিষীর সহচরী।
সুলক্ষণা, বিলক্ষণা, কুরঙ্গিকা, তরঙ্গিকা	... ...	মহিষীর পরিচারিকাগণ।

প্রতীহারী প্রভৃতি।

বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা

প্রথম অঙ্ক

নারীর যে কুলগুরু যে করে গো তাহাদের
প্রেম-দীক্ষা দান,
রোহিণী-বল্লভ শশী —তাহারি গো প্রিয়সখা
যে অনঙ্গ কাম,
কুসুমের শর দিয়া যে করিল জয় সেই
দেব মহাদেবে,
প্রেম-লীলা-নাটকের সে সূত্রধারের জয়
বল সবে এবে।

অপিচ :—

নেত্র-দগ্ধ সে অনঙ্গ, যাহাদের নেত্রেতেই
পায় পুন প্রাণ,
বিরূপাক্ষ-বিজয়িনী সেই সুলোচনাদের
করি স্তুতিগান।

(সভাসদ্‌দিগকে অবহিত করিয়া)

শিবাঙ্গ-ভুজঙ্গ-ভয় প্রশমন তরে
ঔষধির চূর্ণ যে গো নিজ অঙ্গে ধরে ;
শিব-কণ্ঠ-বিষ লাগি মহাবীর্য্য মণি যে গো
নিজ করে করয়ে ধারণ।
ভূত-ভয় নিবারিতে কুল-বৃদ্ধ-বিনির্দ্দিষ্ট
মন্ত্র যে গো করে উচ্চারণ
—বিবাহের কালে সেই ভীতা প্রীতা অদ্রিসুতা
তোমাদের করুন রক্ষণ।

(নান্দীর পর সূত্রধারের প্রবেশ)

সূত্র।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) না জানি শ্রীযুবরাজ দেবের পরিষদের আজ কি আজ্ঞা হয়!

(নেপথ্যে গান)

যদিও সে কুন্দলতা বিরতা হয়েছে এবে
মকরন্দ-দানে,
তবু অনুরাগে অলি, প্রণয়-ভঙ্গের ভয়ে
কাতর পরাণে,
চারুপুষ্প-সুলোচনা প্রগল্‌ভা তরুণী সেই
সহকার লতাটিকে
নিজ প্রিয়া সম
সংরক্ষণ পরশন আলিঙ্গন, আর কত
আদর করিয়া করে
বদন চুম্বন।

সূত্রধার।—(শুনিয়া) এ কি! পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ছুহিক-সন্তান কবিরাজ-শেখর-বিরচিত "বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা" নামক নাটিকার বর্ণনীয় বিষয়-সূচক গানটি কে যেন গাচ্চে। (চিন্তা করিয়া) তাই বোধ হচ্চে, যুবরাজের পরিষদ্ ঐ নাটকটিই অভিনয় করতে আজ্ঞা করেছেন। তা আমিও তবে শিষ্যোচিত ভস্ম-বিভূতি-আদি ধারণ করে' সেই মন্ত্রী ভাগুরায়ণের সুন্দর নামবিশিষ্ট শিষ্য হরদাসের ভূমিকা গ্রহণ করি।

(আকাশে) :—সখা সোমদত্ত! কি বল্‌চ? সেই অকাল-জলদের প্রপৌত্রের গুণবর্ণনা হচ্চে না কি?

ঐ শোনো :—

পরম আশ্রয় যিনি সকল কলার,
জীবনের ব্রত যাঁর পর-উপকার,
রঘুকুল-তিলক সে নৃপতি মহেন্দ্রপাল
শিষ্য গো যাঁহার,
তাঁর গুণ-রাশি ছাড়া এই গুণ বরণনা
আর হবে কার?

(এবং সভাশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ-শঙ্কর শর্ম্মার বচন শুনিয়া)

(কৃষ্ণশর্ম্মার বচন)

শ্রোত্র-রসায়ন বাণী
চাহ যদি করিতে গো পান ;
সাধু-অভিমত বাক্য
রচিবারে চাহ যদি জ্ঞান ;

রস-সিন্ধু-পর-পারে তোমার গো অভিলাষ
থাকে যদি করিতে গমন ;
জীবন-তরুর ফল আস্বাদন করিবারে
কুতূহলী হয় যদি মন ;
কবিরাজ-শেখরের সুধা-নিস্যন্দিনী কথা
—ওহে ভাই করহ শ্রবণ।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

(হরদাসের প্রবেশ)

হরদাস।—(শিরঃকম্পন সহকারে) ওহো হো! বুদ্ধিই সকলের সেরা। তাই শাস্ত্রে উক্ত হয়েছে :—

শ্রীসৌভাগ্য পূর্ণ হলে নাহি থাকে বিপদের ভয় ;
যশঃকীর্ত্তি লাভ হলে মলিনতা কিছু নাহি রয় ;
সঙস্কার শৌচে করে পবিত্রতা দান
বিশুদ্ধ বুদ্ধিই কাম-ধেনুর সমান।

তা, আমাদের গুরুর চরিত্রে বুদ্ধির এইরূপই পরাকাষ্ঠা দেখা যায় বটে।

লাটেশ্বর চন্দ্রবর্ম্মা
—নৃপকুলে যিনি গো তিলক—
তনয়ারে পুত্র বলি'
চালাইলা হয়ে অপুত্রক।
তাঁর মন্ত্রি-চরেরাও সেইরূপ করিল প্রচার।
নীতি-চক্ষু মন্ত্রী আজি কেরল-রাজার,
নিজ ভূপে দেখাইতে আনিল হেথায়
তনয়-প্রতিভূচ্ছলে সেই দুহিতায়।

(আকাশে)।—আর্য্য চারায়ণ! কি বল্‌চ? মহারাজ তো সহস্র অন্তঃপুরচারিণী নায়িকায় পরিবেষ্টিত। তবু এখন সেই লাটেশ্বর-দুহিতাকে না পেলেই কি তাঁর নয়? না, না, তা নয়। এর মধ্যে কিছু নিগূঢ় কথা আছে—কার্য্য সিদ্ধ হলেই তা প্রকাশ পাবে।

নেপথ্যে।—মহারাজ প্রত্যূষেই আজ জেগেচেন —আজ তাঁর সুপ্রভাত।

সম্প্রতি :—

যাদের দারুণ মান
জ্যোৎস্নাতেও হয়নি ভঞ্জন,
পিকেরো পঞ্চম-তান
ভাঙিবারে হয় নি সক্ষম,

সেই সব ললনারা— যেমতি উষার বায়ু
হইল কম্পিত—
অমনি বল্লভ-পদে আপন মস্তক সবে
করিল নমিত।

ওগো বন্দিগণ! মহারাজের মন্ত্রিবিনির্ম্মিত বাসগৃহের প্রান্তে যে সব অন্তঃপুর-লোক বাস করে, তারা তোমাদের জিজ্ঞাসা কর্‌চে, মহারাজ বিদ্যাধর-মল্ল কোন্ সময় জাগেন? আচ্ছা, এখনও কেন প্রভাতী স্তুতি গাওয়া হচ্চে না?

উজ্জয়িনী নগরীর বাসুকির জয়! আপনার সুপ্রভাত! এখন :—

পুরাতন মুক্তামণি- সম-আভা দু-তিনটি
তারা মাত্র ব্যোমে অবস্থিত ;
জ্যোৎস্নাপানালস-বপু চকোর-অঙ্গনা সবে
মাতোয়ারা হয় গো লক্ষিত ;
গত-মধু ম্লানচ্ছবি শশধর অস্তাচলে
করিছে গমন ;
যেন বাল-বিড়ালের নেত্র-দ্যুতি, পূর্ব্বদিক
করেছে ধারণ।

অপিচ :—

নিজ-নিজ পতি-পরে সুন্দরীদিগের মান
করিয়া ভঞ্জন,
হর্ম্ম্য-পারাবতদের কলনাদী বাচালতা
করিয়া অর্পণ,
সুভাবুক কবিদের
উজ্জ্বল প্রতিভা করি' দান,
দীর্ঘ ধূলি-শয্যা হতে
রাজ-হস্তী করিয়া উত্থান
করে যে শৃঙ্খল-ধ্বনি
তাহে আরো হইয়া বর্দ্ধিত
প্রাভাতিক তূর্য্যনাদ
গগন করিল আচ্ছাদিত।

হরদাস।—প্রত্যূষেই যে আজ মহারাজ জেগেছেন, সে কেবল মন্ত্রীরই মন্ত্রণা-প্রভাবে। কেননা :—

সুখ-শয়নের তরে কারিগর দিয়া মন্ত্রী
করিল নির্ম্মিত
নৃপের কৃত্রিম গৃহ সচ্ছিদ্র স্তম্ভের দ্বারা
করি' সুশোভিত।

তাই, আমিও এখন মন্ত্রীর আদেশে সচ্ছিদ্র স্তম্ভ-যুক্ত রত্নময় সেই চতুঃশালা বাস-গৃহের শিল্পীদের পারিতোষিক দেওয়াবার জন্য মহাভাণ্ডাগারে যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

বাসগৃহে উৎকণ্ঠিত রাজা শয়ান—বিদূষক
দ্বারে অবস্থিত।

রাজা।—(গা-মোড়া দিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া)
সে মুখ থাকিতে বল
কে করিবে শশীর সুখ্যাতি ?
সে কান্তি থাকিতে আহা
কি করিবে কাঞ্চনের ভাতি ?
সে নেত্র থাকিতে বল
কে আর গো নীলোৎপলে চা'বে ?
সে মৃদু হাসির কাছে
স্বরগের সুধা কোথা লাগে ?
ধিক্ কন্দর্পের ধনু
সেই ভূরু যুগলের পাশে,
সত্য, সৃষ্টিক্রমে বিধি
পুনরুক্তি নাহি ভালবাসে।

বিদূষক।—(নিকটে আসিয়া) কল্যাণ হোক্!

রাজা।—"সে মুখ থাকিতে বল" ইত্যাদি।

বিদূষক।—হি হি হি হি! প্রভাতে প্রিয় বয়স্যের এ কি অপূর্ব্ব শ্লোক পাঠ হচ্ছে ?

রাজা।—"সে মুখ থাকিতে বল"—ইত্যাদি।

বিদূ।—কি আশ্চর্য্য, এরূপ চিত্তবিক্ষেপ এঁর কোত্থেকে উপস্থিত হল ? (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করেই দেখি পীড়ন না করলে সহকার তরুও (সম্মুখে দাঁড়াইয়া) তার রস-সর্ব্বস্ব মোচন করে না। দাড়িম-ফল পাক্‌লে যেমন ফাটো-ফাটো হয়, কৌতূহলে আমার হৃদয়টাও যেন সেই রকম হয়ে উঠেচে! তা, প্রিয়সখা, আসল ব্যাপারটা কি হয়েছে, আমাকে বলে' সুখী কর।

রাজা।—(বিদূষকের পানে তাকাইয়া) এ কি! চারায়ণ যে! সখা, তোমাকে বল্‌ব না কেন; সুহৃদের কাছে কোন গোপনীয় কথা প্রকাশ করলে চিন্তা-ভার বিভক্ত হয়ে লঘু হয়ে পড়ে।

বিদূ।—বল তবে, আমি শোন্‌বার জন্য ব্যগ্র হয়ে আছি।

রাজা।—দেখিনু প্রত্যূষে আজি স্বপন-দশায়,
জ্যোৎস্না-পরিধি-মাঝে কোন ললনায় ;
নখে ম্লান শরচ্চন্দ্র,
সর্ব্ব-অঙ্গ এমনি মোহন,
অনঙ্গ-তরঙ্গ-জল
উথলিয়া তিতিল শয়ন।

বিদূষক।—মহারাজ, তুমি দেখ্‌চি নিতান্তই মহিলা-লম্পট ; কুবলয়মালা নামে যে স্ত্রীলোকটি নর্ম্মদা নদী পার হয়ে এসেছিল, তাকে কি উপায়ে হস্তগত করা যায়, আমি যে তারই অনুসন্ধান কর্‌চি, আর এই সময়েই কি না আবার একটা "গোদের উপর বিষ-ফোড়া" উপস্থিত। হুঁ, তার পর, তার পর ?

রাজা।—তার পর :—

কল্পনা-তুলিকা দিয়া কন্দর্প করিল চিত্র
চিত্রপটে যে চারু বালায়
সে চিত্র নিরখি' আমি হইনু গো বন্দী তার
সম্পূর্ণ হয়ে নিরুপায়।

"সে মুখ থাকিতে বল" ইত্যাদি।

বিদূষক।—তার পর, তার পর ?

রাজা।—তার পর অমৃত-কথা শ্রবণ কর, মধুর-গণ্ডূষ কর, নয়নামৃত পান কর :—

এই দেখ হার-গাছি কেরল-রমণীদের
সুবিমল শুভ্র হাসি-প্রায় ;
—চন্দ্রপ্রভ মুক্তাবলী যার মধ্যরত্নে, দিক্
উদ্ভাসিত কুঙ্কুম-প্রভায় ;
এই হারগাছি লয়ে নিজ কুচ-তট হতে
সুন্দরী সে মদির-নয়নী
সোৎকণ্ঠে মম কণ্ঠে —"নমো ! মনমথ" বলি'
অর্পিল অমনি।

বিদূ।—(যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া) উপবীতধারী এই ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদে তোমার স্বপ্নটি যেন সত্য হয়। (স্বগত) আরে ব্যাটা ইন্দ্রজালিক স্বপ্ন! তুই দেখ্‌চি মহামতিদেরও মতিভ্রম জন্মে দিতে পারিস। (প্রকাশ্যে) তার পর—তার পর ?

রাজা।—তার পর :—

"কে তুমি গো ?—কেন বালা
এলে হেথা বল মোরে বল"

—এই কথা বলি', তার
ধরিনু গো বসন-অঞ্চল।
নব-নীলোৎপল-নেত্রে ঘন ঘন দৃষ্টিপাত
করিয়া আমায়,
বাস-গৃহ হতে বালা গেল চলি' প্রাণে বধি'
কে জানে কোথায়।

বিদূ।—আচ্ছা, দেবী তো এক শয্যায় তোমার সঙ্গে শুয়েছিলেন, তিনি তখন কি করলেন?

রাজা।—চঞ্চল হইল হার নিতম্বে দেবীর
অনঙ্গ-তরঙ্গ-বেগে কাঁপিল শরীর।
অমনি শয়ন ত্যজি'
মান-সূত্র ধরিয়া গো হাতে
অন্তঃপুর হতে দেবী
চলি গেলা কঞ্চুকীর সাথে।

বিদূ।—নাগরালি করে' তুমি তখনই কেন তাঁর সাধ্যিসাধনা কর্‌লে না? চন্দ্রকর প্রসারিত হলে, নীলোৎপলিনীর কমল বিকসিত না হয়ে আর কতক্ষণ থাক্‌তে পারে?

রাজা।—(খেদে ঈষৎ হাসিয়া) সেই স্বপ্নদৃষ্টার ধ্যানে আমার চিত্ত এমনি বিকল হয়েছিল যে, সাধ্যিসাধনা করা দূরে থাক্‌, আমি দেবীকে ধরে' রাখ্‌তেও পারলেম না।

বিদূ।—সত্য, "নটকে মাথা মুড়তে দেখে, উপবিষ্ট পতিও মাথা মুড়োলো" এ যে তুমি তাই কর্‌লে মহারাজ।

রাজা।—(সখেদে ঈষৎ হাসিয়া) ভগবতি আশা! তুমি সত্যই অপ্রতিহত। আচ্ছা, তুমি একটু ভাল করে' বিচার করেই দেখ না।

কে পারে করিতে পান —থাকিলেও চারিদিকে—
অমৃত-জ্যোছনা?
মৃণালের তন্তু দিয়া করিতে কে পারে বল
বস্ত্রের রচনা?
কে করে গো পরিমাণ অশেষ সে পরিমল
বকুল-মালার?
স্বপ্নের সে কমলাক্ষী কেমনে প্রত্যক্ষ বল
হইবে আমার?
(স্মরণ করিয়া হৃদয়-দেশ অবলোকন পূর্ব্বক)
ইহা কি প্রত্যক্ষ জ্ঞান?—ইহা কি গো স্বপ্ন?
অথবা এ দুই হতে একেবারে ভিন্ন?
কেন না, সে সুন্দরীকে
প্রত্যক্ষ তো নাহি দেখা যায়
অথচ এই হার-গাছি
আসিয়াছে এ মোর গলায়।

বিদূ।—এই স্বল্পগন্ধ মোদকটি পেয়ে সখা তুমি যে সমস্ত গ্রামের লোককে নিমন্ত্রণ কর্‌তে যাচ্চ! তা এখন চল, দেবীকে গিয়ে প্রসন্ন করা যাক। দেখ, বরং উপস্থিত তিত্তিরীয়ও ভাল, তবু পরদিনের ময়ূরী কিছু নয়।

রাজা।—সখা, যা তোমার অভিরুচি।

বিদূ।—প্রণয়-প্রণত সংস্র সহস্র সামন্ত রাজাদের বাস-মণ্ডপ ত্যাগ করে' এসো, এই গুপ্তদ্বার দিয়ে মকরন্দ-উদ্যানে প্রবেশ করা যাক্‌। (তথা করণ)

নেপথ্যে।—মহারাজ! দেখুন, আপনার সুখ-সম্ভোগের জন্য বসন্ত অবতরণ কর্‌চেন, তাই এখন :—

লতাদের গ্রন্থি-গর্ভে বিনিহিত পুষ্পচয়
মধ্যে তার অঙ্কুর পল্লব;
পিক-বধূ-কণ্ঠমাঝে বাঙ্মাত্র রূপ ধরি'
আছে এবে সে পঞ্চম-রব;
মনসিজ-দেবের সে অভ্যাস আয়ত্ত ধনু
পরিত্যক্ত যদিও গো
বহুদিন হতে,
দুই তিন দিন মাঝে দেখো গো আবার তাহা
জিনিবে অভ্যাস-বশে
এ তিন জগতে।
যত সব সখীজন রক্ষা করিবার তরে
প্রবাস-বিগত-ভর্ত্তা বিরহিণী জনে,
সহকার-মঞ্জরীর প্রথম-উদ্‌গত-শিখা
তাড়তাড়ি উপাড়িয়া যাইছে গোপনে।

বিদূ।—বন্দীদের কথায় মনে হচ্চে, উপবনে বসন্তের সবে আরম্ভ হয়েচে মাত্র। কিন্তু এই কেলি-বনভূমিতে সেচনার দ্বারা অবিরত জলসেক হওয়ায় বসন্তের পূর্ণ আবির্ভাব হয়েচে বলে' মনে হয়।

রাজা।—তাই তো, দেখ না :—
"বিচকিল"-পুষ্প এবে পরিপুষ্ট মুকুতার
সৌসাদৃশ্য করেছে ধারণ;

বাহ্লীকী-দশন-চ্ছটা অরুণ-বরণ পত্রে
ছাইয়াছে অশোক এখন ;
পলাশ-কুসুম-অগ্রে
বসিয়াছে কৃষ্ণ অলিচয়,
পলাশের কৃষ্ণ বৃন্ত
দীর্ঘ বলি' তাহে মনে হয় ;
রক্তবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ
পাটলী-তরুতে যায় দেখা
যেন কি অপূর্ব্ব লিপি
তাহাতে গো রহিয়াছে লেখা।

বিদূ।—(চিন্তা করিয়া) রক্তবর্ণ অশোক-পুষ্প, লাল-লাল ঈষৎ-ধূসর সুন্দর মাধবী-পুষ্প প্রভৃতি অসংখ্য অসংখ্য কুসুম-সম্পদ ছেড়ে আমার দৃষ্টি শুধু কুষ্মাণ্ডের মত সাদা সিন্ধুবার-পুষ্পে, দধির মত সাদা নবমালিকার ফুলের উপরেই প'ড়ে আছে।

রাজা।—(পবনস্পর্শে)

কেলি-চ্ছলে দোলাইয়া যেন গো দোলায়,
মৃগাক্ষীর মান-তন্ত ছেদিয়া হেলায়,
রাগরাজ পঞ্চমেরে পরভৃত বিহঙ্গের
কণ্ঠমাঝে করি' সংক্রামিত
স্মর-জয় মহাসাক্ষী দক্ষিণ-সমীর কিবা
ধীরে ধীরে হয় প্রবাহিত।
আরো দেখ :—
সুরতের শ্রমে শ্রান্ত ভুজঙ্গ-রমণীদের
পানোৎসবে হয়ে কিছু হ্রাস,
বিরহি-নিঃশ্বাসে পুন পরিপুষ্ট হয়ে কিবা
বহে এই মলয়-বাতাস।
বিদূ।—তাই বটে।
লঙ্কার তোরণ-মাল্য যে করে কম্পন ;
সিংহলী নারীর মান যে করে ভঞ্জন ;
দ্রাবিড় অঙ্গনাদের- দেয় যে গো অতিশয়
মদন-উল্লাস ;
দোলাইয়া দেয় যে গো করণাটী ললনার
মুক্ত কেশপাশ ;
যা হ'তে বিলাস-লীলা
পায় শিক্ষা লাট-দেশ-নারী ;
মহারাষ্ট্রী প্রমদার
যে গো চিত্ত উনমাদকারী ;
সেই যে বসন্ত-বায়ু হইয়া উন্মত্ত
দেখ কিবা চারিদিকে করিতেছে নৃত্য।
* এই এ নববসন্তে, কুসুম-পরাগ-পুঞ্জে
ধবলিত করি শরীর, গুন্‌গুন্ অলি গুঞ্জে ;
"সিন্দূর" "সিন্ধুবার" ঐ, পরিমল কিবা ছাড়ে,
কম্পিত-কুসুম-অঙ্গে ভ্রমরদল বিহারে।

রাজা।—(একটু হাসিয়া) সংস্কৃততেও তোমার দেখ্‌চি খুব মুখ ছোটে।

বিদূ।—আমাদের মত লোকের যোগ্য যে প্রাকৃত পন্থা—তুমি যে মহারাজ এখন সেই পন্থা ধরেছ। মহা-মন্ত্রী যে স্ফটিক-শিলার মন্দির তৈরি করিয়েছেন, সেই "কেলি-কৈলাসে" এখন যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করত) ক্রৌঞ্চীর ক্রেঙ্কারের মত মনোহর শব্দ কোথা হতে শোনা যাচ্চে?

রাজা।—(শুনিয়া সেই শব্দ অনুসরণ করিয়া উর্দ্ধে অবলোকন)

প্রাকার-শিখর-দেশে দেখ গো চাহিয়া সবে
মেলি' নেত্রদ্বয়,
ভাবি' দেখ, অন্তরীক্ষে অকলঙ্ক শশাঙ্ক কে
হইল উদয়?
কে করে গো বরিষণ পক্ব লবণীর সম
স্বচ্ছ জ্যোৎস্না-রাশি
উপবন-চকোরেরা যার পানে ধায়, হয়ে
সুধার পিয়াসী।

বিদূ।—মহারাজ! কোথায় সে?

রাজা।—ঐ দেখ না। (সবিস্ময়ে অবলোকন করিয়া) কি? তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্চ না?

রশনার মণি হতে
মঞ্জুল শিঞ্জিত শোনা যায় ;
নিঃশ্বাস-সৌরভে মুগ্ধ
অলিগণ ওই দিকে ধায় ;
অলঙ্কার ঝঙ্কারিয়া
গীত-ধারা করিছে বর্ষণ,
লীলা-দোলা-ক্রীড়ারত
ওই দেখ সেই চন্দ্রানন।

বিদূ।—মহারাজ! তুমি ঠিক্ ঠাউরেছ ; দোলনার কাষ্ঠদণ্ড-গুলোর মাথা এখান থেকে দেখা যাচ্চে বটে।

---

* কতকটা হ্রস্ব দীর্ঘ রক্ষা করিয়া সংস্কৃত ছন্দানুসারে পঠিতব্য।

রাজা।—(পুনর্ব্বার দেখিয়া) সখা, এই সেই আশ্চর্য্য চন্দ্রমা।

বিদূ।—তাই তো, আমাদের দেখা না দিয়ে চাঁদটি তো বেশ দোলা-খেলা কচ্চেন।

রাজা।—সখা! আর একটা সুখের কথা বলি শোনো, ওর লাবণ্যশ্রী সেই স্বপ্নদৃষ্ট ললনার মত মনে হচ্চে।

বিদূ।—কিরূপ বল দেখি?

রাজা।—শর-গাছ বড় হয়ে উঠলে যেমন সাদা হয়, ঠিক্ সেই রকম রং।

বিদূ।—করি-শাবকের দাঁতের মত সাদা?—মহারাজ! দোলনার শব্দ থেমে গেছে—তাই বোধ হচ্চে, উনি দোলনা থেকে নেমেচেন; এইবার তবে নিকটে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ করত) এই তো সেই "কেলি-কৈলাস"—এইবার প্রবেশ করা যাক্। (তথা করণ)

রাজা।—ফেনরাশির মত শুভ্র তেজোময় এই তো সেই কৈলাস।

বিদূ।—এই সুন্দর স্ফাটিক-ভবনের ভিত্তিতে যে চিত্রকর্ম্ম আছে, সেইগুলির প্রতি একবার দৃষ্টিনিবেশ করুন; এই দেখুন মহারাজ, দেবীর সঙ্গে পাশা খেল্‌চেন—এই তাম্বুল-করঙ্ক-বাহিনী "নাগবল্লী"। এই চামর-গ্রাহিণী "প্রভঞ্জনিকা"; এই "টপ্পবকর্ণ" নামে অশ্বশালার মর্কট।

রাজা।—সখা, এই যে তোমার চিত্র রয়েছে।

বিদূ।—(সক্রোধে) আমাকে ঠিক্ আঁক্‌তে পারে নি—ব্রাহ্মণীই জানেন, আমি কিরূপ—তিনি আমাকে বলেন, "তুমি প্রত্যক্ষ দেবতা"।

রাজা।—উপবনে শুক কি বল্‌চে শোনো।

বিদূ।—কি বল্‌চে?

রাজা।—"তুমি দেবতা না ভূত?"

বিদূ।—দুর্জ্জনের কথায় কে কর্ণপাত করে? (অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া) এ কোন্ অপূর্ব্ব সুন্দরীর পূর্ণ সৌন্দর্য্য-ছটায় যেন আর সকল সুন্দরীকে উপহাস কর্‌চে?

রাজা।—আমাদের কাছেই শুধু অপূর্ব্ব নয়, অনঙ্গদেবের কাছেও এ অপূর্ব্ব। (সম্যক্ অবলোকন করিয়া) এই তো আমার সেই মনঃসাগরের শশি-লেখা। অহো! কি রূপ-সম্পদ!

সুনীল নয়নদ্বয়
নীলোৎপলে করয়ে গঞ্জন;
শশি-সম মুখ-শশী,
ভুরু-লেখা কাম-শরাসন;
তনুর লাবণ্য কিবা
—কোথা আর নাহি যায় দেখা;
দশন-পল্লবে, গাত্রে
কি অপূর্ব্ব মনোহর রেখা;
হেন সুন্দরীর রূপ বর্ণনা করিতে কাম
করিয়া প্রয়াস;
বর্ণনা-নৈপুণ্য শুধু এই সুযোগেতে তিনি
করেন অভ্যাস।

বিদূ।—(স্বগত) দেবীর এই পরিজনের মাঝে ইনি আবার কে? (চিন্তা করিয়া) বোধ হয়, কৌতূহলবশে দেবী নবাগত নিজ মাতুলপুত্র মৃগাঙ্ক-বর্ম্মাকে বারম্বার মহিলা-বেশ পরিয়ে থাকেন। চিত্রকরেরা তো প্রকৃত বৃত্তান্ত জানে না, আমার মনে হয়, তাকে দেখেই এ চিত্র এঁকেচে। তা, আমি আর কিছু ফাঁস কর্‌ব না, প্রিয় সখা দেখে খুব আশ্চর্য্য হোন্। তাঁর বিস্ময়টা আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাক। (প্রকাশ্যে) এঁর সাজসজ্জা দেখে মনে হয়, ইনি কুমারী।

রাজা।—ঠিক বলেছ সখা।

এ বেশ-বিশেষে বালা
কন্যা বলি' হয় গো সূচিত,
কেননা "চোলক" নীল
এঁর চিত্রে হয়েচে চিত্রিত।
পরিণয়-কাল হতে
নারীদের পরিধান-রীতি
নীবীর-বন্ধন-গ্রন্থি
—দেখিতে যা মনোহর অতি।
যে করেছে এই চিত্র
কি আশ্চর্য্য তাহার গো রূপ;
নিশ্চয় করেছে চিত্র
চিত্রকর দেহ-অনুরূপ।
এই চিত্রকর্ম্মে দেখি
একধারা রেখা-সন্নিবেশ
তাই মোর মনে হয়
—চিত্রকারী রমণী-বিশেষ।

(সম্যক্ অবলোকন করিয়া) মদনের পতাকার

মত এই যে সুন্দরী—এ নিশ্চয় আপনাকেই আপনি চিত্র করেচে।

বিদূ।—তাই বটে; বড় লোকদের ঘরে এইরূপ হয়ে থাকে শোনা যায়। যে রকমের চিত্রকর, তারি অনুরূপ চিত্রকর্ম্ম; যে রকমের কবি, তারি অনুরূপ কাব্য-রচনা।

রাজা।—ঠিক বলেছ; যেমন আকৃতি, গুণও তার সেইরূপ হয়ে থাকে। তা ছাড়া, দেখ সখা চারায়ণ!

লঘুতনু হইলেও পরিপুষ্ট অঙ্গভঙ্গে
ক্রম-পরিণত-রেখা
পূর্ণমূর্ত্তি হয় গো লক্ষিত।
স্বেদ-রোমাঞ্চাদি যত সাত্ত্বিক গুণ বিন্যাসে
তরল চিক্কণ চারু
ভাব কিবা হয় প্রকটিত॥

বিদূ।—এই দিকে পরিজন-বেষ্টিতা দেবী মদনবতী কি চিত্রিত হয়েছেন?

রাজা।—এই রূপসী-রত্নটি কে, দেখা যাক।

বিদূ।—হাঁ, এ তিনিই বটে।

রাজা।—(স্বগত) চক্ষু এক, কিন্তু তিনি যে বহুধা। (বিদূষকের প্রতি) কোথায় তিনি?

বিদূ।—এই যে—এই যে!

রাজা।—(দেখিয়া সোৎকণ্ঠে)

যে বিধাতা নীলোৎপল শশাঙ্ক ও মৃণালিকা
রম্ভা-লতা কমলাদি
করিলা গঠন,
সেই বিধি সৃজিল এ মৃগশিশু-নয়নীরে
—সৃষ্টিক্রম একাধারে
করি' আনয়ন।

বিদূ।—(স্তম্ভে পুত্তলিকাকে দেখিয়া) এও কি সেই?

রাজা।—এও যে আমার সেই লোচন-চকোর-চন্দ্রিকা।

(অবলোকন করিয়া সোৎকণ্ঠে)

সেই সে দুগ্ধ সম মুগধ-মধুরচ্ছবি
অঙ্গ যষ্টি তার;
তরুণ কেতকী-পত্র সম দীর্ঘ নেত্রদ্বয়
কম্বু-কণ্ঠ আর;
সেই সে গো চন্দ্রাননা দেখি যে হেথায়,
মদনের অস্ত্ররূপে যেন শোভা পায়!

(বিতর্ক-সহকারে)

স্বপনে দেখিনু যারে আর তো দেখেনি কেহ
আমার সহিত;
কে গো তবে এই বালা? এ কি গো রচনা কারো
মানস-কল্পিত?
তাই ভাবি, পদ্মনেত্রী সেই বালা কোথাও গো
আছে ধরা-মাঝে;
নতুবা গো সেইরূপ দীর্ঘ নেত্র এই চিত্রে
কেমনে বিরাজে।

(অবলোকন করিয়া) আচ্ছা ভাল, সেই স্বপ্নলব্ধ হার আবার তার যোগ্য স্থান লাভ করুক, এই পুত্তলিকার কণ্ঠমূলে সঞ্চরণ করুক, নব-বিচকি-লতার কলিকাগুলি আবার একেই অলঙ্কৃত করুক। (তথাকরণ)

বিদূ।—এখানেও তো আবার সেই একই চিত্র চিত্রিত দেখ্‌চি। (উল্লাস সহকারে) মৃগাঙ্কের প্রতিবিম্বমালায় তুমি প্রতারিত হচ্চ সখা। এই আবার সেই সাক্ষাৎ পূর্ণিমার চাঁদ।

রাজা।—আবার কোথায় আমার সেই নয়নের অমৃত-বৃষ্টি?

বিদূ।—এই যে, এই যে। দেখ না, ইনিই তো চন্দ্রকলা সদৃশ বক্রদৃষ্টিচ্ছটা-কটাক্ষে দিঙ্‌মুখ উদ্ভাসিত করুচেন, করসঞ্চালনে অশোক-পল্লব বিস্তার করুচেন, পদক্ষেপে পঙ্কজ-আকুল ভ্রমরকুল রচনা করুচেন।

রাজা।—তুমি যার প্রশংসা করচ, এই তো আমার সেই সত্য স্বপ্ন। (অবলোকন করিয়া) সেই তো এই কামের সঞ্জীবন—আমার হৃদয়ের বিশল্যকরণ ঔষধি। (চিন্তা করিয়া)

ভুরু-নৃত্যে সুপণ্ডিত, ঈষৎ তরল দৃষ্টি,
স্তন বক্ষে অলপ প্রকাশ;
কটিদেশ কৃশ অতি, জঘন ঘন বিশাল,
প্রতি অঙ্গে খেলিছে বিলাস;
স্মর-সখা যউবন যা' চাই সকলি দেছে
পুরাইতে নিজ অভিলাষ।

অপিচ:—
তরলিত ভুরুলতা, উদ্‌গত কর হতে
অঙ্গুলি-নিচয়;

সম্মুখে পড়িয়া আছে দৃষ্টি এঁর, নাহি কোন
লক্ষ্যের বিষয় ;
আননে অধর-দল
একটুকু আছে উন্মীলিত ;
তাই মনে হয়, রত
কাব্য-রচনায় এঁর চিত।

বিদূ।—তাই বটে ; ওঁর সম্মুখেই অর্দ্ধলিখিত অক্ষরগুলি রয়েছে।

রাজা।—(পাঠ)

| | | | | | |
"ধরয়ে প্রত্যঙ্গে কত ঘরষ রেখা সুতরুণী"

(চিন্তা করিয়া) অহো ! এ যে শিখরিণী ছন্দ ! অহো ! কি সুন্দর বাক্য ! অহো ! কি উপাদেয় বৈদর্ভী রীতি ! অহো ! অপর্য্যাপ্ত মাধুর্য্য ! অহো ! কি নির্দ্দোষ প্রসাদ-গুণ !

বিদূ।—তা, যথাসময়ে সুন্দরীর নিকট গমন কর ; নয়নাঞ্জলিপুটে পূর্ণিমা-চন্দ্র পান কর ; সুভাষিত-সাগরে কর্ণকুহর পূর্ণ কর ; রভস-উত্তম্ভিত-হস্ত নৃত্যকারক মদন তোমাকে নৃত্য করাক্।

রাজা।—(পদান্তরে দাঁড়াইয়া চারি দিক অবলোকন করিয়া) অহো ! এ যে আমার সেই একই প্রিয়া।

সেই সে সুন্দর তনু
ইতস্তত রহে চিত্রমাঝে,
আবার দেখি যে উহা
এই পুত্তলিকায় বিরাজে।
স্মর-শরাহত হয়ে
লাঘবিতে ব্যথা আপনার,
যেন বিভাগিয়া তনু
ধরে রূপ চতুর্থ প্রকার।

এসো তবে, আমরা নিকটে গিয়ে ওঁর মধুর বাক্য শুনে শ্রবণ চরিতার্থ করি। শুক্তি ব্যাপারান্তরে গৃহীত হলেও সে কখন আপনার মুক্তা ত্যাগ করে না। (পরিক্রমণ করত)

বিদূ।—(সম্মুখে সরিয়া ভয়সূচক স্ফোটন) সর সর, এ নিশ্চয় একটা ভূত ; রোস্, কুপিতা দেবীর বাঁকা ভুরুর মত আমার এই লাঠি দিয়ে ওকে পেড়ে ফেল্চি, আমার পুরুষত্বটা একবার দেখ।

রাজা।—তা হলে মালতী-কুসুমকে তোমার ছকুল বলে কল্পনা করা হবে।

বিদূ।—তবে এটা কি ?

রাজা।—সখা ! বোধ হয়, উনি স্ফটিক-ভিত্তির ও ধারে আছেন, স্বচ্ছ স্ফটিক-ভিত্তির ভিতর দিয়ে ওঁকে স্পষ্ট দেখা যাবে। এসো তবে কেলি-কৈলাসের পিছনে গিয়ে ওঁকে দেখি। (তথাকরণ)

বিদূ।—উনি তাড়াতাড়ি প্রস্থান করেছেন, কেননা, তাড়াতাড়ি যাওয়ার দরুণ দেবীর ভবন-অভিমুখে যে পদচিহ্নগুলি পড়েছে, সেগুলি অসমান দেখাচ্চে।

রাজা।—হৃদয় ! তোমার মঙ্গল হোক ! তুমি ওঁকে অনুসরণ কর্‌তে গিয়ে আমাদের কথাও একটু স্মরণ করো।

(নেপথ্যে)

ত্রিলিঙ্গাধিপতির জয় হোক ! এই মধ্যাহ্নকাল মহারাজের সুখ-জনক হোক্ ! এখন এই মধ্যাহ্নে :—

নিজ শিরোপরি করী ধরিয়াছে কর্ণতাল
পদ্মলতা-দল-লালসায় ;
নবতৃণপুঞ্জ ভাবি' নিজ-পিচ্ছ-মাঝে শিখী
আপনার মস্তক লুকায় ;
শূকর মৃণাল ভাবি' নিজ দংষ্ট্রাঙ্কুরটিকে
বৃথা দেখ করিছে লেহন ;
নিজ দেহচ্ছায়াকেই কর্দ্দমের রাশি ভাবি'
তাহে ধায় মহিষের মন।

আরো দেখুন :—

হরিণাক্ষী সুন্দরীরা প্রমদ-কানন-সরে
স্নানতরে করিছে প্রবেশ ;
জঘন-মণ্ডলে জল হইয়া গো বিচঞ্চল
আঘাতিছে সর-তটদেশ ;
নাভির কুহর-মাঝে উলসিত হয়ে জল
বিস্তারয়ে কল্লোল অশেষ,
আর নামি' পড়ে অবশেষ।

বিদূ।—ওগো! এই মধ্যাহ্নকালে দেবী কি কর্‌চেন, তাঁর ভবনে গিয়ে সে সংবাদটা জানা যাক্।

[প্রস্থান।

ইতি শ্রীকবি-রাজশেখর-বিরচিত
বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা নাটিকার
প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

(মুখামুখী হইয়া দুইজন দাসীর প্রবেশ)

প্রথম।—(পরিক্রমণ করিয়া পরে দ্বিতীয় দাসীর অঞ্চল ধরিয়া) ওলো তরঙ্গিকা! রাজার কোন কথা বুঝি তোর মনে এখন ক্রমাগত জাগচে, তাই তুই আমাকে না দেখেই চলে' যাচ্চিস্।

দ্বিতীয়।—সখি কুরঙ্গিকা! রাগ করিস্ নে। অন্য বিষয় ভাবচি বলে' তোকে যে আমি দেখ্‌তে পাই নি,—গৌরীর দিব্যি—তা নয়।

কুরং।—অন্য বিষয় কি ভাব্‌চিস্ বল্ দিকি?

তরং।—সে কথা তোর কাছে বলতেও যেন আমার বুক্ কেঁপে উঠছে।

কুরং।—অভিন্নহৃদয় সখীর কাছেও বল্‌তে আশঙ্কা? তাতেই তো আমার জান্‌তে আরও ইচ্ছা হচ্চে।

তরং।—যা হবার, তা হবে, তোর কাছে আমি ঢাক্‌ব না। ন্যায় হোক্, অন্যায় হোক্, সখীর কাছে বল্‌তে বাধা কি?

কুরং।—আমিও তো তাই বলি—সহকারের কাছে কোকিল কি তার প্রণয়ের কথা বল্‌তে কুণ্ঠিত হয়?

তরং।—তা বটে; তবু একটা কথা আছে সখি, "মন্ত্রের রক্ষণ,—সিদ্ধির লক্ষণ।"

কুরং।—ও কথা বোলো না। কৃকলাসের মাথায় সোনা যে রকম কেউ পেতে পারে না, প্রাণ থাক্‌তে আমারও পেটের কথা কেউ জান্‌তে পার্‌বে না।

তরং।—তবে শোনো প্রিয় সখি! কুন্তলাধিপতি চণ্ড-মহাসেন নামে একজন রাজা রাজ্যচ্যুত হয়ে এখানে এসেছেন; তাঁরি কুবলয়মালা নামে একটি কন্যা আছে; সে যে সময়ে নর্ম্মদা-নদীতে অবগাহন করে' তীরে উঠ্‌ছিল, সেই সময়ে আমাদের রাজা তাকে দেখ্‌তে পেয়ে, তার রূপে মুগ্ধ হন; তাই মহিষী এ কথা জান্‌তে পেরে নিজ মাতুল চন্দ্র-বর্ম্মার পুত্র মৃগাঙ্ক-বর্ম্মার সহিত তার বিবাহ দেবার জন্য, উদ্যোগ কর্‌তে আমাকে পাঠিয়েচেন—আমি সেই কথা ভাব্‌ছিলেম, এমন সময়ে তুমি সখি, আমাকে দেখতে পেলে।

কুরং।—কি আশ্চর্য্য! দেবী তো খুব বিচক্ষণ দেখচি। এরূপ করায় সপত্নীক্ষোভ-নিবৃত্তি হবে, আবার মাতুল চন্দ্র-বর্ম্মার উপরেও মনের টান্ দেখান হবে।

তরং।—সখি! তুমি এখন কোথায় যাচ্চ বল দিকি?

কুরং।—আজ দেবী চারায়ণ ঠাকুরের মিথ্যা বিবাহের উদ্যোগ করে' তাকে ঠকাবেন—তাই বিবাহ-সামগ্রীর আয়োজন কর্‌তে আমাকে পাঠিয়েচেন। এখন তবে চল, দুজনেই আমরা নিজের নিজের কার্য্যসিদ্ধি করি গিয়ে।

[প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(সোৎকণ্ঠ রাজা ও বিশেষরূপে বিভূষিত বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(মদন-লক্ষণ ব্যক্ত করিয়া)

পঞ্চশর-কামে যবে করিলেন ভস্মীভূত
দেব মহেশ্বর,
প্রজাপতি সৃজিলেন নিরুপম অন্য এই
অভিনব স্মর;
ইতস্ততঃ বিনিক্ষিপ্ত তারি এই শত শত বাণ
আপুঙ্খ সর্ব্বাঙ্গে পশি' দেহ হল কদম্ব সমান।

(সন্তাপিত হইয়া)

চন্দ্রমা গলিত হয়ে হয় যদি কখন গো
অমৃতের বাপী;
তাহার কলঙ্ক যদি উৎপল-বনের রূপ
ধরে গো কদাপি;
সেই হ্রদে স্নান করি' সর্ব্বাঙ্গ হয় যদি
একেবারে জড়ের মতন,
তবু না শমিত হবে মোর এই দুর্নিবার
মনসিজ-অনল-দহন।

তা ছাড়া, দেখ সখা চারায়ণ!

আজি দেখ কামদেব ধরিয়াছে পবনাস্ত্র
পুষ্পবাণে হইয়া গো শিথিল-যতন,
হার-সূত্র সম-দীর্ঘ আকুল নিঃশ্বাসে মোর
দুকূল-অঞ্চল দেখ হতেছে কম্পন।

এখন তবে সেই প্রস্ফুটিত-মালতী-লতাবৃত "তুষারপুঞ্জ" নামে কদলীগৃহের পথ দেখিয়ে নিয়ে চল।

বিদূ।—(ইঙ্গিত পূর্ব্বক পথ দেখাইয়া)

রাজা।—তোমার এ মৌনভাব কেন বল দেখি?

বিদূ।—(ভূমিতে অক্ষর লিখন)

রাজা।—আমরা অষ্টাদশ প্রকারের লিপি জানি, কিন্তু তোমার এ অক্ষর আমার বুদ্ধির অতীত।

বিদূ।-(দন্তে জিভ কাটিয়া) ওহো! আমি আজ দীক্ষিত হয়েচি—তাই মৌন হয়ে আছি।

রাজা।—সে কিরূপ?

বিদূ।—দেবী সম্প্রতি আমার বিবাহ দিয়ে দেবেন।

রাজা।—সেই পুরাণো ব্রাহ্মণীর সঙ্গে?

বিদূ।—না গো না, তার সঙ্গে নয়।

রাজা।—আবার তবে কার সঙ্গে?

বিদূ।—ওলাদেশ হতে মৃগাঙ্ক-বর্ম্মার যে পুরোহিত এসেছেন, তাঁরই কন্যার সঙ্গে।

রাজা।—পুরোহিতের নামটা কি?

বিদূ।—পুরোহিতের নাম শশশৃঙ্গ। আমার হবু-গৃহিণীর নাম "অম্বরমালা"—আর তার জননীর নাম "মৃগতৃষ্ণা"।

রাজা।—(স্বগত) আমার বোধ হয়, দেবী ওকে নিয়ে একটু মজা কর্‌তে চান। তা, আমি আর কিছু ফাঁস কর্‌ব না। তামাসাটা কতদূর গড়ায়, দেখা যাক্।

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী।—(পরিক্রমণ করিয়া সম্মুখে অবলোকন) এ কি! মহারাজ যে চারায়ণ ঠাকুরের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ কর্‌তে কর্‌তে "তুষারপুঞ্জের" নিকটে রয়েচেন; এখন তবে দেবীর আদেশটা ওঁকে জানাই। (নিকটে গিয়া) মহারাজের জয় হোক্! দেবী মহারাজকে জানাতে বল্লেন, চারায়ণের দ্বিতীয়বার বিবাহ হবে। আপনাকে তার বরযাত্রী হতে হবে। তাঁরই দ্বিতীয় গৃহিণীর জন্য এই কদলী-গৃহ, তা মহারাজ প্রবেশ করুন। দেবী পরিজনদের নিয়ে সেইখানে আছেন।

(দেবী ও পরিজনাদির সহিত বধূবেশে একজন দাসের প্রবেশ)

দেবী।—ওলো মেখলা! জামাতার মুখ দেখিয়ে দে।

মেখলা।—(তথাকরণ ও শির আঘ্রাণ করিয়া) চারায়ণ ঠাকুর! রক্তবস্ত্র সরিয়ে ফেলে পরস্পর শুভদৃষ্টি কর।

বিদূ।—(তথাকরণ)

দেবী।—মেখলা! শীঘ্র সাত পাক দেওয়াও, তার পরেই প্রজ্বলিত অগ্নিতে লাজাঞ্জলি দিতে হবে।

বিদূ।—ওগো দ্বিতীয় ব্রাহ্মণি! ধ্রুব ও সপ্তর্ষি-মণ্ডল দেখ।

দাস।—(দেখিয়া) ধ্রুব ও সপ্তর্ষিমণ্ডল আমার দেখা হয়েছে।

বিদূ।—ওগো সুন্দরি! বল, ধ্রুব দেখেছি, সপ্তর্ষিমণ্ডলও দেখেছি।

দাস ও বিদূ উভয়ে।—(পুনঃ পুনঃ ঐরূপ কথন)

দাস।—চারায়ণ ঠাকুর! আমি দেবীর দাস বঙ্কুল, তোমাকে আমি বিবাহ কর্‌চি। এ কথা দ্বীপান্তরেও শোনা যায় না যে, পুরুষ পুরুষকে; আর স্ত্রী স্ত্রীকে বিবাহ করে। আর এই অম্বরমালা অম্বরমালাই বটে; অর্থাৎ আকাশ-কুসুম-মালিকার মতই অলীক।

বিদূ।—আরে দাসীর বেটি কোথাকারে! কুট্টিনি! ঠেঁটি নচ্ছার! তুই আমাকে ঠকিয়েছিস্?—এখন তুই আপনাকে রক্ষা কর্।

সকলে।—(হাস্য)

বিদূ।—(পরিক্রমণ)

রাজা।—দেবি! চারায়ণ ভারি রেগে গেছে—এখন কুবলয়বতীর কাছে গেল। আমাদেরও এখন যেতে হবে। কর্পূর-দ্বীপ হতে একজন বিষ-বৈদ্য এসেছেন, তিনি প্রসিদ্ধ ওষধিপূর্ণ মাধবীলতা-মণ্ডপটি মাঞ্জিষ্ঠ-পুষ্পগুচ্ছে অলঙ্কৃত করেছেন—এরূপ ব্যাপার ত পূর্ব্বে কখন দেখিনি—তাই তাঁকে দেখতে যাচ্ছি—আর প্রিয়বয়স্যকেও সান্ত্বনা কর্‌তে যাচ্ছি। তুমিও সন্ধ্যা হলে সেই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে যেও।

দেবী।—ওলো কুরঙ্গিকা! মহারাজের সঙ্গে সঙ্গে তুই যাচ্ছিস্?

[পরিজনসহ প্রস্থান।

কুরং।—(পরিক্রমণ করিয়া) এই যে চারায়ণ ঠাকুর নবমালিকা-ঝোপের মধ্যে ময়ূরের মত শুধু মুখটি লুকিয়ে আছে।

রাজা।—ওকে তবে এখানে নিয়ে এসো।

কুরং।—(কিঞ্চিৎ নিকটে আসিয়া) ওগো অম্বরমালা-বল্লভ! তোমাকে মহারাজ ডাক্‌চেন (অঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ)

বিদূ।—আরে দুষ্ট দাসী! ভবিষ্য-কুট্টনি! তুইও আমার সঙ্গে পরিহাস কর্‌চিস্? রোস্, তোর কুটিল হৃদয়ের মত আমার বাঁকা লাঠি দিয়ে এখনি তোকে পিটিয়ে দিচ্চি।

রাজা।—কুরঙ্গিকা! দেবীর পরিজনদের মধ্যে গিয়ে দেবীর আশ্রয় গ্রহণ কর। চারায়ণ রেগেছে।

কুরং।— [পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

বিদূ।—প্রিয় সখার চিত্ত-বিনোদনের জন্য মহা-মন্ত্রী যে চতুঃশালা-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়েছেন, তাতে কোন দেবতা-বিশেষ অধিষ্ঠিতা হয়েচেন না কি?

রাজা।—(দেখিয়া স্বগত) হৃদয়! তোর আজ অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; সেই স্বপ্নদৃষ্ট জনের তুই প্রত্যক্ষ দর্শন পেলি। (প্রকাশ্যে) দেখ সখা চারায়ণ! আমার মন-ময়ূরের নৃত্যকারিণী বুঝি সেই বর্ষালক্ষ্মী। তোমাকে বল্‌চি শোন—সেই সুদক্ষ প্রজাপতির একটি নিপুণ রচনা।

যে বিধাতা গড়িয়াছে জড় চন্দ্র ও কদলী
—অকাল-শীতল;
আর যে গো রচিয়াছে বিভ্রম-বিলাস-হীন
সেই নীলোৎপল;
সেই সে বিধাতা হতে
হবে কি এ সুন্দরীর জন্ম?
নবতর উষ্ণরশ্মি
চন্দ্রিকা কি হইল উৎপন্ন?

তা ছাড়া এঁর এখন সেই বয়স দেখ্‌চি, যে বয়সে রাতদিন নব নব ভূষণে ভূষিত হতে ইচ্ছা হয়।

ওঠানো কুঞ্চিত কেশ; কতই বিচিত্র ঢঙে
কবরী-বন্ধন;
দন্ত-প্রসাধন-কর্ম্ম, বসনে নীবীর গ্রন্থি,
ভুরুর' নর্ত্তন;
নয়নের আড়-দৃষ্টি; —এ সব বিলাস-চেষ্টা
রমণীরা করে অনুক্ষণ;
কিন্তু দেখ তাহাদের শইশবে এই সব
নাহি পায় স্ফুরিত তেমন।

বিদূ।—(আকার অবলোকন করিয়া উপহাস-সহকারে) সম্মুখে এগিয়ে এসো; চল, দেবীর কাছে যাওয়া যাক।

রাজা।—সখা! দেখা যাক্ তো।

বিদূ।—মহারাজ, তুমি ভারবাহী বলীবর্দ্দের মত যেতে যেতে শ্রান্ত হয়ে পড়চ কেন? তুমি তবে গুলঞ্চ-লতার মত এইখানেই গজাতে থাকো, আমি দেবীর কাছে যাই।

রাজা।—তোমাতে সকলি সম্ভব—তোমাতে সকল মধুই আছে।

বিদূ।—(হাসিয়া সম্মুখে দেখিয়া) ওগো, ও যে ভারি হাত-পা ছুড়চে দেখচি।

রাজা।—(হাসিয়া) আরে, ও গোলা নিয়ে খেল্‌চে। দেখ না :—

চারু পদচারে কিবা মণিময় নূপুরের
হয় ঝনৎকার;
ঝঞ্ঝনি' মেখলা বাজে, ঝলকিয়া ওঠে কণ্ঠে
কণ্ঠ-রত্ন-হার;
চঞ্চল কঙ্কণ হতে
ওঠে কিবা মধুর নিক্কণ;
সুন্দরীর গোলা-খেলা
করে মোর হৃদয় হরণ।

বিদূ।—তাই বটে।

চরণের সঞ্চালনে
বিচলিত বসন-অঞ্চল;
আন্দোলিত বেণী-লতা,
তাহে কাঁপে মল্লিকার দল।
চমকে মেখলা-দাম, কঙ্কণ-কিঙ্কিণী-রাজি
ঝলকিয়া উঠে ক্ষণে ক্ষণে;
কন্দুক-কেলি-তাণ্ডবে চন্দ্রাননী শোভা পায়
আহা যেন স্মর-রঙ্গাঙ্গনে।

রাজা।—এই যে সখীর নৃত্য থেমেচে—শুধু থামা নয়, বক্ষে কর-পদ্ম রেখে, যেন চিন্‌তে পেরেছেন—এইরূপ ভাবে দেখচেন। দেখ :—

সুন্দরীর মুখশ্রীতে অভিভূত হয়ে ইন্দু
মলিন যেমন
তেমতি কন্দুক এক আছে হস্তে, মুখ ধরে
রক্তিম বরণ।
কেতকীর অগ্রভাগে ভ্রমর বসিলে যথা
কিষ্ট ক্লান্ত কেতকীর দল,
সেইরূপ নেত্র দুটি; অপাঙ্গ-তরঙ্গে তারি
আমারেই দেখিছে কেবল।

বিদূ।—এসো মহারাজ, সুন্দরীটিকে এইবার

অনুসরণ করা যাক্। এইবার মহারাজ দৃষ্টি দিয়ে অমৃত-গণ্ডূষ পান কর।

(পরিক্রমণ করিয়া সোপান অবতরণ)

বিদূ :—এ কি! দেবকুলের অনক্ষর লেখার মত যে আর তাকে দেখা যাচ্ছে না।

রাজা।—ঐন্দ্রজালিক গন্ধর্ব্বপুরীর মত দেখা দিয়েই যে অদৃশ্য হল।

বিদূ।—এসো মহারাজ, ভাল করে' দেখা যাক্। বোধ হয়, সে দেয়ালের আড়ালে রয়েছে। (চতুর্দ্দিক্ অবলোকন)

রাজা।—(সবিষাদে ভূমির দিকে তাকাইয়া)

এই ভূমিতল দেখ মৃগাক্ষীর চরণের
অলক্তকে হয়েছে রঞ্জিত;
ইহাই সে কন্দুকের ক্রীড়া-বিচরণ-ভূমি
—স্পষ্টরূপে হতেছে সূচিত।
এ কি অদ্‌ভুত কাণ্ড!
কৃশোদরী তবু অদর্শন!
বুঝিয়াছি স্মর, এই
মোহ-মায়া করিলা সৃজন।

(সন্তোষের সহিত চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

চূড়ার অরুণ মণি করে যেন এই স্থান
তিলক-ভূষিত;
সুন্দর গ্রথিত মালা তরল কুন্তল হতে
হেথায় পতিত;
হেথা দেখ মুক্তাগুলি হার হতে চ্যুত হয়ে
ভূমিতল করে আচ্ছাদন;
কর্ণপাশ হতে দেখ স্খলিত হয়েচে হেথা
"তালপত্র"—কর্ণ-আভরণ।

বিদূ।—মহারাজ, দেখ দেখ, এখানে একটি তালপত্রও রয়েচে—এই যে এতে কি অক্ষরও লেখা আছে—কালি দিয়ে লেখা অক্ষর যদি পড়া অভ্যাস থাকে তো এই নেও পড়।

রাজা।—(পাঠকরণ)

তারুণ্য স্বহস্তে যেন
ক্ষুদিয়া তুলেছে প্রতি অঙ্গ,
মুখর হয়েছে আরো
সুচতুর নয়ন-অপাঙ্গ।

(চিন্তা করিয়া) এ কি! এ কবিতাটির যে শুধু ছুটি পদ—চার পদ এখনও পূর্ণ হয় নি।

বিদূ।—বিকলাঙ্গের ন্যায় উর্দ্ধজানু হয়ে কিছুকাল থাকা যাক্। তা মহারাজ এসো, এই ঘেরা বারান্দায় বসা যাক্। (কথা করণ)

(নেপথ্যে)

পক্ক তালপত্র সম বদন পাণ্ডুর;
নেত্র হতে অশ্রু তব ঝরে ঝুরুঝুর;
কেলি-পদ্ম-বনে যথা বহে সমীরণ
নিঃশ্বাস তেমনি তব বহে অনুক্ষণ;
গৌরীর শপথ করি' বলিতেছি শোনো,
নিশ্চয় তোমার চিত্তে আছে যুবা কোন;
ছি ছি সখি এ কি তব
ব্যবহার অতি অশোভন,
ধূলা-খেলা-সঙ্গিনী যে
তারো কাছে করিছ গোপন?

বিদূ।—(চমকাইয়া) মহারাজ, শিখা-বন্ধন করুন—শিখা-বন্ধন করুন, একটা অমানুষী বাণী শোনা যাচ্চে।

রাজা।—দেয়ালের আড়াল থেকে কে যেন কথা কচ্চে।

বিদূ।—মহারাজ, কথাটা ব্যাখ্যা ক'রে আমাকে বল।

রাজা।—সখা! বোধ হয়, কোন অনুরক্তা লজ্জাবতী রমণী নিজ মনের গোপনীয় কথা ব্যক্ত করুচে।

নেপথ্যে।—(বাক্‌স্তম্ভ-সহকারে) সখি! এ স্থলে কি কোন সংশয়ের সম্ভাবনা আছে?

রাজা।—সখা! শুনলে?

বিদূ—হি হি হি হি! ওগো, বলি শোনো, পণ্ডিতেরা মর্কটের মত মূল না পেলেও পল্লব গ্রহণ করে; আবার মূর্খেরা কাঁটাল-বনের মালীর মত, মূল ধরুতে গিয়ে, ফল পেয়ে যায়। তবে শোনো, আমি এর কিছু না জেনেও ব্যাখ্যা করুচি। এ কথাটা কোন সামান্য যে-সে লোকের সম্বন্ধে বলা হয় নি—চন্দ্রকে ছেড়ে চন্দ্রকান্ত-মণি কখনই বিগলিত হয় না।

রাজা।—খনি বিনাও পদ্মরাগ-মণি জন্মাতে পারে—এ যে তোমার সেই রকম তর্ক হল।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

শুক্তি হতে সদ্য-মুক্ত
স্বচ্ছ-প্রভ মুকুতার প্রায়
অশ্রুকণা ঝরি, তব
নয়ন-অঞ্জন ধুয়ে যায়।
ক্ষান্ত হও সখী ওগো
কাঁদিও না, পড়ি তব পায়॥
পারদের রসে সিক্ত কাঞ্চন যেমনি,
তনু তব পাণ্ডুবর্ণ হয়েছে তেমনি।
লীলা-কমলের অগ্র হতেছে স্খলিত,
হার-লতা বক্ষোমাঝে হয় বিচলিত,
ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস হয় যে নিঃসৃত ;
নীবিবন্ধ থাকিতেও
খসি পড়ে কঞ্চুক-বসন
—সূচিত করিছে ইথে
অতি দুর্ব্বলতার লক্ষণ।
মুখবর্ণ তাহে ম্লান
যেন দিবা-শশীর মতন
সেই বিম্বাধর-মল্লে
যে অবধি করেছ দর্শন
সে অবধি দেখা দেছে
এই সব বিলাস-বিভ্রম
তাই বলি চন্দ্র বিনা
শেফালিকা ফোটে কি কখন ?

বিদূ।—সেই স্বপ্নদৃষ্টাকেই তুমি দোলায় দুল্‌তে দেখেছ, তাকেই স্তম্ভনিবদ্ধ পুত্তলিকারূপে দেখেছ, অন্যত্র তাকেই গোলা-খেলা কর্‌তে দেখেছ, এখন আবার তাকে দেখেই মহারাজ তোমার চিত্তোদ্বেগ হচ্চে।

নেপথ্যে।—সখি মৃগাঙ্কাবলি! তোমার মুখপাত্র হয়ে আমাকেই দেখচি দূতীর কাজ কর্‌তে হবে।

রাজা।—তাকেই উদ্দেশ ক'রে মদনদেব দেখ্‌চি মৃগাঙ্কাবলী এই পঞ্চাক্ষরী নামটি আমার মনে অঙ্কিত করে' দিলেন।

নেপথ্যে।—মহারাজের সম্মুখে তোমার অবস্থা নিবেদন কর্‌বার জন্য আমি দুটি শ্লোক রচনা করেছি—সেই শ্লোক দুটি শোনো দিকি সখি!

চন্দ্রের কিরণজাল চন্দনের রস ভাবি'
সুন্দরী করিতে যায় সর্ব্বাঙ্গে লেপন।
কাম তো সে পুষ্পশর —এই ভাবি' ফুল ছেঁড়ে
মনের আবেগে করি' অধর দংশন।
সর্ব্বারাধ্য মনমথে নিন্দা করে অহর্নিশি
চুষি চুষি হাতের আংগুল ;
তোমা তরে হে সুন্দর হইয়াছে সে বরাঙ্গী
একেবারে যেন গো বাতুল।

আরো দেখ :—
অন্তস্তাপে হস্তজল যায় শুকাইয়া ;
অশ্রু জমি' ঝরে যেন প্রণালী বাহিয়া ;
শ্বাস বহে, প্রদীপের
বিকম্পিত কলিকার মত ;
পাণ্ডুবর্ণে দেহ মগ্ন ;
বর্ণনা করিব আর কত ?
হস্ত-ছত্রে চন্দ্রকর
আচ্ছাদন করি' সুনয়নী,
তব পথ চাহি' থাকে
বাতায়নে সমস্ত যামিনী।

বিদূ।—আমার বোধ হয়,এই সোনার চতুঃশালা-গৃহে কতকগুলি ব্রহ্মদত্যি আছে—তারাই এইরূপ গুজগুজ করে' কথা কইচে। সন্ধ্যা-কালটা ভূতদের বড়ই প্রিয় ; এখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এল, এসো মহারাজ, নীচে নামা যাক্।

রাজা।—ঠিক্ বলেছ সখা—(উভয়ে অবতরণ)

নেপথ্যে।—সায়ন্তন সন্ধ্যা মহারাজের সুখদায়িনী হোক্!—এখন :—

দিবসের অবসন্ন
গতপ্রায় জীবন-উপরি
করুণা করিয়া রবি
ঈষদুষ্ণ কিরণ বিতরি,
অম্বর হইতে নামি'
যান চলি রক্ত অস্তাচলে ;
জগৎ হইল শ্যাম
স্বল্প ব্যাপ্ত তিমির-পটলে,
পুরাতন চিত্র যথা
ধূমশ্যাম হয় কাল-বলে।
পর-গৃহ-নিবাসিনী শিল্পকর্ম্মী নারীদের
করের কঙ্কণ হতে
ধীর-ধ্বনি হয় সমুথিত,

স-উল্লাস-লীলা ভরে দূতীগণ প্রণয়ীর
কলহ-মিলন-কাজে
এবে দেখ হয়েছে ব্যাপৃত ;
চন্দনের রসে ধৌত সৌধতলে বেশ্যাগণ
রাখিয়াছে শয়ন সজ্জিত
তাহে যেন পুষ্পায়ুধ উদ্যত করিয়া বাণ
নিরন্তর আছে অবস্থিত,
এ হেন সুরম্য সন্ধ্যা ·দেখ ওগো মহারাজ
হইয়াছে এবে উপস্থিত ।

রাজা ।—এসো, দেবীর ভবনে গিয়ে সন্ধ্যা-উপাসনা করা যাক্ ।

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় অঙ্ক

(দাসীর প্রবেশ)

দাসী ।—(পরিক্রমণ করিয়া) প্রিয়সখী বিচক্ষণাকে কিছু দিন থেকে ভারি উৎকণ্ঠিতা দেখ্‌ছিলেম —এখন জ্যোছনাও সম্মুখে—যেন করিদন্ত-মুসলের মত আমার হৃদয় বিদীর্ণ কর্‌চে। এখন কোথায় তার দেখা পাই (সম্মুখে দেখিয়া) এই যে প্রিয়সখী কি বল্‌তে বল্‌তে এই দিকেই আস্‌চেন।

(দ্বিতীয়া দাসীর প্রবেশ)

দ্বিতীয়া দাসী।—(স্বগত) আহা! প্রভু-কার্য্যে মহামন্ত্রীর কি অসীম ভক্তি!

প্রথমা।—কোন বড় লোকের কার্য্যসিদ্ধির চিন্তাতেই সখী দেখ্‌চি মগ্ন—আচ্ছা, পিছন দিক দিয়ে গিয়ে ওর চোখ্ টিপে ধরি। (তথাকরণ)

দ্বিতীয়া ।—(স্বগত) এ যে প্রিয়সখী সুলক্ষণার মত করস্পর্শ। (প্রকাশ্যে) সখী সুলক্ষণা! বুঝেছি—চোখ ছেড়ে দেও।

সুলক্ষণা ।—(চোখ্ ছাড়িয়া অভিমান-ভরে) —ওলো বিচক্ষণে! তোকে আমি এত ভালবাসি, তবু তুই আমাকে দেখা দিস্‌নে—এ তোর কিরূপ ধারা ?—তাই আমি তোর 'পরে রাগ করেচি।

বিচক্ষণা ।—(সবিনয়ে) প্রিয়সখি সুলক্ষণে! রাগ করিস্‌নে। মহামন্ত্রী ভাগুরায়ণ আমার উপর যে কাজের ভার দিয়েচেন, তারই দরুণ এরূপ হয়েচে —আমার অপরাধ নেই।

সুল।—(উপহাস সহকারে) প্রিয়সখি বিচক্ষণে! তোর চেয়ে মন্ত্রণায় বিচক্ষণ আর কে আছে?

বিচ।—তা বটে! এই মহিলা-নীতি-নৈপুণ্য আমাদের মত লোকেরই উপযুক্ত।

সুল।—মহিলা-নীতি-নৈপুণ্যে যদি মহিলাজনের অদর্শন হয়,তা হলে আমাদের মত লোকের চোখে তো তোমাকে দেখ্‌তে পাওয়া যাবেই না।

বিচ।—আচ্ছা বল দেখি, তোমার মহিলা-নীতি-নৈপুণ্যটা কিরূপ ?

সুল।—তুমি বল—তার পর আমি বল্‌ব। প্রথমে সহকার-মঞ্জরী দেখা দেয়, আর তাই চুম্বন করে' পরে কোকিলের গলা ছাড়ে।

বিচ।—আচ্ছা, তবে শোনো। ভগবান্ ভাগুরায়ণ আমাকে এক দিন খুব আদর-যত্ন করে' এই কথা বল্লেন, "দেখ বিচক্ষণা! আমাদের এই রাজ-রহস্যে তোমাকে একটু সাহায্য করতে হবে।"

সুল।—তোমার সখি কি বুদ্ধি! তাই তো মহামন্ত্রী তোমাকেই এই কথা বল্লেন—তা বিচক্ষণা আর বিচক্ষণা হবে না?—বকুল-মালা সুরভি-গন্ধ বিস্তার করে, এও কি কাকেও বল্‌তে হয়?

বিচ।—আমি সবিনয়ে বল্লেম, "আচ্ছা, আমি যথাসাধ্য কর্‌ব"—তিনি আমাকে বল্লেন, "দেখ এই মৃগাঙ্ক-বর্ম্মাই মৃগাঙ্কাবলী।"

সুল।—তার পর, তার পর?

বিচ।—তার পর, তাকে বিবাহ করে' মহারাজ শ্রীবিদ্যাধর মল্লদেব পৃথিবীর চক্রবর্ত্তী রাজা হবেন ; তাই তার বাস-গৃহের ভিত্তিতে প্রবেশের যে গর্ত্ত-পথ তৈরি করে' রাখা হয়েছে, সে পথ দিয়ে নিয়ে গিয়ে তাকে কোন প্রকারে মহারাজের দৃষ্টিগোচর করাতে হবে ; আর কি কি কাজ কর্‌তে হবে, তা হরদাস তোমাকে বল্‌বে। তুমি তার প্রিয়-সখী, তাই এই গোপনীয় রাজকার্য্যে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করা যাচ্ছে—সোপান-পঙ্‌ক্তি অবলম্বন করেই উপরে আরোহণ কর্‌তে হয় তার পর হরদাস আমাকে যা কর্‌তে বল্লেন, সেই কথামত আমি তাকে সখী-ভাবে এইরূপ বল্লেম, "দেখ সখি মৃগাঙ্কাবলি! এই বাস-গৃহে কামদেব আস্‌চেন, তাঁকে দেখে, তোমার নিজ কণ্ঠ হতে কুসুমমালা খুলে

তাঁর কণ্ঠে ফেলে দেবে, তা হলে তিনি তোমার অনুরক্ত হবেন ;" আমার কথামত মৃগাঙ্কাবলীও সেইরূপ সমস্ত করে; তার পর আবার দোলায় দুলে মহারাজকে দেখা দেয় ; কেলি-কৈলাস-গৃহের স্ফটিক-ভিত্তির মধ্যে থেকে নিজের ছবি আঁকে ; আর শূন্যগর্ভ থামের ভিতর থেকে কথা কয় ও শ্লোক পাঠ করে।

সুল।—আচ্ছা, মৃগাঙ্কাবলীর বিবিধ বিলাস-ভঙ্গী দেখে মহারাজ কি করলেন ?

বিচ।—পোষা হাতীর প্রিয় ব্যবহারে বুনো হাতী প্রতারিত হয়ে যা করে, তিনিও তাই করচেন। কাঁচা সুপারির ছালে মাজা-ঘষা, দ্রাবিড় দেশের শ্যামা-রমণীর দাঁতের পাটি যে রকম সাদা হয়, সেইরূপ সুন্দর চাঁদনী রাতে আকুল হয়ে তিনি এইরূপ বিলাপ করেন :—

জ্যোস্নাময়ী রজনীরে গাঢ়তম মসীপুঞ্জে
করে' দেও শ্যামল বরণ ;
মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগিয়া শ্বেতোৎপল-যূথ হ'তে
মৃদু হাসি করহ হরণ ;
চন্দ্রমারে শিলাপট্টে অতি সূক্ষ্ম কণারূপে
চূর্ণ চূর্ণ করে' ফ্যাল পিষি,
যাহাতে দেখিতে পারি স্বপ্ন-দৃষ্টা সে বালায়
অনল অঙ্কিত দশ দিশি।

সুল।—আচ্ছা, তার এখন কিরূপ অবস্থা ?

বিচ।—বিরক্ত সে সৌধ-গৃহে ;
উপবন করি পরিহার ;
জ্যোৎস্না নাহি লাগে ভাল ;
ত্রস্ত দেখি' চিত্রগৃহ-দ্বার ;
ভাল মনে হয় বিষ ;
শোয় পদ্মপত্র-শয্যাতলে,
কল্পনায় সে রূপটি
আস্বাদন করি' কুতূহলে।

এখন তুমি বল দিকি, সেই মহিলা-নীতি-নৈপুণ্যটা কিরূপ ?

সুল।—কিরূপ শুনবে ? একদিন মহারাজ কানে কানে আমাকে এইরূপ বল্লেন ; দেখ, তুমি দেবীর এ গোপনীয় কথাটা প্রকাশ করো না।

বিচ।—সে কথাটা কি বল দিকি ?

সুল।—কথাটা হচ্ছে এই :—চারায়ণ মিথ্যা বিবাহে প্রতারিত হয়ে লজ্জিত হয়—সে এখন তার পাল্টা নেবার জন্য ধাত্রীকেও ঠাকাবার মৎলব করচে। তাই, সন্ধ্যাবেলায় যখন খুব ঘোর অন্ধকার, সেই সময়ে যখন মেখলা প্রমোদ-উদ্যানে যাবে, সেই সময়ে তুমি বকুল-গাছে উঠে নাকিসুরে তাকে এই কথা বলবে—"ওলো মেখলা, বৈশাখ-পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে এইখানে তোর মরণ হবে," আমিও তাকে সেইরূপ বল্লেম।

বিচ।—তার পর, তার পর ?

সুল।—তার পর সে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে কোন প্রকারে তার সম্মুখে গিয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে এই কথা বল্লে, "ভগবতি অশরীরী দৈববাণি! আমার মরণের কথা যেমন তুমি জান, কেমন করে' আমি বাঁচ্‌তে পারি, দয়া করে' সেটা আমাকে বলে' দেও।

বিচ। - তার পর, তার পর ?

সুল।—তার পর এইরূপ তাকে বলা হ'ল ; যদি গান্ধর্ব্ববিদ্যা-নিপুণ কোন ব্রাহ্মণকে বিলক্ষণ দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করে', তার পদতলে পতিত হয়ে, তার দুই জঙ্ঘার ফাঁকের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারিস্, তা হলে তুই রক্ষা পাবি।

বিচ।—বাঃ! তোর চতুরতাকে বলিহারি! কেননা, ব্রাহ্মণের চরণ পবিত্র বলে' মুনিরাও তা স্মরণ করে' থাকেন।

সুল।—(চিন্তা করিয়া) ওঃ! ব্রাহ্মণের কি কপট নাটক-কবিত্ব!

বিচ।—তার পর—তার পর ?

সুল।—তার পর, সেই কথা শুনে, মেখলা চোখের জল পুঁচ্‌তে পুঁচতে আমার সম্মুখেই মহারাজের নিকটবর্ত্তী দেবীকে সেই কথা নিবেদন করলে ; রাজা বল্লেন, দেখ সুন্দরি! বিষণ্ণ হয়ো না ; কেননা, গান্ধর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ ব্রাহ্মণ আমারি অধীন ; তবে কেন বিম্বাধর এখনও অশ্রুজলে সিক্ত করচ ? এইরূপে দেবীকে আশ্বস্ত করলেন ; আর দেবীও আজ পূর্ণিমা বলে' পূজা-সৎকারের আয়োজনের জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন।

বিচ।—তা এসো, এখন সেই সব অনুষ্ঠান করা যাক্। [প্রস্থান।

ইতি প্রবেশক।

(উৎকণ্ঠিতচিত্ত রাজা ও স্নানশুচি বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(অনুধ্যান করত)

মনে পড়িতেছে এবে সে কামিনী—তরঙ্গিত-
বলি-রেখা আঁকা যার
বক্ষের উপরে—
ক্রমে সোজা করি' কণ্ঠ, চরণাগ্র-অঙ্গুলীতে
ভর দিয়া, উচ্চ হয়ে
উল্লাসের ভরে,
ধরিয়া সখীর হস্ত একদৃষ্টে বহুক্ষণ
দাঁড়ায়েছিলেন, মোরে
দেখিবার তরে।

বিদূ।—মেখলার প্রাণ বাঁচাবার জন্য যে "সমাধান" যোগ করা যাচ্চে, তা ভঙ্গ কোরো না—দেবীর সম্মুখে মেখলাকে বাঁচাতে হবে। (স্বগত) ওরে দুষ্ট দাসী! ক্রুদ্ধ চারায়ণের দুই পায়ের মধ্য দিয়ে তুই যখন গলে' যাবি, তখন তোর বিশেষ লাঞ্ছনা হবে।

রাজা।—(বিদূষকের বাক্য না শুনিয়া) "মনে পড়িতেছে এবে"—ইত্যাদি।

বিদূ।—মহারাজ, তাকে আর স্মরণ কোরো না—সে সন্তাপ-দায়িনী ডাকিনী।

রাজা।—কি বল্লে?—সন্তাপদায়িনী?—তবে বল না কেন, কোকিলের কাকলী গীতস্বর তোমার কানে ভাল লাগে না; সুধাস্যন্দিনী চন্দ্রমূর্ত্তি তোমার চোখে কষ্টকর বোধ হয়; চন্দন-রস তোমার শরীরকে দহন করে?

বিদূ।—আমি কথাটা একটু বেঁকিয়ে ঘুরিয়ে বল্লুম—তুমি ওর থেকে সার উদ্ধার কর।—হংসই নীর হতে ক্ষীর উদ্ধার করে। আর কি বল্‌ব বল! অলসের বিদ্যার মত তুমি দেবীকে খাঁ করে' ভুলে গেলে।

রাজা।—আশৈশব যার উপর প্রেম ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়েছে, সেই দেবীকে কি কখন ভোলা যায়? কিন্তু—

বিশ্ব-সুন্দরীর মাথে
বামপদ করিয়া স্থাপন
ভোগ করেছেন দেবী
সবলে যে মনোরূপ ধন
স্মরের শাসনে তাহা
দ্বিধা ভাগ করিনু এখন।

বিদূ।—সেই দোলনার দোলার মত এখন তোমার মনের দোলা যে থামে নি দেখচি।

রাজা।—তাই বটে।

মালতীর মালা কি গো দলিবার যোগ্য?
সহিতে পারে কি বাধা অনুরাগ নব্য?
ম্লান বকুলের মালা কে করে বর্জ্জন?
দেবীর প্রণয় কভু হয় কি খণ্ডন?

বিদূ।—ওগো! এ সব দাক্ষিণ্য-বচন-বিন্যাসে কি প্রয়োজন? পুরাণ পত্র দূর করে' না দিলে নব পল্লবের তেজ হয় না। যে কস্তূরীমৃগ তরুণ গ্রন্থি-পর্ণের অঙ্কুর-লুব্ধ, তার কি "দমনকে"র মাঠে চর্‌তে ভাল লাগে?

রাজা।—সখা! তোমার যা মুখে আস্‌চে, তাই বল্‌চ। যাতে কোন আশঙ্কার কারণ নেই—তাতেও তুমি আশঙ্কা কর্‌চ।

বিদূ।—পরের ভাবনা ভেবে আমার কি হবে বল।—তাই বল্‌চি, আমার সমাধি ভঙ্গ কোরো না—দেবীর সম্মুখে মেখলাকে আমার বাঁচিয়ে দিতে হবে।

(সপরিজনে দেবী ও মেখলার প্রবেশ)

দেবী।—ওলো সুলক্ষণে! মহারাজ ও চারায়ণ ঠাকুর কি অন্তঃপুর-দ্বারের উপান্ত-প্রদেশে এসেছেন?

সুল।—হাঁ, এসেছেন।

বিদূ।—এই দ্বারের উপান্ত-প্রদেশ—এইখানে বসা যাক্ মহারাজ! (তথা করণ)

দেবী।—জয় হোক্ মহারাজের! এসো, চারায়ণ ঠাকুর এসো। আমার ধাত্রী-কন্যার জীবন ভিক্ষা দেও—মেখলাকে বাঁচাও।

বিদূ।—এই আমি প্রস্তুত আছি।

মেখলা।—(বদ্ধাঞ্জলি হইয়া) চারায়ণ ঠাকুর! তুমি মহাব্রাহ্মণ, আমি তোমার শরণাপন্ন হলেম। (বিদূষকের পদদ্বয় নিজ মস্তকে আরোপণ)

নেপথ্যে:—কোথায়?—কোথায় সে দুষ্ট দাসী? আমরা সব কালপুরুষ, গলায় শিক্‌লি বেঁধে মেখলাকে আমরা নিতে এসেছি।

বিদূ।—(বহুবিধ লাঠি উঠাইয়া) আমি যখন পিঙ্গলিকার প্রণয়ী গন্ধর্ব্ববেদ-বিচক্ষণ রক্ষক রয়েছি, তখন কালই বা কে?—কালপুরুষেরাই বা কে—কালের শৃঙ্খলই বা কি? (বহুবিধ প্রকারে লম্ফ-ঝম্প পূর্ব্বক পরিক্রমণ)

মেখলা।—(পদদ্বয়ের মধ্য দিয়া প্রবেশ) ওগো! আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

বিদূ।—(উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া চুপি চুপি) দেখ দেখ মহারাজ—বিলাসিনীরূপ মন্মথরথে আমি আরোহণ করেছি।

মেখলা।—মা গো, এইবার প্রাণ রক্ষা হল।

বিদূ।—(বাহুতে তাল ঠুকিয়া হাস্য-সহকারে) আরে বেটী দাসী! অলীক বিবাহে আমাকে ঠকিয়েছিলি বলে' আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেম—এখন এই প্রার্থনা করি, তুই প্রশস্ত কঙ্কণালঙ্কৃতা আমার ব্রাহ্মণী হ'।

মেখলা।—(অপ্রতিভ হইয়া রোদন)

দেবী।—মহারাজ! আমার প্রিয়সখী মেখলাকে ঠকানো হয়েছে—ঠিক হয়েছে, ভালই হয়েচে। যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল।

বিদূ।—মহারাজের প্রিয় বয়স্যকে যে আপনি ঠকিয়েছেন, সেও ঠিক্ হয়েছে—ভালই হয়েছে!

দেবী।—মহারাজের সখা বলেই তোমার সঙ্গে একটু পরিহাস করেছিলেম।

মেখলা।—দেবী এইরূপ উত্তর দিতে পারেন। মহারাজ ওর গুরু; কেতকী-কুসুমবাসিত খদির-সার হতেও অন্য প্রকার গন্ধ বেরোয়।

দেবী।— [কুপিত হইয়া পরিজন-সহ প্রস্থান।

বিদূ—(পার্শ্বে অবলোকন করিয়া) এখন প্রিয়সখা একলা হয়েছেন।

রাজা।—দেবী কাঁদতে কাঁদতে গেলেন—তাই বোধ হচ্চে, ভারি অপ্রতিভ হয়েচেন।

বিদূ।—কাঁদুন কাঁদুন—তাতে কি ওঁর মুক্তাগুল ঝরে যাবে? এসো মহারাজ, এখান থেকে উদ্যানের দিকে যাওয়া যাক্। (পরিক্রমণ)

বিদূ।—ওগো! আমার হাতে সে হাত রেখেছিল—কি তার মৃদুমসৃণ চরণক্ষেপ! যেন বহু ভ্রমরবৃন্দের দ্বারা উৎপন্ন—যেন বহু কোকিলকুলে জন্ম, যেন তৈলমার্জ্জিত কজ্জলপুঞ্জ হতে সংজাত, যেন ইন্দ্রনীল চূর্ণ হতে সম্ভূত, যেন শিতিকণ্ঠের কণ্ঠে গঠিত, যেন নারায়ণের শরীর হতে নির্গত, যেন চন্দ্রের কলঙ্ক হতে বহির্গত, যেন নীলোৎপল-দলে বিরচিত, যেন হস্তীর মদজল হতে উৎপন্ন, যেন তিমিরপুঞ্জ ভুবনের গর্ভাঙ্গন,—যার সম ও বিষম জানা নেই, শ্যাম-ধবল যাতে নির্ণয় হয় না, লঘু-দীর্ঘের যাতে ভেদ নাই, দূর-নৈকট্য যার বোঝা যায় না, এরূপ ভাবে সে সঞ্চরণ করে' আমার হাতে হাত রেখেছিল।

রাজা।—তাই বটে। (আমার মনে হয়)

এবে মৃগাক্ষীরা করে তিমিরানুরূপ বেশ
কান্তজন-অভিসার-তরে;
কর্ণে ধরে কেকিপিচ্ছ, শ্যাম মরকত-বালা,
পরে দুটি সুকোমল করে;
কণ্ঠে নীলকান্ত-হার মুখে পত্রলেখা শোভে
মৃগমদ-কস্তূরী-রচিত
সুনীল কমলরাজি শিখর-ভূষণ তার
—সুনীল বসন পরিহিত।

(নেপথ্যে)

দুগ্ধবৎ মুগ্ধ যার কিরণ তরল
উদ্বেলিত করিতেছে জলনিধি-জল,
সুধা-লেপে ধবলিত করিতে ভুবন
লেপন-বর্ত্তিকা যে গো করয়ে ধারণ,
মদন-বল্লীর সম জ্যোছনা যাহার
মহৌষধি-পত্ররাশি করয়ে বিস্তার,
অনঙ্গের কেলি-গৃহ জগৎ-ভবনে
বিভূষিত করে যে গো চন্দন-লেপনে,
জনানন্দ সেই চন্দ্র ঢালে হাস্যধারা;
নলিনী মলিনী হল বিকশিল তারা।
রথাঙ্গ দগ্ধাঙ্গ হল বিচ্ছেদ-দহনে
ব্যথিত বিরহি-প্রাণ শশীর কিরণে।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

প্রথমে দেখিতে যে গো যবাগ্র সূত্রের মত
কিম্বা কেতকীর সূক্ষ্ম অগ্রপত্র প্রায়,
ধরে কান্তি মৃণালের, তারা-হারা শোভা কভু
কভু বৃষ্টিধারা-ভ্রান্তি চিত্তে জনমায়,
সে সুধাংশু-কর এবে স্ফাটিক দণ্ডের শোভা
করিয়া ধারণ যেন ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

অপিচ:—

সদ্য চন্দনের পঙ্কে
পিচ্ছিল করিয়া ব্যোমাঙ্গন,
ঐরাবত দন্তখণ্ড-
সম শোভা করিয়া ধারণ,

সমুদিত শশধর ; —করে প্রলম্বিত যেন
মুক্তাহার-লতা
অথবা সুন্দরীদের স্মরলিপি পঠনের
কেলি-দীপ যথা।

বিদূ।—এই কলকণ্ঠী নগরবাসিনী দেবীর উদ্দেশে পূর্ণিমা চন্দ্রোদয়ে, কর্পূর-চন্দন নামধেয় কোন মাগধ, মৃগাঙ্কশ্রী চন্দ্রমার অভ্যুদয়কে অভিনন্দন করুচে। এই সময়ে কিছু বল্‌বার জন্য আমারও যেন মুখ চুল্‌কিয়ে উঠ্‌চে, আমি তবে এইরূপ বর্ণনা করি :—শশিরূপ মসিপাত্র হতে খাঁড়গুড়ের রস চুঁয়ে পড়ে' তিমির-কজ্জলিত নভঃফলকের নক্ষত্রমালাকে মলিন করুচে।

রাজা।—সখে! এখনও তুমি শিশুর মত কি কথা বল্‌চ?

বিদূ।—আচ্ছা, এইবার তবে যুবজনের উক্তিতে বর্ণনা করি :—

অকঙ্কণ অকুণ্ডল দশদিগ্‌বধূ যেই
তাহারি ভূষণ ;
অকুঙ্কুম অচন্দন ধরণীমণ্ডল যেই
তাহারি মণ্ডন ;
অশোষণ অমোহন মকরকেতন যেই
তারি অস্ত্র যেন
মৃগাঙ্গ-কিরণাবলী পুঞ্জীকৃত হয়ে শোভে
গগন-অঙ্গন।

রাজা।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া মদনাকৃতি অভিনয় করত) ভগবন্‌ যামিনীনাথ! এ কি তোমার বিপরীত আচরণ।

হর-শিরোমণি ওহে!— যার ক্ষীর-সিন্ধু হতে
লক্ষ্মী ও কৌস্তভ-মণি লভেছে জনম ;
চির-সউহার্দ্দ যার কুমুদ-সরের সাথে ;
অমৃত পীযুষবর্ষী যাহার কিরণ ;
স্পর্দ্ধা যার মৃগাক্ষীর বদন-কমল সনে ;
সেই চন্দ্র তুমি কেন বল তো এখন
অগ্নিশিখা আমা-'পরে করিছ সিঞ্চন?

অপিচ :—
যে জ্যোছনা-ধারা আগে যন্ত্র-দিয়া দ্রবীভূত
কেতকী-উদর-দল-স্রোত-শোভা
করিত ধারণ
যার শোভা হেরি পূর্ব্বে হইত গো অনুভব
যেন চারু মুক্তাহার সুবিধানে
হতেছে গ্রন্থন,
সেই সে চন্দ্রিকা এবে বর্দ্ধিত হয়েছে এত
—কলস ভরিয়া যেন হতে পারে
তার উৎসেচন ;
অথবা অঞ্জলিপুটে ধরিবারে পারা যায় ;
মৃণাল-অঙ্কুর কিম্বা পারে পি'তে
হয়েছে এমন।

(চিন্তা করিয়া) বিপরীত আচরণই বটে! অথবা শশধর মাদৃশ জনের পক্ষে প্রাণ-সংশয়-হেতু বিষস্বরূপ ; বিষ যত স্বচ্ছ, ততই আরো বিষম হয়। চন্দ্র যত বিশদ হচ্চে, ততই যেন তার দাহকতা-শক্তিও বাড়্‌চে। (চতুর্দ্দিক্‌ অবলোকন করিয়া প্রার্থনা-সহকারে)

তোমরা চকোর সবে! উন্নত করিয়া কণ্ঠ
চঞ্চু দিয়া ক্রমে ক্রমে
সমস্ত এ চন্দ্রিকার জল করি' পান
মৃগাঙ্কের তেজোরাশি খর্ব্ব করি বিধিমতে
বিরহ-বিধুরদের বাঁচাও গো প্রাণ।

(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে সেই মৃগাঙ্কাবলী।

বিদূ।—ওগো, এ মৃগাঙ্কাবলীই বটে ; কেননা, এক চন্দ্রের কখনই এতটা কান্তি-বিস্তার হতে পারে না।

রাজা।—এসো,আমরা এই কদলী-লতার অন্তরাল হতে ওঁর বিশ্রম্ভালাপ শুনি। কর্ণযুগল ওঁর সরস বচন সাধ মিটিয়ে শুনুক্‌। (তথাকরণ)

(বিচক্ষণার সহিত মৃগাঙ্কাবলীর প্রবেশ)

মৃগা।—(অনুধ্যানের অভিনয় সহকারে, পঠন)

রাজা।—(খেদ সহকারে) অহো! এর মদন-মন্ত্রাক্ষরগুলি—এই সুভাষিত বচনগুলি কি চমৎকার!

বিদূ।—আমি বলি, এগুল পোড়া-মদনের হাতের ধারালো বল্লম বই আর কিছুই নয়।

কণ্ঠে মুক্তামালা শোভে
স্তনে কর্পূরের চুর—স্বচ্ছ অতিশয়
সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ঘন
পাণিদ্বয়ে সুবেষ্টিত মৃণাল-বলয় ;

পরিধান করে তন্বী
কিবা চারু পরিসূক্ষ্ম চীনাংশুক বাস,
সুধাংশুর দেবী যেন
নিশাকালে আরোহণ করিতে আকাশ
সহসা স্খলিত হয়ে
ধরাপৃষ্ঠ আলো করি সহসা প্রকাশ।

বিদূ।—ও:গা,সে কথা সত্য, চন্দ্রের অধিদেবতাই আকাশ থেকে স্খলিত হয়েছেন বটে। উনি লাঞ্ছন-চ্ছলে, মৃগলাঞ্ছনের মণ্ডলমধ্য এই অল্পক্ষণ হ'ল ত্যাগ করে' যে এসেছেন, এখন তারই বিষয় ভাবচেন।

রাজা।—দেখ সখা, পরিপুষ্টতা লাভ করেও চন্দ্রিকা তবু কেমন দীপ্তি পাচ্ছে, ওর স্মরজাত পাণ্ডুতা দেখ কেমন ফুটে বেরিয়েছে, শঙ্খ শুক্তি-যুক্ত হলেও তবু তার মধ্যে মুক্তাবলী অনুমান করা যায়। তাই :—

দলিত হরিদ্রা প্রায় গৌরকান্তি যে শরীরে
হয় প্রতিভাত
তাহে প্রকাশিত এবে অপূর্ব্ব পাণ্ডুতা এই
বিরহ-সঞ্জাত।
কাঞ্চন রজত মিলি সুন্দরীর সর্ব্বাঙ্গ নির্ম্মিত
পাণ্ডুতার বল তাহে আরো যেন হয়েছে বর্দ্ধিত।

বিদূ।—পারদ-রস-চুম্বিত সুবর্ণের ন্যায় ওঁর লাবণ্য ; এখন পাণ্ডুতা এসে এই গৌরবর্ণকে ক্রমশঃ যেন ঘিরে ফেলেছে।

মৃগা।—তাকে দেখে অবধি, হৃদয়, তুই যে একেবারে ম্লান হয়ে পড়েচিস্—আশ্চর্য্য! অথবা, বকুলের মূলে সুরা-গণ্ডূষ-সেক, আর বকুলের ফুলে মদিরা-গন্ধোদ্গার।

বিদূ।—এই পাণ্ডুতার কারণ কি?

রাজা।—কারণ আর কিছুই নহে ওর প্রেমাসক্তহৃদয়ই আপনার সঙ্গে আপনি কলহ কর্‌চে।

মৃগা।—ওগো কর্পূর-শলাকা-শীতল বিম্বাধরমল্ল! তুমিও যখন ক্লিষ্ট হচ্চ, তখন আর আমার নিবৃত্তি কোথায়? চন্দ্রমণির অগ্নি নিস্যন্দিত হচ্চে—এখন এর প্রতীকারই বা কি?

রাজা।—আমি এখন মৃগাঙ্কাবলীর' প্রতারণার পাত্র—আমাকে ধিক্!

মৃগা।—সখি! মদন সামান্য কুসুমবাণ হয়ে, মানুষের এইরূপ দশা কি করে' করে বল দিকি?

রাজা।—সলিলময়ী হয়েও দেখ হিমানী দহন করে। কুসুমময় হয়েও স্বভাব-প্রচণ্ড মদনও তাই পঞ্চমশরী।

বিদূ।—দেখ বয়স্য, বর্ষাঋতুর চিনির পুতুলের মত ক্ষণে ক্ষণে ক্ষয় হয়েও ইনি কাকে না তাপিত করেন?—ম্লান হয়েও মরুবক কদলী সুগন্ধা—বিরহ-ক্ষীণ হয়েও ইনি অতি রমণীয়া। তা ছাড়া, কুরন্টক-কুসুম-মালার ন্যায় ম্লায়মান হয়েও বেশ রক্তিমা প্রদর্শন কচ্চেন।

মৃগা।—সখি, কি করা যায়, দুশ্ছেদ্য এই প্রেমের ডোঙা। সখি, সে বড় নির্দ্দয়, অথবা পরদুঃখে দুঃখিত জন অতি বিরল। নব বসন্তের পাখী যে কোকিল, তার ঝঙ্কার স্বল্পমাত্র হলেও, বিমুক্ত কুসুমগুচ্ছের মত অসহ্য। ওগো ত্রিভুবনের অদ্বিতীয় ধানুকী মন্মথ! চন্দ্রশেখরকে ছেড়ে তোমার তীক্ষ্ণ শরে মহিলাজনকে নিগৃহীত কর্‌তে কি লজ্জাবোধ হচ্চে না?

বিদূ।—যার অঙ্গ নেই, সেই অনঙ্গের আবার রণোদ্যোগ—তাই আমার ভারি হাসি পাচ্চে।

রাজা।—এ সময়ে এত উচ্চহাস্য করে' কেন আমাকে কষ্ট দেও?

মৃগা।—সখি বিচক্ষণা, বুঝি লোকজন আসচে।

বিচ!—কদলীবনের আড়াল থেকে দেখা যাক্, ব্যাপারটা কি। (তথাকরণ)

বিদূ।—এসো প্রবেশ করা যাক্ (পরিক্রমণ)।

রাজা।—(শীতল উপচারসামগ্রী অবলোকন করিয়া, এবং অভিনয়-পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া)

মৃণাল বলয়রূপে করেছে ধারণ,
বসন্ত-পল্লব যত ইহারই কারণ।
কদলী-দল-অংশুক ইহারই নিশ্চিত,
স্মরজ্বর তাহে যেন দেখি সংক্রামিত।

এই পরিত্যক্ত শীতল সামগ্রীর দ্বারা আমার হৃদয়ানল নির্ব্বাণ করি। (তথা করিতে উপবেশন)

রাজা।—অথবা বিবেচনা না করেই এ সকল বস্তু ব্যবহৃত হয়েচে, কেন না :—

শীতাংশু ও কালকূট সহোদর সম,
ফণীদের লীলাস্পদ তরু সে চন্দন।
সিন্ধু হতে মুক্তাহার হয় সমুৎপন্ন,
পঙ্কজ সে ভাস্করের সখা বলি' গণ্য।

এই সব যত কিছু স্মরতাপহারী বলি'
জগতে প্রথিত,
আসলে নহেক তাহা —ব্যবহারে ভুলাইয়া
করে প্রবঞ্চিত।

বিচ।—সখি মৃগাঙ্কাবলি! আমার দূতীগিরি সফল হয়েছে—মহারাজেরও এইরূপ অবস্থান্তর ঘটেচে।

রাজা।—(সন্তাপ অভিনয় করিয়া)
ব্যজন-সমীরে শুধু
নিঃশ্বাসেরে করিছে বর্দ্ধন ;
চন্দনের রস শুধু
বাষ্পধারা বিস্তারে সক্ষম ;
কুসুম-শয়ন শুধু
কামাগ্নের হয়েচে সহায় ;
দ্বিগুণ মদনাগুন
—বিরামের হবে কি উপায় ?

বিদূ।—ওহো! একটা মুদ্রাঙ্কিত লিপির মত কি যেন দেখা যাচ্চে।

রাজা।—শুধু লিপি নয়, এ যে স্মরসম্বন্ধীয় সন্ধি-বিগ্রহের কথা। দেখ না কেন :—

সুকোমল তালপত্রে মুদ্রিত রয়েছে দেখ
স্তনাঙ্ক-চন্দন ;
মৃণালের মত সূক্ষ্ম তন্তু দিয়া পত্রখানি
করেছে বন্ধন ;
কোন নায়িকার এই স্মরলিপি সুনিশ্চয়
হয়েছে পতন।

বিদূ।—কেন আমাদের কাছ থেকে চলে' গিয়েছিলেন, তাই বোধ হয়, এতে বলা হয়েচে।

রাজা।—(বিদূষকের কান ধরিয়া) রত্নশলাকার উৎপত্তিস্থান বিদুর-পর্ব্বত-ভূমির মত তোমার কথায় কোন রস নেই। উপরে নাম কি লেখা আছে দেখাও।

বিদূ।—(তথাকরণ)

রাজা।—(পঠন) নির্দ্দয়! হতভাগিনীর—

বিদূ।—মুদ্রা উদ্‌ঘাটন করে' দেখাচ্চি (তথা করিয়া) ওগো! এই রত্নকোষ লিপিখানি যে অক্ষরশূন্য!

রাজা।—করুণ-গম্ভীর এই লেখাটি আমার পক্ষে দুর্ব্বোধ হয়ে পড়েচে—আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়েচে বলেই বুঝতে পারচিনে। (চিন্তা করিয়া) এটা তালপত্রের ঠোঙ্গা না? (চিন্তা করিয়া) যেরূপ সন্ধি-বন্ধন-বেশযুক্ত পত্রখানি দেখচি, তাতে গুপ্ত-প্রেমের কথাই বোধ হয় সূচিত হচ্চে।

বিদূ।—(অবলোকন করিয়া সহর্ষে) ওগো! তোমার বুদ্ধিকে বলিহারি যাই। রোহিণীবল্লভ মৃগ-লাঞ্ছনের বর্ণনাও তো হতে পারে।

রাজা।—(ব্যাকুলভাবে পঠন)

"সারা অঙ্গে যউবন করুক না যত কেন
অঙ্কুর বিকাশ
তথাপি লোচনযুগে কি চতুর প্রগল্‌ভতা
হয় গো প্রকাশ!
দৃশ্যবস্তু হতে আঁখি অখিলের ভাবরাশি
করয়ে গ্রহণ—"

(মনে মনে বিতর্ক করিয়া)

তাই বটে, তাই বটে অক্ষরের মাত্রাগুলি
গেছে ভাঙি করের কম্পনে ;
—স্বেদজলে লুপ্তশ্রী ; পদ অসম্পূর্ণ বলি'
অর্থবোধ নাহি হয় মনে।
পুনরুক্তি করে ব্যক্ত হৃদয়-চাঞ্চল্য,
খণ্ডবাক্যে ব্যক্ত হয় চিত্তের বৈকল্য।

বিদূ।—দেখুন মহারাজ, কেলিকদলী-সমূহ করি-শুণ্ডদণ্ডের বেষ্টন বলে' মনে হচ্চে ; এমন সুন্দর স্থানকে কি উপেক্ষা করা যায়?—আসুন তবে এই পথটি অনুসরণ করা যাক্।

রাজা।—রত্নাকরই মৃগাঙ্কের অনুসরণ করে—আর আমি তোমারই হৃদয় অনুসরণ করি। অতএব তোমার যেখানে অভিরুচি, চল।

বিদূ।—(অঙ্গুলী দ্বারা নিদর্শন) এখান থেকে তিনি নিশ্চয় মাধবী-লতামণ্ডপে গিয়েছেন ; কেননা, মদনের পদচিহ্নের মত পদপংক্তি যেন দেখা যাচ্চে। অতএব সাবধান হয়ে পথ নির্দ্ধারণ করা যাক্।
(উভয়ের তথাকরণ)

মৃগা।—(লতান্তরে চন্দ্রিকাস্পর্শ অভিনয় করিয়া)

দুর্বৃত্ত হিমাংশু ওরে প্রিয়-বিরহের লাগি
পুড়িতেছি ঘোর তুষানলে।
অঙ্গের রেখাটি মাত্র করিস্ না স্পর্শ তুই,
এমন কি—পরিহাসচ্ছলে।

ও তোর কিরণরাজি মনোজ্ঞ মৃণাল-সম
পড়ি' গাত্রে দহিছে সবলে।

(এইরূপ দুই তিনবার কহিয়া রোদন)

রাজা।—(বিদূষকের প্রতি) নেত্রযুগলকে সার্থক কর।

নয়নের তারকারে
ঈষৎ করিয়া উৎপীড়ন,
পক্ষ্মাগ্রে গাঁথিয়া ফোঁটা
ক্রমে ধারা করি বিকিরণ,
মনস্তাপ বাড়াইয়া
আপনার গরিমার ভরে
পদ্মনেত্র হতে ওঁর
অশ্রুর প্রবাহ দেখ ঝরে।

অপিচ :—

তীক্ষ্ণাগ্র কুসুমবাণ প্রথমে মোচন করি'
—হেন মনে লয়—
সহসা বারুণবাণ হানে সুন্দরীর প্রতি
মদন দুর্জ্জয়।
নচেৎ কেমনে এই বারিধারা, বিস্ফারিত
নয়নের প্রণালী বাহিয়া,
ভাসাইয়া মুখপদ্ম ত্রিবলী-বিপিন-মাঝে
নদীসম আসিল নামিয়া।

(বিদূষকের হস্তধারণ করিয়া সানুরাগে অগ্রসর হইয়া)

যে জন যাহার জন্য দলিত মৃণালোপম
ক্লিষ্ট অঙ্গ করয়ে ধারণ
তার তরে সেও যদি সহ্য করে অবিরত
অখণ্ড সে মদন-শাসন।

অতএব এই সমদুঃখসুখী জন তোমার নিকট বদ্ধাঞ্জলি প্রসারণ করচে।

মৃগা।—(সস্পৃহ ও সসাধ্বস অবলোকন করিয়া স্বগত) এ কি বিনা মেঘে বর্ষণ? অথবা অশুক্তিসম্পুট হতে মুক্তার উৎপত্তি? কাঞ্চন-তরু কি সহকারে পরিণত হল? পিত্তল ধাতু কি কনকত্ব প্রাপ্ত হল? যাঁর দর্শনে আমার তনু মহামূল্য বলে' আমার নিকট প্রতিভাত হচ্চে—(চুপি চুপি সখীর প্রতি) সখি, ইনি কি সেই রাজা বিদ্যাধর মল্ল,—যিনি শ্রীসরস্বতীর বল্লভ, এবং শ্রী, সরস্বতী ও মদনসুন্দরী যাঁর বল্লভা।

বিচ।—হ্যাঁ, ইনিই সেই রাজা।

রাজা।—একটু পরে কিন্তু এইরূপ বলতে হবে যে,—ইনিই মৃগাঙ্কাবলীর বল্লভ, আর এঁরই বল্লভা মৃগাঙ্কাবলী। (অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি)

দৃষ্টি তব, হে সুন্দরি কর তরঙ্গিত,
ইন্দীবর ওর কাছে হউক লজ্জিত।
বিকাশো অধর-বিম্ব, প্রবালের ঘুচুক রক্তিমা ;
অনাবৃত কর বপু, কাঞ্চনেতে পড়ুক কালিমা ;
মু'খানি একটু খোলো, নভে হোক্ বিচন্দ্র-মহিমা।

মৃগা।—(স্বগত) ভগবতি শশিশোভনা যামিনি! তুমি শতযামা হও। আজ সপ্তর্ষিমণ্ডল চিত্রশিখণ্ডীহারে বিভূষিত। (চিত্রশিখণ্ডী=অঙ্গিরা নক্ষত্র)

রাজা।—সখা, ওঁর গলায় হার না থাকাটা উচিত হয় না। অঙ্গিপদি নক্ষত্র-হার বিনা উত্তর দিকের শোভা হয় না। (নিজ কণ্ঠ হইতে অবতারিত করিয়া নায়িকাকণ্ঠে অর্পণ)

বিদূ।—যোগ্য মিলনে কে না প্রীত হয়? কেননা, সুন্দরী এখন নিটোল মুক্তার হারে অলঙ্কৃত হয়ে বক্রোক্তি-অলঙ্কার-ভূষিত সু-কবিজনের রচনার ন্যায় শোভা পাচ্ছেন।

(নেপথ্যে)

লতামণ্ডপ প্রভৃতি বিলাস-স্থানগুলি ত্যাগ করা হোক্, খিড়কির দ্বারগুলি বন্ধ করা হোক্; দ্বারে অর্গল পড়ুক; প্রহরী ও কঞ্চুকীরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করুক; বারবিলাসিনী-গৃহীত মশালের দীপ্ত আলোকের মত দীপ্তিমতী মহারাণী, সিদ্ধ-বিষবৈদ্য-দত্ত ঔষধ-সংস্থিত সহস্র মাঞ্জিষ্ঠস্তবকে অলঙ্কৃত হয়ে, মাধবীলতামণ্ডপ দেখ্‌তে এসেছেন।

বিচ।—(সত্রাসে) প্রিয়সখি, মহারাজকে পরিত্যাগ কর।

রাজা।—যদি প্রার্থনা-ভঙ্গ না কর, তা হলে আমি তোমার দয়ার প্রার্থী।

বিদূ।—বয়স্য, শীঘ্র ত্যাগ কর। নচেৎ, পায়রার মত আমাদের পিঞ্জরবদ্ধ হয়ে থাক্‌তে হবে। (যথাযথ পরিক্রমণ করিয়া সকলে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক

(নেপথ্যে)

মহারাজ কর্পূরবর্ষের সুপ্রভাত। সম্প্রতি :—
রজত-পিণ্ডের মত শশধর পাণ্ডুবর্ণ ধরে'
ধীরে ধীরে যাইতেছে ওই দেখ পশ্চিম সাগরে।
সলিল-বুদ্‌বুদ-প্রায় আকাশের তারকামণ্ডলী
একে একে সবে দেখ নত হয়ে পড়ে নীচে ঢলি'।
কুরণ্টক-পুষ্পসম পাণ্ডুবর্ণ যত ক্ষুদ্র দীপ,
চকোর-নয়ন-সম অরুণ-বরণ পূর্ব্বদিক্।

(জাগরিত বিদূষক ও সুপ্তা ব্রাহ্মণীর প্রবেশ)

বিদূ।—ওগো ছেলের মা, ওঠো, ওঠো, উঠে সন্ধ্যাবন্দনাদি কর। এসো গো, এসো, রাত্রি প্রভাত হল। কর্পূর-রাজ্যের রাজ-বন্দীদের প্রভাতগীতি শ্রবণ কর। দেবীর দরবারে সারারাত জেগে ক্লান্ত, তাই ব্রাহ্মণীর বুঝি এখনও ঘুম ভাঙচে না? আচ্ছা, আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করে' থাকি—কেননা, ব্রাহ্মণেরা বলেন, সুখসুপ্ত ব্যক্তিকে জাগাতে নেই।

ব্রাহ্মণী।—(স্বপ্নে কথন) দেবী বিচক্ষণাকে দিয়ে রাজাকে এইরূপ বলে' পাঠালেন :—ওল্লাদেশ হতে আগত মৃগাঙ্ক-বর্ম্মার প্রিয় ভগিনী মৃগাঙ্কাবলী স্নেহ-বশে ভ্রাতাকে দেখবার জন্য এসেছেন। আর মাতুল চন্দ্রবর্ম্মের লক্ষ্মীস্বরূপা আমার মাতুলানী "হারলতা" এই কথা বলে' পাঠিয়েছেন :—"এই তোমার ভগিনী মৃগাঙ্কাবলী দৈবজ্ঞদের কথামত চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী হবেন, অতএব এঁর যোগ্য বর মিলিয়ে দেও। তার পর দেবী মহারাজকে এইরূপ নিবেদন করলেন :—তোমা ছাড়া অন্য বর কে এঁর যোগ্য হতে পারে? কেননা, পদ্মরাগমণি পূর্ণিমার চাঁদকেই অলঙ্কৃত করে। তাই বল্‌চি, আর্য্যপুত্র, ওঁকেই তুমি বিবাহ কর, নিজের লক্ষ্মী অন্যের হস্তগত হওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া এটা আশঙ্কারও বিষয় নয়। দেখ, দেবী আপনা হতেই এই বিবাহটা সযত্নে প্রবর্ত্তিত করচেন। কেননা, মহাকুল-প্রসূতাদের নিকট ভর্ত্তার প্রিয়ই প্রিয়, আপনার প্রিয় প্রিয় নয়। আরো, আমিই পুনর্ব্বার তাঁয় বিবাহ দিচ্ছি। মগধাধিপতির কন্যা অনঙ্গলেখা, মালবরাজের কন্যা রত্নাবলী ও প্রিয়দর্শনা, পাঞ্চালরাজের কন্যা বিলাসবতী, অবন্তীরাজের কন্যা কেলিমতী, জালন্ধররাজের কন্যা লীলাবতী, কেরল-রাজের কন্যা পত্রলেখা—এঁদেরই মত এই বিবাহ আমিই আবার দিয়ে দিচ্চি। তাই আজ দ্বিতীয় প্রহরে বিবাহ-লগ্ন স্থির হয়েচে। পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করায় মহারাজ "আচ্ছা বিবাহ করব" বলে' শেষে প্রতিশ্রুত হলেন। এখন তবে সেই মেখলা-ব্যাপারের প্রতিশোধ-স্বরূপ মহারাজ এই বিবাহে প্রতারিত হোন্। আমার কুপিত ভ্রাতার জন্য বিবাহ-উৎসব পরে হবে।

বিদূ।—(হাসিয়া) মহারাজই জানেন আর ধর্ম্মই জানেন, এতে কে প্রতারিত হচ্চে। বুড় বিড়ালীকে দুগ্ধ বলে' আমানী খাওয়াতে হবে! যেমন বৃদ্ধ মার্জ্জারী আমানীর দ্বারা প্রতারিত হয়, সেইরূপ কুবলয়মালাকে প্রতারিত করবার জন্য আবার এক-জন মহিলার সহিত বিবাহ হচ্চে। (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) অনেক বেলা হয়েচে, ব্রাহ্মণীকে এইবার জাগিয়ে দি। ব্রাহ্মণি, ওঠো ওঠো, দেবী তোমাকে ডাক্‌চেন।

ব্রাহ্মণী।—(জাগরণ অভিনয় পূর্ব্বক উত্থান করিয়া) এ কি! ভোর হয়েচে যে! ওগো মৃগতৃষ্ণি-কার জামাই! তুমি মহারাজের কাছে যাও, আমিও দেবীর কাছে চল্লেম।

(রাজা ও বিদূষকের প্রবেশ)

রাজা।—(মদন-পীড়া অভিনয় করিয়া) সখা, এখন গ্রীষ্মকালের শৈশবাবস্থা উত্তীর্ণ হয়েছে :—

নিশাচর-প্রহরীর কার্য্যকাল না হইতে শেষ
যে করে গো অসময়ে প্রহরীকে বিরাম আদেশ,
নারিকেল-জলেরে যে কি এক কাঠিন্য করে দান,
রাজরম্ভা-ফলদের যে করে গো পক্বতা-বিধান,
সেই সে নিদাঘ-লক্ষ্মী দিবা-অবসানে
উপভোগ্যা হয়ে রাজে' বিশ্বজন-প্রাণে।

অপিচ:—

গ্রীষ্মকালে মৃগাক্ষীর মৃণাল-রচিত আর্দ্র
বিলাস-বলয়,
শিরীষের কর্ণভূষা, মল্লিকা-কুসুমে গাঁথা
কণ্ঠহার-চয়,
চন্দন-রসার্দ্র-তনু —এই সব যত কিছু
প্রসাধন-ক্রিয়া
—বিনা তন্ত্র-মন্ত্র-বলে রতিপতি মদনেরে
রাখে জিয়াইয়া।

বিদূ।—তাই বটে। আমাদের মত টেকো লোকের মাথায় এই গ্রীষ্ম যেন স্ফুলিঙ্গ বর্ষণ কর্‌চে বলে' মনে হয়।

রাজা—(হোহো করিয়া হাসিয়া) হাঁ, তপন কর্ত্তৃক যেমন মস্তক, তেমনি নখ, তেমনি পথের ধূলিও পরিতপ্ত হয়ে থাকে। তাই তো রাজপত্নীরা অসূর্য্যম্পশ্যা হয়ে অবস্থিতি করেন।

যে মধুর বেণুরব কাড়ি' লয় হৃদয় পরাণ
শীতল-বায়ু-মিশ্রিত যে বারুণী লোকে করে পান,
মৃগাক্ষীর যেই স্তন হিমোপম সুশীতল অতি
—এই সবে আরো যেন উত্তেজিত হয় রতিপতি।

তাই বটে সখা, শোনা যায়,—

উশীর-লতার মূল, সুরভিত জাতিতরুগণের বল্কল,
চন্দন-গাছের সার, অশোকের আর্দ্র নব পল্লব সকল,
শিরীষ-কুসুম-চয়, কদলীর বিকশিত কুসুম-সম্ভার,
পুরাকালে এই সব পঞ্চশরে গ্রীষ্মঋতু দিত উপহার।
শীতলোপচার-যোগ্য খর-সূর্য্যকরবর্ষী
নিদাঘ-সময়,
প্রিয়ার বিরহ আর, —এই দুই যুগপৎ
সহ্য নাহি হয়।

নেপথ্যে।—দোলায় অবস্থিত সখীরা সরল দীর্ঘ চরণ কুঞ্চিত করে' বলয়-ভূষিত কর-যুগলে ওঁর নূপুরাভরণ আকর্ষণ কর্‌চে, তাদের করযুগে নিপীড়িত হওয়ায় ওঁর পর্য্যন্ত-বিলম্বিত কেশকলাপ সূচিত হচ্চে; দোলাভরে উদর কুব্জ হওয়া প্রযুক্ত কঞ্চুকাবৃত স্তনভার ঈষৎ শিথিল হওয়ায় তাহা হতে যে কনক-কিঙ্কিণীগুলি ছিন্ন হয়ে পড়্‌চে, সখীগণ কর্ত্তৃক তা অপনীত হচ্চে; আর উর্দ্ধ-করাগ্রের আকর্ষণে ওঁর বসন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌চে।

রাজা।—(সখীগণের সহিত প্রিয়ার দোলা-বিহার দেখিয়া বিদূষকের প্রতি) সখা!

আমারে হৃদয়ে রাখি স্মরতপ্তা প্রিয়া মোর
করিছেন দোলা-খেলা সখীজন সাথে,
এই অবসরে যেন আসেন অনঙ্গদেব
আপনার বিশ্বজয়ী ধনু লয়ে হাতে।

বিদূ।—বিচক্ষণার কাছ থেকে জানা গেছে, দেবী এঁর সঙ্গে তোমার বিবাহ দেবেন।

রাজা।—দেখ, সেই অসমাপ্ত চতুষ্পদী শ্লোকটি পরিসমাপ্ত করে' প্রিয়া আমাকে উপহার দিয়েছেন।

বিদূ।—তবে অনুগ্রহ করে' প্রিয় বয়স্য, সেই শ্লোকটি পাঠ কর দিকি।

রাজা।—(পঠন)

"যউবন সারা অঙ্গে করুক না যত কেন
লেখার বিকাশ
তথাপি লোচনদ্বয় কি চতুর প্রগল্‌ভতা
করে গো প্রকাশ।
দৃশ্যবস্তু হতে আঁখি অখিলের ভাবরাশি
করয়ে গ্রহণ,
দেখিতে সে দৃশ্যবস্তু মনোবৃত্তি সমুৎসুক
হয় গো তখন।"

দেখ:—

নিজকণ্ঠ হতে খুলি মম কণ্ঠে দিল প্রিয়া
স্বপ্নযোগে যেই কণ্ঠহার
সেই হার পুন আমি প্রেয়সীর স্তনতটে
নিক্ষেপিয়া দিনু উপহার।

বিদূ।—(স্মরণ অভিনয় করিয়া) ওগো প্রিয় সখা, একটা গোপনীয় কথা জিজ্ঞাসা কর্‌ব?

রাজা।—কর না।

বিদূ।—মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালার মধ্যে কতটা অন্তর?

রাজা।—সে পরস্ত্রীভাবেই রয়েছে।

বিদূ।—আমি তো রাজ-ব্যবহারে অনভিজ্ঞ। আমাদের পল্লীগ্রামে তো শ্যালকভার্য্যাকে অর্দ্ধভার্য্যা বলে। তা, মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালার মধ্যে তফাৎটা কি?

রাজা।—মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়মালার মধ্যে যে তফাৎ, তাই।

বিদূ।—একই কথা দুবার বল্লেই কি কথাটা বলা হয়?

রাজা।—আচ্ছা, তবে আর একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে বল্‌চি। চন্দন-সার ও অগুরু-সারের মধ্যে যে প্রভেদ, তাই।

বিদূ। ঠিক্ বোঝা গেল না।

রাজা।—বুঝিয়ে বল্‌চি।

প্রথমার অবয়ব লাটদেশী চম্পক-উপমা,
কুন্তল শ্যামল অতি, রত্নময়ী রূপের রচনা।
অন্য মুক্তাময়ী সৃষ্টি ; উভয়েই মদনের
বিলাস-আলয়।
কিন্তু প্রথমার বপু জগৎ-লাবণ্য-পণ্যে
হয় বিনিময়॥

সখা, দেবী এঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে দেবেন, এ কি কখন সম্ভব ?

বিদূ।—অসম্ভব কিসে দেখ্‌লে ? (সম্মুখে দেখাইয়া) এই যে, সম্বন্ধিনীর দাসীরা এই দিকে আস্‌চে।

রাজা।—তোমার আবার সম্বন্ধিনী কে ?

বিদূ।—দেবী।

রাজা।—(উচ্চ হাস্য করিয়া) আচ্ছা এসো, আমরা চিত্রশালায় গিয়ে থাকি। (সেইরূপ অবস্থান)

(নেপথ্যে)

(পেটিকাহস্তে দাসীদের প্রবেশ—সকলের পরিক্রমণ)

একা।—ওলো তরঙ্গিকে, মহারাজকে কোথায় দেখ্‌তে পাওয়া যাবে বল্ দিকি ?

দ্বিতীয়া।—সই কুরঙ্গিকে! ঐ যে ঐখানে দাঁড়িয়ে আসন্ন বিবাহের কৌতূহলে টগ্‌বগ করে' ফুট্‌চেন!

অন্যা।—দেখ্ বিচক্ষণা, তরঙ্গিকা বলে কি ; যে ব্যক্তি সহস্র মহিষীকে বিবাহ করেছে, তার আবার কৌতূহল কি না ?

অপরা।—প্রিয়সখি বিচক্ষণা! তুই দেখছি কিছুই বুঝিস্‌নে, নিতান্ত আনাড়ী। কন্দর্প-চরিতে কামীজনের যে নিত্য নূতনে মন যায়।

তরঙ্গিণী।—(সম্মুখে অবলোকন করিয়া) এই যে মহারাজ ; মুখখানি ফ্যাঁকাশে হয়ে গেছে, শরীর ক্ষীণ হয়ে পড়েচে ; ঐ যে, প্রভাতের পূর্ণিমার চন্দ্রের মত মহারাজ শনিগ্রহ চারায়ণ ঠাকুরকে সঙ্গে করে' চিত্রশালার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন দেখ্‌চি!

সকলে।—(অগ্রসর হইয়া) মহারাজের জয় হোক! দেবী বলে' পাঠালেন, লগ্ন আসন্ন, তা এই পরিচ্ছদ পরে' চৌকোতে গিয়ে অধিষ্ঠান করুন।

রাজা।—দেবীর আদেশ শিরোধার্য্য।

বিদূ।—(আপনাকে নিরীক্ষণ করিয়া) ওগো! তোমাদের এই সম্বন্ধীর অশন-বসনের কি ব্যবস্থা হল বল দিকি ?

দাসীরা।—এই নেও দিচ্চি।

বিদূ।—জিনিসটা কি ?

দাসীরা।—অশোকের দোহদে যা ব্যবহার হয়, তাই (অর্থাৎ প্রমদার পদাঘাত) আর ভগবান্ ত্রিলোচন যা মাথায় ধারণ করেন (অর্থাৎ অর্দ্ধ-চন্দ্র) তাই।

বিদূ।—(লাঠি উচাইয়া) আরে বেটি, আমি মহারাজার প্রিয় বয়স্য, পিঙ্গলী নাম্নী ব্রাহ্মণীর প্রিয়-পতি মহাব্রাহ্মণ—আমাকে অপমান ? তোরা দাসীর জাত, তোদের মন বড় কুটিল, তাই এই লাঠি দিয়ে তোদের মুখ থেঁৎলে দিচ্ছি রোস্।

তর।—মাপ কর ঠাকুর, মাপ কর ; তুমি কি না দেবীর সম্বন্ধী, তাই দেবীর সহচরীরা তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা-মস্‌করা করচে।

অন্যা।—ওলো, দুর্ব্বাসা-চারায়ণের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্‌করা করে' কাজ নেই।

তর।—দুর্ব্বাসা এখনি সুবাসা হবেন। আয় আমরা এখন বিবাহের কাজকর্ম্ম করি। ওলো সুলক্ষণা! হারযষ্টি! বালকণ্ঠি! বসন্তলতা! মাঙ্গ-লিকা! কামকেলি! মৃগাঙ্কলেখা! বকুলাবলি! পরভৃতিকা! বিচক্ষণা! কল্পলতা! রসিক-রাজ মহারাজের হাতে কঙ্কণ বন্ধন করে' বিবাহের অনুষ্ঠান আরম্ভ করে' দে।

(সকলে অগ্রসর হইয়া রক্তবস্ত্র, কুঙ্কুম, কঙ্কণ, কুসুমাদি আনয়ন)

রাজা।—(পরিধান অভিনয়)

বিদূ।—(রাজ-গৃহীতাবশিষ্ট অধিবাসন-দ্রব্যাদির দ্বারা আপনাকে বিভূষিতকরণ)

বিচ।—ওগো, তোমরা বিলম্ব করচ কেন ? বিবাহের গোড়ায় কাজগুল হোক্ না, সাজসজ্জা কর, গান গাও, নাচো।

বিদূ।—ওগো, এঁদের মধ্যে আমিও গান গাব, নাচব।

রাজা।—তোমার যা অভিরুচি। (বিদূষকের সহিত সকলের নৃত্য-গীত)

নেপথ্যে।—ওলো বিচক্ষণা আর সব সহচরীরা, তোমরা বিলম্ব করচ কেন ?—মহারাজকে নিয়ে এসো। সপরিবারে দেবী বিবাহের চৌকোয় এসে পৌঁছেছেন।

তর।—এই দিক দিয়ে মহারাজ, এই দিক দিয়ে।

(সকলের পরিক্রমণ)

(তৎপরে দেবী ও বধূবেশা মৃগাঙ্কাবলী ও কুবলয়-মালার প্রবেশ)

দেবী।—(চুপি চুপি) বৎসে-কুবলয়মালে! তোমার মনোরথ সিদ্ধ হয়েচে।

রাজা।—(স্বগত)

অন্তস্তাপে সন্তাপিত আমি যেন দিবা মূর্ত্তিমান,
প্রিয়া মোর চন্দ্রমুখী— তাই তিনি রজনী-সমান;
রক্তাংশুক-রূপ সন্ধ্যা আমাদের মধ্যে বিদ্যমান।

দেবী।—আর্য্যপুত্র! ওঁর মুখ উদ্ঘাটন কর—গৃহের মধ্যে চন্দ্রের উদয় হোক্।

রাজা।—(উপবেশনপূর্ব্বক ঐরূপ করিয়া স্বগত)

নিজ কুলপতি শশি সুবদনী-মুখচন্দ্রে
হ'লে পরাজিত
নাসা-নাল-সন্নিবদ্ধ ইন্দীবর নেত্রচ্ছলে
হল দ্বিধাকৃত।

দেবী।—বৎসে মৃগাঙ্কাবলি! তারা দর্শন কর, পদ্ম-শয্যা বিছিয়ে দেও।

মৃগা।—(লজ্জাবশে চক্ষু ইতস্ততঃ স্থাপন করিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন)

রাজা।—(স্বগত)

অবতারি' ভূমিতলে তারকার হার,
দিশিদিশি বিকীরিয়া কেতকী-সম্ভার,
দুগ্ধশুভ্র চন্দ্রিকারে বিরচি' গগনে,
সুন্দরীর চারু-দৃষ্টি চারি দিকে ভ্রমে'।

বিদূ।—(জনান্তিকে) এই কুবলয়মালা আড়-চোখের কটাক্ষে কার মাধুরী যেন প্রাণ-ভরে' পান করচে।

রাজা। তাই বটে।

জলের প্রণালী-সম সুন্দরীর আয়ত অপাঙ্গে
কটাক্ষ-শফরীগুলি প্রতিক্ষণে লম্ফ দেয় রঙ্গে।
কামের সর্ব্বস্ব-ধন বিধিমতে করিয়া রচনা
আমাপানে মুহুর্মুহু একদৃষ্টে চাহে সুলোচনা।

ইনিই কি তবে পর-স্ত্রী?

বিদূ।—প্রেমের খাতিরে ইনি তোমারি।

দেবী।—(জনান্তিকে কুবলয়মালার প্রতি) দেখ, তোমার স্বামীকে দেখ, আর্য্যপুত্র তোমাকে বিবাহ করচেন। এইবারে সাত পাক দেও; আর অগ্নিকুণ্ডে লাজের (খই) আহুতি দেও।

রাজা।—(বিবাহ করিয়া উপবেশন)

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী।—মহারাজ! দেবীর মাতুল চন্দ্রবর্ম্মার প্রধান দূতের সহিত আর্য্য ভাগুরায়ণ দ্বারদেশে উপস্থিত।

রাজা।—(দেবীর মুখ অবলোকন)

দেবী।—অবিলম্বে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞা।

[প্রস্থান।

(দূত ও ভাগুরায়ণের প্রবেশ)

উভয়ে।—ত্রিলিঙ্গাধিপতি মহারাজের জয় হোক্!

ভাগু।—লাটাধিপতির দূত মহাশয়! এই দিক দিয়ে আসুন—এই দিক দিয়ে আসুন।

রাজা।—(উপবেশন করিয়া) চন্দ্রবর্ম্মার কুশল তো?

দূত।—মহারাজের অনুগ্রহে।

দেবী।—আমার মাতুলানী হারলতা ভাল আছেন?

দূত।—আজ্ঞা হাঁ।

দেবী।—গুরুজনেরা আমাকে বিস্মৃত হন নি তো?

দূত।—বরং তাঁরা আপনার অন্তরাত্মাকে বিস্মৃত হতে পারেন। (দেবীর প্রতি) একটা সুসংবাদ দি—আপনার মাতুলের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে। (সকলের হর্ষ) আর আমার প্রভু আপনাকে এই কথা বল্‌তে আমাকে আদেশ করেছেন:—

অপুত্র ছিলাম পূর্ব্বে মৃগাঙ্কাবলীরে তাই
পুত্ররূপে করিনু প্রচার।
প্রধান সচিব তব আনাইলা এইখানে
পুত্রচ্ছলে তনয়া আমার।
বংশের তিলক মোর সুলক্ষণ পুত্র এক
জন্মেছে সম্প্রতি।
তনয়া মৃগাঙ্কাবলী রূপে গুণে অতুলনা
সুচরিত্রা অতি।

বলিলা দৈবজ্ঞ এক— চক্রবর্ত্তি-গৃহিণী এ
হইবে নিশ্চয়;
যশঃপূত উচ্চকুল কোন নৃপ সনে যেন
হয় পরিণয়।

ভাণ্ড।—(স্বগত) আমাদের নীতি-পাদপ-লতাবলম্বিনী বুদ্ধি এইবার ফলবতী হল দেখ্‌চি।

বিদূ।—(হস্ত উঠাইয়া) ওগো, ওরো যে বিবাহ হয়ে গেল—দেখ্‌চ না, প্রিয় বয়স্তের হাতে রক্তসূত্র কঙ্কণ—আর মৃগাঙ্কাবলীও বর-স্ত্রীর ভূষণে ভূষিতা! (সকলের বিস্ময়)

দেবী।—(জনান্তিকে) দৈবের কি লীলা দেখ, আমি ক্রীড়াচ্ছলে আমোদ করে' যে অলীক বিবাহ ঘটালেম, তা কি না সত্য হয়ে দাঁড়াল। আচ্ছা, তাই হোক্‌। মাতুল মহাশয়ের কথামত আমি তো অন্তরের সহিতই এই বিবাহ দিয়ে দিয়েছি।

দূত।—দেবি! ভবাদৃশ জনের কর্ত্তব্যানুসারিণী বুদ্ধি যদৃচ্ছাক্রমে কার্য্যে পরিণত হয়।

বিদূ।—(জনান্তিকে) দেবীর এখন অনুতাপ হচ্ছে।

রাজা।—তাই বটে। অনুকূল দৈব সকলেরই মঙ্গল করেন।

দেবী।—(জনান্তিকে) ওলো! কার্য্যগতিকে আমাদের ভুল হয়ে গেছে। এই দুই জনের মিলন বিধির নির্ব্বন্ধ।

মেখলা।—দেবী গোড়ায় যেরূপ উদারতা দেখিয়েছেন, সেইরূপ উদারভাবেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হোক্‌। জল সরে' গেলে সেতুবন্ধের আর প্রয়োজন কি? বিবাহ হয়ে গেলে নক্ষত্রগণনায় কি ফল?

বিদূ।—ওগো অমাত্য চূড়ামণি! আপনি দ্বিতীয় চাণক্য! ভাণ্ডরায়ণ! এই কুবলয়মালা এখন প্রিয় বয়স্তেরই সম্পত্তি। কেননা, মহামুনিরা এইরূপ বলেছেন—

ভার্য্যা পুত্র আর দাস—ধনহীন এই তিন জন।
লভয়ে আশ্রয় যার তাহারি ইহারা হয় ধন॥

দূত।—অহো! মহারাজের নর্ম্মসচিবের কি অপূর্ব্ব স্মরণ-শক্তি।

ভাণ্ড।—চারায়ণ যা বলেছেন। এই কঙ্কণে আর কি হবে? দেবি! কুবলয়মালারও বিবাহ দিয়ে দিন।

দেবী।—মহামন্ত্রী যেরূপ স্থির করেছেন, তাই হবে।

বিদূ।—(কুবলয়মালার হস্ত ধরিয়া রাজহস্তে স্থাপন) পল্লীগ্রামের লোকেরা বলে:—"শ্যালক-ভার্য্যা অর্দ্ধ-ভার্য্যা"। উনি তো এখন মহারাজের পূর্ণ ভার্য্যাই হলেন। (সকলের হাস্য)

দেবী।—(অপ্রতিভভাবাপন্না)।

বিদূ।—(দাসীর প্রতি) ওগো! বিবাহটা হয়ে গেল, এখন তোমরা একটু নাচ-গান কর—আমিও তোমাদের সঙ্গে যোগ দি। (তথাকরণ)।

মৃগা।—(চুপি চুপি সহর্ষে) এসো কুবলয়মালা! আমাকে আলিঙ্গন কর। তুমি এখন আমার সপত্নী।

ভাণ্ড।—(দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন সূচনা করিয়া জনান্তিকে) না জানি আর কি হর্ষের কারণ উপস্থিত।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী:—মহারাজ! শ্রীবৎস নামে সেনাপতি এসেছেন—কুরঙ্গক পত্র হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান।

ভাণ্ড।—তাকে নিয়ে এসো।

[প্রতীহারীর প্রস্থান।

(কুরঙ্গকের প্রবেশ)

কুরঙ্গক।—(প্রণাম করিয়া) মহারাজের জয়! (পত্র প্রদান)

ভাণ্ড।—(পত্র গ্রহণ করিয়া পঠন)

স্বস্তি তব মহারাজ! নর্ম্মদা-বীচি-মুখরিত
নূপুরাখ্য রাজধানী; তাহে স্থিত "কর্পূর-বরষ"
—সে রাজ্যের রাজা যিনি, তাঁর পূজ্য চরণ-কমলে
সেনাপতি "শ্রীবৎসল" ভক্তিভরে অবনত-শিরে,
অঞ্জলি রচিয়া মূর্দ্ধে করিতেছে এই নিবেদন।

অন্য শুভ-ঘটনা লিখিত হইতেছে। করচুলি-দেশতিলক নৃপতি, আপনার প্রতাপে, মহামন্ত্রী ভাণ্ডরায়ণের বিশদ বুদ্ধিপ্রভাবে, এবং মাদৃশ ক্ষুদ্র পদাতিকের আদেশ-অনুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ হওয়ায়, পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর বিভাগের সকল প্রচণ্ডবৃত্তি রাজারাই দণ্ডের দ্বারা বশীভূত হয়েচে—কেবল দক্ষিণের নৃপতিরা এখনও বশীভূত হয় নাই। তথাপি আমার এই নিবেদন—স্ববংশীয়ের দ্বারা অপহৃত-রাজ্য যে কুন্তলাধিপতি বীরপাল, তিনি মহারাজের শরণাগত হয়েচেন এবং মহারাজের আদেশক্রমে তাঁকে পুরোভাগে রাখিয়া আমরা পয়োষ্ণী নদীতীরে বাস-সন্নিবেশ করিয়াছি।

সংগ্রামে নিপুণ বড় কর্ণাটের অধিবাসিগণ ;
"সিংহল" নামেতে নৃপ সিংহসম যাঁর পরাক্রম।
সুপ্রচণ্ড অসিধারী, ধনুকেতে সুনিপুণ অতি,
অশ্ব যার সমুন্নত সেই "পাণ্ড্য" সুরলাধিপতি।
অন্ধ্রদেশ-অধিপতি রন্ধ্রহীন যার পরাক্রম ;
"কুন্তল"—কুন্তল-রাজ রণভূমে যে গো দেবোপম।
অধিক কহিব কিবা, কোঙ্কণাদি অন্য নৃপ যত
এ সংগ্রামে তাহারাও হইয়াছে যুঝিতে উদ্যত॥

ইতিমধ্যে তাহাদের সহিত আমাদের সৈন্যের যুদ্ধ হয়ে গেছে।

রাজা—সমর-কর্ম্মে কার্ণাটেরা স্বভাবতঃই উদ্ধত।

ভাগু।—(পাঠ করণ) সেখানে :—

"করিদন্তাঘাতে যার বাহিরিছে প্রাণ-বায়ু
—ওই বীর বল্লভ আমার।"
"কুন্তাস্ত্রে হইয়া বিদ্ধ তবু যে গো অগ্রসর
—ওই বীর বল্লভ আমার!"
"যে কবন্ধ করিতেছে সুন্দর তাণ্ডব-নৃত্য
ওই বীর বল্লভ আমার।"
"ছিন্ন হইলেও কণ্ঠ মুখে যার প্রকটিত
প্রেমবদ্ধ ভ্রূকুটি-রচনা
বল্লভ আমার ওই' —এই বলি' বাছি লয়
নিজ কান্ত যত দেবাঙ্গনা।
রণভূমি-মাঝখানে তাঁদের এই কথাগুলি
বল দেখি শুনিয়াছে কে না?

আর অধিক লিখিবার প্রয়োজন কি, তাহাদিগকে জয় করিয়া আমরা বীরপালকে স্বরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছি ; অবশিষ্ট ব্যাপার মহারাজ কুরঙ্গক-প্রমুখাৎ অবগত হইবেন।"

কুরঙ্গ।—মহারাজ, আমি আর কি বল্‌ব, আমার মুখের কথা জয়ঢাকের মুখেই ব্যক্ত হচ্চে।

রাজা।—যে কথা পত্রে লেখা থাকে, তা পত্রবাহকের মুখেও শোনা যায়।

ভাগু।—
পূর্ব্বদিকে গঙ্গাপ্লুত তটভূমি যার সীমা-শেষ ;
দক্ষিণেতে তাম্রপর্ণী নদীপূত দাক্ষিণাত্য দেশ ;
পশ্চিমে নর্ম্মদা নদী ; উত্তরেতে ক্ষীরসিন্ধু সীমা ;
সর্ব্বত্র এবে ব্যাপ্ত রাজচক্রবর্ত্তীর মহিমা।

(কৃতাঞ্জলি হইয়া রাজার প্রতি) এখন আপনার আর কি প্রিয় কার্য্য কর্‌তে পারি, বলুন।

রাজা।—এ অপেক্ষা আমার আর কি প্রিয় হতে পারে অমাত্যবর?

কোপ-কষায়িতা দেবী হইলেন অনুকূল
এবে মোর প্রতি ;
গুপ্তভাবে লভিলেও সে মৃগাঙ্কাবলী, মোর
কলত্র সম্প্রতি ;
তব নীতিবশে আর সেনাপতির বিক্রমে
লভিলাম চক্রবর্ত্তী পদ।
কি আর চাহিব আমি ইহা হতে আর কিবা
আছে বল অধিক সম্পদ?

তথাপি এই প্রার্থনা করি ;—
হরের বামাঙ্গখানি যত দিন করিবে গো
অলঙ্কৃত কুসুমস্তবক-পীনস্তন ;
হরির যুগল বাহু যত দিন লক্ষ্মীকণ্ঠ
দৃঢ়রূপে আলিঙ্গিয়া র'বে অনুক্ষণ ;
ব্রহ্মার যুগল হস্ত যত দিন রবে ব্যগ্র
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-প্রসারণে ;
তাবৎ সাধুর উক্তি শ্রুতি-শুক্তি-লেহ্য-মধু,
স্থায়ী হয় যেন এ ভুবনে।

ইতি শ্রীমান্ বাল-কবিরাজ-রাজশেখর-বিরচিত
বিদ্ধ-শালভঞ্জিকা নাটিকার চতুর্থ অঙ্ক।

সমাপ্ত

মহাবীর-চরিত

(ভবভূতি)

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুবাদিত

পাত্রগণ

পুরুষবর্গ

দশরথ, জনক, রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন, পরশুরাম, বিশ্বামিত্র, শতানন্দ (জনকের পুরোহিত), বশিষ্ঠ (দশরথের পুরোহিত) রাবণ, বিভীষণ, কুম্ভকর্ণ, মেঘনাদ, সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনূমান, ইন্দ্র।

যুধাজিৎ—দশরথের সারথি।

মাল্যবান—রাবণের মাতামহ ও প্রধান মন্ত্রী।

সম্পাতি, জটায়ু } গৃধ্ররাজ (ভ্রাতৃদ্বয়)

চিত্ররথ—গন্ধর্ব্বরাজ।

কুশধ্বজ—জনকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ইত্যাদি।

—

স্ত্রীবর্গ

সীতা, উর্ম্মিলা, মন্দোদরী, শূর্পনখা, তাড়কা-রাক্ষসী, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা।

মাণ্ডবী, শ্রুতকীর্ত্তি }—কুশধ্বজের কন্যাদ্বয়।—ইত্যাদি

—

মহাবীর-চরিত

প্রথম অঙ্ক

আপনাতে স্থিত যিনি,
হত-পাপ, নিত্য সনাতন,
ক্রম-ভাগ-হীন সেই,
জ্যোতির্ম্ময় চৈতন্যে নমঃ।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার

সূত্র।—আজ ভগবান্ কালপ্রিয়নাথের উৎসবে সমাগত মহামান্য পণ্ডিত-মণ্ডলী এই আদেশ করেচেন :—

মহাপুরুষের কোপ
যে নাটকে গম্ভীর-ভীষণ,
প্রসন্ন কর্কশ যার
বিপুলার্থ ভারতী-বচন,
অলৌকিক পাত্র-মাঝে
বীর-রস যথা অবস্থিত,
প্রতিযোগী পাত্রেতেও
সূক্ষ্মভেদে যাহা প্রকটিত,
সেইরূপ নাট্য আজি
এই-স্থলে হোক অভিনীত।

(সহর্ষে) এই কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, মহাবীর-চরিতই আজ আমাদের অভিনয় করতে হবে।

বাক্য-পটু কবিবর
বশীভূত বাণী যাঁর
কাব্য-কথা তাঁর রামাশ্রিত।
নিঃসৃত যে বাক্য-রস
তাহারি নিকষ যাঁরা
তাঁহারাও হেথা উপস্থিত॥

এখন আমি আপনাদের নিকট এই নিবেদন করচি :—দক্ষিণাপথে পদ্মপুর নামে একটি নগর আছে। সেখানে তিত্তিরি-শাখী কাশ্যপগোত্রীয় চরণ গুরুর শিষ্য পংক্তিপাবন পঞ্চাগ্নি-ব্রতধারী সোমরস-পায়ী উচ্চবংশ-প্রসূত কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করেন। তৎকুলসম্ভূত, বাজপেয়-যজ্ঞকারী মহাকবি সুগৃহীত-নামা ভট্টগোপালের পঞ্চম পৌত্র, পবিত্র-কীর্ত্তি নীলকণ্ঠের ও জাতুকর্ণী দেবীর পুত্র শ্রীকণ্ঠ উপাধি-ধারী ভবভূতি নামক কবি আমাদের পরম মিত্র।

পরম-হংসের শ্রেষ্ঠ,
মহর্ষিগণের মাঝে
অঙ্গিরা যেমনি
সার্থক-গৃহীত-নামা
"জ্ঞান-নিধি" নামে গুরু
তাঁহার তেমনি।
এই সেই ভবভূতি,
প্রিয় এঁর বীর, আর
অদ্ভুত রস।
বর্ণনা করিয়া তাই
অলৌকিক পরাক্রম
অতুল সাহস
রচিলেন এই নাট্য—
রাবণ-দমন সেই
শ্রীরাম-চরিত,
ত্রিলোকের দুঃখ-মূল
যাঁহা হতে একেবারে
হয় উন্মূলিত।

অতএব এই রাম-চরিত আপনাদের সর্ব্বতোভাবে পবিত্র করুক। আর, সেই শ্রোত্রিয়-পুত্র ভবভূতিও এইরূপ বলেচেন :—

আদিকবি বাল্মীকি
মুনিবর প্রচেত-নন্দন
—তাঁহারি রচনা যেই
রঘুপতি-চরিত পাবন ;
সেই চরিতের মাঝে,—আমি যে গো ভক্ত তাঁর—
সুখে চরে আমারো বচন
তোমরাও কৃতী সবে, সুপ্রসন্ন-মনে ইহা
সযতনে কর গো সেবন।

(নটের প্রবেশ)

নট।—সভ্যগণ আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন। কিন্তু নাটকটি সম্পূর্ণ নূতন বলে' কথার আরম্ভটা কি, তাই তাঁরা জান্তে ইচ্ছে করচেন।

সূত্র।—যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিপ্রায়ে ভগবান্ কৌশিক মুনি বিশ্বামিত্র, বশিষ্ঠ যাঁর কুল-পুরোহিত, সেই ইক্ষাকু-বংশীয় রাজর্ষি দশরথের গৃহে গমন করে' নিজ তপোবনে আবার ফিরে এসেচেন। এবং :—

বিজ্ঞপ্তি-সহজ বীর্য্য
অস্ত্র-যোগে করিয়া বর্দ্ধন,
বিশ্ব-হিত-বীজ সেই
—সীতা-সনে ঘটায়ে মিলন,
দশানন-কুল-নাশী শ্লাঘ্য কল্যাণের পাত্র,
অনুজ-সহায়,
সেই শ্রীরামেরে মুনি শিক্ষা দিলা বিধিমতে
ধনুর বিদ্যায়।
বিশ্বামিত্র মুনি হ'তে পেয়ে নিমন্ত্রণ
জনক গৃহীত-ব্রত, যজ্ঞের কারণ
পাঠাইলা যজ্ঞস্থলে "কুশধ্বজ" নামে তাঁর
আপন ভ্রাতায় ;
সীতা উর্ম্মিলারে লয়ে, তাই দেখ কুশধ্বজ
আইলা হেথায়।

[প্রস্থান।

ইতি প্রস্তাবনা।

দৃশ্য—সিদ্ধাশ্রমের পথ

(কন্যাদ্বয়কে লইয়া সারথি ও রাজার প্রবেশ)

রাজা।—আয়ুষ্মতী সীতা উর্ম্মিলা! আজ ভগবান্ বিশ্বামিত্রকে তোমাদের শ্রদ্ধাবান-চিত্তে প্রণাম করতে হবে।

কন্যাদ্বয়।—যে আজ্ঞা কাকা।

রাজা।—

পবিত্র ত্রেতাগ্নি খ্যাত,
ইনি অগ্নি চতুর্থ যেমন।
চারি বেদ খ্যাত ভবে,
ইনি বেদ অধিক পঞ্চম।
কিম্বা ইনি গতিশীল তীর্থের সমান,
অথবা যেন গো ইনি ধর্ম্ম মূর্ত্তিমান।

সারথি।—সাক্ষাস্ত-নাথ! তাই বটে। মহত্বে বিশ্বামিত্র-ঋষিকে কেহই অতিক্রম করতে পারে নি। তাঁর সম্বন্ধে আখ্যান-বেত্তারা, ত্রিশঙ্কুর কথা, শৌনঃশেফের কথা, ব্রহ্মার শৈলত্বপ্রাপ্তির কথা—এইরূপ কত আশ্চর্য্য কথাই বলে' থাকেন। অতএব :—

ব্রহ্মা আদি দেবর্ষির যে শান্তি বাঞ্ছিত
সেই শান্তি যে মুনির হয়েচে অর্জ্জিত,
তপস্তেজোধাম যিনি, স্বয়ং ব্রহ্ম উপনীত
নিকটে যাঁহার
সর্ব্ববিদ্যাধর গুরু— প্রদত্ত তাঁহারি পরে
গৃহ-কর্ম্ম-ভার,
আপনিও লোক-শ্লাঘ্য গৃহিজন-মাঝে শ্রেষ্ঠ
গৃহস্থ উদার।

রাজা।—সাধু সাধু! সারথি! তুমি যথার্থ কথাই বলেছ। মহর্ষি ভগবান্ বিশ্বামিত্র, যিনি ব্রহ্মাকে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন, তিনিই শুভ-পরিণামের প্রকৃষ্ট সেতু।

তাঁহার সংসর্গ-লাভ
যদি কেহ করে একবার
ধ্বংস হয় তমোরাশি
চিত্তে আসে প্রশান্তি অপার,
ইহলোকে পরলোকে
শুভ ফল হয় গো বিস্তার।
পুনঃ পুনঃ করে যে গো তাঁর সহবাস
কি এক মহিমা যেন হয় পরকাশ।
প্রসন্ন হইলে তিনি
যে আশিস্ হয় উচ্চারিত
নিশ্চয় তাহাতে হয়
অশেষ সুফল প্রসবিত।

সারথি।—হরিৎ পরিসর-যুক্ত কৌশিকী-নদী-পরিবেষ্টিত ঐ সিদ্ধাশ্রমের রমণীয় অরণ্য দেখা যাচ্ছে। আরো ঐ দেখুন, কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র বালক-দুটির সঙ্গে আপনাকে অভিনন্দন করবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছেন।

রাজা।—তা যদি হয়, এসো, আমরা এইখানে রথ থেকে নামি, (কন্যাদ্বয়ের সহিত অবতরণ করিয়া) সারথি! সৈনিকদের বল, যেন তারা আশ্রম-ভূমির নিকটে না আসে।

সারথি।—যে আজ্ঞে মহারাজ?

[প্রস্থান।

দৃশ্য—সিদ্ধাশ্রম।

(রাম-লক্ষ্মণের সহিত বিশ্বামিত্রের প্রবেশ)

বিশ্বা।—(স্বগত)
শুভদিনে রাক্ষসের বিনাশ-কারণ
রক্ষোনাশী শুভক্রিয়া করিব সাধন।
রাম-সনে বৈদেহীর
বিবাহের হবে অনুষ্ঠান,
করিতে হইবে আরো
শুভ যজ্ঞ-দীক্ষার বিধান।
জগত-কল্যাণ-তরে দৈত্য-অরি বিষ্ণুদেব
রামরূপে হেথা আবির্ভূত ;
তাঁরে দিয়া করাইব যত তাঁর অলৌকিক
ব্যাপার অদ্ভুত।
ইহাতেই ব্যগ্র মোরা, এতেই হতেছে চিত্তে
সুখ অনুভূত॥

আর এ সম্বন্ধে যে আচার-ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট আছে, তৎসমস্তই আমরা মিথিলার রাজর্ষিকে বলে' পাঠিয়েছিলেম। তাঁকে বলেছিলেম :—"তুমি এই যজ্ঞে যজমানরূপে নিমন্ত্রিত হয়েছ জানবে—এবং সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত কুশধ্বজকে এখানে পাঠিয়ে দেবে"—এখন দেখচি,আমার প্রিয় সুহৃদ সে সমস্তই করেচেন।

কুমারদ্বয়।—গুরুদেব ! না জানি এ মহাত্মা কে —যাঁর অভিনন্দনের জন্য আপনি পর্য্যন্ত উঠে দাঁড়িয়েছেন।

বিশ্বা।—শোনো তবে, ইনি নিমিকুল-বংশধর বিদেহ-রাজ্যের রাজর্ষি।

বৃদ্ধ নৃপ সীরধ্বজ এবে সেই রাজকুলে
উত্তরাধিকারী
যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যাঁরে করালেন অধ্যয়ন
বেদগ্রন্থ চারি।

কুমারদ্বয়।—যাঁর গৃহে সেই মাহেশ্বর ধনুর পূজা হয় ?

বিশ্ব।—হাঁ, তিনিই।

কুমারদ্বয়।—(কৌতূহল সহকারে) আরও একটা আশ্চর্য্য কথা শোনা যায়, সেখানে নাকি একটি অযোনি-সম্ভবা কন্যা আছে ?

বিশ্বা।—(হাসিয়া) হাঁ, তাও আছে বটে।

সেই নৃপ যজমান
এই মম যজ্ঞের ব্যাপারে
স্নেহ-বশে পাঠাইলা
"কুশধ্বজ" কনিষ্ঠ ভ্রাতারে।

অতএব তোমরা এই রাজর্ষির সহিত বিনীত ব্যবহার করবে।

কুমারদ্বয়।—যে আজ্ঞে।

রাজা।—(কুমারদ্বয়কে নিরীক্ষণ করিয়া)
স্বাভাবিক পুণ্যশ্রীতে, সুশোভিত না জানি গো
কাহার সন্তান,
কৃতোপনয়ন দুটি ক্ষত্রিয়-বালক বলি'
হয় অনুমান।
জাতিতে ক্ষত্রিয় এরা ব্রহ্মচর্য্যধারী,
নবীন বয়স, কিবা মূর্ত্তি মনোহারী।
তাই বটে :—
পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে
তূণীর রয়েছে বিলম্বিত,
কঙ্ক-পত্র-বাণ-পুঙ্খ
ঊর্দ্ধদিকে চূড়ায় চুম্বিত।
ভস্মলিপ্ত বক্ষঃস্থল
রুরু-চর্ম্মে করে আচ্ছাদন,
করিয়াছে পরিধান
মঞ্জিষ্ঠায় রঞ্জিত বসন।
মূর্ব্বালতা-তন্তু দিয়া
কটি-বস্ত্র দৃঢ়-নিয়ন্ত্রিত,
হস্তেতে ধনুক, আর
দণ্ড এক পিপ্পল-নির্ম্মিত।
দুই হাতে আছে দুটি
অক্ষমালা বলয়-আকারে,
এই সব চিহ্ন দেখি,
ক্ষত্র বলি বুঝিনু ইহারে।

কন্যাদ্বয়।—আহা ! এরা কি সৌম্য-দর্শন !

রাজা।—(নিকটে আসিয়া) মহর্ষি ! প্রণাম করি।

বিশ্বা।—রাজর্ষি জনকের গৃহ হতে কুশলে-কুশলে এখানে এসে পৌঁছেচ দেখে বড় সুখী হলেম। তুমি আমার পুত্র-স্বরূপ—এসো, আলিঙ্গন কর। (আলিঙ্গন করিয়া)

সুখে আছেন তো সেই যজ্ঞকর্ম্ম-অনুষ্ঠাতা
বিদেহাধিপতি ?
আর সেই জনকের পুরোহিত "শতানন্দ"
গৌতম সুমতি ?

রাজা।—আপনি যখন আমার জ্যেষ্ঠের গৃহকৃত্য-সম্পাদনে ব্রতী হয়েছেন, তখন আর তিনি সুখী হবেন না ?—সেই সঙ্গে তাঁর পুরোহিত গৌতমও সুখী।

কন্যাদ্বয়।—প্রণাম করি।

রাজা।—
খুঁড়িতে খুঁড়িতে মাটি
লাঙলেতে—যজ্ঞভূমিস্থিতা
—সহসা সেখান হতে—
বিনির্গত হন এই সীতা,
আর ইনি উরমিলা
জনকের দ্বিতীয় দুহিতা।

বিশ্বা।—কল্যাণ হোক।

লক্ষ্ম।—(জনান্তিকে) এঁর এই জন্মবৃত্তান্ত বড়ই অদ্ভুত।

রাম।—
যজ্ঞভূমি হতে জন্ম,
ব্রহ্মবাদী নৃপ এঁর পিতা।
কি সৌম্য উজ্জ্বল মূর্ত্তি
স্নেহ হয় হেরি' এই সীতা॥

রাজা।—ভগবন্!
কে এ দুটি ব্রহ্মচারী, ক্ষত্রকুল-সমুদ্ভব
তব অনুগত ?
প্রতাপ বিক্রম যেন, ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখি
হইলা উদ্গত।

বিশ্বা।—দশরথের পুত্র রাম-লক্ষ্মণ।

কুমারদ্বয়।—(বিনীতভাবে নিকটে আসিয়া) গুরুদেব! অভিবাদন করি।

রাজা।—কি সৌভাগ্য, আজ মহারাজ দশরথের পুত্রদ্বয়কে দেখ্‌তে পেলাম। (আলিঙ্গন করিয়া)
রাঘবের বংশ ছাড়া এহেন পুত্রের জন্ম
কোথায় সম্ভব ?
দুগ্ধের সাগর বিনা চন্দ্র-কৌস্তুভ হয়
কোথায় প্রসব ?
পূর্ব্বে এই কর্ণামৃত কথাটি শুনেছিলেম :—
কোশলেন্দ্র দশরথ
ঋষ্যশৃঙ্গে সেবা করি'
অতি কষ্টে লভিলেন
পুণ্যশ্রীক পুত্র চারি!
পার-কামী হয়ে তাঁরা দীপ্ত শ্রেয়ঃ-পথে
সেবিছেন ব্রহ্মচর্য্য এবে বিধিমতে।

আপনি যখন সেই রঘুকুল-পুত্রদের আশীর্ব্বাদ করে' তাদের সকল অশুভ ধ্বংস করেছেন, তখন তাদের উৎকর্ষ নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়েছে।

যাঁদের বশিষ্ঠ ঋষি, শিক্ষা দেন সুপবিত্র
বেদের বিধান,
নর-পালনাধিকার, একমাত্র যাঁহাদের
মাঝে অধিষ্ঠান,
সুমহান্ সূর্য্যবংশে যাঁদের প্রসব
সেই নরপতিদের মহিমা-গৌরব
কেমনে জানিব বল আমরা অধম
—কি বাক্যে, কি মনে, মোরা
বুঝিতে অক্ষম।

বিশ্বা।—সে কি কথা ?
সদা যাঁরা অবিশ্রান্ত পুণ্যকর্ম্মে রত,
পুণ্যকল্প কীর্ত্তি-রাশি যাঁদের প্রখ্যাত,
মহাভাগ্য তাঁহাদের তোমরাই জানো,
তোমরাই তাঁহাদের স্তুতিতে সক্ষম।

সখা! লোকাচারজ্ঞ ব্যক্তিরা একটু বিশ্রাম করে' তার পর বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হয়। তা এসো। আমরা এই বিকঙ্কত-বৃক্ষচ্ছায়ায় একটু বিশ্রাম করি।

(সকলে পরিক্রমণ করিয়া উপবেশন)

নেপথ্যে।—জয় জয় জগৎপতি রামচন্দ্রের জয়!

(সকলে বিস্মিত হইয়া অবলোকন)

রাজা।—ভগবন্! ইনি আবার কোন্ দেবতা ?

বিশ্বা।—ইনি উতথ্য-কুল-সম্ভূত মহর্ষি গৌতমের ধর্ম্মপত্নী অহল্যা। এঁরই গর্ভে আঙ্গিরস শতানন্দের জন্ম। কোন সময়ে এঁর সহিত ইন্দ্রের সহবাস হয়। সেই হেতু ইন্দ্রকে এই গৌতম-পত্নী অহল্যার উপপতি বলে' সকলে নির্দ্দেশ করে। তাতে মহর্ষির বিষম ক্রোধ উপস্থিত হয়। তিনি নিজ ধর্ম্ম-পত্নীকে "অন্ধতমিস্র

নরকে পাষাণময়ী হয়ে অবস্থান কর্" এইরূপ ধ্যান-যোগে অভিশাপ প্রদান করেন। ইনি এখন রামভদ্রের তেজঃ-প্রভাবে সেই পাপ হতে মুক্ত হয়েছেন।

রাজা।—এই বৎস সূর্য্যবংশ-কুমারের কি অপরিসীম স্বাভাবিক অনুপম শক্তি-সামর্থ্য!

সীতা।—(সস্নেহ-অনুরাগ-ভরে নিরীক্ষণ করিয়া চুপি চুপি) এঁর যেরূপ শরীরের গঠন, এঁর প্রভাবও তারই অনুরূপ।

রাজা।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া)

যদি না জনক রাজা, করিতেন অনিবার্য্য
হরধনু-উত্তোলন-পণ,
তাহা হলে করিতেন, সমতুল্য জানকীরে
মহাপুণ্য শ্রীরামে অর্পণ।

(একজন তাপসের প্রবেশ)

তাপস।—রাবণ-পুরোহিত "সর্ব্বময়" নামে একজন বৃদ্ধ রাক্ষস এসেছেন। কোন রাজকার্য্য-উপলক্ষে সাক্ষাৎ করতে চান।

কন্যাদ্বয়।—কি?—রাক্ষস?

কুমারদ্বয়।—দেখতে বড় কৌতূহল হচ্চে।

রাজা ও বিশ্বামিত্র।—(পরামর্শ করিয়া) আচ্ছা, আসুক।

[তাপসের প্রস্থান।

(রাক্ষসের প্রবেশ)

রাক্ষস।—

মাতামহ মাল্যবান নিষেধ করিলা, বলে
করিতে হরণ
—তাই মোরে পাঠাইলা রাজধানী মিথিলায়
রাজা দশানন।
অযোনিজা রাজবালা তাহারে ইচ্ছুক তিনি
করিতে বরণ॥

সেই যজমান জনক রাজারও সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়েচে। তাঁরই কথামত আমি এক্ষণে কৌশিক কুশধ্বজের নিকটে এসেছি। (পরিক্রমণ)

রাম-লক্ষ্মণ।—(সীতা ও ঊর্ম্মিলা সম্বন্ধে স্বগত) আহা! অমৃত-অঞ্জনের মত ঐ চক্ষুর দৃষ্টিতে প্রাণ যেন জুড়িয়ে যাচ্চে।

সীতা ও ঊর্ম্মিলা।—(রাম-লক্ষ্মণের সম্বন্ধে স্বগত) চোখ আর ফিরাতে পারচিনে—দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্চে।

রাক্ষ।—(নিকটে আসিয়া দর্শন) এই সেই অসাধারণ রূপসী সীতা? ইনি দেব-পত্নী হবার উপযুক্ত। ঋষি! নমস্কার। রাজার কুশল তো?

উভয়ে।—এসো এসো—এইখানে বোস।

মাথার মুকুট ত্যজি', যাঁহার শাসন
দেব-রাজ ইন্দ্র করে মাথায় বহন
—ভাল তো আছেন তব সে প্রভু এখন?

রাক্ষ।—(নিকটে আসিয়া) হাঁ, আমার প্রভু ভাল আছেন। আর মহারাজ এই কথা আমাকে বল্‌তে বলেছেন:—

অযোনিজ কন্যারত্ন আছয়ে তোমার
পাণিগ্রহণের প্রার্থী আমি গো তাহার।
রতন কোথাও যদি থাকে এ ভুবনে
ইন্দ্রকেও ছাড়ি আসে আমার সদনে।
জ্ঞানী জনে বলে, কন্যা পরকীয় ধন,
যদি সেই কন্যা মোরে করহ অর্পণ,
পুলস্ত্য-কুলজ-শ্রেষ্ঠ হবে বন্ধু তব,
বাড়িবে তোমার তাহে সম্বন্ধ-গৌরব।

সীতা।—ধিক্ ধিক্! রাক্ষস আমাকে প্রার্থনা করচে?

ঊর্ম্মি।—সত্যি কি তাই?

রাজা ও বিশ্বামিত্র।—(চিন্তিত)

লক্ষ্ম।—(জনান্তিকে) দাদা! আপনি দেখ্‌চেন না, রাক্ষস-রাজ এই দেবীকে প্রার্থনা করচে?

রাম।—দেখ ভাই!

এ কন্যায় অধিকারী সর্ব্বসাধারণ,
নির্ভয়ে প্রার্থনা তাই করে অন্য জন।
ব্রহ্মার প্রপৌত্র যে গো ভুবন-বিজেতা
তার পক্ষে এ কি বড় অসঙ্গত কথা?

লক্ষ্ম।—দাদা, আপনার অতিসৌজন্যে সেই স্বভাব-শত্রু রাক্ষসের প্রতিও আপনি সম্মান প্রদর্শন করচেন—সেই রাক্ষস-রাজ:—

বেদত্রয় উন্মূলিয়া
করিতেছে ক্ষাত্র-তেজ হ্রাস,
"অনরণ্য"-ঐক্ষাকুরে
পুরাকালে করিয়াছে নাশ।

রাম।—শক্র সর্ব্বতোভাবে বধ্য বটে, কিন্তু তাই বলে' অপরিমেয় কঠোরতপা একজন অলৌকিক মহাবীরকে সামান্য লোক বলে' নির্দ্দেশ করাও উচিত হয় না।

লক্ষ্ম।—যে ব্যক্তি বীরপুরুষের আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করেচে, তার আবার বীরত্ব কিসের?

রাম।—ভাই, ও কথা বোলো না।

কৃতবিদ্য হইয়াও,
উচ্চ কুলে জনমি সুক্ষণে
ধর্ম্মপথ হতে ভ্রষ্ট
—হেন কথা বলিব কেমনে?
তা ছাড়া, সকল গুণ
নাহি থাকে কভু একজনে।
হেলায় জিনিল যে গো দেব ষড়াননে
সেই ভগবান্ ঋষি জামদগ্ন্য বিনে—
নিরবিঘ্নে যে করিল ত্রিভুবন জয়
তাহার মতন বীর কেবা আর হয়?

রাক্ষ।—ওগো! এতে চিন্তার বিষয় কি আছে?

ইন্দ্রবজ্র হয়ে পাত যার বক্ষে তৎক্ষণাৎ
চূর্ণ হয়ে হয় নিষ্পেষিত,
—খণ্ডগুলি প্রবেশিয়া, ক্ষতগ্রন্থি উৎপাদিয়া
কিণ-অঙ্করূপে উদ্ভাসিত।
ঐরাবত-দন্তোত্তম যাঁর পরে পণ্ডশ্রম
—ভুবন-বীরের সেই বুকে।
নৃপবালা এই সীতা হউন গো বিরাজিতা
সুরনারী-গাঁথা মাল্যরূপে॥

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—ভগবন্! যাঁরা এই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়েছেন, সেই সব ঋষিরা নানাদিক হতে স্ত্রী-পুত্রের সহিত এখানে আসচেন, তাই উচ্চনাদে এই কলরব হচ্চে।

(সকলের উত্থান)

লক্ষ্ম।—এ আবার কে?

বৃহৎ নর-কপাল গাঁথা দিয়া অস্ত্রজাল
করকশ নলতৃণ-প্রায়।
যেন কত কঙ্কণ শব্দ করি' ঝণন
সমস্ত অম্বরতল ছায়।
পীতবর্ণ-উদ্‌বমিত রক্ত-পঙ্কে কর্দ্দমিত
বাহিরের অঙ্গন-বিস্তার।
উদ্ভাসিত রক্ত-ছটা, মূরতি কি সুবিকটা,
প্রলম্বিত লোল স্তন-ভার।
ধাইয়া আসিছে রড়ে উদ্ধত দরপ-ভরে,
ভইরব দেহের আকার॥

বিশ্বা।—
সুকেতুর কন্যা এই
সুন্দাসুরের পত্নিনী
রাক্ষসী তাড়কা নাম
ঘোরা মারীচ-জননী।

কন্যাদ্বয়।—কাকা! কাকা! এ কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি!

রাজা।—ভয় নাই বৎসে!

বিশ্বা।—(রামের চিবুক স্পর্শ করিয়া) বৎস! ওকে বধ কর।

সীতা।—হা ধিক্! উনিও যে বধ করতে যাচ্ছেন?

রাম।—ভগবন্! ও যে স্ত্রীলোক!

উর্ম্মি।—দিদির কাছে শুনেছি বটে।

সীতা।—(বিস্ময় ও অনুরাগ-সহকারে) দেখ, স্ত্রীলোক বলে' ওঁর মনের ভাবটা কেমন বদ্‌লে গেল।

রাজা।—সাধু রামভদ্র! সত্যই তুমি ইক্ষাকু-কুল-প্রসূত।

রাক্ষ।—ইনি সেই দশরথ-পুত্র রাম?

উত্তাল তালের মত যে তাড়কা অতিশয়
ভীষণ-দর্শন
—অকম্পিত হয়ে উনি হইলা উদ্যত তারে
করিতে নিধন।

বিশ্বা।—বৎস! শীঘ্র বধ কর। দেখচ না, সম্মুখে ব্রাহ্মণগণের জনতা হয়েচে।

রাম।—এর ভাল মন্দ আপনিই জানেন।

সর্ব্ব-দোষ হতে মুক্ত তুমি ভগবান্,
তাই তুমি হইয়াছ বেদের সমান,
তোমারি আদেশ পুণ্য-পাপের প্রমাণ।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

সীতা।—ও মা! চলে' গেলেন যে। কি সর্ব্বনাশ! প্রলয়-ঝড়ের মত রাক্ষসীটা ওঁকে তাড়া করেচে দেখ।

রাজা।—(ধনু আস্ফালন করিয়া) রোস্ পাপিষ্ঠ! রোস্!

উর্ম্মি।—এ কি! স্বয়ং কাকাও যে যাচ্ছেন।

লক্ষ্ম।—(হাসিয়া) ঐ দেখুন, তাড়কার কি দশা হয়েচে।

হৃদয়ের মর্ম্ম-ভেদী
উৎকট কঙ্কপত্র-বাণ
সবেগে বিঁধিয়া অঙ্গ
ক্ষণমাত্র করে থান্ থান্।
দুই নাসা-পুট হতে
বুদবুদ হইয়া নিঃসৃত
শোণিতের ধারা বহে,
ওই দেখ রাক্ষসীটা মৃত।

কন্যাদ্বয়।—আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! আ! বাঁচা গেল।

রাজা।—ওঃ! রাজপুত্র খুব প্রহার করেচেন।

রাক্ষ।—হা আর্য্যা তাড়কা! এ কি হ'ল? লাউ কি কথন জলে ডোবে?—শিলা কি কথন জলে ভাসে?

স্খলিত হইল আহা রাক্ষসপতির আজি
প্রতাপ-গৌরব।
নর-শিশু হতে আজি হইল গো আমাদের
নব পরিভব।
দেখিনু দাঁড়ায়ে আমি স্বজন-হত্যায়,
দৈন্য জরা রোধে' মোরে কি করিব হায়!

বিশ্বা।—এই তো রাক্ষস-পরিভবের প্রথম ওঙ্কার।

রাক্ষ।—ওগো! আমার কথার কি উত্তর দিলে?

বিশ্বা।—এ বিষয়ে:—

রাজা জনকের পরে উত্তরের ভার,
ইনি তো গো কুশধ্বজ অনুজ তাঁহার।
তিনিই কন্যার পিতা, কুলজ্যেষ্ঠ, স্বামী
তাঁহারেই প্রভু বলি আমরাও মানি।

রাক্ষ।—কুশধ্বজও বল্লেন, এর উত্তর কি, তা বিশ্বামিত্রই জানেন।

বিশ্বা।—(স্বগত) সুমঙ্গল দিব্য অস্ত্রগুলি রামকে দান করবার এই তো অবসর ও শুভ মুহূর্ত্ত। (প্রকাশ্যে) সখা কুশধ্বজ! আমি গুরুসেবা-ব্রত পালন করে' কৃশাশ্বের প্রসাদে জৃম্ভক নামে রহস্যময় যে দিব্য অস্ত্র লাভ করেছিলেম, তার প্রয়োগ ও সংহার এবং তার বৈজ্ঞানিক মূলতত্ব এখন আমি রামভদ্রের নিকট প্রকাশ করচি।

ব্রহ্মা আদি পূর্ব্বগুরু
বেদমন্ত্র রক্ষার উদ্দেশে
সহস্র বৎসর ধরি'
তপস্যা করিয়া, অবশেষে
দেখিলেন, অস্ত্রগুলি
সম্মুখে আসিয়া অধিষ্ঠান
—সাক্ষাৎ তপস্যা-ফল
—তপ-তেজ যেন মূর্ত্তিমান॥

রাজা।—আপনার এই দানে রঘুবংশ অনুগৃহীত হল।

লক্ষ্ম।—আজ কি সৌভাগ্য! দেখ, দেব-দুন্দুভি-ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হচ্চে।

রাক্ষ।—আঃ! দেবতারাও রাজ-বিরুদ্ধ কার্য্যে অনুমোদন করচেন?

লক্ষ্ম।—এ কি ব্যাপার?

তাপে দ্রুত-বিগলিত কনকে সহসা সিক্ত
যেন দিক দশ।
পিঙ্গল-বরণ হেতু সন্ধ্যায় আচ্ছন্ন যেন
মধ্যাহ্ন দিবস।
দিব্য-অস্ত্র-সমাগমে ধূম-কেতু-প্রভা-জালে
আচ্ছাদিত নভ।
সুচঞ্চল তড়িতের সঞ্চরণ হেতু যেন
পীতময় সব।
ও দিব্য-অস্ত্রের তেজ সৌর দ্যুতি ধিক্কারিয়া
দিশি দিশি হয় বিস্ফুরিত।
ক্রমে সৌর-রশ্মি তাহে আক্রান্ত মিশ্রিত হয়ে
একেবারে যেন গো স্থগিত॥

কন্যাদ্বয়।—বিদ্যুতের আলোয় চারি দিক যেন পীতবর্ণ হয়ে গেছে। কিন্তু এর আলো বিদ্যুতের মত ক্ষণিক নয়—ওঃ! চোখ যেন ঝল্‌সে যাচ্চে।

রাক্ষ।—অহো! এই তেজোময় দিব্য-অস্ত্র অতি দুর্লভ! এর তেজোব্যাপ্তি দেখে রাবণ-পুরন্দরের দ্বন্দযুদ্ধ আমার মনে পড়চে।

প্রকটি সমস্ত বল বজ্র হানিলেন যবে
রাবণের বক্ষে পুরন্দর,
বক্ষে ঠেকি' চূর্ণ হয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল
সুভীষণ সেই সে বজ্জর।

সেই প্রহারের বেগে সহস্র বিদ্যুৎ যথা
আচ্ছন্ন করিয়াছিল সমস্ত আকাশ,
আর যথা রাবণের রোষ দীপ্ত-পিঙ্গ-মুখে
সহস্র বিদ্যুৎ সম ঘোর অট্টহাস
—সেইরূপ দেখি এই অস্ত্রের প্রকাশ।

বিশ্বা।—দেখ রামভদ্র! এই দিব্যাস্ত্রগুলিকে প্রণাম করে' তার পর মোচন কর।

ব্রহ্মা ইন্দ্র ধনপতি "বহ্নি" নামে ভূপ,
রুদ্রারুণ-আদি বেদ-মন্ত্রের স্বরূপ
—ভিন্ন ভিন্ন এই সব দেব শক্তিমান
—ইঁহাদেরি তপস্যার সার পরিণাম
এই অস্ত্রগুলি; এরা প্রত্যেকে সক্ষম
করিতে ত্রিলোক ধ্বংস অথবা রক্ষণ।

(নেপথ্যে)

মহর্ষি প্রণাম করি,
এই সব দিব্য অস্ত্রচয়
আমার ও লক্ষ্মণের
নিজস্ব যেন গো এবে হয়।

বিশ্বা—রামভদ্র! তথাস্তু।
লক্ষ্ম।—কি আশ্চর্য্য গুরুদেবের প্রসাদ!

দিব্য-অস্ত্র-জ্ঞানোদয়ে, অভিনব শাস্তি যোগে
প্রতিভা সহসা উন্মীলিত।
এবে যেন মনে হয়, হইয়াছে আত্মা মোর
জ্যোতির্ম্ময় তেজে উদ্ভাসিত॥

(নেপথ্যে)

শোনো মহাবাহু রাম! তোমার আয়ত্তাধীন
আমরা গো সবে।
বিশ্বামিত্রে জিজ্ঞাসিয়া তুমি ও লক্ষ্মণ বল
কি করিতে হবে?

কন্যাদ্বয়।—দেবতারা কথা কচ্চেন?—কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

নেপথ্যে।—ভগবান্ দিব্যাস্ত্রগণ! তোমরা শ্রবণ কর।

বিশ্বজন-মিত্র যিনি
বিশ্বামিত্র যে ঋষির নাম,
পুণ্যবলে তাঁহা হতে
পাইয়া গো তোমাদের, রাম
হইল কৃতার্থ আজি;
যাও এবে নিজ নিজ স্থান।
ধ্যানমাত্র এসো কাছে,
এবে লহ মোদের প্রণাম॥

লক্ষ্ম।—দাদার কথায় দিব্যাস্ত্রগুলি যে অন্তর্হিত হলেন।

রাজা।—ভগবন্! অলৌকিক শক্তির আধার! কুশিকনন্দন! আপনাকে প্রণাম।

প্রজ্বলিত তপোদীপ্ত, ভুবনে অতুল শক্তি,
অনন্ত ঐশ্বর্য্য তব, বাখানিতে কে সাহস ধরে?
বাক্য-মন-অবিষয়, তাই প্রতিহত হয়
হতাশ সে স্তবকারী, লোকে তারে কৃপা-দৃষ্টি করে॥

যে দশরথ-রাজা রামভদ্রের পিতা, তাঁর সহিত কুটুম্বিতা স্থাপন করতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ। কিন্তু এরূপ জামাতা লাভের আমাদের আশা নাই—কেননা, দাদা ধনুর্ভঙ্গ-পণ প্রচার করে' আমাদের সে আশায় বঞ্চিত করেছেন।

বিশ্বা।—সে কাজ আমাদের দ্বারা অসম্ভব বলে' এখনও কি আপনার মনে হয়?

রাজা।—সেই অসম্ভাবনা দূর হোক্, এই আমার প্রার্থনা।

বিশ্বা।—আচ্ছা, তবে:—

শম্ভু-বরে ধ্যান-মাত্রে
যাহা আসি' হয় উপস্থিত
—রামের সম্মুখে এবে—
সেই ধনু হোক্ অধিষ্ঠিত।

রাজা।—তথাস্তু। (ধ্যান করিয়া প্রণাম)

রাক্ষ।—(স্বগত) ইনি আবার অন্যরূপ প্রস্তাব করচেন কেন? (প্রকাশ্যে) ওগো কুশধ্বজ! আর কত কাল ধরে' এ বিষয় বিবেচনা করবে?

রাজা।—বলেচি তো, এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, দাদাই জানেন।

রাক্ষ।—তিনি আবার আমাকে বলচেন, এ বিষয়ের যা কর্ত্তব্য, তা কুশধ্বজই জানেন।

রাজা।—তাই বটে।

(নেপথ্যে কলরব)

ত্রিপুর-অসুর-ঘাতী, দেব-তেজোদ্দীপ্ত
অনন্ত সহস্র বজ্রে যে ধনু নির্ম্মিত—
রামের সম্মুখে আসি' হোক্ অধিষ্ঠিত।

সীতা।—(চুপি চুপি) আমার এখনও সন্দেহ হচ্চে।

বিশ্বা।—(রাজার প্রতি)

রাজা।—করি-শাবক যেমন তার ক্ষুদ্র শুণ্ডটি পর্ব্বতের উপর স্থাপন করে, তেমনি দেখ, বৎস রাম ধনুকটির উপর নিজ ভুজ-দণ্ড স্থাপন করেচেন।

উর্ম্মি।—উনি কি পারবেন?

রাজা।—ঐ! ধনুর্গুণের টঙ্কার-ধ্বনি শোনা গেছে, ধনু ও তবে আকৃষ্ট হয়েচে।

উর্ম্মি।—(হৃষ্টা লজ্জিতা সীতাকে আলিঙ্গন করিয়া) আমাদের কি সৌভাগ্য!

রাজা।—(সবিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য! ভগ্নও যে হয়েচে।

রাক্ষ।—(স্বগত) কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা হত-ভাগা রামের শক্তি-সামর্থ্য দেখচি সকলকেই ছাড়িয়ে উঠেছে।

লক্ষ্ম।—

দোর্দ্দণ্ডে ধনুর্ভঙ্গ, তাহা হতে সমুৎপন্ন
হর-ধনু-টঙ্কার এমনি,
রাম-বাল্য-সুচরিত হয়ে যেন উদ্‌ঘোষিত
সমুত্থিত ডিণ্ডিমের ধ্বনি।
সে টঙ্কার বেগে দেখি, যেন হয়ে ঠেকাঠেকি
অধ-উর্দ্ধে স্বর্গ মর্ত্ত্য যায় উলটিয়া,
ব্রহ্মাণ্ডের ভাণ্ডোদরে, প্রচণ্ড শবদ কোরে
পিণ্ডিত চণ্ডিমা যেন বেড়ায় ঘুরিয়া।
—কি আশ্চর্য্য! এখনো গো যায়নি থামিয়া?

রাজা।—(সহর্ষে উন্মাদ-বৎ)

এসো বৎস রামচন্দ্র রঘুর নন্দন!
শির চুম্বি' করি তোমা গাঢ় আলিঙ্গন।
দিবানিশি হৃদে রাখি ও-পদ-যুগল,
অথবা প্রণমি ওই চরণ-কমল।

(রামের প্রবেশ)

রাম।—এ কি! অতি-বাৎসল্যে আপনি যে সম্বন্ধের সীমাও লঙ্ঘন কচ্চেন।

বিশ্বা।—আপনি গুরুজন, বৎস রামভদ্র আপনার পুত্রের সমান।

রাজা।—(প্রণাম করিয়া) ভগবন্!

সীতায় লভিলা রাম,
পূর্ণ হইল তব আশীর্ বচন।
এই উৎসবে আজি
লক্ষ্মণেরে উরমিলা করিনু অর্পণ॥

কন্যাদ্বয়।—(সাশ্রু-নয়নে) ও মা! আমাদের যে সম্প্রদান হয়ে গেল।

রাক্ষ।—(স্বগত) যা দ্রষ্টব্য, তা দেখলেম।

বিশ্বা।—আপনার এই শোভন দান আমরা শিরোধার্য্য করলেম। এখন আপনার শেষ বক্তব্য কি বলুন।

রাজা।—না না, আপনিই আজ্ঞা করুন।

বিশ্বা।—আপনার দুই দুহিতা মাণ্ডবী ও শ্রুত-কীর্ত্তিকে ভরত-শত্রুঘ্নের জন্য প্রার্থনা করি।

রাক্ষ।—(স্বগত) ভাল, অরণ্যবাসী সাধু ব্রাহ্মণের সহিত ক্ষত্রিয়ের এ কি বিজাতীয় বন্ধুত্ব!

রাজা।—ভগবন্! এতে কি কিছুমাত্র বিচার করবার আছে? তবে কথা হচ্চে, এ বিষয়ে আমি পরাধীন।

বিশ্বা।—আপনি কার অধীন, বলুন দিকি?

রাজা।—প্রথমে তো আপনার অধীন।

বিশ্বা।—আর কার অধীন?

রাজা।—আর্য্য সীরধ্বজ ও গৌতম শতানন্দের অধীন।

বিশ্বা।—(হাসিয়া) সীরধ্বজ ও শতানন্দ এ দুজনের আমিই তো কার্য্যাধ্যক্ষ ও পরামর্শ-দাতা।

রাজা।—তবে এ বিষয়ে যা কর্ত্তব্য, মহর্ষি তা আপনিই জানেন।

জনক ও রঘুর কুলে
এ সম্বন্ধ কার নহে প্রিয়?
দাতা ও গ্রহীতা যেথা
স্বয়ং আপনি পূজনীয়॥

বিশ্বা।—বৎস শুনঃশেফ! অযোধ্যায় গিয়ে মহর্ষি বশিষ্ঠকে আমার নাম করে' এই কথা বল :—

এই চারি রঘুপুত্রে, নিমিকুল-সমুদ্ভবা
চারি রাজসুতা আমি করিনু অর্পণ।

আদান-প্রদান-কার্য্য উভয়ি করেছি আমি
একাবারে হয়ে যেন বশিষ্ঠ গৌতম ॥

তার পর, সমস্ত দিন মহর্ষিদের নিমন্ত্রণ করে' তুমি মহারাজ দশরথের সঙ্গে বৈদেহ-নগরে আস্‌বে। পরে, মৈথিল-রাজের এই যজ্ঞ সমাপ্ত হ'লে এবং কেশ-কর্ত্তন প্রভৃতি মাঙ্গলিক ক্রিয়া সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হ'লে, তার পর কুমারদের পরিণয় হবে।

কুমা।—(স্বগত) এ অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি হতে পারে?

কন্যাদ্বয়।—কি সৌভাগ্য! এখন আর ভগিনী-দের মধ্যে কখন ছাড়াছাড়ি হবে না।

রাক্ষ।—ওগো, এখনও ধর্ম্ম-কথা শোনো। তোমরা অন্যকে কন্যা যে দান করচ—দেখো, এতে অনর্থ উপস্থিত হবে।

সবিনয়ে যাচিছেন
জানকীরে পৌলস্ত্য-রাবণ,
শ্লাঘ্য এই প্রার্থনায়
না করিছ আদর-যতন?
ত্রিলোক-পতির সনে সম্বন্ধ বন্ধুতা হবে
ইথে তব নাহি কি আকাঙ্ক্ষা?
নতুবা গো অন্যভাবে সীতারে যাইতে হবে
রাবণের পুরী সেই লঙ্কা।
পুরন্দর-পুরী-মাঝে পুরাকালে ঘটিল যে
দারুণ ব্যাপার
—দেখো যেন তোমাদেরো সেইরূপ বন্দিদশা
না হয় আবার।

(নেপথ্যে কলরব)

রাজা।—অকাল-মেঘের মত বহুসৈন্য নিয়ে কে দুজন ছুটে আস্‌চে?

বিশ্বা।—

সুবাহু, মারীচী রক্ষ
—তাহাদেরি ইহারা নন্দন,
সুন্দ উপসুন্দ নাম
—ঘোরতর যজ্ঞ-বিনাশন।

তা, দেখ বৎস রামলক্ষ্মণ! এই যজ্ঞ-বিঘ্নকারী রাক্ষসদের বধ কর।

কুমারদ্বয়।—যে আজ্ঞে। (বিকটভাবে পরিক্রমণ)

কন্যাদ্বয়।—এখন না জানি আবার কি হবে।

রাক্ষ।—

বেশ হল! ভাল হল! অভীষ্ট হইল সিদ্ধ
—এবে হবে যজ্ঞ বিপর্য্যস্ত।
এ কার্য্যের শেষ দেখি' মাল্যবান অমাত্যরে
নিবেদিব যা হল সমস্ত ॥

রাজা।—(ধনু আস্ফালন করিয়া) বৎস রাম-ভদ্র! বৎস লক্ষ্মণ! অপ্রমত্ত হয়ে প্রমত্ত রাক্ষস-দের উপর জয়লাভ কর।

বিশ্বা।—(হাস্য-সহকারে হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)

এই দিকে একবার এসো গো রাজন্!
দেখ রাম-লক্ষ্মণের অতুল বিক্রম।
অথর্ব্ব-বেদ-উক্ত
মারণাদি অভিচার-সম
সকল রাক্ষসে এরা
অনায়াসে করিবে নিধন।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি কৌমার নামক প্রথম অঙ্ক।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—লঙ্কায় রাবণ-অমাত্য মাল্যবানের প্রাসাদ

(মাল্যবান সচিন্তভাবে উপবিষ্ট)

মাল্য।—দেখ, যে অবধি মায়া-বিদ্যা-প্রভাবে, সিদ্ধাশ্রমের বৃত্তান্ত অবগত হয়েচি, সেই অবধিই :—

ছুড়িয়া ফেলিল দূরে গিরি-নিভ মারীচেরে
তৃণবৎ যে রাজ-তনয়,
সুবাহুরো হন্তা যে গো —তাড়কারি সেই রাম
ব্যথিতেছে এ মোর হৃদয়।

আর সেই একজনের দ্বারা তার অসংখ্য অনু-চরেরাও নিহত হল—এও ভারি আশ্চর্য্য!

বধিতে ত্রিপুরাসুরে, দেব-বীর্য্য-সার দিয়া
ব্রহ্মযোনি করিলা নির্ম্মাণ
প্রসিদ্ধ যে হর-ধনু, দুই খণ্ড করি' তাতে
সেই ধনু মহাবীর রাম।

আরো, দিব্য-অস্ত্র-বিদ্যা— বিজয়-জননী যাহা—
কৃশাশ্বের শিষ্য বিশ্বামিত্র-
ঋষি হতে লভিলেন অমিত-শকতিশালী
সেই রাম—এও যে বিচিত্র।
বিজ্ঞ মুনি বিশ্বামিত্র হেরি' চক্ষে মায়াবিৎ
মোদের সে দূত
তবু করিলেন দান রাবণ-বিরোধী দিব্য
অস্ত্র অদভুত ?

এ কি !—বৎসা শূর্পনখা যে !

(শূর্পনখার প্রবেশ)

শূর্প।—মাতামহের জয় !

মাল্য।—বৎসে ! বোসো ! রাজ-সন্নিধানে কোন সংবাদ দেবার আছে না কি ?

শূর্প।—শুনতে পাই নাকি সেখানে বিবাহ-ব্যাপার সমস্ত সম্পন্ন হয়ে গেছে। আরো শুনতে পাই, মহর্ষি অগস্ত্য না কি রামের নিকট মঙ্গল-উপহার-স্বরূপ মাহেন্দ্র-ধনু পাঠিয়ে দিয়েচেন।

মাল্য।—যে সকল অস্ত্র জগতের মধ্যে অচিন্ত্য-শক্তি, রাম সেই সকল অস্ত্র ব্রহ্মর্ষিদের নিকট হতে লাভ করেচেন। (সচিন্ত)

ক্ষত্রের অমোঘ অস্ত্র
ব্রাহ্মণের অনুগ্রহ-ফল।
বিপ্র-আশীর্ব্বাদযুক্ত
ক্ষাত্রতেজ দুর্জ্জয় প্রবল॥

শূর্প।—সে তো মানুষ বৈ তো নয়—তবে এত চিন্তা কিসের ?

মাল্য।—বৎসে ! তা নয়—তা নয়।

জন্ম-মাত্র যে রাঘব কি যে অলৌকিক রূপ
করিলা ধারণ,
—মর্ত্ত্যত্বে কি আসে যায়— দেবাসুরে গুণ তার
করিছে কীর্ত্তন।
আর, ঋষি দেবগণ চিন্তার অতীত-শক্তি
বস্তু আনি' করিছে যোজন।
বরদান-কালে ব্রহ্মা "মর্ত্ত্যে শুধু তব ভয়"
—রাবণেরে বলেন তখন॥

তা ছাড়া :—
স্বভাবতঃ সেই রাম ধর্ম্ম-রক্ষাকারী
আমরাও ধর্ম্ম-দ্রোহী বিরুদ্ধ-আচারী।
শক্ত প্রতিযোগী তাই রামে হয় বোধ,
তার সনে আমাদের অর্থতঃ বিরোধ॥

শূর্প।—তাতে আর সন্দেহ কি ? কিন্তু যখন দশানন বিংশতি নেত্র ঈষৎ নিমীলিত করে' অধোবদনে আছেন, তখন এ বেশ জানি, তাঁর দারুণ হৃদয়-বেদনার বেগ সহজে নিবৃত্ত হবে না।

মাল্য।—কি আশ্চর্য্য !
বিশ্বের সৃজন-কারী যুগান্তের আদি গুরু
পুলস্ত্য প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মার নন্দন
জনকের পূজ্য যদি, নহে কি গো প্রিয় তবে
আমাদেরো সনে তাঁর সম্বন্ধ স্থাপন ?
আচ্ছা যেন তাই হ'ল ; কিন্তু সেই সুদুর্লভ
তপোদীপ্ত দীপ্তশ্রী পৌলস্ত্য রাবণ
—জগতের পতি যিনি —তাঁহার ন্যূনতা কিসে
জনকের হৃদি-মাঝে হইল ধারণ ?

অথবা :—
প্রার্থনা প্রকাশি তবু না হইলা তব দ্বারে
আমাদের প্রভু ফলবান।
বরঞ্চ বিদ্বেষ-বশে বিরুদ্ধ-চরিত রামে
করিলে গো তুমি কন্যাদান।
পরের উৎকর্ষ আর আত্মযশোমান-ভঙ্গ
—স্ত্রীরত্নে না লভি'—
কেমনে সহিবে বল ত্রিভুবন-পতি সেই
রাবণ গরবী ?

(নেপথ্য হইতে প্রতীহারীর অর্দ্ধ-প্রবেশ)

প্রতী।—পরশুরামের কাছে যে দূতকে পাঠান হয়েছিল, সে তমাল-রসে-লেখা এই তালপত্রলিপি নিয়ে এসেছে। [পত্র দিয়া প্রস্থান।

মাল্য।—(গ্রহণ করিয়া পাঠ)

"স্বস্তি। মহেন্দ্র দ্বীপ হইতে পরশুরাম লঙ্কার অমাত্য মাল্যবান্‌কে অভিবাদন করিতেছেন।"

শূর্প —এ কি রকম ? প্রভুর মত অবজ্ঞার ভাবে পত্রটা লিখেছেন যে !

মাল্য।—"এবং অত্রস্থলে পরম শৈব লঙ্কেশ্বরকে অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন, তোমার তো বিদিত আছে, আমরা দণ্ডকারণ্যের তীর্থোপাসক তপোধন-দিগের প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক অভয় দান করিয়াছি। শুনিলাম, সেখানে নাকি বিরাধ, দনু, কবন্ধ প্রভৃতি

বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। অতএব আপনি তাহাদের নিষেধ করিয়া—সদাচার, আমাদের হিত, ও শৈব-প্রীতির অনুসরণ করুন।

আপন কল্যাণ-তরে, বিপ্রগণের প্রতি
অত্যাচার করহ বর্জ্জন,
নতুবা সে তব মিত্র, জামদগ্ন্য পশুরাম
দুঃখিত হবেন বিলক্ষণ॥ ইতি”

শূর্প।—এই কথাগুলি বিলক্ষণ গুরু-গম্ভীর অথচ ঈষৎ মৃদুভাবে বিন্যস্ত।

মাল্য।—কি আশ্চর্য্য! তুমি বলচ কি?—ইনি আর কেউ নন—ইনি স্বয়ং জামদগ্ন্য।

বংশ, তপ, বিদ্যা, বীর্য্য এ সবের অতিশয়
করিয়া সাধনা
উপচিত শান্তি যাঁর, সর্ব্বত্যাগ করি' যিনি
বিমুক্ত-কামনা,
শৈব-ভক্তি হ্রাস হ'লে প্রভুবৎ আমাদের
দেন উপদেশ,
কভু কোন কার্য্য দেখি' হন আমাদের প্রতি
কঠোর বিশেষ।

(চিন্তা করিয়া)

বৎস!

রামের এ ধনুর্ভঙ্গ, শম্ভু-শিষ্য ভার্গবের
হৃদয়ে বাজিবে,
কেমনে পরশুরাম, এই ঘোর অপমান
সহজে সহিবে?
পরস্পর-ক্রোধ-বশে, রণে দোঁহা-প্রাণ যদি
হয় গো সৎকার
তাহা হ'লে এর চেয়ে, সুসংবাদ আমাদের
কিবা আছে আর?

এর মধ্যে যারই জয় হোক্ না, আমাদের পক্ষেই ভাল। ক্ষত্রিয়ান্তক পরশুরাম রাজপুত্র রামের উপর যদি জয়লাভ করেন, তা হলে তাকে বধ না ক'রে তাঁর ক্রোধ-শান্তি হবে না। এইরূপে রাম-নিধনরূপ অভীষ্ট আমাদের সিদ্ধ হবে। আর যদি রাম বিজয়ী হন, তা হলে ব্রাহ্মণপ্রিয় রাম ব্রহ্মর্ষিকে কখনই বধ করিবেন না। তখন পরশুরাম জীবন্মুক্ত হলেও পরিত্যক্ত অস্ত্র আবার গ্রহণ করবেন—এরূপ হলে আরও তুমুল কাণ্ড উপস্থিত হবে!

শূর্প।—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ কি?

মাল্য।—যদি জামদগ্ন্য অরণ্যব্রত রাঘবকে বধ করতে গিয়েও তার প্রাণবধ করতে না পারেন, আর সেই রাজপুত্র রাম যদি পুনর্ব্বার জয়াভিলাষে বদ্ধপরিকর হয়ে প্রকৃষ্ট-উৎসাহ-শক্তি-সম্পদ-যুক্ত ধর্ম্ম-বিজয়ী ভার্গবকে পরাভূত করেন, তা হলে সকলেই তখন বিজয়ীরই পক্ষাবলম্বী হবে। আমরা যে দেবতাদের বলপূর্ব্বক পরাভূত করেচি—অন্তর্নিহিত-কোপ সেই দেবতারাও তখন সহসা বিজয়ীর আশ্রয় গ্রহণ করবেন। আর অসুরদের কর্ত্তৃক দেবতারা অপমানিত হওয়ায়, ত্রিভুবনের প্রজাবৃন্দও যে অসুরদের উপর নিত্যরুষ্ট, সে কে না জানে?

কার্ত্তবীর্য্যে বধ করি', করিলেন যেই মুনি
সর্ব্বক্ষত্র-নিধনের মঙ্গলাচরণ
—সেই দুষ্ট ভার্গবের উচিত দমন হ'লে
পরে যদি পরাভূত হয়েন রাবণ,
ধর্ম্মিষ্ঠ অথচ বলী সৌম্যাচারী রাম
একমাত্র বিশ্বপতি হবেন তখন।

শূর্প।—এখন তবে কি কর্ত্তব্য? এ বিষয়ে চিন্তা করে' আপনি কি স্থির করলেন?

মাল্য।—এখন পরশুরামকে উত্তেজিত করাই কর্ত্তব্য।

শূর্প।—রাম যদি তাকে পরাভব করে, সেও তো বড় দোষের কথা হবে।

মাল্য।—তা হলেও বলের দ্বারা তার প্রতীকার হতে পারে, কিন্তু—

সেই পঞ্চভূত যদি থাকে এই ভবে,
আর যদি শক্তিচয় থাকে সেই সবে,
কার সাধ্য পরাভব করে গো ভার্গবে?

এখন তবে ওঠো—মিথিলায় যাওয়া যাক্। প্রথমে চল মহেন্দ্র-দ্বীপে গিয়ে ভগবান্ ভার্গবের সহিত সাক্ষাৎ করি গে।

মাহাত্ম্যে গভীর যিনি শুচিগণ-অগ্রগণ্য
সুজন সরল।
প্রশান্ত প্রসন্ন-চিত পুণ্যের সমষ্টি যিনি
বিশ্বের মঙ্গল।
প্রভুত্বে উৎকর্ষ যাঁর আর যাঁর তপস্যার
বিশুদ্ধ বিকাশ

—হেরি সে পরশুরামে বল হয় উত্তেজিত,
পাপ হয় নাশ।

[উঠিয়া পরিক্রমণ ও প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

নেপথ্যে।—ওগো বিদেহ-নগরস্থ রাজান্তঃপুর-চারিগণ! কন্যান্তঃপুরগত রামভদ্রকে এই কথা বল:—

কৈলাসের উত্তোলনে, আর, ত্রিভুবন জয়ে
ভুজ-বল যাঁহার প্রথিত
সেই রাবণের যিনি দুর্দ্দম রণ-মদ
করেন গো হেলায় শমিত
—দুর্জ্জয় সে কার্ত্তবীর্য্য ; তার স্কন্ধ ছেদি যিনি'
ক্রোধবশে কুঠারের ঘায়
করিলা নির্ম্মুণ্ড-শাখা তরুসম পুরাকালে
—উপনীত তিনি গো হেথায়।
একবিংশবার যিনি করেন ক্ষত্রিয়কুলে
সম্যক্ সংহার,
ক্রৌঞ্চ-গিরি ভেদি যিনি করেন এ ধরাতলে
নব হংস-দ্বার,
হেরম্ব-ভিরিঙ্গি-আদি ভূত-সৈন্যবল যাঁর
—সেই তাড়কারি,
তাহারে জিনিলা যিনি —সেই বীর জামদগ্ন্য
মহা-ধনুর্দ্ধারী।
নিজ গুরু শঙ্করের
ধনু ভগ্ন হইয়াছে শুনি'
তোমারে গো জিজ্ঞাসিতে
রোষ-ভরে আইলেন মুনি।

(ধৈর্য্য-সহকারে রাম ও ত্রস্ত-ব্যস্ত হইয়া সীতা ও সখ্যের প্রবেশ)

রাম।—
মহাভাগ্য-মহানিধি, মহাদেব-শিষ্য যিনি,
বিশুদ্ধ চরিত যাঁর বেদ অধ্যয়নে,
—ভৃগুকুল-পতি সেই পরশুরামেরে আমি
—কি সৌভাগ্য মোর আজি—দেখিব নয়নে।
আমারেও দেখিবারে তিনিও উৎসুক অতি ;
কিন্তু এ সরলা সীতা পেয়ে মনে ত্রাস
লজ্জা ত্যজি' আসি' হেথা নিবারণ করে মোরে
কুলস্ত্রী-উচিত স্নেহ করিয়া প্রকাশ।

সীতা।—দেখ সখ্য! উনি আবার এখানে কি জন্যে?

সখ্য।—কুমার! এত তাড়াতাড়ি করবার কি দরকার?

রাম।—এ সময়ে উৎসাহ-উদ্যম সংযম করে' নিশ্চেষ্টভাবে থাকা উচিত হয় না।

সখ্য।—শুনেছি নাকি সেই পরশুরাম বারম্বার সমস্ত জীবলোককে নিঃক্ষত্রিয় করে' ভয়ানক কাণ্ড করেছিলেন।

রাম।—সেই মহাজ্ঞান-নিধির মাহাত্ম্যের কি ঐখানেই শেষ মনে কর?

কার্ত্তিক-বিজয়ে শ্লাঘ্য বিখ্যাত সে বাহু-বল
করিয়া প্রকাশ,
একবিংশতি বার বিপুল ক্ষত্রিয়কুলে
করিয়া বিনাশ,
কাশ্যপ গুরুরে তিনি সদ্বীপা সমগ্র পৃথ্বী
অশ্বমেধে করিলেন দান,
বাণ-প্রয়োগের ভয়ে সমুদ্র সরিয়া দূরে
ত্যক্তভূমে করিল প্রস্থান।
এ সমস্ত করি' তিনি বিষম কঠোর তপ
করিছেন এবে অনুষ্ঠান॥

(নেপথ্যে)

অব্যাহত-পরাক্রম ভার্গব এক্ষণে
পশে রোষে অন্তঃপুরে রাম-অন্বেষণে।
বেত্র-পাণি রক্ষিগণ
ভগ্ন-বল বিষণ্ণ অন্তরে
কষ্টে হেরে সে মূরতি
দৃষ্টি-ঘাতী—ত্রস্ত দৃষ্টি-ভরে,
আর, যত পরিজন
মুক্তকণ্ঠে হাহাকার করে!

রাম।—ইনিই তো শিষ্টাচার-পদ্ধতির প্রণেতা। তবে, এমন বিদ্বান্ হয়ে, এরূপ ভুল করচেন কেন? আচ্ছা, আমি ওঁর কাছে যাচ্চি। (ধীর ও উদ্ধত-ভাবে পরিক্রমণ)

সখ্য।—ওঃ! চারিদিকেই "হা হা! মহারাজ! চন্দ্রমুখ! হা রামচন্দ্র! হা জামাতা!"—এইরূপে সমস্ত অন্তঃপুরের পরিজনেরা কাতরভাবে বিলাপ

করচে।—ঠাকরুণ! আপনি স্বয়ং প্রভুকে এই কথা জানান্।

সীতা।—তিনি তাড়াতাড়ি চলে' গেলেন—আচ্ছা, আমি এখনি তাঁর কাছে যাচ্চি। (পরিক্রমণ)

সখ্য।—কুমার! কুমার! দেখুন, ঠাকরুণ বিহ্বল-চিত্ত হয়ে, বিপথে কোথায় যে চলে' যচ্চেন, তার ঠিক্ নেই!

রাম।—(সপ্রেম অনুকম্পা-বশতঃ ফিরিয়া আসিয়া):দেখ, সীতা অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েচেন—তুমি ওঁকে সান্ত্বনা কর।

সখ্য।—সখি! সুরাসুর-মর্দ্দন-সমর্থ ত্রৈলোক্য-মঙ্গল, মহতী 'জয়শ্রী-লাঞ্ছিত বিভ্রম-বিলসিত-নেত্রোৎপল-শোভিত স্নেহ-বিকশিত কুমারের মুখ-পদ্ম তো সর্ব্বদাই তোমার সম্মুখে দেখ্‌তে পাও—এখন কুমার বিজয়-অভিমুখে যাত্রা করচেন—এখন কেন উদ্‌ভ্রান্ত হচ্চ বল দিকি?

সীতা।—ওযে নিঃক্ষত্রিয়কারী পরশুরাম—তাই আমি এত উদ্বিগ্ন হয়েচি।

রাম।—প্রিয়ে! নিরুদ্বিগ্নমনে ফিরে যাও।

মধুক-কুসুম-কান্তি
অঙ্গ তব লাবণ্যের সার,
তাহে হইতেছে এবে
আতঙ্ক উৎকম্প অনিবার।
মুহূর্ত্ত করহ সহ
—এখনি গো আসিব আবার।
গুরু শ্বাসে নিপীড়িত
আধ-ফুটো পয়োধর-দুটি
ত্রিবলী-তরঙ্গ-রাজি
পরে যেন পড়িতেছে লুটি'
এবে শুধু ভয় হয়
—ক্ষীণ-মধ্য পাছে যায় টুটি'।

(নেপথ্যে)

ওগো! অন্তঃপুরচারী রক্ষিগণ! কোথায় দাশরথি রাম?

স্ত্রীলোকগণ।—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! উনি যে আবার কুমারকে ডাক্‌চেন।

রাম।—যিনি অকুটিল সরল সাহসের প্রভাবে অতি দারুণ কাণ্ড সম্পাদন করেছিলেন—পুষ্করাবর্ত্তক মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় তাঁর সেই পরিপুষ্ট গম্ভীর কণ্ঠস্বর আমার কানে কি ভালই লাগ্‌চে! (পরিক্রমণ)

সীতা।—এখন উপায় কি? (রামের ধনু আট-কাইয়া) আর্য্যপুত্র! যতক্ষণ না পিতা আসেন, তত-ক্ষণ তুমি ওখানে যেও না।

সখ্য।—ভয়ে দেখচি প্রিয়সখীর লাজুকতা চলে গেছে।

রাম।—(স্বগত) অনুরাগে আমি পরাস্ত হলেম। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা,আমি তবে ধনু ত্যাগ করে' এখনি শূন্য-হস্তে যাই।

(নেপথ্যে)

ওগো! অন্তঃপুরচারী রক্ষিগণ! দাশরথি রাম কোথায়?

সীতা।—আমি তবে ওঁকে আটকে রাখি।

রাম।—কি আশ্চর্য্য!

তপোবল-নিধি সেই ভার্গবের আগমনে
একদিকে করে আকর্ষণ
সৎসঙ্গ-অনুরাগ আর বীর-রসোন্মাদ;
অন্য দিকে দেখ গো এখন
বৈদেহীর আলিঙ্গন চন্দন-শশাঙ্ক সম
—সুশীতল অতি—
উৎপাদি আনন্দ মনে চৈতন্য বিলোপ করি'
রোধে মোর গতি।

সখ্য।—দীপ্যমান দিবাকর-উদ্‌ভাসিত বপু
—তাহার সংযোগে আরো অধিক ভাস্বর
সুতীক্ষ্ণ পরশু হস্তে করিয়া ধারণ,
সর্ব্বক্ষত্র-নাশী সেই ভার্গব আগত;—
সহস্র অনল-শিখা সম বিশৃঙ্খল
জটাভার; দীর্ঘ দৃঢ় পাদক্ষেপ-ভরে
আকুল বিহ্বল হয়ে কাঁপে বসুন্ধরা।

রাম।—
এই সে ভার্গব মুনি
ত্রিভুবনে বীরের প্রধান
তেজোরাশি, তপোবল
দুয়ের মিলন মূর্ত্তিমান,
প্রচণ্ড সে বীররস
পিণ্ডভাবে যেন অধিষ্ঠান।
পুণ্যবান্ হইলেও ভীম-কর্ম্মা অতি
ব্রতের পরম নিধি, অমিত-শকতি,

—সৌম্য দারুণ মূর্ত্তি করিয়া ধারণ
বিরাজ করেন (সবিস্ময়ে) যেন অথর্ব্ব-নিগম।
মহারুদ্র কাল-অগ্নি প্রলয়-প্রণয়ী যিনি,
দেব-দেব ত্রিপুর-নাশন।
উপজিলে ক্রোধ, যাঁর অতি তীক্ষ্ণ শক্তি-সার
বিনাশিতে পারে ত্রিভুবন
—তাঁর সেই শক্তি-রাশি পৃথক্ হইয়া আসি
বিপ্ররূপে উদয় এখন।

অহো! ইনি আপনার ইচ্ছামত কি অদ্ভুত সাজেই সজ্জিত হয়েচেন।

দীপ্ত শিখা-উদ্ভাসিত ভাস্বর কুঠার-অস্ত্র
রহে সন্নিধান।
স্কন্ধে তূণ, শিরে জটা, পৃষ্ঠে ধনু, মৃগ-চর্ম্ম
চীর পরিধান।
বিরাজিছে হস্তে শর, জপমালা-অক্ষ-সূত্র
বলয়-আকারে,
অহো! এই পরিচ্ছদ উগ্র শান্ত দুই শোভা
ধরে একাধারে।

প্রিয়ে! দেখ, ইনি পূজনীয় ব্যক্তি, তুমি এখান থেকে গিয়ে অবগুণ্ঠন পরে' এসো।

সীতা।—কি সর্ব্বনাশ! সেই পরশুরাম আবার এসেছে? (অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া) আমাকে রক্ষা কর—রক্ষা কর—জানি নাথ তুমি বীরজনপ্রিয়—কিন্তু আমাকে ক্ষমা কর—ওর কাছে তুমি যেও না।

রাম।—দেখ প্রিয়ে!

ওই যে গো মহামুনি অদ্বিতীয় বীর উনি
—তাই মোর সমধিক প্রিয়।
ক্ষত্রিয়া তুমি গো সীতা কেঁপো না গো হয়ে ভীতা
—ক্ষত্র হয়ে ছিছিছি ও কি ও?
এ জগতে কীর্ত্তি যার হয়ে আছে সুবিস্তার,
দর্পে হয় বাহু কণ্ডুয়ন
—সেই সে সমর-কামী ক্ষত্রিয় রাঘব আমি
—আমি ওঁরে ভেটিতে অক্ষম?

(ক্রুদ্ধ জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

জাম।—কি আশ্চর্য্য! দুরাত্মা ক্ষত্রিয়-বটু একেবারে আত্মজ্ঞান-রহিত দেখ্‌চি।

শঙ্কর ভবানীপতি— সর্ব্বভূতে দয়া যাঁর,
শান্ত-আত্মা অতি
—ধনু তাঁর করি' ভগ্ন না যদি করয়ে শঙ্কা
তাঁরে এক রতি,
শোনে নিকি ক্ষত্র-বটু মহাদেব-পুত্র সেই
কার্ত্তিকের নাম?
—মদান্ধ তারকে বধি' বিশ্বেরে আনন্দ যিনি
করেন প্রদান?
অথবা শোনেনি সে কি আছে শম্ভু-প্রিয় শিষ্য
স্কন্দেরি সমান?

আমার ক্রোধ-শান্তিরই দেখ্‌চি এই দারুণ পরিণাম।

উন্মাদন ভুজবলে, যে সব ক্ষত্রিয়-পরে
কষ্টে আধিপত্য আমি করিনু স্থাপন
—সেই সব ক্ষত্রগণ পুনঃ দেখি ধনু ধরে,
তাদের ঔদ্ধত্য পুন করি যে শ্রবণ।

রাম।—তপ-তেজ বীর্য্য যাঁর
করে নাহি কেহ অতিক্রম,
যশোনিধি সেই মুনি
সত্য গর্ব্বে পূর্ণ যাঁর মন,
আমার এই হস্ত আজি
তাঁর প্রতি ধায় রোষ-ভরে
নব-ধনু-শিক্ষা-বলে
দর্প চূর্ণ করিবার তরে;
তা ছাড়া, বন্দিতে ব্যগ্র
পূজ্য ও চরণ দুটি ধরে'।

কিন্তু তাও বলি, শিষ্টাচারের উনি উপযুক্ত পাত্র নন।

জাম।—ওগো অন্তঃপুর-রক্ষিগণ! কোথায় সে দাশরথি রাম?

রাম।—এই যে আমি। এই দিকে আসুন—এই দিক্ দিয়ে।

জাম।—সাধু রাজপুত্র সাধু! তুমি যথার্থই ইক্ষ্বাকু-বংশীয়।

ক্ষত্র জাতি-পরিশুদ্ধ
দেখি তব সাহস-বিক্রম।
করি-কুম্ভ-বিদারণ
সিংহ করে যেই অন্বেষণ
আর অগ্নি দর্প-ভরে
আপনারে করিলে অর্পণ?

স্ত্রীলোকগণ।—স্বস্তি! স্বস্তি! রামের যেন কোন অমঙ্গল না হয়।

জাম।—(নিরীক্ষণ করিয়া স্বগত) ক্ষত্রিয়-কুমারটি বড়ই সুন্দর—ওকে বধ করব ?

শিরে শোভে কাক-পক্ষ, আনন হয় গো লক্ষ্য
স্বভাবতঃ গম্ভীর সুন্দর।
দেখে মনে হয় হেন প্রউঢ় ও বাল্য যেন
ধরে শোভা হয়ে একত্তর।
সহসা দেখিয়া ওরে সৌন্দর্য্যে মন যে হরে
—তবু হবে বধিতে উহারে।
কি আশ্চর্য্য হায় হায়! কি আর আছে উপায়,
ধিক্ এ নিষ্ঠুর বীরাচারে!

(প্রকাশ্যে)

অক্ষুণ্ণ যে হর-ধনু
পূর্ব্বে কভু পায়নি আঘাত
হইল দ্বিখণ্ড এবে
—এই কথা শুনি অকস্মাৎ
ক্রোধানলে প্রজ্বলিত ভার্গব পরশুরাম
ভয়ঙ্কর অতি।
জ্বলন্ত-পরশু তাঁর এখনি গো তব কণ্ঠে
হইবে অতিথি
—যার,তরে শঙ্করের "খণ্ডপরশু" নাম
ত্রিলোকে বিস্তৃতি।

স্ত্রীলোকগণ।—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! উনি যে একবারে রেগে আগুন।

রাম।—(ধৈর্য্য, বহুমান ও কৌতুকের সহিত নিরীক্ষণ করিয়া) আপনি তো সেই মহাত্মা—যিনি পুরাকালে সসৈন্য কার্ত্তিকেয়কে পরাজিত করায়, মহাদেব আপনার গুণে বশীভূত হয়ে, সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত আপনাকে শিষ্য করে' রাখেন, আর শেষে প্রীত হয়ে এই পরশুটি প্রসাদ-স্বরূপ দান করেন ?

সখ্য।—ঠাকরুণ! দেখ দেখ, রাজকুমারের মনে যথেষ্ট ভক্তিভাব আছে, অথচ নিষ্কম্প ধীর-গম্ভীরভাবে ভগবান ভার্গবের ঐ অস্ত্রকে যেন উপহাস করচেন।

সীতা।—(সবিস্ময়ে অস্ত্র-দর্শন)

জাম।—(স্বগত) আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! মহা-বীরমাত্রেরই এইরূপ ভাব। সে যে কি অচিন্ত্যনীয় মাহাত্ম্য ও সৌজন্য, তা কোন লক্ষণের দ্বারা নিরূপণ করা যায় না—ক্রোধে গম্ভীর, পৌরুষে ধীর। (প্রকাশ্যে) রাম! দাশরথি! হাঁ, এই সেই পূজ্যপাদ গুরুদেবের প্রিয় পরশু।

সখা।—যা হোক, এই আলাপে মনে হয়, ক্ষণ-কালের জন্যও যেন কোপের শান্তি হয়েচে।

জাম।—

অস্ত্রের প্রয়োগে শিক্ষা কার শ্রেষ্ঠতর
—কার্ত্তিকে আমাতে ইথে বাধিল সমর।
ভূত-সৈন্যে হইলেও কুমার বেষ্টিত
করিলাম আমি তাঁরে যুদ্ধে পরাজিত।
গুণপক্ষপাতী গুরু দেব ত্রিলোচন
অল্পতেই হয়ে তুষ্ট, করি' আলিঙ্গন
করিলেন এই অস্ত্র মোরে অরপণ।

রাম।—(স্বগত) কি ?—"অল্পেতেই' এই কথা বল্লেন না ? অহো! গর্ব্ব-গৌরবের এ যে পরাকাষ্ঠা। (প্রকাশ্যে) সেই জন্যই তো ভগবান্! আপনার বীর-যশ ভূলোক-দ্যুলোকে বিস্তৃত।

সুপ্রচণ্ড চণ্ডীপতি ত্রিভুবন-গুরু সেই
দেব-দেব শম্ভু ভগবান্।
যে পরশু-সংস্রবে ত্রিলোকে প্রথিত তাঁর
"খণ্ডন-পরশু" এই নাম,
—তারকারি স্কন্দে জিনি'— সে পরশু লাভ করি
খ্যাত তুমি গো পরশুরাম!
জমদগ্নি-পুত্র তুমি, তব গুরুদেব সেই
পিনাকী মহেশ ভগবান্।
তব মহাবলবীর্য্য— বাক্য-অগোচর যাহা—
কার্য্যে তার ব্যক্ত পরিণাম॥
সপ্ত সিন্ধু-মহী তব
অকপট বদান্যতা-সীমা।
ক্ষত্রব্রহ্ম তপোনিধি!
অলৌকিক তোমার মহিমা॥

সখ্য।—রাজকুমার জানেন, গুরুজনদের কিরূপ প্রিয় কথা বলতে হয়।

জামদগ্ন্য।—

ওগো রাম! হৃদি তব যেমন মহান্
তেমনি গো তুমি সর্ব্ব-নয়নাভিরাম।
না জানি কি গুণে তুমি এত রমণীয়
সর্ব্বাংশেই তুমি মম হৃদয়ের প্রিয়।
হেরম্বের এক দন্তে বিদ্ধ যেই বক্ষ,
কার্ত্তিকের বাণ-চিহ্ন যাহে হয় লক্ষ্য,

সেই বক্ষ পাতি দিয়া —লভিয়া গো তোমা হেন
অলৌকিক বীর—
ইচ্ছা হয় আলিঙ্গিতে; সত্য কহি, দেখ মোর
রোমাঞ্চ শরীর।

সখ্য।—ঠাকুরাণি! দেখ, আমাদের রাজকুমার লোকের কত প্রিয়। তুমিই কেবল লজ্জায় পরাঙ্মুখী হয়ে ওঁর সংসর্গ-সুখ হতে আপনাকে বঞ্চিত করুচ।

সীতা।—(অশ্রুপূর্ণ-নয়নে নিঃশ্বাস ত্যাগ)

রাম।—ভগবন্! আপনি আলিঙ্গনের কথা বলচেন—কিন্তু এ ব্যাপার যে তার বিপরীত।

সখ্য।—(স্বগত) এঁর ধীর-স্নিগ্ধ বিনয়ও কেমন আত্ম-গৌরবে ভূষিত!

জাম।—(স্বগত) এই রাজকুমারের অন্তঃকরণটি দেখ্‌চি সৌজন্যপরিশুদ্ধ, আর ইনি আত্ম-পর উভয়েরই সমান গুণগ্রাহী। এই প্রকৃত বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে মহান্ অহঙ্কারও যে বিদ্যমান, তা নিপুণবুদ্ধি ব্যক্তি ভিন্ন সহসা কেউ বুঝ্‌তে পারে না।

অপূর্ব্ব চরিত্র এঁর
অলৌকিক অদভুত অতি
আকৃষ্ট আমি গো তাহে
—তবুও অনাস্থা আমা প্রতি?
না জানি কি পদার্থ এ
দেখি বীর-শিশুর আকারে
বিধাতা গড়িল যেন
অপ্রমেয় মাহাত্ম্যের সারে।
আশ্চর্য্য!—
সবার বাঞ্ছিত পুণ্য
—ত্রিভুবনে অভয়-প্রদান;
—সেই পুণ্যরাশি দিয়া
যেন ওই দেহের নির্ম্মাণ।
বিস্ফুরিত তাহে লক্ষ্মী, মান, পরাক্রম।
সাত্ত্বিক-গুণ-উজ্জ্বল তেজ ও ধরম॥
লোক-ত্রাণতরে যেন তিন বেদ করিল গো
মূরতি গ্রহণ।
বেদ-রত্ন-রক্ষা-তরে ক্ষাত্র ধর্ম্ম করে যেন
শরীর ধারণ॥
শক্তির সমষ্টি, আর
বিশ্বের সমস্ত গুণ-রাশি,
নিখিল সঞ্চিত পুণ্য
আবির্ভূত যেন দেহে আসি'॥

(প্রকাশ্যে) ওগো! এই বধূটিকে ভিতরে নিয়ে যাও।

রাম।—(স্বগত) বটে বটে।

(নেপথ্যে)

ধনুর্দ্ধারী সীরধ্বজ
করিছেন হেথা আগমন।
আর তাঁর পুরোহিত
শতানন্দ ঋষি গউতম॥

সখ্য।—ঠাকরণ! তোমার পিতা এসেছেন। এসো, আমরা ভিতরে যাই।

সীতা।—(স্বগত) ভগবতি সংগ্রাম-লক্ষ্মি!—আর্য্যপুত্র যেন বিজয়ী হন—কৃতাঞ্জলি হয়ে এই প্রার্থনা করি।

[নারীগণের প্রস্থান।

জাম—
মনীষী জনক ইনি— শতানন্দ পুরোহিত
যাঁহার রক্ষণে নিয়োজিত,
আদিত্যের শিষ্য সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যাঁরে
ব্রহ্মজ্ঞান করিলা বিবৃত।

যদিও ইনি সদাচারী, তবু ক্ষত্রিয়। তাই এঁকে দেখে যেন আমার শিরঃশূল উপস্থিত হচ্চে।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া জনক ও শতানন্দের প্রবেশ)

শতা।—রাজন্! এ স্থলে এখন কি কর্ত্তব্য?

জন।—ভগবন্!

মহর্ষি পরশুরাম অতিথি যদি গো হন
এই গৃহে এসে,
পাদ্য-অর্ঘ্য কুশাসন বিপ্রবরে দেওয়া হোক্
—মধুপর্ক শেষে।
কিন্তু পুত্র-রত্ন পরে করেন যদি গো ইনি
শত্রুতাচরণ,
তা হ'লে করিতে হবে ইঁহার বিরুদ্ধে সদ্য
ধনুক ধারণ।

(পরিক্রমণ)

রাম।—ভাল, আপনি এত অশ্রু মোচন করচেন কেন?

জাম।—না না—ও কিছু না।

যারে হেরি' সুখরাশি একত্র মিলিয়া যেন
চিত্ত মাঝে হয় গো বিস্তার,
যারে হেরি' হৃদি-মাঝে জনমে প্রগাঢ় স্নেহ
—নয়নের আনন্দ অপার,
সেই গো শ্রীমান্ তুমি মঙ্গল-কঙ্কণ, হস্তে
করিয়াছ নব পরিধান।
হৃদয়ের প্রিয় তুমি তুমিই করেছ মোর
গুরুদেব শিবে অপমান।
তাই তুমি বধ্য এবে, তথাপি হতেছে ইথে
ব্যথিত গো এ মোর পরাণ॥

রাম।—ভার্গব! জানি, আমার প্রতি আপনার দয়া আছে।

জাম।—ওরে! মনে করচিস্ কি তুই রক্ষা পাবি?

অমৃত-পূরিত স্নিগ্ধ জলদ-সমান
সুন্দর শরীর তোর কিবা শোভমান
—সেই দেহে অবস্থিত কম্বু-কণ্ঠ তোর,
তাহাতে পড়িবে হায় এ কুঠার মোর।

রাম।—সত্যই দেখচি, আমার পরে আপনার করুণার উদ্রেক হয়েছে।

জাম।—ওরে ক্ষত্রিয়-ডিম্ব! শুনতে পাই নাকি একটি ক্ষুদ্র নববধূকে তুই সম্প্রতি বিবাহ করেচিস্, তাই আমার বড় কষ্ট হচ্চে। এরূপ কষ্ট আমার পূর্ব্বে কখন হয়নি, আমার পক্ষে এ এক নূতন ব্যাপার।

প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে— লোকেও তা অবিরত
করে গো কীর্ত্তন
—জামদগ্ন্য-রাম পূর্ব্বে আপন মাতার মুণ্ড
করিলা ছেদন।
তা ছাড়া, ওরে মূঢ়!—
ক্ষত্র-পরে রোষ করি' ক্ষত্র-নারী-গর্ভ হতে
ক্ষত্র-পুত্র বাহির করিয়া
খণ্ড খণ্ড করি' কাটি,' একবিংশতিবার
রাজকুলে সমস্ত বধিয়া,
সেই রক্ত-পূর্ণ হ্রদে মহানন্দে স্নান করি'
পিতৃবধ-রোষানল যে করে শমিত,
সেই সে পরশুরাম;— উদ্দাম স্বভাব তার
সর্ব্বভূত-মাঝে কার নহে গো বিদিত?

রাম।—এ স্থলে তো নৃশংসতা দোষ দেখা যাচ্চে—এতে আবার শ্লাঘা কিসের?

জাম।—আরে ক্ষত্রিয় বটু!—তোর তো ভারি ধৃষ্টতা দেখচি।

প্রহার করহ মোরে
নোয়াইয়া ধনুক তোমার,
আমি চাই—শক্রজন
আগে করে আমারে প্রহার।
আঘাত করিলে আমি
অগ্ন্যুদ্‌গারী প্রদীপ্ত কুঠারে,
স্কন্ধ-বন্ধ ছিন্ন তব
এখনি যে হবে সে প্রহারে,
কবন্ধ হইলে পরে
পারিবে কি পুন যুঝিবারে?

জনক, শতানন্দ।—বৎস রামভদ্র! নিজ শক্তি-সামর্থ্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে' নির্ভয়ে অবস্থান কর। এখন কিছু কাল সহসা কোন কাজে প্রবৃত্ত হয়ো না।

রাম।—হায়! এখন আবার অনুমতির অপেক্ষায় থাক্‌তে হল।

জামদগ্ন্য।—আঙ্গিরস! মঙ্গল তো?

শতানন্দ।—হাঁ, সমস্ত মঙ্গল—বিশেষতঃ আপনার দর্শনে। তা ছাড়া;—আপনি যদি অতিথি হয়ে এসে থাকেন, আপনি আমাদের পূজ্যতম অতিথি—আমরাও আপনার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত।

জাম।—তুমি পুরোহিত, সদাচারী, গৃহাশ্রমী, যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য। সর্ব্বাংশেই যোগ্য—কিন্তু আমি আতিথ্য-প্রার্থী নই।

শতানন্দ।—দেখুন, কন্যান্তঃপুরে সহসা প্রবেশ করে' আপনি অন্তঃপুরের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করেচেন।

জাম।—দেখ, আমি অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণ। রাজগৃহ-ব্যবহারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ।

রাম।—(স্বগত) যিনি সমস্ত পৃথিবী দক্ষিণা-স্বরূপ কাশ্যপকে দান করেন, অন্য সাধারণ রাজাদের প্রতি তাঁর এই গর্ব্বোপহাস শোভা পায়।

জনক।—আমাদের রক্ষিত রাঘব-শিশুর অনিষ্ট আপনি কেন ইচ্ছা কর্‌চেন?

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চু।—দেবীরা কঙ্কণ-মোচনের জন্য সমবেত হয়েচেন, মহারাজ! বরকে পাঠিয়ে দিন।

জনক-শতানন্দ।—বৎস রামভদ্র! শ্বশ্রূজন তোমাকে ডাক্‌চেন, তুমি যাও।

রাম।—জামদগ্ন্য! দেখুন, গুরুজনেরা আমাকে এইরূপ আদেশ কর্‌চেন।

জাম।—আপত্তি কি? তুমি যাও, লোক-ধর্ম্ম পালন কর গে। জ্ঞাতিরা তোমাকে এখন দেখুন। কিন্তু দেখ, অরণ্যবাসীরা জনপদে অধিক কাল থাক্‌তে পারে না। তাই শীঘ্র আমি যেতে ইচ্ছা করি। অতএব অনর্থক যেন কালক্ষেপ করা না হয়।

রাম।—আচ্ছা।

(সুমন্ত্রের প্রবেশ)

সুমন্ত্র।—মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আপনাকে আর ভার্গবকে আহ্বান কর্‌চেন।

অন্য লোক।—মহর্ষিরা কোথায়?

সুম।—মহারাজ দশরথের নিকটে।

রাম।—গুরুজনের আদেশ—যাওয়া যাক্।

অন্য লোক।—এসো, আমরাও সেইখানে যাই।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি পরশুরাম-সংবাদ নামক দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় অঙ্ক

দৃশ্য—যজ্ঞ-সভা

(বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক ও শতানন্দের প্রবেশ)

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র।—শোনো জামদগ্ন্য!

যজ্ঞ-পূর্ত্ত-কর্ম্মাদির বিঘ্নকারী মহাশত্রু
যে রাক্ষসগণ
তাদের দমন করি' হলেন ইন্দ্রের যিনি
মিত্র প্রিয়তম,
বজ্রীর দ্যুলোক সম ভূলোকে সৌরাজ্য যিনি
করিলা স্থাপন,
যাঁহার সম্মুখে থাকি' মোরা দোঁহে করি সদা
মঙ্গল চিন্তন,
অধিক বলিব কিবা— সূর্য্যবংশোদ্ভব যিনি
—অধিপতি এই বিশ্ব-মাঝে
সেই পুত্র-প্রিয় রাজা বয়োবৃদ্ধ দশরথ
অভয় যাচেন তোমা-কাছে।

অতএব আপনি এই নিষ্ফল কলহ হতে বিরত হোন্। দেখুন:—

বৃহৎ বাছুর এক, হইয়াছে আনা তব তরে,
অন্ন হইতেছে পাক দিয়া তাহে ঘৃত।
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ তুমি, আসিয়াছ শ্রোত্রিয়ের ঘরে,
আতিথ্য গ্রহণ করি' কর অপ্যায়িত॥

জাম।—এ স্থলে আমার নিবেদন এই, যদি রাম একজন মহাবীর না হতেন, তা হলে আমি তাঁর আতিথ্য গ্রহণ কর্‌তে পার্‌তেম।

শিশু হইলেও দেখ অলৌকিক কার্য্যতরে
সুবিখ্যাত রাম।
"অসহন হইলেও ভার্গব রহিল সহি'
ঘোর অপমান
গুরুজন-বাক্যে শুধু";—এ কথা উঠিলে কে গো
করিবে বিশ্বাস?
বিশ্বাস করেও যদি প্রকৃত কথাটি কে গো
করিবে প্রকাশ?
বীরব্রত যাহাদের প্রায়ই তাহাদের হয়
শত্রু রাশ-রাশ॥

তা ছাড়া:—

মহৎ জনের যশ শূন্য পরিপূর্ণ করি'
বিশ্বময় হইলে বর্দ্ধন,
একটুও ছিদ্র তাহে পায় যদি অতিকষ্টে
নীচ-চেতা জন-সাধারণ,
বাড়াইয়া তোলে তাহা;—সে কলঙ্ক-কিম্বদন্তী
কভু নাহি হয় উপশম।

বশিষ্ঠ।—শোনো বৎস! যাবজ্জীবন এই অস্ত্র-পিশাচকে অবলম্বন করে' আর কি হবে? জামদগ্ন্য, তুমি বেদ-বিৎ, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ও বনবাসী—তুমি পবিত্র পন্থার অনুসরণ কর। "মৈত্র, করুণা, মুদিত, উপেক্ষা" এই চারিটি চিত্ত-প্রসাদনী বৃত্তির অনুশীলন কর। তোমার শোক-বিরহিতা জ্যোতিষ্মতী সাত্ত্বিকা বৃত্তি বিমলা হোক্, আর তুমি পরশুকেও পরিত্যাগ কর। এই প্রসন্নতা হতে উৎপন্ন অন্তঃসাধন-সাধ্য, সর্ব্বার্থ সামর্থ্য-বিশিষ্ট, বলান্বিত ঋতম্ভর নামক দর্শন-বিজ্ঞান অন্তর্জ্যোতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিকট আবির্ভূত হয়, এবং বিপর্য্যাস জ্ঞানরূপ মলাবরণও দূর হয়। অতএব ব্রাহ্মণের সেইরূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য—যদ্দারা মৃত্যুরূপ পাপকে

অতিক্রম করা যায়। আর তপস্যাতেও তো তোমার বিলক্ষণ অভিনিবেশ আছে। দেখ :—

ঋষি-পরিষৎ এই, ভরত-মাতুল হেথা
বৃদ্ধ যুধাজিৎ,
অমাত্যগণের সহ আর বৃদ্ধ লোমপাদ
নৃপ উপস্থিত।
অবিরত-যজ্ঞ এই ব্রহ্মবাদী বৃদ্ধ রাজা
জনক-কুলের পতি
—ইনিও তোমার কাছে অভয় দানের তরে
দেখ করেন মিনতি।

জাম।—সে কথা সত্য। কিন্তু—
রামচন্দ্রে বধ করি, শত্রু-মূল যতক্ষণ
করিতে না পারি উৎপাটন
তাবৎ আচার্য্য হরে, আচার্য্যাণী পার্ব্বতীরে
নারিব যে করিতে দর্শন।

বিশ্বা।—যদি গুরুর নাম-রক্ষার অনুরোধে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ে থাকো, তা হলে আমিও তো তোমার গুরুজন—আমার কথাটাও মনে কোরো।

ব্রহ্মা হতে তিন ঋষি হন উৎপন্ন
বশিষ্ঠ ও ভৃগু—দুই, অঙ্গিরা গো অন্য।
এই সে বশিষ্ঠ আমি, তুমি সেই ভৃগুঋষি-পুত্র
আর এই শতানন্দ—অঙ্গিরার ইনি গো প্রপউত্র।

জাম।—প্রায়শ্চিত্ত করিব গো
অতিক্রমি' গুরুজন-বাণী,
তবু না করিব ত্যাগ
শস্ত্রগ্রহব্রত কভু আমি।
মোক্ষাপেক্ষা মান-রক্ষা
স্বভাবতঃ আমার যে প্রিয়,
তার সাক্ষী দেখ না গো—
তোমরা তো আমারি আত্মীয়
—তোমরা মোক্ষের প্রার্থী,
করুণার্দ্র তোমাদের চিত,
আমার কর্কশ বাহু
ধনুর্গুণ-কিণাঙ্কে লাঞ্ছিত।

বিশ্বা।—(স্বগত)
প্রশস্ত মাহাত্ম্য-গুণ
পদে পদে করি' উদ্গিরণ
মর্ম্ম-ভেদী বাক্যে, মোর
বিস্ময় করিল উৎপাদন।

জাম।—তা ছাড়া, ভগবন্ কুশিক-নন্দন!
ব্রহ্মে মন যাঁহাদের
দিবা-নিশি রহে একতান
—সেই বশিষ্ঠাদি ঋষি
তোমরা তো অতি মান্যমান।
বীরাচারে তোমরাই গুরু পুরাতন
তোমাদেরি জিজ্ঞাসি গো, বল তো এখন ;—
ভৃগু-কুলে জন্ম লভি,' বহু পুণ্যফলে
যে হয়েচে শস্ত্র-ধারী এই ভূমণ্ডলে
কি তার উচিত করা এইরূপ স্থলে ?

বশি।—(স্বগত)
গুণের প্রভাবে ইনি অতীব মহান্,
স্বভাবে আবার ইনি অসুর সমান।
চরিত্রে উৎকর্ষ-লাভ
করিলেন সরব-প্রকারে,
দর্প স্ফুটি ওঠে তাই
ইঁহার গো সমস্ত আকারে।

বিশ্বা।—বৎস! আমি এই কথা বলি ;—
ব্যক্তিগত অপরাধে—গর্ভজাত ক্ষত্রকেও
কোপবশে করিয়া সংহার—
সমস্ত ক্ষত্রিয়-কুল নির্ম্মূল করিলে তুমি
—দেখ ওগো—একবিংশবার।
তার পর ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রজ ক্ষত্রিয় যারা
তাহাদেরো বধিলে আবার।
স্বয়ন চ্যবন-আদি নিবারিলে, তব ক্রোধ
হইল নিবৃত্ত।
তখন বিরত হয়ে আবার এ কার্য্যে কেন
সহসা প্রবৃত্ত ?

জাম।—পিতৃবধ প্রযুক্ত ক্ষত্র-বধ-মহাব্যাপারে নিযুক্ত হয়ে আবার যে আমি তাহা হতে বিরত হয়েছিলেম, এ কথা আমি অস্বীকার করি নে।

—প্রিয় হইলেও মোর - বিসর্জ্জিয়া ক্ষত্রিয়ের
নিধন-উদ্যোগ
বজ্র-সম পরশুরে সমিৎ-ছেদনে কি গো
করি নি প্রয়োগ ?
যথা আশীবিষ হয়
বিষ-বহ্নি হইলে বিগত
—সেইরূপ বাণ-দন্ত
হয় নিকি স্বকার্য্যে বিরত ?

সত্য বটে করেছিনু, কোপ ও কুঠার ত্যাগ
চ্যবনাদি-আত্মীয় বচনে,
কিন্তু কালে পুন যে গো, ক্ষত্রকুলে ছায় ধরা
—দিক যথা দগ্ধোত্থিত বনে।

অন্য কারণেও রাম আমার বধ্য।

রাঘবের শিশু এই
করেছে গুরুরে অপমান
তার শিরশ্ছেদ করি'
বনে যবে করিব প্রস্থান।
—রাঘব-জনক-কুল চির-শান্তি লাভ যেন
করেন তখন,
ঔদ্ধত্য-অত্যাচার আর যেন কেহ পুন
না করে কখন।

শতা।—কার এমন শক্তি আছে যে, আমার প্রিয় যজমান রাজর্ষি বিদেহ-রাজের কিম্বা তাঁর জামাতার ছায়াকেও আক্রমণ করতে পারে?

এই গৃহ-পতি-গৃহে
আমরা গো চির-অবস্থিত
—গুরু স্তম্ভাধারে যথা
গৃহ্য-বহ্নি সতত রক্ষিত।
করে যদি আমাদের ঘোরতর অপমান
সেই গৃহে প্রবেশিয়া অন্যে
ধিক্ তবে আমাদের!— ধিক্ আঙ্গিরস-কুলে!
ধিক্ বলি এ মোর ব্রাহ্মণ্যে।

বিশ্বা।—সাধু বৎস গৌতম! সাধু এই রাজা সীরধ্বজ জনক যিনি—তোমার মত পুরোহিত লাভ করে' কৃতার্থ হয়েচেন।

যে রাষ্ট্রের সুরক্ষক
পুরোহিত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ
সে রাজ্যের দুঃখ-কষ্ট
ক্ষয় ধ্বংস না ঘটে কখন।

জাম।—দেখ গৌতম! তোমার মত অনেক পুরোহিতের ব্রহ্মতেজে ক্ষত্রিয়গণ তখন সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু সে তেজ এখন আর কোথায় রইল? এ তুমি জেন, সামান্য তেজোরাশি অলৌকিক জ্যোতিতে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।

শতা।—(সক্রোধে) ওরে পশু! নিরপরাধ-রাজকুল-হন্তা—মহাপাতকি! অশিষ্ট বিকৃত-চেষ্টান্বিত বীভৎসকর্ম্মা! অপূর্ব্ব পাষণ্ড! স্বধর্ম্ম-ত্যাগী ধানুকী! কি?—তুই এখানেও ধৃষ্টতা করচিস্?—আরে! তুই কি ব্রাহ্মণ? অহো! তোর আচার মহা-ব্রাহ্মণেরই অনুরূপ বটে!

জননীর শিরশ্ছেদ,
গর্ভগত শিশুর ছেদন
যজ্ঞ-রত নৃপে বধ
—এ কি নয় ব্রহ্মহত্যা সম?

জাম।—আরে স্বস্তিবাচনিক প্রতিগ্রহোপজীবী সামন্ত-পুরোহিত! তুই আমাকে স্বধর্ম্মত্যাগী ধানুকী বলিস্?

শতা।—আরে দুষ্ট দুর্মুখ ভৃগুবংশ-কলঙ্ক!

রাজগণ, গুরুগণ আপন মহিমাগুণে
অতি ক্ষমাশালী
—তাই তো সহেন এঁরা, কিন্তু শতানন্দ কভু
না সহিবে গালি।

(শাপ-প্রদানার্থ কমণ্ডলু-জলে আচমন)

বশি।—কে আছ গো ওখানে? ওঁকে শান্ত কর! শান্ত কর! ওঁর ব্রহ্মতেজ, ব্যজন-প্রজ্বলিত মন্ত্রপূত দধিসিক্ত ঘৃতাহুতি-প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় অতি ভয়ঙ্কর।

শতা।—(ক্রোধে শাপোদক গ্রহণ করিয়া) ভো ভো সভাসদ্‌গণ! আপনারা দেখুন:—

শক্রকৃত অপমানে ক্রোধ মোর প্রজ্বলিত
হয়েছে এমনি
—প্রলয়-ক্ষুভিত বায়ু— তাহা হতে ছোটে যেন
প্রচণ্ড অশনি—
এই আততায়ী জনে, ক্রম-সম ভস্মসাৎ
করিব এখনি।

(নেপথ্যে)

ভগবন্! শান্ত হোন্। ইনি আপনার গৃহাগত অতিথি। অতএব আপনার দুর্জ্জয় তপস্তেজ শমিত হোক্।

নানা-গুণে শ্লাঘ্য ইনি
দ্বিজোত্তম তাতে গো আবার,
তা ছাড়া আত্মীয় জন
—এ কি তব উচিত ব্যভার?

সুবিদ্বান্ হইলেও
বিচলিত ইনি মার্গ হতে
—করুন ক্ষত্রিয় জয়,
তুমি শান্তি ভজ বিধিমতে।

বশিষ্ঠ।—(শাপোদক শতানন্দের হস্ত হইতে সরাইয়া) বৎস শতানন্দ! বৈবাহিক মহারাজ দশ-রথ যা বল্লেন, তাই ঠিক্—তা ছাড়া :—

যা কিছু কল্যাণকর এই শুভ কার্য্যে আজি
এসো মোরা করি গো চিন্তন।
জাবালি-প্রভৃতি-সহ অগ্নি সাক্ষী করি' তুমি
শান্তি-কার্য্য কর সম্পাদন।
তার পর বামদেব অমঙ্গল জিনিবারে
মন্ত্র করি' জপ
জয়-অনুকূল সূক্ত আর,সাম-অনুবাক্,
—পড়ুন সে-সব।

(আলিঙ্গন করিয়া প্রস্থানোদ্যত)

জাম।—এই ক্ষত্রিয়াশ্রিত বটুর আস্ফালনটা একবার দেখ—কিন্তু ওতে কি হবে? ওগো দশরথ-জনকের প্রসাদোপজীবী ব্রাহ্মণেরা! আর, সপ্ত-দ্বীপ ও কুল-পর্ব্বত-প্রদেশ-নিবাসী ক্ষত্রিয়গণ!—তোমাদের আমি বল্‌চি শোন :—

তোমাদের মধ্যে হেথা— কিবা তপে কিবা শস্ত্রে
আছে যার দর্প বিলক্ষণ
—প্রচণ্ড আমি যে শত্রু না পারি সহিতে মোরে—
যত ইচ্ছা করুন গর্জ্জন।
আমি গো পরশুরাম অরাম ও অজনক
করি' ধরণীরে
তবু তৃপ্তি না লভি' তাদের সমস্ত বংশ
নাশিব অচিরে।

(নেপথ্যে)

ভার্গব! ভার্গব! তোমার যে ভারি অহঙ্কার দেখ্‌চি।

জাম।—আমার এই গর্ব্বোক্তি সহ্য করতে না পেরে জনক দেখ্‌চি ক্রুদ্ধ হয়েছেন।

(জনকের প্রবেশ)

জনক।—বিনষ্ট সমস্ত শত্রু,
বার্দ্ধক্য তাহে উপস্থিত।
গৃহ-কর্ম্মে সদা রত,
পরব্রহ্ম-তত্ত্বে মগ্ন চিত।
তাই মোর স্বাভাবিক
ক্ষত্র-তেজ ছিল প্রশমিত,
আবার যে দেখি উহা
মহারোষে হয়ে প্রজ্বলিত
ধনুরে বিজয়-কার্য্যে
এখনি করিছে নিয়োজিত।

জাম।—ওগো জনক!
শুনি তুমি ব্রহ্মনিষ্ঠ
—আর বৃদ্ধ, ধর্ম্মপরায়ণ।
যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষি-কাছে
বেদান্ত করেছ অধ্যয়ন।
শিষ্টতা-বশত দেখ করি নম্র ব্যবহার
তোমা প্রতি আমি।
আর, তুমি রোষ-বশে নির্ভয়ে বলিছ মোরে
করকশ বাণী?

জন।—এ যে বিনীত অথচ মর্ম্ম-ভেদী কথা বল্‌চে দেখ্‌চি। ওগো সভাসদ্, তোমরা শ্রবণ কর।

জনম ভৃগুর কুলে— আরো নাকি শুনি বিপ্র
তপস্যায় রত,
তাই শত্রু হইলেও এতক্ষণ সহিয়াছি
—আর সব কত?
ও দুষ্ট চপলমতি পুনঃ পুনঃ হেয় জ্ঞান
করে তৃণ প্রায়।
বিপ্র হইলেও ধনু প্রয়োগ করিতে হবে
—কি আছে উপায়॥

জাম।—(ক্রোধ ও দর্পের হাস্য হাসিয়া) কি বল্লে গো—কি বল্লে?—ধনু?—আশ্চর্য্য!

যাজ্ঞবল্ক্য শিষ্য বলি' আমিই করিনু
এর অতিমাত্র গর্ব্ব উত্তেজন।
বৃথা গর্ব্বে স্ফীত হয়ে— জরায় জর্জ্জর অতি—
কহে কি এ প্রলাপ-বচন?
দেখেনি কি ক্ষত্র-পূত রিপু-শিরে-শাণ-দেওয়া
সুতীক্ষ্ণ আমার এই ভীষণ কুঠার
—যাহা ক্ষত্র-দরশনে প্রজ্বলিত হয়ে উঠি
অট্টহাস-অগ্নিকণা করয়ে উদ্গার।

জন।—(আবেগ সহকারে) অধিক কথার প্রয়োজন নাই—

জ্যা-জিউভা করি' বার, কোটি দংষ্ট্র তীক্ষ্ণধার
করুক ধনুক ঘোর ঘর্ঘর গর্জ্জন।
জগতের গ্রাস-তরে যম যথা হাস্য-ভরে
ব্যাদান করে গো তার প্রকাণ্ড বদন,
যেন তারি অনুরূপ হয় মোর এ ধনুক
উদর করিয়া তার বিপুলায়তন।

(ধনুতে জ্যা আরোপণ)

(নেপথ্যে)

ক্ষান্ত হও নরপতি— ওহে ক্ষত্র ধনুর্দ্ধারী
বীর পুরাতন!
ও-দ্বিজ উদ্দেশে কেন তব হস্ত, শর আজি
করে গো গ্রহণ?
—যেই হস্ত গো-সহস্র
করে সদা যজ্ঞে বিতরণ
—যেই হস্ত জরা-বশে
হইয়াছে পলিত অক্ষম।

জন।—সখা! মহারাজ দশরথ!
বলুক না মোর প্রতি
কটু উক্তি যত ইচ্ছা তার।
দ্বিজ যদি কটু বলে
মর্ম্মভেদ তাহে হয় কার?
কিন্তু এই পাপ-বটু সে বৎসের অমঙ্গল
করিছে ঘোষণা,
বটুর সে কটু কথা কোন্ প্রাণে সখা ওগো—
সহিব বল না।

জাম।—আরে দুরাত্মা ক্ষত্রিয়াধম! আমাকে বটু বলে' গাল দিচ্চিস্?

ওঠ্ রে ওঠ্ রে তবে,
যে ভীষণ কুঠার আঘাতে
স্তনাগ্র, যকৃৎ, ক্লোম
স্নায়ু-গ্রন্থি-অস্থি-শুক্র-সাথে
ছেদন করেছি কত
আর, গ্রীবা দন্ত কণ্ঠ মুণ্ড,
এবে সে কুঠার তোরে
কাটুক করিয়া খণ্ড খণ্ড,
রক্ত-ফেন-পিণ্ড তার
শিরা হতে ছুটুক প্রচণ্ড।

দশ।—(উভয়ের মধ্যে আসিয়া) ওগো ভার্গব! ওগো ভার্গব!

নৃপ জনকেরি মত দেহের অবস্থা মম
নহে কি সমান?
বলেছ যে কটু বাক্য তাহাতে ব্যথিত অতি
আমার পরাণ।

জাম।—তাতেই বা কি?

দশ।—তাই বল্‌চি, তোমার এ কটূক্তি আমাদের দুজনেরই অসহ্য।

জাম।—আর এক প্রভু হয়ে আমাকে শাসন করতে এলে না কি? এ বেশ জেনো, পরশুরাম স্বভাবতই দুর্দ্দান্ত—এ পর্য্যন্ত সে কখনই কারও শাসন মানে নি। আর তুমিও তো ক্ষত্রিয়।

দশ।—সেই জন্যই তো তোমাকে আমাদের দমন করা উচিত।

দুর্দ্দান্ত জনগণে কেমনে শাসিতে হয়
ক্ষত্রই জানে তা'
তুমি অতি দুর্দ্দান্ত আমরা ক্ষত্রিয় হেথা
তব শাসয়িতা।
সদ্য শান্ত হও এবে
নতুবা গো করিব শাসন।
ব্রাহ্মণ কথায় হবে
শান্তিপ্রিয় শান্তিপরায়ণ
—তা না হয়ে ক্ষত্র-সম
অস্ত্র কি না করেছ ধারণ?

জামদগ্ন্য।—(হাস্য করিয়া) তোমরা ক্ষত্রিয় রাজারা যার রক্ষক ও নেতা, সেই জামদগ্ন্য বহুকালের পর আজ তোমাদের পেয়ে সনাথ হল।

দশ।—সে বিষয়ে কি কোন ভুল আছে?
অজ্ঞ বা বিপথগামী
অথবা যে হইয়া সন্দিগ্ধ
হেন আচরণ করে
—দুই লোকে যাহা গো নিষিদ্ধ
—গুরুই রক্ষক তার; কিন্তু যে করয়ে পাপ
জানিয়া নিশ্চিত,
—না শাসিলে রাজা তারে প্রজার বিপ্লব ঘোর
হয় উপস্থিত।

বিশ্বা।—মহারাজ! তুমি ঠিক্ বলেছ।

না যদি হইয়া থাকে জ্ঞানের উদয়,
কিম্বা যদি হয় ভ্রান্তি, অথবা সংশয়,
তা হলে কর গো সেবা বশিষ্ঠ-চরণ,
হবে সদ্য জ্ঞানোদয়—ভ্রান্তি-বিমোচন।
কিন্তু জেনে-শুনে যদি কর পাপাচার
সহিবে না নৃপগণ সে দোষ তোমার।

জাম।—ব্রহ্ম-ধর্ম্ম, ধনুর্ব্বিদ্যা উভয়েরি গুরু মোর
শিব ভগবান্‌।
সর্ব্বক্ষত্র-নাশী যে গো কেমনে করিবে ক্ষত্র
তারে শিক্ষা দান?
শ্রেষ্ঠ সে বশিষ্ঠ তাঁরে
বৃদ্ধ বলি' করি গো সম্মান।
জ্ঞান, তপে, মোর চেয়ে
কে অধিক—কেই বা সমান?

বশি।—ভৃগুপুত্র তো আমাদের স্নেহের পাত্র—তার কাছে পরাজিত হওয়াও সুখের বিষয়; কিন্তু;—
যে সকল শিষ্টাচার আমাদের পালনীয়
—প্রিয় অতি সরব প্রকারে,
—আমাদের কুলমাঝে কি বিপ্লব উপস্থিত—
দেখ সেই প্রাচীন আচারে।

জনক-দশরথ-বিশ্বামিত্র।—অশিষ্টাচারী অনার্য্য!
জগতের সনাতন গুরু বশিষ্ঠ তাঁরেও তুমি
অসঙ্কোচে বলিতেছ পরুষ বচন?
অশিষ্ট তুমি তো অতি তোমারে করিব মোরা
দুরদান্ত গজ-সম এখনি দমন॥

জাম।—আমার এইরূপ অবমাননা?
অন্তরের ধৈর্য্য-ভরে বৃদ্ধদের অনুরোধে
যে কোপ করিনু সঙ্কুচিত,
মর্ম্ম-বিদ্ধ-শেল-সম হৃদয় দহন করি'
এত দিন যাহা অবস্থিত
—যুগান্ত-পবন-ক্ষুব্ধ সিন্ধু-জল হতে যথা
বাড়বাগ্নি হয় সমুত্থিত—
আমার এ রোষানল তিরস্কার-অপমানে
পুনঃ প্রস্ফুরিত।
ভাগ্যক্রমে আবার—
অপমান-নিবন্ধন পরশুর রূপে মোর
রোষ প্রজ্বলিত,
পৃথিবীরো সব রাজা দশরথ-সৈন্য-দলে
এবে উপস্থিত।
বহুকাল পরে পুনঃ কুপিত সে কৃতান্তের
আনন্দ বিপুল।
দ্বাবিংশতিবার তরে প্রলয়ে বিধ্বংস হবে
ক্ষত্রিয়ের কুল॥

বশি।—হায় হায়! কি কষ্ট!
যদিও আত্মীয়, তবু
করিতেছে ঘোর আচরণ,
অবধ্য কেমনে তবে
ভার্গব হইবে এখন?
মুহু আমি করি যদি
একটুকু কোপ-দৃষ্টিপাত
তাহে বৎস ভার্গবের
অমঙ্গল হবে অচিরাৎ।

বিশ্বা।—ওরে জামদগ্ন্য! জলে শস্ত্র-সামর্থ্য যেমন নিষ্ফল হয়, তেমনি ব্রহ্ম-তেজও কি নিষ্ফল হবে মনে করচ?

ব্রহ্ম-ক্ষত্র-সমাজেরে করিতেছ তিরস্কার,
হইয়াছ নিদারুণ বৎস-রাম-প্রতি।
সম্বন্ধ-বন্ধনে তুমি রক্ষণীয় মোর, তাই
তব অত্যাচারে আমি কষ্ট পাই অতি।
তব প্রতি কোপ-হেতু দক্ষিণ এ পাণি মোর
ব্যগ্র হয়ে শাপোদক করে অন্বেষণ,
পূর্ব্ব-অভ্যাসের বশে অপর হস্তটি পুন
তৎপর হইয়া খোঁজে ক্ষাত্র-শরাসন।

জাম।—শোনো কৌশিক!
ব্রহ্মণ্য-লভিয়া যদি
ব্রহ্ম-তেজ কর গো ধারণ
মোর উগ্র তপোবলে
আমি তোমা করিব দহন।
পক্ষান্তরে যদি ওগো! স্বজাতি নিয়মে শস্ত্র
করহ গ্রহণ
তা হ'লে জানিবে, মোর পরশুও নিজকার্য্য
করিবে সাধন।

(নেপথ্যে)

সকলে শ্রবণ কর!—আমি কৌশিক-শিষ্য রাম প্রণতি-পুরঃসর এই কথা নিবেদন করচি;—

পৌলস্ত্য-বিজয়োদ্ধত কার্ত্তবীর্য্য মহারথ
—তার ঘোরতর শত্রু, যিনি সেই কার্ত্তিক কুমার,
সেই কার্ত্তিকের জয়ী যিনি গো ভার্গব ওই,
জিনিব তাঁহারে রণে—তোমাদের করি নমস্কার।

দশ।—এ কি! রামচন্দ্র এখানে কেন? এ কি ব্যাপার?

জন।—তা, বেশ হয়েচে, এতে আপনি সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করুন। রামভদ্র! বিজয়ী হও।

জগতের পতি ইনি
অদ্বিতীয় বীর ধনুর্দ্ধারী,
উদ্ধত গর্ব্বিত যত
—তাহাদের দর্প-খর্ব্বকারী।
যাদের সমস্ত ভার
বশিষ্ঠের হস্তে সমর্পিত
—সেই মোরা আছি হেথা
প্রতিভূর রূপে অবস্থিত।

দশ।—

জ্ঞান-জ্যোতি-প্রভাবেতে ভূত-ভাবী-বর্ত্তমান
যাঁরা অবগত
—সেই ব্রাহ্মণেরা, শিশু রামের মহিমা ব্যাখ্যা
করিলেন কত।
খ্যাতনামা রক্ষা-ব্রতী আমরা যে শুদ্ধাচারী,
করি যজ্ঞ-যাগ
—জনমি' এ শুদ্ধ কুলে রাম যেন করিল গো
পুনর্জ্জন্ম লাভ।

জাম।—এসো গো রাজপুত্র! তুমি কি মনে করচ জামদগ্ন্যকে জয় করবে? (সস্মিত) তা কখনই পারবে না। তোমার সংহারক রেণুকা-নন্দন দুর্দ্দমনীয়। দেখ;—

ব্রহ্মাণ্ড-নিকুঞ্জবন তাহে রহে অনুক্ষণ
কোদণ্ড-টঙ্কার মোর হয়ে পুঞ্জীকৃত।
ক্ষত্র-কণ্ঠ-বিনিঃসৃত রক্ত স্রোতে নির্ব্বাপিত
ছিল যে শরাগ্নি, পুন হোক প্রজ্বলিত।
রুদ্র-কাল-সর্ব্বগ্রাস করুক ধনু অভ্যাস
—করাল সে শরজাল করি' বিকীরিত॥

[সকলের প্রস্থান।

ইতি সংসৃষ্ট নামক তৃতীয় অঙ্ক।

চতুর্থ অঙ্ক

(নেপথ্যে)

ওহে বিমানচারিগণ! তোমরা এখন মঙ্গল-অনুষ্ঠানের উদ্যোগ কর।

কৃশাশ্ব মুনির শিষ্য
ভগবান্ কৌশিকের জয়!
জয় ক্ষত্র-সন্ততির
—সূর্য্যবংশে যাঁদের উদয়।
ক্ষত্র-শত্রু-শাসয়িতা
—ব্রত যাঁর অভয়-প্রদান
—সর্ব্ব-জগতের যিনি
একমাত্র শরণ্য মহান্
—বিজয়ী হউন সেই
দিনকর কুলচন্দ্র রাম।

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া শূর্পণখা ও মাল্যবানের প্রবেশ)

মাল্যবান।—বৎসে! দেখেছ?—এখন ইন্দ্রাদি দেবতারা সকলে একত্র মিলে আপনা হতেই রামের স্তুতিপাঠকের কাজ করচেন।

শূর্প। আপনি যা লক্ষ্য করেছেন, তা ঠিক। ভয়ে আমার হৃদয় কাঁপচে। এখন কি করা যায়?

মাল্য।—পূর্ব্বে রাজা দশরথ ভরত-মাতা কৈকেয়ী রাণীকে দুই বর দেবেন বলে' প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, তাঁরই মন্থরা নামে দাসী অযোধ্যা হতে মিথিলায় দূতরূপে প্রেরিত হয়েছে। সে এখন মিথিলার উপকণ্ঠে অবস্থিতি করচে, গুপ্তচরের মুখে অবগত হওয়া গেল। দেখ, তার শরীরে প্রবেশ করে' তোমার এখন এইরূপ করা উচিত। (কানেকানে কথন)

শূর্প।—হতভাগ্য রাম কি এইরূপ করবে?

মাল্য।—ইক্ষ্বাকু-বংশে—বিশেষতঃ ওরূপ বিজয়েচ্ছু রামের—সদাচারের কখনই ব্যতিক্রম হবে না।

শূর্প।—তার পর?

মাল্য।—তার পর, রাম যখন যোগাচারের রীতি-অনুসারে লোকালয় হতে বহুদূরে গিয়ে রাক্ষসদের নিকটে উপনীত হবেন, এবং সেই সব অপরিচিত স্থানে বিচরণ করবেন, তখন তাঁকে আক্রমণ করবার বেশ সুযোগ হবে। সেখানে বিরাধ, দনু প্রভৃতি দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণের যজ্ঞবিঘ্নকারী কবন্ধেরা

বিচরণ করে। যখন রামের প্রভু-শক্তি সাহস-বিক্রম সমস্ত বিলুপ্ত হবে, তখন তারা অনায়াসেই তাকে ছলের দ্বারা প্রতারিত করতে সমর্থ হবে। যে সীতা-হরণে রাবণের অনিবার্য্য আগ্রহ, তাও তখন অনায়াসে সিদ্ধ হবে। আর, শত্রু-নিপাতের সহিত স্ত্রীরত্ন হরণ করাটাও প্রয়োজনীয়।

শূর্প। - আচ্ছা, লক্ষ্মণ সঙ্গে থাকলে তার সম্বন্ধে কিছু করা কি আবশ্যক ?

মাল্য।—অস্ত্র-পারদর্শী বীর
যথা রাম তেমনি লক্ষ্মণ।
উভয়েরে একসঙ্গে
ছদ্মভাবে করিবে দমন॥

শূর্প।—এখন রাম দূরে আছেন—রাবণের সহিত তাঁর কোন শত্রুতা নেই—তাঁকে লঙ্কার সন্নিহিত দণ্ডকারণ্যে ছলক্রমে এনে, সীতাহরণ-উপলক্ষে শত্রুতা উত্তেজন করাটা আমার ঠিক্ বলে' মনে হচ্চে না। আর, স্ত্রীঘটিত শত্রুতায়, প্রকারান্তরে প্রতিশোধ লওয়াই কর্ত্তব্য।

মাল্য।—বৎসে! অযোধ্যা তো দূর নয়—সে তো নিকটেই। রাবণের অনুচর সুন্দ-উপসুন্দের পুত্র সেই মারীচ ও সুবাহুর বিজেতা ও তাড়কা-নিধন-কারী সেই যে রাম, সে কি রাবণের বদ্ধবৈর নয়? আর, সীতা-হরণ না হলেও রাম-রাবণের শত্রুতা অনিবার্য্য। দেখ :—

এ জগৎ পাল্য তার, মোরা নিত্য জগতেরে
করি উৎপীড়ন।
এ স্থলে কেমনে রাম চির-বৈরী-সনে করে
সন্ধি সংস্থাপন?
দেবগণ পতিরূপে
যাহারে গো করিল বরণ
—কোন্ ধন-তরে প্রার্থী
হইবে সে রঘুর নন্দন?
অতএব দান-নীতি
তাহে দেখ নাহি প্রয়োজন।
ভেদ-নীতি তাও ব্যর্থ,
—একমাত্র অস্ত্রই সাধন॥
প্রবল শত্রুর প্রতি দণ্ডের বিধিও কভু
করিবে না প্রকাশ্যে প্রয়োগ।
গোপনে নীরব-ভাবে প্রয়োগ করিবে উহা
—তারি এই সুন্দর সুযোগ।

তা যদি হয়, তবে সীতা-হরণ ছাড়া আর এখন কি করা যেতে পারে বল?

অপিচ :—

নিজ জায়া জানকীরে করিলে হরণ,
হয় সেই রাম লবে মৃত্যুর শরণ,
নয় অপমানে হয়ে প্রতাপ-বিহীন
থাকিবে গো মৃতবৎ সারা নিশি-দিন।
কিম্বা অনুতাপ করি' স্বকার্য্যের তরে
আমাদের সনে সন্ধি করিবে সত্বরে।
অপমানোদ্দীপ্ত রোষে আমাদের বধিবারে
উত্থান করেন তিনি যদি
—বীর্য্যে যিনি সূর্য্য সম—না পারিবে নিরোধিতে
বেগ তাঁর প্রচণ্ড জলধি।
কিন্তু রাবণের সেই
পূর্ব্ব-সখা, ইন্দ্রের নন্দন
ভীমবল কপিরাজ
"বালী" তাঁরে করিবে নিধন।

এই প্রসঙ্গে আরও অনেক চিন্তা করবার আছে।

শূর্প।—কিরূপ ?

মাল্য।—বৎসে! তুমি রাবণের অত্যন্ত প্রিয়। তা ছাড়া তুমি কার্য্যজ্ঞ, অতএব তোমার কাছে মনের খেদ নিঃশঙ্কে বলা যেতে পারে।

রাজ্যের নৈকট্য-হেতু অপকারী অপকৃত
—উভয়ের মাঝে বৈর সতত সম্ভবে।
তা ছাড়া ক্ষত্রিয় রাম প্রজার পালনে রত
—কাজেই মোদের তিনি শত্রু দুই ভাবে।
আর সেই বিভীষণ তৃতীয় দৌহিত্র মোর
—রাক্ষস রাজার যে গো শত্রু স্বাভাবিক,
নিকটে হেরিয়া তারে কাল-ভুজঙ্গের মত
চিত্তে আবির্ভূত হয় ভয় সমধিক।

কুম্ভকর্ণ থেকেও না থাকার মধ্যে—কারণ, সে নিদ্রাসক্ত ও অত্যাহারী। আর বিভীষণ নীতি ও সুশীলতাদি আত্মগুণ-সম্পন্ন, তাই প্রজারা তার প্রতি অনুরক্ত। আর খর, দূষণ, ত্রিশিরা, তাদের রাজসেবাই কৌলিক ব্যবসায়। বৎস যেমন ধেনুর দুগ্ধ দোহন করে, তারা তেমনি রাজার

অর্থ শোষণ করে। অমাত্যাদি প্রজাবর্গও ভেদ-নীতির দ্বারা বশীভূত, সুতরাং তারাও প্রতিকূল-চারী হবে। অতএব এই অন্তর্ভেদ-জর্জ্জর রাজকুল, রামের আক্রমণমাত্রেই আপনা হতেই সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। শাস্ত্রে আছে;—শত্রুর আক্রমণ-কালে "স্বল্পমাত্র ছিদ্র থাকিলেও তার প্রতিবিধান করা দুঃসাধ্য।" এরূপ স্থলে বিভীষণরূপ মহাবিপদের প্রতিবিধান কিরূপে করা যেতে পারে, তারই এখন উপায় চিন্তা করা কর্ত্তব্য। সে উপায়—প্রকাশ-দণ্ড, গুপ্ত-দণ্ড, কারাবন্ধন কিম্বা নির্ব্বাসন। এ স্থলে সমসম্পর্কীয় রাক্ষসেরা কি করে' প্রকাশ-দণ্ড সহ্য করবে বল? গুপ্ত-দণ্ডও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা পূর্ব্ব হতেই অনুমানে জান্‌তে পারেন। আর, প্রজাগণ কুপিত হ'লে, সেই সময়ে যদি আবার রাম আমাদের আক্রমণ করে, তা হলে তার পরিণামও অত্যন্ত ভয়ানক হয়ে উঠবে।

জোর করি' যদি তারে
কারাগারে করহ বন্ধন
খর-আদি মিত্র তার
করিবে বিরুদ্ধ আচরণ।
নির্ব্বাসিত হইলেও
সঙ্গে যাবে তারা সমুদয়
খর-প্রভৃতির কথা
তাই অগ্রে চিন্তার বিষয়।

দেখ, বিভীষণ যদি সহায় হয়, তা হলে রামের বিশেষ সুবিধা হবে।

শূর্প।—কি আশ্চর্য্য! অনুজীবী বৃত্তি ভোগীদের নিজের কোন গৌরব নাই। কুল-সম্বন্ধে খর প্রভৃতিরা তো রাবণের তুল্য, তবু মাতামহ তাদের সম্বন্ধে এই-রূপ মনে কর্‌চেন?

মাল্য।—সৎকুলোদ্ভব ব্যক্তিমাত্রেরই এইরূপ আচার।

শূর্প।—আচ্ছা, খর প্রভৃতিকে না পেলে বিভীষণ কি করবেন?

মাল্য।—তিনি অতি বুদ্ধিমান্, কার্য্য-নাশের সম্ভাবনা দেখ্‌লে আপনা হতেই তিনি সরে' পড়বেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমাদের উপেক্ষণীয় নন—তাঁকে অন্তরের মূর্ত্তিমান বিভীষিকা বলে' আমাদের সর্ব্বদাই মনে করতে হবে। কেন না:—

বাল্য হতে বরাবর
দৃঢ় সখ্য যাঁহার সহিত
—সেই সুগ্রীবের তিনি
লইবেন আশ্রয় নিশ্চিত।
প্রসন্ন হইয়া বালী অনুজে যেথায় ভূমি
করেছিল দান
—সেই গিরি "ঋষ্যমূক" সুগ্রীব সুহৃদ তাঁর
করে অধিষ্ঠান।

তার পর বিভীষণ, রামের আশ্রয় গ্রহণ না করে' প্রথমে বালীর সাহায্যে আক্রমণের চেষ্টা করবে—আর যদি রামের আশ্রয় পায়, তা হলে আর বালীর অপেক্ষা কর্‌বে না।

শূর্প।—পরশুরাম-বিজয়ী রামের সহিত বালীর যদি বিরোধ উপস্থিত হয়, তা হলে রাম তাকে নিশ্চয়ই বধ করবেন। তার পরেই বিভীষণের সহিত রামের মিলন হয়ে মহা অনর্থ উপস্থিত হবে, এইরূপ আমার তো আশঙ্কা হয়।

মাল্য।—হাঁ বৎসে!

যে করিবে বালী-বধ তার হস্তে আমাদেরো
নিশ্চয় মরণ।
সমস্ত হইলে নাশ একমাত্র বংশধর
র'বে বিভীষণ।
ধর্ম্মপরায়ণ রাম তাহারেই করিবেন
রাজ্য সমর্পণ॥

শূর্প—(সাশ্রু-নয়নে) এইরূপ হবে নাকি?

মাল্য।—বৎসে! এখন তবে তুমি সেইখানে যাও। আর যদি জনক, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র দশরথের নিকট না থাকেন, তা হলে কাজটা আরও সহজে হতে পারবে। আমি এখন লঙ্কায় চল্লেম।

শূর্প।—হা মাতঃ কৈকসি! তোমাকেও এই দুঃখ দেখ্‌তে হল?

মাল্য।—

হা বৎস খর দূষণ মোর দোষে তোমাদের
ঘটিবে মরণ।
হা হা বৎস বিভীষণ নিজ কর্ম্মে তুমি হেয়
আমারি কারণ।
মোর প্রতি সুবৎসল হা বৎস রাবণ তুমি
—দেখি তব সঙ্কট অপার।

বৎসে কৈকসি ওরে ! সর্ব্বনাশ হল তোর,
তিন পুত্রে না দেখিবি আর ॥

[উভয়ের প্রস্থান ।

ইতি মিশ্র বিষ্কম্ভক ।

(বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের সহিত দশরথ ও জনকের প্রবেশ)

(দুই রাজার পরস্পর আলিঙ্গন)

জন ।—রাজন্ ! তোমার সৌভাগ্য যে, তুমি বৎস রামভদ্রের মত পুত্রলাভ করেছ ।

মহাবীর রাম—তাঁর অপ্রাকৃত অলৌকিক
চেষ্টা আচরণ
নানা-গুণ-সমন্বিত মহাফল-উৎপাদক
অতি অনুপম ।
—শুধু আমাদের নহে— বিশ্বজগতের উহা
মঙ্গল-কারণ ॥

বশিষ্ঠ ।—(বিশ্বামিত্রকে আলিঙ্গন) সখা কুশিক-নন্দন !

রামের মাহাত্ম্য—সে যে আমাদেরো আশিষের
অতীত বিষয় ।
তাঁ-হতে কৃতার্থ মোরা কৃতার্থ গো আর যত
লোক সমুদয় ॥

বিশ্বা ।—
তাঁর এই মাহাত্ম্য—স্বোপার্জ্জিত প্রকৃষ্ট পুণ্যেরই চরম ফল । এ উৎকর্ষের আমরা কে ?—এতে আমাদের কোন হাত নেই ।

দশ ।—ভগবান্ কুশিক-নন্দন ! তা কখনই না ।

পূর্ব্বকালে দিলীপাদি আদিত্য-কুল-সম্ভব
মহাবল-পরাক্রান্ত নৃপ সমুদয়,
মূর্ত্তিমান তেজোরাশি যে বশিষ্ঠ মহর্ষিরে
কুল-দেবতার সম করিলা আশ্রয়
—সেই অরুন্ধতী-পতি আপনি মোদের প্রতি
যখন আছেন সদা প্রসন্ন সদয়,
তখন তো এ সমস্ত মহাতপা তাপসের
অব্যর্থ আশিষের সুফল নিশ্চয় ।

বশি ।—বিশ্বামিত্রের তপ এইরূপই বটে :—

অপ্রমেয় মহাতপ দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্রে
মহাতেজে জ্বলে নিরন্তর ।
অতি-উৎকর্ষ-হেতু ব্রহ্মর্ষির তপ-তেজ
বাক্য ও মনের অগোচর ॥

বিশ্বামিত্র ।—ভগবন্ বশিষ্ঠ !

সনৎকুমার, আর আঙ্গিরস শতানন্দ
এই দুই জন
মহাবিদ্যা-তপোময় ;— এঁদের মাহাত্ম্য যদি
করহ কীর্ত্তন
—সত্য-বাক্ তুমি অতি— অবশ্য হইবে সত্য
তোমার বচন ।

কিন্তু রামভদ্রে এ সমস্ত কিছুই বিচিত্র নয়—যেহেতু দশরথ তাঁর জনক ।

বৈবস্বত মনুবংশে পুণ্যরাশি মূর্ত্তিমান্
ছিলেন যে সব রাজা পবিত্র-চরিত ।
বিনা-উপদেশে যাঁরা, না করি অপেক্ষা কারো
রক্ষা করিতেন প্রজা যেমন উচিত,
—সেই নৃপগণ-মাঝে ধুরন্ধর অতিশয়
ক্ষত্রিয়-পুঙ্গব বীর—গুণের আকর
—এই সেই পৃথ্বীপতি শ্লাঘ্য নৃপবর ।
বৃত্র-অরি জম্ভজয়ী বিশ্বের ঈশ্বর যিনি
মরুদ্‌গণ-পতি
—সেই দেবরাজ ইন্দ্র অনেক সংগ্রাম-স্থলে
হয়ে ভীত অতি
অসুর-জয়ী এ বীরে করেছেন কতবার
প্রার্থনা-মিনতি ।

এমন যে ইনি— এঁর পুত্র কি এঁর সদৃশ হবে না ?—এতে আর আশ্চর্য্য কি ?

ভগবান্ ইন্দ্রদেবে করিল যে জয়, সেই
রাজা দশানন ।
তারে যে হৈহয়-পতি —কার্ত্তবীর্য্য রণস্থলে
করিল দমন
—তার হন্তা সুবিখ্যাত মহাবীর জামদগ্ন্যে
বৎস মোর করে পরাভব ।
তাঁহারে জিনিয়া রাম কি না করিল গো জয় ?
—তাঁর জয়ে জিত আর সব ॥

দশ ।—এ কি ! সহসা লোকেরা যে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই পাশে দাঁড়িয়ে গেল ।

বিশ্বা ।—এ কি ! বৎস রামভদ্র যে জামদগ্ন্যের সহিত এই দিকে আসচেন ।

বীর-শ্রী বিজয় আর— হয়ে তাহে শোভমান
রাম সমাগত।
—জামদগ্ন্য-মুনি প্রতি নতশির—যদিও গো
গুণেতে উন্নত।
ভৃগুপতি ভার্গবেরে হৃত-বীর্য্য-দর্প হেরি'
সংগ্রাম-বিবাদে
লজ্জায় কাতর রাম— গুরু-কাছে শিষ্য যথা
প্রথমাপরাধে।

(রাম ও জামদগ্ন্যের প্রবেশ)

রাম।—
বন্দ্য পদ-যুগ যাঁর সতত করয়ে সেবা
ব্রহ্মবাদিগণ,
বিদ্যা-তপোব্রত-নিধি তপস্বিগণের মাঝে
যিনি সর্ব্বোত্তম
—সেই তুমি তব কাছে অবিনয়-দোষে দোষী
হয়েছি দৈবাৎ,
ক্ষমা কর ভগবন্! কৃতাঞ্জলি হয়ে যাচি
তোমার প্রসাদ।

জাম।—বৎস! তুমি তো জামদগ্ন্যের নিকট অপরাধী নও—তুমি বরং তাঁর উপকারই করেছ।

পুণ্য বিপ্র-জাতি-মাঝে যে গুণ সতত রাজে
—সেই শান্ত চরিত্র যে করিল হরণ
বিনাশিয়া তার পূর্ব্বে সমস্ত চেতন;
এক হইয়াও যাহা, বহু দোষ-কর, আহা
সেই দর্প-ব্যাধি মোর করেছ শমিত
ব্রাহ্মণ-বৎসল!—তাহে আমি উপকৃত।

রাম।—যখন আপনার সহিত কলহ করে' শস্ত্র ধারণ করেছি, তখন আপনার নিকটে অপরাধী নই তো আর কি?

জাম।—অপরাধ কিসের?—এই তো তোমাদের ন্যায্য কাজ।

শারীরীদিগের দোষ ঔষধে অসাধ্য বলি'
হয় যবে ধার্য্য
—যথা বৈদ্য তথা রাজা— শস্ত্রপাণি হয়ে তবে
সাধেন স্বকার্য্য।

রাম।—আমি আপনার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করি, আমার কি এমন যোগ্যতা?—এখন আসুন মহর্ষি—এই দিকে আসুন।

জাম।—বৎস!—আবার কোথায় যেতে হবে?

রাম।—যেখানে পিতা ও তাত জনক আছেন—না না, যেথানে মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র আছেন, সেইখানে।

জাম।—তা তো আমি এখন পারচিনে। কিন্তু আগার রাজাজ্ঞাও অনতিক্রমণীয়।—আচ্ছা, চল। (পরিক্রমণ করিয়া) ভগবন্ বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র!

এই সেই সৌম্য রাম হইয়াও শান্ত যে গো
ধরে অতি প্রচণ্ড বিক্রম
—আমি যে পরশুরাম —আমাতেও প্রতিষ্ঠিত
দেখ এঁর বিজয়-শাসন।

রাজদ্বয়।—কি গম্ভীর সৌজন্য!

রাম।—আমি আপনাদের সকলকেই একে একে নতশিরে প্রণাম করি।

সকলে।—এসো বৎস, এসো! (আলিঙ্গন)

জাম।—ভগবন্ বশিষ্ঠ! এই আমি জমদগ্নি-পুত্র—আপনাকে ও বিশ্বামিত্রকে প্রণাম করে' এই নিবেদন করচি:—

আপনারা গুরু, আমি দোষী বিলক্ষণ,
করেছেন রাম তাই আমারে শাসন।
বৃদ্ধের বচন লঙ্ঘি' আমার যে মহাপাপ
হয়েছে বিশেষ
সেই পাপ-শুদ্ধি-তরে কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত
করুন আদেশ।
পূর্ব্বে তো আপনারাই ছিলেন ধরম-দ্রষ্টা;
গুরু হতে বহু জ্ঞান করি' আহরণ
মন্বাদির প্রবচন একত্র সংগ্রহ করি'
করিয়াছিলেন ধর্ম্ম-শাস্ত্র প্রণয়ন।

বশি।—নিষ্পাপ শ্রোত্রিয়-বংশে তোমার জন্ম। তুমি দুর্বিনীত হলেই আমরা দুঃখিত, আর তা না হলেই আমরা সুখী হই। যা শ্রেয়, তাই যেন অনুষ্ঠিত হয়—এই হচ্চে বৃদ্ধদের মনোগত স্বাভাবিক ইচ্ছা। এখন তুমি সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত ও পরিশুদ্ধ হয়েছ।

বিশ্বা।—তোমার পাপরাশি রামভদ্রের দ্বারা বিনষ্ট হয়েছে, আমরা জানি। কেন না, ধর্ম্মাচার্য্যেরা বলেন, রাজদণ্ডও প্রায়শ্চিত্তের ন্যায় পাপশোধক। অতএব প্রজাপালক স্বয়ং নিকটে থাক্‌তে ভগবান্ বশিষ্ঠ আর কি আদেশ করবেন বল?

রাম।—ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ-দর্শী ঋষিদেরই এই সমস্ত প্রসন্ন-গম্ভীর পবিত্র বচন।

দশ।—ভগবন্ জামদগ্ন্য!

স্বভাবতঃ পবিত্র যে, তার কাছে অন্য আর
কি আছে পাবন?
তীর্থোদক আর বহ্নি —এদের বল কে আর
করয়ে শোধন?

রাম।—ভগবতি বসুন্ধরে! প্রসন্ন হয়ে তোমার রন্ধ্র-মধ্যে আমাকে স্থান দেও!

অন।—ভগবন্! যদি আপনি প্রসন্ন হয়ে থাকেন, তা হলে বিশ্বস্ত-মনে উপবেশন করে' আমাদের গৃহকে পবিত্র করুন। আপনার এই পবিত্র আসন।

জাম।—যাজ্ঞবল্ক্য-শিষ্য রাজর্ষির যা অভিরুচি।

(সকলের উপবেশন)

দশ।—

জনপদ-বহির্দ্দেশে
তোমরা তো চির-অবস্থিত,
আমরাও গৃহে থাকি'
নিজ কার্য্যে সদাই ব্যাপৃত।
আমাদের মাঝে যাহা সুদুর্ঘট—সেই চির-
বাঞ্ছিত মিলন
বহুপুণ্য-পরিণামে আজি দেখ এই গৃহে
হল সংঘটন।

তা ছাড়া :—

কি করিব স্তুতি তার— তেজোরাশি যার স্তুতি-
পথের অতীত।
কি দিব তাহারে আমি সমগ্র পৃথিবী যার
দানে বিতরিত।
সর্ব্বত্যাগী যেই মুনি
—পরিজনে তার হবে কিবা?
পুত্রসহ তবু আমি
করিব গো আজি তব সেবা।

জাম।—তোমরা যে এইরূপ হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি!

দীপ্ততম তেজ বলি'
কহে যারে সুধীগণ সব,
জ্যোতির নিধান সেই
সূর্য্যদেব যে কুল-প্রভব
সেই তুমি তব ভাগ্যে এ হতে অধিক আর
আছে কিবা গৌরব-বিষয়?
তাহে পুনঃ যজ্ঞরত পরমার্থ-রাজ-ঋষি,
—তোমরা সে ইক্ষ্বাকু-তনয়॥
বশিষ্ঠ গো তব গুরু অমেয়-মহিম যিনি
—বেদসম পূজ্য অতিশয়।

অপিচ।—

ধনুর শিক্ষায় তব, বাসবের যুদ্ধ-সাধ
হয়েছে সমাপ্ত।
জয়-স্তম্ভ-বিচিহ্নিত সপ্তদ্বীপ-বসুন্ধরা
তোমারি আয়ত্ত।
তব কুল-চিরকীর্ত্তি ভগবতী ভাগীরথী,
সাগর অপার।
এ সব প্রসিদ্ধ কাজে অসীম মাহাত্ম্য তব
হয়েছে বিস্তার॥

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র।—(চুপি চুপি) এই বিনয়-শিক্ষাও দেখছি বৎস রামের কাছে থেকেই হয়েচে।

জাম।—রামভদ্র! এখন অনুমতি দেও, আমি অরণ্যে যাই।

বিশ্বা।—আমাকেও আপনারা এখন অনুমতি দিন, আমি বিদায় হই।

রঘু ও জনক-গৃহে পুত্র-কন্যাদের-শুভ
পরিণয় করিনু দর্শন।
ভার্গব-বিজয়ী-রামে—(অর্দ্ধোক্তি)
ভার্গব-বিদিত-শক্তি রামেরে অভিনন্দিয়া
সুখে গৃহে করিব গমন॥

দশ।—বৎস রামভদ্র! তোমার গুরুদেব কৌশিক তো চল্লেন।

বিশ্বা।—(সাশ্রুলোচনে আলিঙ্গন করিয়া) সৌম্য! তোমাকে ছেড়ে যেতে আমার প্রাণ চাচ্চে না।

কিন্তু দেখ, অনুষ্ঠান মোদের করিতে হয়
নিত্য নিয়মিত।
এই নিত্যতার হেতু স্বাধীনতা আমাদের
হয় অপহৃত।
অগ্নি-হোত্রী গৃহস্থের গৃহস্থতা সর্ব্বদাই
বিঘ্ন-সমন্বিত॥

বশিষ্ঠ।—স্বগৃহ হতে স্বগৃহে যাওয়া-আসা সেও আপনার স্বেচ্ছাধীন।

বিশ্বা।—ভগবন্! যদি ইচ্ছা হয় তো আসুন—সিদ্ধাশ্রম প্রদেশে আমরা উভয়েই যাই। আপনি সঙ্গে গেলে মধুচ্ছন্দার পুত্র বড়ই সুখী হবে।

বশি।—সে কি?—আপনার এই সামান্য অনুরোধটুকুও আমি রাখ্‌ব না?

রাজদ্বয়।—আহা! ব্রহ্মর্ষিদের সম্মিলন কি রমণীয়, কি পবিত্র!

মাহাত্ম্য জানেন যাঁরা পরসপরের,
অন্যে কিন্তু নাহি জানে স্বরূপ যাঁদের,
তাঁদের বিরোধ যদি এত মধুময়
কত না সুন্দর আহা তাঁদের প্রণয়।

(নেপথ্যে)

আমি রাম-বধূ—গুরুজনদের অভিবাদন করি।

ঋষিগণ।—বৎসে জানকি!

বিনয়-মঙ্গল-শোভী   মহাবীর পতি তব
বৃত্রারির মহাভয় করেন শমিত,
ক্ষত্রিয়-প্রধান রাম   তাঁহার গৃহিণী তুমি
তোমারেও পূজে শচী মনের সহিত।

রাম।—(স্বগত) এইরূপ রাক্ষসেরাও যেন অচিরাৎ সমূলে নির্ম্মূল হয়।

ঋষিগণ।—তোমার কল্যাণ যেন স্থায়ী হয়।

(উত্থান)

অন্য লোক।—(উঠিয়া) প্রণাম—প্রণাম।—

জাম।—আমি আপনাদের অভিবাদন করি।

বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র।—

চির-শান্তি হোক তব   পরম জ্ঞানের জ্যোতি
তোমা-কাছে হউক প্রকাশ।
ও-অন্তঃকরণে তব   শুভ সংকলপ যেন
অবিচ্ছেদে সদা করে বাস।

[বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের প্রস্থান।

জাম।—(কিঞ্চিৎ পরিক্রমণ করত দাঁড়াইয়া) বৎস রামভদ্র! এইদিকে একবার এসো তো।

রাম।—(নিকটে আসিয়া) আজ্ঞা করুন।

জাম।—

ক্ষত্রিয়ে উচ্ছেদ করি'
করিনু গো বিশ্রাম যখন
তখনো যে ধনু আমি
ভাল বুঝি' করিনু ধারণ
—হইল সে ধনু এবে
দেখ, মোর নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু না, কাষ্ঠাদি ছেদনের জন্য এই পরশুর এখনও কিছু প্রয়োজন আছে।

পুণ্য-নদ-নদী-তটে   দণ্ডক নামক বনে
বাস করে বহু ঋষিগণ,
তাদের নিধন-তরে   লঙ্কার রাক্ষস কত
সেথা করে সদা বিচরণ।
উৎকৃষ্ট এই ধনু   হবে অতি উপযোগী
রাক্ষস-নিধনে
তাই বলি বৎস ওগো!   কর তুমি অধিকার
ইহারে এক্ষণে।

(ধনু অর্পণ)

রাম।—(প্রণাম করিয়া) আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

জাম।—(সাশ্রুলোচনে পরিক্রমণ করিয়া) আয়ুষ্মন্! এখন তবে ফিরে যাও।

[প্রস্থান।

রাম।—(সাশ্রুলোচনে) ভগবান্ ভার্গব চলে' গেলেন? (চিন্তা করিয়া) আমিও কি তবে অন্য কোন উপায়ে দণ্ডকারণ্যে যাবার চেষ্টা দেখ্‌ব? গুরুজনেরা আমাকে বড় ভালবাসেন—তাঁরা কি আমাকে সেখানে পাঠাবেন? না, কখনই পাঠাবেন না।

শস্ত্রত্যাগী ভৃগুপুত্র,
পরতন্ত্র আমি এইক্ষণে,
নিষ্ঠুর রাক্ষস হায়
বিনাশিবে যত তপোধনে।

দৃশ্য—অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ

(নেপথ্যে)

দাদা! দাদা!

মেঝোমাতা কৈকেয়ীর
মন্থরা প্রিয় সহচরী
তব দরশন-তরে
আসিয়াছে অযোধ্যানগরী।

রাম।—আমরা দুজন শিশু প্রবাসে যাওয়ায় তাঁর অত্যন্ত কষ্ট হয়ে থাকবে। এখন তাঁর সেই কষ্ট কোন প্রকারে দূর হলেই ভাল। দেখ ভাই লক্ষ্মণ – তাঁকে এইখানে নিয়ে এসো।

(লক্ষ্মণ ও মন্থরা-শরীর-প্রবিষ্ট শূর্পনখার প্রবেশ)

শূর্প।—(স্বগত) আমি শূর্পনখা মন্থরার শরীরে তো প্রবেশ করেছি। বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র চলে' যাওয়ায় আমার কাজও সুসম্পন্ন হয়েছে। অহো! ইনিই পরশুরাম-বিজয়ী ক্ষত্রিয়-কুমার রাম? (নিরীক্ষণ করিয়া) আহা! এঁর দেহের গঠনটি কি সুন্দর!—কি নয়নরঞ্জন!—সমগ্র শ্রীসৌন্দর্য্য যেন মূর্ত্তিমান হয়ে ঐ দেহে বিরাজ করচে। চির-বৈধব্য-দুঃখে যে জনের সংসার-সুখ একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে, তার সেই সতীত্ব-রস-পূর্ণ হৃদয়কেও পুনর্ব্বার যেন বিচলিত করচে।

রাম।—(প্রণাম করিয়া) মন্থরে! মায়ের কুশল তো?

শূর্প।—সুখ ও কুশল উভয়ই। তোমার স্নেহময়ী মধ্যমা মাতা তোমাকে আলিঙ্গন করে' এই আজ্ঞা করচেন :—"দেখ বৎস! পূর্ব্বে মহারাজ আমাকে দুটি বর দেবেন বলে' প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন—তোমার পিতার এই পত্রখানিই এই বিষয়ের বার্ত্তাবাহক-স্বরূপ" (পত্র প্রদান)

লক্ষ্ম।—(গ্রহণ করিয়া পাঠ)

"একটি বরের দ্বারা বৎস ভরত রাজ্য-শ্রী সম্ভোগ করুক।" (স্বগত) এ কিরূপ? দাদা থাকতে ভাই ভরতের রাজ্য-প্রার্থনা? (প্রকাশ্যে) "অন্য বরের দ্বারা রাম কালহরণ না করিয়া দণ্ডকারণ্যে গমন করুক।" (স্বগত) হা! মাতঃ! দাদার বনগমন প্রার্থনা করে' তুমি এ কি কাজ করলে? (প্রকাশ্যে)

"চতুর্দ্দশ বর্ষ রাম থাকুন আশ্রয় করি'
দণ্ডক-অরণ্য,
জানকী লক্ষ্মণ ছাড়া সঙ্গে কেহ নাহি যাবে
পরিজন অন্য" ॥

(স্বগত) হা! পাপীয়সী ধূর্ত্ত মাতৃ-অধম।

ভরত আর শত্রুঘ্ন
আমি এ লক্ষ্মণ, আর রাম,
মা বলিয়া এতদিন
যারে সদা করিনু আহ্বান

সেই মাতৃ-সম্ভাষণ
পরিত্যাগ করি' তুই আজ
ওরে দুষ্টা পাপীয়সী
বল্ দেখি কি করিলি কাজ?

রাম।—অহো! এ তো আমার পরে যার-পর-নাই অনুগ্রহ।

গমনাজ্ঞা হল সেথা যেথায় যাবার তরে
উৎসুক এ মন,
বিচ্ছেদও হবে না ইথে তুমি ভাই সঙ্গে মোর
করিবে গমন।

লক্ষ্মণ।—দাদা, আপনি আমাকে সঙ্গে যেতে অনুমতি দিলেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য।

রাম।—আর্য্যে মন্থরে! এই আমি চল্লেম।

শূর্প।—এখন সেই ভগবান্ সংসারকে আমি প্রণাম করি, যেখানে এরূপ কল্পতরু জন্মায়।

[শূর্পণখার প্রস্থান।

লক্ষ্মণ।—এই যে! মাতুল যুধাজিৎ দাদা ভরতের সঙ্গে এই দিকে আসচেন।

রাম।—এতে আমার হর্ষ বিষাদ দুই হচ্চে।

ভরতে না আলিঙ্গিয়া অরণ্যে যাইতে মোর
মন নাহি সরে।
আবার প্রবাসে মোর, দুঃখার্ত্ত দেখিতে তারে
হৃদয় বিদরে ॥

দৃশ্য—অন্তঃপুরের কক্ষ

(দশরথ আসীন)

(যুধাজিৎ ও ভরতের প্রবেশ)

যুধাজিৎ ও ভরত।—(দশরথের নিকটে গিয়া) মহারাজ! সমস্ত প্রজাবর্গ একমত হয়ে আপনার নিকটে যা নিবেদন করচে, শ্রবণ করুন :—

(নেপথ্যে)

"এই যে তোমার পুত্র ত্রিবেদের পরিত্রাতা
—তোমারি প্রসাদে প্রভো—পেয়ে সেই রাম
সনাথ হয়েছি আজি কল্যাণ হয়েছে লাভ,
করি বিচরণ এবে হয়ে পূর্ণকাম" ॥

দশ।—সখা জনক!

শুভাকাঙ্ক্ষী প্রজাগণ তাহাদের মন-সাধ
—অভিষেক করা হয় যুবরাজ রামে।
কিন্তু দেখ প্রিয়সখা! রামের যাঁহারা প্রিয়
সে বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র নাহিক এখানে॥

জন।—

যদিও এ শুভকর্ম্ম
তাঁহাদের অসাক্ষাতে হয়,
তবুও তাঁহারা দেখো
আনন্দিত হবেন নিশ্চয়,
তাহা ছাড়া মন্ত্রাভিজ্ঞ
বামদেব থাকিতে কি ভয়?

দশ।—তা যদি হয়, অভিষেক-মহোৎসবের সঙ্গে জামদগ্ন্য-বিজয় মহোৎসবও যোগ করে' দেওয়া হোক্।

রাম।—সে উৎসব এখন কেন?

দশ।—দেখ সুমন্ত্র, অভিষেক-সামগ্রী সমস্ত সংগ্রহ করে' নিয়ে এসো। যে যা প্রার্থনা করবে, তাই যেন তাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দান করা হয়।

রাম।—(নিকটে আসিয়া এবং প্রণাম করিয়া) আমি একজন প্রার্থী উপস্থিত আছি।

দশ।—বৎস! তুমি আবার কিসের প্রার্থী?

রাম।—

যে দুইটি বর পূর্ব্বে তব প্রতিজ্ঞাত
—মেঝ-মাতা তাহা আজি চাহিচেন তাত।
সে বিষয়ে মোরা তাই করি এ প্রার্থনা
—অনুগ্রহ করি তাঁর পুরাও বাসনা।

দশ।—

সত্যসন্ধ রঘুবংশ, কেন বৎস করিতেছ
সন্দেহ তাহায়?
তাহে তুমি দূত এবে প্রাণ দিয়া পালিব সে
মোর প্রতিজ্ঞায়॥

রান।—ভাই! পত্র-খানি পড় দিকি।

লক্ষ্মণ।—(পাঠ) "একটি বরের দ্বারা বৎস ভরত রাজ্যশ্রী ভোগ করুক—অন্যটির দ্বারা রাম বিনা-কালহরণে দণ্ডকারণ্যে গমন করুক"।

অন্য লোকেরা।—এ আবার কিরূপ কথা? হায় হায়, কি সর্ব্বনাশ!

রাজা।—(মূর্চ্ছিত)

রাম ও লক্ষ্মণ।—তাত! শান্ত হোন্! শান্ত হোন্!

জন।—

ইক্ষ্বাকু-তিলক নৃপ তাঁরি ইনি পত্নী, শুদ্ধ
রাজ-কুলে জনম ইঁহার।
হেন সাধ্বী সতী হয়ে কি করিয়া করিলেন
এই ঘোর রাক্ষস-ব্যভার।
—মোদের নিকটে ইহা অশ্রুত-পূরব, অতি
অদভূত বিস্ময়-ব্যাপার॥

রাম।—তাত! তাত!

হও যদি সত্যসন্ধ,
প্রিয় তব হয় যদি রাম,
প্রসন্ন হইয়া তাত
মেঝমারে কর পূর্ণকাম॥

দশ।—তাই হোক্, আর উপায় কি?

জন।—হা বৎস রামভদ্র! হা বৎস লক্ষ্মণ!

পুত্রে দিয়া রাজ্য-লক্ষ্মী
যা করিলা রাজা দশরথ
দুগ্ধ-পোষ্য হয়ে তুমি
লইলে সে আরণ্যক ব্রত?

বৎসে জানকি!—

ধন্য বলি তোরে আমি শ্বশুরের আজ্ঞাক্রমে
যাইতে পারিলি তুই নিজ পতি সাথে।

দশ।—হা বৎস জানকি!

মঙ্গল-কঙ্কণ-গাছি করিয়া ধারণ আজি
উপহাররূপে যাবি রাক্ষসের হাতে?

(উভয়ে মূর্চ্ছিত)

রাম।—এ কি! গুরুজনেরা যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

লক্ষ্মণ।—দাদা!

কেন হেন সকরুণ স্নেহের আবেগ ওগো
—কেন এত খেদ?
ভরত-জননী দেখ কয়েছেন আমাদের
বিলম্ব নিষেধ॥

দেখ দাদা, স্নেহ-বশে অতিমাত্র কাতর হয়ো না।

রাম।—ধন্য তোমার আচার-নিষ্ঠা! ধন্য তোমার অমানুষিক মনের বল! এখন ভাই তবে বৈদেহীকে নিয়ে এসো।

[লক্ষ্মণের প্রস্থান।

ভরত।—মাতুল! মাতুল! এ কি আমাদের গৃহের উপযুক্ত?

যুধা।—দেখ বৎস! আমি উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি।

মহারাজ মৃত্যু-মুখে, পুত্র দুটি বন-মাঝে
করিছে গমন।
রাক্ষসের বলিরূপে অভাগিনী বধূটিও
হইল অর্পণ।
লোক হল নিরাশ্রয় কলঙ্কে বিনষ্ট হল
মোদের এ কুল
ভগিনীর দউরাত্ম্যে সমস্ত জগৎ হল
বিহ্বল আকুল।

(লক্ষ্মণ ও সীতার প্রবেশ)

লক্ষ্মণ।—দাদা! এই বধূঠাকুরাণী।

রাম।—এই দিক্ দিয়ে, এই দিক্ দিয়ে। (সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত গুরুজনকে প্রদক্ষিণ করিয়া) মাতুল!

এই পিতা, এই তাত, অপত্য-বৎসলা আর
এই মাতৃগণ।
আপনি-ই করিবেন এঁদের সান্ত্বনা, মোরা
চলিনু এখন॥

(পরিক্রমণ)

যুধা।—(আবেগ-সহকারে) কি?—তোমাদের আমি অরণ্যে বিসর্জ্জন করব? (উঠিয়া অনুগমন)

ভরত।—(অনুগমন করত) মাতুল! বল, আমি এখন কি করি?

দৃশ্য—রাজপথ

যুধা।—রামভদ্র! রামভদ্র! দেখ, তোমার চরণ-সেবক ভরতও অরণ্য-সহচর হয়ে তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাচ্ছে।

রাম।—না না—ওঁকেই পিতা বর্ণাশ্রমরক্ষার্থে নিয়োগ করেছেন।

ভরত।—লক্ষ্মণ কিম্বা শত্রুঘ্ন সেই কাজে কেন নিযুক্ত হোন্ না।

রাম।—এ স্থলে স্বরুচি-অনুসারে কি কেউ কাজ করতে পারে?

ভরত।—আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি আপনার সঙ্গে যাই।

রাম।—দেখ ভাই, আমি জীবিত থাক্‌তে, তুমি কিম্বা আর কেউ পিতৃ-নিয়োগ কখনই লঙ্ঘন করতে পারবে না।

ভরত।—হায় হায়! এই হতভাগ্যকে তবে কি পরিত্যাগ করলেন?

যুধা।—বৎস! শান্ত হও—শান্ত হও।

ভরত।—(সংজ্ঞালাভ করিয়া) মাতুল, তুমি আমাকে উদ্ধার কর।

যুধা।—আচ্ছা, তবে এইরূপ হোক্। (ভরতের কানে-কানে কথন) দেখ রামভদ্র! ভরত এই নিবেদন করচে:—"ভগবান্ শরভঙ্গ আপনাকে যে স্বর্ণ-পাদুকা পাঠিয়েছেন—সেই পাদুকা-যুগল প্রসাদ-স্বরূপ আমাকে দান করুন।"

রাম।—(পাদুকা উন্মোচন করিয়া) এই নেও ভাই।

ভরত।—(মস্তকে স্থাপন করিয়া) হা! দাদা—

রাম।—(আলিঙ্গন করিয়া) ভাই! আমার এই পাদুকা নিয়ে তুমি ফিরে যাও। তাতদ্বয় অনেকক্ষণ ধরে' মূর্চ্ছিত হয়ে আছেন, তুমি তাঁদের শীঘ্র গিয়ে বাঁচাও।

ভরত।—

যাবৎ না দাদা হেথা
করিবেন পুনরাগমন
—নন্দীগ্রামে পাদুকার
অভিষেক করি' সম্পাদন
পৃথিবী পালিব আমি,
জটা শিরে করিয়া ধারণ।

(সীতা ও রামকে প্রদক্ষিণকরণ)

লক্ষ্মণ।—দাদা! লক্ষ্মণের প্রণাম গ্রহণ করুন।

ভরত।—(আলিঙ্গন করিয়া বাষ্পস্তম্ভিত-নেত্র)

রাম।—ভাই! তুমি গিয়ে এখন তাতদ্বয়ের প্রাণ বাঁচাও।

দৃশ্য—প্রাসাদ

ভরত।—কি কষ্ট! এখনও পর্য্যন্ত নিঃশ্বাসের দেখা নেই। (বীজন)

জনক।—(চারিদিকে চাহিয়া) হা! আমার বেঁচে কি ফল?

দশ।—(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) বৎস রামভদ্র! যেও না—যেও না।

যায় চলি' প্রাণ-বায়ু অন্ধকারে চারিদিক
হইল আবৃত
মর্ম্ম-চ্ছেদী নব-ব্যাধি সর্ব্বাঙ্গ শরীরে মোর
হয় প্রসারিত।
তব চন্দ্রানন বৎস মম নেত্র-সন্নিধানে
কর আনয়ন।
কথা দেও মোরে পুত্র— সহসা নির্দ্দয় কভু
হয়ো না এমন॥

(উন্মাদের ন্যায়) ওগো! এই হতভাগ্য এখন কোথায় প্রবেশ করচে? (জনক কর্ত্তৃক নীত হইয়া বিহ্বলভাবে প্রস্থান)

যুধা।—দেখ দেখ বৎস রামভদ্র!

ভিন্নরুচি নরনারী এক ভাবে এক কার্য্যে
হইয়া মিলিত
উদ্‌ভ্রান্ত ইতস্ততঃ মুক্তকণ্ঠে হাহারব
করে উচ্চারিত।
মিথিলা নগরী তব সহসা গো ভিন্ন রূপ
করিল ধারণ,
অশ্রু-কর্দ্দমিত মার্গ দুর্দ্দিন-বরষা যেন
করয়ে সূচন।

রাম।—মাতুল! মাতুল! আপনি ফিরে যান। এই ভরতকে আপনার হাতে দিয়ে গেলেম।

যুধা।—বৎস! আমাকেও তোমার অনুগামী হতে বল।

রাম।—ছি ছি, সে কি কথা? আপনারা গুরুজন—আমরাই আপনাদের অনুগত, আপনারা আমাদের অনুগামী হতে পারেন না। মা'র আদেশ, আমরা তিন জন মাত্র যাব, আমাদের সঙ্গে আর কেউ যেতে পারবে না।

যুধা।—আমিই কি একলা সঙ্গে যাব?—আবাল-বৃদ্ধ সমস্ত প্রজারাই যাবে। তুমি কি দেখ্‌চ না?—

বৃদ্ধ হইলেও এই
অযোধ্যার মহা বিপ্রগণ
যজ্ঞ-পাত্রগুলি সব
স্কন্ধোপরি করিয়া বহন,
স্বীয় বাজপেয় যজ্ঞে, উপার্জ্জিত আতপত্র
লয়ে নিজ হাতে
ধাইতেছে উর্দ্ধশ্বাসে আতপের তাপ পাছে
লাগে তব মাথে;
অগ্রে যায় হোম-ধেনু— গৃহীতাগ্নি পত্নীগণ
চলিছে পশ্চাতে।

রাম।—মাতুল! মাতুল! গুরুজনেরাই অধর্ম্ম হতে শিশুদের রক্ষা করবেন—অতএব আপনি প্রসন্ন হয়ে ফিরে যান—এঁদেরও ফিরিয়ে নিয়ে যান। (প্রণামকরণ)

যুধা।—ওঠো বৎস, ওঠো। তোমার এই প্রজাদের বঞ্চনা করে' আমিই বা এখন কোথায় যাই?

হে লক্ষ্মণ মহাবাহু! বৈদেহ-নন্দিনি ওগো!
রাম-সনে করহ প্রস্থান।
পাপাত্মা ফিরিনু আমি— কি আর বলিব বল—
তোমাদের হউক কল্যাণ॥

(প্রতিনিবৃত্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে) আহা, আহা! ওগো তোমরা সকলে শ্রবণ কর:—

যুগে যুগে এই কথা সর্ব্বভূতগণ-মাঝে
গাথা-গানে হইয়া কীর্ত্তিত
প্রাতঃ-পবিত্রকর চরিত্র-পঞ্জিকারূপে
লোক-মাঝে হবে অধিষ্ঠিত।

লক্ষ্মণ।—দেখুন দাদা! শৃঙ্গবের-পুরবাসী নিষাদ-পতি গুহ আপনাকে বলেছিলেন, দুর্ব্বৃত্ত বিরাধ-রাক্ষস সেই প্রদেশের প্রান্তদেশ আক্রমণ করে' নানা প্রকার উৎপাত করচে।

রাম। আচ্ছা, তবে সেই দুর্ব্বৃত্ত বিরাধ রাক্ষসের নিধনার্থ প্রথমে প্রয়াগ সন্নিহিত পবিত্র ভাগীরথী-বেষ্টিত "চিত্রকূট"-পর্ব্বতে যাওয়া যাক্। পরে, মুনি-গণ-সেবিত সেই দণ্ডকারণ্যে উপনীত হয়ে, সেখানে রাক্ষসদের বধ করে', তার পর গৃধ্ররাজ জটায়ুর নিকট-বর্ত্তী সেই জনস্থানে যাওয়া যাবে।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি চরিত্র নামক চতুর্থ অঙ্ক।

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য—মলয়-পর্ব্বত-গুহা

(জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সম্পাতির প্রবেশ)

সম্পা।—নিশ্চয়ই আজ জটায়ু ভায়া আমাকে অভিবাদন করতে মলয়-কন্দর-কুলায়ে আস্‌চে। কেন না :—

বিশাল জটায়ু-পক্ষ করিছে পর্য্যায়ক্রমে
সঙ্কোচ বিস্তার ;
তাহে দিক ক্ষণে দৃষ্ট ক্ষণে দৃষ্টি-অন্তর্হিত
হয় বারম্বার।
পক্ষবেগে মেঘ-রাশি নীহারেতে পরিণত
—তাহাতে বিদ্যুজ্জ্যোতি হতেছে স্ফুরণ।
সুদূরে পাষাণ-স্তূপ ভাঙি পড়ে ঝন্‌ঝনিয়া
—নিশ্চয় জটায়ু হেথা করে আগমন॥
দূর-উদ্বেলিত যার বাড়ব-অনল
উত্তাল তরঙ্গে যার উচ্ছলিত জল
হেন সিন্ধু-রন্ধ্র-মাঝে
মহাবেগে করিয়া প্রবেশ
জটায়ুর পক্ষ-বায়ু
পূর্ণ করে পাতাল-প্রদেশ।
তাহা হতে সমুত্থিত— বিষ্ণুমূর্ত্তি-বরাহের
স্ফীত কণ্ঠ হতে যেন—
করাল সে অকালের মহা কাল-রজনীর
ভইরব গরজন।

(জটায়ুর প্রবেশ)

জটা—
কাবেরী মেখলারূপে আছে যারে ঘিরি
এই সেই সুবিখ্যাত মলয়ের গিরি।
এরি এক সানু-দেশে অন্তরীক্ষ হতে আমি
হতেছি পতন
—যেথায় নিবসে' মোর অগ্রজ বিহঙ্গ-রাজ
কশ্যপ-নন্দন।
—মলয়-পর্ব্বত-পরে অন্য এক ছিন্ন-পক্ষ
শৈলেন্দ্র যেমন॥
ধারণ করিয়া পক্ষ তবু ক্লান্ত অঙ্গ মোর
অন্তরীক্ষে উঠিবার শ্রমে,
সর্ব্বশক্তিমান কাল জরা নামে ধরে শক্তি
—রোধে উহা অন্য শক্তিগণে।

এই তো আমার অগ্রজ মন্বন্তর-স্থায়ী পুরাতন গৃধ্ররাজ সম্পাতি। অহো! এঁর কি ভ্রাতৃ-স্নেহ!

পুরাকালে খেলাচ্ছলে উড়িয়া অভ্যাস-বশে
হইতাম সূর্য্য-সন্নিহিত।
—অত্যন্ত নৈকট্য হেতু— প্রখর তপন যবে
গাত্র মোর উত্তাপে দহিত,
তখন আমার পরে পক্ষ বিস্তারিয়া উনি
যতনে ধরিয়া
শিশু বলি' আমারে গো রক্ষিতেন তাপ হতে
করুণা করিয়া।

(নিকটে অগ্রসর হইয়া) দাদা! কাশ্যপ! জটায়ুর প্রণাম গ্রহণ করুন।

সম্পা।—এসো ভাই গৃধ্ররাজ এসো।
মহাবীর গরুড়ের ঔরসে, ও মম
জননী "শ্যেনীর" গর্ভে, তোমার জনম।
"বিনতা" মোদের পিতামহী সাধারণ॥

(আলিঙ্গন করিয়া) ভাই জটায়ু! এতদিনে রামভদ্রের পিতৃ-শোক কি কিছু কমে নি?

বিরাধ-রাক্ষস-মাংসে গৃধ্রেরা হইয়া তৃপ্ত
মোরে করে এই নিবেদন :—
চিত্রকূট হতে রাম কার্য্য সমাপন করি'
গিয়াছেন শারঙ্গ-আশ্রম।
সে সময়ে শরভঙ্গ
প্রবেশ করেন হুতাশনে।
দেখিলেন তথা রাম
সুতীক্ষ্ণ-আদি মুনিগণে॥

জটা।—হাঁ, তাই বটে। এখন আবার অগস্ত্যের মুখে শুনলেম, তিনি পঞ্চবটীতে গিয়ে বাস করচেন।

সম্পা।—(অনেকক্ষণ পরে স্মরণ হওয়ায়) হাঁ! গোদাবরী-তট-প্রদেশের জনস্থানে পঞ্চবটী বলে' একটা স্থান আছে বটে। দেখ বৎস জটায়ু! বিষয়-বাহুল্য ও কালের দূরত্ব-হেতু আমার স্মৃতি-লোপ হয়েচে।

কল্পের প্রারম্ভ-কালে জানি আমি, যে সময়ে
দিব্য-গঙ্গা-পতাকা-সমান

বিষ্ণুর চরণ-যুগ আকাশের উর্দ্ধদেশে
অতি উচ্চে করে গো উত্থান,
আর প্রান্তভাগে সেথা সপ্তসিন্ধু বিভাগিয়া
অদ্রি অবস্থিত
—এপার-টি দৃশ্য যায় ও-পার অদৃশ্য—তাও
মোর পরিচিত।

জটা।—একদা সেইখানে কামুকী শূর্পনখা রঘুনন্দনকে দেখতে পেয়ে তাঁর সংসর্গ কামনা করে।

সম্পা।—অহো! একেবারে মর্য্যাদা-জ্ঞানশূন্য!

বহু যুগ-জীবী যে গো ত্রয়োদশ পূর্ণ যার
এই যুগ ত্রেতা
সে কি না লজ্জিত করি' দুগ্ধপোষ্য সেই বৎসে
হ'ল না লজ্জিতা।

জটা।—
কর্ণ নাসা ওষ্ঠ তার ছেদন করিয়া পরে
অনুজ লক্ষ্মণ
দশানন-তিরস্কার -ঘোষণা-স্বরূপ তারে
করিল প্রেরণ।

সম্পা।—সেই হেতু, তার পরেই শত্রুগণ এসে তাঁকে আক্রমণ করে।

জটা।—হাঁ। রামভদ্র একাই
চউদ্দ-হাজার-চৌদ্দ
রাক্ষসেরে বধিলেন রণে।
আর সে দূষণ, খর,
ত্রিমূর্ধা—এই তিন জনে।

সম্পা।—আশ্চর্য্য! অথবা, দাশরথীর পক্ষে এ আর আশ্চর্য্য কি! কিন্তু দেখ, বৃহৎ একটা বৈর-দ্বার এখন হতে উদ্ঘাটিত হল। তাই আমি অত্যন্ত চিন্তিত হয়েচি। তা দেখ ভাই জটায়ু, এই সময়ে রাম-লক্ষ্মণকে এক মুহূর্ত্তও ছেড়ে থেকো না।

নিকটে রাবণ শত্রু,
মদান্ধ মায়াবী সে যে অতি,
অপ্রমেয় বীর্য্য তার,
ধরে সে যে অতুল শকতি।
কেমনে সহিবে বল ভগিনীর অপমান
সেই দশানন?
কেমনে সহিবে আর পুনঃ পুনঃ রাম হতে
স্বজন-নিধন?

তাই বলি, অকস্মাৎ
কি বিপদ উপস্থিত অহো!
এখন রক্ষিতে হবে
শিশুদের দক্ষতার সহ।

আমিও সমুদ্রে দিন-কৃত্য সমাপন করে' কিসে আমাদের চেষ্টা শুভফলে পরিণত হয়, তারই চিন্তা করি গে।

[প্রস্থান।

জটা।—(আকাশে উঠিয়া)

এই দেখ আমি এবে উড়িয়া প্রচণ্ড বেগে
মহাকাল প্রলয়ের পবন সমান
—অন্তরীক্ষ সুবিস্তৃত —করি' তারে সংকুচিত,
এক-ই চুমুকে যেন করিয়াছি পান।
মলয়-পর্ব্বত হতে ক্ষিপ্রগতি নভ-পথে
নিবাস-গিরিতে এবে আমি' উপনীত
—বৃক্ষলতা-জালে যাহা সতত আবৃত।
জন-স্থান-মধ্যস্থিত এই গিরি, প্রস্রবণ নাম
—উপান্তে অরণ্য শোভে ;—
সুনিবিড় তরুরাজিসমাকীর্ণ
নিরন্তর-স্নিগ্ধচ্ছায় নিরমল যায় পরিসর-ভূমি।
গিরিরে বেষ্টন করি' প্রবাহিত নদী গোদাবরা
—কলনাদে মুখরিত গহবর ; স্নিগ্ধ ভাব ধরে
গিরির নীলিমা ঘোর, নিরন্তর মেঘ বরিষণে।
আর, এই পঞ্চবটী। (ধ্যান করিয়া) এ কি!—

চিত্র-মৃগ রামে দেখ
বহু দূরে করে আকর্ষণ।
যে দিকে গেলেন রাম
সেই দিকে গেল গো লক্ষ্মণ।
কুটীরে পশিল দেখ
ভিক্ষুরূপে দশানন ভূপ,
হায় হায়! এইবার
ব্যকত করিল নিজরূপ।

কি প্রমাদ!—
সংখ্যায় সহস্রাধিক পিশাচ-বদন-ধারী
গর্দ্দভ জুড়িয়া নিজরথে,
দেখ পাপাচারী ওই লয়ে যায় বধূটিরে
না জানি কোথায় কোন্ পথে।

পৌলস্ত্য! পৌলস্ত্য!

ব্রহ্মা-আদি বিশ্বেশ্বর প্রলয়ে করিলা যারা
বেদের উদ্ধার
—সেই কুলে জন্ম তব, সমাপ্ত করেছ সর্ব্ব
বেদ-ব্রতাচার।
বরুণ-বিজয়ী তুমি তপোদৃপ্ত সাধু অতি,
রক্ষ-অধিপতি,
কেমনে গো বিগর্হিত কুল-কলঙ্কিত কাজে
হ'ল এ দুর্মতি?

কি? অবজ্ঞা করে' আমার কথায় কর্ণপাতও কর্‌লে না?—আরে দুরাত্মা রাক্ষসাধম! রোস্ রোস্—

তুণ্ডে করি' ছিদ্রীকৃত অস্থি তব শিরস্থিত
আকর্ষিয়া করিব বাহির।
ক্লোম প্লীহা যকৃতের স্নায়ু অন্ত্র সকলের
ছুটাব গো তপত রুধির।
সুতীক্ষ্ণ করাতি-সম প্রচণ্ড নখরে মম
ছেদিব গো ধমনী ও গ্রীবা
তাহা হতে ঝনৎকার উঠিবে গো চমৎকার
—তাহে তৃপ্তি হবে মোর কিবা!

[প্রস্থান।

ইতি—বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—পঞ্চবটী

(লক্ষ্মণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ।—হা! দাদা, তুমি কোথায়? হায় হায়! দাদা মারীচের হাতে বিপাকে পড়ে' না জানি কি কষ্টই পাচ্ছেন।

মূর্ত্তিমান ক্রোধ ইনি
চলন্ত গো শোক-হুতাশন
মর্ম্মতাপে তপ্ততনু
অতি কষ্টে করেন ধারণ।
কুটিল বিটঙ্ক-সম বঙ্কিম ভ্রূভঙ্গে শুধু
করিছে সূচনা
—রামের হেথায় যাহা বিপত্তি-জনক ঘোর
হয়েচে ঘটনা।
অন্তঃস্ফুর প্রচণ্ড সে
সর্ব্বগ্রাসী ঘোর কোপানল
রেখেছেন চাপি আর্য্য
প্রকটিত শুধু ধৈর্য্যবল।
বাহিরে উদ্‌গত ধূম,
বাড়বাগ্নি জ্বলিছে অন্তরে;
সিন্ধু যথা, বিদ্যুন্ময়
বজ্রগর্ভ মেঘ-ছায়া ধরে।

(রামের প্রবেশ)

রাম।—

বজ্র-কীল হৃদি মম সুতীব্র ধিক্কার-বোধে
হতেছে স্পন্দিত।
লজ্জা-সঙ্কুচিত মন মহা ঘোর অন্ধকারে
হয়েচে মজ্জিত।
জটায়ু-নিধন-হেতু দগধ হতেছি শোকে
—নাহি প্রতীকার।
তাহে পুন সীতা-পরে অনুকম্পা, মর্ম্মভেদ
করে গো আমার॥

লক্ষ্ম।—দাদা! দাদা! তোমার মত অলৌকিক-কর্ম্মা পুরুষেরা বিপদে কখনই এরূপ মুহ্যমান হয় না।

রাম।—ভাই! রামের অলৌকিক কর্ম্মই বটে।

যে সকল নরপতি
মহাতেজা সূর্য্যকুল-কেতু,
সমস্ত এ ত্রিলোকের
সুরক্ষক—বিপদের সেতু,
—আমা হতে হল এবে
তাঁহাদের ঘোর অপমান।
জটায়ু কল্পান্ত-জীবী
আমা লাগি' গেলা স্বর্গধাম।
পত্নীরে হারায়ে বনে
লোকের অকৃত যেই কাজ
তাহাই দেখ না কেন
কৃত হল আমা হতে আজ।

হা! তাত, কাশ্যপ, শকুন্তরাজ! তাদৃশ তীর্থরূপ সাধু পুরুষ আর কোথায় পাওয়া যাবে?

লক্ষ্ম।—তাত জটায়ুর চরম অবস্থা এখনও যেন প্রত্যক্ষ দেখচি;—তিনি এই কথাটি বলে' বীরলোকে প্রস্থান করলেন:—দেখ বৎস!

ওষধির মত যারে বনে বনে করিতেছ
সদা অন্বেষণ

—সেই সীতা আর মোর প্রাণ—দুই হরিল সে
দুষ্ট দশানন।

রাম।—ভাই! ভাই! কি দারুণ মর্ম্মভেদী তোমার এই কথা!

লক্ষ্ম।—এসো দাদা, এখন তবে সর্ব্বপ্রকারে তার বৈর-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

রাম।—হাঁ ভাই। কিন্তু যেরূপ ঘোরতর অপমান, তার তুল্য প্রতিশোধ কি হতে পারে বল দিকি?

পূর্ব্বেই রাক্ষস-বধে ছিল মোর মতি
বহু কারণেতে তারা বধ-যোগ্য অতি।
তাহাদের বধিলেও
কোথা শান্তি বল তো লক্ষ্মণ?
কুলধ্বংস করা ছাড়া
অন্য কাজ কি আর এখন?

তবু ভাই দেখ:—
সুপ্রচণ্ড ঘন-পিণ্ড
অন্তর্মুখী স্তব্ধ ক্রোধ মোর
সহসা প্রসারি' শিখা
মুহুর্মুহু জ্বলি' উঠে ঘোর।
না পাইয়া অন্য দাহ্য,
দেহ-ধাতু করে মোর পান।
সিন্ধুর বাড়ব-সম
দহে মোরে, কর এবে ত্রাণ॥

লক্ষ্ম।—এই সব অরণ্যে বিবিধ মৃগযুথেরা ভ্রমণ করচে, বিরাট গিরিগহ্বরে উন্মত্ত শ্বাপদ-কুল বিচরণ করচে। আর দেখুন, এই অরণ্য দক্ষিণ অভিমুখে প্রসারিত। আসুন দাদা, এই পথ দিয়েই যাওয়া যাক।

রাম।—এই জনস্থান-প্রদেশ আমি কখন পূর্ব্বে দেখিনি।

লক্ষ্ম।—আমরা তখন পিতৃসখা গৃধ্ররাজ জটায়ুকে অগ্নিসাৎ করে' পঞ্চবটী-আশ্রম হতে কতকাল হল বহির্গত হয়েছি। তাই মনে হয়, এখন আমরা জনস্থানের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়েচি। সম্মুখে যখন এই সকল ভীষণ অরণ্য দেখা যাচ্চে, তখন নিশ্চয় এইটিই জনস্থানের পশ্চিমস্থ কুঞ্জবান নামক দনু-কবন্ধ-অধিষ্ঠিত দণ্ডকারণ্য-বিভাগ।

রাম।—সেই দুরাত্মা কান্তার-মণ্ডূক দনু-কবন্ধকে একবার দেখতে হবে।

নেপথ্যে।—কে আছ গো ওখানে? রক্ষা কর, রক্ষা কর। এই দুরাত্মা কবন্ধ রাক্ষস একটি স্ত্রীলোককে ধরে' টানাটানি করচে।

শ্রমণা নামেতে আমি
তপঃসিদ্ধা শবর-তাপসী
এসেছি খুঁজিতে রামে
—মতঙ্গের আশ্রম-নিবাসী।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! যাও যাও।

লক্ষ্ম।—এই আমি চল্লেম।

[প্রস্থান।

রাম।—কোথা হায় তুমি প্রিয়ে!
কহ মোরে মধুর বচন।
পরাভূত যে গো, তার
দুরলভ শোক-বিনোদন।
পৌলস্ত্য অনিন্দ্য হয়ে করে বিচরণ,
কলঙ্কের অপমান আমাতেই রহিল এখন।
তাড়কা-বধের লাগি
রাবণের বাড়িয়াছে ক্রোধ।
সেই শত্রুতার বশে
বহুগুণে নিল তার শোধ॥

(লক্ষ্মণ ও শ্রমণার প্রবেশ)

লক্ষ্ম।—
রাক্ষসেরে দেখিবারে
কৌতূহল ছিল গো দাদার,
দেখা হ'ল না গো তাঁর
সেই সে কিম্ভুত-কিমাকার॥
কর-পত্র-সম তার সুতীখন দন্তধার
চর্ব্বিত তাহে প্রাণী কত।
তাহা হতে বিনিঃসৃত রক্ত করে বিপ্লাবিত
শ্মশ্রুগুচ্ছ তার অবিরত।
অতি দীর্ঘ বাহু তার শরীর বিকৃতাকার,
মুখ তার অতি অদভুত॥

দেখুন ঠাকরাণি। এই আমার দাদা।

শ্রমণা। মহারাজের জয় হোক্!

রাম।—ভাল, আপনি আমাদের কেন অন্বেষণ করচেন বলুন দিকি?—প্রয়োজনটা কি?

শ্রম।—রাবণানুজ বিভীষণের নাম কি শুনেচেন?

রাম।—তাঁর নাম কে না শুনেচে?

শ্রম।—যে সময়ে দৈব-বশে খরদূষণ প্রভৃতি নিহত হয়, সেই সময়ে তিনি কোন কারণবশতঃ আত্মীয়-স্বজনদের নিকট হতে প্রস্থান করে', সুগ্রীবের সখাতার অনুরোধে, ঋষ্যমূক-পর্ব্বতে এসেছিলেন এবং এখন সেইখানেই বাস করচেন—তিনিই এই পত্রখানি আমার হাতে দিয়েচেন। (পত্র প্রদান)

লক্ষ্ম।—(গ্রহণ করিয়া পাঠ)

স্বস্তি!

মহারাজ রামচন্দ্রকে প্রণাম পুরঃসর বিভীষণের নিবেদন:—

বিপর্য্যস্ত ভাগ্য যার দুই গতি আছে তার
মনে আমি গণি:—
ধর্ম্মের সাধনা এক, আর এক ধরমের
রক্ষক আপনি।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! প্রিয় সুহৃদ লঙ্কেশ্বর বিভীষণ যা বলচেন, তার প্রত্যুত্তরে তাঁকে কি বলা যায় বল দিকি?

লক্ষ্ম।—যখন আপনি লঙ্কেশ্বরকে প্রিয় সুহৃদ বল্লেন, তখন আর বল্‌তে বাকি রইল কি?

রাম।—যা বল্লে লক্ষ্মণ।

শ্রম।—আমরা অনুগৃহীত হলেম।

লক্ষ্ম।—আর্য্যা শ্রমণা! বিভীষণ-সম্পর্কে যদি কোন কথা বল্‌বার থাকে তো বলুন।

শ্রম।—আপাতত কিছু বল্‌বার নেই। যখন সেই দুরাত্মা রাক্ষসাধম একটি স্ত্রীলোককে হরণ করে' নিয়ে যাচ্ছিল, সেই সময় "অনসূয়া'—নামাঙ্কিত একটি উত্তরীয় নীচে পতিত হয়, সেই উত্তরীয়টি তারা নিয়ে রেখে দিয়েচে।

রাম।—হা প্রিয়ে! মহারণ্য-বাস-প্রিয়সখি!—বিদেহ-রাজনন্দিনি! (মনের আবেগ সম্বরণ)

লক্ষ্ম।—আর্য্য! সেটি কারা নিয়ে রেখেচে? আর, কার জন্যই বা রেখেচে?

শ্রম।—ঋষ্যমূকে যারা রাম-গুণ-পক্ষপাতী, সেই সুগ্রীব, বিভীষণ, হনূমান প্রভৃতি।

রাম।—সেই নিস্বার্থ পরমোপকারী মহামহিম মহাত্মাদের আমি একবার দেখ্‌ব। আর সেটি নিশ্চয় সীতারই বাস-চ্যুত অভিজ্ঞান। এখন তবে ঋষ্যমূক-অভিমুখেই যাওয়া যাক্‌।

শ্রম।—তবে এই দিক দিয়ে আসুন মহারাজ, এই দিক দিয়ে। (পরিক্রমণ)

লক্ষ্মণ।—হনূমানের বীরত্বের তো খুব খ্যাতি আছে। তিনি জন্মাবামাত্রই নাকি দেবাসুরেরা তাঁর অদ্ভুত কার্য্যের কথা শুনে একবারে ত্রস্তব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আরো নাকি শোনা যায়:—

বজ্রীর যে মহাবীর্য্য, উত্তুঙ্গ পবন ধরে
যে বীর্য্য মহান্,
—আর বালী মহাবাহু;—সমস্তই হনূমানে
একা বিদ্যমান।

শ্রম।—হাঁ, তিনি এইরূপই বটেন। আর সুমেরু-নিবাসী বানর-সৈন্যের প্রবীণ সেনাপতি কেশরীর পত্নী অঞ্জনার ক্ষেত্রজাত ও মরুদ্দেবের ঔরসজাত পুত্র এই হনূমান। কিন্তু একাকী হনূমানের দ্বারা কি হবে?

নারিকেল-রস সম জলধির জল যারা
এক-ই চুমুকে করে পান,
উৎক্ষিপ্ত করে যারা বড় বড় গিরি-চূড়া
নিকুচ-উড়ম্ব সমান,
নিবাস-দ্রুমের ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড সবলে যারা
নাশিতে সক্ষম
—এ হেন অসংখ্য কপি বালীরাজের করে
চরণ বন্দন।

রাম।—আর্য্য! দেখ দেখ—দক্ষিণদিকে বিপুল অগ্নিরাশি সঞ্চিত হয়েচে। এ কি ব্যাপার?

শ্রম।—কুমার লক্ষ্মণ সেই "যোজন বাহু" কবন্ধের চিতা নির্ম্মাণ করেচেন।

রাম।—বড় ভাল কাজ হয়েচে।

লক্ষ্ম।—দাদা! দেখুন। কি আশ্চর্য্য! কি আশ্চর্য্য!

যেথায় হতেছে পাক ঘন-পিণ্ড রক্তরাশি,
—দৃশ্য চমৎকার—
বিযুক্ত হইয়া মাংস ঊর্দ্ধে ছুটে নলকাস্থি
করিয়া টঙ্কার,
মেদ বিগলিত হয়ে বুদ্‌বুদ্ ঊর্ম্মি যেন
হয় প্রবাহিত
—সেই চিতানল হতে সুদিব্য পুরুষ এক
হয় সমুত্থিত।

(দিব্য-পুরুষের প্রবেশ)

দিব্য।—মহারাজ রামচন্দ্রের জয়!

শ্রীর পুত্র দনু আমি
শাপ-বশে হয়েছিনু রক্ষ,
ইন্দ্রাস্ত্রে কবন্ধ হই,
তবাশ্রয়ে লভিলাম মোক্ষ।

রাম।—শুনে সুখী হলেম।

দনু।—আমি মাল্যবান্ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে, আপনাকে আক্রমণ করবার অভিপ্রায়ে, সেই হিংসা-দূষিত অরণ্যে এসেছিলেম। না না, সেই পাপ-কথা আর স্মরণ করে' কাজ নেই। সম্প্রতি আপনার মাহাত্ম্যে আমার অন্তরে যে সহজ জ্ঞান-জ্যোতির আবির্ভাব হয়েচে, তাতে কোন বস্তু আমার নিকট এখন প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হচ্চে। আপনি আমার মহৎ উপকার-সাধন করেচেন, তাই আপনাকে সেই কথা জানাচ্চি।

তোমার বধের তরে যাচিতে গো বালী রাজে
মাল্যবান্ হয়েন প্রেরিত
রাবণের সখ্য-বশে রাখিতে সে অনুরোধ
হয়েছেন তিনিও স্বীকৃত।

রাম।—চরিত্রবান্ বীরমাত্রেরই তো এই রীতি।

তাঁর ন্যায় মহাবীর না করেন মিত্র-কার্য্যে
ঔদাস্য ধারণ।
যুঝিতে তাঁহার সনে আমারো গো হইয়াছে
সমুৎসুক মন॥

অন্য সকলে।—মহারাজ রাম ভিন্ন এরূপ কথা আর কে বল্‌তে পারে?

রাম।—ভদ্র! তোমার সৌজন্যের কাজ তো হয়ে গেল। এখন মহাভাগ তুমি স্বর্লোকে গিয়ে আনন্দ কর গে।

দনু।—যে আজ্ঞে।

[প্রস্থান।

লক্ষ্ম।—আচ্ছা, আর্য্যে! বালী-রাবণের মধ্যে মৈত্রী-বন্ধন কিরূপে হল?

শ্রম।—

ভূকৈলাসেরে ঊর্দ্ধে তুলি' জিনিয়া তাহার পরে
তিনটি বন,
দর্প-মদে মত্ত হয়ে বাহু-যুদ্ধে সমুদ্যত
হইল রাবণ।
সেই যুদ্ধে বালী তারে
বাহু-কক্ষে করিয়া গ্রহণ,
সপ্ত সমুদ্রের মাঝে
সান্ধ্য-পূজা করি' সমাপন,
পরে করিলেন মুক্ত;
তখন সে হইয়া প্রণত
যাচিল তাঁহার সখ্য,
বালী তাহে হলেন সম্মত।

লক্ষ্ম।—দুরাত্মা পৌলস্ত্য-কুল-কলঙ্ক! এই তোর ক্ষত্রিয়-সন্তাপকারা বীর্য্যোৎকর্ষ?

রাম।—উত্তরোত্তর রাবণের এই ভাব-পরিবর্ত্ত দেখে সমস্ত জীবলোক বিস্মিত।

লক্ষ্ম।—আর্য্যে! আপনার সম্মুখে যে শ্বেত-পর্ব্বত দেখা-যাচ্চে—ওটির নাম কি?

শ্রম।—

এ নহে গো শ্বেত-গিরি, বালীরাজ-যশোরূপে
হয়েচে উদয়।
—"দুন্দুভি" মহিষাসুর দৈত্যরাজ—তারি এই
অস্থি সমুদয়॥

লক্ষ্ম।—ঐ অস্থিরাশিতে পথ-সকল রুদ্ধ হয়ে আছে—এখন তবে অন্যদিক দিয়ে যাওয়া যাক্।

রাম।—না না, এসো। (পদ-দ্বারা অস্থি নিঃক্ষেপ)

শ্রম।—আশ্চর্য্য!

বানর-পুঙ্গব বালী, প্রচণ্ড দোর্দ্দণ্ড বলে
নিক্ষেপিলা গিরি হতে "দুন্দুভি" মহিষাসুরে;
অকাল-জলদ-শুভ্র বর্ত্ম-রোধী অস্থি তার,
অঙ্গুষ্ঠের বলে শুধু, রাম নিক্ষেপিলা দূরে।

লক্ষ্ম।—প্রশান্ত-গম্ভীর নীল অতি রমণীয় অরণ্য-গিরিভূমি ঐ সম্মুখে বিস্তৃত দেখা যাচ্চে।

শ্রম।—এ হচ্চে ঋষ্যমূক ও পম্পাসরোবরের প্রান্তদেশ। আর সম্মুখেই মতঙ্গমুনির আশ্রম। ও স্থানটি বহুকাল জনশূন্য হলেও সমিধ-যুক্ত ঘৃতগন্ধী অগ্নিদেব এখনও এখানে প্রজ্বলিত, আর সন্নিকটেই সোমপানের চষক-পত্রাদি উপকরণ ও কুশরাশি সর্ব্বদাই সজ্জিত।

রাম।—তপস্বী জনের প্রয়োজন আমাদের চিন্তার অতীত।

শ্রম।—মহারাজ! দেখুন। এখানে :—

হরষে বিহগ-কুল, বেতসে আসিয়া বসে,
তাহা হতে পুষ্প কত ঝরে সদা সে পরশে।
হয়ে তাহা সুরভিত, স্বচ্ছতোয় সুশীতল
নির্ঝ'রণী বহি' যায়; কুঞ্জ-পক্ক-জম্বু-ফল
স্খলিত হইয়া পড়ে, হয়ে তাহে মুখরিত
শত-স্রোতে মহাবেগে তটিনীটি প্রবাহিত।

অপিচ :—

ফুৎকার-শবদ করে
গুহাবাসী ভল্লুক তরুণ
প্রতিধ্বনি উঠি' তাহে
সে শবদ বাড়ায় দ্বিগুণ।
গজ-ভগ্ন শল্লকীর— শাখা-গ্রন্থি আছে পড়ি'
হেথায় হোথায়,
শীতল-কষায়-কটু নির্য্যাস-সৌরভ তার
চারিদিকে ছায়।

লক্ষ্ম।—আচ্ছা, দাদা সহসা অশ্রু-বিগলিত-দৃষ্টিতে পূর্ব্ববায়ু-তাড়িত ঐ কদম্ব-কাননের চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে' ধনু হাতে নিয়ে স্থিরভাবে দাঁড়ালেন কেন বলুন দিকি?

শ্রম।—বৎস! দেখছ না কি?

বিকাশ-উন্মুখ যত কুসুম কদম্ব,
কলকণ্ঠে-নীলকণ্ঠ করে নৃত্যারম্ভ।
উর্দ্ধ-বিকশিত নীল
তমাল-কুসুম-সম
পর্ব্বত-শিখরোপরি
সমুদিত নবঘন।

লক্ষ্ম।—(স্বগত) অন্য কোন রসের আবির্ভাবে দাদার মন কি এখন বিক্ষিপ্ত?

নেপথ্যে। মাতামহ! তুমি ফিরে যাও।

অনুচিত হইলেও তোমার আদেশে আমি
রামচন্দ্রে করিব নিধন।
তুমি পূজনীয় মোর, মিত্রের যে গুরুজন
তিনি গো আমারো গুরুজন॥

লক্ষ্ম।—আর্য্যে! এ কে?

শ্রম।—মহারাজ! দেখ দেখ।

দেবরাজ-দত্ত চারু কনক-কমল-মালা
"বালী" কণ্ঠে করে পরিধান।
পিঙ্গ অঙ্গে হয় বোধ— সন্ধ্যারাগ-বিচ্ছুরিত
যেন মহা-মেঘ তড়িদ্‌বান্।
গিরি-শিখরের পাশে উড়ি' চলে নভস্তলে;
বেগ-হেতু যেন যায় দেখা
—গৌরিকাঙ্ক-গিরি-শায়ী লক্ষ্মীর কেশের মাঝে
পরিস্ফুট সীমন্তের রেখা।

লক্ষ্মণ।—দাদা, দাদা! বীর-সমাজ-বিনোদন সেই ইন্দ্রের প্রিয় সুহৃৎকে এইবার দেখ্‌তে পেয়েচি।

রাম।—(স্বগত) উনি একজন মহাবীর।

(বালীর প্রবেশ)

বালী।—সপ্তদ্বীপ-পরপারে গিরি-"চক্রবাল"
—তাহারে বেষ্টন করি' আছে আলবাল।
সেই আল করি' ভগ্ন সপ্ত-সিন্ধু-মহাস্রোত
মহাবেগে করি' নিঃসারিত,
পুরাতন ত্রিলোকের শিথিলিয়া গ্রন্থিচয়,
আপাতাল করি উন্মূলিত,
চন্দ্র-সূর্য্য-স্তবকেরে বিপর্য্যস্ত করি,'
নিঃক্ষিপ্ত করিয়া তারা-পুষ্প ভূরি ভূরি,
সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পারি করিতে উচ্ছেদ,
কিন্তু এই কার্য্যে মোর হয় বড় খেদ।

এইরূপ অনুচিত কাজ করতে অনুরুদ্ধ হয়ে, লোকে বিপুল অন্যায়-গহ্বরে পতিত হয়। রাবণের সহিত যে দিন আমার মৈত্রীবন্ধন হয়, সেই দিনের কথা মাল্যবান আমাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ায়, আমি সেই রঘুকুল-ধ্বজের নিধনে নিযুক্ত হয়েচি। অহো! কি কুগ্রহ! প্রাতঃকাল থেকে আমার অনুসরণ করে,' আমাকে কিষ্কিন্ধ্যায় পাঠিয়ে, তবে সে প্রস্থান করেচে। হায় হায়! কি কষ্ট!

স্বকীয় সারল্য-গুণে
যে রাম অতীব শুদ্ধ-চিত
মায়াবী দুরাত্মা রিপু
তাঁহারে করিল প্রতারিত।
ধর্ম্মাত্মা জগৎ-পূজ্য আইলেন গৃহে মোর
না করিনু আমি তাঁর উচিত আতিথ্য।
না কহিনু প্রিয় কথা, ধিক্ মোরে! পাপী আমি
রিপুসম এবে কিনা বধিতে প্রবৃত্ত?

সম্প্রতি গুপ্তচরের মুখে অবগত হলেম, সুগ্রীবকেও না বলে' বিভীষণ শ্রমণাকে রামের নিকট পাঠিয়েছেন। লঙ্কার আধিপত্য বিভীষণকেই দেবেন বলে' অঙ্গীকার করে', রাম এখন মতঙ্গাশ্রম-উপকণ্ঠে অবস্থিতি কর্‌চেন। আচ্ছা, তবে আমি এইখানেই অবতরণ করি। (তথা করণ) ওগো! কে আছ ওখানে?

বিজিত-পরশুরাম, সত্যধর্ম্মা, অভিরাম
—গুণনিধি সেই রামে দেখিতে আগত।
করি' তোমা দরশন, সার্থক এ দুনয়ন,
দর্পকণ্ডু রণসাধ বাড়ে মোর কত।

রাম।—ভাই লক্ষ্মণ! ওঁকে বল, আমি এইখানেই আছি।

লক্ষ্মণ।—(নিকটে আসিয়া) দাদা এইখানে আছেন, আপনি আসুন।

বালী।—তুমি কি সেই লক্ষ্মণ?

লক্ষ্মণ।—আজ্ঞে হাঁ।

(উভয়ে নিকটে গমন)

বালী।—(স্বগত)

এই তো সে রাম, চরিতাভিরাম,
প্রকাণ্ড মহান পুরুষানুপম
—স্বীয় আচরিত উত্ত্ব চরিত,
পূর্ব্ব চরিতেরে করে অতিক্রম।

(প্রকাশ্যে) রাম!

তোমারে হেরিয়া মোর, আনন্দ বিস্ময় দুঃখ
একত্র উদয়।
দৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা নাহি, যত দেখি তব যেন
তৃপ্তি নাহি হয়।
তবে কি না, নহি আমি তব সঙ্গ-সুখ-কামী
বৃথা বাক্যে কিবা প্রয়োজন?
পরশুরামেরে জিনি' প্রখ্যাত হয়েছ তুমি,
এবে ধনু করহ গ্রহণ॥

রাম।—

দেখা হল, কি সৌভাগ্য! মানিলাম সব সত্য
তোমার বচন।
কিন্তু তুমি শস্ত্র-হীন কেমনে গো শস্ত্র রাম
করিবে গ্রহণ?

বালী।—(হাসিয়া) ওগো মহাক্ষত্রিয়! আমি যে তোমার অনুকম্পার অযোগ্য; আমার প্রতি কেন তুমি অনুকম্পা প্রকাশ কর্‌চ?

মোদের চরিত কে না জানে ত্রিভুবনে
—কি হইবে করি' ব্যাখ্যা পুন তা বচনে?
সাজো রণে, সত্য-প্রিয় তুমি সত্যসন্ধ,
শস্ত্র-যুদ্ধে যদি হয় তোমার নির্ব্বন্ধ,
আছে মোর এই সব ভূধর-প্রস্তর
—বানরদিগের যাহা সংগ্রাম-অস্তর।

এসো তবে, এই দিকে এসে দাঁড়ান যাক্।

লক্ষ্মণ।—দাদা! উনি যা বল্লেন, তা ঠিক্—যে জাতির যে যুদ্ধ-পদ্ধতি।

বালী ও রাম।—(পরস্পরের প্রতি)

তব সনে রণোৎসব
অতিশয় শ্লাঘ্য বলে' গণি;
কিন্তু তুমি হ'লে গত
বীরশূন্য হবে যে ধরণী।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

লক্ষ্মণ।—ধনুর টঙ্কারে বালী যে অত্যন্ত কুপিত হয়েচেন দেখ্‌চি।

মেঘের গর্জ্জন-সম সুতীব্র গম্ভীর-স্বন
অবিরত ছাড়িয়া হুঙ্কার
গুঞ্জাফল-বর্ণ-প্রায় মুখ ব্যাদানিয়া ধায়
দিক্-চক্রবালের মাঝার।
উত্তোলিত—ক্রোধ-হেতু পিঙ্গল লাঙ্গুল-কেতু,
ছুটে যেন বিদ্যুৎ সমান,
সর্ব্ব-অঙ্গপ্রসারিত, নভ তাহে আচ্ছাদিত
—ক্রোধভরে ঘোর কম্পমান।

(নেপথ্যে)—বিভীষণ! বিভীষণ!

বালী রাজেরি তো এই কণ্ঠের নিঃস্বন
তাঁরি তো এ নবঘন-প্রচণ্ড গর্জ্জন।
কোথা হতে আসে এই টঙ্কার ভীষণ?
পিনাকী করেন কি গো পিনাকাস্ফালন?

লক্ষ্মণ।—আর্য্য! উনি আবার কে?

শ্রম।—বিভীষণের সখা সুগ্রীব এই যুদ্ধে যোগ দিতে আস্‌চেন। আর, সমস্ত বানর-সেনাপতিরাই গিরি-গহ্বর হতে লাফ দিয়ে পড়চে।

লক্ষ্মণ।—এইবার তবে ধনুতে আমারও জ্যা আরোপণ করতে হবে দেখ্‌চি।

শ্রম।—ঐ দেখ, রাম-তূণীর-শায়ী শর—বালীর শরীর, "দুন্দুভি-দৈত্যের খর্পর, সপ্ততাল, গিরি, মহীতল—একেবারে এক-সঙ্গে সমস্ত ভেদ করেচে।
(নেপথ্যে)—

শোনো বলি তোমাদের
পৌলস্ত্য, সুগ্রীব, অগ্রগণ্য !
আমার শপথ, যদি
চিত্ত তব না হয় প্রসন্ন।
ওগো কপি-বীর সবে ! যদি গো এখনো মোরে
রাজা বলি' করহ গ্রহণ,
হোক্ শাস্তি বলি আমি ; লভিয়াছি রাম হতে
বহুমূল্য বীরের মরণ।
এবে করি উপদেশ :— তব রাজা আমি যথা
—সুগ্রীবো তেমনি।
যেমন সুগ্রীব এই —মোর পুত্র অঙ্গদেও
জানিবে এমনি ॥

লক্ষ্মণ।—বালীর আদেশে অনুচরেরা এখন যুদ্ধ বিরত। বানর-যূথ-পতিরাও বীরাচার ত্যাগ করতে হল বলে' অসহ্য দুঃখে অভিভূত হয়ে, নীরবে দণ্ডায়মান। আর দেখ, দাদাও অশ্রুপূর্ণ-নয়নে সস্নেহে বালীর দিকে চেয়ে আছেন। বিভীষণও বালীর শপথে আবদ্ধ হয়ে, তাঁর স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করচেন। নিষ্ঠুর প্রহারের মর্ম্মচ্ছেদী বেদনা-বেগ সযত্নে গোপন করে,' বালী নিজকণ্ঠস্থ কনক-কমল-মালাগাছি আলিঙ্গনচ্ছলে সুগ্রীবের কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন। আহা ! এই আসন্ন অবস্থাতেও এঁর বীরশ্রী কেমন দীপ্যমান !

—

দৃশ্য—যুদ্ধ-ক্ষেত্র

(বালী মৃত্যুশয্যায় শয়ান। সুগ্রীব, বিভীষণ ও রামের প্রবেশ)

মহাকুল-সমুদ্ভূত— যশ, কীর্ত্তি, বীর্য্য যার
অপ্রাকৃত—নহে সাধারণ,
মহা-মহীধর-সম অতি সারবান্ যিনি
—পুণ্য-শ্রী করেন ধারণ।
এবম্বিধ জনে বধি' ঘোর দৈব দুর্ব্বিপাক
সর্ব্বজনে করে নিপীড়ন ॥

বালী।—বৎস বিভীষণ ! দেখ দেখ, ভায়া সুগ্রীবের বুকে সহস্র পদ্মের মালাগাছি কেমন সুন্দর দেখাচ্চে।
সুগ্রীব ও বিভীষণ।—(চুপি চুপি)

বিনা-মেঘে সহসা গো
এ কি এ দারুণ বজ্রপাত !
নৃশংস বিধির এ কি
বিপরীত বিষম আঘাত।
আর্য্যের শপথে বদ্ধ
—লঙ্ঘিব গো কেমনে আদেশ
থাকি বা কেমনে বল
সহি' এই মর্ম্মঘাতী ক্লেশ ?

বালী। রামভদ্র ! রামভদ্র !
রাম।—আর্য্য ! এই যে আমি।
বালী।—
হ'লেও অপ্রিয় অতি যার সনে সখ্য ডোরে
হয়েছিনু যুক্ত
—প্রাণ দিয়া এবে সেই সখ্য-ঋণ হতে আমি
হইলাম মুক্ত।
তব সম সাধুজন- গুণ-রাশি-সমুচিত
সখ্য অভিরাম
তাহাও এ মৃত্যুকালে যথাশক্তি দেখ তোমা
করিনু গো দান।

রাম।—(বিনয়-লজ্জা-সহকারে অবস্থান)
সুগ্রীব, বিভীষণ।—(জনান্তিকে) আর্য্যে শ্রমণে ! অমৃতের হ্রদস্বরূপ এই মহারাজ রাম হতে আমাদের এই দৈব-দুর্ব্বিপাক কিরূপে ঘট্‌ল বল দিকি ?
শ্রম।—শোনা যায়, মাল্যবান্ কর্ত্তৃক এইরূপ (উভয়ের কর্ণে কথন)
বালী।—ভাই সুগ্রীব !
সুগ্রী।—(অশ্রু-স্তম্ভিত)
বালী।—ছি সুগ্রীব ! তুমি আমার কথায় উত্তর দিচ্চ না ?—তুমি কি আমার প্রতিকূল পক্ষ ?
সুগ্রী।—(সকরুণভাবে) আর্য্য ! আর্য্য ! আমার প্রতি প্রসন্ন হয়ে আজ্ঞা করুন !
বালী।—বৎস, বল দিকি আমি তোমার কে ?
সুগ্রী।—গুরু ও প্রভু।
বালী।—আর, তুমিই বা আমার কে ?
সুগ্রী।—শিষ্য ও দাস।

বালী।—ভাই! আমাদের উভয়ের মধ্যে পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ বল দেখি?

সুগ্রী।—বশিত্ব আপনার, আর বশ্যতা আমার—এই সেব্য-সেবক সম্বন্ধ।

বালী।—(হস্ত ধারণ করিয়া) আচ্ছা, তবে এই রামকে তোমার হস্তে আমি সমর্পণ করলেম। রামভদ্র! হস্ত গ্রহণ কর।

রাম, সুগ্রীব।—পূজনীয় গুরুজনের বাক্য কে না শিরোধার্য্য করে?

বিভী।—(স্বগত) অহো! উনি এ স্থলে বিস্তর কথা বল্‌তে পারতেন—কিন্তু বিশুদ্ধ মৈত্রী-ধর্ম্ম স্বীকার করে' কেমন সংক্ষেপে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

বালী।—ভাই সুগ্রীব! আচ্ছা বল দিকি, ব্রহ্ম-পুত্র আচার্য্য জাম্ববানের কাছ থেকে মৈত্রী-ধর্ম্ম সম্বন্ধে পারমার্থিক বচন তুমি কিরূপ সংগ্রহ করেছ?

সুগ্রী।—

প্রাণপণে উপকার, না কর অনিষ্ট কোন,
কাপট্য-বর্জ্জন,
আত্মবৎ প্রীতিদান এই মৈত্রী মহাব্রত
—মিত্রের ধরম।

বালী।—রামভদ্র! সূর্য্যবংশপুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠের নিকটে তোমারও এইরূপ শিক্ষা না?

রাম।—হাঁ আর্য্য, আমারও এইরূপ শিক্ষা।

বালী।—আচ্ছা, তবে এই মৈত্রধর্ম্ম-অনুসারে তোমরা পরস্পরের সহিত ব্যবহার করবে। আমার অনুরোধে অগ্নি সাক্ষী ক'রে তোমাদের মধ্যে এইবার সখ্য বন্ধন কর। আর অধিক সময় নেই। মতঙ্গ মুনির এই অগ্নিও নিকটে আছে।

রাম, সুগ্রীব।—(পরস্পরের হস্ত ধারণ)

মতঙ্গ-পূতাগ্নি-কাছে
এই সখ্য হউক বন্ধন,
মম হৃদি হোক্ তব,
তব হৃদি হউক্ গো মম।

বালী।—আর দেখ রামভদ্র! এই বিভীষণকে তুমি লঙ্কাধিপত্য প্রদান করবে বলে' শ্রমণার সম্মুখে প্রতিশ্রুত হয়েছ, এ কথা যেন স্মরণ থাকে।

বিভী।—(লজ্জা ও আশঙ্কার সহিত) কি! —আমার কথা তবে জান্‌তে পেরেচেন?

শ্রমণা, লক্ষণ।—ওঃ! উনি দেখ্‌চি চরের চক্ষু দিয়ে সমস্ত দেখ্‌তে পান।

রাম।—হাঁ, আমি প্রতিশ্রুত হয়েচি বটে।

বিভী।—তবে দেখ্‌চি মহারাজ রামচন্দ্রও আমার প্রতি প্রসন্ন। (প্রণাম)

সুগ্রী।—শ্রমণা-বৃত্তান্ত আমি অবিদিত হলেও, এর ফলিতার্থ আমি অনুমান করতে পারচি।

রাম।—দেখ প্রিয়সখা, মহারাজ সুগ্রীব বিভীষণ! এই সৌমিত্রি লক্ষ্মণ এখন তোমাদেরি।

লক্ষ্ম।—আর্য্য! আমি লক্ষ্মণ, আপনাদের অভিবাদন করি।

উভয়ে।—এসো বৎস এসো। (আলিঙ্গন)

শ্রম।—কি গম্ভীর ও সরস এই মিত্রতার অঙ্গীকার।

বালী।—বৎস বিভীষণ! তুমি স্বার্থ-সাধন করচ—এই মনে করে' লজ্জিত হয়ো না; এই ব্যাপারের এইরূপই পরিণাম। রাবণেরো যে মরণ সন্নিকট, তা আমার এই আসন্ন-মৃত্যুতেই জানা যাচ্চে। অপত্য-স্নেহ সকল স্নেহাস্পদের প্রতি সমান হলেও, রাবণের হিতসাধন করাই, রাবণ-অন্নে প্রতিপালিত মাতামহ মাল্যবানের বিশেষ ধর্ম্ম। কিন্তু মাতামহ নিজেই বল্লেন, প্রিয় রামচন্দ্রের সহিত যোগ দেওয়া বিভীষণের খুবই উচিত। তাঁর ন্যায় গম্ভীর-বুদ্ধি মহাপুরুষ রাবণের কুপ্রবৃত্তি ও দুষ্কর্ম্মের কথা বিলক্ষণ অবগত আছেন। ওগো! এইবার আমার প্রাণ বহির্গত হচ্চে। আমার মৃত্যু হলে, তোমরা আমাকে জল-প্রপাতের শ্মশানে নিয়ে যেও।

সকলে।—

হা বীর বাসব-পুত্র অকম্পিত-প্রাণ যথা
"মন্দার"-অচল।
জগতে অপ্রতিরথি! উদ্ধত "দুন্দুভি"-নাশী
মহাবাহু-বল!
আহা! তুমি হলে গত হায় হায়! আমাদের
বাঁচিয়া কি ফল?

বালী।—ওগো মহাত্মা প্লবঙ্গ-পুঙ্গব সকল? তোমরা শ্রবণ কর:—

সুগ্রীব আর অঙ্গদের প্রভুত্ব আছে যে হেথা
—সে কেবল তোমাদেরি সৌজন্য-প্রভাবে।
মম প্রীতি-অনুরোধে, তাহাদের করিবে গো
আনুকূল্য—না দেখিবে তাচ্ছীল্যর ভাবে।

রাম-রাবণের যুদ্ধ
হইয়াছে এবে সমাগত,
স্নেহ-কৃতাঞ্জলি হয়ে
বলিতেছি—কোরো সাধ্যমত।
অসাধ্য কি তোমাদের
তব বীর্য্য কে না অবগত?

অপিচ :—

আনমিত-কর্ণ-যুগ দিঙ-মাতঙ্গের সনে
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে কর যে গো দারুণ প্রহার,
পুচ্ছ-আস্ফালন করি' সিন্ধু গর্ভ বিদারিয়া
রসাতলে কিবা তব লম্ফ চমৎকার!
রিপু-বিদলন-কারী তোমাদেরি অনুরূপ
এ সব কপিত্ব আর পৌরুষ বিক্রম
গাঢ় অনুরাগ-ভরে প্রকটিত কোরো রণে,
দেখো যেন হয়ো না গো কভু বিস্মরণ।

[সকলের প্রস্থান।

ইতি আরণ্যক-নামক পঞ্চম অঙ্ক।

ষষ্ঠ অঙ্ক

(বিষণ্ণ মাল্যবানের প্রবেশ)

মাল্য।—(সচিন্ত) ওঃ! রক্ষপতি রাবণের দুর্নীতি-বৃক্ষের পুষ্প-কলিকা চারি দিকেই বিকীর্ণ।

সেই বিটপীর বীজ —জনক রাজার কন্যা
সীতারে প্রার্থনা।
অঙ্কুর জানিবে তার :— রামলক্ষ্মণেরে শূর্প-
নখার বঞ্চনা।
পল্লব—মারীচ-মায়া, আর তার শাখা জাল :—
অযোনিজা জানকীরে সবলে হরণ।
সুব্যক্ত কলিকা তার :— বালীর নিধন, আর
রাম-বিভীষণ-মাঝে মৈত্রী সংস্থাপন॥

আর শীঘ্র এই বৃক্ষে ফলও ধরবে বলে' মনে হয়। দেখ, আমার মত পরিণত-বুদ্ধি ব্যক্তিরা ভাবী ঘটনা পূর্ব্ব হইতেই জানতে পায়।

(নিঃশ্বাস ফেলিয়া) অহো! ভাগ্যের কি প্রতিকূলতা!

এ বিপদ প্রতীকারে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগিয়া
করিলাম যে সব উপায়
—অলসের কার্য্য সম আপনা আপনি ভ্রষ্ট
সে সমস্ত হইল গো হায়!

(অনুতাপ সহকারে) ওঃ! মন্ত্রি-পদের কি কষ্ট!

প্রমত্ত পুরুষগণ কোন বাধা নাহি মানি'
যে যে কার্য্য স্বেচ্ছামত করে সম্পাদন,
দৈব হইলেও বক্র— তবু সেই কাজে জেদ
প্রতীকার-চিন্তা সদা করে মন্ত্রিগণ।

অহো! সেই দুরাত্মা ক্ষত্রিয়-বটু, বীরত্বে সকলকেই অতিক্রম করেচে। অমন যে সৌর্য্যতেজঃ-সম্পন্ন কপি-চক্রবর্ত্তী বালী, তাকেই যখন শরের দ্বারা বিদ্ধ করলে, তখন তার অসাধ্য কি আছে? (স্মরণ পূর্ব্বক) আর, গুপ্তচরও কিষ্কিন্ধ্যা থেকে ফিরে এসে এই কথা বল্‌চে, সীতার অন্বেষণে কপি পুঙ্গবেরা দিকে দিকে ধাবমান।

নেপথ্যে।—

সপ্তাধিক শিখা যার
প্রজ্বলিত - হেন হুতাশন
দিগন্তে অরুণ-ভ্রান্তি
সহসা গো করে উৎপাদন।
বিহঙ্গেরো লক্ষ্যাতীত
প্রকাণ্ড যাদের আয়তন
—হেন তপ্ত হৈম গৃহে
অর্দ্ধদগ্ধ রক্ষোবীরগণ
ছুটিয়া পলায় সবে
প্রলয়ের করিয়া আশঙ্কা
—সেই মহা হুতাশন
গ্রাস করে সমস্ত এ লঙ্কা;
চিত্রকূট গিরি হতে করিয়া আরম্ভ।
আর যেথা আছে ঘিরি সাগর-তরঙ্গ॥

(তাড়াতাড়ি ত্রস্তব্যস্ত হইয়া ত্রিজটার প্রবেশ)

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।
(বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে আসিয়া পতন)

মাল্য।—বৎসে! কাতর হয়ো না। কেন এত চেঁচাচ্ছ? বল, কি অনিষ্ট ঘটেচে।

ত্রিজ।—(উঠিয়া) কনিষ্ঠ মাতামহ! আমি হতভাগিনী, কি আর বল্‌ব। কোথেকে একটা দুষ্ট

বানর এসে সমস্ত নগর দগ্ধ করে' রাক্ষসদের উপর গাছ-পাথর ছুড়ে উৎপাত কর্‌ছিল, তাই দেখে কুমার অক্ষ তাকে আক্রমণ করায়, বানরটা কুমারকে বধ করে' পালিয়ে গেছে।

মাল্য।—(খেদ-সহকারে) বল কি ?—নগর দগ্ধ—কুমার নিহত ? না জানি এ বানরটা কে (স্মরণ করিয়া) চর বলেছিল বটে, হনুমান দক্ষিণদিকে গেছে। ওঃ!—

হনুমান লঙ্কাপুরী
দগ্ধ করি' তূলার সমান
লঙ্কাপতি রাবণের
তীব্র তেজ করিল নির্ব্বাণ।

বৎসে! সে কি সীতার সমস্ত বৃত্তান্ত জান্‌তে পেরেচে ?

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! আমার সামনেই দেখলেম, একটা ক্ষুদ্র মর্কট সীতার সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা কচ্ছিল, আর সীতা নিজের মাথা থেকে অভিজ্ঞান-চিহ্ন স্বরূপ একটা কেশাভরণ খুলে দিল। এইমাত্র আমি জানি।

মাল্য।—এই কি যথেষ্ট নয় ? (আশঙ্কার সহিত) এতেই যে তার সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হ'ল। শুন্‌তে পাই নাকি, তার মতন আরও কত কোটি কোটি বানর-বর্গ আছে।

ত্রিজ।—(মনে মনে চিন্তা করিয়া) অমন সুকুমার-দর্শনা স্নেহবতা মানুষী হয়ে, সীতা কি করে' আমাদের রাক্ষসদেরও মধ্যে রাক্ষসী হয়ে পড়্‌ল ?

মাল্য।—এ তো ঠিকই হয়েচে।

অমল সতীত্ব-জ্যোতি প্রশান্ত-কিরণ বলি'
জগতে কীর্ত্তিত।
কিন্তু সে অভাগী সীতা আমাদের দুষ্কৃতির
ফলরূপে এবে প্রজ্বলিত॥

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! প্রথমে, দণ্ডকারণ্য-পর্য্যন্ত-বিস্তৃত বিবিধ পর্ব্বত-প্রদেশে আমাদের রাক্ষসদের বাস ছিল—তখন আমরা সমস্ত জম্বুদ্বীপময় ইতস্ততঃ বিচরণ করতেম। এখন দেখ, আমরা নিতান্ত অক্ষম হয়ে এই লঙ্কায় বাস করচি। এখন এর প্রতীকার কি ?

মাল্য।—বৎসে! তুমি এত কাতর হয়েছ কেন ?

সুদুর্গম "চিত্রকূট"—তাহার উপর
প্রতিষ্ঠিত দেখ এই লঙ্কার নগর ;
ইহার প্রাকারগুলি সপ্তপ্রকারের ভিন্ন
ধাতুতে নির্ম্মিত,
অভ্রস্পর্শী উর্ম্মিময় সুদুস্তর সিন্ধু-রূপ
পরিখা বেষ্টিত।

(চিন্তা করিয়া) অথবা এও বাহুল্য মাত্র—

রাবণের ভীমবাহু দৃপ্ত-রিপু-নাশ-যজ্ঞে
দীক্ষিত যখন—
(বামাক্ষি স্পন্দনে)
দুর্ব্বিপাক বিধাতা কি বাক্যও মোদের এই
সহিতে অক্ষম ?

বৎসে! বৎস কুম্ভকর্ণের নিদ্রার আর কত বাকি ?

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! এই কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে চতুর্থ মাস সমাপ্ত হয়েচে।

মাল্য।—শুন্‌তে পাই, এখনও নাকি তাঁর জাগরণের অনেক বিলম্ব আছে। (স্মরণ করিয়া) বিবেচনা করে' দেখ্‌তে গেলে, কনিষ্ঠ বৎস বিভীষণই দূরদর্শী। তার অবিমৃষ্যকারিতা হতেও পরিণামে শুভ ফল প্রসূত হবে। চারিদিক ভেবে দেখ্‌লে মনে হয়, শেষে একমাত্র বিভীষণই বংশ-স্থিতির মূল-রূপে বর্ত্তমান থাক্‌বে।

ত্রিজ।—(সভয়ে) কনিষ্ঠ মাতামহ! ধিক্! ও পাপ-কথা মুখে আন্‌বেন না।

মাল্য।—কেন বল দিকি ?

ত্রিজ।—অন্য কোন অশুভ ঘটনার সময় কনিষ্ঠ মাতামহ এরূপ করে' কখন তো বলেন নি ?—এ যে নূতন কথা শুন্‌চি।

মাল্য।—বৎসে! চারিদিক ভেবেই কথাটা বলেচি। দেখো, এর পরিণাম এইরূপই হইবে। কেন না :—

ইচ্ছামত অবিরত
বিচরণ করি' নভস্থলে
সূর্য্য যথা রশ্মি সহ
অবশেষে যায় অস্তাচলে,
—সেইরূপ রক্ষোনাথ শুদ্ধ কুলে লভিয়া গো
জনম গ্রহণ,

পাপ-বুদ্ধি-প্রণোদিত পাপাচারে কাটাইয়া
সমস্ত জীবন,
প্রবল যে ভবিতব্য তাহা ছাড়া আর কোথা
হইবে পতন ?

রাজার সুবুদ্ধি-পরিচালিত সুনীতিই এখন এর একমাত্র প্রতীকার। বৎসে! মহারাজ দশাননের সে নীতির কোন উপক্রম কিংবা উদ্যোগ দেখ্‌তে পাচ্চ কি ?

ত্রিজ।—কনিষ্ঠ মাতামহ! এখন আমাদের প্রভু "সর্ব্বতোভদ্র" অট্টালিকায় আরোহণ করে'—যেখানে রাক্ষসকুল-কালরাত্রি সীতাকে রাখা হয়েছে—সেই অশোক-বনের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। আরও একটা কথা স্ত্রীলোকদের মুখে শোনা গেল নগরের এই অগ্নিকাণ্ড দেখে আমাদের ঠাকুরাণীও নাকি অত্যন্ত ভাবিত হয়ে, মহারাজকে বোঝাবার জন্যে সেইখানে গেছেন।

মাল্য।—দেবী মন্দোদরী অতি উচ্চদরের স্ত্রীলোক, তাই তিনি রাজাকে বোঝাবার জন্য এত ব্যগ্র হয়েছেন। কিন্তু মহারাজ তো সেরূপ লোক নন—তাই এখনও তাঁর চৈতন্য হচ্ছে না। এসো, এখন ঘরের ভিতরে গিয়ে, চরেরা কি-কি কাজ করলে, জানা যাক।

[উভয়ের প্রস্থান।

ইতি বিষ্কম্ভক।

দৃশ্য—রাবণের প্রাসাদ

(উৎকণ্ঠিত হইয়া রাবণের প্রবেশ)

রাবণ।—(সীতাকে ভাবিতে ভাবিতে)
থাকিতে ও-মুখখানি
চন্দ্রমায় কিবা প্রয়োজন ?
কি হবে গো নীলোৎপলে
থাকিতে ও চঞ্চল লোচন ?
থাকিতে ও-ভুরুভঙ্গী
কি করিবে স্মর ধনু ধরি'
কি করিবে ঘন-ঘটা
থাকিতে ও-কুন্তল কবরী ?
থাকিতে ও তনু খানি
কোথাই বা লক্ষ্মীর মাধুরী ?

(স্মরণ করিয়া সোল্লাসে)

অহো! হল-মুখ-বিদারিত—যজ্ঞ-ভূমি-সমুত্থিত সেই রমণীরত্নকে ধ্যান করতে করতে, আমার চিরকালের কামনা এতদিনের পর সিদ্ধ হল। (চিন্তা করিয়া) অনুকূল বিধাতার এইরূপই নাকি বিলাস-লীলা। (সগর্ব্বে) অথবা, এই বিধাতাই বা কে ?

যদি না থাকিত মোর আলস্যের দোষ,
ভুঞ্জিতাম আরো কত সুখ-পরিতোষ।
ব্রহ্মাণ্ড পেষণ করি' ব্রহ্মাকে ভুবন হতে
করিতাম কিছু অপসৃত।
যশঃ-প্রতাপের তরে চন্দ্র-সূর্য্যে ইচ্ছামত
করিতাম গগনে স্থাপিত।
কিন্তু কেন অকারণে বেচারা বিধির পরে
করি আমি রোষ,
বিধি যবে বিধিমতে সাধিছে সদয় হয়ে
আমারি সন্তোষ।

(দাসীর সহিত মন্দোদরীর প্রবেশ)

দাসী।—এই দিকে ঠাকরুণ, এই সোপান-পথের দ্বার। এইবার তবে উঠুন।

মন্দো।—(সোপান আরোহণ পূর্ব্বক রাবণকে নিরীক্ষণ করিয়া) (স্বগত) এই যে, মহারাজ দশাসন এইখানে বসে' অশোক-বনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। শত্রুপক্ষ আক্রমণ করেচে, তবু রাজ-কার্য্যে একেবারে উদাসীন! (প্রকাশ্যে) মহারাজ দশাননের জয় হোক!

রাবণ।—(মুখের ভাব সম্বরণ করিয়া) এ কি! মন্দোদরী যে। (পার্শ্বে উপবেশন করাইয়া)

মন্দো।—(উপবেশন করিয়া) এই বিষয়ে কি ভাবচ বল দেখি ?

রাব।—কোন্ বিষয় ?

মন্দো।—শত্রুপক্ষের আক্রমণের বিষয় ?

রাবণ।—(অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া) কি শত্রুপক্ষ ? —শত্রুপক্ষের আক্রমণ ? যা কখন শোনা যায় নি, তাই তুমি শুনেছ দেখচি।

যার বাহু পরাক্রান্ত মত্ত-দিগ দন্তি-দন্ত
রুধিয়াছে ; আর, দিক-পালে
একসঙ্গে রণস্থলে আটকিয়া বাহুবলে
করিয়াছে জয় এক-কালে ;

প্রজ্বলন্ত অশনির সুপ্রচণ্ড প্রহরণে
বক্ষ-চর্ম্ম ছিন্ন-ভিন্ন যার,
তার প্রতিদ্বন্দ্বী রিপু নিতান্ত কল্পিত জেনো,
—এ অপূর্ব্ব প্রমাদ কাহার ?

আচ্ছা, তবু শোনা যাক্। দেবি! সে রিপু কে বল দিকি ?

মন্দো।- সেনাপতি সুগ্রীবের অধীনস্থ সমস্ত বানর-সৈন্য-পরিবৃত, অনুজসহচর, দাশরথি রাম।

রাবণ।—কি ? অনুজের সহিত সেই তপস্বী রাম ? দেবি! তার কিম্বা তাদের আক্রমণে আমার কি হতে পারে ?

মন্দো।—মহারাজ! তাদের সম্মিলনই ভয়ের কারণ। আরও শুনলেম, সাগর-তটে সেনা-সন্নিবেশ করে' রাম যখন ভগবান্ সাগরকে আহ্বান করেন, তখন নাকি তিনি ভয়ে ঘর থেকে বেরুন নি।

সাগর-গরভে রাম হানেন কি-জানি এক
অস্ত্র অজানিত,
তাহার মহিমা-বলে নিমেষে সমস্ত জল
হইয়া আবৃত
চক্রসম ঘুরি'-ঘুরি' উত্তাপে হইয়া পাক
হ'ল রক্তময়।
নক্রাদি উঠিল ভাসি', কচ্ছপ-সমূহ হ'ল
শীর্ণ অতিশয়,
সহসা মূর্চ্ছিত হল অসংখ্য সাগর-নর,
শঙ্খ-শুক্তি সব
হইয়া গো বিস্ফোটিত তাহা হতে উঠিল গো
সুপ্রচণ্ড রব

রাব।—(অবজ্ঞার সহিত) তার পর কি হল ?

মন্দো।—মহারাজ! তার পর, পুচ্ছমাত্র দৃশ্যমান এইরূপ তীক্ষ্ণ শর-নিকরে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হওয়ায়, তোমার ভয় ত্যাগ করে', সমুদ্র তখন জল-গর্ভ হতে নির্গত হলেন। তার পর, রামের পায়ে পড়ে' রামকে অভ্যর্থনা করে', যাবার পথও দেখিয়ে দিলেন। আরও শোনা যায় নাকি, তিনি এখন রামের সাহায্য করচেন।

রাবণ।—(সাহসের সহিত) আচ্ছা, শোনাই যাক্। দেবি! সে কিরূপ পথ বল দিকি ?

মন্দো।—মহারাজ! সহস্র সহস্র বানরেরা অসংখ্য পর্ব্বত এনে এখন সেতু নির্ম্মাণ করচে।

রাবণ।—দেবি! বোধ হয়, তোমাকে কেউ প্রতারণা করেচে। কেন না, সাগরের দুরবগাহ গাম্ভীর্য্য-মহিমা চির-প্রখ্যাত।

জম্বুদ্বীপে, কিম্বা আরো অন্য অন্য দ্বীপ-মাঝে
আছে যত গিরি অধিষ্ঠিত
তাহে নাকি সাগরের উদরের কোণ-মাত্র
কভু নাহি হয় গো পূরিত।
তা ছাড়া, আমার কিসেই বা ভয় ?
কণ্ঠনলী বিদারিত তাহা হতে প্রবাহিত
অভিনব যে শোণিত-জল
—সেই অর্ঘ্য দিয়া আমি হয়ে কৃতাঞ্জলি-পাণি
ধুয়েছিনু যাঁর পদতল,
হরষাশ্রু-মধু-রাশি স্ফুট-শ্রী-ঈষৎ-হাসি
হেন দশ-মুখাম্বুজ, যাঁর পদে করেছিনু দান,
সেই মহাদেব মোর, সাহসের সাক্ষাৎ প্রমাণ।

মন্দো।—কোন বানরের হস্ত-নৈপুণ্যে নূতন কোন কিছু নির্ম্মাণ হয়েচে কি না, আপনি একবার অবধারণ করুন। কেন না, দেখা গেল, কতকগুল পর্ব্বত জলের উপর ভাসচে।

রাবণ।—(মাথা নাড়িয়া) "শিলা জলে ভাসে," —এ নিতান্ত নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকেরই উক্তি। দেবি! অধিক আর কি বলব :—

জানেন গো ব্রহ্মা মোর বেদশাস্ত্র-জ্ঞান
জানে শচীপতি মোর আদেশ-বিধান।
অশনি জানে গো মোর ধৈরয কেমন,
যশে মোর পরিপূর্ণ এ তিন ভুবন।
কৈলাস বলের মোর নিকষ-প্রস্তর,
অধিক বলিব কিবা, নিজে মহেশ্বর
জানেন সাহস মোর—যাঁর পদতল
অভিষিক্ত করি আমি দিয়া রক্ত-জল।

(নেপথ্যে ঘোর কলরব)

মন্দো।—মহারাজ! রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(সত্রাসে উদগ্রীব হইয়া নিরীক্ষণ)

রাবণ।—দেবি! ভয় নাই।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

ভো ভো! লঙ্কা-দ্বার-রক্ষি রাক্ষসগণ!
দ্বার শীঘ্র কর রুদ্ধ; স্থাপন করহ তাহে
সোজা গুরু লৌহের অর্গল।

তদুপরি রাখো শস্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখ
স্বকুলের সব বলাবল।
তেজোহীন ক্ষীণ-প্রাণ শিশু ও যুবতি-জনে
বদ্ধ রাখো ঘরে।
খাদ্যের সামগ্রী যত সংগ্রহ করিয়া রাখো
যতন-আদরে।
প্রধান সুগ্রীব-সহ কপি-পরিবৃত
লক্ষ্মণের সাথে হেথা রাম উপস্থিত।

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—মহারাজ! সেনাপতি প্রহস্ত কোন বিষয় মহারাজের নিকট নিবেদন করবার জন্য দ্বার-দেশে দাঁড়িয়ে আছেন।

রাবণ।—কি?—সেনাপতি প্রহস্ত?—আচ্ছা, তাকে নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে। [প্রস্থান।

(প্রহস্তের প্রবেশ)

প্রহ।—মনুষ্য-পুত্রের এরূপ তেজ-বীর্য্য তো কখন দেখি নি।

উত্তাল তরঙ্গ-রাজি বিক্ষোভিত করে সদা
যার চারি ধার,
'গোষ্পদের সম লঙ্ঘি' এ হেন সে সুদুস্তর
ভীম পারাবার,
লঙ্কাপানে দৃষ্টি রাখি' মন্দ-মন্দ পদ-চারে
হয়ে উপনীত
বিষম "সৌবল" শিরে সৈন্যদের স্কন্ধাবার
করিলা স্থাপিত।
আর স্বল্প কপি-সহ সম্মুখ-প্রাঙ্গণে আসি'
নিজে অধিষ্ঠিত॥

(সম্মুখে নিরীক্ষণ করিয়া) এই যে লঙ্কেশ্বর।

রাব।—সেনাপতি! এই কলরবের হেতু কি বল দিকি?

প্রহ।—(স্বগত) কথার ভাবে বোধ হচ্ছে, মহারাজ এখনও কিছুই জানেন না। আচ্ছা, এখন তবে, কি কি কাজ করেছি, তাই শুধু জানাই।

(প্রকাশ্যে)

সম্যক্ হয়েছে রুদ্ধ
নগরের কপাট দুয়ার।
আপ্ত, ভক্ত, রক্ষিগণ
করিতেছে রক্ষা চারিধার।

রাব।—কি নিমিত্ত?

প্রহ।—(স্বগত) কি?—এঁর এখনও এইরূপ অজ্ঞান-অবস্থা? আচ্ছা, তবে (প্রকাশ্যে) মহারাজ লঙ্কেশ্বর!

মনুষ্য-সন্তান-মাত্র অনুজেরে সাথে করি'
যথাশক্তি রুধিয়াছে এই মহা লঙ্কাপুরী।
খাদ্যের সামগ্রী সব।
হ'ল তাই সুদুর্লভ॥

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতী।—মহারাজ! একটা বানর রামের দূত বলে, পরিচয় দিয়ে দেউড়িতে দাঁড়িয়ে আছে।

রাবণ।—(অবজ্ঞা-সহকারে) বানর?—নিয়ে এসো।

প্রতী।—যে আজ্ঞে। (প্রস্থান করিয়া অঙ্গদের সহিত পুনঃ প্রবেশ) ঐ মহারাজ। নিকটে এগিয়ে যাও।

অঙ্গ।—(নিকটে গিয়া) পরম শৈব লঙ্কেশ্বরের জয়!

রাবণ।—তুমি সুগ্রীবের অনুচর?

অঙ্গ।—না, আমি তাঁর অনুচর নই।

রাবণ।—তবে কার?

অঙ্গ।—লঙ্কেশ্বর! আমি কে, ও কি জন্য এসেচি, শ্রবণ করুন।

গর্ব্বিত রাক্ষস-দল তাহাদের বনে যিনি
মূর্ত্তিমান দাবানল প্রায়
—সেই রাম-আজ্ঞাক্রমে দূত হয়ে আসিয়াছি
শাসিবারে তোমারে হেথায়।
সীতারে ছাড়িয়া দেও স্ত্রী সুহৃদ জাতি পুত্র
—আসি' তুমি তাদের সহিত
লক্ষ্মণের কর সেবা নতুবা উদ্ধত রাজা!
শরে তুমি হইবে শাসিত।

রাবণ।—(হাসিয়া) বানরও বক্তা হল?—এতে আর আমার বক্তব্য কি আছে?

অঙ্গ।—আমি স্বল্পভাষী বটে, কিন্তু তুমি এ নিশ্চিত জেনো—

তোমার মস্তক আজি লক্ষ্মণ-পদাব্জ-তলে
হবে অবনত,
কিংবা তাঁর তীক্ষ্ণ বাণে হবে বিদ্ধ, বল এবে
কিবা অভিমত।

রাবণ।—(সক্রোধে) ওরে! কে আছিস ওখানে, এই কর্কশ-ভাষী দুর্মুখটার মুখশুদ্ধি করে' নিয়ে আয় তো।

প্রহ।—মহারাজ! ও তো দূত-মাত্র, ওর উপর রাগ করে' কি ফল?

রাব —ওর মুখ-সংস্কার করে' দিলেই, সেই তপস্বী রামের কথার উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া হবে।

অঙ্গ।—(অঙ্গের রোঁয়া ফুলাইয়া)

যদি না হতেম আমি পরাধান শ্রীরামের
দৌত্য-কার্য্য-ভারে,
—তীখন করাতি-সম বিষম নখের ক্রূর
প্রচণ্ড প্রহারে
শিথিলিয়া শিরোবন্ধ, ছিন্ন করি' দশমুণ্ড
দশদিকে না বিলায়ে বলি-উপহার
কভু না নিবৃত্ত হত এ রোষ আমার।

[লম্ফ দিয়া প্রস্থান।

রাবণ।—(নিরীক্ষণ করিয়া) কি আশ্চর্য্য! জাতি-সুলভ চাপল্য কখনই ঘোচবার নয়।

প্রহস্ত।—এখন মহারাজের কি আদেশ হয়, শোনবার জন্য হৃদয় উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে।

রাবণ।—এ বিষয়ের আদেশ কি আবার জিজ্ঞাসা করতে হবে?

ভুবন-প্রখ্যাত বল শক্রনাশী সমুদ্ধত
রাক্ষসের দল
অবস্থিত চারিধারে;— এখনি ভাঙিয়া ফেল
দ্বারের অর্গল।
খুলে দাও বহির্দ্বার, শত্রুনাশী অস্ত্র, ভুজে
করি, আস্ফালন
উৎকট এ মর্কটের বৃথোত্থান লম্ফ-ঝম্প
করহ খণ্ডন।

প্রহস্ত।—যে আজ্ঞে মহারাজ।

[প্রস্থান।

(নেপথ্যে ঘোর কলরব)

সকলে।— [সভয়ে প্রস্থান।

(পুনঃপ্রবেশ)

বধিতেছে রক্ষোগণে
ভীমমূর্ত্তি কপি-বীর যত
চারিদিকে বাঁধে বেদী
রক্ষ-মুণ্ড ভেদি' অবিরত।
যাহারা ক্রোধান্ধ হয়ে, বাহির হইতে চায়
পূর্ব্বেই তাদের সবে করিছে ছেদন।
নিঃক্ষেপিয়া গণ্ড-শৈল মহাবেগে ইতস্ততঃ
পুর-দ্বার চারিদিকে করিছে ভগন॥

রাবণ।—(ঊর্দ্ধদিকে অবলোকন ও সক্রোধে উৎপ্রেক্ষণ) কি?—আমার বিদ্বেষী ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারাও আত্মজ্ঞানরহিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে উত্তেজিত হয়েচেন? আচ্ছা, দেবি! তুমি অন্তঃপুরে যাও। আমি এখন:—

কতিপয় ভুজে মোর, মুখ্য কপি বীরগণে
মহাবেগে দিকে দিকে করি' নিঃক্ষেপণ;
অন্য দক্ষ বাহু দিয়া যুদ্ধ অভিনয়-নট
তাপস-অঙ্কুরদ্বয়ে করিব পেষণ।
রাম মোর ছিদ্র—ইহা মনে মনে ভাবি' যারা
বৃথা সেই ছিদ্র মাত্রে করিল আশ্রয়,
—বাকি বাহু দিয়া টানি' সেই দুষ্ট দেবগণে
পাঠাইব কারাগারে হইয়া নির্দ্দয়।

[বিকটভাবে পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

দৃশ্য—আকাশ-মার্গ

(রথে সারথি মাতলির সহিত পরিজন-পরিবৃত ইন্দ্রের প্রবেশ)

মাত।—দেব দিবস্পতি! এই লঙ্কা অভিমুখে:—

প্রলয়-বিপ্লব-কালে মহাঘোর সুবিকট
গর্জে যথা সপ্তসিন্ধু
একসঙ্গে করি' মহারোষ—
সেইরূপ লক্ষ লক্ষ শত্রুদের লম্ফ-ঝম্পে
রক্ষদের যাতায়াতে,
সমুত্থিত প্রচণ্ড নির্ঘোষ।

তাই মনে হয়, রাক্ষসাধিপতি রাবণ যুদ্ধার্থে বহির্গত হয়েচেন।

ইন্দ্র।—সারথি! দেখ দেখ :—

ঘোর আক্রমণ দেখি' রক্ষ-পতি লয়ে সাথে
জ্ঞাতি পুত্র দাস শত শত,
উদ্‌ঘাটি' কপাট ঝট্, তাড়ায়ে মর্কট সব,
পুরী হতে হল বহির্গত।

(শব্দ শুনিয়া) আঃ! উত্তরদিক হতে কনক-কিঙ্কিণী-জাল-ঝঙ্কৃত রথে কে না জানি সবেগে এই-দিকে আসচে?

সারথি।—(নিরীক্ষণ করিয়া) যাঁকে আপনি অনুগ্রহ করে' গন্ধর্ব্ব-রাজ্যে অভিষিক্ত করেছেন, সেই চিত্ররথ।

(বিমানারূঢ় চিত্ররথের প্রবেশ)

চিত্র।—দেবরাজের জয়!

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! সমর-দর্শনের জন্য কি তোমার ঔৎসুক্য হয়েচে?

চিত্র।—তাও বটে, আবার তা ছাড়া আরও কিছু প্রয়োজন আছে।

ইন্দ্র।—অন্য কি প্রয়োজন?

চিত্র।—অলকেশ্বরের আদেশ।

ইন্দ্র।—কিরূপ?

চিত্র।—তিনি আমাকে বল্লেন :—

জন্ম-কাল হতে যে গো প্রবল আধির সম
আমারে ও ত্রিলোকেরে
দিয়াছে মরম-পীড়া অতি দুর্নিবার
—বিধির বিপাক-বশে আজি সেই রাবণের
আসিয়াছে মৃত্যু-দিন,
—শুভাশুভ ফলাফল জেনে এসো তার।"

তাই, এই কথা জান্‌বার জন্য আমাকে তিনি পাঠালেন।

ইন্দ্র।—কি?—সৎকুল-প্রসূত ব্যক্তিদেরও এই-রূপ মনের ভাব?

চিত্র।—সহোদর ভ্রাতারাও যে পরস্পর শত্রু হবে, তাতে আর বিচিত্র কি? কেন না, কুবেরের রত্ন ও পুষ্পক-রথাদি সেই দুর্ব্বৃত্ত রাবণ হরণ করে-ছিল, এ কথা তো সুপ্রসিদ্ধ।

অথবা :—

ত্রিলোকের মাঝে আছে
সুপ্রসিদ্ধ জীব-জন্তু যত
—উদ্ধত ব্যাভারে তার
বহু ক্লেশ পেয়ে নানামত
শ্রীরামের প্রতি তারা অনুরাগ-ভরে
প্রতীক্ষা করিছে তাঁর বিজয়ের তরে।

ইন্দ্র।—(নিরীক্ষণ করিয়া) গন্ধর্ব্বরাজ! সুবেল-গিরির এই অধিত্যকা হতে বানরেরা কিল-কিল-কোলাহলে দিক মুখরিত করে', ছত্রভঙ্গ হয়ে, ঊর্দ্ধ-শ্বাসে যেরূপ ছুটেচে, তাতে মনে হয়, রাবণের অস্ত্রে তারা আহত হয়েচে।

চিত্র।—দেবরাজ! দেখ দেখ :—

মহারথী রক্ষোনাথ সুবিষম গিরি-শিরে
চালাইয়া রথ
শিঞ্জিনী-নির্ঘোষে তার, প্রতিধ্বনি-পূর্ণ করি'
প্রান্ত-গিরি যত,
সমস্ত এ গগনের বিবর-বিস্তার
তুলিলা বধির করি'—এমনি টঙ্কার।

ইন্দ্র।—দেখ গন্ধর্ব্বরাজ! সংগ্রামের রীতি-অনুসারে উভয়ের যুদ্ধ-সজ্জা সমান হয়নি—(আবেগ-সহকারে) সারথি! সারথি! রামভদ্রকে আমার এই সাংগ্রামিক রথটি উপহার দেও। আমি গন্ধর্ব্ব-রাজের বিমানে আরোহণ করচি।

(তথা করণ)

সারথি।—যে আজ্ঞা মহারাজ! [প্রস্থান।

চিত্র।—যেরূপ তুমুল যুদ্ধ চল্‌চে, তাতে ভাল করে' নিরীক্ষণ না করলে কিছুই বোঝা যায় না। দেখুন না কেন :—

রক্ষ-কপি-বীর সবে উভয়ের অস্ত্রক্ষেপে
উভয়ে বিহ্বল-চিত্ত
—উভে হতজ্ঞান।
ক্রমে হল কাছাকাছি, ছত্র-ক্রম গেল ঘুচি,
চুলাচুলি ঘুসাঘুসি
বাধিল সংগ্রাম।
বিষম তুমুল রণে পরস্পর প্রহরণে
বিমর্দ্দিত নিষ্পেষিত
শরীর সবার।
তাহা হতে রক্তধারা বহে প্রবাহের পারা
রুদ্ধ হ'ল রণ-ভূমি
—পথ চলা ভার॥

কোন বীর, রুণ্ড হতে মুণ্ড কারো করি' খণ্ড
বিশাল দোর্দ্দণ্ড-বলে,
শত্রুর বিকট দেহ করিয়াছে বিনিক্ষিপ্ত
সমর-অঙ্গন-তলে।
জীর্ণ চিত্রকূট সম প্রকাণ্ড সে বপু তার
—তাহার পতন-ভারে
কোটি কোটি শূর-কীট পড়িয়া তাহাতে চাপা
বিলীন গো চারি ধারে।

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! এই দিকে, এই দিকে :—

প্রাস-বিদ্ধ বীর-অঙ্গে রক্তধারা ছুটে রঙ্গে,
অগ্রমাংস তাহে সংলগন।
সে মাংসের লোভ-বশে গৃধ্ররাজ আসি বসে
—রোম-চ্ছায়া যার অতুলন।
সংগ্রামেতে দিয়া ভঙ্গ, রুধিরাক্ত-সর্ব্ব-অঙ্গ
শস্ত্র-ক্ষত যত বীরগণ,
ওই গৃধ্র-রোম-চ্ছায়ে বিষম উত্তাপ দায়ে
বিশ্রাম করয়ে কিছুক্ষণ।

এ দিকে আবার :—

বীরগণ যাহাদের বিদীর্ণ ত্বকের ঘের,
যাহাদের মাংস সব
দলিত পেষিত ;
ধমনী হয়েচে ছিন্ন মহাঅস্থি-স্নায়ু ভিন্ন
অন্ত্রচয় যাহাদের
স্পষ্ট সুলক্ষিত ;
—তাহারাও রণে মাতি শত্রু-দিকে বক্ষ পাতি
প্রহার প্রতীক্ষা করে
হয়ে ধৈর্য্যান্বিত।

চিত্র।—দেবরাজ! রক্ষপতির এই সৈন্য-বিন্যাস-পদ্ধতি অতি অপূর্ব্ব!

সমরাগ্রে ভৃত্যবর্গ, বেষ্টিত অনুজগণে
মেঘনাদ পার্শ্বে অবস্থিত।
অন্য পার্শ্বে কুম্ভকর্ণ —বীর-মাঝে সুদুর্ম্মদ—
অসময়ে নিদ্রা-উদ্বোধিত।
পৃষ্ঠভাগে অবস্থিত দশানন-জননীর
ভীষণ বিকট জ্ঞাতিগণ;
মধ্যেতে আছেন বসি বিন্ধ্যবৎ রথ-শিরে
দুর্বিগাহ লঙ্কেশ রাবণ।

ইন্দ্র।—দেখ গন্ধর্ব্বরাজ! আক্রমণে অভিনিবিষ্ট-চিত্ত হয়ে, সম্মুখে শত্রুদের নিরীক্ষণ করেও, রামভদ্র কেমন নির্ভয় নিষ্কম্প! অথবা, এই তো তাঁর উচিত। কেন না, এ কথা চির-প্রসিদ্ধ—

ঘোর ঝঞ্ঝা দিবানিশি বহে যদি দিশি দিশি
মহাসার কুল-গিরি
কিঞ্চিৎও কম্পিত তাহে
নহে কদাচন।
গাম্ভীর্য্য-গরিমা, আর অক্ষত মহিমা যাঁর
সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি সিন্ধু
কভু নাহি করে ত্যাগ
মর্য্যাদা আপন॥

চিত্র।—দেখ দেখ!

মেঘনাদ-বধ-তরে ধনু আকর্ষণে ব্যগ্র
যাঁহার অঙ্গুলী-কিসলয়
—সেই ভক্তি-নম্র ভাই লক্ষ্মণেরে কষ্টে ত্যজি'
স্থানান্তরে হইয়া উদয়
রঘুপতি রাম এবে —সমর-কুশল যে গো
কুম্ভকর্ণ আর সে রাবণ—
লক্ষ্য করি' তাহাদের, পুনঃ পুনঃ ধনুর্গুণ
পরশিয়া করেন মার্জ্জন।

আমার মনে হয়, এ অতি দুষ্কর ব্যাপার।

এই সব রক্ষবীর সবে মিলি একসাথে
একই কালে করিতেছে রণ।
সুরয-কুল-অঙ্কুর শ্রীরাম ও লক্ষ্মণেরে
একে একে করি' আক্রমণ,
কোটি কোটি শস্ত্র-জাল মুহুর্মুহু বরষিয়া
চতুর্দ্দিকে করে আচ্ছাদন।

অথবা, এমনই কি দুষ্কর :—

ইহারাও দুই জন শ্রীরাম আর লক্ষ্মণ
শত্রু-শস্ত্র নিজ বাণে
করি খান্ খান্
প্রকটি' প্রভাব-শক্তি —অক্ষত-মহিমা-দীপ্তি—
রণস্থল-মাঝে দেখ
কিবা শোভমান।

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া)

কি আশ্চর্য্য! এই বানরদের মধ্যে পাঁচ-ছয় জন, নিজনামের যোগ্যতা প্রকটিত করে' কেবল রামভদ্রের চরণ-সেবাতেই নিযুক্ত। দেখ না কেন—

সুগ্রীব রথের আগে, অঙ্গদ সে পৃষ্ঠভাগে
পার্শ্বে ভাবী লঙ্কাধীশ,
আর জাম্বুবান।
অনুজ লক্ষ্মণ-পাশে
রহে হনুমান॥

(চিন্তা করিয়া) রামভদ্রের পাদ-পদ্ম সেবকদের উভয় পক্ষেই মঙ্গল। কেন না—

স্বামি-ভক্তি, আর ধৈর্য্যে অক্ষত-শরীরে এরা
কিবা অবস্থিত।
রক্ষোগণ-আক্রমণে অন্য কপিদের মাঝে
দৈন্য সুলক্ষিত॥

ইন্দ্র।—দেখ গন্ধর্ব্বরাজ! মনুষ্য-লোকে বাৎসল্যই সমস্ত ইন্দ্রিয়-বশীকরণের চূর্ণ-মুষ্টি-স্বরূপ। কেন না—

ক্ষিপ্রহস্ত-আদি গুণে লক্ষ্মণেরে কিছুমাত্র
ন্যূন বলি' নাহি হয় জ্ঞান।
আবার, সে খ্যাতনামা শূর-শ্রেষ্ঠ মেঘনাদও
লক্ষ্মণেরি তুল্য বলবান্।
রাবণ ও রঘুপতি তাঁহারাও তুল্য অতি;
কিন্তু যবে পরস্পরে
ঘোরতর হয় বাণ-বৃষ্টি।
সেই সংগ্রামের স্থানে দুই স্নেহাস্পদ-পানে
উভয়েরি ছুটে স্নেহ-দৃষ্টি॥

চিত্র।—দেবরাজ! এই তো উচিত কাজ। মহাত্মারা যে বাৎসল্যের অনুসরণ করেন, সে তো প্রসিদ্ধই আছে।

(বিস্ময় ও ঔৎসুক্য-সহকারে) দেখুন দেবরাজ—

হইয়া মরম-বিদ্ধ
লক্ষ্মণের বজ্রসম শরে
কুপিত রাক্ষস-দল
যায় ধেয়ে সম্মুখ-সমরে;
রক্ষোনাথও কতিপয় পুত্রে হেরি' রণস্থলে
যুদ্ধে নিপতিত,
রাম-সনে যুদ্ধ ত্যজি' মেঘনাদ-পার্শ্বে দ্রুত
হন অধিষ্ঠিত।

এইবার রামভদ্রের অমঙ্গল হবে বলে' আশঙ্কা হচ্চে।

ইন্দ্র!—গন্ধর্ব্বরাজ! অমঙ্গল আবার কিসের? কুকুৎস্থ-কুল-অঙ্কুরদিগের অচিন্তনীয় মহিমা চির-প্রসিদ্ধ। দেখ না কেন—

দশানন হইলেও বীর-সমাজের মাঝে
অদভুত রণে শোভমান,
শত শত রক্ষোনাথে একশরে বিনাশিতে
পারে এই মহাবীর রাম।

চিত্র।—দেবরাজ। বহু জনের আক্রমণেও যে ব্যক্তি সফলতা লাভ করে, তার জয় জনসংখ্যার উপর নির্ভর করে না। দেবরাজ। এই দিকে একবার অবহিত হয়ে দেখুন—

এই দিকে মহাবেগে
হইলে গো রাবণ নির্গত,
যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী কুম্ভকর্ণ
রাম-শরে হইয়া বিক্ষত
উচ্চে করে হাহাকার; এইরূপ পিতৃ-দশা
করিয়া দর্শন
কুম্ভনামে পুত্র তার —মূর্ত্তিমান গর্ব্ব, কিম্বা
ভূধর জঙ্গম—
অতিরোষে মহাবেগে হয়ে ধাবমান
পিতার নিকটে আসি হয় অধিষ্ঠান।

(বিস্ময় সহকারে) অহো! মর্কট জাতির কি ছিদ্র-সঞ্চারিতা!—রন্ধ্র দেখলেই তার মধ্যে প্রবেশ করে। কেন না—

কুম্ভ যবে ধাবমান
রাম-প্রতি হয়ে অতি ক্রুদ্ধ,
ইতিমধ্যে রণস্থলে
কপি এক তারে করে রুদ্ধ।

(সবিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! এ যে সুগ্রীব।

রুদ্ধ করি' বাহু-দণ্ডে মহাবলে করিয়া পীড়ন
ভূমে ফেলি করে বিদলিত।
তাহাতেও নহে তুষ্ট, ক্রোধান্ধ হইয়া পুন
মাষবৎ করে নিষ্পেষিত॥

(আশঙ্কার সহিত)

ইহা দেখি' কুম্ভকর্ণ অতিশয় দ্রুতগতি
আক্রমিয়া সুগ্রীবেরে করিল ধারণ।
সুগ্রীবও নিপুণ অতি নিজেরে মোচন করি'
স্বসা-সম নাসা তার করিল ছেদন॥

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! এই দিকে, এই দিকে।

অনুজ লক্ষ্মণ ওই
রক্ষোনাথ-মেঘনাদ-প্রতি
কি যে অস্ত্র হানিয়াছে
—অনির্ব্বাচ্য অদ্‌ভুত অতি
যার লাগি ক্রোধে অন্ধ
হইয়াছে উভয়ে সম্প্রতি।

অহহ! এইবার লক্ষ্মণের রক্ষা পাওয়া দুষ্কর দেখচি। দেখ না কেন :—

মন্ত্রের প্রভাবে যার গতি অবিদিত
—নাগপাশ হানিল গো সেই ইন্দ্রজিত।
দুর্‌ভেদ্য অস্ত্র সেই খণ্ডিল লক্ষ্মণ :
হেনকালে মহারোষে আসি' দশানন,
শতঘ্নী দিয়া মর্ম্ম বিঁধিল সবলে
মূর্চ্ছিয়া লক্ষ্মণ পড়ে হনুমান-কোলে॥

চিত্র। দেবরাজ! এইবার লক্ষ্মণ অত্যন্ত আহত হয়েছেন। ভাইকে মূর্চ্ছিত দেখে রামের চিত্ত যুগপৎ করুণা ও বীররসে পূর্ণ হওয়ায় মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণকে দেখবার জন্য উৎসুক হয়ে বিভীষণের নিকট হতে যেমন তিনি আসবেন, অমনি রাক্ষস-সৈন্য চারিদিকে তাঁর গতিরোধ করলে, কিন্তু তিনিও তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবিধান করলেন।

যে অবস্থা শঙ্করের হয় সেই পুরাকালে
ত্রিপুর-বিজয়ে,
সেইরূপ অবস্থায় রঘুপতি রাম এবে
অবস্থিত হয়ে
ক্ষণমাত্রে শরজালে কুম্ভকর্ণে খণ্ডে খণ্ডে
করিয়া ছেদন,
রক্ষ-সৈন্যে ভস্ম করি' অতি ব্যগ্র হয়ে তথা
করিলা গমন।

(নিরীক্ষণ করিয়া) অহো! রঘুপুঙ্গবের কি বাৎসল্য-মহিমা! উনি অনুজের অবস্থা নিজ হৃদয়ে যেন প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করচেন। (চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া সহর্ষে) আ, বাঁচা গেল। রঘুকুল-কুমার দুটি এখনও নিরাপদে আছেন। কেন না, সপরিবারে রাবণও এখন এই মহাবিপন্ন-সাগরে বিক্ষুব্ধ-চিত্ত (পুনর্ব্বার দুজনকে নিরীক্ষণ করিয়া) কিন্তু এখনও যে মূর্চ্ছিত দেখ্‌ছি। বড়ই চিন্তার বিষয় হল। কেন না :—

বহু ছল জানে এই রিপু রক্ষোগণ,
তাহাতে অবশ তনু এবে দুই জন।
বানর সহায় যত তারাও বিহ্বল ;
এই তো অবস্থা—দেখি, কিবা হয় ফল।
না জানি বিধাতা এখন কি করেন।

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ! কেন তুমি এরূপ আশঙ্কা করচ? দেখ, লক্ষ্মণকে বাঁচাবার জন্য, অচিন্ত্য-মহিম মহাশক্তি-সম্পন্ন বীরাগ্রগণ্য হনুমানকে বলা হয়েচে। সম্প্রতি :—

রোম-কূপ প্রস্ফুরিত করি' হনুমান
—প্রলয়ের রজোবৃষ্টি যেন মূর্ত্তিমান—
লম্ফ দিয়ে উঠে বেগে অন্তরীক্ষ-তলে,
লাঙ্গুলাগ্রে টলাইয়া নক্ষত্র-মণ্ডলে।
যেমন মনর তার ঔৎসুক্য অপার
—তারি উপযুক্ত এই উদ্যোগ-ব্যাপার।
কোথা হতে গিরি এক করি' আহরণ,
মুহূর্ত্তে সুবিজ্ঞ হনু করে আগমন।
চিত্র।—(সোল্লাসে) দেবরাজ! দেখুন।
চন্দ্রের আলোক লভি' কুমুদ যেমনি,
লউহ লভিয়া যথা অয়স্কান্ত-মণি,
ভবসিন্ধু-গতজন লভি' তত্ত্বামৃত,
—সেইরূপ গিরি-বায়ু তনুর আনীত
আঘ্রাণিয়া দুইজনে লভিল চেতনা,
দ্রব্যবিশেষের হেন অজ্ঞেয় মহিমা!

(দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) এ কি! লঙ্কেশ্বর প্রলয়ের উদ্বেল সমুদ্রের মত আবার যে শত্রু-আক্রমণে ধাবমান। (মনে মনে বিচার করিয়া) সম্প্রতি ধর্ম্মযুদ্ধের বিধানে নিবারিত হয়ে, রাবণ মেঘনাদ প্রভৃতি রাক্ষস-সৈন্যের বহুতর প্রধান ব্যক্তি, রাম-লক্ষ্মণের প্রতি এখনও উপেক্ষা করচেন এবং রাম-লক্ষ্মণও সহস্র সহস্র রাক্ষস-কাটদের এখন গণনার মধ্যেই আনচেন না।

(পুনর্ব্বার লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া)
শাণে ঘসা মণি যথা,
মেঘ-মুক্ত যথা দিনমণি,
নিষ্কাশিত অসি যথা,
চ্যুত-চর্ম্ম ভুজগ যেমনি,
মোহ-মুক্ত হয়ে এবে
শোভিতেছে লক্ষ্মণ তেমনি।

জয় জয় দিব্যৌষধি !
কিবা তার অচিন্ত্য মহিমা !
সুসম্ভব অসম্ভব
কিছু তাহে নাহি দেখি সীমা ॥

(নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি ! কপি-রাক্ষসদের মধ্যে আবার যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েচে দেখ্‌চি। দেখ না কেন :—

অবিরাম যুদ্ধমাঝে পরস্পরে স্পর্দ্ধা করি'
অহমিকা-ভরে
—রাক্ষসেরা তীব্র বাণে কপিগণ তীক্ষ্ণ নখে—
বিঁধে পরস্পরে।
রণ-ভূমি বিদলিত তাহা হতে সমুত্থিত
ধূলিজাল-কণ
সুরভিত চূর্ণরূপে বীরগণ নিজ বুকে
করে তা ধারণ।

(সবিশেষ নির্দ্ধারণ করিয়া) সন্ধ্যার ঘন অন্ধকারে ও প্রাতের অরুণালোক যে প্রভেদ, এই রাক্ষস ও বানর-সৈন্যের মধ্যে সেইরূপ প্রভেদ দেখা যাচ্চে। দেখ না কেন :—

যেথা যেথা রক্ষ-সেনা প্রতিক্ষণে হইতেছে
অতীব ক্ষয়িত
—সেথানেই কপিসেনা অনন্ত-গুণেতে পুন
হয় গো বর্দ্ধিত।

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ ! এই দিকে আবার ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত।

রক্ষোনাথ রঘুনাথ
—এ দিকে লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিত
রণ-স্থল-মাঝে দোঁহে
দ্বন্দ্বভাবে এবে একত্রিত।
মহাশক্তিশালী উভে ধনুর শিক্ষায় দোঁহে
কেহ নহে ন্যূন।
দিব্য অস্ত্র-সঞ্চালনে আর প্রতীকারে তার
উভয়ে নিপুণ।
দোঁহে রণে মহাবীর্য্য করিয়া প্রকাশ
প্রলয়াগ্নি-সম দোঁহে সৈন্য করে নাশ।

চিত্র।—দেবরাজ ! এই দুই মহাবীরের যুদ্ধ-প্রভাব বহুবিস্তৃত।

এ দুই যুগলবীর সিংহ-নাদে পূর্ণ করে
ককুভ-মণ্ডল,
শরজালে ব্যোম, আর অরাতির দেহ-খণ্ডে
সর্ব্ব ধরাতল।
আমাদেরো দৃষ্টি-পথ
নেত্র-জলে হইল আবিল
সহসা রোমাঞ্চ, আর
কম্পন এ দেহে দেখা দিল।

(সবিশেষ দেখিয়া) প্রত্যক্ষ ও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা একই বস্তুর কতটা প্রভেদ উপলব্ধি হয়। দেখ না কেন :—

রাবণের বীর্য্য হতে রাম-বীর্য্য রণস্থলে
প্রত্যক্ষ নিরখি দশগুণ পরিমাণ।
আর, পার্শ্ব-নিপতিত রক্ষ-যূথপের হেরি'
অনন্ত গুণ বলি, হয় অনুমান ॥
যেমনি রাক্ষসগণ অস্ত্র-ধৃত-ভুজ-কেতু
করিয়া ঘূর্ণিত
বহুবল-দর্প-ভরে যুঝিতে যুঝিতে সবে
হল উপনীত
—অমনি রামের সেই শর-পক্ষ-সঞ্চালিত
পবনের ভরে
দীপ্ত যে প্রতাপানল —পতঙ্গ-সমান তাহে
ঝাঁপ দিয়া পড়ে।

(চিন্তা করিয়া) এই সৃষ্টি পাঞ্চভৌতিক বলেই প্রসিদ্ধ। তাই :—

সমগ্র যে ত্রিভুবনে না হইত পর্য্যাপ্ত
রক্ষদের দাঁড়াবারো স্থান
—পঞ্চত্ব লভিয়া এবে ভূমি মাত্রে লীন হয়ে
এবে তারা করে অবস্থান।

ইন্দ্র।—গন্ধর্ব্বরাজ ! দেখ, এই রাম-লক্ষ্মণ কি আশ্চর্য্যরূপেই প্রতারিত হচ্ছে। কেন না :—

রাম-লক্ষ্মণের বাণে রাবণের এক মুণ্ড
যেই ছিন্ন হয়
অমনি তাহার স্থানে অনন্ত মস্তক আসি'
হয় গো উদয়।
আর, মেঘনাদ-গুণ অতুলন, বর্ণিবারে
কে বল সক্ষম ?
রাম-লক্ষ্মণেরো দেহে অচিন্ত্য প্রভাব কিবা
—যাতে কদাচন

ধৈর্য্য ও উৎসাহের না হয় বিরাম
—শিরশ্ছেদেও ক্ষান্ত নহে ধনুর্ব্বাণ।

(নেপথ্যে)

ওগো রামভদ্র! যে অস্ত্র-প্রয়োগে ঐ দুরাচারের বধসাধন হতে পারে, সেটিকে কেন উপেক্ষা করচ? অবহিত হয়ে শ্রবণ কর :—

সীতারে লভহ তুমি, লভুক উচিত প্রীতি
এ তিন ভুবন;
—বিভীষণ লঙ্কাপুরী; লভুক রাবণ পুনঃ
দেবত্ব আপন।
কি আর বলিব বল, যে সকল মুনিগণ
প্রত্যক্ষ করিয়াছেন পরম-তত্বরে
তাঁহারা লভেন যেন পরম পবিত্র শান্তি
প্রসাদ-আনন্দ-পূর্ণ আপন অন্তরে।

চিত্র।—(শুনিয়া) কি আশ্চর্য্য! দেবর্ষিরাও যে ওদের বধের জন্য রাম-লক্ষ্মণকে ত্বরা দিচ্চেন। অথবা, দুষ্ট-দমনে কার না মনস্তুষ্টি হয়?

(ব্যস্তসমস্ত হইয়া বিস্ময় ও ঔৎসুক্যের সহিত)

দেবরাজ! দেখুন :—

রাম ও লক্ষ্মণ দোঁহে করিয়া স্মরণ
ব্রহ্ম-অস্ত্র আর দিব্য-অস্ত্র নারায়ণ
—সেই সব অস্ত্র-বাণে ক্রমশ যখন
রাবণ ও রাবণি-মুণ্ড করিলা ছেদন
—রণভূমে পড়ে দেহ তাদের দোঁহারি,
অন্তঃপুরে মূর্চ্ছা যায় যত রক্ষ-নারী।
আকাশ হইতে রাম-লক্ষ্মণের শিরে
সুমঙ্গল পুষ্প-বৃষ্টি হইল অচিরে।

ইন্দ্র।—(নেপথ্য-অভিমুখে অবলোকন করিয়া সোল্লাসে) গন্ধর্ব্ব-রাজ! দেখ, এই সুপ্রসিদ্ধ ত্রিভুবন-শত্রু দশাননের নিধন-বৃত্তান্ত শুনে সুমনা মহর্ষিগণ অতীব আনন্দিত হয়ে, মহোৎসব উপভোগ বাসনায় আমার প্রতীক্ষা করচেন। আমি তবে এঁদের মনোরথ সম্পাদনার্থে এখনি যাত্রা করি। তুমিও এই সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করে' প্রিয়সখা অলকেশ্বরকে পরিতুষ্ট কর গে।

[পরিক্রমণ করিয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি ষষ্ঠ অঙ্ক।

সপ্তম অঙ্ক

(শোকাকুলা লঙ্কার প্রবেশ)

লঙ্কা।—(আক্রোশ সহকারে) হা মহারাজ দশানন! ত্রৈলোক্য-বিজয়ী দুর্দ্ধর্ষ দুঃসাহসী মহাবীর! সকল-রাক্ষস-লোক-প্রতিপালন-সমর্থ মহাবাহু! হা কেকসী-পুত্র-তিলক। হা বন্ধুজনবৎসল! এখন আমি তোমাকে কোথায় দেখতে পাব? হা কুমার কুম্ভকর্ণ! হা বৎস মেঘনাদ! কোথায় তুমি? আমার কথার উত্তর দেও। কি?—কেহই আর কথা কচ্চে না? হা দুষ্টদৈব-দুর্ব্বিপাকগ্রস্ত! তোমার শেষে কি না এই পরিণাম?—অথবা তোমাকে কেন আমি বৃথা তিরস্কার করি?—আমারই দুশ্চরিতের এই ফল।

(অলকার প্রবেশ)

অল।—অহো! রক্ষপতির এ কি দশা-দুর্বিপাক! এই বিপুল রাক্ষস-সৃষ্টি মুহূর্ত্তমধ্যে বিনষ্ট হয়ে শেষে কিনা শুধু বিভীষণ মাত্র অবশিষ্ট রইল! (শব্দ শ্রবণ করিয়া পরিক্রমণ) কি?—আমার কনিষ্ঠা ভগিনী লঙ্কা, অভিনব ভর্ত্তৃ-বিরহ-ব্যথায় বিধুর হয়ে ক্রন্দন করচেন? (নিকটে আসিয়া) ভগিনি! আশ্বস্ত হও! আশ্বস্ত হও!

লঙ্কা।—(দেখিয়া) এ কি! আমার ভগিনী অলকা যে।

অলকা।—ভগিনি! ধৈর্য্য ধর, ধৈর্য্য ধর—এইরূপই সংসারের গতি।

লঙ্কা।—ভগিনি! আমার আর সান্ত্বনা কোথায়? এখন আমার কেবল যুবতিজনেরাই অবশিষ্ট রইল। শুনতে পাই নাকি, এখন বিভীষণই একমাত্র কুলতন্তু—বংশধর যে বেঁচে আছে। কিন্তু এই হতভাগিনীর এমনি দুর্ভাগ্য, সেও নাকি এখন শত্রুপক্ষের সেবায় নিযুক্ত।

অলকা।—না বোন্, তা নয়—তিনি আমাদের শত্রুপক্ষ নন।

লঙ্কা।—তবে কিরূপ?

অলকা।—তিনি যার শত্রু, সে তো চলে গেছে। ত্রিভুবনের সহিত যাঁর সম্বন্ধ, সেই দাশরথিই এখন আমাদের স্বভাব-মিত্র।

লঙ্কা।—(আশ্বসিত হইয়া) তাই না কি?

অলকা।—হাঁ বোন্, তাই।

লঙ্কা।—আমাদের স্বামীর এ কি বিপরীত পরিণাম!

অলকা।—অনুসন্ধান না করে' কেন এরূপ কথা বল্‌চ?

কেন পিতৃ-আজ্ঞাক্রমে, ভ্রাতা-মাত্র লয়ে সাথে
দণ্ডক-অরণ্যে রাম করিলে প্রবেশ
যেরূপ গর্হিত কাজ করে তব দশানন
তারি এ সমস্ত ফল জানিবে বিশেষ।

লঙ্কা।—তুমি আবার এই সময়ে এরূপ কথা কেন উপস্থিত করলে?

অলকা।—শোনো তবে;—রাবণের বৈমাত্র ভাই কুবের, গন্ধর্ব্ব-রাজ চিত্ররথের কাছ থেকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানতে পেরে, আত্মীয়স্বজনদের সান্ত্বনা করবার জন্য, বিভীষণের লঙ্কাভিষেক দেখ্‌বার জন্য, আর, রাবণ-অপহৃত বিমান-রাজ-"পুষ্পক"কে রামভদ্রের সেবায় নিযুক্ত থাক্‌তে উপদেশ দেবার জন্য, আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

লঙ্কা।—কি? ভগবান্ পশুপতির মিত্র স্বয়ং ধনেশ্বর রামভদ্রের সেবা করচেন?

অলকা।—এতে আর আশ্চর্য্য কি বোন্।

পরমার্থ-দর্শীদের ইনিই পরম তত্ত্ব;
পুরাণ পুরুষ ইনি—জেনো ইহা ধ্রুব সত্য;
ইনিই প্রকৃতি মূল ত্রিধায় হইয়া ভিন্ন
সাধুদের ত্রাণ-তরে মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ।

লঙ্কা।—আচ্ছা, আমাদের প্রভু রাক্ষস-নাথ কি এ কথা জান্‌তেন না?

অলকা।—তুমি কি জান না, শাপ প্রভাবে তিনি মোহ-গ্রস্ত হয়েছিলেন?—তাঁরও কোন অপরাধ নেই।

(নেপথ্যে কলরব)

উভয়ে।—(ব্যস্তসমস্ত হইয়া সভয়ে কর্ণপাত)

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

ওগো ত্রিভুবন-বাসী প্রাণীগণ! তোমরা সকলে অবহিত হয়ে শ্রবণ কর:—

বসু, সূর্য্য, রুদ্র সহ
দেবরাজ করি' আগমন
"সাধু সাধ্বী সীতা" বলি'
করিলা সমভিনন্দন।
অনলে প্রবেশ করি' পুনঃ শুদ্ধভাবে সীতা
করে নির্গমন;
ইনি তব কুল-স্থিতি —সাদরে গ্রহণ কর
ওহে রঘূত্তম!

অলকা।—কি?—রাবণ-গৃহ-বাস-জনিত কলঙ্ক-সংশয় অপনোদন করবার জন্য, অগ্নি-প্রবেশ-নির্গতা সীতাদেবীকে এই দেবগণও অভিনন্দন করচেন? অহহ!

পতিব্রতাময় জ্যোতি অগ্নির জ্যোতিতে কিনা
হইল শোধিত?
—বড়ই আশ্চর্য্য ইহা কিম্বা বুঝি লোকাচার
হ'ল অনুসৃত॥

লঙ্কা।—(শব্দ শ্রবণ করিয়া) এই যে! সুমঙ্গল তূর্য্য-ধ্বনি-মিশ্রিত গীতও যে শোনা যাচ্ছে।

অলকা।—(নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়া) এই যে, সীতার অগ্নিশুদ্ধি অনুমোদন করবার জন্য অপ্সরা ও দেবর্ষিগণও এখানে অবতীর্ণ হয়েছেন। আর বিভীষণ রামভদ্রের আদেশে কৃতাভিষেক হয়ে তাঁদের সহিত মিলিত হয়ে পুষ্পকরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ রামভদ্রের নিকটে যাচ্ছেন। এখন তবে এসো; যিনি নিজ স্বাভাবিক মহিমায় বিরাজমান, সেই মহানুভব মহা-চরিত রামকে দর্শন করে' আমাদের চক্ষু সার্থক করি।

[পরিক্রমণ করিয়া প্রস্থান।

ইতি মিশ্র-বিষ্কম্ভক।

(পুষ্পকরথের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিভীষণের প্রবেশ)

বিভী।—রামভদ্রের আদেশ-অনুযায়ী তো সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করা হ'ল। সেই আদেশ অনুসারেই মাতলির অভ্যর্থনার পর:—

অনর্গল অশ্রু-ধারে রেখাঙ্কিত গণ্ডস্থল
সুরলোক-বন্দি নারীগণ;
কনক-কঙ্কণ-চ্যুত, পালয়ে নিয়ম-ব্রত
এক বেণী করিয়া ধারণ;
ভূমিতলে বিলুণ্ঠিত, ম্লান বস্ত্র পরিধৃত
তাহাদের করিনু মোচন;
কিবা হাসি-হাসি মুখে স্বর্গধাম-অভিমুখে
এবে তারা করয়ে গমন।

(নিকটে আসিয়া) জয় রামভদ্রের জয়! মহারাজ! এই পর্য্যন্ত আপনার আদেশ সম্পাদন করেছি:—

বন্দি-পূর্ণ কারাগার
শৃঙ্খলে ছিল গো অলঙ্কৃত ;
এবে উহা সুদর্শন
স্বর্ণময় পতাকা-শোভিত।

আর, এই সেই "পুষ্পক" নামে বিমান-রাজ :—
অবারিত পথ-চারী   প্রভু-ইচ্ছা-অনুসারী
ইহা অনুক্ষণ।
যাহা তব মনোরথ   তাহাই বিমান-রথ
করিবে সাধন ॥

রাম।—সাধু লঙ্কেশ্বর! সমস্ত কাজই বেশ সুসম্পন্ন হয়েচে। (সুগ্রীবের প্রতি) সখা সুগ্রীব! এখন আর কি করতে বাকি আছে বল।

সুগ্রীব।—
দোর্দ্দিণ্ড-প্রতাপে তব   ত্রিলোক-কণ্টক সেই
হল উন্মুলিত ;
দেবীর কলঙ্ক-কথা   অগ্নি-শুদ্ধি-অনুষ্ঠানে
হল প্রশমিত ;
গুণবান্ বিভীষণে   অভিষেক করি' হল
প্রতিজ্ঞা পালিত।

সম্প্রতি যখন হনুমান দ্রোণ-পর্ব্বত আন্‌তে গিয়েছিলেন, সেই সময় কুমার ভরত তাঁর নিকট হতে সবিশেষ সংবাদ পেয়ে, সেই অবধি অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে আছেন। দেখ হনুমান! তাঁর কাছে একজন দূত পাঠিয়ে দেও। আর, আপনি স্বয়ং "পুষ্পকে" আরোহণ করে' বিমান-রাজকে অলঙ্কৃত করুন।

রাম।—প্রিয়সখা! তোমার যথা অভিরুচি। (তথা করণ)

দৃশ্য—আকাশ-পথ

সীতা।—(চুপিচুপি লক্ষ্মণের প্রতি) আমাদের এখন কোথায় যেতে হবে?

লক্ষ্ম।—দেবি! রঘুকুল-রাজধানী অযোধ্যায়।

সীতা।—বনবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল কি উত্তীর্ণ হয়েচে?

লক্ষ্ম।—দেবি! আজই তার শেষ দিন।

সকলে।—(বিমান-গতি নিরীক্ষণ)

সীতা।—(আশ্চর্য্য হইয়া) দূর হ'তে যার দক্ষিণ-ভাগ নির্ণয় করা যাচ্চে না—ঐ বিস্তীর্ণ শ্যামল ভূমি-খণ্ডগুলি কি বল দিকি নাথ?

রাম।—দেবি! ওগুলি ভূমিখণ্ড নয়।
প্রসিদ্ধ যে অষ্ট মূর্ত্তি   তাহারি এ অম্বুময়
মূরতি প্রথম ;
কীর্ত্তিত সাগর নামে   —বর্ণিতে গাম্ভীর্য্য যার
মানব অক্ষম।

সীতা।—বৃদ্ধদের মুখে শোনা যায়, আমার জ্যেষ্ঠ শ্বশুরেরা নাকি এই সাগর নির্ম্মাণ করেছিলেন। আচ্ছা, ঐ সাগরের মধ্যেও, অভিনব তৃণাচ্ছন্ন ভূমিতে দূর-প্রসারিত শুভ্র বস্ত্রের মত কি ওটা দেখা যাচ্চে?

লক্ষ্ম।—দেবি!
বানর নায়ক যত   সোৎসাহে কুতূহলে
আর্য্যের শাসন শিরে
করিয়া ধারণ,
কল্পান্ত কালাবধি   লোক-পূজ্য যারা অতি
সে সব দিগন্ত-গিরি
করি' আনয়ন
নিরমল যেই সেতু   —রঘু-কীর্ত্তি-স্তম্ভরূপে
জলধির মাঝে দৃষ্ট
হতেছে এখন।

রাম।—(অঙ্গুলীর দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া) দেখ ভাই লক্ষ্মণ!
চিনিতে কি পারিতেছ   এই সব ভূমি-ভাগ
—তমাল-নিকুঞ্জ-পুঞ্জ   মিলিত হইয়া যেথা
ছায়া-অন্ধকারময়   —শীতল তুষার-সম
উর্দ্ধে সুবিস্তৃত স্বচ্ছ   মলয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গ
—যাহা হতে নিপতিত   নির্ঝরিণী-অগণন।

লক্ষ্মণ।—হাঁ! দাদা, তাই বটে। আবার নিকটেই ওদের সেই পুরাতন গুহা।

গর্জ্জনে জর্জর যেথা দিক সমুদায়,
বজ্জর-নির্ঘোষে নভ বধিরের প্রায়,
সুপ্রচণ্ড বায়ু-বেগে
মুহুর্মুহু মেঘের সঞ্চার,
ঘন ক্রম-অন্ধকারে
অন্ধীভূত নয়ন সবার,

বংশ-গুচ্ছপরে যেথা
জলধারা হয় বরিষণ
—সেই সে গুহায় মোরা
এক রাত্রি করিনু যাপন।

সীতা।—(স্বগত) হায়! এই হতভাগিনীর দুরদৃষ্টক্রমেই এঁরা এইরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন অনুভব করচেন।

বিভী।—মহরাজ রামভদ্র! ঐ দেখুন, কাবেরী-তীরস্থ প্রসিদ্ধ ভূমিভাগ দেখা যাচ্চে।

এরি প্রান্ত-সীমাবর্ত্তী ভূধর-নিতম্ব-দেশে
শোভে কত পুরাতন
তুঙ্গ বনস্পতি।
তারি তলে, মধুস্রাবী তাম্বূলী ও পূগ-লতা
ঘনীভূতভাবে দেখ
করে অবস্থিতি।
বিরাজে আশ্রম নানা —যেথায় করেন বাস
কল্পস্থায়ী ভূত-সাক্ষী
যত মুনিগণ
—দৃঢ় তপস্থায় যাঁরা আর বেদ-অধ্যয়নে
পরব্রহ্মে করিলা গো
সাক্ষাৎ দর্শন।

এরি অনতিদূরে, দক্ষিণ দিকে, লোপামুদ্রার সুবিস্তৃত পরিসর-ভূমিতে কুম্ভ সম্ভব অগস্ত্যের এই জ্যোতি :—

যাঁহার লীলায় এই অম্বুনিধি, মরুভূমে
হয় পরিণত ;
বিন্ধ্যাচল-বৃদ্ধি যিনি খর্ব্ব করি' গর্ব্ব তাঁর
করেন বিগত ;
যাঁহার জঠরানলে
ভস্ম হয় বাতাপির দেহ
—অচিন্ত্য প্রভাব তাঁর
পারে কি গো বর্ণিবারে কেহ?

সেই অমিত-প্রভাব মহাত্মাগণ—যাঁরা সকল অন্তরাত্মার সাক্ষিস্বরূপ—তাঁদের বন্দনা কোথা হতেই বা করা যায়?

(সকলের প্রণাম)

(আকাশে)

অনুজের সহ মিলি'
প্রজা তুমি করহ পালন ;
কল্পান্ত-স্থায়ী হোক্
যশোরাশি তব হে রাজন্!
লভুক সে অমরত্ব
—রাম-নাম যে করে কীর্ত্তন ॥

রাম।—(শ্রবণ করিয়া) সেই মহামুনির ভক্তজন এই অশরীরী বাক্যে পরম অনুগৃহীত হল।

(অন্যদেরও অভিনন্দন)

বিভী।—মহারাজ রামভদ্র! পম্পা-প্রান্তবর্ত্তী এই সমস্ত প্রদেশ বহুকাল হতে পরিচিত হলেও এর নিদর্শনগুলি বলপুর্ব্বক যেন আমাদের নেত্র আকর্ষণ করচে।

এক বাণে বিদ্ধ সেই পরিচিত তাল-খণ্ড
সম্মুখে নিরখি ;
এইখানে তব বাণে বালিরে করিলে তুমি
খেলনার কপি ;
হেথা তুমি সকৌতুকে নিক্ষেপিলে পদাঘাতে
কবন্ধ-কঙ্কাল-রাশি।
হেথা দেবী-উত্তরীয় দেখিলে রাজন্ তুমি
হনুর নিকটে আসি ॥

সীতা।—(স্বগত) কি? আমার উত্তরীয় উনি হনুমানের হাতে দেখেছিলেন?

রাম।—(স্মরণ করিয়া) দেখ দেবি! তোমাকে যখন হরণ করে' নিয়ে যায়, সেই সময় "অনসূয়া"-নামাঙ্কিত উত্তরীয়খানি তোমার অঙ্গ হতে স্খলিত হয়ে নীচে পতিত হয়। আমি ব্যাকুল হয়ে তোমার অনুসন্ধান করতে করতে, হনুমানের কাছে এই প্রথম নিদর্শনটি দেখতে পাই।

দরশন মাত্রে হল
শরচ্চন্দ্র নয়নে উদয় ;
কর্পূর-পরাগে পূর্ণ
হল যেন গাত্র সমুদয় ;
অমৃত-কুম্ভের জলে
সিক্ত হল অন্তর-নিলয়।

সীতা।—(লজ্জিতা)

লক্ষ্মণ।—এই—

পিতৃ-মিত্র গৃধ্ররাজ পাপাত্মা রাবণে করি'
পশ্চাৎ-ধাবন

জরাজীর্ণ দেহ ত্যজি' অভিনব যশো-দেহ
করিলা ধারণ।

সীতা।—(স্বগত) আমার জন্য সেই মহাত্মার এইরূপ দশা হল ?

সুগ্রী।—মহারাজ! এই প্রসিদ্ধ দণ্ডকারণ্যের সীমা এইবার ছাড়িয়ে যাওয়া গেল। এখন আমরা সেইখানে এসেচি :—

স্বসা-কর্ণ-নাসাচ্ছেদ প্রতিশোধ-তরে
যেথা আসি' দূষণাদি তব হস্তে মরে।

সীতা।—(কম্পমানা) আবার যে রাক্ষসের কথা শোনা যাচ্ছে।

রাম।—আর কোন ভয় নাই—এখন তাদের কেবল নাম মাত্র অবশিষ্ট।

লক্ষ্মণ।—পুরুষোত্তম-পদ-লাঞ্ছিত মধ্যমলোকের আকাশ-প্রদেশটি দেখবার জিনিস বটে।

(রথের উচ্চ গতি)

রাম।—(সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়া)

যে দেবতা আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী পুরুষের
উদ্ভব-কারণ,
ত্রিবেদ-মুরতি-সার তেজের যে মূলাধার
—সেই সে তপন
সন্নিহিত এই পথে; —দেখিতেছি এই রথে
করি' আরোহণ।

(সকলে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম)

সীতা।—(ঊর্দ্ধে নিরীক্ষণ করিয়া) ও মা! দিনেও যে তারকা-মণ্ডল দেখা যাচ্ছে।

রাম।—সূর্য্যকিরণে চক্ষু প্রতিহত হওয়ায়, অতি-দূরত্ব-প্রযুক্ত দিবসে তারকা-মণ্ডল দেখা যায় না। কিন্তু বিমানে আরোহণ করায় সে দূরত্ব আর নাই।

সীতা।—(সকৌতুকে) আহা! গগনোদ্যানে যেন কত ফুল ফুটে আছে।

রাম।—(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) এখন জগতের দিগ্‌বিভাগ নিরূপণ করা অসম্ভব। কেন না :—

দূর বলি' স্পষ্টরূপে পৃথিবীর বস্তু কোন
নহে দৃশ্যমান;
আবার এ অন্তরীক্ষ —তাও যেন চারিদিকে
এক-ই সমান।

সুগ্রী।—মহারাজ! ভ্রাতার সৌহার্দ্দ্যবশে যদৃচ্ছাক্রমে দিগ্‌দিগন্তে বিচরণ করে' এখানকার সমস্তই আমি অবগত আছি।

উদয়াস্ত-গিরি এই —যার প্রতি উদয়াস্ত
—চন্দ্র-সূর্য্য-পরে করি'
বিশ্বাস স্থাপন—
তাহাদের ক্রোড়ে বসি' বাল্য ও বার্দ্ধক্য মোর
নিরভয়ে কুতূহলে
করিনু যাপন।

মহারাজ! এই দিকটা একবার মনোযোগ দিয়ে দেখুন :—

কৈলাস, অঞ্জন-গিরি —উভয়েরি তুল্যরূপ
উচ্চতা বিস্তার;
ধরণীর বক্ষে যেন চন্দন কস্তূরী-লিপ্ত
দুটি স্তন-ভার।

আর এই দিকে কাঞ্চন-গিরি, আর তার ওদিকে গন্ধমাদন পর্ব্বত। তার পরে যে সকল ভূমি—সে সমস্ত আমাদের মত লোকের অগম্য।

রাম।—(চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া, ভয় ও বিস্ময়ে) কি আশ্চর্য্য। সমস্ত জগৎ যেন এখানে একটি স্থানের মত নেত্রগোচর হচ্চে। সমস্ত সৃষ্টি কি বাস্তবিকই এরূপ সীমাবদ্ধ ?

সীতা।—ও মা! এ তো কখন দেখিনি—এ কি অদ্ভুত জীব ?—না মানুষ না পশু।

রাম।—দেবি! এরা হচ্চে অশ্বমুখী কিন্নর-মিথুন—এইরূপ অনেক জীব এই সব দেশে বিচরণ করে।

বিভী।—এই যে, এই দিকে আসচে—বোধ হয়, এরা অলকেশ্বর কুবেরের দূত।

(নেপথ্যে)

মহারাজ! দিনকর-কুলমণি! রামভদ্র! কৈলাস-পতির আদেশে আপনাকে অভিনন্দন করতে আমরা অযোধ্যায় যাচ্ছিলেম, আমাদের সুযাত্রার পুণ্যফলে ইতিমধ্যেই আপনাকে এইখানে দেখতে পেলেম। তাঁর আদেশ পালন করতে গিয়ে আমাদের বিশেষ উপকার হল—সেই পুরাণ পুরুষের অবতার-শ্রেণীর

মধ্যে যিনি অবস্থিত—সেই পরম জ্যোতির সহিত আজ আমাদের সৌভাগ্যক্রমে সাক্ষাৎ হল।

(প্রদক্ষিণ করিয়া অভিবন্দন)

সকলে।—(নিরীক্ষণ)

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে কিন্নর)

বিপন্ন-বৎসল তুমি, জগৎ-জনের তুমি
আত্মীয় বান্ধব !
তুমি গো কমলাকর —যেথা করে বিচরণ
সুধী-হংস সব।
জন্ম-আদি কর্ম্ম-বশে তৃষায় কাতর যত
মনীষী-চকোর
—সহস্র বৎসরাবধি তব যশঃ-সুধাপানে
হয়ে থাক্ ভোর।

(নেপথ্যে কিন্নরী)

যাবৎ ফণীন্দ্র-শিরে থাকে ভূমণ্ডল,
যাবৎ গো অন্তরীক্ষে শোভে গ্রহদল,
তাবৎ ত্রিলোকে, তব পুণ্য-যশো-গীতা
অমল চরিত-কীর্ত্তি— গীত হোক্ সীতা।

রাম-সীতা।—(লজ্জায় সঙ্কুচিত-নেত্র)

অন্যেরা।—এ কথা শুনে আমরা বড়ই সুখী হলেম।

রাম।—লঙ্কেশ্বর!—এখানে আর অধিকক্ষণ থাকা উচিত বলে' মনে হচ্চে না, এখন পৃথিবীর সন্নিকটে যাওয়াই ভাল।

বিভী।—মহারাজ!

সুর-নদী-ধৌত-শিলা এই সে হিমালয়ের
পুণ্য পাদমূল ; —যেন উজ্জ্বল কর্পূর-খণ্ড—
যত জীর্ণ-ত্বকধারী ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ
অধ্যাত্ম-বিদ্যার সেবী —তত্ত্বালোকে যাঁহাদের
নষ্ট মোহ-অন্ধকার —সেই ঋষিদের জ্যোতি
স্বভাব-মধুর সৌম্য জাগে হেথা অনুক্ষণ।

লক্ষ্ম।—দাদা! এই পূর্ব্ব-পরিচিত প্রদেশগুলি ছেড়ে চক্ষু যেন আর কোথাও যেতে চায় না।

রাম।—(নিরীক্ষণ ও স্মরণ করিয়া আবেগ-সহকারে) ভাই লক্ষ্মণ! এই প্রান্তবর্ত্তী তপোবন-প্রদেশগুলি গুরুদেব বিশ্বামিত্রের চরণ-সঞ্চারে পবিত্র হয়ে আছে। এইখানে যাজ্ঞবল্ক্যের শিষ্য দ্বিতীয় বিদেহাধিপতি কুশধ্বজের সঙ্গে থেকে, সেই গুরুজন-দের সহিত অমৃতময় বাক্যালাপের আমোদ উপভোগ করে,' সে সময়ে কতই না বাল্যোচিত ক্রীড়া করতেম।

সীতা।—(স্বগত) কাকার কথা হচ্চে না? (চারিদিকে ব্যগ্রভাবে অবলোকন)

রাম।—লঙ্কেশ্বর! যে প্রদেশগুলি গুরুচরণ-পঙ্কজে পবিত্র, বিমানারোহণে তার উপর ওঠা উচিত হয় না।

(নেপথ্যে)

ওগো রাম-লক্ষ্মণ! সেই মহর্ষি বিশ্বামিত্র তোমাদের আজ্ঞা করচেন :—

উভয়ে।—(বিমান-অধিদেবতাকে থামিতে ইঙ্গিত করিয়া) বলুন, আমরা অবহিত হয়ে শুনচি।

(পুনর্ব্বার নেপথ্যে)

অযোধ্যা নগরী-মুখে যাইবার পথে
দেখ যেন বিলম্ব না হয় কোন মতে।
অরুন্ধতী-সহচর মহর্ষি বশিষ্ঠ
করেন প্রতীক্ষা তব হইয়া সতৃষ্ণ।

আমি এখন মাধ্যাহ্নিক অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত—দণ্ড-দ্বয়ের মধ্যে এখনি আস্‌চি।

উভয়ে।—যে আজ্ঞা গুরুদেব। (পুনর্ব্বার বিমানে অধিষ্ঠিত হইয়া)

রাম।—কি আশ্চর্য্য? মহাত্মারাও বাৎসল্য-পরতন্ত্র! তপ ও বেদাধ্যয়নে তাঁদের সময় খণ্ডত বিভক্ত হলেও, এই বাৎসল্যের প্রভাবেই দেখ তাঁদের এখানে আস্‌তে হচ্চে। অথবা এইরূপই উচিত। কেন না, তাঁরা মৃদুস্বভাব; কি উপবনের মৃগ, তরু, কি মনুষ্য—সকলেরই প্রতি তাঁদের সমান করুণা। বিশেষতঃ—

সূর্য্যবংশী রাজকুলে
আমাদের শুধু গো উদ্‌ভব
শাস্ত্র-শস্ত্র-জ্ঞানাদিতে
সংস্কার দোঁহা হতে সব।

বিভী।—(দেখিয়া) এ কি! অকাল-নীহার-জালের ন্যায় পৃথিবীর ধূলায় সহসা যে দিক্ আচ্ছন্ন হয়ে গেল!

সকলে।—(সবিস্ময়ে দর্শন)

রাম।—(চিন্তা করিয়া) বোধ করি, হনুমানের কাছ থেকে আমাদের সংবাদ পেয়ে ভরত সসৈন্যে এখানে আস্চেন।

(হনুমানের প্রবেশ)

হনু।—(পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া প্রণাম করত) মহারাজ!

পবিত্র চরিত তব অন্তরে করিয়া ধ্যান
এতদিন ভরত আছিলা
কোন মতে;
সংবাদ পাইয়া এবে আমার নিকটে ইনি
ভেটিবারে আসিছেন
দ্রুত এই পথে।
জটা-চীর-ধারী হয়ে অমৃত-আস্বাদময়
রাম নাম মুখে সদা
করি' উচ্চারণ,
আনন্দে উৎফুল্ল যত মন্ত্রিদের সঙ্গে লয়ে
ভরত করেন দেখ
হেথা আগমন!

রাম।—(সোল্লাসে) অহো! এত দিনের পর ভাই, আবার তোমার সৌহার্দ্দ উপভোগ করতে পেলেম—সকল আনন্দের উপর এই আমার চূড়ান্ত আনন্দ।

লক্ষ।—(ঔৎসুক্যের সহিত) সখা হনুমান! দাদা ভরত কোথায়?

হনু।—সৈন্যের সম্মুখে যে পাঁচ ছয় জন দাঁড়িয়ে আছে—আর, তাদের আগে যিনি নিজ অনুজের সঙ্গে রয়েচেন—তিনিই ভরত।

লক্ষ।—(নিরীক্ষণ)

সীতা।—(নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি! এ যেন আর কে। তার মত তো দেখাচ্চে না।

বিভী।—ওহে বিমান-রাজ! অনেক দিনের পর আত্মীয়দের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হল—এইবার আলিঙ্গনাদির দ্বারা এঁরা স্পর্শানন্দ উপভোগ করুন—অতএব তুমি এইবার একটু থামো।

সকলে।—(বিমান হইতে অবতরণ)

(কতিপয় প্রধান পুরুষে পরিবৃত হইয়া ভরত-শত্রুঘ্নের প্রবেশ)

রাম।—(সবেগে পাদপতিত ভরতকে উঠাইয়া) এসো ভাই, এসো।

বিকসিত পঙ্কজের নালের সমান
রোম-হর্ষ স্পর্শ তব করি' অনুভব;
—ব্রহ্মানন্দ হয় যথা লভি' তত্ত্বজ্ঞান—
সেইরূপ সুখ মোর অন্তরে উদ্ভব।

(গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

লক্ষ।—(চরণে পতিত ভরতকে আলিঙ্গন)

শত্রুঘ্ন।—(রাম-লক্ষ্মণকে অভিবাদন)

উভয়ে।—কুলমর্য্যাদার অনুসরণ কর।

ভরত-শত্রুঘ্ন।—(সীতাকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া)

সীতা।—কুমার! তোমরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রিয় হও।

রাম।—ভাই ভরত-শত্রুঘ্ন!

পোত-রূপে ইঁহাদের পাইয়াছিলাম আমি
সেই মহা বিপদ-সাগরে
কপীন্দ্র সুগ্রীবে এই আর এই ধর্ম্ম-রত
মিত্র লঙ্কেশ্বরে।

এঁদের আলিঙ্গন কর। (সুগ্রীব ও বিভীষণকে প্রদর্শন করিয়া)

ভরত-শত্রুঘ্ন।—(আলিঙ্গন করিয়া যথোচিত সেবা)

ভরত।—দাদা! আমাদের কুল-গুরু মহর্ষি বশিষ্ঠ সিংহাসন গ্রহণের জন্য সমস্ত অভিষেক-সামগ্রী সজ্জিত করে' আপনার প্রতীক্ষা করচেন; এখন যেরূপ আজ্ঞা হয়।

রাম।—(স্বগত) মহর্ষি বিশ্বামিত্রের প্রতীক্ষায় আমার থাকা উচিত—আবার এদিকে মহর্ষি বশিষ্ঠ এইরূপ আজ্ঞা করচেন। আচ্ছা, এর সময়োচিত প্রতীকার করা যাবে। (প্রকাশ্যে) কুলগুরুর যথা আদেশ।

সকলে (পরিক্রমণ)

(দশরথ-পত্নীগণ-সেবিতা অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠের প্রবেশ)

বশি।—(স্বগত)

ক্ষমার সুক্ষেত্র ইনি গুণমণিগণ-খনি
সুবিপন্ন প্রাণীদের
পুণ্য-ফল যেন মূর্ত্তিমান।
রাম ইনি কৃপারাম নয়নের পূজা-স্থান
হেরিয়া ইঁহারে তাই
হরষে উথলে মোর প্রাণ॥

যাই হোক, তবু লোকাচার অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। (প্রকাশ্যে) বধূ কৌশল্যা, সুমিত্রা!

উভয়ে।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব।

বশি।—সৌভাগ্যক্রমে বাছারা দুজনেই অক্ষত-শরীরে ফিরে এসেচে।

উভয়ে।—আপনারই আশীর্ব্বাদ-প্রভাবে

অরু।—(কৈকেয়ীকে দেখিয়া) বৎসে কৈকেয়ি! তুমি কেন এত বিপন্ন হয়ে আছ?

কৈকেয়ী।—জননি! দুর্ভাগ্যক্রমে সকলেই এই হতভাগিনীর কলঙ্ক ঘোষণা করচে। যে বাছাদের প্রবাসের মূল—যে মন্থরার কথার বশ ছিল, সেই মধ্যম জননী এখন বাছাদের মুখ কি করে দেখ্‌বে?

অরু।—বৎসে! বৃথা অপবাদের ভয় কোরো না। মহর্ষিরা অন্তর্দৃষ্টিতে প্রকৃত কথা তখনই জান্‌তে পেরেছিলেন।

সকলে।—সে কিরূপ?

অরু।—মাল্যবানের কথামত শূর্পনখা মন্থরার রূপ ধরে' এইরূপ করেছিল।

সকলে।—কি আশ্চর্য্য! দুষ্টাশয় রাক্ষসেরা এই অবলা-জনকেও কষ্ট দিয়েচে?

বশি।—না, না, এই শুভ কার্য্যের সময়ে একটুও দুঃখ করা উচিত নয়। কি? এখনও রাক্ষসদের অত্যাচারের কথা?

রাম।—(বশিষ্ঠকে দেখিয়া সোল্লাসে) এই সেই মহর্ষি বশিষ্ঠ।

পূর্ণচন্দ্রে হেরি' যথা চন্দ্রকান্ত মণি
—এঁরে হেরি' মন মোর গলে' গো তেমনি।

(লক্ষ্মণের প্রতি) ভাই! এই দিকে, এই দিকে।

উভয়ে।—নিকটে আসিয়া) মহর্ষি কুল-গুরুদেব! রাম-লক্ষ্মণের প্রণাম গ্রহণ করুন।

বশি।—

নীতি, ধর্ম্ম আর জ্ঞান, যে সময়ে যাহা তুমি
করিবে সাধন
যথাযথ কালে যেন বিশুদ্ধ দৃষ্টিতে তাহা
করহ দর্শন।

উভয়ে।—(অরুন্ধতীকে অভিনন্দন)

অরু।—অভীষ্ট সিদ্ধ হোক্!

উভয়ে। ক্রমানুসারে সকল মাতাদের অভিবন্দন)

সকলে।—(গাঢ় আলিঙ্গন ও মস্তক আঘ্রাণ করিয়া) আমরা যা চিন্তা করি, তাই যেন তোমাদের হয়

সীতা।—(নিকটে আসিয়া বশিষ্ঠকে প্রণাম)

বশি।—বৎসে। বীর-প্রসবিনী হও।

সীতা।—(অরুন্ধতীকে প্রণাম)

অরু।—(সীতাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া)

লোপামুদ্রা অনসূয়া আর দেখ এই আমি
অরুন্ধতী হেথা
—ছিলাম তিনটি, এবে তোমা লয়ে হোক্ সীতা?
চারি পতিব্রতা।

সীতা।—(শ্বশ্রূকে অভিবন্দন)

সকলে।- জাছ! বংশধর-পুত্র-প্রসবিনী হও।

(নেপথ্যে)

ভগবান্ বিশ্বামিত্র
এই আজ্ঞা করেন ঘোষণ :—
ঘরে ঘরে পুরবাসী!
উৎসবের কর আয়োজন।
নিজ নিজ কর্ম্মে, সব
কর্ম্মচারী হও অবহিত,
দ্বিজবর! কর সব
অভিষেক-সামগ্রী সজ্জিত।

বশি।—(শুনিয়া) বৎসের কি সৌভাগ্য-মহিমা! ভগবান্ বিশ্বামিত্র স্বয়ং সিংহাসনে রামভদ্রকে অভিষিক্ত করবার জন্য এখানে সমাগত।

অন্যেরা।—আমাদের কি আনন্দের দিন!

সকলে।—

যজ্ঞ-বিঘ্ন-শান্তি তরে দশরথ-কর-হতে
লইনু ইহারে যবে
—যে ছিল সঙ্কল্প মনে তার অনুযায়ী কাজ
ভাবিনু—কভু কি হবে?
দৈবের প্রসাদে এবে —রামের পৌরুষ-বলে
সফল হইল সব
নিশ্চিন্ত হইয়া তাই রামে করি' অভিষেক
মোরা করি মহোৎসব।

(সকলের পরিক্রমণ)

বশি।—ইনি সেই বিশ্বামিত্র।

স্বাভাবিক ক্ষাত্র-বীর্য্য আর বিপ্রোচিত তেজে
বিশেষ উৎকর্ষ যাঁর,
অলৌকিক ব্যাপারের আশ্চর্য্য নিধি যিনি
—কি না গো আশ্চর্য্য তাঁর?

(বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্র-নিকটে আসিয়া পরস্পরের অভ্যর্থনা করত)

বিশ্বা।—মহর্ষি বশিষ্ঠ! এখনও কিসের প্রতীক্ষা করচেন?

বশি।—যথোচিত অনুষ্ঠান আরম্ভ করুন।

বিশ্বা।—(দেবর্ষিগণকে উদ্দেশ করিয়া) আপনারা রামভদ্রের অভিষেক-কার্য্য সম্পন্ন করুন।

অন্যেরা।—(যথোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান)

(নেপথ্যে দুন্দুভি ধ্বনি)

সকলে।—(সবিস্ময়ে পুষ্পবৃষ্টি করণ)

বশি।—এই লোকপালদের সহিত দেবরাজ রামভদ্রের অভিষেকে অনুমোদন করচেন।

রাম।—(কৃতাভিষেক হইয়া বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের নিকটে আসিয়া) গুরুদেব! আপনাদের উভয়কে অভিবাদন করি।

উভয়ে।—

রামভদ্র! গুণারাম! ভ্রাতৃগণ-সুসেবিত
হইয়া এখন
—ইক্ষাকুর নৃপগণ যেই ভার বহুকাল
করিল বহন—
—সেই রাজ্য-ভার তুমি আজি হতে তব শিরে
করহ ধারণ।

অন্যেরা।—তথাস্তু। (অনুমোদন)

বিশ্বা।—বৎস! রামভদ্র!

রাম।—আজ্ঞা করুন গুরুদেব!

বিশ্বা—

সুগ্রীব বিভীষণ উৎসব-আমোদ তো উপভোগ করলেন—এখন এঁদের, আর এই পুষ্পককে বিদায় দিয়ে সঙ্কল্প-সময়-সুলভ রাজরাজ কুবেরের আশ্রয় এখন তুমি গ্রহণ কর।

রাম।—(তথা করণ)

বিশ্বা।—বৎস রামভদ্র!

গুরুতর পিতৃ-আজ্ঞা করিলে পালন
ধর্ম্মও রক্ষিত হল—আর ত্রিভুবন;
মনস্তাপ ঘুচাইলে নাশি' রক্ষ-দলে,
দেবেরা কৃতার্থ সবে; ইহা হতে আর
অধিক কি শ্রেয় বল আছে করিবার?

রাম।—এর অধিক শ্রেয় আর কি হতে পারে? তথাপি ভগবৎ-চরণ-প্রসাদে এইটি যেন হয়—

নৃপগণ ক্ষীণ-তন্দ্র
ভূমণ্ডল করুন পালন।
মেঘগণ যথাকালে
বারি-ধারা করুক বর্ষণ।
ঘুচিয়া উৎপাত সব —যাউক সমগ্র রাজ্য
শস্যেতে ভরিয়া।
দিউক আনন্দ সদা কবিগণ সুবিশদ
শ্লোক বিরচিয়া।
সুপণ্ডিত সুধীগণ সমধিক মন দিয়া
পর-রচনায়
প্রচুর আনন্দ-রস অবিরত উপভোগ
করুন তাহায়।

[সকলের প্রস্থান।

সমাপ্ত

নাট্যাকাশে শারদীয় পূর্ণচন্দ্র ! হাস্য-বিদ্রূপের পুলক-জ্যোৎস্না !

যাঁহার বিয়োগে হাস্য-রসের অনাবিল—অফুরন্ত প্রবাহ সহসা বাঙ্গালার মরুহৃদয়ে
বিলীন হইয়া গিয়াছে—যাঁহার মহনীয় চিন্তাপ্রভাবে প্রাচীন
ও নবীন যুগবৈষম্যের ব্যবধানের অবসান হইয়া—
পিতামহ পিতা পৌত্র—তিন পুরুষ যাঁহার হাস্যরঙ্গে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছেন
সেই নাট্যসম্রাট—রসসাহিত্যের স্রষ্টা, প্রাণশক্তি প্রতিষ্ঠাতা—পরিহাস
বিদ্রূপ-কৌতুকের প্রস্রবণ—সমাজ-শিক্ষা-সংস্কারের পুণ্যধারার গোমুখী-প্রপাত—
সর্ব্বজন-প্রমোদন নাট্যলীলার অনন্য-সাধারণ শক্তিসম্পন্ন সুনিপুণ চিত্রকর—
দেশমাতৃকার—বাঙ্গালীর স্বাতন্ত্র্যের একনিষ্ঠ সাধক—
প্রতিভা-মনীষার বরপুত্র

রসরাজ **অমৃতলাল বসুর**—পুণ্য-স্মৃতির অবদান !

অমৃত-গ্রন্থাবলী

প্রথম ভাগে—

১। হরিশ্চন্দ্র, ২। বিবাহ বিভ্রাট,
৩। ব্রজলীলা, ৪। তাজ্জব ব্যাপার,
৫। কালাপানি, ৬। একাকার,
৭। হীরক-চূর্ণ, ৮। বৈজয়ন্ত-বাস,
৯। চাটুয্যে-বাড়ুয্যে, ১০। সাবাস-আটাস,
১১। বিলাপ, ১২। রহস্য-কবিতা ও গান

এই নাটক-প্রহসন-পঞ্চরংলীলা একত্রে ১৲

দ্বিতীয় ভাগে—

১। বিজয়-বসন্ত, ২। সতী কি কলঙ্কিনী,
৩। সাবাস বাঙ্গালী, ৪। গ্রাম্যবিভ্রাট,
৫। রাজা বাহাদুর, ৬। চোরের উপর বাটপাড়ি
৭। ডিস্‌মিস্ ৮। নবজীবন,
৯। গীতাবলী ও কবিতাবলী।

সর্ব্বজন-প্রমোদন-নাট্যলীলা একত্রে ১৲

তৃতীয় ভাগে—

১। তরুবালা, ২। কৃপণের ধন, ৩। আদর্শ বন্ধু
৪। বৌমা, ৫। অবতার, ৬। যাদুকরী,
৭। কবিতাবলী, ৮। বাবু।

এই হাস্যের অমিয়ধারা ১৲ টাকায়

নবপ্রকাশিত চতুর্থ ভাগে—

১। খাসদখল, ২। নবযৌবন,
৩। সম্মতি-সঙ্কট, ৪। নিমাইচাঁদ,
৫। বাহবা বাতিক্, ৬। তিলতর্পণ,
৭। স্মৃতির আদর, ৮। বৈজ্ঞানিক দুর্গোৎসব
৯। গানের ঝঙ্কার, ১০। রসের টুকরা,
১১। বিরাট বৃহস্পতি, ১২। সঙের ছড়া।

[হাস্য-কৌতুকময় সমাজচিত্র]

পঞ্চরং-বৈচিত্র্য-সমন্বয় ১৲ টাকায়

আবার একত্রে ৪ ভাগ ৩৲ টাকা, বাঁধাই ৩॥০ টাকা মাত্র।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাট্যসাম্রাজ্যে বিজয়-দুন্দুভি বাজিতেছে!

সেই অমরবাঞ্ছিত—সাহিত্য-জগত-আকাঙ্ক্ষিত—ভারতপরিব্যাপ্ত আকুলকণ্ঠের করুণ আহ্বান—
'বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ!'
'আমার জন্মভূমি' মন্ত্রের মন্ত্রগুরু—'স্বদেশী' তন্ত্রের মহাকবি—

ডি, এল, রায়ের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগে—

১। সাজাহান ১৷৷০
২। সীতা ১৲
৩। সোরাবরুস্তম ১৲
৪। সিংহলবিজয় ১৷৷০
৫। পরপারে ১৲
৬। হাসির গান ১৷৷০
৭। কালিদাস ও ভবভূতি ২৲
৮। আর্য্যগাথা (১ম) ১৲

এই ১০৷৷০ মূল্যের জাতীয়-গ্রন্থনিচয় মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

২য় ভাগে—

১। রাণা প্রতাপসিংহ ১৲
২। চন্দ্রগুপ্ত ১৷৷০
৩। বিরহ ১৲
৪। বঙ্গনারী ১৷৷০
৫। কল্কি অবতার ১৲
৬। আনন্দ বিদায় ১৲
৭। চিন্তা ও কল্পনা ২৲
৮। আর্য্যগাথা (২য়) ১৷৷০

এই ১০৷৷০ মূল্যের জাতীয় প্রাণসম্পদ-স্বরূপ গ্রন্থরাজি মাত্র ১৷৷০ টাকায়।

৩য় ভাগে—

১। দুর্গাদাস ১৷৷০
২। তারাবাঈ ১৷৷০
৩। ত্র্যহস্পর্শ ১৲
৪। পাষাণী ১৷৷০
৫। ত্রিবেণী ১৷৷০
৬। আষাঢ়ে ১৷৷০
৭। একঘরে ৷৷০
৮। হরিপদর ধ্রুপদ শিক্ষা ৷৷০
৯। ছত্রমহিমা ও ভারতবর্ষের সূচনা ৷৷০
১০। বিলাতের পত্র ১৲

এই ১১৲ ১০ খানি সর্ব্বরসসম্মিলনী ১৷৷০

৪র্থ ভাগে—

১। ভীষ্ম ১৷৷০
২। নূরজাহান ১৷৷০
৩। পুনর্জ্জন্ম ১৲
৪। মেবার পতন ১৷৷০
৫। প্রায়শ্চিত্ত বা বহুৎ আচ্ছা ১৲
৬। আলেখ্য ২৲
৭। মন্দ্র ২৲
৮। গান ১৷৷০

এই ১২৲ মূল্যের ৮খানি ১৷৷০ টাকায়।

সস্তার উপর সস্তা—একত্রে সমগ্র গ্রন্থাবলী ৫৷৷০ টাকায়।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।